গীতা-মধুকরী।

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

শ্রীগুরু-শ্রীচরণ-কৃপায়

বিরচিতা

অন্বয়মুখী বাঙ্গালা টীকা এবং মর্ম্মার্থসংযুক্ত

পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ-সম্বলিতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"কর্ম্মযোগশাস্ত্র"—(তিলক)।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ।

যাঁ'হ'তে জীবের সংসার-প্রবৃত্তি,
যাহে ব্যাপ্ত এই সমস্ত ভুবন,
স্বকর্ম্মে সকলে তাঁর সেবা করি,
তাহে সিদ্ধি লাভ করে নরগণ।—১৮।৪৬

সম্পাদক—শ্রীআশুতোষ দাস।

মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

নিবেদন।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তম্ অহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥

সপ্তশত শ্লোক-সমন্বিতা ক্ষুদ্রতনু গীতার ভাষা বেশ সরল; কিন্তু এমন দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ বুঝি আর নাই। ইহার ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে একাধারে সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্বের সার, সমুদায় নীতিশাস্ত্রের সার, সমুদায় দার্শনিকতত্ত্বের সার, সমুদায় উপনিষদের সার, প্রায়শঃ সূত্রাকারে সুবিন্যস্ত। নিজের বুদ্ধির উপর নিভর করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বারা গীতার অর্থবোধের চেষ্টা করিলে পদে পদে বাধা পাইতে হয়। এই বিজ্ঞানের যুগে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক যাহা কিছু, তাহার মূল, লৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমান। কিন্তু এই লৌকিক রাজ্যের বাহিরে যে অনন্ত অলৌকিক অমৃত রাজ্য আছে, যাহা এই লৌকিক রাজ্যের মূল, এবং যাহার কোন বিষয়ই আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, যোগজ জ্ঞানেও যাহা আংশিকভাবে মাত্র জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইয়া সেই অনন্ত, অজ্ঞেয়, অমৃত রাজ্যের কথা বলিয়াছেন। এই সংসার-রাজ্যের পারে অমৃত-রাজ্যে প্রবেশের পথ দেখাইয়াছেন। সুতরাং যুক্তিতর্কপ্রমাণে তাহা অধিগম্য নহে। গীতাতেও কোথাও কোন যুক্তি দেওয়া হয় নাই; বিরোধী মতের বিচার করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় নাই। যাহা সিদ্ধান্ত, যাহা সত্য, একবারেই তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে।

অতএব গীতা বুঝিতে হইলে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি আপ্তোপদেশ এবং শাস্ত্রদর্শী আচার্য্যগণের উপদেশের অনুসরণ ভিন্ন উপায় নাই।

কিন্তু শাস্ত্রে অনেক আপাত-বিরোধী কথা দেখা যায়; এবং আচার্য্যগণও একমত নহেন। তাঁহাদিগের দ্বারা রচিত গীতার ভাষ্য ও টীকা সকল আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত; এবং যিনি যে সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী, তিনি সেই সাম্প্রদায়িক মতের অনুকূল সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক গীতা ব্যাখ্যা করিয়া, ভগবদুক্ত গীতার প্রমাণে, সেই সাম্প্রদায়িক মতকে সমর্থিত করিতে যত যত্ন করিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে গীতা ব্যাখ্যার জন্য তত যত্ন করেন নাই। আর তাহা করিতে, তাহাদিগকে অনেক স্থলে বিশেষ কষ্ট-কল্পনা ও কূট অর্থ করিয়া, যোড়াতাড়া দিতে হইয়াছে। তথাপি যোড় যে ঠিক লাগে নাই, তাহা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ৩।১৬—১৯; ৪।১২; ১১।৩৭; ৮।৩; ১২।২—৭; ১৩।২ প্রভৃতি শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। তাহার ফলে, গীতার ৭০০ শ্লোকের মধ্যে অর্থ-সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে, দুর্ব্বোধ্য গীতার্থ অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে এবং ভগবদুপদিষ্ট উদার, সার্ব্বজনীন, সত্য ধর্ম্ম—অনুদার, দেশকালপাত্র বিশেষে সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ হইয়া, স্থানীয় সামাজিক আচার বিচার-বিশেষমাত্রে পরিণত হইয়াছে,—প্রাণহীন মৃতদেহে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং গীতার সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি রাখিয়া যে সূত্রে সপ্তশত-শ্লোকময়ী সমুদায় গীতাখানি গাঁথা, সেই সূত্রটি যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নিরপেক্ষ গীতার্থজিজ্ঞাসুর নিকট গীতা দুর্ব্বোধ্যই থাকে। সেই সূত্রের সন্ধান করিতে হইবে।

প্রথমে দেখিতে হইবে যে, কি উপলক্ষ্যে গীতার উদ্ভব। কুরুক্ষেত্র রণস্থলের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান অর্জ্জুন বলিতেছেন, কৃষ্ণ হে। ভীষ্মাদি গুরুজনকে নিহত করিয়া, জ্ঞাতি-বন্ধু-সুহৃদ্‌গণকে বিনাশ করিয়া, কুলক্ষয়

করিয়া আমায় রাজ্যলাভ করিতে হইবে। আমি এ রাজত্ব চাহি না। ইহাতে আমায় মহাপাপে পাপী হইতে হইবে। যুদ্ধ না করিলে যদি আমায় ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হয়, এমন কি আমার জীবন নষ্ট হয়, সেও ভাল; তবু এ পাপকর্ম্ম আমি করিব না। এই বলিয়া তিনি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাকুল চিত্তে উপবেশন করিলেন।

তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কিরূপে হইল? ইহাতে তোমার ইহলোকে অপযশ ও পরলোকে স্বর্গহানি হইবে। আর্য্যবংশোদ্ভব সাধুগণ ঈদৃশ কর্ম্ম করেন না।

ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন আরও ব্যাকুল হইলেন। যুদ্ধ করিলে মহাপাপ হয়, আর না করিলেও অকীর্ত্তি এবং স্বর্গহানি হয়। ঘোর কর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়া তিনি কর্ত্তব্যমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং এ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, কি করিলে শ্রেয়োলাভ হয়, ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গহানি না হয়, তাহা নির্ণয়ের জন্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্, প্রিয়সখা অর্জ্জুনের যাহা সর্ব্বরূপে শ্রেয়স্কর, ইহপরলোকে মঙ্গলজনক, তাহা বলিতে লাগিলেন। ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

গীতা, চতুর্থ অধ্যায় ১—৩ শ্লোকে দেখিতে পাই যে ইক্ষাকু আদি রাজর্ষিগণ এই গীতাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; এবং ভগবান্ ধর্ম্মস্থাপনার্থ সেই জ্ঞানই অর্জ্জুনকে বলিতেছিলেন। সুতরাং বুঝা যায়, যে বিশ্বাবলে, যে জ্ঞান আশ্রয় করিয়া, ইক্ষাকু আদি সেই প্রাচীন ভারতীয় মহাত্মাগণ এই ভারতভূমিকে জ্ঞান-গৌরব-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যের চরম সীমায় উন্নীত করিয়াছিলেন, এই গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই জ্ঞান সমগ্র মানবজাতিকে শিখাইতেছেন। সেই জ্ঞানই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বরূপে শ্রেয়োলাভ করানই **গীতার প্রয়োজন বা মুখ্য উদ্দেশ্য।**

কিন্তু গীতার বহু ব্যাখ্যাকার সেই গীতাজ্ঞানের একটা দিক্‌মাত্র—

কেবল মোক্ষধর্মের দিকটা, পরলোকের দিক্‌টাই দেখাইবার যত্ন করিয়াছেন, এবং আর একটা দিক,—ইহলোকের দিকটা, একবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যদ্দ্বারা আমাদের ইহলোকের কল্যাণ সাধন হয়,—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লাভ হয়—সে বিষয়ে যে সমস্ত সারগর্ভ গুহ্য উপদেশ ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, সে সকলের আলোচনা তাঁহারা আদৌ করেন নাই। এবং আমরাও সে সকল দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করি নাই; অপিচ, আকাশচর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পর্য্যবেক্ষণে অভিন্যস্ত নির্ব্বোধ জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায়, কেবল উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়াই জীবনের পথে হাঁটিতেছি, পথিমধ্যে যে কত "নালা ডোবা" রহিয়াছে সে সকল কিছুই দেখি না। ফলে, হঠাৎ খানায় পড়িয়া "বেঘোরে" প্রাণ যাইতেছে। অধুনা পণ্ডিতকুলতিলক ৺বালগঙ্গাধর তিলক-প্রমুখ লোকহিতৈষী মহাত্মাগণ গীতা-জ্ঞানের দুইটা দিকই আমাদের চক্ষে ধরিয়াছেন, যথাস্থানে আমরা তাহা দেখিব। এখন প্রথমে, প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে যিনি যেরূপ সূত্র অবলম্বনে গীতা-শাস্ত্র বুঝাইতেছেন, তাহা দেখিব।

তাঁহাদের মতে,—যে পদ প্রাপ্ত হইলে জীবের সংসারভ্রমণ শেষ হয়, মুক্তিলাভ হয়, তাহাই গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহা লাভ করানই গীতার প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই একমত। কিন্তু সেই পরম পদ—সাধ্য বস্তু কি? ও তাহা পাইবার উপায় গীতায় কিরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই বিষয়ে মতভেদ।

শঙ্করাচার্য্যের মতে, বাসুদেব (জগতের আধার) পরম ব্রহ্মই সেই পরম পদ। সেই পদ প্রাপ্তির জন্য প্রথমে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে হয়; তদ্দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধি হয়। সত্ত্ব শুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ হয়। তখন সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে সেই পরম পদ লাভ হয়। অজ্ঞানী জ্ঞানের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবে। জ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এইরূপে তিনি

কর্ম্মকে গৌণভাবে ও জ্ঞানকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন ; ভক্তিযোগের স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন না। তাঁহার মতে, অব্যভিচারিণী ভক্তি জ্ঞানেরই অন্যতম স্বরূপ (১৩।১০)—ভক্তি জ্ঞানেরই অন্তর্গত। সর্ব্বত্র এই মত রক্ষা করিয়া তিনি গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। গীতার প্রয়োজন যে মুক্তি, তাহার স্বরূপ কি, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি মায়াবাদী অদ্বৈত-জ্ঞানী। তাঁহার মতে,—(১) জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ অলীক। তাহার পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। পরম ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব; তাহা নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি; চৈতন্যমাত্রই তাহার স্বরূপ। (২) জীবাত্মাও স্বরূপতঃ সেই ব্রহ্ম,—নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা। জীবভাবে দেহের সহিত আত্মার (ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের) যে সংযোগ, তাহা অবিদ্যানিমিত্ত অধ্যাসমাত্র (১৩।২৬ ভাষ্য)। ভ্রান্তিবশে রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায়, অবিদ্যাবশে মুক্ত আত্মা যেন সুখদুঃখাদিযুক্ত সংসারী জীবরূপে প্রতীয়মান হয়। (৩) অবিদ্যাই জীবের সংসার-দশার হেতু। আর অবিদ্যানিমিত্তই কর্ম্মপ্রবৃত্তি। সেই অবিদ্যা নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ জীবন্মুক্তি লাভ হয়। অনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ে দেহাবসান হইলে, একবারে বিদেহমুক্তি লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মের সহিত সমতা প্রাপ্তি হয়। "গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যম্"—বেদান্ত, শাঙ্কর ভাষ্য। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী জ্ঞানী সন্ন্যাসী ; সুতরাং সর্ব্বত্রই জ্ঞান ও সন্ন্যাসের উপর ঝোঁক দিয়াই গীতা, বেদান্তাদির ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তিনি কলিযুগে মৃতপ্রায় বৈদিক সন্ন্যাস ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহাকে বৌদ্ধ যতিধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই ভারতের অধোগামী আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক স্রোতকে ঊর্দ্ধমুখী করিতে পারেন নাই। আমাদের জাতীয় জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালিত করিতে পারেন নাই। পরন্তু অত্যুত্তম প্রতিভাসম্পন্ন মনুষ্যগণকে লোক-সমাজ হইতে টানিয়া লইয়া সন্ন্যাসমার্গে প্রবর্ত্তিত বা প্ররোচিত করিয়া,

আমাদের সমাজশক্তি খর্ব্ব করিয়াছেন, সত্ত্বশক্তির উন্নতির অন্তরায় হইয়াছেন।

মধুসূদন সরস্বতী প্রায়শঃ শঙ্করের অনুবর্ত্তী। তবে তিনি ভক্তি-যোগেরও উপযোগিতা স্বীকার করেন।

শ্রীধর স্বামীও অদ্বৈতবাদী। তবে যে পরম তত্ত্বকে শঙ্কর চিন্মাত্রৈক-রস—কেবল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন, স্বামী তাহাকে সচ্চিদানন্দঘন বলেন, (১৮।৫৫ ভাষ্য); এবং ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, জ্ঞানকে ভক্তিরই অবান্তর ব্যাপার বলিয়া, ঈশ্বরভক্তি হইতেই মোক্ষ লাভ হয়, সিদ্ধান্ত করেন।

রামানুজের মতে, যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্ম নহে। অক্ষর ব্রহ্ম প্রকৃতিবিমুক্ত কূটস্থ জীবাত্মামাত্র। পরম ব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণই পরম তত্ত্ব তিনি নির্বিশেষ, নির্গুণ নহেন; পরন্তু সবিশেষ সগুণ—অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট। কোন হেয় গুণই তাঁহাতে নাই, এজন্য তিনি নির্গুণ। অচিন্তনীয়া স্বশক্তিদ্বারা তিনি অচিৎ-ভাবে জড় জগৎ, অচিৎসংযুক্ত চিৎকণাভাবে জীব এবং শুদ্ধ চিৎ-ভাবে পুরুষোত্তম. পরমেশ্বর। এই চিৎ-স্বরূপই তাঁহার পরম ধাম (৮।২১ ভাষ্য)। পুরুষ প্রকৃতি—দুই তাঁহার প্রকার বা বিভাব, aspect মাত্র। এই তিনই তাঁহার নিত্য ভাব। ঈশ্বর এক; কিন্তু জীব বহু; এবং জীব ও জড়-সমন্বিত এই বিশ্ব তাঁহার শরীর। এইরূপে তিনি সবিশেষ বা বিশিষ্ট ব্রহ্মেই জগৎ দর্শন করেন; তজ্জন্য তাঁহার মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। তাঁহার মতে, জগৎ মিথ্যা নহে; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস মাত্র নহে। পরন্তু তাহাদের ইতরেতর সংযোগে উৎপন্ন, ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত, সত্য। প্রকৃতিমুক্ত জীবাত্মা জ্ঞানাংশে পুরুষোত্তমের সহিত একাকার বা সমানধর্ম্মী বলিয়া জীবে ব্রহ্মে অভেদ। তথাপি ভগবান্ চিদ্‌ঘন ও জীব চিৎকণা। সুতরাং চিৎস্বরূপেও জীবে ব্রহ্মে ভেদ থাকে। এইরূপে রামানুজ

"নির্গুণ" শব্দের অভিনব অর্থ করিয়া, নির্গুণ অদ্বৈতবাদ নিরাসপূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন।

সাধনাসম্বন্ধে, তিনি কর্ম্মকে গৌণভাবে গ্রহণ করেন না। তবে জ্ঞান ও কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। তাঁহার মতে, মুক্তিতে জীব ব্রহ্মভাব লাভ করে; ব্রহ্মের তুল্য সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বজ্ঞ, আনন্দময়, স্বরাট্ ইত্যাদি হয় বটে, কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকে।

বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদমতে, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। জীব ও প্রকৃতি তাঁহার অংশ বা বিভূতি। বদ্ধ অবস্থায় জীবে ঈশ্বরে ভেদ থাকে; কিন্তু মুক্তিতে অংশাংশী ভেদ থাকে না। তিনি ভক্তির পক্ষপাতী।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের মতেও পুরুষোত্তম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। তিনি জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন,—অত্যন্ত ভিন্ন। সেই ভেদ পাঁচ প্রকার। জীবে ঈশ্বরে ভেদ, জড়ে ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ ও জড়ে জড়ে ভেদ। এই পাঁচপ্রকার ভেদই অনাদি। মুক্তিতেও তাহা থাকে।

বলদেব বিদ্যাভূষণের গীতাভাষ্য প্রায়শঃ এই মতানুযায়ী। তাঁহার মতে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল নিত্য। জীব, প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরাধীন। অশেষ ক্লেশনিবৃত্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারই গীতার প্রয়োজন। কর্ম্ম গৌণভাবে পরমপদপ্রাপ্তির সহায়। কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়। জ্ঞানে সালোক্যাদি লাভ হয়; কিন্তু ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবানন্দ লাভ হয়। ইহাই মোক্ষপদ। দ্বৈতবাদিগণ নির্ব্বাণ-মুক্তি স্বীকার করেন না।

এইরূপে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণকেই পরম তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন। তিনিই পরম ব্রহ্ম। তিনি সগুণ,—অনন্তকল্যাণ-গুণযুক্ত। অক্ষর ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাঁহাদের মতে, প্রকৃতি-বিমুক্ত কূটস্থ জীবাত্মা মাত্র; আর কাহারও মতে বা, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিমাত্র।

তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্বকাচার্য্য এই সকল বিরোধী মতের সমন্বয়পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ স্থাপন করেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বৈত তত্ত্ব। তাঁহার চারি ভাব। অক্ষর ভাব, ঈশ্বর ভাব, জীব ভাব ও প্রকৃতি ভাব। অক্ষর ভাবে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি ভাবে তিনি সবিশেষ। এই নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ, নির্গুণ ও সগুণ—দুইই পারমার্থিক সত্য।

এই সকল ব্যতীত আরও অন্যান্য মত আছে। সেই সমুদায়গুলির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ভাষ্যকারগণ, নিম্নোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গীতাশাস্ত্র বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ;—

১। মায়াবাদাত্মক অদ্বৈত জ্ঞানমূলক ব্রহ্মজ্ঞান (শঙ্কর)।

২। মায়ার সত্যত্ব প্রতিপাদক বিশিষ্টাদ্বৈত জ্ঞানমূলক বাসুদেব-ভক্তি (রামানুজ)।

৩। শুদ্ধাদ্বৈত জ্ঞানমূলক ভক্তি (বল্লভাচার্য্য)।

৪। শঙ্করাদ্বৈত জ্ঞানের সহিত ভক্তি (শ্রীধর স্বামী)।

৫। দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞানমূলক ভক্তি (নিম্বকাচার্য্য)।

৬। দ্বৈত-জ্ঞানমূলক ভক্তি (মধ্বাচার্য্য)।

৭। কেবলা ভক্তি (চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়)।

৮। পাতঞ্জল যোগ (আধুনিক যোগিসম্প্রদায়), ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে কর্ম্ম সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ; লৌকিক কর্ম্মে থাকিলে সাধনা হয় না, অতএব তাহা ত্যাজ্য। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ (৩। ১৯); তয়োস্তু কর্ম্ম সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে (৫। ২) ইত্যাদি ভগবানের স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও তাঁহারা কর্ম্মমার্গের উপযোগিতা স্বীকার করেন না। শ্রুতির যে যে মন্ত্র এবং গীতার যে যে শ্লোক, যাঁহার অনুমোদিত মতের পরিপোষক, তিনি কেবল সেইগুলির সবিশেষ উল্লেখ করিয়া, অন্যগুলিকে উপেক্ষা

করিয়াছেন। কাজেই গীতার সাত শত শ্লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই, অনেক স্থলেই সংশয় নিরাকৃত হয় নাই—অধিকন্তু অর্জ্জুনের যে মূল কর্ম্মজিজ্ঞাসা, তাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

যে সকল যুক্তিতর্কের উপর উপরোক্ত ঐ সকল বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত, সে সকলের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। গীতায় যে অজ্ঞেয় অমৃত রাজ্যের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, যুক্তি-তর্ক বিচারে তাহা পাওয়া যায় না। অতএব শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমরা সরল ভাবে তাহারই আলোচনা করিব।

ভগবান্ বলিতেছেন, অনাদি পরম অক্ষর তত্ত্বই ব্রহ্ম (৮।৩)। বিশ্বের যাহা চরমতত্ত্ব, তাহাকে অব্যক্ত অক্ষর বলে (৮। ২১)। তাহাই আমার পরম ধাম এবং তাহাই জীবের পরমা গতি। তাহা লাভ করাই মোক্ষ (৮। ২১, ১৫। ৬)। আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (১৪। ২৭)। আমার একাংশে জগৎ বিধৃত (১০।৪২); আমিই জগতের পরম কারণ—জগতের প্রভব-প্রলয়াধার। আমার পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি,(৭.৪—৭)। সর্ব্ব সত্ত্বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে বা প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে উৎপন্ন (১৩। ২৬) সেই প্রকৃতি-পুরুষ অনাদি (১৩। ১৯)। প্রকৃতি আমার (৭। ৫) এবং আমিই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—পুরুষ (১৩। ২)। অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সর্ব্বময় (৯। ৪)। অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্যের যে তেজ, তাহা আমার (১৫। ১২)। যে পুরুষ দেহের সংযোগে সুখদুঃখাদির ভোক্তা জীবাত্মা, তিনিই স্বরূপতঃ দ্রষ্টা স্বরূপ কূটস্থ আত্মা এবং সর্ব্বনিয়ন্তা মহেশ্বর বা পরমাত্মা (১৩। ২২)। ব্রহ্ম,স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূতের বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত (১৩।১৬)। আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া রহিয়াছ (১৫। ৭)। সর্ব্বভূতাশয়স্থিত জীবাত্মা আমার বিভূতি (১০। ২০)। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি মানুষী তনুতে অবতীর্ণ হই (৪। ৬)। মূর্খেরা আমার এ তত্ত্ব না বুঝিয়া আমায় অবজ্ঞা করে; কিন্তু মহাত্মাগণ তাহা বুঝিয়া একত্ব (অদ্বৈত)

ভাবে বা পৃথক্ (দ্বৈত) ভাবে আমার উপাসনা করেন (৯।১৫) ইত্যাদি।

অতএব গীতায় ব্রহ্মের নির্গুণ অক্ষর ভাবকে অস্বীকার করা হয় নাই; অথবা ঈশ্বর ভাবকেও পারমার্থিক মিথ্যা বলা হয় নাই; কিংবা ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা যে স্বতন্ত্র তত্ত্ব, তাহাও বলা হয় নাই। অপরন্তু জগৎ যে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, এ তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা কেবল নির্ব্বিশেষ, অদ্বৈত, চৈতন্যমাত্র, অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব নহে; কিংবা তাহা কেবল প্রভব প্রলয়াধার সগুণ ঈশ্বরতত্ত্বও নহে। পরন্তু তাহা দুইই,—সগুণ নির্গুণ, সর্ব্বাতীত সর্ব্বানুগ এক অদ্বয় তত্ত্ব (১৩।১৫)। তিনি সৎ ও অসৎ সর্ব্ব ভাবের অতীত (১৩।১২) সর্ব্ব ভাব হইতে পর (১১।৩৭) সর্ব্ব বিনাশিভাবের মধ্যে অবিনাশী (১৩।২৭) সর্ব্বাতীত অবিজ্ঞেয় হইয়াও (১৩।১৫) জ্ঞানগম্য (১৩।১৭)। নির্গুণভাবে তিনি অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় (১২।৩) আর সগুণ ভাবে তিনি সর্ব্বাধার সর্ব্বনিয়ন্তা মহেশ্বররূপে জ্ঞেয় (৯।৪—১০); আবার জ্ঞেয় হইলেও বিজ্ঞেয় নহেন (১৩।১৫)। যোগজ দৃষ্টিতে যেমন আত্মদর্শন হয়, ব্রহ্মদর্শন হয়, তেমনি ঈশ্বরদর্শনও হয় (৪।৩৫, ৫।২৭—২৯, ৬।২৯—৩০)। ভাগবতের ভাষায়,—

> বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে ॥১।২।১১

সুতরাং বলিতে হয়, কেবল অদ্বৈতভাবে দেখিলে, ব্রহ্মকে এক দিক্ হইতে আংশিক ভাবে দেখা হয় এবং কেবল দ্বৈতভাবে দেখিলেও অন্য দিক্ হইতে সেইরূপ আংশিক ভাবেই দেখা হয়। প্রকৃত তত্ত্ব দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে। পরন্তু উভয় তত্ত্বের উপরের ভূমিতে উঠিতে পারিলে, যে তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। তাহাতে সগুণ-নির্গুণ—দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ নাই প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

সাধনা-সম্বন্ধে, কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—তিনই পরস্পর সম্বদ্ধ। কেহই একক থাকে না। সাধারণে যেমন কর্ম্ম করে, বিদ্বান্‌ও সেইরূপ করিবেন। তবে সাধারণে স্বার্থবশে করে, কিন্তু বিদ্বান্ লোকহিতার্থে করিবেন (৩।২৫)। মানুষ স্বকর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধ হয় (১৮ ৪৬), জনকাদি হইয়াছিলেন (৩।২০)। কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৩।৩৩) জ্ঞান হইতে পরা ভক্তি জন্মে (১৮ ৫৪)। জ্ঞানী অক্ষর ব্রহ্মোপাসকেরাও সর্ব্বভূতহিতে রত (১২ । ৪)। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণও জীবহিতে ব্রতী (৫ । ২৫)। ভক্ত ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করে (১১।৫৫) ঈশ্বরে সমুদায় অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করে (৩।৩০)। যোগীর মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ (৬।৪৭)। ভক্ত ঈশ্বরের অনুকম্পায় জ্ঞানলাভ করে (১০।১১) আবার অবিচলা ভক্তি জ্ঞানেরই অন্যতম অঙ্গ (১৩ । ১০) ইত্যাদি। অতএব কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করে। তবে ভক্তিমার্গে সাধনা সুলভ (৮ । ১৪, ১২ । ২)। ইহাতে ভগবানের অনুকম্পা লাভ হয় (১২ । ৭); কিন্তু তাহাও কর্ম্ম ও জ্ঞান ছাড়া থাকে না। জ্ঞানমার্গে তাদৃশ অনুকম্পা লাভের কথা নাই।

এইরূপে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে যিনি যে সূত্র ধরিয়া গীতা বুঝাইয়াছেন এবং তাহাতে যেরূপ অর্থবিরোধ হয় তাহা দেখিলাম। জগতের চরম তত্ত্ব কি, তাহা দ্বৈত কিংবা অদ্বৈত তত্ত্ব, তাহা অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা নয়। সেই তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়,—লোকলোচনের অন্তরালে সুদূর গিরিগুহাদি আশ্রয়পূর্ব্বক পাতঞ্জল যোগ অভ্যাস করিতে হয়; অথবা সংসারকে অভিসম্পাত করিয়া, জীবনকে মরুভূমি করিয়া, কটু-তিক্ত-কষায় ফলপত্রভোজী হইয়া, সন্ন্যাসব্রত ধারণপূর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণ করিতে হয়; কিংবা সংসারের বিষয়-ঝঞ্ঝা হইতে দূরে পলায়ন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে, তুলসীকুঞ্জে অবস্থানপূর্ব্বক হরিগুণানুকীর্ত্তন, সখী ভাবের অনুকরণ এবং জঠর-জ্বালা-নিবৃত্তির জন্য "মাধুকরী" বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দিনপাত করিতে হয়, তাহাও অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা

নয়। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের, তাহা ইতি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

দুর্ব্বোধ্যার্থ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের একটী সুন্দর কৌশল মীমাংসকগণ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। পণ্ডিত-কুল-কেশরী ৺ বাল গঙ্গাধর তিলক স্বরচিত "গীতারহস্যে" তাহা দেখাইয়াছেন; তাহা এই,—

উপক্রমোপসংহারৌ হ্ভ্যাসো হ্পূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

(১) উপক্রম ও উপসংহার—কি সূত্রে গ্রন্থের আরম্ভ এবং কিরূপে তাহার শেষ। (২) অভ্যাস—গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত বিষয়। (৩) অপূর্ব্বতা—নূতনত্ব, তাহাতে নূতন কথা যাহা আছে। (৪) ফল—উপদেশ শ্রবণে শ্রোতার যাহা হইল। (৫) অর্থবাদ এবং উপপত্তি—প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত। এইগুলি গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপায়।

এখন এই বিচার-প্রণালী গীতার উপর প্রয়োগ করা যাউক।

(১) উপক্রম ও উপসংহার—আরম্ভ ও শেষ। গীতার আরম্ভ ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কুরুক্ষেত্র-রণমধ্যস্থলে করুণ হৃদয় অর্জ্জুন দেখিলেন যে, যুদ্ধ জয় করিয়া রাজ্য লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে গুরুহত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, নিষ্ঠুর হৃদয়ে আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করিতে হয়, নতুবা রাজ্যলাভ হয় না। একদিকে রাজ্যলাভের আশা তাঁহাকে বলিতেছে,—"তুমি যুদ্ধ কর"। অন্য দিকে, গুরুভক্তি, পিতৃভক্তি, সুহৃদ্‌প্রীতি, বন্ধুপ্রেম আদি কমনীয় বৃত্তিসকল বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিতেছে, "না, তুমি যুদ্ধ করিও না।" এ বড় বিষম সঙ্কট। যদি যুদ্ধ করেন তবে স্নেহ, ভক্তি, দয়া, মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, কঠোর হৃদয়ে গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মিত্রদ্রোহ, কুলধ্বংস

করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়; আর যদি যুদ্ধ না করেন তবে পাপীর শাস্তি, আততায়ীর নির্য্যাতন, স্বীয় রাজ্যের উদ্ধার—এ সমুদায়ের আশা নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল, শরীর কণ্টকিত হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। পরিশেষে ভক্তি প্রীতি আদি যে সকল কোমল বৃত্তি হৃদয়ের অতি নিকটবর্ত্তী, তাহাদেরই জয় হইল, দূরবর্ত্তী ক্ষাত্রধর্ম্ম হটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, না—আমি রাজত্ব চাহি না। গুরুহত্যা করিয়া, বন্ধুবধ করিয়া, স্বীয় কুল ধ্বংস করিয়া, রাজ্যলাভ করিতে হইবে! এ রাজত্ব আমি চাই না। ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, তবু এমন পাপলব্ধ রাজ্যৈশ্বর্য্যের কামনা করি না। আমি যুদ্ধ করিব না।

তদ্দর্শনে ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ইহা তোমার উপযুক্ত হইতেছে না। ক্ষত্রিয় হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে, তোমার স্বর্গহানি হইবে, তুমি ক্লীবের মত হাস্যাস্পদ হইবে, অনার্য্যের মত নিন্দনীয় হইবে। এতএব কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।

অর্জ্জুনের ন্যায় ধার্ম্মিকের পক্ষে এ বড় বিষম সঙ্কট। যদি যুদ্ধ করেন তবে গুরু ইত্যাদি বধজনিত পাপকর্ম্ম করিতে হয়, আর যদি না করেন, তবে ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। "জলে পড়ে ত কুমীরে খায়, ডাঙ্গায় পড়ে ত বাঘে খায়।" উভয়সঙ্কটে পড়িয়া তিনি আকুল হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ হে, ভীষ্ম, দ্রোণ আমার গুরু। তাঁহাদিগকে হত্যা করিলে আমায় রুধিরাক্ত অর্থ-কাম, পাপ অন্ন, ভোজন করিতে হইবে। অতএব যুদ্ধ করাই যদি আমার কর্ত্তব্য হয়, তবে আমার পাপ-বিমোচনের উপায় কি, তাহা বলিয়া দিন। তাহা না বলিলে আমি যুদ্ধ করিব না (২।৪—৯)।

এই বলিয়া তিনি উদ্বেলিত চিত্তে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সেই গীতা শ্রবণের পর

অর্জ্জুনের উদ্বেলিত হৃদয় প্রশান্ত হইল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হইল এবং তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া ভগবানের উপদেশ মত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

উপক্রমে যিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিতান্ত উদ্বেলিত হৃদয়ে গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে" (২।৭) বলিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, উপসংহারে গীতা শ্রবণের পর দেখি, তিনি শান্ত স্থির নিঃসঙ্কোচ চিত্তে, "স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব" (১৮।৭৩) বলিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। কিছু পূর্ব্বে গুরুহত্যা কুলক্ষয়-আদির ভাবনায়, শ্রেয়োভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায়, যাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়াছিল, যিনি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন তিনি গাণ্ডীব তুলিয়া লইয়া সেই রাজ্যলাভের জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। আর তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্যসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; শ্রেয়োভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। এই গীতার উপক্রম এবং উপসংহার।

এই উপক্রম এবং উপসংহার পর্য্যালোচনা করিলে বেশ পরিষ্কার দেখা যায় যে, সংসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের—কার্য্যাকার্য্যের তত্ত্ব কি, এবং কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিলে, ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই "কৌশল বা যোগ" (২।৫০) ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। এই জন্য ইহাকে "যোগ শাস্ত্র" (কর্ম্মযোগ শাস্ত্র) বলে; আর শ্রীভগবান্ ইহার গাতা অর্থাৎ বক্তা, তজ্জন্য ইহার আর একটী নাম "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।" অপিচ, এই কর্ম্মযোগ-শাস্ত্র উপনিষদ্-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যার আধারে প্রতিষ্ঠিত, তজ্জন্য গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারবাক্যে মহর্ষি বেদ-ব্যাস বলিয়াছেন, "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অমুক যোগো নাম অমুকো অধ্যায়ঃ।"—(তিলক)।

(২) **অভ্যাস**—পুনঃ পুনঃ আলোচনা। যে বিষয়ের উপদেশ

দেওয়া উপদেষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য, তিনি উপদেশ কালে, কথাপ্রসঙ্গে নানা বিষয়ের অবতারণা করিলেও, মধ্যে মধ্যে সেই মূল বিষয়ের উল্লেখ করেন। "অতএব সিদ্ধান্ত এই"—ইত্যাদি ভাবে মূল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, শিষ্যের মনে তাহা জাগরূক রাখেন। গীতার প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই "তুমি যুদ্ধ কর"—এই মর্ম্মের একটা না একটা কথা পাওয়া যায়। ১৮।৭৩ শ্লোক টীকা, ৬৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

অপূর্ব্বতা—নূতনত্ব। উপনিষদ্ বেদান্তাদি শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান বা মোক্ষধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে; আর স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে নীতিশাস্ত্রের আধারে, "লৌকিক কার্য্যাকার্য্য" নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের গহন তত্ত্বজ্ঞানের আধারে "কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি" (১৬।২৪) গীতা ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। ইহাই গীতার অপূর্ব্বতা।

(৪) **ফল**—অর্জ্জুনের বিজয়, রাজশ্রী, অভ্যুদয় এবং পরিণামে ধ্রুবা নীতি বা শ্রেয়োলাভ (১৮।৭৮)।

(৫) **অর্থবাদ ও উপপত্তি।** অর্থবাদের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত বিষয় এবং উপপত্তির অর্থ সিদ্ধান্ত। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান্ কহিলেন যে, ভীষ্মাদির বিনাশ নিমিত্ত শোক-মোহবশে তুমি যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছ, কিন্তু সাংখ্য-জ্ঞানের আধারে দেখ, আত্মার জন্ম-মরণ নাই। অতএব তাঁহাদের বিনাশ আশঙ্কায় যুদ্ধে বিরত হওয়া তোমার ভ্রম। তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ না করিয়া, যোগবুদ্ধি অবলম্বনে যুদ্ধ কর, তদ্দ্বারা কর্ম্মজাত পাপপুণ্য তোমায় স্পর্শ করিবে না এবং পরিণামে তুমি অনাময় শান্তিধাম প্রাপ্ত হইবে।

যদি অর্জ্জুন ভগবানের এই কথায় কোন আপত্তি উত্থাপিত না করিয়া, তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আর কোন কথাই হইত না। কিন্তু তাহা হইল না। ভগবানের ঐ সংক্ষিপ্ত উপদেশের উপরেই অর্জ্জুন যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইলেন না; পরন্তু যে নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান্ ঐরূপ উপদেশ দিলেন, তাহার মূল তত্ত্ব কি, সেই কর্ম্মযোগ-মার্গের বিশিষ্টতা কি, কর্ম্ম-মার্গ ভিন্ন জ্ঞান, সন্ন্যাস, ভক্তি আদি মার্গ অবলম্বন করিলে কি ফল হয়, ইত্যাদি বিষয়সকল সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইবার জন্য আবশ্যক মত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ ক্রমশঃ সে সকলের উত্তর দিয়া, যে নীতি অবলম্বনে তিনি ঐ কর্ম্মযোগ মার্গ অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন।

কিন্তু জগতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিরূপিত না হইলে, তাহাতে আমাদের নৈতিক তত্ত্বসম্বন্ধে কোন মীমাংসা হইতে পারে না। আমি কে? জগৎ কি? জগতের মূল তত্ত্ব কি? তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? জগতের সহিত, জগতের অন্যান্য লোকের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? সুখ দুঃখের, পাপ পুণ্যের উৎপত্তি এবং শেষ কোথায়? সংসারে আমার অন্তিম সাধ্য বা পরম প্রাপ্য কি? এবং সেই সাধ্য বস্তু প্রাপ্ত হইতে হইলে, সংসারে আমাদের জীবনযাত্রার কোন মার্গ স্বীকার করা উচিত, অথবা কোন মার্গ অবলম্বনের ফল কি? ইত্যাদি গহন প্রশ্নের নির্ণয় হইলে পর, তাহারই আধারে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উৎকৃষ্ট পন্থা কি এবং অন্যের সম্বন্ধেই বা আমাদের কার্য্য কি, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান হউক, ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান হউক বা অন্যশাস্ত্রের জ্ঞান হউক, অধ্যাত্ম জ্ঞানই সকল শাস্ত্রের অন্তিম গতি। অতএব সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় নীতিশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব উপদেশ দেওয়া আবশ্যক হইল। অতঃপর গীতার প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উল্লেখপূর্ব্বক, অর্জ্জুন কোথায় কি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং ভগবান তাহার কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা দেখিব। তাহা হইতেই গীতার মুখ্য তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে।

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা এবং ভগবানের উত্তর।

প্রথম জিজ্ঞাসা—যাহা আমার নিশ্চিত শ্রেয়ঃস্কর, তাহা আমাকে বলুন (২।৭)।

ইহাই মূল জিজ্ঞাসা এবং যাহা ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা, তাহাই গীতার তাৎপর্য্য। ২।১০ শ্লোক হইতে সেই মীমাংসার আরম্ভ। ১০—৩০ শ্লোকে আত্মতত্ত্ব। এই অংশে অর্জ্জুনের **জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নাই।** কিন্তু অর্জ্জুনের যাহা মূল অজ্ঞান, যাহা তাঁহার ভ্রান্তির মূল, এখানে ভগবান্ সেই মূলে কুঠার আঘাত করিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা আমাদের দেহটাকেই "আমি" মনে করি; আমার দেহের সহিত "আমাকে" মিশাইয়া ফেলি;—আমার দেহের অনিষ্ট হইলে "আমার অনিষ্ট" হইল, আমার দেহ নষ্ট হইলে "আমি" বিনষ্ট হইব মনে করি। ইহার নাম দেহাত্মবোধ। ইহাই জীবের মূল অজ্ঞান। আমি যে দেহ নহি, পরন্তু দেহ হইতে স্বতন্ত্র "দেহী"—ইহা বুঝিতে না পারাই মূল ভ্রান্তি। অর্জ্জুনের সেই ভ্রান্তি হইতেছিল; সাধারণ সকল লোকের তাহাই হয়। অর্জ্জুন মনে করিতেছিলেন যে, ভীষ্মাদির দেহ মৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, তাঁহারা বিনষ্ট হইবেন। তজ্জন্য ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন যে, তুমি ভীষ্মাদির বিনাশ নিমিত্ত শোক-মোহে অধীর হইয়া যুদ্ধ ত্যাগে উদ্যত। কিন্তু সাংখ্য জ্ঞানের আধারে দেখ, তুমি বা ভীষ্মাদি,—তোমরা কেহ দেহ নহ, পরন্তু দেহ হইতে পৃথক "দেহী"। দেহ তোমাদের, তোমরা "দেহী"। দেহটা নষ্ট হইলেও সেই দেহী নষ্ট হয় না; পরন্তু অব্যক্ত সূক্ষ্ম অবস্থা লাভ করিয়া অবস্থিতি করে এবং কালে আবার স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়। অপিচ যে আত্মা দেহী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কখন জন্ম-মরণ হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি বিকার নাই; "দেহী নিত্যম্ অবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত" (২।৩০)। অতএব স্বধর্ম্মপালন করিতে আসিয়া বিচলিত হওয়া তোমার অনুচিত। এই যুদ্ধ তোমার পক্ষে মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ। ক্ষত্রিয়ের

পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের আর উত্তম পন্থা নাই (৩১—৩২)। তুমি সুখ-দুঃখ লাভালাভ জয়-পরাজয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ কর ; তাহাতে তোমার পাপ হইবে না (৩৮)।

ইহা অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসাপক্ষে উত্তরের প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথায় বলিতেছেন, যে তুমি কর্ম্ম-ত্যাগ করিও না। পরন্তু, বিষয় বিশেষের প্রতি আসক্তি এবং বিষয় বিশেষের প্রতি ঘৃণা পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বত্র চিত্তের সমতা রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। তদ্দ্বারা পাপপুণ্য রূপ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এই কর্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে যখন তোমার বুদ্ধি সম্যক্‌রূপে স্থির নিশ্চল হইবে, তখন তুমি যোগসিদ্ধ হইবে।

কিন্তু তখন অর্জ্জুন এই যোগসিদ্ধ হওয়ার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন,—

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—স্থিতপ্রজ্ঞ সেই সিদ্ধ যোগীর লক্ষণ কি ? ইত্যাদি (৫)।

ইহা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ। ইহার উত্তরেই দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ।

তৃতীয় জিজ্ঞাসা—বুদ্ধিযোগই যদি উত্তম, তবে আমায় ঘোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছেন (৩।১)।

উত্তর,—সন্ন্যাসমার্গ ও কর্ম্মমার্গ, ব্রহ্মনিষ্ঠার দ্বিবিধ পন্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু সন্ন্যাসের ঠিক মর্ম্ম বুঝ নাই। কর্ম্মত্যাগমাত্রই সন্ন্যাস নহে। কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম ; জীব অবশভাবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য। ভোগ ও বিরাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—কোন দিকেই আসক্ত না হইয়া, এবং কোন দিকেই বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর ; তাহাতে সংসার-বন্ধনের আশঙ্কা নাই। জগতের পালন-পোষণে যজ্ঞার্থ কর্ম্মের একান্ত প্রয়োজন। তদ্দ্বারা স্বর্গে মর্ত্তে বিনিময় চলে এবং সেই বিনিময় হইতে জীবগণ পরম শ্রেয়োলাভ করে। যে সংসারের কর্ম্মচক্রের

অনুবর্ত্তন না করে, সে পাপাত্মা। জ্ঞানীমাত্রেরই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যুক্তচিত্তে ঐ কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন করেন। তুমিও জ্ঞানিগণের মত অনাসক্ত চিত্তে তোমার কর্ম্ম করিতে থাক এবং আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব আমাকে অর্পণ কর। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও স্ব-প্রকৃতিবশে কর্ম্ম করিতে বাধ্য। প্রকৃতির নিগ্রহ করা নিষ্ফল। অতএব তুমি তোমার প্রকৃতির অনুরূপ স্বধর্ম্ম পালন কর; পরধর্ম্মাবলম্বন ভয়াবহ।

চতুর্থ জিজ্ঞাসা—মানুষকে কে পাপ করায়? ইহাও প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ। ইহার উত্তরে তৃতীয় অধ্যায় শেষ।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ কহিলেন, এই কর্ম্মযোগ আমি এখন নূতন বলিতেছি না। পূর্ব্বে ইহা আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে পরম্পরাক্রমে ইক্ষ্বাকু আদি রাজর্ষিগণ ইহা পাইয়াছিলেন। কালে তাহা নষ্ট হওয়ায়, এখন আবার আমি তাহা তোমায় বলিতেছি। এই কথায় অর্জ্জুনের,—

পঞ্চম জিজ্ঞাসা—আপনি সূর্য্যের পরের লোক, তবে আপনি এ কথা সূর্য্যকে কহিলেন কিরূপে?

ইহাও প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ। ইহার উত্তরে ভগবান্ আপনার অবতারের উল্লেখ করিয়া কি কারণে কখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন এবং অবতাররূপে যে ভাবে কার্য্যতঃ ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া দেন, তাহা বলিয়া পরে আবার প্রস্তাবিত কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাসসম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম কিংবা অকর্ম্ম (কর্ম্ম না করা), তাহার লক্ষণ কি? (১৬—২৩) এবং ৩য় শ্লোকে যে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, কিরূপে জীবনের সর্ব্বকর্ম্ম সেই যজ্ঞার্থ কর্ম্মে পরিণত হয়, যজ্ঞার্থ কর্ম্মের ব্যাপক অর্থ (২৪—৩২) জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানে কর্ম্মে ক্ষয়, ইত্যাদি বুঝাইয়া, সেই জ্ঞানে অবস্থানপূর্ব্বক কর্ম্মযোগ-বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া চতুর্থ অধ্যায় শেষ করিলেন।

ষষ্ঠ জিজ্ঞাসা—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ। উত্তর,—উভয়ই শ্রেয়স্কর; কিন্তু কর্ম্মযোগই বিশেষরূপে উত্তম। ইহার পর প্রকৃত সন্ন্যাস কাহাকে বলে, যেরূপে অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া বাহিরে জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম করা যায়, কর্ম্মযোগে ও কর্ম্মসন্ন্যাসে সম্বন্ধ কি, পঞ্চম অধ্যায়ে তাহা বুঝাইলেন। ষষ্ঠে—যেরূপে ধ্যানযোগে চিত্তের সম্পূর্ণ স্থিরতা, বুদ্ধির সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা সাধিত হয় এবং তদ্দ্বারা আত্মদর্শন ও ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহা কহিলেন। এই সমস্তই প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ।

অনন্তর সপ্তম হইতে সপ্তদশ, এই ১১ অধ্যায়ে জগতের সমগ্র অধ্যাত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন। সপ্তমে—ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, জগৎ ও মায়াতত্ত্ব। অষ্টমে—ঈশ্বরের বিবিধ ভাব; যে ভাবে সাধনার যেরূপ ফল; জগতের মূল তত্ত্ব কি? সৃষ্টি ও বিলয়; দেহান্তে জীবের গতি। নবমে—ঈশ্বরে জগতে জীবে সম্বন্ধ; সকাম সাধনার হেয়ত্ব; ভক্তি সাধনার মহত্ত্ব; সুখের সাধনা রাজবিদ্যা, তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্। দশমে—ঈশ্বর হইতে নিখিল বিশ্বের প্রবৃত্তি—তাঁহার বিভূতিতত্ত্ব। একাদশে—ভগবানের প্রাণময় অনন্ত সত্তার একদেশে এই বিশ্বের অবস্থিতি প্রদর্শন; ঈশ্বরের কর্ম্মে জীবের নিমিত্ত ভাব কথন। দ্বাদশে—ভক্তিমার্গে সাধনা—অভ্যাস যোগ; এবং ভক্তিসিদ্ধ পুরুষের আচরণ। ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশে—আমি কে, ঈশ্বর কি, ব্রহ্ম কি, জড়দেহের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহার উপাদান কি, ধর্ম্ম কি? আমাতে, ঈশ্বরে, জগতে ও অন্যান্য জীবে সম্বন্ধ কি, সংসার কি, আর কিরূপে জীব সংসারচক্রে ভ্রমণ করে, প্রকৃতির গুণ বৈচিত্র্যে জগতের যেরূপ বৈচিত্র্য হইয়া থাকে ইত্যাদি অধ্যাত্মতত্ত্ব। ষোড়শ সপ্তদশে—প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে মানুষের যেরূপ স্বভাবাদির ভেদ হয়, সে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন।

যেরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি লাভ হইলে মানুষ প্রকৃত "বুদ্ধিমান্" হইয়া কৃতকৃত্য হয় (১৫।২০) এইরূপে অর্জ্জুনকে তাহার উপদেশ দিয়া কহিলেন যে, তুমি

এই তত্ত্ব সকল জ্ঞাত হইয়া,—"শাস্ত্রবিধানোক্ত কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতি" অবধারণপূর্ব্বক, তদনুসারে কর্ম্ম কর (১৬।২৩—২৪)। মুমুক্ষুগণ ফলাশা-বর্জ্জনপূর্ব্বক "বিবিধ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া" করিয়া থাকেন (১৭।২৪—২৫)।

একাদশ অধ্যায়ব্যাপী এই দীর্ঘ অধ্যাত্মজ্ঞানোপদেশ অর্জ্জুনের কোন জিজ্ঞাসা হইতে উত্থাপিত হয় নাই ; অর্জ্জুন সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নাই। ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহা বলিয়াছেন। তাহা না বলিলে প্রিয়সখা অর্জ্জুনের অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না ; আর সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান বিনা জগতের ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় হয় না। ইহার মধ্যে অর্জ্জুনের দুইটী মাত্র জিজ্ঞাসা আছে ;—অষ্টম অধ্যায়ে **সপ্তম জিজ্ঞাসা,** ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? ইত্যাদি (৮।১—২) আর দ্বাদশ অধ্যায়ে **অষ্টম জিজ্ঞাসা,** জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার মধ্যে উত্তম কি? (১২।১) ; এবং দুইটী প্রার্থনা আছে ;—দশম অধ্যায়ে বিভূতি তত্ত্ব শ্রবণ প্রার্থনা ও একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন প্রার্থনা। এই চারিটীই প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ। ইহার পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে,—

নবম জিজ্ঞাসা—সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? ইহাই অর্জ্জুনের শেষ জিজ্ঞাসা। ইহার উত্তরে ভগবান্ পূর্ব্বকথিত সমুদায় উপদেশের সার সংগ্রহপূর্ব্বক কহিলেন যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্ম সমুদায় পরিত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলেন ; কিন্তু যিনি সুবিচক্ষণ, তিনি বলেন, যে ফলাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত ত্যাগ। আমার মতেও যজ্ঞদানাদি কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ; পরন্তু ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক সে সকলের আচরণ করা নিশ্চয়ই উত্তম। সন্ন্যাসবাদীরা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে সন্ন্যাসের কথা বলেন, সেরূপ সন্ন্যাস দেহ থাকিতে সম্ভব হয় না। চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত আপন অধিকারমত কর্ম্ম শুদ্ধচিত্তে আচরণ করাই ঈশ্বরের অর্চনা। সর্ব্বময় ঈশ্বরের সত্তা মনে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিয়া আপন অধিকারগত

কর্ম্ম আচরণ করিলে মানুষমাত্রেই সিদ্ধিলাভ করে (১৮।৪৫—৪৬)। কোন কর্ম্মই নির্দ্দোষ নহে। সুতরাং স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করা নিষ্ফল। কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম। কর্ম্মকে ছাড়িতে চাহিলেও কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না। অতএব কর্ম্ম যাঁহার, যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে থাকিয়া সর্ব্বকর্ম্ম করান, সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাগত হইয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। তদ্দ্বারা তাঁহার কৃপায় পরম পদ লাভ হইবে। তুমি অহঙ্কারবশতঃ মনে করিতেছ, যে তুমি যুদ্ধ করিবে না। তোমার এই নিশ্চয় মিথ্যা; তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতি তোমায় যুদ্ধ করাইবে।

এই তোমায় গুহ্যতর তত্ত্ব কহিলাম। এই সমস্ত বুঝিয়া তোমার ইচ্ছা হয় যুদ্ধ কর, না ইচ্ছা হয়, না কর। আর একটী শেষ কথা বলিতেছি; তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম। এই বৈচিত্র্যময় জগতের প্রত্যেক লোকের, প্রত্যেক পদার্থের, প্রত্যেক ভাবের বাহিরে ধর্ম্ম যাহাই হউক, যে প্রকারই হউক, উহারা যে আমার ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে,—এই বোধটী সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখ। এই জ্ঞানে আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আমাতে সমুদায় দর্শন কর, সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব, দায়িত্ব অর্পণ কর; আমি তোমায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।

ভগবানের বাক্য শেষ হইল। অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। এখন আমি আপনার কথা মত কার্য্য করিব।

অতঃপর মহাভারতে দেখিতে পাই যে, অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মানুগত যুদ্ধে প্রবৃত্ত। "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ" (৮।৭) ভগবানের এই আদেশই তিনি পরিপালন করিয়াছিলেন এবং "স্বকর্ম্মনা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (১৮।৪৬) এই উপদেশেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ইহাই **গীতার সার তাৎপর্য্য।**

অতএব গীতার অধ্যায়-সমূহের সঙ্গতি করিয়া উপক্রম হইতে উপসংহার

পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে ভগবান্ সমগ্র গীতায় অর্জ্জুনকে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের মূলতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। মানব-জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষগণের কর্ম্ম জীবনের যে মূল তত্ত্ব; যে নীতি বলে জনক ইক্ষ্বাকু আদি রাজর্ষিগণ, ব্যাস বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন, এই ভারতভূমিকে জ্ঞান-গৌরব ঐশ্বর্য্য বীর্য্য-প্রতাপ-কীর্ত্তির চরম সীমায় উন্নীত করিয়াছিলেন, সেই নীতির যাহা "মূল," তাহা প্রদর্শন করাই এবং তত্ত্বজ্ঞানের আধারে প্রতিষ্ঠিত, ভগবদ্-প্রেমে পরিপ্লুত, পবিত্র কর্ম্মশক্তি উদ্দীপিত করাই **গীতার মুখ্য কার্য্য।**

কিন্তু সেই নীতি উপলব্ধিপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করিয়া, সেই কার্য্যের সমুচিত আচরণ করা, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞান, সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ব্যতীত হয় না। অতএব যে যে উপায়ে সেই জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহা বলিতে হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। এগুলি সমস্ত অর্থবাদ। এই অর্থবাদ অংশ ত্যাগ করিয়া, উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিয়া দিয়া দেখিলে, যাহা দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। গীতা বলিতেছে, কর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্ত হইওনা (২।৪৭), কর্ম্মত্যাগ মাত্রেই সন্ন্যাস নহে, কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না (৩।৪)। যে ব্যক্তি জগতের কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়-সুখ-সর্ব্বস্বের জীবনধারণ বৃথা; সে পাপাত্মা (৩।১৬)। বিদ্বান্ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, তিনি অজ্ঞ সাধারণকে সদাচারের আদর্শ দেখাইয়া, স্বয়ং যুক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিবেন (৩।২৫—২৬)। জগৎ যাঁহার, জগতের সর্ব্বকর্ম্ম যিনি করাইয়া থাকেন, তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার জগতে পালন-পোষণের জন্য, তোমার ক্ষুদ্র কর্ম্মাংশটুকুকে তাঁহার বিরাট্ কর্ম্ম-সাগরের অংশস্বরূপ বুঝিয়া তোমার অধিকারানুসারে প্রাপ্ত সর্ব্বকর্ম্ম সরলপ্রাণে, সত্য দৃষ্টিতে ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত করিয়া যাও। তুমি কৃতকৃত্য হইবে।

পাশ্চাত্য আধিভৌতিক নীতিশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, যাহাতে

অধিক লোকের অধিক সুখ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই নীতিসঙ্গত। কিন্তু কোন কার্য্যে অধিক লোকের অধিক সুখ হয়, তাহা নির্ণয় করিবার কোন পরিমাণ যন্ত্র নাই। গীতা সে ভাবে নীতিধর্ম্মের অনুসন্ধান করে না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের যাহা পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থা এবং সেই অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ম্ম অকর্ম্মরূপ নীতিধর্ম্মের যাহা মূল তত্ত্ব, গীতা তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক, তল্লাভের পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন। মানব-নীতিশাস্ত্রের যাহা মূল তত্ত্ব, গীতা তাহাকে এই দেহের যাহা মূল, এই জগতের যাহা মূল, সেই নিত্য তত্ত্বে লইয়া গিয়া,—ব্যবহার-শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্র—এই তিনের সমতা তত্ত্বজ্ঞানের আধারে সিদ্ধ করিয়াছেন। যেমন ব্যাকরণ-শাস্ত্র কোন ভাষার সৃষ্টি করে না, কিন্তু প্রচলিত ভাষার নিয়ম দেখাইয়া দিয়া তাহার উন্নতির সাহায্য করে, নীতিশাস্ত্রের কর্ম্ম ঠিক সেইরূপ। গীতা তাহাই করিয়াছেন।

প্রাচীন বৈদিক যুগে যত প্রকার সাধন পদ্ধতি ছিল, গীতা সে সমুদায়ের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি গীতার যাহা সার রহস্য, তাহা সে সমুদায় হইতে ভিন্ন।

উপনিষদুক্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম এবং "জ্ঞানে মুক্তি"—এই সিদ্ধান্ত গীতাতেও স্বীকৃত। কিন্তু গীতায় সন্ন্যাসের বা বৈরাগ্যের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নহে, পরন্তু কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ, ফলাশা ত্যাগ। আবার ফলাশা ত্যাগই কর্ম্মযোগ। পুনশ্চ বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ (৭।১৯) ইহাই—প্রকৃত জ্ঞান। এইরূপে গীতায়, জ্ঞান ও সন্ন্যাসের সহিত কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বরভক্তি এমন সুকৌশলে সংযোজিত ও সংমিশ্রিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা কর্ম্ম জ্ঞান সন্ন্যাস ভক্তি—[illegible]য়েরই সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে।

কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকগণের মতন, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও গীতার অনুমোদিত। কিন্তু তাহারই মধ্যে বিশেষ এই যে—নি[illegible]ম যজ্ঞার্থ বুদ্ধিতে সে সকল আচরণ করিলে, তদ্দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় (৩।৯)।

অধিকন্তু গীতা যজ্ঞ শব্দের আরও ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া, উক্ত মতের সহিত এই সিদ্ধান্তও জুড়িয়া দিয়াছেন যে, ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক যাহা কিছু কর্ম্ম করা হয়, সে সমুদায়ই মহাযজ্ঞ। যজ্ঞের এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, সকলে তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক, মুক্তি লাভ করুক (৪।৩২)।

জ্ঞানমার্গের মত এই যে, জ্ঞান হইতেই মুক্তি। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। অতএব, সর্ব্বলৌকিক কর্ম্ম, লৌকিক বিষয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, কেবল তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ কর। গীতা বলিতেছেন, এই সন্ন্যাসমার্গে তত্ত্ব বিচার দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা বড় ক্লেশসাধ্য (১২।৫)। ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম সকল আচরণ করিতে থাকিলে, ঈশ্বরকৃপায় সুলভে জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ হয়। (১০ ১১; ১৮ ৫৬)। এইরূপে গীতায় জ্ঞানমার্গের সহিত বাসুদেব ভক্তির ও কর্ম্মের সমাবেশ দেখা যায়।

সাধনার আর এক প্রণালী পাতঞ্জল যোগ। যোগ বলিলেই সাধারণে তাহাই বুঝিয়া থাকে। এই পাতঞ্জল যোগ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। এই যোগ সিদ্ধ হইলে আত্মদর্শন হয়। গীতা অলৌকিক চাতুর্য্যে ব্যাপক দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক, ধ্যানলব্ধ সেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত ঈশ্বরভক্তি ও কর্ম্মযোগ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন (৬।২৯—৩২)।

সৃষ্টিতত্ত্ব উপদেশের সময় গীতা প্রথমে প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যের যাহা চরম তত্ত্ব, গীতা সেই প্রকৃতি পুরুষ পর্য্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; পরন্তু সাংখ্য অতিক্রমপূর্ব্বক বেদান্ত প্রতিপাদিত নিত্য পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

গীতা মোক্ষ ধর্ম্মকে গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করে না এবং গীতা ধর্ম্মে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, দেশভেদ ও কালভেদ নাই। গীতা বলে তুমি যে জাতীয়, যে বর্ণীয় হও, যে দেশেই বা অবস্থিতি

কর না কেন, ঈশ্বরকে সর্ব্বদা যেন চক্ষের উপর রাখিয়া আপন আপন কর্ম্ম করিয়া যাও। তাহাই তোমার ঈশ্বরার্চ্চনা, তদ্দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিবে। কর্ম্মের ছোট বড়, ভাল মন্দ নাই। ভোগ বা বিরাগ, ভাল বা মন্দ কোন বিষয়ে আসক্ত না হইয়া যে স্বকর্ম্ম আচরণ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রাহ্মণ হইয়া নিত্য বিষ্ণুসেবা করুক, অথবা মেথর হইয়া নর্দ্দমা সাফ করুক, তত্ত্বদৃষ্টিতে তদুভয়ে কোন প্রভেদ নাই; উভয়েই সমান পারমার্থিক কল্যাণের অধিকারী।

ভগবান্ সমস্ত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের সার, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সার, এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রের সার অংশটুকুমাত্র আহরণ করিয়া, অত্যন্ত মুক্তচিত্তে তাহাদিগকে সুসম্মিলিত করিয়া, প্রেমরসপূর্ণ ধর্ম্মামৃত প্রস্তুত করিয়াছেন. তাহার কণিকা মাত্র আস্বাদন করিতে পারিলে মানুষের সর্ব্ব ভয় দূর হয়। স্বল্পম্ অপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—২।৪০।

ইহা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মবৃক্ষের অত্যন্ত মধুর অমৃতরস ফল। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানের উপযোগ নাই; আবার উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড সাধারণের অগম্য। উপনিষদের বুদ্ধিগম্য ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত, প্রেমগম্য ঈশ্বর-সেবার রাজগুহ্য সংযোগ করিয়া দিয়া এবং তদুভয়ের সহিত প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ডের সারাংশ সম্মিলিত করিয়া, গীতা তাঁহার অতুল ধর্ম্মামৃত প্রস্তুত করিয়াছেন।

গীতার সার শিক্ষা এই;—

১। তুমি **দেহ নও; তুমি দেহী।** দেহের জন্ম, মরণ, ক্ষয় বৃদ্ধিতে **তোমার জন্ম মরণাদি** হয় না।

২। **আমার সনাতন অংশ** তোমার ভিতরে জীব হইয়া রহিয়াছে।

৩। জীবের **সংসার-প্রবৃত্তি** আমা হইতে। **আমি স্বয়ং** সকলকে হাতে ধরিয়া চালাইতেছি। আমার কর্ম্মে **তুমি নিমিত্ত**

মাত্র। তোমার ক্ষুদ্র কর্তৃত্বের অভিমানকে মুছিয়া ফেলিয়া, তোমার ক্ষুদ্র কর্ম্মটুকুকে আমার মহান্ কর্ম্মসাগরে মিশাইয়া দিয়া, আমার সহিত **সততযুক্ত** থাক।

৪। প্রকৃতির ধর্ম্ম—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও মোহ। ইহারা কায করিয়া থাক। তুমি **তফাতে থাকিয়া দেখিতে থাক।** যেমন লোকে তামাসা দেখে।

৫। কোন বিষয় বিশেষকেই **বিশেষ আদর বা ঘৃণা** করিও না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ বিরাগ—কাহারও **নেশায় পড়িও না।** সমস্ত ভাবই আমা হইতে। সৎ-অসৎ নির্ব্বিশেষে **সমস্ত ভাবের ভিতরেই** আমাকে দেখ। আমাকে দেখিলেই কামাদি প্রশান্ত হইবে। নতুবা, **কেবল সংযমে বিষয়রস শুকাইবে না।**

৬। জাগতিক প্রত্যেক সত্তার **বাহিরের ধর্ম্ম** যাহাই হউক, সে সমুদায় **আমার ভাব।** এই ধারণা সতত মনে জাগাইয়া রাখ, আমাকে সর্ব্বদা চখের সামনে দেখ এবং সর্ব্ব সত্তার **বাহিরের ধর্ম্মকে** ছাড়িয়া, **তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরালে আমার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখ ;—**

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ।

গীতার জ্ঞান এই। তপস্যা ভিন্ন এ জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমাদের মত অযোগ্যের পক্ষে গীতাজ্ঞানলাভ করিতে হইলে, গীতা ভগবদুক্তি, Divine Revelation, এই দৃঢ় বিশ্বাসে ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য গীতা পাঠ করিতে হয় এবং পূর্ব্বাপর সমুদয়ের অনুধ্যানপূর্ব্বক সরল ভাবে প্রতিশ্লোকের, প্রতিশব্দের, সহজ স্বাভাবিক অর্থ ভাবনা করিতে হয় ; তাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে হয়। সন্দেহ উপস্থিত হইলে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ধ্যানস্থ হইতে হয়। তাঁহার আদেশ

তপস্যাবিহীন ব্যক্তিকে গীতা বলিবে না (১৮।৬৭)। অর্থাৎ গীতাজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তপস্যা করিতে হয়। তপস্যার অর্থ, অভিলষিত বিষয়ে নিয়মপূর্ব্বক যত্ন ও অনুসন্ধান। তজ্জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ; কায়মনপ্রাণে অবিচলিত ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা। অবিরত সেই বিষয় চিন্তা কর, অন্তরে বাহিরে তাহার অনুসন্ধান কর, অবিচল অধ্যবসায়ে তল্লাভোপযোগী কর্ম্ম কর, পরিশ্রম কর। যতক্ষণ তাহা অধিগত না হয়, ততক্ষণ অপর সমস্ত বিষয়কে মন হইতে দূরীভূত কর। ইহার নাম তপস্যা। সে কালের অথবা এ কালের মহাত্মাগণ ঈদৃশ তপস্যার দ্বারাই সমুদয় মহৎ বিষয় লাভ করিয়াছেন। গীতাজ্ঞান লাভের জন্য এইরূপ তপস্যা করিতে হয়। আলস্যে, আমোদে, তর্কদৃষ্টিতে গীতা চর্চ্চা করিলে, সে জ্ঞান লাভ হয় না। এই ভাবে তপস্যা করিতে পারিলে, এই ভাবে গীতা পাঠরূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, ক্রমশঃ গীতার্থের কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে, ক্রমশঃ গীতামধ্যে জ্ঞানের বিরাট্‌রূপের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু জ্ঞানের সেই বিরাট্ রূপ গীতায় যে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা আমাদেরই সৌভাগ্য। ধারণাতীত সেই রূপ পরিস্ফুট থাকিলে, আমরা পাপকলুষিত হৃদয় লইয়া তাহার সম্মুখীন হইতেই পারিতাম না। তাহা প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই এবং শ্রীগীতাকে ক্ষুদ্রতনু দেখি বলিয়াই, আমরা প্রিয় সুহৃদের ন্যায়, স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, তাহার সহিত বিশ্রব্ধ আলাপ করি; আমাদের যেমন সাধনা, যেমন জ্ঞান, সেই ভাবে তাহার সহিত খেলা করি। মানুষের জ্ঞানে গীতা সম্যক্ অধিগম্য হইবার নহে।

> কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
> ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যো২থ মৈথিলঃ।
> অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।

শুধু শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য গীতাপাঠ করিতে না গিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক

জীবন-গঠনের নিমিত্ত গীতামধ্যে যে তত্ত্বরত্নাবলী রহিয়াছে, যথাসম্ভব সেগুলিকে আমাদের জীবনের কার্য্যে লাগাইবার উদ্দেশে গীতাপাঠ করিলে তাহা সার্থক। পাণ্ডিত্যের জন্য গীতাচর্চ্চা অনুচিত।

এই গীতাধর্ম্ম সর্ব্বতোপরি নির্ভয় ও ব্যাপক। জাতি-বর্ণ-দেশ-কাল নির্ব্বিশেষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী ও সকলের প্রতি সমান উদার; সকলকে সমান ওজনে, সর্ব্বভাবে সমান সদ্গতি প্রদান করে।

এই নীতি ধর্ম্মে দীক্ষিত মহাত্মাগণ—ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীরগণ, যখন এই ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন ভারত জ্ঞান গৌরব-ঐশ্বর্য্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। যে দিন হইতে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন। হায়, ভগবান্। কবে আবার জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের অপূর্ব্ব সম্মিলনে তোমার মহান্ উদার গীতাধর্ম্মে দীক্ষিত মহাপুরুষগণ স্বকর্ম্মের দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিবে!

প্রভু হে! ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণের জন্য একবার আবির্ভূত হইয়াছিলে। সে অনেক দিন। আবার ধর্ম্মগ্লানি পূর্ণ হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বন্ধনে সনাতন-ধর্ম্মের পন্থা দুর্গম হইয়াছে। আবার একবার এস। আবার একবার বর্ত্তমানের উপযোগী ভাবে সেই অপূর্ব্ব ধর্ম্মমীমাংসা বুঝাইয়া দাও, অমৃতরাজ্যের পথ বলিয়া দাও। আর একবার দেখাইয়া দাও,—

পার্থের প্রতাপ তোমার মন্ত্রণা
যাহে প্রতিষ্ঠিত যাহার অন্তরে,
রাজ-কুললক্ষ্মী মুক্তি-সখী সহ
সেই নরবীরে আরাধনা করে।

দাদপুর,
মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান,
শ্রাবণ, ১৩৩৬।

অধীন
শ্রীআশুতোষ দাস

——:০:——

উপসংহার।

ব্যাখ্যামধ্যে উদ্ধৃত ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

শং—শঙ্করাচার্য্য। রামা—রামানুজ স্বামী।

শ্রী—শ্রীধর স্বামী। মধু—মধুসূদন সরস্বতী।

গিরি—আনন্দগিরি। বল—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

তিলক—৺বালগঙ্গাধর তিলক সম্পাদিত গীতা-রহস্য।

গীতা-মধুকরী।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বিষাদ-যোগঃ।

কর্ম্মেই তোমার সদা আছে অধিকার,
কর্ম্মফল কভু নয় আয়ত্তে তোমার।
কর্ম্মফল হেতু তুমি কর্ম্ম না করিবে,
কর্ম্মত্যাগে অনুরাগী কভু না হইবে।—২।৪৭

পূর্ব্বাভাষ।

উত্তীর্ণ অজ্ঞাতবাস বিরাট-ভবনে,
নিজ রাজ্য যুধিষ্ঠির চাহে দুর্য্যোধনে।
সদম্ভে দুর্ম্মতি তায় কহিল অমনি,
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।
এত বলি লয়ে সঙ্গে সেনা চতুরঙ্গে,
অবতীর্ণ পাপাশয় সমর-তরঙ্গে।
উদ্ধারিতে নিজ রাজ্য অনিবার্য্য রণ,
ধর্ম্ম-রণে অবতীর্ণ ধর্ম্মের নন্দন।
মহারণে সম্মিলিত বীরেন্দ্র সকল,
কুরুক্ষেত্রে প্রজ্বলিত সমর-অনল।

দুর্য্যোধনে রক্ষা করে গঙ্গার কুমার,
বীর্য্যবান্ সব্যসাচী প্রতিযোদ্ধা তাঁর।
দশ দিন মহাযুদ্ধে মথি সৈন্তগণ,
লইলেন শরশয্যা শান্তনু-নন্দন।
দ্রুত আসি হস্তিনায় তখন সঞ্জয়,
সংক্ষেপতঃ রণবার্ত্তা কহে সমুদয়।
শুনিয়া কাতরে কহে অন্ধ নরমণি,
কেমনে পড়িলা হায়! বীর-চূড়ামণি!
শৌর্য্যে যিনি দেবরাজ, ধৈর্য্যে গিরিবর,
সমর-বিদ্যার যিনি অনন্ত আকর।
সে বীরে পাণ্ডবসেনা নিপাতিত করে,
দেখিলেও বিশ্বাস না জনমে অন্তরে।
বীরেন্দ্র গাঙ্গেয় যদি শয়ান সমরে,
অতঃপর শ্রেয় নাই বুঝিনু অন্তরে।
রক্ষিতে আমার পুত্রে আছে কেবা আর,
কার বলে বলীয়ান পাণ্ডুর কুমার।
বালবুদ্ধি দুর্য্যোধন কি করিল হায়!
সবিস্তারে, হে সঞ্জয়! বল পুনরায়।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ সমবেতাঃ—যুদ্ধাভিলাষে সম্মিলিত। মামকাঃ—আমার পুত্রেরা। পাণ্ডবাঃ চ এব কিম্ অকুর্ব্বত—আর পাণ্ডবেরাই বা কি করিল, কি ভাবে যুদ্ধারম্ভ করিল।

ধৃতরাষ্ট্র ইতিপূর্ব্বেই সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়াছেন, এখন তাহা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিলেন।

কেহ কেহ এতদংশের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন যথা,—উভয় পক্ষই যখন যুদ্ধাভিলাষে সম্মিলিত, তখন তাহারা যুদ্ধই করিবেন। তবে "কিম্ অকুর্ব্বত" এরূপ প্রশ্ন কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা এখন "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" সম্মিলিত। সুতরাং ধর্ম্মক্ষেত্রের স্থান-মাহাত্ম্যে তাহাদের অন্তঃকরণে শান্তিভাবের উদয় হইতে পারে এবং তাহা হইলে, এ ঘোর যুদ্ধ না ঘটিয়া সন্ধি বা অন্যরূপেও বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারে। এই সন্দেহে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিম্ অকুর্ব্বত"—তাহারা কি করিল?

কিন্তু মহাভারত-অনুসরণ করিলে দেখা যায়, যে এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এই কথোপকথনের দশদিন পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধ চলিতেছে, ধৃতরাষ্ট্র তাহা সঞ্জয়ের মুখে অবগত হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, বল, হে সঞ্জয়!
মম বৎসগণ আর পাণ্ডবনিচয়
সম্মিলিত হয়ে সবে যুদ্ধ-কামনায়
কি করিল, সবিশেষ বল সমুদায় ॥ ১ ॥

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের ১৩ হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশের নাম ভগবদ্‌গীতা-পর্ব্বাধ্যায়। কিন্তু ২৫শ অধ্যায় হইতে প্রকৃত গীতার আরম্ভ। ২৩ হইতে ২৪ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রথমেই কয়েকটি পয়ারে রচিয়া দিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তিনি হস্তিনায় আপনার রাজভবনে। সঞ্জয় তাঁহাকে যুদ্ধবিবরণ শুনাইতেছেন। ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্য চক্ষু ও দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া হস্তিনায় থাকিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার দেখিতেন ও সকলের মনের ভাব পর্য্যন্ত জানিতেন এবং সে সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেন। কিন্তু ১৩শ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, সঞ্জয় প্রথম হইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ছিলেন না। দশ দিন যুদ্ধ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রে ছিলেন; পরে ভীষ্ম পতিত হইলে তিনি হস্তিনায় আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। অন্ধরাজ ভীষ্মের পতন-বার্ত্তা অবগত হইয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং সমস্ত সবিস্তারে শুনিতে চাহিলেন। তখন যুদ্ধের প্রাক্‌কালে কৃষ্ণার্জ্জুনে যে কথোপকথন হইয়াছিল, সঞ্জয় তাহা বলিতে লাগিলেন; এই স্থানে গীতার আরম্ভ।

কুরুক্ষেত্র—মহাভারতমতে উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের নাম কুরুক্ষেত্র। বর্ত্তমান সময়ে উহা থানেশ্বরের দক্ষিণ ও আম্বালা হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরু নামে এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজা ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে।

ধর্ম্মক্ষেত্র—ক্ষেত্রে যেমন শস্যের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পবিত্র কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তির ও বিদ্যমান ধর্ম্মের বৃদ্ধির স্থান, তজ্জন্য উহা ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মামকাঃ—আমার পুত্রেরা। এই শব্দ স্নেহব্যঞ্জক। ধৃতরাষ্ট্র নিজ

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্ত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্ত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

পুত্ত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া "মামকাঃ" ও যুধিষ্ঠিরাদিকে লক্ষ্য করিয়া "পাণ্ডবাঃ" বলায়, তাঁহার নিজ পুত্ত্রগণের প্রতি আত্মীয়তা ও পাণ্ডুপুত্ত্র-গণের প্রতি অনাত্মীয়তা বা বিদ্রোহবুদ্ধি সূচিত হইতেছে। ১।

রাজা দুর্য্যোধনঃ তু ব্যূঢ়ং পাণ্ডবানীকং দৃষ্ট্বা—ব্যূহাকারে সজ্জিত পাণ্ডবসেনা দেখিয়া। আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য—দ্রোণাচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া। বচনম্ অব্রবীৎ—কহিলেন।

দ্রোণ—ভরদ্বাজপুত্ত্র, কৌরবগণের এবং পাণ্ডবগণের উভয়েরই অস্ত্র গুরু। যুদ্ধার্থ সৈন্য-সমাবেশের নাম ব্যূহ। ২।

সঞ্জয় কহিলেন।

সঞ্জয়ের উত্তর	ব্যূহিত পাণ্ডবসেনা করি দরশন দ্রোণাচার্য্য-সন্নিধানে করিয়া গমন, দেখাইয়া আচার্য্যে পাণ্ডব-চমূচয় কহে রাজা দুর্য্যোধন শঙ্কিতহৃদয়। ২।
পাণ্ডব সেনা	হে আচার্য্য পাণ্ডবের এই সৈন্যচয়, এই দেখ, পুরোভাগে সুসজ্জিত রয়।

শঙ্কিত—দুর্য্যোধন যে অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তাহা ২—১২ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়; ১।১২ দেখ। মূলে যে "তু" শব্দ আছে তাহার মর্ম্ম এই যে মহতী কুরুসেনা-দর্শনে পাণ্ডবেরা ভীত হন নাই, কিন্তু দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সেনা দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন।

তত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥

হে আচার্য্য! পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য—পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা দেখুন। অথবা হে পাণ্ডুপুত্রাণাম্ আচার্য্য! এতাং মহতীং চমূং পশ্য। এখানে দুর্য্যোধনের উক্তি শ্লেষাত্মক বটে। অনন্তর সেই চমূ—সেনা, কিরূপ, ৩—৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াম্। দ্রুপদ-পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রুপদ দ্রোণের পূর্ব্বশত্রু। তাহা স্মরণ করাইয়া দ্রোণাচার্য্যকে উত্তেজিত করিবার জন্যই দুর্য্যোধন তাঁহাকে দ্রুপদপুত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন। ব্যূঢ়া—ব্যূহাকারে সজ্জিতা। ৩।

তত্র—সেই সেনায়। শূরাঃ (সন্তি)—বীরগণ আছেন। তাঁহারা মহেষ্বাসাঃ—মহাধনুর্দ্ধর। এবং যুধি—যুদ্ধে। ভীমার্জ্জুনসমাঃ। অনন্তর

বুদ্ধিমান তব শিষ্য দ্রুপদ-কুমার,
এই যে বিশাল ব্যূহ রচিত তাহার। ৩।
আছে তায় বহু বহু মহাধনুর্দ্ধর,
ভীমার্জ্জুনসম যারা রণে ভয়ঙ্কর;—
মহারথ সাত্যকি, দ্রুপদ মৎস্যরাজ,
বীর্য্যবান্ চেকিতান আর কাশিরাজ,
ধৃষ্টকেতু যার কেতু দৃষ্টে জন্মে ভয়,
পুরুজিৎ বহু পুর যে করেছে জয়,
পরাক্রান্ত যুধামন্যু, ভোজ-অধীশ্বর,
বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, শৈব্য নরবর,

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

সেই বীরগণের নাম-নির্দেশ এবং নাম ও বিশেষণের দ্বারাই তাঁহাদের গুণ-গৌরব প্রকাশ করিতেছেন।

যুযুধান—সাত্যকি। চেকিতান—রাজবিশেষ। বিক্রান্ত—পরাক্রান্ত। নরপুঙ্গব—নরশ্রেষ্ঠ। সৌভদ্র—সুভদ্রাপুত্র, অভিমন্যু। দ্রৌপদেয়—দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র; প্রতিবিন্ধ, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুত-কর্ম্মা, যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসজাত। সর্ব্বে এব মহারথাঃ—ইঁহারা সকলেই মহারথ। মহারথ—যিনি অস্ত্র-শস্ত্রকুশল এবং একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। ৪—৬।

হে দ্বিজোত্তম! অস্মাকম্ তু যে বিশিষ্টাঃ—আমাদের মধ্যেও কিন্তু যাহারা বিশেষ গুণযুক্ত। তান্ নিবোধ—তাহাদিগকে অবগত হউন। তাহারা মম সৈন্যস্য নায়কাঃ—নেতা। সংজ্ঞার্থং তান্ তে ব্রবীমি—পরিচয়ের জন্য তাহাদের বিষয় আপনাকে বলিতেছি।

এ শ্লোকে "তু" শব্দ দ্বারা, দুর্য্যোধন অন্তরের ভয় লুকাইয়া বাহিরে সাহস প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ বুঝাইতেছে (গিরি)। ৭।

অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর,—
মহারথ এরা সবে, সমরে দুর্ব্বার। ৪—৬।
আমাদেরও মধ্যে কিন্তু যাঁহারা প্রধান
কুরুসেনা কহি আমি দ্বিজোত্তম, কর অবধান।
যাঁহারা নায়ক মম বিশাল সেনায়,
আপনার বিদিতার্থ কহি সমুদায়। ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

ধূর্ত্ত দুর্য্যোধন স্বপক্ষীয় বীরগণের বর্ণনাবসরে দ্রোণাচার্য্যকে তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় অগ্রেই তাঁহার ও শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের প্রথমেই তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামার উল্লেখ করিলেন। সমিতিঞ্জয়ঃ—যুদ্ধজেতা। সৌমদত্তিঃ—সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা। ৮।

এতদ্ব্যতীত অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ—আমার জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত। তাহারা সর্ব্বে নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ—যদ্দ্বারা প্রহার করা যায় তাহা প্রহরণ; তাহারা প্রহার করিবার উপযুক্ত নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত। ও যুদ্ধবিশারদাঃ—যুদ্ধে সুনিপুণ। ৯।

আপনি ও অশ্বত্থামা পুত্র আপনার,
ভীষ্ম, কর্ণ, রণজয়ী কৃপাচার্য্য আর,
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত-পুত্র বীরবর,
বিকর্ণ ও জয়দ্রথ সিন্ধু-অধীশ্বর। ৮।
এইরূপ আরও বীর আছে বহুতর,
সবে যুদ্ধবিশারদ নানা অস্ত্রধর,
প্রস্তুত আমার তরে প্রাণ দিতে সবে;—
অবশ্য অবশ্য জয় লভিব আহবে। ৯।
অপর্য্যাপ্ত মম সৈন্য ভীষ্মের রক্ষিত,
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব-সৈন্য ভীমের রক্ষিত। ১০।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এ হি ॥ ১১ ॥
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনোদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎ বলং তু অপর্য্যাপ্তম্। এতেষাং তু ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্। এখানে পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত পদদ্বয়ের অর্থে শ্লেষ আছে। দুর্য্যোধন বলিতেছেন, ভীষ্মরক্ষিত আমাদের এই সৈন্য অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত, বহু; আর ভীমরক্ষিত ইহাদের (পাণ্ডবদিগের) এই সৈন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত, অল্প। পক্ষান্তরে এরূপ ভাবও প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের সৈন্যগণ বহু হইলেও তাহারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অসমর্থ; আর পাণ্ডবসৈন্যগণ অল্প হইলেও, তাহারা যুদ্ধে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সমর্থ ॥ ১০ ॥

এখন কর্ত্তব্য সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করা। অতএব ভবন্তঃ সর্ব্বে এব—আপনারা সকলেই। সর্ব্বেষু চ অয়নেষু—সমস্ত ব্যূহপ্রবেশপথে। যথাভাগম্ অবস্থিতাঃ—স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া। ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু। দ্রোণাচার্য্যকে যেন অনাদর করিয়াই দুর্য্যোধন পূর্ব্বোক্ত বাক্য কহিলেন। ১১।

২—১১ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে দুর্য্যোধন অন্তরে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি সকল যেন ভীতিবিজড়িত ও অব্যবস্থিত। এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কুরুবৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য হর্ষং

আছে যত ব্যূহপথ এ মম সেনায়,
আপন বিভাগ মত থাকি সে সবায়,
পিতামহে সবে রক্ষা করুন যতনে ;—
পিতামহ বিদ্যমানে কি আশঙ্কা রণে। ১১।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩॥

সংজনয়ন্—তাহার উৎসাহ জন্মাইয়া। উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনোদ্য—সিংহতুল্য নাদ (ধ্বনি) করিয়া। শঙ্খং দধ্মৌ—শঙ্খধ্বনি করিলেন। সিংহনাদ—উপমানে ণমুল্ প্রত্যয়। বিনোদ্য—ধ্বনি করিয়া। ভীষ্ম বৃদ্ধ সুতরাং বিচক্ষণ, সহজেই দুর্য্যোধনের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি পিতামহ অতএব তাঁহার প্রতি স্নেহবানও বটেন। ১২।

ততঃ—অনন্তর অর্থাৎ ভীষ্মের রণোৎসাহ দেখিয়া। আর সকলেও উৎসাহান্বিত হইল, এবং শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ। সহসা এব অভ্যহন্যন্ত—তখনই বাদিত হইল। স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ—মহান্ হইল। পণব—মৃদঙ্গ। আনক—নাগরা। গোমুখ—শিঙ্গা। এইরূপে পাপী কৌরবগণের দ্বারাই যুদ্ধ সূচিত হইল। ১৩।

কুরু-সেনার উৎসাহ

আপন হৃদয়ভীতি লুকাইয়া নরপতি
বলে ছলে সাহসবচন।
বুঝি বৃদ্ধ পিতামহ, দিয়া তায় রণোৎসাহ
শঙ্খধ্বনি করিল তখন ॥
ভীষ্ম করে শঙ্খধ্বনি, সিংহ যেন করে ধ্বনি
উৎসাহিত করি সৈন্যদলে।
ভীষ্মের উৎসাহ রণে নিরখিয়া বীরগণে
রণোৎসাহে মাতিল সকলে ॥ ১২ ॥
শঙ্খ ভেরী শত শত মৃদঙ্গ নাগরা কত
কত শিঙ্গা বাজিল অমনি।
কুরুসৈন্যে কুরুবর, সেই রোল ভয়ঙ্কর
কাঁপাইল আকাশ অবনী ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

১৪—১৮ শ্লোকে পাণ্ডব-পক্ষের বর্ণনা। ততঃ—কৌরবগণের উৎসাহ শ্রবণানন্তর। শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে—শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে। স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। ১৪।

১৫—১৮ শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বীরগণের ও তাঁহাদের শঙ্খের নাম বলিতেছেন। কাশ্য—কাশিরাজ। পরমেষ্বাস—পরম ধনুর্ধর। অপরাজিত—যিনি পরাজিত হয়েন না। ১৮।

এরূপে, হে মহীপতে,   কৌরবেরই পক্ষ হ'তে
  সূত্রপাত হ'ল কাল রণ।
শ্বেত-অশ্ব-রথমাঝে   কৃষ্ণার্জ্জুন-কর্ণে বাজে
  কৌরবের সে নাদ ভীষণ ॥

পাণ্ডব-সেনার উৎসাহ

সে নিনাদ হর্ষজন্য   শুনি, শঙ্খ পাঞ্চজন্য
  হৃষীকেশ বাজান তখন।
বাজাইলা দেবদত্ত   শঙ্খ, নাম 'দেবদত্ত'
  ধনঞ্জয় অরাতি-মর্দ্দন ॥
ভীমকর্ম্মা বৃকোদর   পৌণ্ড্র নামে শঙ্খবর
  অনন্ত বিজয় যুধিষ্ঠির।
বাজাইলা বজ্রঘোষ   নকুল শঙ্খ সুঘোষ
  মণিপুষ্প সহদেব বীর ॥ ১৪—১৬।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥

পাণ্ডব পক্ষের, সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ—সেই উচ্চৈঃ শব্দ। নভঃ চ পৃথিবীং চ এব, অভ্যনুনাদয়ন্—প্রতিধ্বনিত করিয়া। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং—ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণের। হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ—হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

কৌরবদিগের শঙ্খ-নিনাদে পাণ্ডবগণ বিচলিত হয়েন নাই, কারণ তাঁহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান্; কিন্তু পাণ্ডবদিগের শঙ্খধ্বনিতে পাপী কৌরবগণ বিচলিত হইল। ধার্ম্মিকের সাহসে ও পাপীর সাহসে প্রভেদ অনেক। ১৯।

ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মৎস্যরাজ,
চিরজয়ী যুযুধান আর।
সুরথী শিখণ্ডী বীর, পঞ্চপুত্র পাঞ্চালীর
মহাবাহু সুভদ্রা-কুমার॥
দ্রুপদাদি বীর যত পৃথক্ পৃথক্ কত
রণশঙ্খ করিয়া ধারণ।
সকলে হে মহীপতি, সমর-উৎসাহে মাতি
ঘোর রোলে বাজান তখন। ১৭—১৮।
তুমুল সে শঙ্খধ্বনি, নাচাইয়া প্রতিধ্বনি,
পরশিয়া আকাশ অবনী,
ছিল যত কুরুপক্ষ, তাহাদের বীরবক্ষ,
বিদীর্ণ করিল নরমণি। ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥

হে মহীপতে! অথ—মহাশব্দানন্তর। কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ—অর্জ্জুন। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্—ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়দিগকে। ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া। শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে—শস্ত্রনিক্ষেপে উদ্যত হইয়া। ধনুঃ উদ্যম্য—ধনুঃ উত্তোলনপূর্ব্বক। তদা হৃষীকেশম্ ইদম্ বাক্যম্ আহ—তখন হৃষীকেশকে কহিলেন। উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে, মে রথং স্থাপয়—ততক্ষণ আমার রথ রাখ। যাবৎ—যতক্ষণ। এতান্ অহং নিরীক্ষে। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্—কাহার সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।

কপিধ্বজ—অর্জ্জুনের একটি নাম। হৃষীকেশ—হৃষীক শব্দের অর্থ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়। যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ঈশ অর্থাৎ নিয়ন্তা, তিনি হৃষীকেশ। হৃষীকেশ যখন অর্জ্জুনের সারথি, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়বৈকল্যের সম্ভাবনা

দেখি তবে কুরুগণে প্রস্তুত সমরে,
ধনঞ্জয় সমুদ্যত অস্ত্রপাত তরে,
তুলিয়া গাণ্ডীব ধনু পাণ্ডুর নন্দন,
কহিলেন হৃষীকেশে করি সম্বোধন,—
উভয় সেনার মাঝে রাখ মম রথ, ২০—২১।
এ সমস্ত বীরগণে নিরখি যাবৎ।
অবস্থিত যুদ্ধ-আশে কে কে বীরবর,
এই রণে কার সনে করিব সমর। ২২।

সৈন্যদর্শনে অর্জ্জুনের প্রার্থনা।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫॥

নাই। অচ্যুত—ভগবানের একটি নাম। যিনি কোনরূপেই নিজ ভাব হইতে চ্যুত হয়েন না, তিনি অচ্যুত। যোদ্ধুকামান্—যুদ্ধাভিলাষী। রণসমুদ্যমে—যুদ্ধব্যাপারে। ২০—২২।

অত্র যুদ্ধে দুর্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ—প্রিয়াকাঙ্ক্ষী। যে এতে—এই যাহারা। অত্র সমাগতাঃ। যোৎস্যমানান্—যুদ্ধাভিলাষী। তান্ অহম্ অবেক্ষে—তাহাদিগকে আমি দেখিব। ২৩।

দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন,
যুদ্ধে তা'র হিতাকাঙ্ক্ষী যে যে বীরগণ,
সমাগত রণস্থলে যুদ্ধ-কামনায়,
যুদ্ধারম্ভে, হে অচ্যুত! দেখি সে সবায়। ২৩।

সঞ্জয় কহিলেন।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, হে কুরুসত্তম!
উভয় সেনার মাঝে ল'য়ে রথোত্তম,
ভীষ্ম দ্রোণ আর আর যত রাজগণ
তাঁহাদের পুরোভাগে করিয়া স্থাপন,
কহিলেন হৃষীকেশ, দেখ ধনঞ্জয়!
সমবেত অই যত কৌরব-নিচয়। ২৪—২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

হে ভারত! গুড়াকেশেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে, ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং প্রমুখতঃ—ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সর্ব্ব রাজগণের সম্মুখে। রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা, হে পার্থ! সমবেতান্ এতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি উবাচ।

ভারত—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরত, ইনি কুরুবংশের একজন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা। যাঁহারা সেই ভরতের বংশধর, তাঁহাদের সাধারণ নাম ভারত। এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইতেছে। মহীক্ষিৎ—রাজা। গুড়াকেশ—(গুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ, প্রভু) যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন; অর্থাৎ অর্জ্জুন কার্য্যকালে নিদ্রিত বা মুগ্ধ হয়েন না। ২৪--২৫।

পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে স্থিতান্ পিতৄন্ অথ পিতামহান্ ইত্যাদি অপশ্যৎ—দেখিলেন। সখা—যে উপকার পাইয়া

সৈন্যদর্শন

উভয় সেনায় তথা দেখে ধনঞ্জয়
পিতা, পিতামহ, সখা, সুহৃদ্-নিচয়,
আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্রগণ,
শ্বশুর প্রভৃতি যত আত্মীয় স্বজন। ২৬।
অবস্থিত সেথা সেই বন্ধু সমুদয়,
নিরখি পরম কৃপাবশে ধনঞ্জয়,
ভুলি দ্বেষ, ভুলি হিংসা, বৈর-নির্য্যাতন,
বিষণ্ণ-বদনে কৃষ্ণে বলেন তখন। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

অথবা কোন কারণে মিত্র হইয়াছে। সুহৃদ্—যে বিনা কারণে উপকারী। ২৬।

স কৌন্তেয়ঃ তান্ সমীক্ষ্য ইত্যাদি। সমীক্ষ্য—দেখিয়া। পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ—অত্যন্ত কৃপান্বিত হইয়া। বিষীদন্—বিষণ্ণ হইয়া। ২৭।

দেখিয়া অর্জ্জুন কি বলিলেন, অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্—যুদ্ধাভিলাষী। ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা, মম গাত্রাণি সীদন্তি—গাত্র অবসন্ন হইতেছে ইত্যাদি। বেপথু—কম্প। গাণ্ডীব—অর্জ্জুনের ধনুকের নাম। স্রংসতে—পতিত হইতেছে।

অর্জ্জুন কহিলেন।

অর্জ্জুনের বিষাদ

কৃষ্ণ হে, এই যে মম আত্মীয় নিচয়
দেখি, হায়! সমবেত সবে যুদ্ধাশয়,
অবসন্ন অঙ্গ মম, বিশুষ্ক বদন,
কাঁপিতেছে কায়, যেন ঘুরিতেছে মন,
ত্বক্ যেন দগ্ধ হয়, কণ্টকিত তনু,
খসি পড়ে হস্ত হ'তে এ গাণ্ডীব ধনু।
না পারি দাঁড়াতে আর শুন, হে কেশব!
শকুনি প্রভৃতি হেরি দুর্নিমিত্ত সব। ২৮—৩০।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥

পরিদহ্যতে—দগ্ধ হইতেছে। মনঃ ভ্রমতি ইব—মন যেন ঘুরিতেছে। বিপরীতানি নিমিত্তানি—কু-লক্ষণ সকল। পশ্যামি—দেখিতেছি। ২৮-৩০।

আহবে—যুদ্ধে। স্বজনং হত্বা—আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া। শ্রেয়ঃ ন অনুপশ্যামি—মঙ্গল দেখি না। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ম্ ইত্যাদি—"কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সুখ নাহি চাই"—লৌকিক দৃষ্টিতে এ কথা বড় মনোহর; কিন্তু ইহা ধার্ম্মিকের কথা নহে। যে বৈষয়িক মমতায় মুগ্ধ হইয়া সাধারণে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হয়, অর্জ্জুনও এখন সেই মায়ায় মুগ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও আত্মীয়গণের প্রতি মমতাহেতু মোহবশতঃ এখন তিনি ধর্ম্মপালনে পরাঙ্মুখ। এইরূপ মোহবশেই সাধারণে, যাহা যথার্থ ধর্ম্ম তাহা প্রায়শঃ প্রতিপালন করিতে পারে না।

অর্জ্জুনের এই মোহ অপনোদনের ছলে ভগবান্ সমস্ত মানবধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বিবৃত করিয়াছেন। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে কর্ত্তব্য যতই কঠোর হউক, ধার্ম্মিকের কখনই তাহা হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে, ইহা বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্যই বোধ হয়, যে কর্ত্তব্যপালন সর্ব্বাপেক্ষা

স্বজনে বিনাশি শ্রেয় দেখিতে না পাই,
কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সুখ নাহি চাই ॥ ৩১ ॥
কি হবে, গোবিন্দ! রাজ্য-সুখ-ভোগে
কি হবে জীবনে হায়!
আত্মসুখাশায় কভু ধনঞ্জয়
রাজ্যৈশ্বর্য্য নাহি চায়।

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

কঠোর, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি পূজনীয় গুরুজনকে যাহাতে স্বহস্তে বিনাশ করিতে হইবে, তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ দেখাইয়াছেন। ৩১।

হে গোবিন্দ! নঃ রাজ্যেন কিম্—রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন। ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্। কারণ, যেষাম্ অর্থে—যাহাদের জন্য। নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং। তে ইমে—এই সেই আত্মীয়গণ। যুদ্ধে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা অবস্থিতাঃ। তাঁহারা আমার আচার্য্যাঃ পিতরঃ ইত্যাদি। পিতরঃ—ভূরিশ্রবাদি পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ। পুত্রাঃ—পুত্র এবং পুত্রতুল্য লক্ষণাদি। এইরূপ মাতুলাঃ প্রভৃতি। হে মধুসূদন! ঘ্নতঃ অপি—হননকারী হইলেও অর্থাৎ যদি তাঁহারা আমাকে মারেন তথাপি, এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি।

গোবিন্দ—গো, ইন্দ্রিয়বৃত্তি; বিন্দ, যিনি জানেন। গোবিন্দ বলিয়া

যাঁহাদের তরে পার্থ ইচ্ছা করে
ভোগ সুখ রাজ্য ধনে,
তাঁরা প্রাণ ধন করি সমর্পণ
এসেছেন দেখি রণে।
পূজ্য কৃপাচার্য্য, গুরু দ্রোণাচার্য্য,
ভূরিশ্রবা পিতৃসম,
লক্ষণাদি যত, অভিমন্যু মত,
পিতামহ পূজ্যতম, ৩২-৩৩।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ॥ ৩৬ ॥

সম্বোধনের মর্ম্ম এই যে তিনি মনের ভাব সমস্তই জানিতেছেন, তাঁহাকে মুখে বলা নিষ্প্রয়োজন। ৩২—৩৪।

ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য অপি হেতোঃ—ত্রৈলোক্যের রাজত্বের নিমিত্তেও। তাহাদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। মহীকৃতে নু কিম্—পৃথিবীর নিমিত্তে কি কথা? কৃতে—নিমিত্তে। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য—নিহত করিয়া। নঃ—আমাদের। কা প্রীতিঃ স্যাৎ। ৩৫।

এতান্ আততায়িনঃ হত্বা, অস্মান্ এব—আমাদিগকেই। পাপম্ আশ্রয়েৎ। তস্মাৎ সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং বয়ং ন অর্হাঃ।

মদ্র ও শকুনি মাতুল আমার,
শ্যালক সম্বন্ধী কত,
সুহৃদ্ শ্বশুর পৌত্র কত আর
হেরি সবে সমাগত।
নাহি রাজ্য ধন চাহি, জনার্দ্দন!
বিনাশি বান্ধবগণে;
যদি তাঁরা তায় বিনাশে আমায়,
তাও শ্রেয় ভাবি মনে। ৩৪।
ত্রৈলোক্য-রাজ্যের তরে, পৃথিবী কি ছার,
চাহি না এঁদের আমি করিতে সংহার।
কি প্রীতি পাইব বল, ওহে জনার্দ্দন!
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের বধিয়া জীবন। ৩৫।

অর্জ্জুনের যুদ্ধবিরাগ

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥

আততায়ী—যে গৃহে অগ্নি প্রদান করে, বিষপ্রয়োগ করে, অস্ত্রাঘাতে প্রাণ নাশ করে, ধন হরণ করে, ক্ষেত্র হরণ করে আর পত্নী হরণ করে,—ইহারা ছয় জন আততায়ী। ন অর্হাঃ—উচিত নহে। ৩৬।

হে মাধব! আত্মীয় স্বজন লইয়াই সংসারের সুখ, তবে স্বজনং হত্বা হি কথং সুখিনঃ স্যাম—আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া কেমনে সুখী হইব। ৩৭।

যদি বলেন যে কুরুগণ কুলক্ষয়াদিতে দোষ দেখিতেছে না, তবে কেন

সত্য বটে আততায়ী দুষ্ট দুর্য্যোধন,
জতুগৃহ অগ্নিযোগে করিল দাহন,
বিষযোগে ভীমসেনে নাশিতে প্রয়াসে,
ছল-দ্যূতে রাজ্য হরি প্রেরে বনবাসে,
মনে আছে কৃষ্ণার সে কেশ আকর্ষণ,
তথাপি না পারি তা'র বধিতে জীবন।
যদি আমি হৃষীকেশ, বিনাশি তাহারে,
কুলনাশ জন্য পাপ স্পর্শিবে আমারে।
সবান্ধব দুর্য্যোধনে, কৃষ্ণ, সে কারণ
আমাদের অনুচিত করিতে হনন। ৩৬।
স্বজনে বিনাশি এই বান্ধবাদি হীন
কি সুখ, শ্রীপতি,-ল'য়ে রাজত্ব শ্রীহীন। ৩৭।
লোভে অভিভূত-চিত্ত যত কুরুগণ
কুলনাশে দোষ যদি না করে দর্শন,
মিত্রদ্রোহে যদি পাপ নাহি ভাবে মনে,
কিন্তু বল, জনার্দ্দন! আমরা কেমনে, ৩৮।

যুদ্ধে অর্জ্জুনের পাপভয়

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥ ৩৯ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ-সঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

আমরা তাহাতে দোষ দেখিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হই? তদুত্তরে বলিতেছি, লোভোপহতচেতসঃ এতে—লোভাভিভূতচিত্ত এই কুরুগণ। কুলক্ষয়-কৃতং দোষং মিত্র-দ্রোহে চ পাতকং যদি ন পশ্যন্তি, তথাপি দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্। ৩৮-৩৯।

অনন্তর ৪০—৪৪ শ্লোকে কুলক্ষয়ের দোষ বলিতেছেন। সনাতন—পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত। উত—আরও। ধর্ম্মে নষ্টে, অধর্ম্মঃ কৃৎস্নং কুলম্—অবশিষ্ট সমস্ত কুলকে। অভিভবতি—অভিভূত করে। বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশোৎপন্ন, কৃষ্ণ। বর্ণসঙ্কর—উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষের ঔরসে উৎপন্ন সন্তান। আর পুরুষ উৎকৃষ্ট বর্ণের হইয়াও স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে তাহার ঔরসজাত সন্তান বর্ণসঙ্কর। ৪০—৪১।

কুলক্ষয়-জন্য দোষ হ'য়ে অবগত
সে পাপ হইতে হায়! না হই বিরত। ৩৯।

কুলক্ষয়ে দোষ

কুলনাশে সনাতন কুলধর্ম্ম-নাশ,
ধর্ম্মনাশে কুলে হয় অধর্ম্ম-প্রকাশ। ৪০।
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে কুলনারীগণ
দূষিতচরিত্রা হ'য়ে করে বিচরণ।
দূষিতচরিত্রা যদি নারীগণ হয়
কৃষ্ণ হে, সঙ্করবর্ণ তা'হতে উদয়। ৪১।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩।
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪ ॥

সঙ্করঃ—বর্ণসঙ্কর হওয়া। কুলঘ্নানাং—কুলক্ষয়কারিগণের। কুলস্য চ—এবং তৎকুলের। নরকায় এব—নরকের নিমিত্তই হয়। এষাং পিতরঃ—পিতৃপুরুষগণ। লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ—পুত্রাদির অভাবে পিণ্ড ও উদক, তর্পণক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায়। নরকে পতন্তি—পতিত হয়। ৪২।

কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ ধর্ম্মাঃ উৎসাদ্যন্তে ইতি অন্বয়। উৎসাদ্যন্তে—উৎসন্ন হয়, নষ্ট হয়। জাতিধর্ম্ম—বর্ণধর্ম্ম। কুলধর্ম্ম—কৌলিক ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমোচিত ধর্ম্ম (শ্রী)। শাশ্বত—নিত্য। ৪৩।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ (ভবতি) ইতি অনুশুশ্রুম—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৪৪।

সেই কুলহন্তাদের সে কুলের আর
সে সঙ্কর-দোষ হয় নরকের দ্বার।
পিণ্ডজল লুপ্ত হয় সন্ততি-বিহনে,
সে দোষে নরকে হায়! পড়ে পিতৃগণে। ৪২।
কুলঘ্নের দোষে বর্ণ-সঙ্কর জন্মায়,
জাতি-কুল-নিত্য-ধর্ম্ম লুপ্ত হয় তায়। ৪৩।
জনার্দ্দন! কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় যার
শুনেছি নরকে বাস নিয়ত তাহার। ৪৪।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্‌রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যর্জ্জুনবিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অহো বত—হা কি কষ্ট! হায় হায়! ব্যবস্থিত—উদ্যত, অধ্যবসায়ান্বিত। ৪৫।

অশস্ত্রম্ অপ্রতীকারং মাং—অস্ত্রহীন ও প্রতীকারপরাঙ্মুখ আমাকে। শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ যদি রণে হন্যুঃ—যুদ্ধে হত্যা করে। তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ—তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গল। ৪৬।

রাজ্যসুখ লোভে রত স্বজন-সংহারে!
সমুদ্যত, হায় হায়! ঘোর পাপাচারে। ৪৫।
নাহি ধরি অস্ত্র, নাহি প্রতীকার করি
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ তবু অস্ত্র ধরি,
যদি যুদ্ধে করে মম জীবন-সংহার,
তাও ক্ষেমতর বলি করি অঙ্গীকার। ৪৬।

যুদ্ধত্যাগে অর্জ্জুনের নিশ্চয়

সঞ্জয় কহিলেন।

এত বলি রণক্ষেত্রে বীর ধনঞ্জয়
ধর্ম্মহানি আশঙ্কায় কম্পিত হৃদয়,
দূরে ফেলি সশর গাণ্ডীব শরাসন,
বসিলেন রথোপরে শোকাকুল মন। ৪৭।

অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা, সংখ্যে—যুদ্ধে। রথোপস্থে—রথের উপর। সশরং চাপং বিসৃজ্য—শরযুক্ত ধনুঃ ত্যাগ করিয়া। উপাবিশৎ—উপবেশন করিলেন। শোকসংবিগ্নমানসঃ—শোকাকুলচিত্ত। সংবিগ্ন—কম্পিত। ৪৭।

প্রথম অধ্যায় শেষ হইল। কুরু পাণ্ডব দুই পক্ষেরই সৈন্যসমূহ যুদ্ধার্থ প্রস্তত। উভয় পক্ষের পরস্পর অভিবাদনসূচক হর্ষধ্বনির পর, অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে তাঁহার কপিধ্বজ রথ মধ্য-যুদ্ধস্থলে স্থাপিত হইলে, তিনি একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, যে ভীষ্ম দ্রোণাদি বহু গুরুজন এবং অন্যান্য অনেক আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবাদি এই যুদ্ধে উপস্থিত। ইঁহাদিগকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে। অর্জ্জুনের বীরহৃদয় বিচলিত হইল। গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, বন্ধুবধ, কুলক্ষয়, মিত্রদ্রোহ ইত্যাদির চিন্তায় তিনি আকুল হইলেন ; তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, মুখ শুষ্ক হইল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল, এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। তিনি কহিলেন, না, এতগুলি মহাপাপের ভার গ্রহণ করিয়া আমি হস্তিনার রাজত্ব চাহি না। পুরুষবর অর্জ্জুন এই বলিয়া যুদ্ধত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্থিরভাবে রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন।

ইহাই প্রথম অধ্যায়ের উপাখ্যান ভাগ; কাব্যাংশে এ ভাগ বড় সুন্দর। কিন্তু ইহার ভিতর গূঢ় অর্থ আছে। এই অধ্যায়ের নাম "বিষাদ-যোগ"; এই নাম হইতে তাহা বুঝা যায়। যোগ—উপায়। যে উপায়ে পরমেশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়, তাহার নাম যোগ; ২।৩৯ দেখ। বিষাদও তদ্রূপ একটী উপায়। যখন ধর্ম্ম নির্ণয়ের জন্য, সত্য লাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তীব্র জ্বালা উপস্থিত হইবে, বিষাদে হৃদয় ভরিয়া যাইবে, বিষাদে যখন তোমার অঙ্গ অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্পিত, গাত্র রোমাঞ্চিত এবং চর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে মনে হইবে, যখন কিছুতেই স্থির হইতে পারিবে না, মন ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে, গাণ্ডীব—কর্ম্ম করিবার অস্ত্র,

হস্ত হইতে খসিয়া পড়িবে (২৮—৩০ শ্লোক দেখ) তখন জানিবে সেই তীব্র জ্বালা উপশমের সময় আসিয়াছে; বিষাদযোগ সিদ্ধ হইয়াছে; কেহ না কেহ তোমার বিষাদ দূর করিতে আসিতেছে। অনেকে গীতার এই প্রথম অধ্যায়টী যত্নপূর্ব্বক পড়েন না, ইহার উপযোগিতা বুঝিবার জন্য যত্ন করেন না। কিন্তু ইহার ভিতর যে তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার ধারণা না হইলে সমস্ত গীতার্থের ধারণা হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন। অতএব গীতা বুঝিতে হইলে আগে অর্জ্জুনকে বুঝিতে হয়, নিজে অর্জ্জুন হইতে হয়। অর্জ্জুনের মত উন্নত হৃদয়, মহীয়সী ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সত্য নির্ণয়ের জন্য প্রাণের তীব্র জ্বালা লইয়া শ্রীভগবানের—শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইতে হয়; তবে ভগবান্ স্বয়ং তাহার বিধান করিয়া দেন; আপনার গীতা আপনি বুঝাইয়া দেন। প্রাণের ভিতর বিষাদ ঘনীভূত না হইলে কেহ গীতা বুঝিতে পারিবে না।

"বিষাদে" তোমার কৃপা পেলে ধনঞ্জয়,
"আশুতোষে" সে বিষাদ দাও, দয়াময়।

অর্জ্জুনবিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

——০——

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০:*:০—

সাংখ্য-যোগঃ।

—০—

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২॥

শোকমোহহেতু অর্জ্জুনের ভ্রম
আত্মতত্ত্বজ্ঞানে বিদূরিত করি,
যা' হতে নিশ্চিত শ্রেয়োলাভ হয়,
সেই কর্ম্মযোগ কহিলা শ্রীহরি।

মধুসূদনঃ তথা—পূর্ব্বোক্তরূপে। কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষং বিষীদন্তং তম্ ইদং বাক্যম্ উবাচ। আবিষ্ট—ব্যাপ্ত। ১।

সঞ্জয় কহিলেন।

জ্ঞাতিবধ, বন্ধুবধ চিন্তিয়া অন্তরে
এইরূপে অর্জ্জুনের আঁখিজল ঝরে।
করুণ বিষণ্ণচিত্ত সজল-নয়ন
পার্থে বুঝাইয়া কৃষ্ণ বলেন তখন। ১।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

ভগবান্—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয় যাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান তিনি ভগবান।

হে অর্জ্জুন! বিষমে—সঙ্কট সময়ে (Critical moment) কুতঃ ইদং কশ্মলং ত্বা সমুপস্থিতং—এই মোহ, দুর্বুদ্ধি তোমাকে প্রাপ্ত হইল। কোথা হ'তে তোমার এ দুর্বুদ্ধি হইল ? সে মোহ কিরূপ ? অনার্য্যজুষ্টম্—আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত, আর্য্যজুষ্ট; যাহা তাহা নহে, আর্য্যগণ যাহার সেবা করেন না, তাহা অনার্য্যজুষ্ট। অনার্য্যগণ যাহা করিয়া থাকে। আর্য্য—শ্রেষ্ঠ, পূজনীয়। অস্বর্গ্যম্—যাহাতে স্বর্গহানি হয় অর্থাৎ যাহা পাপজনক এবং যাহা অকীর্ত্তিকরম্—ইহলোকে অযশস্কর। ২।

হে পার্থ! ক্লৈব্যং—ক্লীবের ভাব, কাতরতা। মাস্ম গমঃ—প্রাপ্ত হইও না। এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে—ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। অতএব ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ—উত্থিত হও; ক্লীবভাব ত্যাগ করিয়া পুরুষের মত উত্থিত হও। এই যে ক্লীবের মত কাতর হইয়া

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

ভগবানের	কোথা হ'তে এই ঘোর সঙ্কট সময়
উত্তর—	এমন দুর্বুদ্ধি তব হ'ল, ধনঞ্জয়!
যুদ্ধত্যাগেও	আর্য্যগণ হেন মোহে মোহিত না হয়
স্বর্গহানি	ইহা হ'তে স্বর্গ কীর্ত্তি—বিনষ্ট উভয়। ২।
	ক্লীবের মতন পার্থ না হও কাতর,
	এ ভাব তোমার যোগ্য নহে নরবর!
	এ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য তুচ্ছ পরিহার করি।
	উঠ উঠ পরন্তপ, শরাসন ধরি। ৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্,
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিতেছ, ইহা তোমার ধার্ম্মিকতার পরিচয় নহে; পরন্তু ইহা কেবল তোমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ফল—ইহা পাপজনক এবং সাধুজনবিগর্হিত। পরন্তপ—শত্রুতাপন। ৩।

এতক্ষণ অর্জ্জুন ভাবিতেছিলেন, যে যুদ্ধ করিলে তাঁহাকে গুরুহত্যাদি পাপে পাপী হইতে হইবে; অতএব যুদ্ধ না করাই ভাল। কিন্তু ভগবান্ কহিলেন, যে যুদ্ধ না করাও তাঁহার পক্ষে অস্বর্গ্য এবং অকীর্ত্তিকর; যুদ্ধ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলেও, গুরুভক্তি পিতৃভক্তি বন্ধুপ্রেম আদি কোমল বৃত্তি সকল, যেগুলি মানবহৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রবল, •

অর্জ্জুন কহিলেন।

অর্জ্জুনের যুদ্ধত্যাগের কারণ

সত্য তুমি পাপহন্তা, হে মধুসূদন!
কিন্তু প্রভু! ও চরণে মম নিবেদন,
পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণে কেমনে সমরে
প্রহার করিব বল, সুশাণিত শরে। ৪।
মহামতি গুরুগণে না করি সংহার
সেও ভাল, যদি করি ভিক্ষা অন্ন সার।
গুরু বধি রুধিরাক্ত অর্থকামভোগ,
ইহলোকে মাত্র হায়! করিব সম্ভোগ। ৫।

ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো,
　　যদ্‌বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
　　স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

সেইগুলি অর্জ্জুনের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। তিনি কহিলেন, হে মধুসূদন! আপনি অরিসূদন, পাপহন্তা বটেন; ধর্ম্মবিরুদ্ধ বাক্য আপনি বলিবেন না; কিন্তু অহং সংখ্যে—যুদ্ধে। পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণং প্রতি কথং ইষুভিঃ যোৎস্যামি। ইষু—বাণ। ভগবান্ যে পাপবৈরী "মধুসূদন" ও "অরিসূদন" সম্বোধনে তাহা বুঝাইতেছে। ৪।

ইঁহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমার যদি বিশেষ হানি হয়, তাহা হউক। কারণ (হি) দ্রোণাচার্য্যাদি মহানুভবান্ গুরূন্ অহত্বা—হত্যা না করিয়া। ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি—ভিক্ষালব্ধ অন্নও। ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। অন্যপক্ষে গুরূন্ হত্বা। রুধির-প্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্—শোণিত-সিক্ত এবং অর্থকামাত্মক ভোগ্য বস্তু—পাপ অন্ন। ইহ এব ভূঞ্জীয়—ইহলোকে মাত্র ভোগ করিব; কিন্তু পরলোকে নরক নিশ্চিত। অর্থকামান্—অর্থকামাত্মক; ভোগান্ এই পদের বিশেষণ। ৫।

যং বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ—জয়লাভ করি বা তাঁহারা আমাদিগকে জয় করেন, দুয়ের মধ্যে। নঃ—আমাদিগের। কতরৎ গরীয়ঃ—কোনটী শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত। এতৎ চ ন বিদ্মঃ—ইহাও জানি না। উপস্থিত ক্ষেত্রে, যান্ এব হত্বা—যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া। ন

জয়ী হই যদি, কিংবা পরাজিত রণে,
এ দুয়ের ভাল মন্দ নাহি বুঝি মনে।
যাঁ'দিকে বিনাশি, কৃষ্ণ, বাঁচিতে না চাই,
সম্মুখে সে কুরুগণে দেখিবারে পাই। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

জিজীবিষামঃ—বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে—সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে। অবস্থিতাঃ। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব—যে আপনার সামান্য ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না সে কৃপণ, দীন। এই দোষবশতই সাধারণে সামান্য ক্ষতি সহ্য করিয়া মহৎ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। কেবল ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তিই কৃপণ নহে। কৃপণের ভাব কার্পণ্য—দৈন্য, কাতরতা (গিরি, নীলকণ্ঠ); অথবা কৃপণ অর্থে—মহা ব্যসনপ্রাপ্ত। মনুষ্য যে অবস্থায় পতিত হইলে শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার নাম ব্যসন। এ অবস্থায় বুদ্ধি

যদি করি রণ, তবে গুরুহত্যা-
পিতৃহত্যা-পাপ পরশে আমায় ;
সেই ভয়ে যদি ক্ষান্ত হই তায়,
ধর্ম্মত্যাগ-পাপ হয় পুনরায়।

অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যমূঢ়তা এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসা

কিংকর্ত্তব্যমূঢ় দীন চিত্তে প্রভু,
জিজ্ঞাসি তোমায়, ওহে শ্রীমুরারি!
এ ঘোর সঙ্কটে কিবা কার্য্যাকার্য্য,
কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে না পারি।
বলহ আমায়, হে মধুসূদন!
যাহা সুনিশ্চিত মঙ্গল আমার,
শিখাও আমায়, আমি শিষ্য তব,
লইনু শরণ চরণে তোমার। ৭।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮॥

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় (Helpless) হয়। অর্জ্জুন পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—জ্ঞাতি বন্ধুগণকে নিহত করিয়া, পাপভার স্বীকার করিয়া আমি রাজত্ব চাহি না; আমি ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, সন্ন্যাস লইব। ইহাতে ভগবান বলিয়াছেন, না; তাহাতে তোমার স্বর্গহানি হইবে, তুমি ক্লীবের মত হাস্যাস্পদ হইবে; তুমি যুদ্ধ কর। তখন অর্জ্জুন দেখিলেন, যে যুদ্ধ করিলে, তিনি গুরু-হত্যা পিতৃহত্যাদি পাপে পাপী হয়েন আর যুদ্ধ না করিলেও লোক-সমাজে হাস্যাস্পদ ও স্বর্গচ্যুত হয়েন, তখন তাঁহার কি করা উচিত, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না। বুদ্ধির ঈদৃশ কিংকর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন দীন ভাবের নাম কার্পণ্য Helplessness.

কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব অর্থাৎ চিত্ত (গিরি) দূষিত হইয়াছে। এবং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ—ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-সম্বন্ধেও আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়াছে। তজ্জন্য, ত্বাং পৃচ্ছামি—আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। যৎ মে—আমার। নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ—নিশ্চিত শ্রেয়োজনক হয়। তৎ ব্রূহি—তাহা বলুন। অহং তে শিষ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি—আপনার শরণাগত আমাকে শিক্ষা দিন। শ্রেয়ঃ—যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, প্রশস্ত, পুণ্যজনক, ইহপরলোকে পরম কল্যাণদায়ক। ৭।

কিসে যাবে কৃষ্ণ, দেখিতে না পাই
ইন্দ্রিয়-শোষণ এ শোক আমার,
নিষ্কণ্টক রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধরায়
পেলেও অথবা স্বর্গ রাজ্য আর। ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভুব হ ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন আরও বলিতেছেন, ভূমৌ—পৃথিবীতে। অসপত্নং—শত্রুশূন্য। ঋদ্ধং—ঐশ্বর্য্যযুক্ত। রাজ্যং। অথবা সুরাণাম্ আধিপত্যম্ অবাপ্য অপি—দেবগণের আধিপত্য পাইয়াও। যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণম্ শোকম্ অপনুদ্যাৎ—ইন্দ্রিয়শোষক শোক দূরীভূত করিবে। তাহা, নহি প্রপশ্যামি—দেখিতেছি না। ৮

এবম্ উক্ত্বা ইত্যাদি স্পষ্ট। ন যোৎস্যে—যুদ্ধ করিব না। তূষ্ণীম্—মৌনী, নীরব (অব্যয় শব্দ)।

৪—৯ শ্লোকের মর্ম্ম এই। অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, ভীষ্ম দ্রোণ আমার পূজনীয় গুরুজন। গুরুজনকে হত্যা করিলে পাপভাগী হইব। অতএব, যুদ্ধ করাই যদি আমার উচিত হয়, তবে আমার শ্রেয়োলাভের অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণলাভের উপায় কি, তাহা আপনি বলিয়া দিন। তাহা না বলিলে আমি যুদ্ধ করিব না। এতক্ষণ ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রিয় সখা অর্জ্জুনের ভ্রমবশে যুদ্ধত্যাগে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সেই ভ্রম নিবারণ এবং কর্ত্তব্য প্রদর্শনের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন। এখন যখন অর্জ্জুন কাতর হইয়া শিষ্যভাবে শরণাগত হইলেন, তখন প্রকৃত কথা (১১ শ্লোক হইতে) বলিতে লাগিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন।

এত বলি হৃষীকেশে বীরেন্দ্র পাণ্ডব,
"যুদ্ধ করিব না" বলি হইলা নীরব। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

ঘোর কর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়া তাহার মীমাংসার জন্য অর্জ্জুন এখন ভগবানের শরণাপন্ন। ভগবানকে ইহার মীমাংসা করিতে হইবে; কিরূপে অর্জ্জুনের ইহপরলোকে—উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা বলিয়া দিতে হইবে। এই "কর্ম্মমীমাংসা"তেই গীতার বিশেষত্ব। পাতঞ্জল যোগ, সাংখ্য ও উত্তরমীমাংসার নিবৃত্তিধর্ম্ম, লৌকিক জীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, মোক্ষ-মার্গের কথা বলিয়াছে এবং পূর্ব্বমীমাংসা ও স্মৃতি শাস্ত্রের প্রবৃত্তিধর্ম্ম, মোক্ষমার্গের কথা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়া, লৌকিক জীবনের কথা বলিয়াছে। কিন্তু যে সূত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—সংসার ও মোক্ষ দুইটী একত্র গাঁথা, যে সূত্র ধরিয়া চলিতে পারিলে ইহলোকে "শ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও ধ্রুবা নীতি" এবং পরলোকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শাশ্বত অব্যয় পদপ্রাপ্তি হয় (১৮ অঃ ৪৬, ৫৬, ৬৬ ও ৭৮ শ্লোক দেখ) সেই সূত্রের সন্ধান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভিন্ন আর কোথাও নাই। পর শ্লোক হইতে সেই অপূর্ব্ব "কর্ম্ম-মীমাংসাসূত্রের" আরম্ভ। ৯।

হে-ভারত! হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ উবাচ। প্রহসন্ ইব—যেন ঈষৎ হাসিয়া; কারণ কত যত্ন উৎসাহে আয়োজন করিয়া যুদ্ধ হইতেছে, তাহার প্রাক্কালে এই ভাব যেন অস্বাভাবিক। ১০।

রণপ্রতীক্ষায় আছে উভয় বাহিনী,
তা'র মাঝে বীর-সাজে বীরেন্দ্র ফাল্গুনি;
হৃষীকেশ দেখি তাঁরে বিষণ্ণ-বদন
ঈষৎ হাসিয়া যেন বলেন বচন। ১০।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১॥
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২॥

অর্জ্জুন সাংখ্যজ্ঞানের আধারে সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্যত, অথচ অজ্ঞানীর মত মায়ার ফাঁদে পড়িয়া শোকমোহে অভিভূত হইতেছেন। তজ্জন্য প্রথমেই তাঁহার সেই ভ্রম দেখাইয়া, শ্রীভগবান্ কহিলেন—ত্বং অশোচ্যান্—যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত। তাহাদের জন্য, অন্বশোচঃ—শোক করিতেছ। আবার, প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে চ—প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিতের ন্যায় বাদ, বাক্য বলিতেছ (৪—৭ দেখ)। কিন্তু পণ্ডিতাঃ গতাসূন্—মৃত। অগতাসূন্ চ—এবং জীবিত। কাহারও জন্য, ন অনুশোচন্তি—শোক করেন না। অসু—প্রাণ। ১১।

শোক করেন না কেন? যেহেতু ভাবিয়া দেখ, জাতু—কদাচিৎ। অহং ন আসম্—আমি ছিলাম না, ইতি ন তু এব—এরূপ নহে, অর্থাৎ ছিলাম।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

শাস্তারম্ভ — যাহাদের তরে শোক উচিত না হয়,
তাহাদের তরে শোক কর, ধনঞ্জয়!
বিজ্ঞের মতন পুনঃ বলিছ বচন,
নিরখি তোমাতে কিন্তু অজ্ঞের লক্ষণ।

আত্মতত্ত্ব — জীবিত অথবা মৃত, কাহারও কারণ
কভু না করেন শোক পণ্ডিত যে জন।
গূঢ় তত্ত্ব বিচারিয়া দেখ একবার
শোক-মোহ-হেতু নাই, কৌরব-কুমার! ১১।
ছিলাম না আমি কভু, এমন ত নয়;

আত্মা নিত্য — তুমিও ছিলে না কভু, এও সত্য নয়;

ত্বং ন আসীঃ—তুমিও ছিলে না। ইতি ন তু এব—ইহাও নহে অর্থাৎ ছিলে। ইমে জনাধিপাঃ—এই সমস্ত রাজগণও। ন আসন্—ছিলেন না। ইতি ন—অর্থাৎ সকলে ছিলেন। অতঃপরং চ সর্ব্বে বয়ম্—দেহান্তের পরও আমরা সকলে। ন ভবিষ্যামঃ—থাকিব না। ইতি ন—ইহাও নয়।

এই শ্লোকের মর্ম্মসম্বন্ধে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

অদ্বৈতবাদমতে জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন, যে জীব সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে জীবের যে ভেদ লক্ষিত হয়; তাহা অবিদ্যাকৃত এবং ব্যবহারিক মাত্র। তুমি আমি ও এই রাজগণ আমরা সকলে ছিলাম আছি ও থাকিব, এই ভগবদুক্তির মর্ম্ম, শঙ্করাদি অদ্বৈতবাদী আচার্যাগণের মতে, জীব আত্মস্বরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সর্ব্বকালেই স্থায়ী; অর্থাৎ জীব নিত্য। তবে মূলে যে "বয়ম্" [আমরা] এই বহুবচন আছে, তাহার কৈফিয়তে শঙ্কর বলেন, "দেহভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনম্। নাত্মভেদাভি-প্রায়েণ।" দেহভেদানুবৃত্তি-বশতঃ বহুবচন, আত্মার বহুত্ব-প্রতিপাদন ইহার অভিপ্রায় নহে।

কিন্তু রামানুজাদি বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ বলিতেছেন, তুমি, আমি ও রাজগণ—আমরা সকলে ছিলাম, আছি ও থাকিব অর্থাৎ আমরা সকলেই নিত্য। "যথা আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা নিত্য, সেইরূপ তোমরাও ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মাস্বরূপে নিত্য, ইহাই মর্ম্মার্থ। এইরূপে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হইতে জীবাত্মার এবং জীবসমূহের মধ্যে পরস্পরের ভেদ পারমার্থিক" (রামা)। আমরা ১৩।১৬।২৬ প্রভৃতি শ্লোকে এই বিরোধের মর্ম্ম বুঝিব। এখানে স্থূল মর্ম্ম এই যে, আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহা নিত্য। ১২।

এই যে ভূপতিগণ কেহ যে ছিল না,
পরেও আমরা আর কেহ থাকিব না,
এমন ত' কিছু নয়, কৌরবকুমার!
ছিলাম, আছি ও পরে থাকিব আবার।
দেহ হ'তে আত্মা ভিন্ন, নাশ নাই তার,
এই তত্ত্ব, বুঝ পার্থ, তত্ত্ব সারাৎসার। ১২।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

আত্মার নিত্যত্ব দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন। যথা অস্মিন্ স্থূলদেহে, দেহিনঃ—জীবের। কৌমারং, যৌবনং, জরা। জীবের দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, তথা—তদ্রূপ অবস্থান্তর মাত্র। ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি—ধীমান্ ব্যক্তি তাহাতে মুগ্ধ হয় না; আত্মা জন্মিতেছে বা মরিতেছে মনে করে না। দেহী—আমার দেহ, ঈদৃশ অভিমান যাহার আছে। ১৩।

যদি বল আত্মা যে নষ্ট হইবে না, তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি ভীষ্মাদির দেহান্তর হইলে তাঁহাদের বিয়োগ জন্য দুঃখ আমায় কাতর করিবে। তজ্জন্য দুঃখসুখোৎপত্তির রহস্য বলিতেছেন। হে কৌন্তেয়!

জীবগণ এই এক (ই) শরীরে যেমন
শৈশবের অবসানে লভয়ে যৌবন,
যৌবনান্তে জরা; তথা তাহার আশ্রয়
জীবের দেহান্তরে। ধীর তাহে মুগ্ধ নাহি হয়।
দেহান্তর যৌবনেতে সেই রয়, শৈশবেতে যেই,
যাহা পুনঃ যৌবনেতে বার্দ্ধক্যেতে সেই।
সেই মত, সেই জীব রহে দেহান্তরে,
বুঝিয়া কাতর তুমি হবে না অন্তরে। ১৩।
যদি বল, অনশ্বর বুঝিনু আত্মারে;
কিন্তু প্রিয় পরিজনে হারায়ে সংসারে
কার চিত্ত শোক দুঃখে না হয় কাতর?—
দুঃখসুখ-তত্ত্ব তাই কহি নরবর!

মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। যদ্দ্বারা বিষয় সকল মিত অর্থাৎ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা মাত্রা,—ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল; অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মিত বা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা মাত্রা,—বাহ্য পদার্থ। আর ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের বা বাহ্য পদার্থের যে স্পর্শ, সংযোগ, যথা—চক্ষুর সহিত দৃশ্য বস্তুর সংযোগ, কর্ণের সহিত শব্দের সংযোগ,—তাহা মাত্রাস্পর্শ। ঈদৃশ সংযোগসমূহ শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদির উৎপাদক। ইহারা আগম-অপায়িনঃ—আগম, উৎপত্তি ও অপায়, নাশবিশিষ্ট; আসে আবার যায়। অতএব অনিত্যাঃ। সুতরাং হে ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব—সে সকল সহ্য কর। শীতাতপ-সংযোগের ন্যায় সংসারের সুখদুঃখ অনিত্য, তজ্জন্য মূলে "শীতোষ্ণসুখ-দুঃখদাঃ" এই একটিমাত্র সমস্ত পদ আছে।

মাত্রাস্পর্শে বা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে, ইন্দ্রিয়স্থ স্নায়ুমণ্ডলীতে স্পন্দন বা অনুভূতি (Sensation) উপস্থিত হয়; সেই স্পন্দন স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াপরম্পরাদ্বারাই মস্তিষ্কে নীত হইলে, মন তাহার সহিত যুক্ত হইয়া তদাকারে আকারিত হয়; পরে তথা হইতে কোষ হইতে কোষান্তরে সংক্রমিত হইয়া, বিজ্ঞানময় কোষে (বুদ্ধি-ভূমিকায়) উপনীত হইলে বুদ্ধি তদাকার ধারণ করে। তখন যেমন ঘটাদি জড় বস্তু সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ-সংস্পর্শে উজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয় তদ্রূপ ঐ স্পন্দন বা চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধিস্থ আত্মজ্যোতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে জ্ঞান (perception) জন্মে। কিন্তু সূর্য্যের শ্বেতরশ্মি যেমন রক্তকাচের উপর পতিত হইয়া রক্তবর্ণের, হরিতপীতাদি বর্ণের কাচের উপর হরিত-পীতাদি-বর্ণের প্রতিবিম্ব উৎপাদন করে, তদ্রূপ নির্ম্মল আত্মজ্যোতিঃ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সাহচর্য্যে বিভিন্ন জ্ঞান বা অনুভূতি উৎপাদন করে। সেই অনুভূতি দেশকালানুযায়ী প্রকৃতির অনুকূল হইলে তাহা সুখকর হয়, আর প্রতিকূল হইলে দুঃখকর হয়। কিন্তু বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের

যে সংযোগ, তাহা অনিত্য; অতএব সুখ দুঃখ অনিত্য। শীতাতপ-সহনের ন্যায়, সে সকল সহ্য করিতে হইবে। দুঃখে অভিভূত না হওয়ার নাম দুঃখ সহ্য করা, আর সুখ উপস্থিত হইলে আনন্দে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা না হওয়ার নাম সুখ সহ্য করা। সুখের দিন সকলেরই এক সময় আসে। তখন ভগবানের এই উপদেশটী স্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে, দুঃখের দিনে দুঃখের ভার আপনা হইতে অনেক লঘু হইবে।

আর একটী বিশেষ কথা বলিতে বাকী আছে। এখানে সুখভোগ বা দুঃখনিবারণের চেষ্টা না করিয়া সে সকল সহ্য করিতে বলিতেছেন। সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? তবে কি সংসারে কেহ সুখে সুখী হইবে না; বা দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিবে না? তাহা নহে। সুখভোগ করিও না, বা দুঃখনিবারণের চেষ্টা করিও না, এমন কিছু নয়। এ শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, সুখ হউক বা দুঃখ হউক, যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই। ধাম্মিক তাহাতে অভিভূত না হইয়া ধীর ভাবে তাহা বহন করিবেন। দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী। যে তাহাতে উদ্বিগ্ন হয় না, সে দুঃখজয়ী; তাহার দুঃখ থাকে না। ইহা দুঃখনাশ ও সুখবৃদ্ধির অন্যতর উপায়। অন্য পক্ষে, সুখভোগের জন্য যাহার স্পৃহা যত বলবতী, সে তত দুঃখী। ১৪।

চক্ষু কর্ণ আদি এই ইন্দ্রিয়-নিচয়,
রূপ রস আদি আর ইন্দ্রিয়-বিষয়।
ইন্দ্রিয়ে বিষয়ে হয় সংযোগ যখন
অন্তরে পদার্থজ্ঞান জনমে তখন।
এরূপ সংযোগে মাত্র সমুদ্ভূত হয়
শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ আদি ভাবচয়।
এ সংযোগ নিত্য নয়,—আসে পুনঃ যায়;
হে ভারত! ধীর ভাবে সহ্য কর তায়।
ধর্ম্মার্থে যে সুখ দুঃখ জনমে, সুধীর!
ধার্ম্মিক তাহাতে কভু না হয় অধীর।
এ রহস্য সুখদুঃখ বুঝহ, চতুর!
জীবের জীবন যায় হয় সুমধুর। ১৪।

সুখদুঃখ তত্ত্ব

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

এইরূপ সুখদুঃখ-সহনের ফল বলিতেছেন। হে পুরুষর্ষভ! এতে—এই মাত্রাস্পর্শসমূহ। যং ন ব্যথয়ন্তি—যাহাকে ব্যথিত করে না। সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে—মোক্ষলাভের উপযুক্ত হয়। অমৃতত্ব—মোক্ষ। সমদুঃখসুখ—সুখ এবং দুঃখ যে সমভাবে বহন করে; বিশেষণ পদ।

সুখ এবং দুঃখ পরস্পর আপেক্ষিক। আমাদিগের দুঃখের বোধ না থাকিলে সুখের বোধ হয় না এবং সুখের বোধ না থাকিলে দুঃখের বোধ হয় না। তজ্জন্য দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিতে সুখের নিবৃত্তি হয়। সুখ দুঃখ উভয়কে যিনি সমান ভাবে বরণ করিতে সক্ষম, তিনি শান্তিলাভের অধিকারী।১৫।

তত্ত্ববিচারদ্বারাও সুখদুঃখাদি সহ্য করাই উচিত। কারণ, অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে।

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; অস্ ধাতুর অর্থ বর্ত্তমান থাকা। যে বস্তুর অস্তিত্বের কখন ব্যভিচার হয় না, অর্থাৎ, যাহা চিরকালই

বিষয়ে ইন্দ্রিয়ে এই সংযোগ যাহার
হৃদয়ে করে না কভু ব্যথার সঞ্চার,
ধীর যিনি, সুখ দুঃখ যাঁর সম জ্ঞান,
মোক্ষ লাভে যোগ্য সেই পুরুষ প্রধান। ১৫।
অসৎ সে সুখ দুঃখ দেখ, ধনঞ্জয়!
দেশ কাল পাত্র ভেদে তা'দের উদয়।
তা'দের প্রকৃত সত্তা নাই এ সংসারে,
সৎ সে আত্মার তা'রা স্থায়ী হ'তে নারে।

আছে ও থাকিবে, তাহা সৎ। অসৎ তাহার বিপরীত। শীতল জল উষ্ণদেশে বা উষ্ণকালে সুখজনক; কিন্তু শীতল দেশে ও শীতকালে নহে; বালক বা যুবার মৃত্যু দুঃখ-জনক,—বৃদ্ধের মৃত্যু নহে; এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রভেদে যাহা দেখা যায় তাহা অসৎ। অসতো অনাত্মধর্ম্মত্বাদ্ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ (শ্রী)। আত্মা সৎ আর শীতোষ্ণাদি কারণবশে উৎপন্ন, অতএব তাহারা অসৎ, তাহাদের প্রকৃত সত্তাই নাই। সৎ বা নিত্য আত্মায় অসৎ বা অনিত্য শীতোষ্ণাদি স্থায়ী হইতে পারে না; কারণ সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন। আর সৎ অর্থাৎ নিত্য যে আত্মা, তাহার কখন অভাব হয় না। শ্রী)। ভাব—সত্তা, অস্তিত্ব। অভাব—নাশ, অবিদ্যমানতা।

শঙ্করের ব্যাখ্যা একটু ভিন্নরূপ। যাহা অসৎ, তাহার ভাব অর্থাৎ সত্তা কোন কালেই নাই। আর যাহা সৎ, তাহার অভাব অর্থাৎ নাশ কখন হয় না। যাহা নাই, তাহা কখন হয় না; আর যাহা আছে, তাহা কখন নষ্ট হয় না। পদার্থ নিত্য। সুখ দুঃখ বা দেহাদি যদি সত্য হইত, তবে কখনও তাহাদের অভাব হইত না। এই দার্শনিক সিদ্ধান্তকে "সৎকার্য্যবাদ" বলে। ইহা অধুনাতন বিজ্ঞান শাস্ত্রেও স্বীকৃত।

তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অন্তঃ দৃষ্টঃ। তত্ত্ব যে দর্শন করে সে তত্ত্বদর্শী, Seers of essence of things. অন্তঃ—নির্ণয়, সিদ্ধান্ত। দৃষ্ট—জ্ঞাত। তত্ত্বজ্ঞ সৎ ও অসতের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ১৬।

সৎ ও অসৎ দুয়ে বিপরীত ভাব,
সৎ যাহা, কভু তা'র না হয় অভাব।
অসৎ—অনিত্য যাহা, নিত্য সে অসৎ।
যাহা নাই — সৎ—নিত্য বস্তু যাহা, নিত্য তাহা সৎ।
তাহা হয় না — অসতের সত্তা নাই, অভাব সতের,
যাহা আছে — তত্ত্বজ্ঞ চরম তত্ত্ব জানে উভয়ের।
তাহা যায় না — অসৎ সে সুখদুঃখ কালেতে প্রকাশ,
জানি মনে, ধীর ভাবে সহ মহেষ্বাস। ১৬।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

সৎ বস্তু আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন। ইদং সর্ব্বম্—এই সমস্ত অর্থাৎ জগতের সমস্ত বস্তু। যেন ততং—যে আত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত; যে আত্মা সর্ব্বব্যাপী। তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি—তাহাকে কিন্তু অনশ্বর জানিবে।

তত—ব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট। কশ্চিৎ—কেহই। অব্যয়স্য অস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি। অব্যয়—যাহার দেহাদির ন্যায় উপচয় অপচয়, বৃদ্ধি ক্ষয় নাই (শং)। অবিনাশী—একাধিক পদার্থের সংযোগে যাহা উৎপন্ন তাহা, সংযোগের বিশ্লেষে, বিনষ্ট হয়। বিনাশের অর্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া কারণে লয় হওয়া। আর সংযোগমাত্রেরই পরিণাম বিশ্লেষ। আত্মায় একাধিক বস্তুর সংযোগ নাই, এজন্য তাহা বিশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ নাই। ১৭।

নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ। নিত্য—সর্ব্বদা একরূপে স্থিত (শ্রী)। অতএব অনাশী—অনশ্বর।

কিন্তু সেই বস্তু যাহে এই সমুদয়
যা' কিছু সংসারমাঝে আছে, ধনঞ্জয়,
ব্যাপ্ত, অনুস্যূত সব আছে অনিবার,
জানিও কখন নাশ না হয় তাহার।
এই যে অব্যয় আত্মা, নিত্য—নির্ব্বিকার,
কার সাধ্য পারে তারে করিতে সংহার। ১৭।
নিত্য তাহা, সর্ব্বকাল একই ভাবে রয়,
অতএব কোনরূপে নষ্ট নাহি হয়,

আত্মা অবিনাশী সর্ব্বব্যাপী ও অব্যয়

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন (শ্রী), কিম্বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যাহার ইয়ত্তা হয় না। (শং)। শরীরী—শরীরাধিষ্ঠিত আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। শরীরিণঃ—জীবাত্মার। ইমে দেহাঃ—এই সমস্ত দেহ, স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর। অন্তবন্তঃ—বিনাশশীল।

হে ভারত! তস্মাৎ যুধ্যস্ব—অতএব যুদ্ধ কর। আত্মা অনশ্বর, অতএব ভীষ্মাদিকে মারিয়া ফেল,—এ বাক্যের মর্ম্ম এরূপ নহে। অর্জ্জুন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও শোকমোহবশতঃ যুদ্ধ করিতেছেন না। তাই ভগবান্ বুঝাইলেন যে, শোকমোহের হেতু নাই, তুমি যুদ্ধ কর। এখানে যুদ্ধ কর, ইহা বিধি নহে, অনুবাদ মাত্র (শং)। ১৮।

ভীষ্মাদির মৃত্যুনিমিত্ত শোক যে বৃথা তাহা বুঝান হইল; কিন্তু তথাপি অর্জ্জুন মনে করিতে পারেন, আত্মা অনশ্বর হউক, কিন্তু তিনি ভীষ্মাদির বধের কর্ত্তা হইবেন কেন? ১।১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন, এতান্

জীবজ্ঞানে প্রমাণে ইয়ত্তা নাহি তার,
আত্মা নিত্য — চরাচর এই সব দেহ সে আত্মার,
দেহ অনিত্য — নশ্বর সে সব দেহ, কহে জ্ঞানিগণ,
নশ্বর দেহের তরে শোক অকারণ।
অবতীর্ণ ধর্ম্মরণে বীরেন্দ্র-কেশরি!
বৃথা শোকমোহে আছ যুদ্ধ পরিহরি,
শোকমোহ-হেতু নাই, কুরু-বংশধর!
অতএব মোহ ত্যজি করহ সমর। ১৮।
তুমি হন্তা, ভীষ্ম আদি হত তব করে,—
আত্মা অকর্ত্তা — মিথ্যা এ ধারণা পার্থ, ত্যজহ অন্তরে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

ন হন্তুম্ ইচ্ছামি। তজ্জন্য বলিতেছেন, যঃ এনং হন্তারং বেত্তি—আত্মাকে যে হন্তা বলিয়া জানে। যঃ চ এনং হতং মন্যতে—এবং যে ইহাকে হত মনে করে। তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ—তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না; কারণ অয়ম্ (আত্মা) ন হন্তি, ন হন্যতে—আত্মা কাহাকেও বিনাশ করে না এবং অন্য কর্তৃক নষ্ট হয় না। ১৯।

পুনশ্চ। অয়ম্ আত্মা কদাচিৎ ন জায়তে--কখন জন্মায় না। ন বা ম্রিয়তে—এবং কখন মরে না। "বা" শব্দ "এবং" অর্থে প্রযুক্ত (শ্রী)। ন চ অয়ং ভূত্বা ভবিতা—উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা, তাহা ইহার নাই; পরন্তু স্বতঃ সৎরূপে আছেন অর্থাৎ জন্মান্তর নাই। আর যখন স্বতঃ সৎরূপী, তখন ন বা ভূয়ঃ—পুনর্ব্বার তাহার অন্যরূপ অস্তিত্ব নাই (শ্রী) অথবা, ন বা ভূয়ঃ—পুনর্ব্বার অধিক হয় না, অর্থাৎ বৃদ্ধি নাই (বলদেব)। "নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" এস্থলে শঙ্করধৃত পাঠ,—"নায়ং ভূত্বা অভবিতা বা ন ভূয়ঃ।" অয়ম্ আত্মা ভূত্বা পশ্চাৎ অভবিতা, ন চ অভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা (গিরি)। আত্মা প্রথমে জন্মিয়া পরে অভাবযুক্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না এবং অভাবযুক্ত হইয়া পুনঃ উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ বারংবার জন্মমৃত্যুগ্রস্ত হয় না।

<u>অহন্তা ও</u>　　আত্মাকে যে হন্তা বলি করে বিবেচনা,
<u>অহননীয়</u>　　কিম্বা তারে হত বলি করে যে ধারণা,
আত্মার স্বরূপ সে ত, জানে না নিশ্চয়,
আত্মা নাহি হত্যা করে, নাহি হত হয়। ১৯।
না হয় জনম তার, না হয় মরণ,
জাতবস্তুসম স্থিতি না হয় কখন,

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

ন জায়তে, অতএব অজ। ন ম্রিয়তে, অতএব নিত্য—সর্ব্বকাল বর্ত্তমান, কালের অপরিচ্ছিন্ন (Eternal now, not limited by time)। শাশ্বত—অপক্ষয়শূন্য। পুরাণ—পরিণামশূন্য অর্থাৎ রূপান্তর পাইয়া নব ভাব ধরে না। আত্মা কোন নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন নহে। আর যাহা নিমিত্তের অতীত, তাহাতে বিকার বা পরিণাম সম্ভবে না। আত্মার জন্ম, বিনাশ, জন্মান্তরস্থিতি, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও পরিণাম—এই ছয় বিকার নাই। শরীরে হন্যমানে—শরীর নষ্ট হইলে। ন হন্যতে—নষ্ট হয় না। ২০।

যঃ এনম্—এই আত্মাকে। অবিনাশিনং নিত্যম্ অজম্ অব্যয়ং বেদ। স পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি, কং হন্তি—কাহাকেই বা অন্যের দ্বারা বিনাশ করাইবে আর কাহাকেই বা স্বয়ং বিনাশ করিবে? ২১।

আত্মা অবিকারী স্বতঃ সৎরূপী সত্তা, নাহি জন্মান্তর,
বৃদ্ধি নাই, নব ভাবে নাহি রূপান্তর,
সদা বর্ত্তমান, নাই জন্ম অপক্ষয়,
শরীরের নাশে তার নাশ নাহি হয়। ২০।
জন্ম নাই নাশ নাই, নিত্য ও অক্ষয়,—
এ ভাবে আত্মারে যে বা জানে ধনঞ্জয়!
কারে দিয়া কারে হত্যা করায় সে জন,
অথবা আপনি অন্যে করে সে হনন? ২১।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

আর যদি আত্মা নিত্য জানিয়াও দেহের বিনাশ জন্য খেদ কর, তাহাও বৃথা। যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায়—ত্যাগ করিয়া। অপরাণি নবানি গৃহ্লাতি—গ্রহণ করে। তথা দেহী—জীবাত্মা। জীর্ণানি শরীরাণি বিহায়, অন্যানি নবানি শরীরাণি সংযাতি—প্রাপ্ত হয়। ২২।

আত্মা ভৌতিক দেহবিশিষ্ট বস্তু নহে। অতএব শস্ত্রাণি এনং—এই আত্মাকে। ন ছিন্দন্তি—ছেদন করে না। পাবকঃ এনং ন দহতি—দগ্ধ করে না। মারুতঃ—পবন। ন শোষয়তি—শুষ্ক করে না। ২৩।

দেহের বিনাশে কিংবা যদি খেদ হয়,
জানিও অপর দেহ মিলিবে নিশ্চয়।
জন্মান্তর — নরগণ জীর্ণ বস্ত্র ছাড়িয়া যেমন
অপর নবীন বস্ত্র করে হে গ্রহণ,
সেইরূপ জীর্ণ দেহ করি পরিহার,
দেহী অন্য নব দেহ করে অধিকার। ২২।
অস্ত্র না করিতে পারে আত্মায় ছেদন,
পোড়াইতে নাহি তারে পারে হুতাশন,
আত্মা — আর্দ্র না করিতে পারে কখন সলিল,
নির্বিকার — শুকাইতে নাহি পারে অথবা অনিল। ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অয়ম্ আত্মা অচ্ছেদ্যঃ—ছিন্ন হইবার নয়। অয়ম্ অদাহ্যঃ—দগ্ধ হইবার নয়। অক্লেদ্যঃ—জলে আর্দ্র হইবার নয়। অশোষ্যঃ এব চ—এবং শুষ্ক হইবার নয়। ইহা নিত্যঃ—অবিনাশী। সর্ব্বগতঃ—সর্ব্বত্রগত, সর্ব্বব্যাপ্ত, দেশ-কালের অপরিচ্ছিন্ন। স্থাণুঃ—স্তম্ভসদৃশ স্থিরস্বভাব। অচলঃ—পূর্ব্বরূপ-অপরিত্যাগী। অয়ম্ সনাতনঃ—অনাদি; অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে (শং)। ২৪।

অয়ম্ অব্যক্তঃ—চক্ষু আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর। অয়ম্ অচিন্ত্যঃ—মনের অগোচর। অয়ম্ অবিকার্য্যঃ—হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর (শ্রী)। অথবা দুগ্ধ যেমন দধি প্রভৃতি অম্লযোগে বিকৃত হয়, আত্মার সে ভাব হয় না অর্থাৎ নির্ব্বিকার (শং)। উচ্যতে—কথিত হয়। তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা—আত্মাকে এরূপ জানিয়া। অনুশোচিতুং ন অর্হসি।

অবিনাশী	ছিন্ন, দগ্ধ কিম্বা শুষ্ক হইবার নয়,
সর্ব্বব্যাপী	সলিলে কখন তাহা সিক্ত নাহি হয়,
	সনাতন, সর্ব্বব্যাপ্ত, নিত্য—অনশ্বর,
	স্থাণুতুল্য স্থির, কভু নাহি রূপান্তর। ২৪।
	চক্ষু আদি আমাদের ইন্দ্রিয় যে সব
আত্মা	তাহাতে আত্মার তত্ত্ব মিলে না, পাণ্ডব!
অব্যক্ত	চিন্তায় স্বরূপ তা'র বুঝা নাহি যায়,
অচিন্ত্য	হস্ত আদি কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহারে না পায়,

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

ভীষ্মাদি নামধারী জীবের বিনাশপ্রসঙ্গে এই আত্মতত্ত্ব-কথার অবতারণা। অতএব এই প্রকরণ জীবাত্মা বিষয়ক। সেই জীবাত্মা নিত্য সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী), স্থাণু, অচল, অবিকার্য্য ইত্যাদি। পাঠক ভগবদুপদিষ্ট জীবাত্মার এই স্বরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া, গীতার আত্মতত্ত্ব—জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় সম্বন্ধ ও প্রভেদ কি তাহা দেখিবেন। ২৫।

অথ চ—আর যদি। এনং নিত্যজাতং—সর্ব্বদা, দেহোৎপত্তির সহিত উৎপন্ন। বা নিত্যং মৃতং মন্যসে—দেহনাশের সহিত মৃত মনে কর; অর্থাৎ আত্মা যদি অনিত্য হয়। তথাপি ত্বং, হে মহাবাহো! এনং শোচিতুং ন অর্হসি—ইহার জন্য শোক অনুচিত। ২৬।

তাহার কারণ, হি—যেহেতু। জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ। মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্। ধ্রুব—নিশ্চিত। তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে—অপরিহার্য্য বিষয়ে। ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি। ২৭।

<u>৩ অবিকার্য্য</u>

দুগ্ধ যথা অম্লযোগে লভয়ে বিকার
তাহার সে ভাব নাই,—নিত্য নির্ব্বিকার;—
আত্মার স্বরূপ এই জানিয়া অন্তরে
সাজে না তোমারে পার্থ, শোক তা'র তরে। ২৫।
অথবা এরূপ যদি ভাব, ধনঞ্জয়!
শরীরের জন্মসনে তার জন্ম হয়,
শরীর-বিনাশে হয় তাহার বিনাশ,
তথাপি অযোগ্য তব শোক, সব্যসাচী। ২৬।
জন্মিয়াছে যাহা তাহা অবশ্য মরিবে,
মরিয়াছে যাহা তাহা অবশ্য জন্মিবে,
লঙ্ঘিতে এ বিধি কেহ কখন না পারে,
অতএব শোক মোহ সাজে না তোমারে। ২৭।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।

আধার, ভূতানি—সর্ব্বজীব। অব্যক্তাদীনি—আদি অর্থাৎ তাহাদের দেহলাভের পূর্ব্বাবস্থা অব্যক্ত, আমাদিগের জ্ঞানের অতীত। ব্যক্তমধ্যানি—মধ্যাবস্থায়, জন্ম ও মরণের মধ্যে স্থিতিকালে, ব্যক্ত, ইন্দ্রিয়গোচর হয়। অব্যক্তনিধনানি—নিধন, দেহনাশের পরে আবার অব্যক্ত। সুতরাং তত্র কা পরিদেবনা—সে বিষয়ে শোক বিলাপ কি? (শ্রী)।

আমরা যাহাকে নিধন বা মরণ বলি সে অবস্থায় জীবের যে ধ্বংস বা অত্যন্ত অভাব হয়, তাহা নহে। তখন জীব অব্যক্ত অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীরে বর্ত্তমান থাকে এবং কালে আবার ব্যক্ত স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়। ২৮।

এই আত্মতত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়। কশ্চিৎ—কেহ বা। এনং আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি ইত্যাদি। পশ্যতি—দেখে। বদতি—কীর্ত্তন করে। শৃণোতি—

দেহান্তেও ভূতগণের ধ্বংস নাই — উৎপত্তির পূর্ব্বে আর নিধনের পর,
ভূতচয় নাহি হয় ইন্দ্রিয় গোচর।
মাঝে মাত্র কিছু দিন প্রকাশিত রয়,
এ শোকবিলাপ তায় কেন, ধনঞ্জয়? ২৮।
সুদুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব কহিনু তোমায়
সাধনা-বিহনে ইহা বুঝা নাহি যায়।
আত্মতত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয় — থাকুক অন্যের কথা শাস্ত্রজ্ঞ যে জন,
এ তত্ত্ব সম্যক্ সেও বুঝে না কখন।
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ করে দরশন,
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ করয়ে কীর্ত্তন,

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

শ্রবণ করে। শ্রুত্বা অপি কশ্চিৎ এব চ ন বেদ—কেহ বা দর্শন শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও জানিতে পারে না (শ্রী)।

সাধনা ব্যতীত এই আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। তর্ক যুক্তিতে বুঝিলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না, তদ্বিষয়ক জ্ঞান জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ ব্যাপারে পরিণত হয় না; সুতরাং ভ্রম ঘুচে না। ২৯।

অতঃপর আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন। অয়ং দেহী—দেহস্থ আত্মা, জীবাত্মা। সর্ব্বস্য দেহে অবধ্যঃ। তস্মাৎ ইত্যাদি স্পষ্ট। আত্মা যখন অমর, তখন ভীষ্মাদির মরণ ধারণা তোমার ভ্রম, তুমি যুদ্ধ কর।

১১—৩০ শ্লোকে আত্মতত্ত্ব বিবৃত হইল। ভীষ্মাদি নামধেয় জীবের বিনাশ-প্রসঙ্গে এই আত্মতত্ত্বের অবতারণা; সুতরাং এই আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ই জীবাত্মার তত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব নহে। কিন্তু "নিত্য, অজ, অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী" ইত্যাদি যাহা যাহা সেই জীবাত্মার স্বরূপরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল পরমাত্মার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। অতএব স্পষ্ট বুঝা যায়,

কেহ বা আশ্চর্য্য হয় করিয়া শ্রবণ,
শুনিয়াও নাহি বুঝে কেহ বা কখন। ২৯।
চরাচরে সর্ব্ব দেহে সকল সময়
বিরাজে অবধ্য আত্মা, ভরত-তনয়!

যে জীবাত্মার ও পরমাত্মার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ ভগবান বলিতে-ছেন না। আমরা ক্রমশঃ আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিব যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, বাস্তবিকই দুই ভিন্ন বস্তু নহে। আত্মা এক। তাহা অনাদি, অনন্ত, অবিনাশী, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী। সেই এক অনন্ত সর্ব্বব্যাপী আত্মার কিয়দংশ যখন প্রকৃতিস্থ হয় (১৩।২১), জীবের ভূতময় দেহে সংযুক্ত হয়, তখন সেই ভূতদেহসংশ্লিষ্ট আত্মাংশের নামই জীবাত্মা হয়। জীবভাবযুক্ত আত্মা—জীবাত্মা। আর অনন্ত আত্মার যে অংশ জীবের যে ভৌতিক দেহে সংযুক্ত হয়, সেই অংশ, সেই দেহের সহিত এতই মাখামাখি ভাবে থাকে, প্রকৃতির সবিকার সান্ত স্থূল নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়ের সহিত এত মিশিয়া যায়, যে তদ্দ্বারা তাহার আপন স্বরূপ ঢাকা পড়িয়া যায় এবং তাহা প্রকৃতির গুণ দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে জীবাত্মা, নির্ব্বিকার সর্ব্বব্যাপী অনন্ত পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইয়াও যেন ভিন্ন হইয়া যায়; যেন সবিকার, সান্ত, ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। এইরূপে পরমাত্মার অংশভূত জীবাত্মা (১৫।৭ দেখ) আপন স্বরূপ হারাইয়া, দেহের ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদিকে যেন নিজ ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধিপূর্ব্বক, তদ্দ্বারা অভিভূত হয়। আত্মা যে স্বরূপতঃ দেহ হইতে এবং দেহের ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি হইতে ভিন্ন, নির্ব্বিকার তত্ত্ব; কেবল দেহের সহিত সম্বন্ধ-বশতঃ সবিকার কর্ত্তা সাজিয়া কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মফল সুখ দুঃখাদির ভোক্তা হয়, এই তত্ত্ব হৃদয়ে অনুভূত হইলে, আর সুখদুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। এই জন্য ভগবান গীতার প্রথমেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। এখানে আত্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে; ১৩।৫—৬ শ্লোকে দেহতত্ত্ব বিবৃত হইবে। ৩০।

অতএব সর্ব্ব জীব যদি হত হয়,

তথাপি তাহাতে শোক সমুচিত নয়। ৩০।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অতঃপর স্বধর্ম্মপালনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া বলিতেছেন, ভীষ্মাদির বিনাশ ধারণায় তুমি এই যুদ্ধ পরিত্যাগে উদ্যত; এখন এই সাংখ্য জ্ঞানের আধারে দেখ (১১—৩০) তোমার সে ধারণা ভ্রমাত্মক। অতএব স্বধর্ম্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি—তুমি তোমার স্বধর্ম্ম (যুদ্ধ) দর্শন করিয়া যে কম্পিত হইতেছ (১।২৯ দেখ) তাহা উপযুক্ত নহে। হি—কারণ। ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে—ধর্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্য শ্রেয়ঃ নাই। পাণ্ডবেরা ন্যায়তঃ প্রাপ্য রাজ্য প্রার্থনা করিলে যখন দুর্য্যোধন বলিল, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দিব না, তখন যুদ্ধই ধর্ম্মতঃ অবলম্বনীয়, নতুবা অধর্ম্মের, পাপাচরণের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কিসে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে। ভগবান্ তাহার প্রথম উত্তর এই দিলেন, যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধই শ্রেয়ঃ। ৩৮ শ্লোক হইতে অন্যান্য কথা বলিবেন। ৩১।

এই আত্মতত্ত্ব এবে অন্তরে বুঝিয়া
আপনার ভ্রম, পার্থ ! দেখ বিচারিয়া।
ভ্রান্তিবশে ভীষ্মাদির ভাবিয়া বিনাশ
ধর্ম্মযুদ্ধ পরিহারে কর অভিলাষ।
কম্পিত হতেছ তুমি স্বধর্ম্ম নেহারি,
এ নয় তোমার যোগ্য, কৌরব-কেশরি !
এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, এ যুদ্ধের পর
অন্য আর ক্ষত্রিয়ের নাই শ্রেয়স্কর। ৩১।

স্বধর্ম্ম পালনের গৌরব

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি র্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪॥

হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্—অপ্রার্থিতভাবে প্রাপ্ত। পাণ্ডবেরা যত্ন করিয়া এ যুদ্ধ উপস্থিত করে নাই। যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং—স্বর্গের মুক্ত দ্বারস্বরূপ। ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে। কারণ ধর্ম্মযুদ্ধে জয় হইলে রাজ্যসুখ আর মৃত্যু হইলে স্বর্গসুখ লাভ হয়। ৩২।

অথ চেৎ—আর যদি। ধর্ম্ম্যং—ধর্ম্মানুগত। ইমং সংগ্রামং ত্বং ন করিষ্যসি ইত্যাদি। স্বধর্ম্মত্যাগ সকলের পক্ষেই পাপজনক। সেই পাপের ফল পরলোকে কি হয়, তাহা জানি না; কিন্তু ইহলোকে তাহা যে পরম অমঙ্গল আনয়ন করে তাহা নিশ্চিত। স্বধর্ম্মত্যাগী অধুনাতন ভারতবাসী ইহার অতি জাজ্বল্যমান ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। ৩৩।

ভূতানি চ—এবং সর্ব্বলোকে। তে অব্যয়াং—দীর্ঘকালব্যাপিনী। অকীর্ত্তিং কথয়িষ্যন্তি। সম্ভাবিতস্য—মাননীয় ব্যক্তির। অকীর্ত্তিঃ। মরণাৎ অতিরিচ্যতে—মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। ৩৪।

অনায়াসে প্রাপ্ত, যেন মুক্ত স্বর্গদ্বার,
স্বধর্ম্মত্যাগে — হেন যুদ্ধ পায় সুখী ক্ষত্রিয়-কুমার। ৩২।
দোষ — না কর এ ধর্ম্ম রণ মোহেতে মজিয়া
পাপভাগী হবে, ধর্ম্ম কীর্ত্তি খোয়াইয়া। ৩৩।
শাশ্বতী অকীর্ত্তি তব ক'বে কত জন,
মানীর অকীর্ত্তি চেয়ে মঙ্গল মরণ। ৩৪।

ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদ্ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭॥

মহারথাঃ—দুর্য্যোধনাদি মহারথিগণ। ভয়াৎ রণাৎ উপরতং—তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। মংস্যন্তে—মনে করিবে। ত্বং যেষাং চ বহুমতঃ ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি—যে দুর্য্যোধনাদির নিকট মাননীয় হইয়াছিলে, পরে আবার তাহাদেরই কাছে লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। ৩৫।

তব অহিতাঃ—শত্রুগণ। বহূন্ অবাচ্যবাদান্—অকথ্য কথা, কুকথা। বদিষ্যন্তি—বলিবে, ইত্যাদি। ৩৬।

২।৬ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন, জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টি যে শ্রেয়, তাহা বুঝিতেছি না, তদুত্তরে বলিতেছেন, হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি ইত্যাদি স্পষ্ট।

অর্জ্জুন যে পাণ্ডিত্যের অভিমান করিতেছিলেন, তাহা যে বৃথা; কীর্ত্তিলোপের ভয়, অপযশের ভয়, ইত্যাদি রাজসী বৃত্তি, কিরূপে তাঁহাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবে, ৩১—৩৭ শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত করিলেন। ৩৭।

স্বধর্ম্ম ত্যাগে দোষ

কি ভাবিবে বল দেখি মহারথিগণে,
প্রাণভয়ে অর্জ্জুন বিরত এই রণে!
তোমারে মহান্ বলি মানিত যাহারা
ক্ষুদ্র বলি তুচ্ছভাবে হেরিবে তাহারা। ৩৫।
শত্রুগণ নিন্দা করি সামর্থ্য তোমার
অকথ্য বলিবে, কিবা দুঃখতর আর। ৩৬।
হত হও যদি, তবে স্বর্গবাসী হবে,
জয়ী হও যদি আর রাজ্যৈশ্বর্য্য পাবে।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

যুদ্ধে জয় হউক বা পরাজয় হউক উভয়েই অর্জ্জুনের যে লাভ, ইহা বুঝাইলেন। কিন্তু ১।৩৬ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করিলে তিনি পাপভাগী হইবেন। যে ভাবে যুদ্ধ করিলে পাপ-ভাগী হইবেন না, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন। ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যজ্ঞানের উপসংহার এবং পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত কর্ম্মযোগের উপক্রমণিকা। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা—সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ সুখে হর্ষ ও দুঃখে বিষাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, উভয় অবস্থাতেই চিত্তের সমতা রক্ষা করিয়া। এবং সুখ-দুঃখের কারণভূত, লাভালাভৌ—লাভ ও অলাভ। এবং লাভালাভের কারণভূত, জয়াজয়ৌ—জয় ও অজয় (পরাজয়) তুল্য জ্ঞান করিয়া। ততঃ—তদনন্তর। যুদ্ধায় যুজ্যস্ব—যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। এবম্—এই ভাবে কর্ম্ম করিলে। পাপং ন অবাপ্স্যসি—পাপভাগী হইবে না।

এখানে মর্ম্ম এই,—আত্মা স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার নিত্য অচল অক্ষর তত্ত্ব। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, লাভ নাই, অলাভ নাই। জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ইত্যাদি যাহা কিছু হয়, সে সব প্রকৃতিজ দেহেই হয়। এই তত্ত্ব বুঝিয়া, সেই নির্ব্বিকার শান্ত নিত্য স্বরূপে অবস্থান-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে আর প্রকৃতির অনিত্য খেলা ও তজ্জনিত পাপ-পুণ্যাদি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই সাংখ্য জ্ঞানের উপলব্ধি গীতোক্ত যোগের সোপান। ৩৮।

অতএব উঠ উঠ, কৌরব-তনয় !
যুদ্ধের নিমিত্ত তুমি করহ নিশ্চয়। ৩৭
আত্মজ্ঞানে গূঢ় তত্ত্ব বলেছি সকল,
বুঝিয়াছ, শোক মোহ অজ্ঞানের ফল,

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অর্জ্জুনের প্রশ্ন যে, "আমার কি করা কর্ত্তব্য; কি করিলে আমার শ্রেয়োলাভ হইবে" সাংখ্যজ্ঞানের আধারে তাহার উত্তর দিয়া, অতঃপর কর্ম্মযোগের আধারে তাহা বুঝাইবেন। ৩৯—৪১ শ্লোক সেই কর্ম্মযোগের গুণকীর্ত্তন।

সাংখ্য—যদ্দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয় তাহা সংখ্যা, সম্যক্ জ্ঞান। তাহাতে প্রকাশমান যে আত্মতত্ত্ব, তাহা সাংখ্য। প্রাচীনেরা তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণভাবে সাংখ্য জ্ঞান বলিতেন।

সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা—সাংখ্যজ্ঞানের আধারে তোমায় এই উপদেশ দিলাম। এক্ষণে, যোগে তু ইমাং (বুদ্ধিং) শৃণু—কর্ম্মযোগ-জ্ঞানের আধারে এই বক্ষ্যমাণ উপদেশ শ্রবণ কর। কর্ম্মযোগ কি ৪৭—৪৮ শ্লোকে তাহা বলিবেন। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—যে বুদ্ধি লাভ করিলে। কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি—কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিবে।

জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ নাহিক আত্মার,
নিষ্কম্প অচল স্থির নিত্য নির্ব্বিকার।
আত্মার সে ভাব পার্থ! হৃদয়েতে ধরি,
প্রশান্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করি।
সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয়,
তুল্য ভাবি, যুদ্ধ হেতু উঠ, ধনঞ্জয়!
এ ভাবে নিশ্চল চিত্তে করিলে সমর
পাপভয় নাহি রয়, কুরুবংশধর! ৩৮।

কর্ম্মযোগের প্রশংসা

সাংখ্যজ্ঞান আধারে কহিনু সমুদায়,
কর্ম্মযোগতত্ত্ব এবে শুন পুনরায়।
অনুরাগ জন্মে যদি অনুষ্ঠানে তার
কর্ম্মের বন্ধন আর রবে না তোমার। ৩৯।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

কর্ম্মবন্ধ—কর্ম্মরূপ বন্ধন। আমরা যাহা করি, সে সকলের সংস্কার আমাদের সূক্ষ্ম দেহে অঙ্কিত থাকে। মৃত্যুতেও সে সকল দূরীভূত হয় না; ১৩।২১ দেখ। সেই সংস্কার সকলই আমাদের স্বভাব রূপে পরিণত হয়। তাহাতে যে বাসনাবীজ উপ্ত থাকে, পরজন্মে জীব তদনুরূপ যোনিতে জন্মলাভ করিয়া অনুরূপ আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হয়;—পাতঞ্জলদর্শন সাধনপাদ, ১৩ সূত্র। সুতরাং কর্ম্মই সংসার-বন্ধন। ৩৯।

ইহ—এই বক্ষ্যমাণ কর্ম্মযোগে। অভিক্রমনাশঃ নাস্তি। অভিক্রম—উদ্যোগ, আরম্ভ। ইহার উদ্যোগ কখন নিষ্ফল হয় না। যোগবুদ্ধিতে কর্ম্ম আরম্ভ করিলে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহাতে উদ্দিষ্ট ফললাভ না হইলেও সেই যোগবুদ্ধির অনুগামিনী চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ উন্নতি হয়, ৬।৩৭—৪৪ দেখ; সুতরাং তাহা নিষ্ফল নহে। কিন্তু কাম্য কর্ম্ম অসিদ্ধ হইলে তাহা একবারেই নিষ্ফল। আবার কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে তদ্দ্বারা বিঘ্ন ও পাপসঞ্চয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু কর্ম্মযোগের মূল ধর্ম্মবুদ্ধি, সুতরাং তদনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে তাহাতে প্রত্যবায়ঃ—বিঘ্ন, পাপ। ন বিদ্যতে। অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি—ইহার অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও। মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে—সংসার পাশরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। ৪০।

কাম্য-কর্ম্মে কর্ম্মযোগে প্রভেদ বিস্তর।
সংক্ষেপতঃ কহি তাহা শুন, নরবর!
সকাম কর্ম্মের চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে পারে,
কিন্তু এই যোগে, যাহা কহিব তোমারে
তাহার উদ্যোগ কভু বিফলে না যায়,
কিম্বা তার অনুষ্ঠানে নাহি প্রত্যবায়।
মানব অত্যল্প তার করি অনুষ্ঠান
মহান সংসার-ভয়ে পায় পরিত্রাণ। ৪০।

কর্ম্মযোগের প্রশংসা

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুরুনন্দন ! ইহ—এই বক্ষ্যমাণ কর্ম্মযোগে। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা—একনিষ্ঠ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (Determinate Reason) হইয়া থাকে। অব্যবসায়িনাম্—যাহাদের তাদৃশী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই। তাহাদের বুদ্ধয়ঃ—বাসনাত্মিকা কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী নানা বুদ্ধি। বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ—অসংখ্য ও নানা ভাগে বিভক্ত হয়।

এই শ্লোকে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য অনেক কথা আছে ; তাহা বুঝিবার জন্য, একটু মনস্তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। প্রত্যেক কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত মানসিক ক্রিয়া সকল হয়। (১) বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া অন্তরে উপস্থিত হইলে, "মন" তাহাকে লইয়া "বুদ্ধির" সম্মুখে ব্যবস্থাপূর্ব্বক স্থাপন করে। (২) "বুদ্ধি" তাহার স্বরূপ অবধারণ করে, তাহার সার অসার নির্ণয় করে, সে বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, তাহা গ্রাহ্য কিম্বা ত্যাজ্য, তাহা স্থির করে। বুদ্ধির এই সকল ব্যাপারের শাস্ত্রীয় নাম "ব্যবসায়" অথবা "অধ্যবসায়"; তজ্জন্য বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে। অনন্তর তাহা ত্যাগ অথবা গ্রহণ করিবার জন্য বাসনাত্মিকা

একনিষ্ঠ স্থির বুদ্ধি এই যোগে হয়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম-মোহ পার্থ, যাহাতে না রয় ;
সে শান্ত নিশ্চল বুদ্ধি না হয় যা'দের
কামনার বশীভূত হৃদয় তা'দের। — কর্ম্মযোগের
স্বার্থকামী তা'রা করে কামনা অনন্ত, — কারণ
অনন্ত কামনা বশে লালসা অনন্ত ;
অনন্ত লালসা বশে অনন্ত পন্থায়
বহুশাখা বুদ্ধি সেই নিরন্তর ধায়। ৪১।

বুদ্ধির উদয় হয়। (৩) তখন মনই আবার তাহাকে বাহিরে আনিয়া উপযুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়কে অর্পণ করে। তখন কর্ম্ম আরম্ভ হয়।

এইরূপে প্রত্যেক বিষয়ের ঠিক ঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা, সে বিষয়ে কার্য্যাকার্য্য নিরূপণ করা, বুদ্ধির মুখ্য ধর্ম্ম হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু অন্য রূপ দেখা যায়। কারণ বুদ্ধিও অন্যান্য শারীরিকী বৃত্তির ন্যায় একটী বৃত্তিমাত্র। সংস্কার, সংসর্গ ও আহারাদিভেদে তাহাও ত্রিবিধ—সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী; ১৮।৩০—৩২ দেখ। ওদিকে সংসারে বিচার্য্য বিষয়ও বহু; যথা,—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজ-বিধান ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটীই আমাদের স্বার্থ-বিজড়িত। যেখানে যাহার স্বার্থ বর্ত্তমান, সেখানে সেই স্বার্থবোধ তাহার বুদ্ধিকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। তখন তাহার সে বুদ্ধি আর স্থির নিশ্চল শুদ্ধ থাকে না; সুতরাং সেই স্বার্থমাখা বুদ্ধি যাহা বুঝিয়া, যেরূপ কর্ত্তব্য নির্ণয় করে, অন্যের অপরবিধ স্বার্থমাখা বুদ্ধিতে তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

কেবল নির্ম্মল সাত্ত্বিকী বুদ্ধিই ঠিক ঠিক কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় করিতে পারে; অতএব যাহাতে নির্ম্মল সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বিকাশ হয়, অগ্রে তাহাই করিতে হইবে। "বুদ্ধি" বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক শান্ত স্থির হইবে, "মন" বুদ্ধির অনুগত থাকিবে, তবে মনের বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে। তবে সাত্ত্বিক কার্য্য (১৮।২৩) করা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যাইবে। পরবর্ত্তী "বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ" (২।৪৯) প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য এই সাত্ত্বিকী ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। তাহার অভাবে, অন্তরে বাসনাত্মিকা বুদ্ধির বিবিধ তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে এবং কু-কার্য্যকে সুকার্য্য বোধে, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে।

এখন শ্লোকের মর্ম্ম দেখিব। বক্ষ্যমাণ এই কর্ম্মযোগে পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বিকাশ হয়; সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বিকাশের সহিত সাত্ত্বিক জ্ঞানে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তখন প্রকৃত কার্য্যাকার্য্য নির্ণীত হয়।

সাত্ত্বিক ধৈর্য্যের দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমিত হয় এবং তখন সাত্ত্বিক কর্ম্মাচরণ স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। যাহাদের সেই শান্ত স্থির সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নাই, তাহারা কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করে। তাহাদের মন বাসনাত্মিকা বুদ্ধির বশে, নানাদিকে ধাবিত হয়। অর্থ যশাদি নানা বিষয় কামনা করে। কিন্তু অর্থে লোভ করিলে যশ হয় না, যশে লোভ করিলে অর্থ হয় না; ইত্যাদিরূপে কোন দিকেই উৎকর্ষ লাভ হয় না; কিন্তু নিষ্কাম কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বুদ্ধিতে সে দোষ হয় না।

কর্ম্মযোগের কার্য্য, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাসনাত্মিকা বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। পশ্চাদুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মহাত্মার হৃদয়ে এই দুয়েরই সমাবেশ থাকে। এই ব্যবসায়াত্মিকা এবং বাসনাত্মিকা বুদ্ধিই পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Kant) কাণ্টের Pure Reason এবং Practical Reason। বুদ্ধির এই স্বরূপ সর্ব্বদা মনে না থাকিলে গীতা বুঝা যায় না। "বুদ্ধিমান্" "বুদ্ধিযুক্ত" অথবা কেবল "যুক্ত" কিম্বা "যোগী" শব্দের লক্ষ্য এই স্থির শান্ত নির্ম্মল নিশ্চল বুদ্ধি।

আমরা ক্রমশঃ দেখিব, মানুষের যাহা মনুষ্যত্ব, তাহা এই বুদ্ধির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। "অর্থ-কাম" যেখানে জীবনের চরম লক্ষ্য, সেখানে বাসনাত্মিকা বুদ্ধির মলিনতা যায় না; সেখানে কখনই প্রকৃত "মানুষ" জন্মায় না। কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম, সমদৃষ্টি, স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যপ্রেম, সাহস, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, দয়া, ভক্তি ইত্যাদি যাহা কিছু বৃত্তি মানবকে মানবেতর জীবজাতি হইতে উর্দ্ধে রাখিয়া থাকে, সেই সমুদায়ের মূল ঐ "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।"

একদিন ভারতে এই "বুদ্ধি" ছিল; একদিন ব্রহ্মচারিব্রতধারী ছাত্রগণ পঠদ্দশাতেই, উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে, তাহা লাভ করিত। তাহার ফলে এক দিন ভারতে জ্ঞান ঐশ্বর্য্য গৌরব ছিল, সত্যনিষ্ঠা বিশ্বাস শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। অধুনাতন ধর্ম্মাচার্য্যগণ শিখাইতেছেন, সংসার কিছু নয়, মায়া,

যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদ্ অস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

মিথ্যা। লৌকিক বিষয়, লৌকিক কর্ম্ম, সবই পাপ। যত শীঘ্র পার, সে সব ছাড়িয়া পলাইয়া যাও ; নির্ব্বাণ লাভ হইবে। আমরা সংসার ছাড়িয়া পলাইতে পারি নাই ; কিন্তু কর্ম্ম ছাড়িয়াছি। তাহার ফলে সে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি গিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান গৌরব ঐশ্বর্য্য বীর্য্য গিয়াছে এবং তৎ-পরিবর্ত্তে তামসীবুদ্ধি-সম্ভূত অজ্ঞান-আলস্য-প্রমাদ-মোহ-ঘোরে আমাদের মনুষ্যত্বেরই নির্ব্বাণ লাভের উপক্রম হইয়াছে। ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে, যে দিন হইতে আমাদের মধ্যে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য সন্ন্যাস, যোগ বা ভক্তিধর্ম্মের প্রবলতা হইয়াছে, লৌকিক কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনের দ্রুত অধঃপতন। ৪১

সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম চারি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। (১) ইহা একেবারে নিষ্ফল হয় না ; (২) অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপের কারণ হয় না ; (৩) ইহাতে মন নানা দিকে ধাবিত হয় না ; (৪) এবং পাপ-সঞ্চয়ের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ঈদৃশ মঙ্গলকর ও নিরবদ্য হইলেও সাধারণে তাহা ত্যাগ করিয়া সকাম কর্ম্ম করে, কারণ তাহারা বেদের কদর্থকারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। ৪২—৪৬ শ্লোকে সেই ভ্রমের নিরাস করিতেছেন।

অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ . * * যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া (বাচা) অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

বৈদিক কর্ম্মের ফল করিয়া শ্রবণ
অনুরক্ত তাহে যত মূঢ়মতিগণ,

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

অবিপশ্চিতঃ—মূঢ়। বেদবাদরতাঃ—যাহারা "বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত।" ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ—বেদোক্ত কাম্য-কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মব্যতীত আর কিছু ধর্ম্ম নাই, এরূপ যাহারা বলে। তাহারা কামাত্মানঃ—কামবশচিত্ত। এবং স্বর্গপরাঃ—স্বর্গলাভই তাহাদের পরম পুরুষার্থ।

জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদাং—জন্মই কর্ম্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে (শং)। জন্ম, তত্র কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যাহা প্রদান করে (শ্রী) মর্ম্মার্থ একই। ভোগৈশ্বর্য্য-গতিং প্রতি—ভোগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তির সাধনভূতা। গতি—প্রাপ্তি। ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাং—ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য যাহাতে। তাদৃশী যাং পুষ্পিতাং—পুষ্পিতা বিষলতা-সদৃশী আপাতরমণীয়া। ইমাং বাচং—স্বর্গাদিফলশ্রুতিসূচক এই যে বাক্য। প্রবদন্তি—বলে।

ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তানাং—আসক্তচিত্ত। এবং তয়া অপহৃতচেতসাং—পূর্ব্বোক্ত বাক্যে হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণের। ব্যবসায়াত্মিকা—একনিষ্ঠা। বুদ্ধিঃ। সমাধৌ ন বিধীয়তে। সমাধি—চিত্তের সম্পূর্ণ একাগ্র অবস্থা। ন বিধীয়তে—উৎপন্ন হয় না। কর্ম্মকর্ত্তৃ-বাচ্যে প্রয়োগ (শ্রী)। তাদৃশ একাগ্র বুদ্ধির উদয় হয় না, যাহা সমাধিস্থ হইবার যোগ্য। ৪২-৪৩

কর্ম্মকাণ্ডে বেদের বিহিত কাম্য কর্ম্ম,
সকাম　　কহে যারা ইহা ভিন্ন নাহি আর ধর্ম্ম ;—
কর্ম্মের　　কামনার বশীভূত থাকিয়া সংসারে
দোষ　　স্বর্গই পরম পদ যারা মনে করে,

এই স্থান হইতে গীতার বিশেষত্ব বড় পরিস্ফুট। গীতার ভিত্তি মূলতঃ বেদান্ত—উপনিষদ্। কিন্তু গীতা সেই বৈদান্তিক কাঠামোর উপর, প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সম্পদের সার অংশটুকু মিশাইয়া দিয়া মানব-জাতিকে যে অতুল ধর্ম্মামৃত দান করিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড প্রধানতঃ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসাদি নিবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। সাংখ্যাদি শাস্ত্র ইহার অনুবর্ত্তী। এই মতে জগদতীত গুণাতীত ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব। তাহাতে সংসার নাই, জগৎ নাই, জগতের কোন ব্যাপার নাই। তাহা লাভ করাই জীবের পরমা গতি। তাহার উপায় জ্ঞান। যতদিন উপযুক্ত জ্ঞানের বিকাশ না হয়, ততদিন কর্ম্ম উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু মুক্তির সাধকের পক্ষে কর্ম্ম অবশ্যই বর্জ্জনীয়। সমাজে মানুষে মানুষে যে মধুর সম্বন্ধ তাহা ত্যাগ করিয়া, সংসারের সমুদায় আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়া, কোন নিভৃত আশ্রমে থাকিয়া সাধককে কঠোর তপশ্চরণ করিতে হইবে। এই নীরস কঠোর পন্থাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া অনেকেই যে সরিয়া পড়িবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

আর বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রধানতঃ সত্ত্বাভিমুখী রজোগুণকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাদি প্রবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছে। মীমাংসাদি শাস্ত্র ইহার অনুবর্ত্তী। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অব-লম্বন করিয়া যজ্ঞাদি প্রবৃত্তি ধর্ম্মের বিধান হইয়াছে, গীতা দেখিল, যে সেই আধ্যাত্মিক দিকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাও আশানু-রূপ ফলপ্রদ হইতেছে না।

ভোগৈশ্বর্য্য-সাধনের উপায়-স্বরূপ
কহে তা'রা কাম্য-কর্ম্ম কথা বহুরূপ ;
প্রস্ফুট কুসুমরাশি মনোজ্ঞ যেমন
সে সকল কথা, পার্থ ! মনোজ্ঞ তেমন ;—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫ ॥

এই সমুদায় গহন তত্ত্বের মীমাংসায় গীতার ব্যবস্থা অতীব বিচিত্র। গীতা প্রথমেই কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকগণকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছে, ৪২-৪৪ শ্লোকে তাহা দেখিলাম। মীমাংসকদিগের কথাকে গীতা "পুষ্পিতাং কথাম্" বলিয়াছে। পুষ্পিত বাক্য—ফুল ফোটান কথা। যজ্ঞাদির ফলে স্বর্গসুখ ভোগের কথা, যেমন প্রস্ফুটিত ফুল—বাহিরে বড় মনোরম কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। তারপর উভয় সম্প্রদায়কেই লক্ষ্য করিয়া গীতা ব্রহ্মগম্ভীর নির্ঘোষে বলিতেছে, ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা ইত্যাদি। ৪৪।

বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ—সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের যে সমষ্টি, তাহার নাম ত্রৈগুণ্য। বেদসমূহের বিষয় Subject এই গুণত্রয় লইয়া। সত্ত্বগুণ-প্রধান নিবৃত্তি প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ড আর রজো-গুণ-প্রধান প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড। উভয়ত্রই একটী গুণ প্রবল ও অপর দুইটী দুর্ব্বল ভাবে বর্ত্তমান। অতএব

জন্ম-কর্ম্ম ফল-প্রদ, শ্রুতি-সুখকর,
বহুক্রিয়াপূর্ণ কথা বড় মনোহর।
ভোগৈশ্বর্য্যে সমাসক্ত অবিবেকিগণ　　　　*কাম্য কর্ম্মে*
সে সকল বাক্যে হয় অপহৃত-মন;　　　　*বুদ্ধি স্থির*
তা'দের সে কামবশা বুদ্ধি, ধনঞ্জয়!　　　　*হয় না*
নির্ম্মল নিশ্চল স্থির কখন না হয়। ৪২—৪৪।
জ্ঞানকাণ্ডে বেদের প্রবল সত্ত্বগুণ,
কর্ম্মকাণ্ডে পুনরায় বলী রজোগুণ,
উভয়ত্র অন্য দুই ক্ষীণবল রয়,　　　　*বেদের*
এইহেতু সর্ব্ববেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়।　　　　*বিষয়*

উভয়ত্রই তিনটী গুণই বর্ত্তমান এবং ত্রিগুণসম্ভূত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুরাগ বিরাগ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভাব বর্ত্তমান। এ সমুদায় নীচের প্রকৃতির খেলা। তজ্জন্ত বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব—নীচের প্রকৃতির ত্রিগুণের ধর্ম্মের উপরে যাও। ত্রিগুণসম্ভূত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভালবাসা ঘৃণা, আদর অনাদর, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভাবে বিমুগ্ধ না হইয়া নির্দ্বন্দ্ব হও। এবং নিত্যসত্ত্বস্থ—সর্ব্বদা "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত" হইয়া। সত্ত্ব—ধৈর্য্য, উৎসাহ, তেজ, (গীতা ১৭.৮, ১৮।২৬ দেখ)। নির্যোগক্ষেমঃ—যোগক্ষেমের অতীত হও। সাধারণ মানুষ যাহা পাইয়াছে তাহার রক্ষার জন্য, আর যাহা পায় নাই তাহা পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু ওসকল প্রকৃতির নিয়মে হয়। তুমি সেদিকে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া তাহার উপরে যাও। আত্মবান্ হও—আপনার মহিমায়, আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত (Self-controlled) হও। তুমি যে নিত্যশুদ্ধ, নিত্যযুক্ত "অমৃতের পুত্র"। তুমি প্রকৃতির সর্ব্ববিধ ভাববিকারের অতীত। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুরাগ বিরাগ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিকারে তুমি বদ্ধ হইও না। প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে একটীও যতক্ষণ তোমার উপর আধিপত্য করিবে যতক্ষণ রাগ দ্বেষ ভালবাসা ঘৃণা প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবে আবদ্ধ থাকিবে। তখন তুমি সুখ দুঃখ লাভ অলাভ প্রভৃতি নীচের প্রকৃতির বন্ধনে বদ্ধ রহিলে। ৪৫।

ত্রিগুণাত্মক	ত্রিগুণের অধীনতা পরিহার করি
ত্রিগুণাতীত	তাহাদের পারে যাও, কৌরব-কেশরী।
হইতে	ত্রিগুণজ দ্বন্দ্ব ভাবে না হবে আকুল,
হইবে	অপ্রাপ্ত বস্তুর তরে না হও ব্যাকুল,
	লব্ধ বস্তু রক্ষাতরে ব্যস্ত না হইবে।
	ধৃত্যুৎসাহ সমাশ্রয়ে আত্মবশে রবে। ৪৫

যাবান্ অর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭ ॥

পুনশ্চ, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (দেশে)—যেখানে সকল স্থানই জলে প্লাবিত ; কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি জলে ডুবিয়া একাকার। সেখানে উদপানে যাবান্ অর্থ—কূপাদিতে যাদৃশ প্রয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজন থাকে না। যাহাতে উদক অর্থাৎ জল পান করা যায়, তাহা উদপান, পুষ্করিণী প্রভৃতি। তদ্রূপ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য—ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানীর পক্ষে। সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ অর্থঃ—সমস্ত বেদে তাদৃশ প্রয়োজন নাই। অন্তরে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া লইবার জন্য বেদাদি শাস্ত্র আবশ্যক, কিন্তু সে আলোক যাহার জ্বলিয়াছে, তাহার আর সে সব শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?

৪২—৪৬ শ্লোকে একটু বেদ-নিন্দা আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। বেদের অসম্যক্ অর্থের প্রতিষ্ঠিত যে সকল সাম্প্রদায়িক মত আছে, ও সকল তাহাদেরই নিন্দা। ৪৬।

অতঃপর ৪৭—৪৮ শ্লোকে ভগবান্ স্বীয় অনুমোদিত উপদেশ দিতেছেন। কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ—কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে। ফলেষু কদাচন মা—কিন্তু সেই কর্ম্মসমূহের ফলে তোমার কথন

প্লাবিত সকল স্থান সলিলে যেথানে
কূপাদির প্রয়োজন যেমন সেখানে,
তেমনি বৈদিক কর্ম্মে প্রয়োজন তাঁর
তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ যিনি, কৌরব-কুমার। ৪৬।
কর্ম্মেই তোমার পার্থ, আছে অধিকার,
কর্ম্মফল কভু নয় আয়ত্ত তোমার।

কর্ম্মযোগের

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

অধিকার নাই। ফলাফল তোমার এক্তারে নয়। আর তুমি কর্ম্মফল-হেতুঃ মা ভূঃ—কর্ম্মফলে হেতুর্যস্য স কর্ম্মফলহেতুঃ। কর্ম্মে ফললাভই যাহার কর্ম্মে প্রবৃত্তিহেতু (motive) সে কর্ম্মফলহেতু। তুমি মাত্র ফলের লোভে কর্ম্ম করিও না। অন্যপক্ষে, অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু—কর্ম্ম-ত্যাগে যেন তোমার অনুরাগ আসক্তি নেশা না হয়। ৪৭।

এইরূপে, হে ধনঞ্জয়! সঙ্গং ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ সন্—ফলের আশায় কর্ম্ম করা এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ করা,—দুইয়েরই আসক্তি ত্যাগ করিয়া। এবং সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা—কর্ম্মের সফলতা ও বিফলতায় চিত্তকে সমানভাবে স্থির রাখিয়া। যোগস্থঃ সন্ কর্ম্মাণি কুরু—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। সমত্বং যোগঃ উচ্যতে—চিত্তের সাম্যাবস্থাই যোগ নামে অভিহিত হয়।

এই শ্লোকে "সঙ্গং ত্যক্ত্বা"—আসক্তি ত্যাগ করিয়া, এই কথাটীর উপর বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। আসক্তি দুই প্রকারে হয়। প্রথম বিষয়-

---

চতুঃসূচী

অতএব যাহা কিছু কর, হে পাণ্ডব!
ফলের আশায় মাত্র না কর সে সব।
ছাড়িবে ফলাশা, কিন্তু রেখ সদা মনে,
অনুরাগী হইও না কর্ম্ম বিসর্জ্জনে। ৪৭।
না ভাবি অসিদ্ধি সিদ্ধি, যোগস্থ হইয়া,
"আমি কর্ত্তা" অভিমান দূরে সরাইয়া,
ফলের লালসা হৃদে না করি পোষণ
স্থির চিত্তে কর্ম্ম কর, ভরত নন্দন!
সিদ্ধ হয় কর্ম্ম যদি অসিদ্ধ বা হয়,
উভয়ে যে সমবুদ্ধি তারে যোগ কয়। ৪৮।

কর্ম্মযোগ

উপভোগের প্রতি আসক্তি। ইহার নামান্তর অনুরাগ। দ্বিতীয় বিষয় ভোগ ত্যাগের প্রতি আসক্তি। ইহার নামান্তর বিরাগ। অনেকের পলান্ন না হইলে ভোজন হয় না, আবার অনেকের আতপতণ্ডুল হবিষ্যান্ন না হইলে ভোজন হয় না। এই দুইটাই আসক্তি বা নেশা। অতএব আসক্তি ত্যাগের অর্থ ভোগ ও বিরাগ—দুইয়েরই নেশা ত্যাগ করা।

লোকে সাধারণতঃ কিছু না কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্মবিশেষে প্রবৃত্ত হয়। "মা কর্ম্মফলহেতুঃ ভূঃ" বাক্যে তাদৃশ উদ্দেশ্যের প্রতি নেশা রাখিয়া যে কর্ম্ম, তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা প্রবৃত্তির নিষেধ। আর "মা তে সঙ্গঃ অস্তু অকর্ম্মণি" বাক্যে, কর্ম্মত্যাগের প্রতি নেশা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা নিবৃত্তির নিষেধ। এইরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই যুগপৎ নিষেধ এবং বিধান করিয়া, গীতা উভয়ের বিরোধ দূরীভূত করিয়া, উভয়ের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন, যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ ও বিরাগ উভয়েরই নেশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার কর্ম্ম করিয়া যাও। একটী ছাড়িয়া আর একটীকে ধরিলে, গুণত্রয়ের উপরে যাও না, নিস্ত্রৈগুণ্য নির্দ্বন্দ্ব হওয়া যায় না। যে আসিবার সে আসিবে, যে যাইবার সে যাইবে। ওসব প্রকৃতিগুণের খেলা। গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে (৩।২৮)। সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আত্মবান্ হও।

যাহা হইতে গীতার সৃষ্টি, যাহা অর্জ্জুনের মূল প্রশ্ন, "যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,—যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলুন"—অর্জ্জুনের এই যে "কর্ম্মজিজ্ঞাসা" বা "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা,"—এই কর্ম্মযোগই তাহার উত্তর। অর্জ্জুন উপলক্ষ্য মাত্র, পরন্তু ইহা সকলের পক্ষেই ঠিক সমান। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব-কর্ম্মণি—ভবিষ্যৎ ফলের আশায়মাত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না; কিন্তু তা' বলিয়া, কর্ম্ম ত্যাগে আগ্রহ করিও না। সংসারের কর্ম্মচক্রের যে অংশটুকু তোমার ভাগে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা নিষ্কাম শুদ্ধ শান্ত চিত্তে, সরল

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

প্রাণে করিয়া যাও। তদ্দ্বারাই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, তুমি অনাময় মোক্ষধামে গমন করিবে (২।৫১)। ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর, ইহাই গীতার অপূর্ব্ব "কর্ম্ম-মীমাংসা"—গীতার মুখ্য তাৎপর্য্য (তিলক)।

১১—৩৮ শ্লোকে ভগবান্ যে সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই পর্য্যন্ত যে অর্জ্জুনের শোকমোহ কেবল ভ্রম। জীবাত্মা নিত্য বস্তু, তাহার জন্ম মরণ নাই ; আর জীবের যে মরণ, তাহাতে জীবের ধ্বংস হয় না ; তখন সে অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে মাত্র (২।২৮)। সুতরাং ভীষ্মাদির বিনাশ ভাবনায় যুদ্ধ ত্যাগ করা সম্পূর্ণ ভ্রম। তদ্দ্বারা অর্জ্জুন ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি খোয়াইয়া পাপভাগী হইবেন (২।৩৩)। সাংখ্যজ্ঞানে সেই শোক মোহ অপনীত করিয়া কর্ম্মযোগাচরণই কর্ত্তব্য। ৪৮।

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগাৎ (কর্ম্মণঃ)—এই বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে (শং)। অন্য কর্ম্ম (রামা) অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম (শ্রী)। দূরেণ হি অবরম্—নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অবর—নিকৃষ্ট। অতএব বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ—যোগবুদ্ধির আশ্রয় প্রার্থনা কর ; বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করিতে যেন মতি থাকে, এরূপ প্রার্থনা কর। ফলহেতবঃ—যাহারা ফলের আশায় কর্ম্ম করে, তাহারা। কৃপণাঃ—দীন, ক্ষুদ্রাশয়।

এখানে "বুদ্ধিযোগ হইতে কাম্য কর্ম্ম নিকৃষ্ট" এই উপদেশের মর্ম্ম, আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধির চারি রূপ,—(১) জ্ঞান (২) ধর্ম্ম (৩) বৈরাগ্য ও (৪) ঐশ্বর্য্য—(সাংখ্যকারিকা ২৩)। অতএব বুদ্ধিযোগে কর্ম্মের অর্থ,—(১) জ্ঞানযোগে কর্ম্ম, (২) ধর্ম্মবুদ্ধিযোগে কর্ম্ম, (৩) বৈরাগ্য বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম এবং (৪) ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিযোগে কর্ম্ম। কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইলে, যে কর্ম্ম জ্ঞানে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, তাহা করা যায়। ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলে, যে কর্ম্ম ধর্ম্মানুগত

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

বলিয়া স্থির হয়, তাহা করা যায়। বৈরাগ্য বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত কর্ম্মে আসক্তি থাকে না; আর ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে সমাজের নেতা ও রক্ষকভাবে লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করা যায়। এই বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহাই "বুদ্ধিযোগ,"—তাহাই ভগবদুপদিষ্ট "কর্ম্মযোগ"। ইহা যে কাম্য কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই বুঝিবেন। ৪৯।

৫০—৫৩ শ্লোকে কর্ম্মযোগের ফল বলিতেছেন। বুদ্ধিযুক্তঃ—পূর্ব্বোক্ত যোগবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। ইহলোকে, কর্ম্ম করিয়াও উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি—পুণ্য পাপ উভয়ই ত্যাগ করে, কর্ম্মোৎপন্ন পুণ্যপাপের ভাগী হয় না। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব—যোগসাধনে প্রবৃত্ত হও। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্—যোগ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চিত্তের সমতা, সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্যে একটী কৌশল। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, রাগদ্বেষের বাহিরে থাকিয়া করিতে পারিলে কর্ম্ম নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হয়। যিনি যত শান্ত চিত্তে কাজ করেন, তিনি তত নিপুণ কর্ম্মী। অথচ তাদৃশ কর্ম্মে পাপপুণ্যের ভোক্তা হইতে হয় না।

এই যোগবুদ্ধি হ'তে, জানিও নিশ্চয়,
কাম্য কর্ম্ম — কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধনঞ্জয়!
নিকৃষ্ট — কর বাঞ্ছা,—বুদ্ধিযোগে রয় যেন মতি;
ফলাকাঙ্ক্ষী যা'রা, তা'রা ক্ষুদ্রাশয় অতি। ৪৯।

বুদ্ধিযোগে — এই যোগবুদ্ধি হৃদে বদ্ধমূল যার
পাপ পুণ্য — পাপ পুণ্য এ সংসারে না হয় তাহার।
নষ্ট হয়। — অতএব যত্ন কর যোগ লাভ তরে,
কৌশল এ "যোগ" সর্ব্ব কর্ম্মের ভিতরে। ৫০।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥

কোন কর্ম্মই নিজে ভাল মন্দ নহে। কারণ কর্ম্ম মাত্রই অচেতন অন্ধ জড়ের অবস্থান্তর মাত্র। দৈবাৎ কেহ খুন করিয়া ফেলিলে—চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে যদি কেহ মারা যায়, তবে তাহা হত্যা অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হয় না; ইচ্ছাপূর্ব্বক খুন করিলেই হত্যা অপরাধ হয়। অতএব কর্ম্মের ভাল মন্দ ভাব, কর্ত্তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি যদি নির্ম্মল অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ বিহীন থাকে, তবে কোন কর্ম্মেই পাপ পুণ্য হয় না। ৪৯—৫১ শ্লোকে সেই কথা বলিতেছেন। যদি কর্ম্মের অশুদ্ধতা দূর করিতে চাও, তবে আপনার বুদ্ধিকে শুদ্ধ কর।

An action done from duty derives its moral worth, *not from the purpose* which is to be attained by it, but from the *maxim* by which it is determined. * * * The moral worth of an action can not lie anywhere but in the *principle* of *the will*, without regard to the *end* which can be attained by action.—Kant, *Metaphysic of Morals*. ৫০।

পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ—জ্ঞানিগণ। কর্ম্মজং ফলং—কর্ম্মফল, পাপ পুণ্য। ত্যক্ত্বা। জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্তাঃ—মুক্ত হইয়া। অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি—মোক্ষ পদ লাভ করেন। ৫১।

এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত যাহারা সংসারে
কর্ম্মযোগের — কর্ম্মফল তাহাদিকে পরশিতে নারে।
ফল মোক্ষ — জন্মরূপ সংসার-বন্ধনে মুক্তি পায়,
অনাময় শান্তিধামে তা'রা চলে যায়। ৫১।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি র্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে কখন সেই মোক্ষ পদ লাভ হয়, বলিতেছেন। "এই দেহ আমি, আর ইহা আমার," এই মিথ্যা জ্ঞানের নাম মোহ। এই মোহবশতঃই "ইহা আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি ভোগ করিব," এরূপ মনে হয়। ইহা হইতে চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু যদা তে বুদ্ধিঃ। মোহ-কলিলং—ফলাসক্তির হেতুভূত মোহরূপ কলিল, কালুষ্য বা মলিনতা হইতে। ব্যতিতরিষ্যতি—উত্তীর্ণ হইবে; অন্তঃকরণে "অহং, মম" ভ্রম থাকিবে না। তদা—তখন। শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ—কর্ম্মফলসম্বন্ধে বেদে বা অন্যত্র যাহা তুমি শুনিবে ও যাহা শুনিয়াছ। তাহাতে নির্ব্বেদং গন্তাসি—বৈরাগ্য লাভ করিবে। নির্ব্বেদ—নিঃ নিকৃষ্ট, বেদ জানা, হেয়জ্ঞান, ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য। ৫২।

মোহবশে মনে হয় জানিও, পাণ্ডব।
এই দেহ আমি আর আমার এ সব।
সেই মোহ—ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহা হ'তে হয়
ফলভোগহেতু কর্ম্মপ্রবৃত্তি উদয়।
এই যোগ-সাধনায় চিত্ত হ'তে যবে
মোহের কালিমা সেই দূরীভূত হ'বে,
কাম্য কর্ম্ম বিষয়ে যা' শুনেছ,—শুনিবে,
সে সবে তখন তব হেয় জ্ঞান হবে। ৫২।

কখন মোক্ষলাভ হয় ?

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিম্ আসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪ ॥

এবং, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ—শ্রুতি অর্থাৎ নানাবিধ লৌকিক-বৈদিকার্থ শ্রবণ (শ্রী); তদ্দ্বারা বিপ্রতিপন্না, বিক্ষিপ্তা তোমার বুদ্ধি। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের ফলে নিশ্চলা—অন্য বিষয়দ্বারা অনাকৃষ্ট। অতএব অচলা—স্থির হইয়া। যদা সমাধৌ স্থাস্যতি—যখন সম্যক্ একাগ্রতায় স্থাপিত হইবে; হৃদয়ে স্থির শান্ত নিশ্চল ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (Pure Reason) প্রতিষ্ঠিত হইবে (২।৪১)। তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি—তখন যোগ লাভ করিবে। তখন জানিবে তোমার যোগ সিদ্ধ হইয়াছে। সমাধি—মন বুদ্ধির সম্যক্ নিশ্চল শান্ত স্থির অবস্থা। ৫৩।

যোগীর প্রচলিত অর্থ পাতঞ্জল যোগমার্গাবলম্বী সন্ন্যাসী। কিন্তু ভগবান্ কহিলেন, সর্ব্ব অবস্থাতেই যাঁহার চিত্তের সমতা Harmony অটুট ভাবে বর্ত্তমান থাকে তিনি যোগী। যোগীর এই নূতন অর্থ শুনিয়া অর্জ্জুন যোগীর প্রকৃত লক্ষণ জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন।

বহু বহু লৌকিক বৈদিক কর্ম্মফল
শ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত—চঞ্চল।
কখন যোগী হওয়া যায় — কর্ম্মযোগ-সাধনায় সেই বুদ্ধি যবে
বিষয়ের রসে আর ধাবিত না হবে,
অভ্যাসে অভ্যাসে হবে অবিচল স্থির,
তবে তব যোগ লাভ হবে, কুরুবীর ! ৫৩।

অর্জ্জুন কহিলেন।

কৃষ্ণ হে, নিশ্চল স্থির শান্ত চিত্ত যাঁর,—
যোগীর — স্থিরবুদ্ধি যোগী যিনি,—কি লক্ষণ তাঁর ?

শ্রীভগবান্ উবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

হে কেশব! সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা?—পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহার বুদ্ধি স্থিতা,—শান্ত স্থির হওয়াতে, সমাধিস্থ, অসম্পূর্ণ নিশ্চল একাগ্র হয়, সেই স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা অর্থাৎ লক্ষণ কি? স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত—স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে কথা বলেন। কিম্ আসীত—কি ভাবে উপবেশন করেন। ব্রজেত কিম্—এবং কি ভাবে গমন করেন। অর্থাৎ তিনি কি রূপে জীবন যাপন করেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ—প্র, প্রকৃষ্ট জ্ঞান—প্রজ্ঞা। সাধনাবশে কামের কালিমা দূরীভূত হইলে, চিত্ত নিশ্চল নির্ম্মল, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত হইলে, হৃদয়ে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহা প্রজ্ঞা। যাঁহার চিত্তে সেই প্রজ্ঞা স্থিরীভূত হয়, যাহাতে কামাদি কোনরূপ মলিনতা আর আসে না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁহার প্রজ্ঞা—পরম জ্ঞান, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২।৪১ শ্লোকোক্ত ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির ফল এই নিশ্চলা প্রজ্ঞা। ৫৪।

৫৫ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণাদি বলিতেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্য বুদ্ধিতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির স্থিরতা

লক্ষণ জিজ্ঞাসা

কি ভাবে কহেন তিনি কিরূপ বচন,
কিরূপ আসন তাঁর, কিরূপ গমন,
জীবন যাপন হয় কিভাবে তাঁহার?—
হে কেশব! কৃপা করি বল একবার। ৫৪।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

কামনা করিয়া নর ভোগ্য বস্তু কত
লালায়িত এ সংসারে হায়! অবিরত।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬॥

এবং বাসনাত্মিকা বুদ্ধির শুদ্ধতা—দুইয়েরই সমাবেশ হয়। এই অবস্থাই সিদ্ধাবস্থা বা জীবন্মুক্ত অবস্থা (তিলক)।

৫৫—৫৬ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ বলিতেছেন। হে পার্থ! সাধক যদা মনোগতান্—যখন মনোগত, অন্তরে প্রবিষ্ট। সর্ব্বান্ কামান্—সমস্ত কাম্য বস্তুর সম্ভোগলালসা। সাধারণে যাহাকে সাধ মেটাবার "সাধ" বলে, তাহার পারিভাষিক নাম কাম। প্রজহাতি—সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করে; এবং আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ—আপনা আপনি তুষ্ট; বাহ্য কোন বিষয়ের প্রত্যাশা না রাখিয়া যথালাভে তুষ্ট। তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে। ৫৫।

যে, দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ—অক্ষুব্ধচিত্ত। সুখেষু বিগত-স্পৃহঃ—বিষয়-সুখের প্রতি স্পৃহাশূন্য। বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ—যাহার অন্তরে রাগ, ভয় ও ক্রোধ নাই। ঈদৃশ মুনিঃ স্থিতধীঃ—স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে।

দেহ থাকিতে কর্ম্ম অপরিহার্য্য (৩.৫, ১৮.১১) এবং কর্ম্ম থাকিতে সুখ দুঃখ অপরিহার্য্য। এ অবস্থায় সুখ দুঃখে বিচলিত না হইয়া, আপন অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম নিষ্কাম (২।৪৮ দেখ) সাম্য বুদ্ধিতে আজীবন অনুষ্ঠান করাই স্থির বুদ্ধির (স্থিতধীর) লক্ষণ—(তিলক)।

স্থিতপ্রজ্ঞ — হৃদয়ের সে সকল লালসা যখন
নিষ্কামী — সমুদয়, ধনঞ্জয়! করি বিসর্জ্জন,
আপনি যে তুষ্ট রয় আপনার মনে,
স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় সেই সাধু জনে। ৫৫।
দুঃখ উপস্থিত হ'লে উদ্বিগ্ন না হয়,
স্থিতপ্রজ্ঞ — কিম্বা যার সুখভোগে লালসা না রয়,

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে অপ্রাপ্ত ভোগ্য বস্তু পাইবার জন্য লালসা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখানে প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি স্পৃহা নিবারিত হইল। এই লালসা ও স্পৃহাই দুঃখের হেতু, এই দুইই পরিত্যাজ্য, ভোগ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য নহে (৩।৮ দেখ)। ৫৬।

কিম্ প্রভাষেত, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। যে পুত্র, মিত্র দেহ, ইত্যাদি সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ—স্নেহবর্জ্জিত। এবং তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য—সেই সেই বিষয়ে শুভাশুভ প্রাপ্ত হইলে। ন অভিনন্দতি—শুভ ঘটিলে আনন্দিত হয় না। অথবা অশুভ ঘটিলে, ন দেষ্টি—বিদ্বেষ প্রকাশ করে না। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা—তাহার হৃদয়ে পরম জ্ঞানের আলোক নিশ্চলভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে রাগ, দ্বেষ, হর্ষ, বিষাদের বশীভূত নয়, সুতরাং নিরপেক্ষ ও ধর্ম্মসঙ্গত কথাই কহে।

কামনা মনের ধর্ম্ম। অতএব নিষ্কাম হইতে হইলে কতকগুলি বৃত্তিকে দমন করিতে হয়, কারণ তাহারাই কামের আধার। ৫৬—৫৭ শ্লোকে সেই গুলির বিষয় বলিয়াছেন। দুঃখ—সন্তাপজনক রাজসী চিত্তবৃত্তি। সুখ—প্রীতিজনক সাত্ত্বিকী চিত্তবৃত্তি। স্বীয় প্রকৃতির সহিত বাহ্য পদার্থের বা বাহ্য ঘটনার সামঞ্জস্য হইতে সুখ আর অসামঞ্জস্য হইতে দুঃখ হয়।

সুখদুঃখে	রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই হৃদয় মাঝারে,
নিশ্চল	ঈদৃশ যে মুনি, বলে স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরে। ৫৬।
	দেহ, প্রাণ, পত্নী, পুত্র গৃহাদি যে আর
স্থিতপ্রজ্ঞ	এ সকলে স্নেহ নাই সংসারে যাহার,
হর্ষদ্বেষে	হর্ষ নাই সে সবার ঘটিলে মঙ্গল,
নির্ব্বিকার	দ্বেষ নাই কিম্বা যদি ঘটে অমঙ্গল,

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

উদ্বেগ—দুঃখ হইতে উৎপন্না ভ্রান্তিরূপা তামসী বৃত্তি। স্পৃহা—সুখকর ভাবের অভাবে লালসারূপা তামসী ভ্রান্তি। রাগ—প্রাপ্ত বিষয়ে রাজসী আসক্তি। ভয়, ক্রোধ—প্রিয় বিষয়ের বিঘ্নসম্ভাবনায় তন্নিবারণে আপনাকে অসমর্থ বোধ করিলে, অন্তরে যে তামসিক ব্যাকুলতা জন্মে, তাহা ভয়; আর তন্নিবারণে সমর্থ বোধ হইলে, যে রাজসিক দীপ্ত ভাব জন্মে, তাহা ক্রোধ। স্নেহ—"আমার" এই অভি-মানে, স্ত্রী পুত্রাদিতে তামসী মমতা। দ্বেষ—দুঃখকর বিষয়ে অসূয়া-জনিত তামসী ভ্রান্তি। অভিনন্দন—সুখকর বিষয়ে হর্ষাত্মক তামসী বৃত্তি। ৫৬—৫৭।

"কিম্ আসীত" এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৮—৬৩ এই ছয় শ্লোক। কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব—কচ্ছপ তাহার অঙ্গসমূহের ন্যায়। যদা চ অয়ং স্থিতপ্রজ্ঞঃ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সংহরতে—ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সমূহ হইতে সঙ্কুচিত করে। তখন, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। প্রজ্ঞা—২।৫৪ দেখ।

এ শ্লোকে কচ্ছপের উপমার প্রতি মনোযোগ আবশ্যক। কচ্ছপ তাহার হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ধ্বংস করে না; আবার সময়-মত তদ্দ্বারা আবশ্যক কার্য্য সকল করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। তাহাদের সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস নহে। "ইন্দ্রিয়গণকে যোগ্য

আনন্দ বিষাদ নাই,—শান্ত নিরমল,
তা'রই চিত্তে প্রজ্ঞালোক প্রকাশে নিশ্চল। ৫৭।
কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত করে
স্থিতপ্রজ্ঞে সে ভাবে যে জন নিজ ইন্দ্রিয়-নিকরে

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

মর্য্যাদার ভিতর রাখিয়া আপন আপন কার্য্য করিতে দেওয়ার নাম ইন্দ্রিয়সংযম"—(তিলক)। ৫৮।

কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায় কি? কঠোর সংযমে বিষয়রস-স্পৃহাকে সংযত করিলেই কি তাহারা সংযত হইবে। না—তাহা নহে। ভোগ ত্যাগ করিলেই কামনা যায় না; জরাগ্রস্ত বা আতুর ব্যক্তির যথেষ্ট উপ-ভোগের সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু বাসনা থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থা আছে। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা অযথা কালে সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে ভোগ ত্যাগ করে, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না। তারপর এক দিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয়। ঈশ্বরে অনুরাগ না জন্মিলে ইহা দূরীভূত হয় না। এই তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিতেছেন, বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-গ্রহণের নাম আহার (শ্রী)। সুতরাং নিরাহার শব্দে জরা, পীড়া বা ব্রতাদির নিমিত্ত অথবা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্ম অবলম্বনের ব্যপদেশে আহার বা অন্যান্য ভোগত্যাগী ব্যক্তিকে বুঝায়। নিরাহারস্য দেহিনঃ—উপবাসী বা ভোগত্যাগী ব্যক্তির। বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে—

কচ্ছপের	ভোগের বিষয় হ'তে ফিরাইয়া আনে,
উপমা	জানিও তাহার বুদ্ধি অবিচল জ্ঞানে। ৫৮।
	ভাবিও না কিন্তু, মাত্র সংযমের বলে
সংযমে	স্ববশে রাখিবে তুমি ইন্দ্রিয় সকলে।
রসপ্রবাহ	কঠোর সংযমে ভোগ করি বিসর্জ্জন
শুকায় না	নিরাহার—ভোগত্যাগী সংসারে যে জন,

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥

বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু রসবর্জ্জং—রস, রাগ তৃষ্ণা, বিষয় বাসনা, তদ্‌বর্জ্জ, তদ্ব্যতীত; অর্থাৎ বিষয়-বাসনা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরং দৃষ্ট্বা—পরমেশ্বরকে দৃষ্টি অর্থাৎ উপলব্ধি করিলে। অস্য রসঃ অপি নিবর্ত্ততে—তাহার তৃষ্ণা পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয়। হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শনের পূর্ব্বে কখন বিষয় বাসনার নিঃশেষ হয় না—ভগবানের এই কথাটী অনেকেই লক্ষ্য করেন নাই ও করেন না। বাসনার ক্ষয় হইলে তবে ঈশ্বর দর্শন হইবে—এমন কথা নয়। জগৎময় ঈশ্বরদর্শন কর, বাসনার ক্ষয় হইবে। গ্রন্থান্তরে এ তত্ত্বের আলোচনা করিবার বাসনা আছে। ৫৯।

দেখ, প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি, যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি মনঃ—যত্নশীল জ্ঞানীরও মনকে। প্রসভং হরন্তি—বলপূর্ব্বক হরণ করে। প্রমাথী—যাহা হৃদয়কে মথিত করিয়া বিষয়াভিমুখী করে। ৬০।

বাহিরে তাহার ভোগ নিবারিত হয়,
অন্তরে বিষয়রস ধিকি ধিকি বয়।
কিন্তু যে হৃদয়ে ব্রহ্ম-দরশন পায়
কামনার রসও তা'র শুকাইয়া যায়। ৫৯।
অতিশয় বলবান্ ইন্দ্রিয়নিচয়,
তাদের সংযম পার্থ, দুষ্কর নিশ্চয়।
ইহারা, যতনশীল বিবেকী যে জন
তাঁহারও মথিয়া চিত্ত, বলে হরে মন। ৬০।

ইন্দ্রিয়ের প্রভাব

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২ ॥

পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় জয়ের যে উপায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, অতঃপর তাহা স্পষ্টতঃ বলিতেছেন।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য—সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া। যুক্তঃ—নিশ্চল একাগ্রচিত্ত যোগী মৎপরঃ আসীত—মৎপরায়ণ হইয়া স্থিতি করে। আর ইন্দ্রিয়াণি যস্য হি বশে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬১।

কেবল বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী সাজিলেই ইন্দ্রিয় জয় হয় না। বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ—যে বাহিরে ভোগ ত্যাগ করিয়া, মনে মনে নানা বিষয় চিন্তা করে, তাহার। তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে—সেই বিষয় সকলে আসক্তি জন্মে। সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে। কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে। কাম, ক্রোধ—২।৫৭ দেখ।

সেহেতু ইন্দ্রিয়গণে, কৌরব-কেশরি!
ভোগের বিষয় হতে বিনিবৃত্ত করি,
আমাতে অর্পণ করি চিত্ত ভক্তিভরে
একাগ্র হৃদয়ে যোগী অবস্থান করে।
ইন্দ্রিয় সকল রহে বশীভূত যার।
জানিও অর্জ্জুন, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা তার। ৬১।
যে জন বাহিরে ভোগ করি বিসর্জ্জন,
মনে মনে করে ভোগ্য বিষয় স্মরণ,
ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার অধোগতি হয়,
তার সর্ব্বনাশ, পার্থ জানিও নিশ্চয়।

ক্রোধাদ্ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন।
আত্মবশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ॥৬৪ ॥

ক্রোধাৎ সম্মোহঃ—কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানের অভাব। ভবতি। সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ—সম্মোহ উপস্থিত হইলে কার্য্যকালে শাস্ত্রের বা জ্ঞানীর উপদেশ স্মরণ হয় না। এবং স্মৃতিভ্রংশাৎ—স্মৃতিনষ্ট হইলে। বুদ্ধিনাশঃ। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—বুদ্ধি নষ্ট হইলে উৎসন্ন হয়। ৬২—৬৩।

কোন বস্তু উপভোগ কর বা না কর, তদ্বিষয়ে আসক্তি ও লালসাই সর্ব্ব অনর্থের মূল। বিষয় ভোগ করিয়াও যদি তাহাতে আসক্তি না থাকে তবে তাহাই জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণ। যাঁহাদের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাঁহারা বিষয় ভোগ করেন কিন্তু আসক্ত হয়েন না। এই বিষয় বুঝাইয়া ৬৪—৭১ শ্লোকে "ব্রজেত কিম্" এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

বিষয় চিন্তার পরিণাম অধোগতি

যে বিষয়ে অনুধ্যান সতত যাহার;
তাহাতে আসক্তি জন্মে হৃদয়ে তাহার;
আসক্তি হইতে ভোগ লালসা উদয়,
না পেলে সে কাম্য বস্তু ক্রোধ উপজয়,
ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান নষ্ট, গুড়াকেশ!
না হয় স্মরণ তাহে শাস্ত্রউপদেশ,
স্মৃতি নষ্ট হ'লে, বুদ্ধি নষ্ট, ধনঞ্জয়!
বুদ্ধি নষ্ট হ'লে জীব সমুৎসন্ন হয়। ৬২—৬৩।
কি কাজ ত্যজিয়া ভোগ, তৃষ্ণা যদি রয়?
সেই ধন্য, যে অর্জ্জুন, তৃষ্ণা করে জয়।

যাঁহার আত্মা অর্থাৎ চিত্ত বা মন, বিধেয়—বশীভূত, তিনি বিধেয়াত্মা। তিনি রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ।—অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য। আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ—আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা। বিষয়ান্ চরন্—বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া। প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি—প্রসন্নতা লাভ করেন।

এই শ্লোকে একটী কথা আছে, যাহা আর কোন ধর্ম্মাচার্য্য পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা এই যে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত হইবেন। অর্থাৎ তিনি যেমন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হইবেন না, তেমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহা পরিত্যাগও করিবেন না। কোন বিষয়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগও থাকিবে না এবং ঘৃণাও থাকিবে না। মোক্ষ ধর্ম্মের আধারে ভালবাসা ও ঘৃণা, দুইই মন্দ।

যদি শাস্ত্রবিধি বা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কোন বিষয়বিশেষ ত্যাগ করা অথবা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা সেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতেই ত্যাগ বা গ্রহণ করিবে। মন্দ ভাবিয়া বিদ্বেষবশে ত্যাগ করিবে না, অথবা ভাল ভাবিয়া অনুরাগবশে গ্রহণ করিবে না। ভাল মন্দ বলিয়া বিশেষ কোন পদার্থ নাই, ভাল মন্দের কোন বিশেষ লক্ষণ নাই। অবস্থা-বিশেষে বিষও উপকারী এবং দুগ্ধ ঘৃতও অপকারী (২৫০ টীকা)।

ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয়ে অনুরাগ হইতে যে অনেক কুফল ফলে, সকলেই তাহা জানেন; কিন্তু তাহাতে বিদ্বেষ হইতেও যে কুফল ফলে, অনেকে তাহা লক্ষ্য করেন না। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে তাহারও প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলে। অনেক প্রসিদ্ধ দেবস্থানে, ব্যক্তিবিশেষের চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করিবার বিধি আছে। সেই সকল স্থানে উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে চরিত্র-দোষ-জনিত কলঙ্কের কথা বিরল নহে। ফল কথা কেবল নিয়ম-বিশেষ প্রতিপালনজন্য অথবা লোক-লজ্জাদি কারণে, বিষয়বিশেষে বিরক্ত থাকিয়া, যে মনে মনে তাহা স্মরণ করে, আর যে ব্যক্তি আসক্তচিত্তে প্রকাশ্যভাবে তাহা ভোগ করে, তদুভয়েরই হৃদয় সমান মলিন। দেখিতে

পাওয়া যায়, অনেকে কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি বা গোড়তোলা জুতা পরিবেন না। ইঁহাদের মন এখনও পবিত্র হয় নাই।

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস ও অনেক ধর্ম্মাচার্য্যের উপদেশের সহিত শ্রীভগবানের এই উপদেশ বড় মিলিবে না। কামিনী-কাঞ্চনই সকল অনর্থের মূল, অতএব তাহা ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই অনেকের বিশ্বাস এবং উপদেশ। কামিনী-কাঞ্চন যে বহু অনর্থের মূল, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু তা' বলিয়া যে তদুভয় সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য, ভগবানের এমন আদেশ নয়। তাহাদেরও প্রয়োজন সংসারে আছে। তাহাদিগকে যোগ্য মর্য্যাদার ভিতর রাখিয়া কার্য্য করাইতে হয়।

কামিনী-কাঞ্চন সুখের হেতু, অতএব তাহা ভোগ করিতে হইবে,—ইহা রাগ। আর তাহা বহু অনর্থের হেতু, অতএব ত্যাগ করিতে হইবে,—ইহা দ্বেষ। ভগবানের উপদেশ, রাগ বা দ্বেষ, কাহারও বশীভূত না হইয়া, যে বিষয় ভোগ করিতে পারে সেই জিতেন্দ্রিয়। যে বিষয়ী স্ত্রী বা অর্থের অভাবে কাতর, আর যে সন্ন্যাসী তদুভয়ের সংযোগ-শঙ্কায় কাতর, সে দুয়ের মধ্যে কেহই শান্তিলাভের অধিকারী নহে। উভয়কেই অতি সন্তর্পণে কালযাপন করিতে হয়। পরন্তু যে তাহাদের সংযোগে বা বিয়োগে বিচলিত হয় না, সেই গুণাতীত পুরুষই ধন্য (১৪।২২)। যাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, বিষয়ে আসক্তি গিয়াছে, অন্তরে ঈশ্বর-ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহার পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা বা না করা দুইই সমান; অন্যপক্ষে যাহার অন্তরে তাদৃশ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সঞ্চার হয় নাই, তাহার যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, সে ত্যাগ রাজস; তাহাতে কোন ফল নাই (১৮।৮)।৬৪।

---

* জিতেন্দ্রিয়ের মন যার আপনার বশীভূত রয়,
বিষয়ভোগ রাগ-দ্বেষ-বশ নয় ইন্দ্রিয়নিচয়,

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

প্রসাদে—চিত্ত প্রসন্ন হইলে। অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে —তাহার সর্ব্ব দুঃখ নষ্ট হয়। এবং ঈদৃশ প্রসন্নচেতসঃ—প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধিঃ। আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে—শীঘ্র সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। Reason attaineth equilibrium. ৬৫।

অন্যপক্ষে অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি—যাহার বুদ্ধি অযুক্ত, অসমাহিত non-harmonized, তাহার প্রকৃত বুদ্ধিই নাই। আর অযুক্তস্য। ভাবনা চ ন—স্থির শান্ত চিন্তাশক্তি Concentration নাই।

অভাবয়তঃ—আর যাহার শান্ত স্থির "দৃঢ় উদ্‌যোগ" নাই, যে বাসনার

আত্মবশ ইন্দ্রিয়ে বিষয় করি ভোগ
জিতেন্দ্রিয় সেই পার্থ, করে শান্তি ভোগ।
অনুরাগ বশেতে যে নিত্য ভোগাসক্ত,
অথবা বিদ্বেষবশে সম্ভোগে বিরক্ত,
সমান মলিন হায়! দোঁহার হৃদয়,
ভোগাসক্ত ভোগত্যাগী সমান উভয়।
রাগ নাই, দ্বেষ নাই—শান্ত শুদ্ধ মন,
স্থিতপ্রজ্ঞ সুখে নিত্য করে বিচরণ। ৬৪।
নির্ম্মল প্রশান্ত হেন হৃদয় যাহার
শান্তিলাভে সর্ব্ব দুঃখ দূরে যায় তার।
প্রশান্ত হৃদয়ে তা'র শীঘ্র, ধনঞ্জয়!
নিশ্চল প্রশান্ত বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫।

রাগ-দ্বেষ থাকিতে শান্তিলাভ হয় না

সংযমীর দুঃখনাশ

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদ্ অস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবম্ ইবাম্ভসি ॥৬৭॥

বশে নানা কাম্য বিষয়ের জন্য লালায়িত, তাহার শান্তিঃ চ ন—শান্তিও নাই। অশান্তস্য—যাহার শান্তি বা বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নাই। তাহার কুতঃ সুখম্—সুখ কোথায়? কাম্য সুখের প্রত্যাশা বা বিষয়-তৃষ্ণাই দুঃখ। তৃষ্ণাসত্ত্বে সুখ নাই।

ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, সাধারণ ভাবে ইহা বলা যায় না। কিন্তু বুদ্ধি বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা বুদ্ধি শব্দের অর্থ নয়। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি, ইহার তাৎপর্য্য ২।৪১ শ্লোকের টীকায় বুঝাইয়াছি। ৬৬।

ইন্দ্রিয়গণ সংহৃত না হওয়ার দোষ এই যে, মনঃ চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং যৎ অনুবিধীয়তে—বিষয়ে ব্যাপৃত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেটীকে মাত্র লক্ষ্য করিয়া মন ধাবিত হয়। তৎ তস্য প্রজ্ঞাং হরতি—তাহাই তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। প্রজ্ঞা—২।৫৫ দেখ। বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব—যেমন বায়ু জল মধ্যে নৌকাকে বিঘূর্ণিত করে। ৬৭।

কর্ম্মযোগ হ'তে শুদ্ধা বুদ্ধির উদয়;
অযুক্তের — অতএব যোগযুক্ত সংসারে যে নয়,
সুখ কিংবা — তাহার সে বুদ্ধি নাই—সাত্ত্বিক নির্ম্মল,
শান্তি নাই — নাই পুনঃ চিন্তাশক্তি—প্রশান্ত নিশ্চল!
শান্ত চিন্তা বিনা কেহ শান্তি নাহি পায়,
তৃষ্ণাকুল হৃদয়ের সুখ বা কোথায় ।৬৬।
মিলে যাবে অনুকূল ভোগের বিষয়।
তাহাতে ব্যাপৃত হয় ইন্দ্রিয়-নিচয়।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

তস্মাৎ হে মহাবাহো ইত্যাদি স্পষ্ট। শত্রুজয়ী মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহার অন্তরের শত্রু ইন্দ্রিয়গণকেও জয় করিতে সমর্থ, ইহাই "মহাবাহো" সম্বোধনের মর্ম্ম। ৬৮।

পূর্ব্বোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞতালাভ হইলে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই জ্ঞান এবং সাধারণ লোকের যে বিষয় জ্ঞান, এতদুভয়ের তারতম্য দেখাইতেছেন। যা—যে তত্ত্বজ্ঞান। সর্ব্বভূতানাং নিশা—অজ্ঞান সাধারণের পক্ষে নিশার ন্যায় অপ্রকাশক। তস্যাং—সেই তত্ত্বজ্ঞানে। সংযমী জাগর্ত্তি—জাগ্রত থাকে। আর যস্যাং—যে বিষয়জ্ঞানে। ভূতানি জাগ্রতি—সাধারণ জীবগণ জাগ্রত থাকে। পশ্যতঃ মুনেঃ—পরমার্থতত্ত্ব যে দর্শন করিয়াছে, তাদৃশ জ্ঞানীর পক্ষে। সা নিশা—তাহা নিশার ন্যায় অন্ধকার-

---

ইন্দ্রিয়বশ　সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাঝে, ধনঞ্জয়,
হওয়ার　যাহাতে যাহাতে মন অনুরাগী হয়,
দোষ　তাহাই তাহার প্রজ্ঞা করে হে হরণ,—
তুফানে ডুবায় তরি ঝটিকা যেমন।
এক হ'তে এত যদি অনর্থ-সঞ্চার,
কি হয় সমস্ত হ'তে কর হে, বিচার। ৬৭।
অতএব, বীরবর! জানিও নিশ্চয়
ইন্দ্রিয়জয়ে　ভোগ্য বস্তু হ'তে যার ইন্দ্রিয়-নিচয়
প্রজ্ঞার　সর্ব্বরূপে বিনিবৃত্ত—বশীভূত রয়,
প্রতিষ্ঠা　এ সংসারে তার প্রজ্ঞা অবিচল হয়। ৬৮।

নয়। পশুতঃ—যে চক্ষে দেখিয়াছে, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, উপদেশ শ্রবণে বা পুস্তকপাঠে নয়।

এখানে নিশা এবং জাগরণ শব্দ দুইটী উপলক্ষণ মাত্র। নিশা শব্দে নিশাসুলভ অন্ধকার ও নিদ্রা বা অজ্ঞান আর জাগরণ শব্দে জাগরণের অনুষঙ্গী আলোক ও চেতনা বা জ্ঞান বুঝাইতেছে। এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরাংশে যে নিত্য সত্য রহিয়াছে, সেই সত্যের উপলব্ধি করাই জ্ঞানের ফল। সাধারণ অজ্ঞানী লোকের কাছে সে তত্ত্ব যেন অন্ধকারাবৃত—সে বিষয়ে তাহারা যেন নিদ্রিত। কিন্তু যাঁহার অজ্ঞানের ঘুম কাটিয়া গিয়াছে, প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, লোকে দিবালোকে জাগ্রত চেতন অবস্থায় যেমন এই জগৎকে স্পষ্ট দেখিয়া থাকে, তিনি সেইরূপ স্পষ্টভাবে সেই সত্যের দর্শন করেন। অন্যপক্ষে, সাধারণে জাগ্রত চেতন অবস্থায় যে জগৎ দর্শন করে, জ্ঞানী তাহাতে যেন নিদ্রিত—তাহার চক্ষে সে দর্শন হয় না। যতক্ষণ জগৎজ্ঞান ফুটিয়া থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মদর্শন হয় না, আর যখন ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তখন জগৎ দর্শন হয় না। স্থূল কথা এই যে, জগৎ জগৎই থাকে, জগৎ কোথাও উড়িয়া যায় না। তবে অজ্ঞানীর চক্ষে তাহা অনিত্য স্থূল জড় বিষয়, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে তাহা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের লীলাবিলাস। ৬৯।

জিতেন্দ্রিয় স্থির বুদ্ধি ঈদৃশ যে জন,
তার উন্মীলিত হয় জ্ঞানের নয়ন।
এই যে অনিত্য বিশ্ব ইহার অন্তরে
যে নিত্য পরম তত্ত্ব অবস্থিতি করে,
অজ্ঞানীর কাছে তাহা নিশার আঁধার,
অন্ধকারে নিদ্রাঘোরে কাল কাটে তার ;
তাহে কিন্তু জাগরিত থাকি জ্ঞানিজন—
দেখে তাহা, দিবালোকে সুস্পষ্ট যেমন।
আর এই সংসারের যতেক বিষয়,
এই যত জীব যাহে জাগরিত রয়,
হৃদয়ে হয়েছে তত্ত্ব দরশন যার
তাঁর কাছে সে সকল নিশার আঁধার। ৬৯।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টির তারতম্য

আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং
　　সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
　　স শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

ঈদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞের কোনরূপ চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন। আপূর্য্যমাণং—স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ। অচলপ্রতিষ্ঠম্—যাহার প্রতিষ্ঠার কখন ব্যতিক্রম হয় না; অচলভাবে স্থিত। প্রতিষ্ঠা—স্থিতি, মর্য্যাদা। সমুদ্রং। আপঃ যদ্বৎ প্রবিশন্তি,—ঈদৃশ সমুদ্রে আপঃ বারি অর্থাৎ নদী সকল যেমন প্রবেশ করে। তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি—কামনাসমূহ যাহাতে প্রবেশ করে। স শান্তিম্ আপ্নোতি—সে শান্তি লাভ করে। কিন্তু কামকামী ন—কামভোগপ্রার্থী ব্যক্তি নহে।

এখানে "নদীজল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে" এই বাক্যের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। নদীজল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রজলে মিশাইয়া যায়, তাহাতে সমুদ্রের জলবৃদ্ধি ইত্যাদি বিকার হয় না। সেইরূপ সিদ্ধাবস্থায় নিষ্কাম যোগী, বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকিলেও, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না; সমস্তই যেন তাঁহাতে মিশাইয়া যায় (রামা)।৭০।

যথা পরিপূর্ণ বিশাল সমুদ্রে
　　সহস্র তটিনী আসিয়া মিশায়,
জিতেন্দ্রিয়ে　অটল অচল মহাসিন্ধু-বক্ষে
সমুদ্রের　　কখন বিকার নাহি হয় তায়।
উপমা　মিশায় কামের সহস্র তটিনী
　　জিতেন্দ্রিয় যেই পুরুষে তেমন;
না হয় বিকার স্থির বক্ষে তা'র,
　　সেই শান্তি পায়,—নহে কামী জন। ৭০।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি ॥৭১॥

অতএব যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় নিস্পৃহঃ চরতি—যে ব্যক্তি সমস্ত কাম্য বস্তু উপেক্ষা করিয়া (শ্রী) নিস্পৃহভাবে বিচরণ করে। কাম্যন্তে ইতি কামাঃ (রামা) যাহা কামনা করা যায়, তাহা কাম, অর্থাৎ কাম্য বস্তু বা ভোগলালসা। কাম্য বস্তু ও ভোগ্য বস্তু এক জিনিষ নহে। এ সংসারে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই কাহারও না কাহারও ভোগ্য; কিন্তু প্রত্যেকেই সেই সমস্তগুলিকে কামনা করে না। আত্মপ্রীতির উদ্দেশে যখন যে বস্তু কেহ কামনা করে, তখন তাহা তাহার পক্ষে কাম্য বস্তু হইয়া থাকে। ভগবানের উপদেশ, সেই ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া কোন বস্তু-সংগ্রহের চেষ্টা করিও না; স্বাভাবিক কর্ম্ম-প্রবাহ-বশে যাহা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধিতে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইবে।

আর, যে ব্যক্তি কোন বস্তুই প্রার্থনা করে না, তাহার কোন অপ্রাপ্ত বস্তুতে স্পৃহাও থাকিতে পারে না। সে নিস্পৃহভাবে কেবল জগৎ-চক্র-প্রবর্ত্তনের জন্য যথালাভ বিষয়ভোগ করে (চরতি)। এইরূপে যে ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুর জন্য লালায়িত নহে, এবং যে নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ—মমতা এবং অহংভাব-শূন্য। স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি—সে শান্তি লাভ করে।

ইন্দ্রিয় সুখের সর্ব্ব কামনা ত্যজিয়া
বিষয় সুখের স্পৃহা দূরে সরাইয়া,
সংসার আমার নয় জানিয়া নিশ্চয়,
সর্ব্বভাবে অহংবুদ্ধি ত্যজি ধনঞ্জয়!
যে জন করিতে পারে জীবন যাপন
এ সংসারে শান্তি লাভ করে সেই জন।৭১।

নিষ্কামীরই শান্তিলাভ হয়।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যাম্ অন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই সকল বস্তু আমার ও এই সকল আমার নহে, এইরূপ বুদ্ধির নাম মমতা এবং ইন্দ্রিয়-মাংস-শোণিতাদির সমবায় এই দেহই আমি, তদ্দ্বারা নিষ্পন্ন যে ক্রিয়া, তাহা আমার কর্ম্ম, ঈদৃশ বুদ্ধির নাম অহঙ্কার।

গীতার সাধনার সার তত্ত্ব ভগবান্ এই শ্লোকে বলিয়াছেন। এ দেহ আমার নহে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আমার নহে, জগতের কিছুই আমার নহে। সব ঈশ্বরের। সংসার ও সংসারের সমুদায় ব্যাপার সেই ঈশ্বরের—এই কথা যিনি ভাবিতে পারেন, বুঝিতে পারেন, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহার সাধনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিষয়-সুখের কামনা দূরীভূত হয়, ভোগলালসা অপগত হয়, বুদ্ধি স্থির নিশ্চল হয়; তখন ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে। সংসার আমার নয় (নির্ম্মমতা) এবং আমি এখানকার কর্ম্মকর্ত্তা নহি (নিরহঙ্কারিতা)—এই জ্ঞানই ইহার ভিত্তি।৭১।

সমুদ্রের ন্যায় নির্ব্বিকার নিষ্কাম নিস্পৃহ নির্ম্মম নিরহঙ্কার এই যে অবস্থা, হে পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ—ইহাই নির্ব্বিকার ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান। এনাং প্রাপ্য—এই ভাব প্রাপ্ত হইলে। আর কেহ ন মুহ্যতি—মোহ প্রাপ্ত

এই যে অবস্থা পার্থ! নিত্য শান্তিময়,
যে পায় এ ভাব, তার ব্রহ্মে স্থিতি হয়।
ব্রহ্মনির্ব্বাণ নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ-হৃদয়,
এ ভাব পাইলে আর মোহ নাহি রয়;
মরণকালেও যদি এই ভাব পায়,
শান্তিময় ব্রহ্মপদে জীবন জুড়ায়।৭২।

হয় না; ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে কর্ত্তব্যমূঢ় হয় না। অন্তকালে অপি অস্যাম্ স্থিত্বা—মৃত্যুকালেও এই ভাবে অবস্থান করিলে। ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি—ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ—ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়ং নিবৃত্তিম্। ব্রহ্মে আমাদের অহঙ্কারের নির্ব্বাণ। আমাদের অহঙ্কার সর্ব্বদা দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। আমি এই সব কর্ম্মের কর্ত্তা, আমার সংসার। আর তার সঙ্গে জড়ান থাকে কত কামনা বাসনা ভাবনা। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সেই অহঙ্কারের নির্ব্বাণ হয়। তখন আমি একজন শক্তিশালী জীব এবং এ সংসার আমার—এই ভ্রান্ত বোধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বাণের অর্থ ধ্বংস নহে। ৭২।

দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল। প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি, অর্জ্জুন গুরুহত্যা, মিত্রদ্রোহ, কুলক্ষয় আদি পাপের আশঙ্কায়, যুদ্ধে বিরত হইয়া গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণ চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) হে অর্জ্জুন! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল? এই যে কাপুরুষের মত যুদ্ধ ছাড়িয়া বসিলে, ইহাতে তোমার কীর্ত্তিহানি, স্বর্গহানি, পাপসঞ্চার হইবে (২—৩)।

এ কথায় অর্জ্জুন আরও বিচলিত হইলেন। পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণকে তিনি হত্যা করিতে পারেন না; করিলে পাপ হয়; আবার যুদ্ধ না করিলেও স্বর্গহানি অর্থাৎ পাপ হয়। এই ঘোর ধর্ম্ম-সঙ্কটে তিনি কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ হে! তবে এখন কি করিলে আমার ধর্ম্মচ্যুতি না হয়, পরন্তু আমার শ্রেয়োলাভ হয়। তখন সর্ব্বধর্ম্মগোপ্তা শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা অর্জ্জুনের ধর্ম্মচ্যুতি নিবারণ জন্য, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাভের পন্থা নির্দ্দেশের জন্য, অপূর্ব্ব কর্ম্মমীমাংসার উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। গীতা আরম্ভ হইল (৪—১০)।

ভগবান্ দেখিলেন, মায়ার চক্রে পড়িয়া অর্জ্জুন কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন; অতএব প্রথমে, ১১—৩৮ শ্লোকে, কিছু আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিলেন। আত্মা অবিনশ্বর নির্ব্বিকার নিত্য বস্তু; তাহার জন্ম, মরণ, ক্ষয়, বৃদ্ধি নাই; আর জীবের যে মরণ, তাহাতে জীবেরও ধ্বংস হয় না, কেবল তাহার স্থূল দেহটী নষ্ট হইয়া যায় এবং সে অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর লাভ করিয়া বর্ত্তমান থাকে। উপযুক্ত কালে আবার সে স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়; তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়। সুতরাং ভীষ্মাদির বিনাশধারণায় যুদ্ধ বা স্বধর্ম্ম-ত্যাগ ভ্রম মাত্র; তদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি উভয়ই বিনষ্ট হইয়া পাপসঞ্চার হইবে।

এইরূপে অর্জ্জুনের ভ্রম নিরস্ত করিয়া, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার যাহা করা উচিত, তাহা বলিতে লাগিলেন। হে পার্থ! বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের কদর্থকারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কাম্য কর্ম্মে আস্থা রাখিও না; পরন্তু তুমি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মযোগ আচরণ কর। দেখ, কর্ম্ম করা অথবা না করা সকলের ইচ্ছাধীন, কিন্তু কর্ম্মের ফল কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। অতএব ফলাশা পোষণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না; কিন্তু তা' বলিয়া কর্ম্মত্যাগে বা সন্ন্যাস-গ্রহণে তোমার যেন আসক্তি (নেশা) না হয়। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, উভয় অবস্থাতেই বুদ্ধিকে "সম" করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। ইহার নাম "যোগ" বা কর্ম্মযোগ। এই যোগবুদ্ধির বশে কর্ম্ম করিলে, পাপ পুণ্য দুইই নষ্ট হয়, মোহ নষ্ট হয়, লালসা-পরবশ অস্থির বুদ্ধি স্থির নিশ্চল হয়, এবং পরিণামে অনাময় মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয় (৩৯—৫৩)।

হে পার্থ! এই যোগ সাধন করিতে করিতে যখন বুদ্ধি স্থির, শান্ত, সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র নিশ্চল "সম" হয়, তখন দেহের ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি আর পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে না; তখন সুখদায়ক বিষয় গ্রহণের ও দুঃখদায়ক বিষয় ত্যাগের ইচ্ছা তাহার থাকে না ও সেই ইচ্ছাদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত কর্ম্ম-প্রবৃত্তিও থাকে না। এই জ্ঞান যতই দৃঢ় হয়, ততই সুখদুঃখবোধ খর্ব্ব হয়, কামনা স্পৃহা মমতা অহঙ্কার দূরীভূত হয়,

ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়, লাভালাভ, শুভাশুভ তুল্য বোধ হয় এবং বিষয়ভোগে আর চিত্তবিকার জন্মে না। ঈদৃশ জ্ঞানী আত্মসুখের কোন কিছু কামনা করেন না; তাঁহার অহং মম বুদ্ধি থাকে না এবং বুদ্ধি, স্থির শান্ত নিশ্চল নির্ব্বিকার হইয়াছে। তাঁহার শান্তিলাভ হয়। হে অর্জ্জুন! তুমি সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া প্রশান্তচিত্তে যুদ্ধ কর। (৫৪—৭২)।

ভগবানের এই সকল কথার সার মর্ম্ম এই ;—তিনি বলিতেছেন, হে পার্থ! তুমি যে শোকমোহে অধীর হইয়াছ, সাংখ্য জ্ঞানের আধারে দেখ, তাহা তোমার ভ্রম। জ্ঞানে সেই মোহ বিদূরিত করিয়া তুমি যোগবুদ্ধিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইতে তোমার বুদ্ধি নির্ম্মল নিশ্চল শান্ত হইবে, কামক্রোধাদি প্রশমিত হইবে, আসক্তি মমতা অহঙ্কার নষ্ট হইবে; তখন তুমি পাপ পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবে।

অর্জ্জুনের "শ্রেয়োলাভের" এই উপায় ভগবান্ নির্দ্দেশ করিলেন। এই যুদ্ধে কে মরিবে, কতলোক করিবে এবং তাহাতে কাহার কিরূপ লাভালাভ শুভাশুভ হইবে, তাহা তিনি বলিতেছেন না। বরং প্রকারান্তরে বলিতেছেন, যে ইহাতে ভীষ্ম মরিবে, কি দ্রোণ মরিবে সে বিচার গৌণ। মুখ্য কথা এই যে, তুমি কিরূপ বুদ্ধিতে, কিরূপ হেতু বা উদ্দেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছ। যদি তোমার বুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞের মত শুদ্ধ হয়; যদি তোমার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির নিশ্চল হয় ও বাসনাত্মিকা বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়; আর যদি ঐ শুদ্ধ বুদ্ধিতে তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হও, তবে ভীষ্মই মরুক, আর দ্রোণই মরুক, সে পাপ তোমার লাগিবে না। তুমি তাহা-দিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও নাই। তোমার ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য রাজ্যের উদ্ধারের জন্যই তোমার যুদ্ধ। সর্ব্বস্ব অপহরণেচ্ছু দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদলের হস্ত হইতে আপনার বা অন্যের রক্ষার জন্য, যদি দস্যুগণকে হত্যা করিতে হয় এবং স্বীয় গুরু বা কোন আত্মীয় যদি ঐ দস্যুদলের মধ্যে থাকিয়া নিহত হয়, তবে তাহাতে গুরুহত্যার বা নরহত্যার পাপ হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমগ্র গীতার সূচী-স্বরূপ।১—১০ শ্লোকে কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, ১১—৩০ শ্লোকে আত্মজ্ঞান, ৩১—৩৮ শ্লোকে স্বধর্ম্ম-পালনের প্রয়োজন, ৩৯—৫৩ শ্লোকে কর্ম্ম-জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ কর্ম্মযোগ, ৫৪—৭২ শ্লোকে সেই যোগে সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষের জীবন ও আচরণ উপদিষ্ট হইয়াছে।

শুদ্ধা বুদ্ধি পেয়ে প্রভু! পার্থ সিদ্ধ হয়,
কবে হবে "দাসের" সে বুদ্ধির উদয়!

সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কর্ম্ম-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি র্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১॥

কর্ম্মযোগে আর কর্ম্মের সন্ন্যাসে
জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে;
তাই কর্ম্মযোগ কহিলা বিস্তারে
উভয়ে অভেদ বুঝাবার তরে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্ম্মযোগ। যোগ শব্দের আভিধানিক অর্থ, যুক্তি, মিলন, সাধন, উপায়, কৌশল বা তৎসদৃশ ব্যাপার। অতএব কর্ম্মযোগ শব্দের মৌলিক অর্থ, কর্ম্ম করিবার উপায় বা কৌশল। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ (২।৫০)। কর্ম্ম করিবার অনেক উপায় বা কৌশল থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা শুদ্ধ ও নিরবদ্য, কর্ম্মযোগ বলিলে পণ্ডিতগণ

অর্জ্জুন কহিলেন।

হে কেশব! মনে বড় হতেছে সংশয়,—
অর্জ্জুনের সন্দেহ — কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ যদি হয়,
কি হেতু আমায় তবে, বল হৃষীকেশ!
এই ঘোর যুদ্ধে তুমি দাও উপদেশ? ১।

তাহাই বুঝিয়া থাকেন ; আর যাহাতে কর্ম্মাচরণের সেই শুদ্ধ পন্থা নির্ণীত হইয়াছে, তাহার নাম কর্ম্মযোগশাস্ত্র বা সংক্ষেপে যোগশাস্ত্র। গীতা সেই "যোগশাস্ত্র"।—তিলক।

ভগবান্ ২।৩৯—৫৩ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বুদ্ধিযোগের বা কর্ম্মযোগের উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ। যোগবুদ্ধি অবলম্বন কর ; যাহারা ফলাশায় কর্ম্ম করে, তাহারা ক্ষুদ্রাশয় (২ ৪৯)। এই বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মফল পাপ পুণ্য উভয়রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ লাভ হয়। এই যোগবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে করিতে যখন তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ স্থির নিশ্চল হইবে, তখন তুমি যোগে সিদ্ধ হইবে"।

কিন্তু অর্জ্জুন এই বুদ্ধিযোগতত্ত্ব তখন বুঝিতে পারেন নাই। স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত এই যুদ্ধ যে যোগবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভের হেতু হইতে পারে,তাহা বুঝেন নাই। বরং মনে করিতেছিলেন যে, কর্ম্মযোগবুদ্ধির আধারে এই যুদ্ধ করা যায় না ; কারণ, কর্ম্মযোগের ফলাশা ত্যাগ করিতে হয় ; পরন্তু "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্, হত হও স্বর্গ পাবে, জয়ে রাজ্য ধন" ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, এই যুদ্ধে বিলক্ষণ ফলাশা রহিয়াছে। অতএব তিনি যুদ্ধ করিবেন, কিম্বা তাহা হইতে বিরত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন ; অধিকন্তু ইহাকে ঘোর হিংসাত্মক অবর (নিকৃষ্ট) কাম্য কর্ম্ম বুঝিয়া বলিতেছেন ;—

হে জনার্দ্দন ! চেৎ—যদি। কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা—সকাম কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মযোগবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এমন আপনার অভিপ্রায় হয়। তৎ কিং ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি—তবে আমায় ঘোর হিংসাময় কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছেন ?

ভগবদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগমার্গে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রধান ; তবে সে

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদ্ একং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহম্ আপ্নুয়াম্ ॥২॥

বুদ্ধি কামকলুষিত সমল বুদ্ধি নহে ; পরন্তু নিষ্কাম, নির্ম্মল, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা "সম" (Harmonized) সাত্ত্বিকী বুদ্ধি (২।৪৯ দেখ)।১।

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব—যেন সন্দিগ্ধার্থক বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছেন। ব্যামিশ্র—সন্দেহোৎপাদক (ambiguous)। একবার বলিয়াছেন, তুমি যুদ্ধ কর; ইহাতে হত হইলে স্বর্গ পাইবে আর জয়ী হইলে রাজ্য পাইবে ;—আবার বলিয়াছেন ফলকামনায় কোন কর্ম্ম করিও না, তুমি ফলাশা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বনে কর্ম্ম কর। এ কথার মর্ম্ম যেন পরিষ্কার বুঝা যায় না। অতএব

কর্ম্মযোগে সবিশেষ উপদেশ দিলে
ফলাশা ত্যজিয়া কর্ম্ম করিতে কহিলে,
কিন্তু পুনঃ এই যুদ্ধে—কহিলে এমন,
হত হই স্বর্গ পা'ব, জয়ে রাজ্য ধন।
অতএব হৃষীকেশ! নাহি বুঝি মনে,
বুদ্ধিযোগে এইযুদ্ধ করিব কেমনে ?
নিকৃষ্ট সকাম কর্ম্ম এই ঘোর রণ,
তা'ছাড়ি কর্ত্তব্য মানি সন্ন্যাস-গ্রহণ।
যোগ—যুদ্ধ, পরস্পর বিরুদ্ধ সাধনা,
জটিল সন্দেহ বাক্য না হয় ধারণা।
মনে হয় এ সকল অস্পষ্ট যেমন,
মনে হয় তাহে মম বিমোহিছ মন।
অতএব একমাত্র বল, কৃপাময়!
যাহাতে নিশ্চিত মম শ্রেয়োলাভ হয়। ২।

(মার্জিনে: কর্ম্মাচরণ ও কর্ম্মত্যাগ দুয়ে শ্রেয় কোন্‌টী)

শ্রীভগবান্ উবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥৩॥

তৎ একং নিশ্চিত্য বদ—স্থির করিয়া সেই একটী কথা বলুন; যুদ্ধ করিব কিনা, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন! যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্—যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি। ২।

ভগবান্ দেখিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার উপদিষ্ট বুদ্ধিযোগের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, অতএব আবার সবিস্তারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপে স্বধর্ম্মোচিত এই যুদ্ধ কর্ম্মযোগ বুদ্ধির আধারে করা যায় এবং তদ্দ্বারাই পরম শ্রেয়োলাভ হয়, ক্রমশঃ তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। সমগ্র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তাহা বুঝাইয়াছেন।

হে অনঘ!—নিষ্পাপ-স্বভাব অর্জ্জুন! অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা ময়া প্রোক্তা—এ সংসারে ব্রহ্মনিষ্ঠার দুই ভাব,—ইহাই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। নিষ্ঠা দ্বিবিধা তথাপি এক বচন। কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠা একই; কেবল অধিকারিভেদে তাহার সাধনপ্রণালী দ্বিবিধা। সাংখ্যানাং জ্ঞানযোগেন—সাংখ্য জ্ঞানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে। এবং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন—যোগিগণের নিষ্ঠা কর্ম্মযোগে। ২।১১—৩৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠার দ্বিবিধ সাধনা

ইতিপূর্ব্বে, হে নিষ্পাপ! বলেছি তোমারে,
দ্বিবিধ সাধন-পন্থা আছে এ সংসারে।
সাংখ্য জ্ঞানে জ্ঞানী এই সংসারে যাহারা
জ্ঞানযোগে নিষ্ঠাবান্, অর্জ্জুন, তাঁহারা;
যোগিগণ কর্ম্মযোগে নিষ্ঠাবান্ হয়,
একই মাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রকাশে উভয়। ৩।

শ্লোকে সাংখ্য-নিষ্ঠা এবং ২।৩৯—৭২ শ্লোকে কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা বিবৃত হইয়াছে।

একটীর উপর প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। একটী বিষয়ে বুদ্ধিকে স্থির, নিমগ্ন রাখাই সেই বিষয়ে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা—স্থিতি (শং)। জ্ঞান প্রাপ্তির পর সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে চিত্ত নিবিষ্ট রাখার নাম সাংখ্য-নিষ্ঠা ; আর জ্ঞান লাভের পর জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকার নাম কর্ম্মযোগ নিষ্ঠা। এই দুই ভিন্ন আর তৃতীয় নিষ্ঠা ভগবদনুমোদিত নহে। অন্যান্য-নিষ্ঠা এই দুয়ের অন্যতরের অন্তর্গত। যাহার বুদ্ধি কামনার আবেগে চঞ্চল, ইন্দ্রিয় অবশীভূত, তাহার পক্ষে কোন নিষ্ঠাই সম্ভব নহে। পরন্তু যে নিষ্কাম, স্থিরবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, সে জ্ঞাননিষ্ঠও হইতে পারে, কর্ম্মনিষ্ঠও হইতে পারে, ফল একই। যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে (৫।৫)।

এই শ্লোকে আর একটি কথা আছে, সমুদায় গীতার মর্ম্ম-বোধের জন্য স্মরণ রাখা আবশ্যক ; কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই তাহা স্মরণ রাখেন না। "যোগিগণের নিষ্ঠা কর্ম্মযোগে" এই বাক্যে কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভগবান্ "যোগী" শব্দে নির্দ্দেশ করিলেন। ৬।১ ও ৬।৪ শ্লোকেও তাহাই বলিয়াছেন। আবার ২।৩৯, ২।৪৮, ২।৫০, ৫।৫ শ্লোকেও "যোগ" শব্দে কর্ম্মযোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ ভগবান্ গীতায় "কর্ম্মযোগ" এবং "কর্ম্মযোগী" এই দুইটীকে সংক্ষেপে "যোগ" এবং "যোগী" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যোগ" "যোগী" এবং "যুক্ত" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখিলে, গীতার তাৎপর্য্য নির্ণয়ে আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় না। ভগবানের স্পষ্ট উক্তি উপেক্ষা করিয়া আপন আপন মনের মত অর্থ-কল্পনা করাতেই, গীতার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এত মতভেদের সৃষ্টি। ৩।

ন কর্ম্মণাম্ অনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদ্ এব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

উপরোক্ত দ্বিবিধ সাধনমার্গের মধ্যে অর্জ্জুন এখন সাংখ্য-নিষ্ঠা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বনে উদ্যত; কিন্তু ভগবান তাঁহাকে কর্ম্মযোগনিষ্ঠা অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন। অতএব সন্ন্যাসমার্গের অসুবিধা কি? কর্ম্মযোগ মার্গের সুবিধা কি? এবং এই যুদ্ধই বা কিরূপে সেই যোগ-বুদ্ধির আধারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন।

তুমি সন্ন্যাস অবলম্বনে উদ্যত বটে, কিন্তু কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ—কর্ম্ম আরম্ভ না করিলেই। আরম্ভ—উদ্যোগপূর্ব্বক অনুষ্ঠান। পুরুষঃ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে—নিষ্কর্ম্মভাব বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস লাভ করে না। আরও সন্ন্যসনাৎ এব—কেবল কর্ম্মত্যাগ হইতেই। ন চ সিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি—সিদ্ধি লাভ করে না। নৈষ্কর্ম্ম্য—কর্ম্ম-শূন্যতা, সন্ন্যাস। কর্ম্ম করিলেই তাহার কিছু না কিছু ফলভোগ আছে; অতএব সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইতে পারিলেই, কর্ম্মফল ভোগের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। সাংখ্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসবাদ মতে ইহাই "নৈষ্কর্ম্ম্যের" তাৎপর্য্য।

কিন্তু গীতার শিক্ষা অন্যরূপ। নিঃশেষে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ কখন হয় না; সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মশূন্যতা অসম্ভব। তবে কর্ম্ম, বিভিন্ন জড় পদার্থের বিভিন্ন সমাবেশ মাত্র। তাহা স্বয়ং কাহারও বন্ধনের কারণ নহে। কর্ম্মের মূল আমাদের মনের ইচ্ছা দ্বেষ। ঐ ইচ্ছা দ্বেষ হইতে তাহাতে আসক্তি বা বিদ্বেষ জন্মে। তাহাই বন্ধনের কারণ। ঐ আসক্তি নষ্ট

কর্ম্ম ছাড়ি সমুদ্যত সন্ন্যাস গ্রহণে,
মাত্র　কিন্তু পার্থ, নিগূঢ়ার্থ ভাবি দেখ মনে;
কর্ম্মত্যাগ　কর্ম্মত্যাগ মাত্রে কেহ সন্ন্যাসী না হয়,
সন্ন্যাস নয়　অথবা সন্ন্যাসে মাত্র সিদ্ধি লাভ নয়। ৪।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণম্ অপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে, তাহা না করার সমান হয়। উহাই যথার্থ নৈষ্কর্ম্ম্য। ন কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন। ৪।

আরও দেখ, কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। ক্ষণম্ অপি কশ্চিৎ অকর্ম্মকৃৎ জাতু ন হি তিষ্ঠতি—কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও কেহই কোন অবস্থাতেই থাকে না। জাতু—কদাচিৎ। হি—কারণ। সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ কর্ম্ম কার্য্যতে—সকলেই প্রকৃতিজাত রাগ বিদ্বেষাদি প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবশভাবে কর্ম্ম করে। আমরা ইচ্ছা করিয়া কর্ম্ম করি না, প্রকৃতি আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে। কর্ম্ম-প্রবাহ অনাদি। কোন অগম্য উদ্দেশে ঈশ্বর হইতে ইহার উদ্ভব। তাহার গতি রোধ করিতে জীবের সাধ্য নাই, অধিকারও নাই। ৫।

যঃ বিমূঢ়াত্মা—মূর্খ। হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য। ইন্দ্রিয়ার্থান্

কর্ম্মত্যাগ	হউক অজ্ঞানী, পার্থ! কিম্বা তত্ত্ববিৎ,
অসম্ভব	কর্ম্ম ছাড়ি কেহ কভু না রহে ক্বচিৎ।
	বশীভূত প্রকৃতির গুণে জীব যত
কেবল	করে হে, অবশ ভাবে কর্ম্ম অবিরত। ৫।
কর্ম্মেন্দ্রিয়	যে মূর্খ সংযত করি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ
সংযম	মনে মনে করে ভোগ্য বিষয় স্মরণ,
মিথ্যাচার	দাম্ভিক কপটাচারী তারে বলা হয়,
	তাহার এ কর্ম্মত্যাগে সিদ্ধি নাহি হয়। ৬।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ অসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥
নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ্ অকর্ম্মণঃ ॥৮॥

মনসা স্মরন্ আস্তে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল মনে মনে স্মরণপূর্ব্বক অবস্থিতি করে। সঃ মিথ্যাচারঃ—কপটাচারী, দাম্ভিক। উচ্যতে। ৬।

কর্ম্ম যখন কিছুতেই ছুটিবে না, তখন যঃ তু—বরং যিনি। ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য—জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে মনে মনে সংযত করিয়া। অসক্তঃ—অনাসক্ত চিত্তে। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ। কর্ম্মযোগম্ আরভতে, স বিশিষ্যতে—যে কর্ম্মযোগ আরম্ভ করে, সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ৭।

অতএব ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু—কর্ম্ম কর। অকর্ম্মণঃ—কর্ম্ম না করা অপেক্ষা। কর্ম্মজ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ। প্রত্যুত অকর্ম্মণঃ তে শরীরযাত্রা অপি ন চ প্রসিধ্যেৎ—কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও চলিবে না।

নিয়ত শব্দের এক অর্থ, সর্ব্বদা ; ৫ শ্লোক হইতে এই অর্থই সমঞ্জস ও সঙ্গত হয়। উহার আর এক অর্থ, নিয়মযুক্ত। আর এক অর্থ, যে কর্ম্ম শাস্ত্রোপদিষ্ট, যাহাতে যাহার অধিকার (অর্থাৎ সমাজ-চক্রের যে

	তা'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানি সেই মহাজন
নিষ্কাম	অন্তরে সংযত করি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ
কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ	কর্ম্মেন্দ্রিয়ে নিত্য কর্ম্ম করে সমুদয়,
	মূঢ় কর্ম্মত্যাগী হ'তে শ্রেষ্ঠ সেই হয়।৭।
	সেহেতু নিয়ত কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান,
অকর্ম্ম অপেক্ষা	অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, মতিমান!
কর্ম্ম ভাল	সর্ব্ব কর্ম্ম যদি তুমি কর বিসর্জ্জন,
	অসম্ভব হবে তব শরীর ধারণ। ৮।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥

অংশে যে অবস্থিত এবং তদনুসারে যে কর্ম্মাংশটুকু যাহার ভাগে পড়িয়াছে) তাহাই তাহার নিয়ত কর্ম্ম। ইহারই নামান্তর "স্বধর্ম্ম"। এখানে নিয়ত শব্দে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় অর্থই আছে বলা যায়।৮।

৫—৮ শ্লোকের স্থূল মর্ম্ম এই। বাহিরে কর্ম্মত্যাগ নৈষ্কর্ম্ম্য বা সন্ন্যাস নহে। ভিতরে বিষয়চিন্তা ছাড়িতে না পারিলে, বাহিরে কর্ম্মত্যাগ কপটাচার মাত্র। তাহাতে কোন ফল নাই। অপি চ, কর্ম্মত্যাগ করিলে দেহধারণের জন্য অন্যের গলগ্রহ হইতে হইবে। অন্য পক্ষে, কর্ম্মত্যাগ অত সহজ ব্যাপার নহে। বিশ্ব জুড়িয়া প্রকৃতি যে কর্ম্মপ্রবাহ চালাইতেছে তাহার গতি রোধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অতএব সে চেষ্টা না করিয়া, যে ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া যায়, গীতা তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহাই কর্ম্মযোগ। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতিকে ছাড়িয়া জীবলীলা বন্ধ করা। গীতার উদ্দেশ্য নীচের প্রকৃতিকে শুদ্ধ করিয়া উপরের দিব্য প্রকৃতির দিব্য খেলার বিকাশ-পূর্ব্বক ভগবানের সহিত যোগে থাকিয়া, তাঁহার দিব্য লীলার সহচর হওয়া। মদ্ভাবম্ আগতাঃ, ময্যেব নিবসিষ্যসি প্রভৃতি বাক্যে গীতা এই কথা বলিয়াছে। যে ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা সিদ্ধ হয়, অতঃপর তাহা বলিতেছেন।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ—যজ্ঞের নিমিত্ত যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন। অন্যত্র অন্য কর্ম্মে (শং)। অয়ং লোকঃ—এই সংসার। কর্ম্মবন্ধনঃ—কর্ম্মই যাহার বন্ধন, তাহা কর্ম্মবন্ধন; তাদৃশ কর্ম্ম এ সংসারে বন্ধনস্বরূপ, ২।৩৯ দেখ। অতএব মুক্তসঙ্গঃ সন্—সঙ্গ অর্থাৎ ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ-পূর্ব্বক, নিষ্কাম হইয়া (শ্রী) ২।৪৮ দেখ। তদর্থং কর্ম্ম সমাচর—যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "যুদ্ধ কর," আর এখানে বলিতেছেন, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম সংসারে বন্ধনস্বরূপ। সুতরাং এই মহাযুদ্ধও অর্জ্জুনের 'যজ্ঞার্থ কর্ম্ম'। অতএব যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এ শ্লোকের অর্থগৌরব নির্ভর করে। যজ্ঞকে আমরা এখন "যগ্‌গি"তে পরিণত করিয়াছি। একটা ধুমধাম হৈ চৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। কিন্তু যজ্ঞের আদিম অর্থ

বুঝ পার্থ! বিচারিয়া, বুঝ কি কারণ
প্রবৃত্তি-প্রধান কর্ম্মে আছে প্রয়োজন।
শরীর থাকিতে কর্ম্ম ছাড়া নাহি যায়,
কর্ম্মত্যাগ মাত্রে জ্ঞান কেহ নাহি পায়।
কামনা থাকিতে বৃথা সন্ন্যাস-গ্রহণ
সেহেতু সহসা কর্ম্ম না কর বর্জ্জন।
দেব নর পশু পক্ষী—যত কিছু আছে,
অর্জ্জুন! ঋণী হে তুমি সে সবার কাছে।
শুধিবারে সেই ঋণ, তাদের সেবায়
আত্মত্যাগ যাহা, তারে "যজ্ঞ" বলা যায়।
যে কর্ম্মের মূলে নাই স্বার্থসিদ্ধি-আশা,
মূলে নাই যার আত্ম-সুখের পিপাসা,
সর্ব্ব-ভূত-সেবা হেতু আত্ম সমর্পণ,—
এই আত্মসমর্পণ—ঈশ্বর অর্চ্চন—
ইহা "যজ্ঞ";—কর কর্ম্ম যজ্ঞের উদ্দেশে;
ইহা ভিন্ন যাহা কিছু কর কামবশে,
বন্ধন স্বরূপ হয় তাহাই সংসারে,
তা'র ফলভোগে জীব জন্মে বারে বারে।
যজ্ঞার্থে করহ কর্ম্ম নিষ্কাম হৃদয়,
সে কর্ম্মে সংসার কর্ম্মবন্ধন না হয়। ৯।

(Margin notes: যজ্ঞার্থ কর্ম্মকরণে আদেশ; যজ্ঞ ভিন্ন সর্ব্ব কর্ম্ম সংসার-বন্ধন)

এরূপ নহে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ অর্থ গ্রহণ করেন না। যজ্ঞঃ—পরমেশ্বরারাধনম্, যজ্ দেবপূজায়াম্ (নীলকণ্ঠ)। যজ্ঞঃ ফলাভিসন্ধিরহিতং ভগবদারাধনম্ (রামা ১৬।১)। ইজ্যতে পূজ্যতে পরমেশ্বরঃ অনেনেতি যজ্ঞঃ (গিরি)। অতএব যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ ঈশ্বর-আরাধনা। যজ্ঞের প্রতিশব্দ "যজন" শব্দে এ অর্থ স্পষ্ট।

দৈবযজ্ঞ ঋষিযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃ-যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞ, সকল গৃহস্থেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া যে শাস্ত্রবিধি আছে, তাহার মর্ম্মানুধাবন করিলে এই যজ্ঞার্থ কর্ম্মের মর্ম্ম বেশ বুঝা যায়। রামানুজ তাহাই বলিয়াছেন। আমরা জগতের সহিত নানা ভাবে সম্বন্ধ। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও ভূতগণ—ইহাদের সকলের সহিত আমরা সম্বদ্ধ ও সকলের কাছেই ঋণী। সেই ঋণ পরিশোধ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

(১) আমাদের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য আমরা দেবগণের নিকট ঋণী। দেবশক্তি বা ভূমি, জল, বায়ু, আদিত্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতির শক্তির (৩।১১) ব্যয়েই জীবজগতের স্থিতি। সেই ঋণ শোধের জন্য, দৈবযজ্ঞ—যাগ হোমাদি করিতে হয়; ৩।১৩ টীকায় যজ্ঞতত্ত্ব দেখ। (২) ঋষিগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও রক্ষক; আমরা পরম্পরাক্রমে তাহা লাভ করি। সেই ঋণ শোধের জন্য ঋষিযজ্ঞ—সমাজে সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচার, আচরণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। (৩) পিতৃগণের নিকটে আমরা দেহ লাভ করিয়া তাঁহাদের যত্নেই মানুষ হই। সেই ঋণ শোধের জন্য পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ, শাস্ত্রবিধি-অনুসারে সুসন্তান উৎপাদন ও তাহাদের উপযুক্ত পালন ও শিক্ষাদির দ্বারা উপযুক্ত বংশ রক্ষা করিতে হয়। (৪) মানুষের নিকট, সমাজের নিকট আমরা বিশেষরূপে ঋণী—সমাজের সহায়তা বিনা আমরা প্রকৃত মানুষ হইতাম না। এই ঋণ শোধের জন্য নৃ-যজ্ঞানুষ্ঠান—সর্ব্বতোভাবে সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে কর্ম্ম করা, যথা—জ্ঞান নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার ও আচরণ, রাজশাসন ও যুদ্ধাদির দ্বারা সমাজ রক্ষা,

সমাজের উন্নতির জন্ম কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি, অতিথির সেবা, বিপন্নের সেবা, সাধুর সেবা ইত্যাদি কর্ত্তব্য। (৫) ভূতগণের নিকট—গো-মেষাদি পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্ প্রভৃতির নিকট, কত উপকার, কত প্রয়োজনীয় বস্তু আমরা পাই; জানতঃ অজ্ঞানতঃ তাহাদের কত হিংসা করিয়া থাকি। এই ঋণ শোধের জন্ম ভূতযজ্ঞ—ঐ সকল ভূতগণের উপযুক্ত রক্ষণ ও পালনাদি করিতে হয়।

অতএব যজ্ঞের মর্ম্মভাগ ঋণ পরিশোধার্থ ত্যাগ (Sacrificc)। পূর্ব্ব কালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে এই ত্যাগের ভাব, ঋণ পরিশোধের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। সর্ব্ব ভূতের নিকট আমাদের ঋণ পরিশোধের জন্ম অধমর্ণের ভাবে (in thc spirit of a debtor) এই যে ত্যাগাত্মক কর্ম্মনিষ্ঠা, ইহাই যজ্ঞ। রামানুজ বলেন "যজ্ঞ" কর্ম্মযোগ। ইহাই ঠিক সদর্থ। যজ্ঞের মর্ম্ম আত্মত্যাগ এবং কর্ম্মযোগী আত্মত্যাগী বা আত্মবিস্মৃত কর্ম্মী।

এক্ষণে শ্লোকের মর্ম্ম এই—ঈশ্বর আরাধনা বা যজ্ঞানুষ্ঠান যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে, তাহা সংসার-বন্ধন মাত্র। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশে কর্ম্ম কর। অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতেছি,—মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সর্ব্বভূতের নিকট ঋণপরিশোধের জন্য, সমাজ স্থিতির জন্য, ভূমি জল বায়ু প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির ব্যয়ে জীব-জগৎ বর্দ্ধিত, সেই সকল শক্তির পূরণের জন্ম কর্ম্ম করিতেছি এবং তাহারই কারণ দ্রব্য-সংগ্রহ অর্থোপার্জ্জন কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করিতেছি—এই ভাবে কর্ম্ম করিতে হয়। ভাবিতে পারিলে, করিতে পারিলে জীবনের সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞার্থ কর্ম্মে পরিণত করা যায়—জীবনকে যজ্ঞময় করা যায়। ইহা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ—সাংসারিক ও পারলৌকিক সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয়;—ইহলোকে অভ্যুদয় ও জীবন্মুক্তি ও পরলোকে মোক্ষ লাভ হয়।

সারাংশ এই যে, এ সংসার কর্ম্মময়। কর্ম্ম দুই ভাবে করা যায়। সকাম ভাবে অর্থাৎ আত্মসুখের উদ্দেশে, আর নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ জগৎ-চক্র

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

প্রবর্ত্তনের উদ্দেশে। মীমাংসকগণ সকাম যজ্ঞাচরণের বিধি দিয়া থাকেন। সকাম যজ্ঞে অনিত্য স্বর্গাদি লাভ হয় (৯।২০)। ভগবান্ মীমাংসকদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকাম যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন (২।৪২—৪৫) এবং যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ স্বীকার করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মই যজ্ঞ-বুদ্ধিতে অর্থাৎ ঋণপরিশোধ ও ঈশ্বর-অর্চ্চনা জ্ঞানে করিতে বলিয়াছেন। অখিল সংসার ঈশ্বরের এবং অখিল সংসারের অখিল কর্ম্মও সেই ঈশ্বরের। এই তত্ত্ব বুঝিয়া যদি আমরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের কর্ম্মে যন্ত্রস্বরূপ ভাবিয়া, নিজ নিজ কর্ত্তৃত্বকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে পারি, তবে সে সমুদায়ই ঈশ্বরের অর্চ্চনাস্বরূপ হয়। এ শ্লোকে "যজ্ঞার্থ কর্ম্ম" আর ১৮।৪৬ শ্লোকে "স্বকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা" এই উভয় বাক্যে ভগবান্ একই কথা বলিয়াছেন; এবং "কর্ম্মকৌশল" বা "কর্ম্মযোগ" সূত্রে ইহলোক ও পরলোক উভয়কে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। পর-লোকের জন্য ইহলোককে অথবা ইহলোকের জন্য পরলোককে উপেক্ষার উপদেশ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হয় নাই।৯।

যজ্ঞ সম্বন্ধে নিজের এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে ১০—১৩ শ্লোকে প্রজাপতির অভিমত শুনাইতেছেন।

পুরা—পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে। প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ—সহযজ্ঞাঃ অর্থাৎ যজ্ঞরূপী কর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া

যজ্ঞের মাহাত্ম্য এই কৌরব-কুমার !
পুরাকালে চতুর্ম্মুখ করিলা প্রচার।
যজ্ঞের ফল — সৃষ্টিকালে প্রজাপতি করিয়া সৃজন
অভ্যুদয় — বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সহ যত প্রজাগণ

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ ॥১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তান্ অপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

অর্থাৎ প্রজাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুণধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন। অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্—এই কর্ম্মরূপী যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর অভ্যুদয় লাভ কর। প্রসব—বৃদ্ধি। এষঃ তু বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু—ইহা তোমাদিগের সর্ব্ব অভীষ্টপ্রদ হউক।১০।

কিরূপে যজ্ঞ সর্ব্ব-অভীষ্টপ্রদ, অতঃপর তাহা বুঝাইতেছেন। তোমরা অনেন দেবান্ ভাবয়ত—এই যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত, প্রীত কর। তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু—সেই দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুক। এইরূপে, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ—পরস্পরকে সংবর্দ্ধিত করিয়া। পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ—পরম শ্রেয়োলাভ করিবে।১১।

দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ—যজ্ঞ দ্বারা প্রীত, সংবর্দ্ধিত হইয়া। ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ দাস্যন্তে হি—বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু সকল তোমাদিগকে নিশ্চয়ই

কহিলেন সম্বোধন করি সে সবায়
প্রজাগণ! কর সবে যজ্ঞ সমুদায়।
নিত্য নিত্য অভ্যুদয় ইহা হ'তে পাবে
কামধেনু সম ইহা অভীষ্ট পূরাবে। ১০।

স্বর্গে ও পৃথিবীতে বিনিময়

যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে কর সংবর্দ্ধন,
দেবগণ করিবেন মঙ্গল সাধন;
এইরূপে সংবর্দ্ধনা করি পরস্পর
পরস্পর শ্রেয়োলাভ কর নিরন্তর। ১১।

অযাজ্ঞিক

যজ্ঞে প্রীত হ'য়ে সেই দেবতা-নিচয়
বিবিধ বাঞ্ছিত দ্রব্য দিবেন নিশ্চয়।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

দিবেন। তৈঃ দত্তান্ (ভোগান্) তাঁহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসমূহ। এভ্যঃ অপ্রদায়—তাঁহাদিগকে না দিয়া। যঃ ভুঙ্ক্তে—যে ভোজন করে। সঃ স্তেন এব—সে নিশ্চয়ই তস্কর। তাহার চৌর্য্যাপরাধ হয়।

পুরাণাদিতে দেবগণের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা হইতে এ সকল উক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করা সহজ নয়। উপনিষৎ হইতে জানা যায়, যে দেবতারা প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট ভাবযুক্ত চৈতন্ত-প্রবাহ। অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি,—এই ৩৩ দেবতা। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌঃ (আকাশ), চন্দ্রমা (রস) ও নক্ষত্র সকল,—এই অষ্ট বসু। দশ প্রাণ (দশ ইন্দ্রিয়) ও আত্মা (মন),—এই একাদশ রুদ্র। বৎসরের দ্বাদশ মাস, দ্বাদশ আদিত্য; ইহারা জীবের আয়ুঃ আদান (গ্রহণ) করে। স্তনয়িত্নু (অশনি, বিদ্যুৎ) ইন্দ্র। যজ্ঞই প্রজাপতি। (পশু সকলকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে, কারণ তাহারা যজ্ঞের সাধন ও আশ্রয়।—বৃহদারণ্যক ৩।৯.২—৬; শাঙ্কর ভাষ্য)। চতুবর্ণের আশ্রমধর্ম্ম যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তি সুসংবর্দ্ধিত (দেবগণের পুষ্টি) এবং তাহার ফলে বিবিধ সুখ লাভ হয়। ১৬ শ্লোকের টীকায় এই তত্ত্ব বিশদ ভাবে বুঝিব। ১২।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ—যজ্ঞাবশেষ দ্রব্যাদির দ্বারা অর্থাৎ অগ্রে দেবতা পিতৃ মনুষ্যাদি সকলের সেবা করিয়া (পরের কাজ করিয়া) যাহা

<u>চৌর্য্যাপরাধী</u> নাহি দিয়া তাঁ'দিকে তাঁদের দত্ত ধন
আপনি যে খায়, সে'ত তস্কর যেমন। ১২।

<u>যজ্ঞে পাপ</u> অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ কর্ম্ম করি সমাপন
<u>নষ্ট হয়</u> অবশেষ যাহা রয়, ওহে প্রজাগণ,

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা যে সাধুগণ দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন (৪।৩১ দেখ)। তাঁহারা সর্ব্বকিল্বিষৈঃ—সর্ব্ব পাপ হইতে। মুচ্যন্তে। যে তু আত্ম-কারণাৎ পচন্তি—আপনার জন্য পাক করে অর্থাৎ আত্মসুখের জন্য সংসারে কর্ম্ম করে। তে পাপাঃ—সে পাপিগণ। অঘং ভুঞ্জতে—পাপ অন্ন ভোজন করে। ১৩।

জগৎ-চক্র-প্রবর্ত্তনের জন্যও কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৪—১৬ শ্লোকে সেই জগৎ-চক্র কি, তাহা বলিতেছেন। অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি, পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ। অন্ন হইতে জীবের ও মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে অন্নের অর্থাৎ আহার্য্য দ্রব্যের উৎপত্তি। পর্জ্জন্য—মেঘ। যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ—যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হয়। ১৪।

দেহ-যাত্রা সমাধান করিয়া তাহায়
সাধুগণ সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায়।

অধার্ম্মিক　আপনার তরে কিন্তু পাক করে যারা
পাপভোজী　পাপ অন্ন ভুঞ্জে, হয় মহাপাপী তা'রা।

অগ্রে অপরের সেবা করিয়া যে জন
পরে নিজ কর্ম্ম করে, সাধু সেই জন। ১৩।

নিরখি সংসার-চক্র অর্জ্জুন! আবার
কর্ম্মচক্র বা　অনুচিত হয় তব কর্ম্ম-পরিহার।
সংসারচক্র　অন্ন হ'তে জন্মে জীব, বৃষ্টি হতে অন্ন,
(১৪—১৬)　যজ্ঞে বৃষ্টি, যজ্ঞ পুনঃ কর্ম্মে সমুৎপন্ন। ১৪।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন জানিও; কর্ম্মের বিষয় বেদে বিধিবদ্ধ আছে। ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভবং—বেদ পরম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। অতএব বেদ সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বার্থ-প্রকাশক হইলেও তাহার তাৎপর্য্য সদা যজ্ঞে অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের বিধান দেওয়াই বৈদিক যজ্ঞ বিধির তাৎপর্য্য। ১৫।

অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, এবম্—এই ভাবে। প্রবর্ত্তিতং চক্রং—কর্ম্মচক্র বা জগৎচক্র। ইহলোকে যঃ ন অনুবর্ত্তয়তি—যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন করে না। সঃ অঘায়ুঃ—সেই ব্যক্তি, জ্ঞানী হউক কিম্বা অজ্ঞানী হউক তাহার জীবন পাপস্বরূপ। সে ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয় সুখেই তাহার আরাম, সে মোক্ষার্থী নহে। সঃ মোঘং জীবতি—তাহার বাঁচিয়া থাকা বৃথা। এই জগৎচক্র কেবল মনুষ্যলোক লইয়া নহে, পরন্তু মনুষ্যলোক ও দেবলোক উভয়ই ইহার অন্তর্গত।

যজ্ঞতত্ত্ব। ৯—১৬ শ্লোকে ভগবান্ যজ্ঞের উপযোগিতা উল্লেখপূর্ব্বক

বেদ হতে প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম সমুদয়
বেদের প্রকাশ পুনঃ ব্রহ্ম হতে হয়;
সে হেতু যদিও বেদ প্রকাশে সকল,
প্রতিষ্ঠিত মর্ম্ম তার যজ্ঞেই কেবল;—
বেদের তাৎপর্য্য সেই যজ্ঞের বিধান,
যা'হতে জগৎ লভে পরম কল্যাণ। ১৫।

যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। যজ্ঞের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কথা ৯ শ্লোকের টীকায় বুঝিয়াছি। যজ্ঞ যে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরম উপকারী এখানেও তাহা পুনর্ব্বার বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রের উপদেশ, যজ্ঞে যে ঘৃত প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা এক অপূর্ব্ব শক্তিযুক্ত হইয়া ধূম ও বাষ্পাকারে সূর্য্যরশ্মিপথে ঊর্দ্ধে উত্থিত ও জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে (গিরি, মধু)। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, জলীয় বাষ্পকে মেঘরূপে,

এই যে, সংসারচক্র, শুন ধনঞ্জয়!
ব্রহ্ম হ'তে বেদ, কর্ম্ম বেদ হ'তে হয়;
কর্ম্মে যজ্ঞ, যজ্ঞে বৃষ্টি, বৃষ্টি হ'তে অন্ন,
অন্ন হ'তে সর্ব্ব ভূত হয় সমুৎপন্ন।
গতিমান্ মহাযন্ত্র সম এ সংসার;
ব্রহ্মাদি যা' কিছু বস্তু, সবই অঙ্গ তা'র।
প্রত্যেক অঙ্গের আছে ক্রিয়া স্বতন্তর,
নিজ শক্তি মত সবে সদা কর্ম্মপর।
প্রতি জীব, প্রতি অণু, পরমাণু আর
সাহায্য করিছে সদা ক্রিয়ায় তাহার।
নিজ নিজ কর্ম্ম যদি নাহি করে সবে,
ক্রিয়ার ব্যাঘাত তায় এ যন্ত্রের হবে।
এ সংসার মাঝে করি শরীর ধারণ,
এ চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়ে যে জন,
জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযজ্ঞ করে পরিহার
পাপের স্বরূপ হায়! জীবন তাহার।
ইন্দ্রিয়ের সুখ তা'র জীবনের সার,
সংসারে বাঁচিয়া থাকা বিফল তাহার।১৬।

কর্ম্মচক্র বা সংসার

বৃষ্টিরূপে পরিণত করিবার পক্ষে তড়িতের ক্রিয়াবিশেষই প্রধান সহায়। বিদ্যুৎস্ফুরণ ব্যতীত মেঘ ও বৃষ্টি প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব যে কোন উপায়ে ঊর্দ্ধস্থ বাষ্পে তড়িতের সংযোগবিয়োগদ্বারা অতিবৃষ্টির ও অনাবৃষ্টির প্রতীকার হইতে পারে। প্রাচীন ঋষিগণ এ স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহৎ যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডে বহু পরিমাণে যে ঘৃতাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার সময়, হয়ত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এবং সেই ঘৃতবাষ্পকণা সমূহ কেন্দ্রস্বরূপ (nucleus) হইয়া জলীয় বাষ্পকে মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত করিবার পক্ষে সহায় হয়।

আবার বৈদ্যশাস্ত্র হইতে জানি যে অশ্বত্থ যজ্ঞডুম্বুরাদি যে সকল কাষ্ঠে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সে সমস্তই উৎকৃষ্ট সংশোধক ও বিষনাশক। আর জীবদেহের গঠন ও পোষণ পক্ষে গব্য ঘৃত উৎকৃষ্ট পদার্থ। যজ্ঞ-ক্রিয়ার দ্বারা ঐ সকল পদার্থের সার অংশ বায়ুর সহিত সম্মিলিত ও অপূর্ব্ব শক্তিতে (হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শক্তির নিয়মে) সর্ব্ব দিকে প্রসারিত হইয়া, দূষিত ভূমি জল বায়ুকে বিশোধিত করে এবং বৃষ্টির সহিত পুনর্ব্বার ভূমিতে পতিত হইয়া তাহার উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। ঘৃতাদির অণু-সমূহ-সংযোগে উর্ব্বরা সেই ভূমিতে যে শস্যাদি জন্মে, তাহাতে জীবদেহ-গঠন-পোষণের উপযোগী পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে; সুতরাং সে সকল বস্তু জীবের স্বাস্থ্য ও আয়ু-র্বৃদ্ধিকর হয়।

অতএব যজ্ঞ যে আমাদের "ইষ্টকামধুক্" (৩।১০) অভীষ্ট ফলপ্রদ, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। যজ্ঞদ্বারা আমরা পৃথিবী জল, বায়ু, আদিত্য, বিদ্যুৎ (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবতাগণের কর্ম্মশক্তির সহায় হই (দেবান্ ভাবয়তানেন) এবং তদ্দ্বারাই আবার আমাদিগের সুখ, স্বাস্থ্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয় (তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ)। সে যজ্ঞের যুগ আর নাই। সে দৈবযজ্ঞ নাই। সেই সুজলা সুফলা ভারতভূমিতে আর এখন সুজল

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥

নাই, বৃক্ষে সুফল নাই, ফলে সুরস নাই, রসের পোষণী শক্তি নাই। দেশ স্বাস্থ্যহীন, সংক্রামক ব্যাধির ও অসুখের আবাসভূমি। এই জন্যই বোধ হয় ভগবান্ বলিয়াছেন, "যে তাঁহাদের দত্ত ধন তাঁহাদিগকে না দিয়া আপনি খায় সে চোর, সে পাপী ও পাপভোজী"! হায়! যজ্ঞত্যাগী আমরা এখন এই পাপী ও পাপভোজিগণের সম্প্রদায়ভুক্ত। আর আমাদের সেই ঋষিযজ্ঞ নাই; জ্ঞানগৌরবমণ্ডিত সেই ঋষিসমাজও আর নাই। সেই পিতৃযজ্ঞ নাই; আর পিতৃকুলের মুখোজ্জ্বল-কারক ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী সেই ছাত্রসমাজও নাই। সেই ভূতযজ্ঞ নাই; আর রাজা ও রাজতুল্য ধনকুবেরগণের সেই "বিরাট" গো-গৃহও নাই, অমৃতবর্ষিণী পয়স্বিনী ধেনুকুলও নাই এবং আয়ুঃ সত্ত্ব-বলারোগ্য-প্রীতি-সুখ-বিবর্দ্ধন (১৭৮) দুগ্ধ-দধি-ঘৃত ভোজনও নাই। দৈবযজ্ঞ এখন লোকদেখান প্রতিমাপূজায়, ঋষিযজ্ঞ অর্থকরী বিদ্যায়, পিতৃযজ্ঞ নিয়মবদ্ধ শ্রাদ্ধতর্পণে, নৃ-যজ্ঞ দশের নিকট মানসম্ভ্রম-অর্জ্জনে, এবং ধনকুবেরগণের ভূতযজ্ঞ সখের তুরঙ্গ-পালনে, পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমাদিগের মনে হয় আমাদের গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, সেই প্রাচীন যজ্ঞের প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের জল, বায়ু ও ভূমির অবস্থার উৎকর্ষ, স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ এবং ইহপারত্রিক সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। ১৬।

যঃ তু মানবঃ—কিন্তু যে মানব। আত্মরতিঃ এব আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ স্যাৎ—আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই

জ্ঞানীর নিজের জন্য কোন কর্ম্ম থাকে না

অতএব ভাবি দেখ, কৌরব-কুমার!
পৃথিবীতে কর্ম্ম করা উচিত সবার।
কিন্তু হে, হৃদয়ে যাঁর, হয় জ্ঞানোদয়,
আত্মাতেই প্রীতি যাঁর, বিষয়েতে নয়,
আত্মাতেই তৃপ্ত, নহে অন্নাদির রসে,
আত্মাতেই তুষ্ট, নহে কামভোগবশে,
সংসারে তাঁহার কার্য্য নাই, ধনঞ্জয়!
কোন কর্ম্মে কোন স্বার্থ তাঁহার না রয়। ১৭।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদ্ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥
তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯॥

সন্তুষ্ট; যিনি নিজের জন্য সংসারের কোন বিষয়েরই প্রত্যাশী নহেন। তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে—তাঁহার (আপনার স্বার্থের জন্য) কোন কার্য্য থাকে না। ১৭।

তস্য—সেই জ্ঞানীর। ইহলোকে কৃতেন—কার্য্য করায়। অর্থঃ ন এব—প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই। অকৃতেন চ—না করাতেও কোন স্বার্থ নাই। কর্ম্ম করায় অথবা না করায় তাঁহার লাভালাভ নাই। অস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ চ ন অস্তি—অর্থ প্রয়োজন; তন্নিমিত্ত ব্যপাশ্রয়, অবলম্বন বা আশ্রয়ের বস্তু নাই; সংসারে এমন কিছুই নাই, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যাহা তিনি অবলম্বন করেন। তিনি স্বার্থাস্বার্থের অতীত। ১৮।

তস্মাৎ—সেই জ্ঞানী পুরুষ, যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, কর্ম্ম করাতে কিম্বা না করাতে যাঁহার কোন স্বার্থ নাই, তাঁহার পক্ষেও

কর্ম্মাকর্ম্মে তাঁর স্বার্থ নাই	কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে কিম্বা কর্ম্ম পরিহারে স্বার্থাস্বার্থ কিছু তাঁর নাই এ সংসারে। সর্ব্বভূতে কোন কিছু এমন না রয়, স্বার্থহেতু যাহা তিনি করেন আশ্রয়। ১৮।
	যদিও কর্ম্মেতে তাঁ'র নাই প্রয়োজন,
জ্ঞানীর মত অনাসক্তভাবে কর্ম্ম কর	কিন্তু জগচ্চক্রবিধি করিয়া স্মরণ, কর্ম্ম করা তাঁ'রও যদি সমুচিত ধর্ম্ম, অতএব তুমি কর তোমার যা'কর্ম্ম; কর সদা অনাসক্ত ফলকামনায়,— অনাসক্ত কর্ম্মে জীব মোক্ষপদ পায়। ১৯।

(১৬ শ্লোকোক্ত) জগচ্চক্র প্রবর্ত্তনের জন্য, কর্ম্ম করা যখন আবশ্যক, তখন তুমিও জগচ্চক্র প্রবর্ত্তনের জন্য। সততম্ অসক্তঃ—সদা অনাসক্ত থাকিয়া। কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর—তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম,—যে কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, যাহা তোমার কর্ত্তব্য (duty) তাহার আচরণ কর। কারণ (হি), পুরুষঃ অসক্তঃ—অনাসক্ত ভাবে। কর্ম্ম আচরন্, পরম্ আপ্নোতি—পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

১৭—১৯ এই তিনটী শ্লোক লইয়া হেতু এবং অনুমানযুক্ত একটী বাক্য এবং ১৬ শ্লোক তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য। জ্ঞানী হউক অজ্ঞানী হউক, জগচ্চক্র প্রবর্ত্তনের জন্য সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত; কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তাঁহার নিজের জন্য কোন কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম করাতে অথবা না করাতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই। অতএব তুমিও সেই জ্ঞানিগণের মত স্বার্থ চিন্তা না করিয়া, লাভালাভের ভাবনা না ভাবিয়া, অনাসক্তভাবে তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও; তদ্দ্বারাই মোক্ষ লাভ করিবে।

ইহাই এখানে সরল ও স্বাভাবিক অর্থ। কিন্তু সন্ন্যাসবাদী আচার্য্যগণ এ কথা স্বীকার করেন না। কর্ম্মযোগ হইতে যে মোক্ষ লাভ হয়, এ কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। "অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"—ভগবানের এমন স্পষ্ট উপদেশ-সত্ত্বেও নহে।

তাঁহারা ১৭ শ্লোকের "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" এই বাক্যকে গীতার সিদ্ধান্ত বাক্যরূপে উপস্থাপিত করিয়া বলেন, যে এবম্ভূত (১৭-১৮ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানিগণই কেবল কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত, অন্যে নহে। তোমার সেই সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় নাই, অতএব তুমি কর্ম্ম কর (শং, শ্রী)।

এখানে বক্তব্য এই যে "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে," ইহা বিধিবাক্য নহে; "ন বিদ্যতে" লটের পদে "করিবে না" (must not do.) এরূপ বিধি বুঝায় না। জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানী কর্ম্ম করিবেন, কি না করিবেন, সে

বিষয়ে যাহা বিধি, তাহা ভগবান্ এখানে বলেন নাই; পরবর্ত্তী ২৫ ও ২৬ শ্লোকে বলিয়াছেন। "যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।" "কুর্য্যাৎ বিদ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্"। এখানে, "যোজয়েৎ" এবং "কুর্য্যাৎ" এই দুইটী সেই বিধিবাক্য। বিদ্বানের নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও লোকসংগ্রহের বা জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তনের (৩.১৬) জন্য তিনি স্বয়ং অবশ্যই কর্ম্ম করিবেন (must do); ইহাই ভগবানের সুনিশ্চিত উপদেশ।

পুনশ্চ ভগবান্ যদি সত্য সত্যই অর্জ্জুনকে অজ্ঞানী জানিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন, তবে স্পষ্ট কথায়,—"হে অর্জ্জুন! সম্যক্ জ্ঞান না হইলে সন্ন্যাসে অধিকার হয় না, তোমার সে জ্ঞান নাই, তুমি এখন জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম্ম কর।" এমন ভাবে না বলিয়া, তিনি কহিলেন "অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মই ভাল" (৩।৮); "মদুক্ত এই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি না করে সে গণ্ডমূর্খ, নির্ব্বোধ ও নষ্ট" (৩.৩২); "সাংখ্যযোগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট" (৫.২); "জ্ঞানে সর্ব্ব সংশয় ছেদনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থিত হও" (৪।৪২) ইত্যাদি। জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মত্যাগ করাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত ভগবদুক্তি-সম্বন্ধে বলিতে হয়, যে ভগবান্ আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তের মনে "ধোঁকা" দিয়া মিথ্যা কথা কহিলেন। যাঁহারা ভগবানের উপরে এরূপ অসত্যের আরোপ করিয়া স্বপক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সহিত কোন বিচার নাই (তিলক)।

গীতা সন্ন্যাসের নিন্দা করেন না, প্রত্যুত প্রশংসাই করেন; কিন্তু সে সন্ন্যাস গৃহত্যাগ নয়, পরিচ্ছদত্যাগ নয়, লৌকিক-কর্ম্ম-বিদ্বেষ নয়, অথবা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভ্রাতৃ-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ-ত্যাগ নয়। সে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ বস্তুতঃ এক (৬।২)। সে সন্ন্যাসের ভিত্তি জ্ঞান। জ্ঞানে জগতের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে, জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় হইলে, অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া জ্ঞানী জ্ঞানযুক্ত,—নীতিযুক্ত কর্ম্মাচরণ দ্বারা জগৎ পালন

করিবেন। তদ্দ্বারা জগতের লৌকিক ভাগ ও আধ্যাত্মিক ভাগ—কোন ভাগেরই বিচ্ছেদ বা উপেক্ষা হইবে না; দুই দিকেরই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। ৩।২৫—২৬, ৫।২—১২ প্রভৃতি শ্লোকে এ কথা অতি স্পষ্ট।

সে সন্ন্যাস আর নাই; কিন্তু তাহার গন্ধটা এখনও ভারতের হাওয়ায় সর্ব্বত্র মিশিয়া আছে। লৌকিক বিষয় সব পাপ, তাহা ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেয়ঃ; সন্ন্যাস পরম পবিত্র, সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়—সন্ন্যাসের এই অবিরাম সঙ্গীতধ্বনি প্রত্যেকের কাণে বাজিতেছে; প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে সারাজীবনকালব্যাপী সেই ধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া আমরা সন্ন্যাসের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র ও উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্র পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই সেই সন্ন্যাসের বাতাস। যাত্রার অভিনয়ে, কথকের কথকতায়, ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে, ভিখারীর ভিক্ষায়, রাখালের গানে, সর্ব্বত্র সেই সুর।

যে বিষয় পুনঃ পুনঃ আমাদের জ্ঞানের পথে আসে, সে বিষয়ের একটা দৃঢ়সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং উপযুক্ত সময়ে তাহা ক্রিয়া করে। সেই সংস্কারের বশেই আমরা গীতার আসল সন্ন্যাসের অভাবে, ঘোর আধ্যাত্মিক স্বার্থপর ইদানীন্তন সকল সন্ন্যাসেরই আদর করি।

কিন্তু ঐরূপ বৈরাগ্যের কথার পরিবর্ত্তে আমাদের আচার্য্যগণ যদি আমাদিগকে গীতার মহান্ উদার সঙ্গীত শুনাইতেন, যদি আমরা আজীবন শুনিয়া আসিতাম যে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া, কাম-ক্রোধ স্বার্থবশে বিচলিত না হইয়া, অকপট নিঃস্বার্থ হৃদয়ে, সংযত শান্ত চিত্তে, স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ঈশ্বরের অর্চ্চনা, তদ্দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় (১৮।৪৬); যদি শুনিয়া আসিতাম, পরের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, জগতের জন্য, আপনার সাধ্যানুরূপ কায়িক, বাচনিক বা মানসিক

অত্যল্প নিঃস্বার্থ কর্ম্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে (২।৪০); আর তাহাই ঈশ্বরের অর্চ্চনা, তদ্দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহপরলোকে কল্যাণ সাধিত হয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয়; তবে নিশ্চয়ই আমাদের "কর্ম্ম খসিয়া" যাইত না। তবে নিশ্চয়ই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ভারত আজ একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল হইত না, ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিত না, বিলাতী গাঢ় দুগ্ধে সন্তান পালন করিত না, এবং সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জার কথা, বিলাতী বেদব্যাখ্যা শুনিয়া জ্ঞানপিপাসা মিটাইত না।

যদি আমরা ভগবদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগবুদ্ধি হৃদয়ে লইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, যদি নীতিযুক্ত শক্তি লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হই, তবে যে কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হই না,—শ্রম, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজবিধান, ইত্যাদি যে কোন কার্য্যেই ব্যাপৃত হই না, তদ্দ্বারাই "শ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও ধ্রুবা নীতি" প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী (১৮।৭৮)।

কর্ম্মের ছোট বড় নাই। মুটের মুটেগিরি হইতে ব্রাহ্মণের বিষ্ণুসেবা ও যোগীর যোগসাধনা, সবই সেই ভগবানের কর্ম্ম। শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিত্তে, অকপট সরল প্রাণে, করিলে সেই সমস্ত তাঁহারই অর্চ্চনা; সকলেই ফল সমান; ১৮ অঃ ৪৫—৪৯ শ্লোক দেখ।

ভগবান্ বলিয়াছেন, "যে মদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান না করে, সে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় মূর্থ; সে নষ্ট হইয়া গিয়াছে জানিও" (৩।৩২)। আমরা ভগবানের উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছি, ফলে বাস্তবিকই উৎসন্নে গিয়াছি।

আর একটা কথা, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এখানে বলা আবশ্যক মনে করি। পরমহংস দেব বলিতেন, হাঁড়ি পোড়ান হলে আর নোয় না; তেমনি পাকা হাড়ে উপদেশে ফল হয় না। অতএব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণকে না হউক, কিন্তু কোমলমতি বালকবালিকাগণকে গীতার কর্ম্মযোগটা বেশ বুঝাইয়া দিলে, আশা হয় কালে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে একটু বিবেচনা করিবেন কি? ১৯।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহম্ এবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি ॥২০॥

অনন্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। দেখ, জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব—কর্ম্মের দ্বারাই। সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ—সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সিদ্ধি—সফলতা, পুরুষার্থ, ঐশ্বর্য্য, বিজয়, জ্ঞান এবং মোক্ষ। তাঁহারা এই সমুদায়ই লাভ করিয়া রাজর্ষি হইয়াছিলেন; রাজরূপে প্রজাপালন এবং ঋষিরূপে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ। জ্ঞানীর যখন কর্ম্মাকর্ম্মে কোন স্বার্থ, কোন অর্থব্যপাশ্রয় নাই, তখন কর্ম্ম তাহার কর্ত্তব্যরূপে আসিবে কোথা হইতে? উত্তরে বলিতেছেন, লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্—লোক সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও। কর্ত্তুম্ অর্হসি—তোমার কর্ম্ম করা উচিত (৩,২৫)। আপনার কর্ম্ম অপেক্ষা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মে জ্ঞানীর অধিক মহত্ত্ব; "এবাপি" শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য (তিলক)।

লোকসংগ্রহ—দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোককে ধর্ম্মার্থ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা। জ্ঞানিগণের কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞ সাধারণে কর্ম্ম করে। অতএব স্বয়ং সাধারণের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের একজন হইয়া, যুক্ত চিত্তে কর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক, তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পথে পরিচালিত করার নাম লোকসংগ্রহ।

লোকসংগ্রহ পদে, লোক শব্দে, কেবল যে মনুষ্যলোক বুঝাইতেছে, এমন নহে। ভূলোক পিতৃলোক দেবলোক সত্যলোকাদি সমন্বিত সমগ্র

জ্ঞানীর	দেখ হে, জনক আদি রাজর্ষি যাঁরা
লোকস্থিতির	কর্ম্মেই সফলকাম হইলেন তাঁ'রা।
জন্য কর্ম্মে	লোকস্থিতি প্রতিও হে, দৃষ্টিপাত করি
দৃষ্টান্ত	কর্ম্মই কর্ত্তব্য তব, কৌরব-কেশরি। ২০।

যদ্‌যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদ্ এবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদ্ অনুবর্ত্ততে ॥২১॥

জগতের ধারণ, পোষণ, পরিপালন,—এই ব্যাপক অর্থ ঐ লোকশব্দে রহিয়াছে; কেবল মনুষ্যলোকের নয়, সর্ব্বলোকের শ্রেয়ঃ সম্পাদন তদ্দ্বারা বুঝাইতেছে। জ্ঞানিগণই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন; সুতরাং লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম তাঁহাদের "বেগারের কর্ম্ম" নহে; ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য। জ্ঞানী যখন, "সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্ব্ব-ভূতানি চাত্মনি" (৬।২৯), আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত আত্মাতে অবস্থিত দেখিয়া থাকেন, তখন তিনি আর নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারেন না; তাঁহার কর্ম্ম কখনই শেষ হয় না (তিলক)।

যদি কেহ বলেন যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পালন করিবেন, অন্যের এত ভাবনা কেন? কিন্তু জ্ঞানী একথা বলিতে পারেন না। "আমি" "তুমি" ও "ঈশ্বর" এ ভেদ জ্ঞান যাঁহার আছে তিনি জ্ঞানী নহেন। সর্ব্বভূতে এক অব্যয় ভাব (১৮।২০) এক অদ্বৈত ব্রহ্ম দর্শন যদি যথার্থ সাত্ত্বিক জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞানী যে ঈশ্বরেরই ন্যায় জগতে পালন-পোষণে, সর্ব্বভূত-হিতে কর্ম্ম করিবেন, (৪।১৪-১৫) ইহা স্থির।

বর্ত্তমানকালে ভারতের জ্ঞানিগণ বোধ হয় ভগবানের এই উপদেশটী বিস্মৃত হইয়াছেন, তজ্জন্যই বুঝি এখন আমাদের এই দুর্দ্দশা। ২০।

শ্রেষ্ঠঃ (লোকঃ) যৎ যৎ আচরতি। ইতরঃ জনঃ—সাধারণ লোকে। তৎ তৎ এব—সেই সেই কর্ম্মই করে। স যৎ প্রমাণং কুরুতে—তিনি, যে

জ্ঞানী	এ সংসারে যাহা কিছু করে শ্রেষ্ঠ জন
সাধারণের	তাহা দেখি কর্ম্ম করে অন্য সাধারণ।
নেতা	যেরূপ করেন তাঁরা প্রামাণিক বলি,
	সেইরূপ করে পার্থ অপরে সকলি।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥

কর্ম্ম প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। লোকঃ তৎ এব অনুবর্ত্ততে—সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে। ২১।

হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু—ত্রিভুবনে। মে কিঞ্চন কর্ত্তব্যং নাস্তি। কারণ আমার কিছুই অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং ন—অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য নাই। তথাপি কর্ম্মণি এব চ বর্ত্তে—আমি কর্ম্ম করিতেছি। ২২।

যদি অহং হি অতন্দ্রিতঃ—তন্দ্রাশূন্য, অনলস হইয়া। জাতু—কদাচিৎ। কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়—কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই। তাহা হইলে মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ—সর্ব্ব প্রকারে। মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে—আমার অনুসৃত পথের অনুগমন করিবে। ২৩।

স্বধর্ম্ম-পালন তুমি কর, নরবর!
ভগবান্　তা' দেখি অপরে হবে স্বধর্ম্মে তৎপর। ২১।
আপনিই　আমার কর্ত্তব্য কিছু নাই এ সংসারে,
দৃষ্টান্ত　কারণ কিছুই নাই ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে,
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য যাহা অর্জ্জুন, আমার,
তবু দেখ, আমি কর্ম্ম করি অনিবার। ২২।
আলস্য ত্যজিয়া যদি আমি কদাচিৎ
লোকস্থিতির　নাহি করি নিরন্তর কর্ম্ম সমুচিত,
নিমিত্ত　সর্ব্বশঃ আমার পথে করিয়া গমন
তাঁহার কর্ম্ম　পার্থ হে, ছাড়িবে কর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণ। ২৩।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদ্ অহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

দেখ, চেৎ—যদি। অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্—আমি কর্ম্ম না করি। তবে ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ—কর্ম্মলোপবশতঃ এই প্রজাগণকে আমি উৎসন্নে দিব। আর সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্—কর্ম্মলোপবশতঃ ধর্ম্মসঙ্কর হইবে; সুতরাং আমিই সেই ধর্ম্মসঙ্করের কারণ হইব। অতএব উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ—আমিই এই প্রজাগণের মালিন্য বা বিনাশের হেতু হইব।

সঙ্কর—পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পদার্থের একত্র সংমিশ্রণের নাম সঙ্কর। এখানে সঙ্কর শব্দে ধর্ম্মসঙ্কর বুঝাইতেছে (মধু)। ভগবদ্ভক্তির

তাই যদি আমি কর্ম্ম না করি সাধন
আমিই উৎসন্ন দিব এই প্রজাগণ।
অপরে ছাড়িতে কর্ম্ম দেখিয়া আমারে,
আমা হ'তে হবে ধর্ম্মসঙ্কর সংসারে।

তাঁহার কর্ম্মত্যাগে দোষ

যজ্ঞ দান তপস্যাদি লোকধর্ম্মনাশ,
ব্যাধি কলহাদি হ'তে প্রজার বিনাশ,
কৃষি বাণিজ্যাদি হানি, তায় অর্থক্ষতি,
পরদারদোষে বর্ণসঙ্কর সন্ততি,
হত্যা, চৌর্য্য, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধাদি অমঙ্গল
আমার আলস্য হ'তে হবে এ সকল।
সমাজ শৃঙ্খলা হবে আমা হ'তে নষ্ট,
আমা হ'তে প্রজাগণ মলিন বিনষ্ট।
সে হেতু আমি হে, করি কর্ম্ম নিরন্তর,
আমার দৃষ্টান্তে তুমি হও কর্ম্ম-পর।২৪।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

মর্ম্ম এই যে, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলে, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যেও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইবে; তাহার ফলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা (disorder) যথা চৌর্য্য, হত্যা, দুর্ভিক্ষ, দান তপস্যাদি ধর্ম্মের তিরোভাব, পরদারাসক্তি ইত্যাদি বহুতর অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। ইহার নাম ধর্ম্ম-সঙ্কর।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রায় সর্ব্ব সমাজে এই দোষ সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করিয়াছে। পূর্ব্বতন মহাত্মগণ যে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিময় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ কিছু নাই। সেই প্রাচীন রাজর্ষি জনক বা আধুনিক রাজর্ষি রাজা রামানন্দ রায় * আর নাই। আমাদের বিশ্বাস, সংসারাশ্রমে থাকিয়া কেহই যথার্থ ধার্ম্মিক হইতে পারে না; কর্ম্মে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। সংসারাশ্রমত্যাগ ভিন্ন সাধনার পন্থাই নাই। অথচ সংসার ছাড়িয়া থাকিতেও পারি না। এইরূপে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। ২৪

অতএব জ্ঞানিগণও লোকস্থিতির জন্য, অজ্ঞানীকে কর্ম্মের আদর্শ দেখাইবার জন্য, কর্ম্ম করিবেন। অবিদ্বাংসঃ—অজ্ঞানিগণ। কর্ম্মণি সক্তাঃ—

অতএব লোকস্থিতি মনে ইচ্ছা করি
জ্ঞানীর প্রতি কর্ম্মের বিধি — জ্ঞানীও করিবে কর্ম্ম ভরত-কেশরী।
কিন্তু কামবশে করে যেমন অজ্ঞানী
সতত নিষ্কামে তথা করিবেন জ্ঞানী। ২৫।

* রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক। তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের রাজ্যের দক্ষিণাংশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ ও সঙ্গীত-মাল্য-বেশ-ভূষা-রচনাদি কলা বিদ্যায় সুদক্ষ অথচ, উত্তম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, নিস্পৃহ নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন। এক দিকে যোগ এক দিকে ভোগ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

আসক্ত হইয়া। যথা কুর্ব্বন্তি—যেরূপ করে। বিদ্বান্ অসক্তঃ—আসক্ত না হইয়া। লোক-সংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ—লোকস্থিতির ইচ্ছায়। তথা কুর্য্যাৎ—অবশ্য সেইরূপ করিবেন (must do); ৩। ২০ টীকা দেখ।

কার্য্যের ভিতর আসক্তি বা আগ্রহ যত কম থাকে, কার্য্য তত ভাল হয়। ভাববশে পরিচালিত হইলে, মন চঞ্চল হয়, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলি উত্তেজিত হয় এবং শক্তির বিশেষ অপব্যয় হয়। যে শক্তিটুকু কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা বৃথা ভাবুকতায় পর্য্যবসিত হইয়া ক্ষয় হইয়া যায়। মন শান্ত থাকিলে আমাদের সমস্ত শক্তি কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়। স্থিরচিত্ত ধীর ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করে। জগতের বড় বড় জ্ঞানী কার্য্যকুশল সমস্ত ব্যক্তিই ইহার প্রমাণ। কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তের সমতা—সামঞ্জস্য ভগ্ন হইত না। গীতার যে আদর্শ কর্ম্ম, তাহাতে তীব্র কর্ম্মশীলতা থাকিবে কিন্তু কামনার অশান্তি বা চাঞ্চল্য থাকিবে না। জ্ঞানিগণ যদি কর্ম্ম না করেন তবে সাধারণের পক্ষে কর্ম্মের আদর্শ বা সৎকর্ম্মের পথপ্রদর্শক কেহ থাকে না; তাহাতে সংসারের অধোগতি ও বিনাশ নিশ্চিত। তাদৃশ আদর্শ কর্ম্মীর অভাবে ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, ইহার দৃষ্টান্ত। ২৫।

যদি তুমি মনে কর, যে অজ্ঞানীর উপকারার্থে লৌকিক কর্ম্ম করা জ্ঞানীর আবশ্যক নহে, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানে উপদেশ দিলেই কার্য্য হইবে। তাহা নহে। যদি তুমি অজ্ঞানীর মনে সহসা জ্ঞানোদ্রেক করিতে যাও, তাহাতে তাহার জ্ঞান লাভ'ত হইবেই না, পরন্তু কর্ম্মের প্রতিও অনাস্থা

অজ্ঞানীকে উপদেশ দিলে, ধনঞ্জয়!
কর্ম্মে তার পূর্ব্বমত শ্রদ্ধা নাহি রয়;

জন্মিবে। তাহার উভয় কূল নষ্ট হইবে। অজ্ঞানীকে, আত্মা নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি উপদেশ দিলেই সে পাপাচরণে নিবৃত্ত হইবে না, অথচ সে মনে করিতে পারে যে, আত্মা যখন নিষ্ক্রিয় তখন সে কোন কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে। সুতরাং তদ্দ্বারা তাহার পাপাচরণ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব, অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ—কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া তাহার কর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধির অন্যথা ভাব জন্মাইও না। অপি তু—বরং। বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্—যুক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিয়া। অজ্ঞানীকে, সর্ব্বকর্ম্মাণি যোজয়েৎ—সর্ব্ব কর্ম্ম করাইবে। জ্ঞানী স্বয়ং উপযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, সাধারণকে প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া, তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন। সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা কর্ম্মযোগমার্গের ইহাই বিশেষ মহত্ব।

৯ হইতে ২৬ শ্লোকে মানবসমাজের মূল তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হয়, এখানে ভগবান্ তাহার উপদেশ দিয়াছেন। দেখিলাম, তাহা স্বার্থত্যাগ, আত্মোৎসর্গ। যিনি গৃহী, স্ত্রী-পুত্র-ধন-জন-সম্পদ্ লইয়া আছেন, তিনি পরের জন্য,—দেবতা পিতৃ মনুষ্য পশু প্রভৃতির সেবার জন্য, সর্ব্বভূতহিতের জন্য, আত্মোৎসর্গ করিবেন (৩।১৩); আর যিনি জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী ঋষি, যিনি সংসারের সমস্ত বিষয়ের প্রত্যাশা পরিত্যাগ

অথচ তাহাতে জ্ঞান অজ্ঞানী না পায় ;

অজ্ঞানীর　কর্ম্ম-মার্গ, জ্ঞান-মার্গ-, দুই দিক যায়।

বুদ্ধিভেদ　সে হেতু যে অজ্ঞ, কর্ম্মে অনুরক্ত রয়,

অনুচিত　তার বুদ্ধিভেদ কভু উচিত না হয়।

যুক্ত চিত্তে কর্ম্ম করি জ্ঞানী অবিরত।

অজ্ঞানীকে সর্ব্ব কর্ম্মে রাখিবে নিরত।২৬

করিয়া আত্মতৃপ্ত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীও, জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, সেই পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন (৩।২৫ ও ৫।২৫)। গার্হস্থ্যাশ্রমী হউক, সন্ন্যাসাশ্রমী হউক, ত্যাগাত্মক কর্ম্মই মনুষ্যত্বের কেন্দ্রভূমি।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতে ভগবানের এই আদেশ উপেক্ষিত হইতেছে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্মসন্ন্যাসের উপর ঝোঁক দিয়া, শঙ্কর ভারতকে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাতে মৃতপ্রায় বৈদিক সন্ন্যাসধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ভারতের জাতীয় জীবনে বিশেষ উপকার হইল না। অধঃপতনোন্মুখ ভারত, কি আধ্যাত্মিক কি লৌকিক, কোন দিকেই উন্নতির পথ পাইল না।

ভগবান্ বলিতেছেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি যুক্তচিত্তে স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া অবিদ্বান্‌কে সর্ব্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানকে লৌকিক কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি লৌকিক কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই যুক্ত চিত্তে স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া, অজ্ঞানীকে শ্রেয়োলাভের পথ দেখাইয়া দিবেন; কখন তাহার বুদ্ধিভেদ করিবেন না।

কিন্তু শঙ্করপ্রমুখ আচার্য্যগণ ভগবানের সে আদেশ উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞানীর বুদ্ধি ভেদ করিয়া দিলেন। তাঁহারা কহিলেন, কর্ম্ম মাত্রই অবিদ্যামূলক সুতরাং হেয়। কর্ম্মযোগেরও মূল্য বড় বেশী নয়। উহা নিম্ন স্তরের উপযোগী সহকারী গৌণ উপায় মাত্র। সর্ব্ব-কর্ম্ম-সন্ন্যাস-পূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতেই মোক্ষলাভ হয় (শাঙ্কর ভাষ্যোপক্রমণিকা)।

সে শঙ্কর আর নাই। কিন্তু তাঁহার সেই সন্ন্যাসের ঝোঁক, আফিমের নেশার মত আজিও বর্ত্তমান। টোল, চতুষ্পাঠী আদি যে স্থানেই প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ্চা, কথকের কথায়, যাত্রার গানে যেখানে ধর্ম্মকথা, সেই স্থানেই সেই সন্ন্যাস; সেই স্থানে এই কথা যে, সংসার কিছু নয়। ফল

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে ॥২৭॥

এই হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা সাধারণে কেহ বড় জ্ঞান ভক্তির কিছুই পাইল না, পাইবার কথাও নয়; কিন্তু কর্ম্মের প্রতি যে আগ্রহ এবং উৎসাহ থাকা আবশ্যক, তাহা নষ্ট হইল; অধঃপতনোন্মুখে ভারত অধিকতর বেগে অধঃপতিত হইতে লাগিল।

ইহা অবশ্য সত্য যে কেহ কেহ সন্ন্যাসমার্গে যাইয়াই অপার্থিব ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও সত্য যে তদ্দ্বারা ভারতের জাতীয় জীবনে তিল মাত্র উন্নতি হয় নাই। বহু বিস্তৃত কণ্টকাবৃত জঙ্গলের মধ্যেও দৈবাৎ দুই একটী সুরস ফলবান্ তরু থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সেই জঙ্গল মূল্যবান্ উদ্যান মধ্যে গণনীয় হয় না। ইহাও ঠিক তদ্রূপ।

ভগবদ্ উপদিষ্ট কর্ম্মযোগজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ রাজশাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন (৪। ১—২), সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই মুনিগণ ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করেন (১৪।১-২) সেই জ্ঞান যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে শ্রী, বিজয় অভ্যুদয় ও ধ্রুবা নীতি বিরাজিত (১৮.৭৮)। অতএব, হে হিন্দুসন্তান, তোমরা তর্কের সিদ্ধান্তে মুগ্ধ না হইয়া "শ্রীভগবানের" উপদেশ শিরোধার্য্য কর। জ্ঞানযুক্ত বৈরাগ্যে আসক্তি নষ্ট করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ধর্ম্মনিষ্ঠা সত্যনিষ্ঠাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শূন্যাত্মক নামযশের হেয় আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়া, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তৎপ্রদর্শিত কর্ম্মপথে, আপন আপন কর্ত্তব্য—স্বধর্ম্ম পরিপালনে অগ্রসর হও (do your duty)। আবার নিশ্চয়ই তোমাদের সেই প্রাচীন জ্ঞান গৌরব ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শ্রী লাভ হইবে। ২৬।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মের বাহ্য রূপ এক হইলেও ভিতরে প্রভেদ অনেক। ২৭।২৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি—প্রকৃতির গুণের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম হয়। আমরা প্রকৃতির গুণে

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হই। প্রকৃতির গুণ Law of Nature. কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—অহং বুদ্ধির বশে মুগ্ধ হইয়া। অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে—আমি কর্ম্ম করিলাম মনে করে। প্রকৃতি আপনার কার্য্য আপনি করে কিন্তু অজ্ঞানী তাহাতে ভ্রান্ত কর্ত্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকে।২৭।

তু—কিন্তু। হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ—প্রকৃতির গুণের, সত্ত্ব রজ ও তম এই যে বিভাগ এবং গুণবিভাগহেতু কর্ম্মের যে বিভাগ, সে সকল তত্ত্ব যে জ্ঞাত আছে। সে গুণাঃ—

কর্ম্ম করে জ্ঞানী আর অজ্ঞানী উভয়,
উভয়ে যে ভেদ তাহা শুন, ধনঞ্জয়!
জ্ঞানী ও অজ্ঞানীতে প্রভেদ
সত্ত্ব, রজ, তম,—তিন প্রকৃতির গুণ,
অখিল সংসার এই তা'হতে অর্জ্জুন!
যাহা কিছু কর্ম্ম তুমি দেখ এ সংসারে।
সেই প্রকৃতির গুণে জানিবে সবারে।
কিন্তু অহঙ্কারে হ'য়ে মোহিত-হৃদয়
মূঢ় জন ভাবে—"আমি করি সমুদয়"।২৭।
গুণময়ী প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণ
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম যা' অর্জ্জুন!
সেই তত্ত্ব যেই জন জানে সমুদয়
সে বুঝে প্রকৃতিগুণে যত কর্ম্ম হয়;
গুণে গুণে আপনা আপনি খেলা চলে,
বুঝিয়া আসক্ত নাহি হয় সে সকলে।২৮।

প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

প্রকৃতির গুণসমূহ। গুণেষু বর্ত্তন্তে—গুণসমূহে প্রবৃত্ত থাকে; গুণে গুণেই ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইতি মত্বা ন সজ্জতে—ইহা বুঝিয়া, আসক্ত হয় না।

কর্ম্মে আমাদের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই। যে কর্ত্তৃত্ব মনে হয়, তাহা অজ্ঞানসম্ভূত অহঙ্কারের ফলমাত্র। সুখকর বিষয়ে অনুরাগ ও অসুখকর বিষয়ে বিদ্বেষ চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (৩।৩৪)। আমাদের মন সেই রাগদ্বেষের বশে পরিচালিত হইয়া তদনুরূপ চেষ্টা উৎপাদন করে এবং তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করে। ঈপ্সিত বিষয়ে যে অনুরাগ জন্মে, তাহা রজোগুণের ধর্ম্ম; যে সুখ বোধ হয়, তাহা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম আর তমোগুণবশে সেই সুখে মোহিত হই; তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝি না। সর্ব্ব কর্ম্মের মূলেই এইরূপে গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্ব। চতুর্দ্দশ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় ২০—৪৪ শ্লোকে এই গুণবিভাগ ও তাহাদের কর্ম্মবিভাগ বিস্তারিত হইয়াছে।২৮।

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ—প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানিগণ। গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে—প্রকৃতির গুণ ও তাহাদের কর্ম্মসমূহে আসক্ত হয়। কৃৎস্নবিৎ—সম্যক্‌দর্শী জ্ঞানী। অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ তান্ ন বিচালয়েৎ—অসম্যক্‌দর্শী মন্দ-বুদ্ধি সেই অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন না; ২৬ শ্লোক দেখ। পুরাতনকে একবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সম্পূর্ণ

জ্ঞানবান্ মোহিত প্রকৃতিগুণে অজ্ঞানি-নিচয়
অজ্ঞানীর প্রকৃতির গুণ-কর্ম্মে সমাসক্ত হয়।
বুদ্ধিভেদ সেই সব মন্দমতি অজ্ঞানীর মন
করিবে না। বিচলিত করিবে না কভু জ্ঞানিগণ।২৯।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

নূতন কিছু গড়িবার চেষ্টা প্রায় সফল হয় না। যাহা আছে তাহা এক দিনে হয় নাই। বহু কাল ধরিয়া স্বাভাবিক নিয়মের উপরেই তাহা হইয়াছে। অতএব পুরাতনকে বজায় রাখিয়া তাহারই উপর স্বাভাবিক নিয়মের অনুকূলেই উন্নতির দিকে চলিতে হয়।২৯

অতএব কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, অধ্যাত্মচেতসা—আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিমুখে যে চেতঃ, তাহা অধ্যাত্মচেতঃ, তদ্দ্বারা। সংসার তাঁহার নিয়মে তাঁহার কর্ত্তৃত্বে চলিতেছে, আমার কর্ত্তৃত্বে নয়, এই জ্ঞানে, সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য—আমায় অর্পণ করিয়া। এবং নিরাশীঃ—ফলকামনাশূন্য, নিষ্কাম হইয়া। অতএব নির্ম্মমঃ—মমতাশূন্য হইয়া। আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য, আমার যত্ন চেষ্টা মনে করিয়া, তদবলম্বনে সংসারের উপর তোমার যে মমতা আছে, লাভালাভ শুভাশুভাদির যে কামনা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া। বিগতজ্বরঃ যুধ্যস্ব—জ্বর, সন্তাপ অর্থাৎ বন্ধুবধ জন্য শোক ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর।

ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, অহংজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। "অহং" থাকিতে কিছু হয় না; অথচ, যতই চেষ্টা করা হউক, অহং যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, "অহং" যদি যাবে না, তবে থাক্

সংসার আমার নয়, "তাঁর" সমুদায়,
ঈশ্বরে "তাঁর" কর্ম্ম,—করে যাই তাঁহার ইচ্ছায়,
কর্ম্ম এই জ্ঞানে সর্ব্ব কর্ম্ম আমায় অর্পিয়া,
সমর্পণ কামনা মমতা সব দূরে সরাইয়া,
নিষ্কাম নির্ম্মম চিত্তে, শোক পরিহরি,
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, কৌরব-কেশরি।৩০।

যে মে মতম্ ইদং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥
যে ত্বেতদ্ অভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ ॥৩২॥

শালা 'দাস আমি' হ'য়ে। দাস আমিতে দোষ নাই। মিষ্টি খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরিতে হয় না। এখানে অধ্যাত্মচেতসা বাক্যে, ভগবান্ সেই 'দাস আমির' কথা বলিয়াছেন। কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার দাস। —গীতোক্ত সাধনতন্ত্রের মূল সূত্র এখানে বলিয়াছেন। ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ ও ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ—এই দুইটীর উপদেশই গীতার বিশেষত্ব। ৯। ২৭ শ্লোকে এ তত্ত্ব সবিস্তারে বুঝিবার যত্ন করিব। ৩০।

যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ—দৃঢ়বিশ্বাসী। এবং অনসূয়ন্তঃ—অসূয়াবিহীন হইয়া। মে ইদং মতং—ঈশ্বরে চিত্তার্পণ ও কর্ম্ম সমর্পণ সম্বন্ধে আমার এই মত। নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি—সদা অনুষ্ঠান করে। তে কর্ম্মভিঃ অপি—তাহারা সর্ব্ব কর্ম্ম হইতেও। মুচ্যন্তে—মুক্ত হয়।৩১।

যে তু মে এতৎ মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ—কিন্তু যাহারা, দুঃখাত্মক কর্ম্মে আমি প্রবর্ত্তিত করিতেছি বলিয়া, আমার এই মতে দোষারোপপূর্ব্বক।

কর্ম্মযোগ	অসূয়া-বিহীন যারা, যারা শ্রদ্ধাবান্
অবলম্বনে	নিত্য মম এই মত করে অনুষ্ঠান,
মুক্তি	যদিও করে হে, তা'রা কর্ম্ম সমুদায়,
ত্যাগে	তবু কর্ম্ম-পাশ হ'তে মুক্ত হয়ে যায়।৩১।
বিনাশ	কিন্তু মম এই মতে দোষ দৃষ্টি করি,
	করে না পালন যারা কৌরব-কেশরি!
	বুদ্ধিহীন তা'রা সবে, সর্ব্ব-জ্ঞানহারা;
	বিনষ্ট বলিয়া, হায়! জানিও তাহারা।৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবান্ অপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

ন অনুতিষ্ঠন্তি—অনুষ্ঠান করে না। তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্, অচেতসঃ, নষ্টান্ বিদ্ধি। অচেতসঃ—নির্ব্বোধ।

১৭ হইতে ৩২ শ্লোকের মর্ম্ম বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। অনেকে জ্ঞান বা বৈরাগ্য-মার্গের ব্যপদেশে ইচ্ছাপূর্ব্বক লৌকিক কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপর বৈরাগ্যপন্থী শৈব ও শাক্ত সন্ন্যাসী বা ভেকধারী বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে আমরা যতই কেন প্রশংসা করি না, ভগবান্ বলিতেছেন "সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ,"—তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা গণ্ডমূর্খ। তাহাদিগকে নষ্ট বলিয়া জানিও। যাহারা পেটের দায়ে ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করে না, তাহারা কিন্তু পরার্থে নিঃস্বার্থভাবে কোন কর্ম্ম করিতে লজ্জা পায়। বড়ই আশ্চর্য্য!

ইহাতেও যদি কেহ, কর্ম্মযোগ কেবল নিম্নাধিকারীর জন্য মনে করেন এবং আপনাকে উচ্চাধিকারী ভাবিয়া, তাহার অনুষ্ঠান না করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। শ্রীভগবান্ আদর্শ কর্ম্মযোগেশ্বর, অর্জ্জুনও প্রধান কর্ম্মবীর। সমগ্র গীতা শ্রবণপূর্ব্বক তিনি কহিলেন,—"আমার মোহ দূর হইয়াছে, এখন আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব," (১৮।৭৩) এই বলিয়া তিনি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; পরন্তু তিনি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন নাই। "প্রাণায়াম-সাধন রূপ স্বধর্ম্ম" অবলম্বনে "আত্মার উদ্ধার" করিয়াছিলেন, এমন কথাও মহাভারতে নাই।৩২।

কর্ম্মময় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা ভগবানের উপদেশমত কর্ম্মযোগাচরণে অবহেলাপূর্ব্বক, কেবল সন্ন্যাসের পক্ষপাতী, তাহাদের প্রতি বলিতেছেন॥ মনে করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। জ্ঞানবান্

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশম্ আগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে—গুণ-দোষ-বিচারক্ষম জ্ঞানীও আপনার প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করে। প্রকৃতি—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার অনুযায়ী স্বভাব (শ্রী)। ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি—সর্ব্ব জীবই স্বভাবের অনুগমন করে। নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—প্রকৃতির নিগ্রহ করিলে কি হইবে? ৩৩।

সংসারে, ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে—ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বিষয়ে। বীপ্সায় দ্বিরুক্তি। অর্থ—বিষয়। রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ—অনুরাগ ও দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ—সেই রাগ দ্বেষের বশে আসিও না। কারণ তৌ হি—সেই দুইটাই। অস্য পরিপন্থিনৌ—ইহার অর্থাৎ সকলেরই, শত্রু (রামা)।

জন্মি কর্ম্মময় এ মনুষ্যলোকে
　　পূর্ব্বমত কর্ম্ম করে না যে জন,
<u>সকলেই</u>　ভ্রান্ত সে অর্জ্জুন! শুধু ইচ্ছা মাত্রে
<u>প্রকৃতিবশে</u>　　না হয় সন্ন্যাসী কভু কোন জন।
কর্ম্ম করে　তাহার কারণ, বর্ত্তমানে রহে
　　যত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম-সংস্কার,
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ভেদ কিছু নাই,
　　সংস্কার-বশে প্রকৃতি সবার।
<u>ইন্দ্রিয়ের</u>　জ্ঞানীও আপন প্রকৃতির বশে
<u>নিগ্রহ</u>　　সর্ব্বরূপ কর্ম্ম করেন সাধন,
<u>নিষ্ফল</u>　কি ফল ফলিবে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে?
　　স্বভাবের বশে চলে ভূতগণ।৩৩।

কোন ব্যক্তির সম্মুখে প্রলোভনের বস্তু উপস্থাপিত হইলে, তাহাতে তাহার চিত্ত স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়; কিন্তু কেবল তদ্দ্বারাই মনে করা উচিত নয়, যে সে ব্যক্তি পাপী। সেই আকর্ষণ প্রকৃতির নিয়মে "ব্যবস্থিত"; তাহা Law of Nature. তাহার বশীভূত হওয়াই পাপ।

৩৩—৩৪ শ্লোকের মর্ম্ম এই। যেমন প্রবল স্রোতে পতিত নৌকাকে বলপূর্ব্বক স্রোতের প্রতিকূলে চালনার চেষ্টা করিলে ফল হয় না, তাহা না করিয়া বরং স্রোতের অনুকূলে যাইয়াই তাহারই মধ্যে কৌশলপূর্ব্বক ক্ষেপণীর সাহায্যে তীরের দিকে যাইতে হয়। তদ্রূপ প্রকৃতির বশে, প্রকৃতির রজোগুণজ বাসনার বশে, প্রয়োজন (necessity) বশে যে কার্য্যে আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বলপূর্ব্বক সেই প্রবৃত্তির গতি রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিকূলে কর্ম্মচেষ্টার ফল হয় না। তবে কিন্তু নিশ্চেষ্ট জড় পদার্থবৎ সেই প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া তাহারই মধ্যে কৌশল অবলম্বন করিয়া, সেই প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া উন্নতির দিকে যাইতে হয়। যে কার্য্যে যাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সেই স্বাভাবিক কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক রুদ্ধ না করিয়া, তাহাকে নিয়মিত পথে চালাইয়া, সৃষ্টির নিয়মানুসারে যে অংশ যাহার ভাগে পড়িয়াছে, তাহা ভগবানের কর্ম্ম জানিয়া, শুদ্ধ বুদ্ধিতে অকপট চিত্তে করিতে হয়। তদ্দ্বারা প্রবৃত্তির বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয় এবং নীচের প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া উপরের দৈবী প্রকৃতির বিকাশ হইতে থাকে। ভগবান্ তাঁহার বিশ্বলীলার মধ্যে

অনুকূল অর্থ পাইলে ইন্দ্রিয়
<u>রাগ দ্বেষ</u> তাহাতে তাহার জন্মে অনুরাগ,
<u>স্বাভাবিক</u> তেমনি আবার স্বভাবতঃ তা'র
প্রতিকূল অর্থে জনমে বিরাগ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

যাহাকে যেখানে আনিয়া রাখিয়াছেন ও যাহা কিছু দিয়াছেন, তন্মধ্যে কাহাকেও কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না, অথবা নূতন কিছু গ্রহণ করিতে হইবে না। পরশ্লোকে স্বধর্ম্মপালনপ্রসঙ্গে সেই কথা বলিতেছেন। ৩৪।

স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ—অসম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও। তাহা সু-অনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ—সুসম্পন্ন পরধর্ম্ম হইতে। শ্রেয়ান্—উত্তম। স্বধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া, নিধনম্ অপি শ্রেয়ঃ। তথাপি পরধর্ম্ম (অবলম্বন করা) ভয়াবহঃ।

এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য প্রথমে স্বধর্ম্ম শব্দের মর্ম্ম বুঝিব। সকলের প্রকৃতি সমান নহে। কাহারও প্রকৃতি সত্বপ্রধান, কাহারও রজঃপ্রধান, কাহারও বা তমঃপ্রধান। যাহার প্রকৃতি সত্বপ্রধান, সত্ব-গুণোচিত কর্ম্ম—জ্ঞানচর্চ্চা, সমাজে জ্ঞান ও ধর্ম্মরক্ষার উপযোগী শম, দম, তপঃ, শৌচাদি-সাধন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; (১৮ ৪২)। যাহার প্রকৃতি রজঃপ্রধান, রজোগুণোচিত কর্ম্ম—সমাজ শাসন, নেতৃত্ব, সমাজরক্ষার জন্য যুদ্ধ, ইত্যাদি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; (১৮।৪৩)। যাহার প্রকৃতি রজ ও তমঃপ্রধান, রজ ও তমোগুণোচিত কর্ম্ম—কৃষি, বাণিজ্যাদি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহা বৈশ্যের ধর্ম্ম; (১৮.৪৪)। আর যাহার প্রকৃতি তমঃপ্রধান, তমো-গুণোচিত কর্ম্ম—অন্যের পরিচর্য্যা অর্থাৎ অন্যের নেতৃত্বে বা আজ্ঞাধীনে

ইন্দ্রিয়ে বিষয়ে এই নিত্য ধর্ম্ম,
<u>তাহাদের</u>　　অন্যথা তাহার না হয় কখন,
<u>বশীভূত</u>　　এই রাগ দ্বেষ শত্রু সকলের,
<u>হইও না</u>　　ইহাদের বশে না কর গমন। ৩৪।

থাকিয়া কর্ম্ম করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহা শূদ্রের ধর্ম্ম ; (১৮।৪৪)। এই নিয়মানুসারে সমাজ মধ্যে যে, নিজ প্রকৃতির অনুরূপ যে কর্ম্মের উপযুক্ত ও অবস্থানুসারে যে কর্ম্মে নিয়োজিত, তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। যাহাতে সমাজ ব্যবহার সুশৃঙ্খলে ও সরলভাবে চলিতে পারে, তদুদ্দেশেই শাস্ত্রকার ঋষিগণ শ্রম-বিভাগরূপ চতুর্ব্বর্ণ সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কর্ম্মবিভাগ হইতে বর্ণবিভাগ হইয়াছে। মানুষ মাতা-পিতৃজ শরীর হইতে অনুরূপ প্রকৃতি পায় বলিয়া, এই বিভাগ কালক্রমে পুরুষপরম্পরাগত হইয়াছে। ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম বলিলে সে কালে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বুঝাইত। কারণ ইহা সমাজকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে। ধৃ—ধারণকরা, রক্ষা করা+মন—ধর্ম্ম।

কিন্তু এই স্বধর্ম্মাচরণেও বিঘ্ন আছে। অনেক সময়ে তাহা বিগুণ (গুণহীন) মনে হয়। অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম এই যুদ্ধ এখন তাঁহার নিকট ঘোর ভয়াবহ মনে হইতেছিল। আমাদেরও অনেক সময় এইরূপ হয়। ভগবানের উপদেশ—স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও তাহা করাই কর্ত্তব্য।

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ ভয়াবহ। কারণ পরধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে। কামনার দ্বারা পরিচালিত না হইলে কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করে না। আবার ইহা সমাজের পক্ষেও ভয়াবহ। ব্রাহ্মণ

কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পিয়া আমায়
স্বধর্ম্ম পালন করে হে, যে জন,
তা'র রাগ দ্বেষ দূরীভূত হয়,—
কর হে অর্জ্জুন, স্বধর্ম্ম-পালন।

<u>স্বধর্ম্ম পালন</u>

পরধর্ম্ম যদি সুসম্পন্ন হয়,
বিগুণ স্বধর্ম্ম তবু শ্রেয়স্কর ;
স্বধর্ম্ম-সাধনে মৃত্যুও মঙ্গল,
পরধর্ম্ম কিন্তু তবু ভয়ঙ্কর। ৩৫।

যদি শূদ্রের কর্ম্ম, শূদ্র ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, স্বর্ণকার কায়স্থের কর্ম্ম ইত্যাদি গ্রহণ করে, তবে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা, উৎকট জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যেমন বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে হইয়াছে।

সে কালে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল, সুতরাং তাহা অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ স্বধর্ম্মের কথা বুঝাইয়াছেন ; পরন্তু ঐ নীতিতত্ব কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র উপযোগী (তিলক)।

এক্ষণে স্বধর্ম্ম শব্দের অর্থসম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। স্ব—আপনার+ ধর্ম্ম। যাহা ধারণ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। এখন যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ধর্ম্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার প্রত্যেকের সহিত "স্ব" শব্দ যোগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, যথা,—

(ক) লোকের স্বাভাবিক অবস্থার নাম ধর্ম্ম। যেরূপ প্রকৃতি লইয়া যাহার জন্ম ; দেশ, কাল, শিক্ষা ইত্যাদির ভেদে শরীরের ও মনের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে, যে যেমন ভাবে গঠিত, তাহাই তাহার ধর্ম্ম বা নিত্য-স্বভাব। ইংরাজী Nature ; এবং তদনুরূপ কার্য্য করা, স্বধর্ম্ম-পালন।

(খ) শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহারকে ধর্ম্ম বলে। নিজ দেশ বা সমাজ-প্রচলিত শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার প্রতিপালন, স্বধর্ম্ম-পালন। ইহার নামান্তর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ইংরাজী Caste-System.

(গ) দেশ বা জাতি বিশেষের উপাসনা-প্রণালীর নাম ধর্ম্ম, এবং স্বদেশ ও স্বজাতি মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে উপাসনা স্বধর্ম্ম-পালন। ইংরাজী Religion.

(ঘ) কর্ত্তব্য পালনের নাম ধর্ম্ম। দেশকালস্রোতে পড়িয়া, নিজ প্রয়োজনবশতঃ বা অন্য কারণে, যে ব্যক্তি যে কার্য্যের ভার আপনি

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণের্য় বলাদ্ ইব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

স্বীকার করিয়া লইয়াছে, বা তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা যথাযথ বহন করার নাম স্বধর্ম্ম-পালন। ইংরাজী Duty.

(ঙ) যদ্দ্বারা লোকস্থিতি সিদ্ধ হয়, তাহা ধর্ম্ম। যাহাতে নিজ দেশ জাতি ও সমাজের স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা সাধিত হয়, তাহা স্বধর্ম্ম-পালন। ইংরাজী Patriotism.

(চ) সমাজ-ব্যবস্থার নাম ধর্ম্ম ; যথা রাজধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ইত্যাদি। সেই সমাজব্যবস্থার অনুকূল ভাবে কর্ম্ম করা স্বধর্ম্ম পালন।৩৫।

৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগ এবং দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। ইচ্ছা না থাকিলেও মানুষ তাহাদের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে। এখন অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কেন এমন হয় ?

হে বাষ্ণের্য় ! অথ কেন প্রযুক্তঃ—কাহার প্রেরণায়। অয়ং পুরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি—ইচ্ছা না করিলেও। বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব—যেন সবলে চালিত হইয়া। পাপং চরতি। বাষ্ণের্য়—বৃষ্ণিকুল প্রসূত, কৃষ্ণ। ৩৬।

অর্জ্জুন কহিলেন।

বল, কৃষ্ণ ! বল মোরে, না ঘুচে সংশয়,
পাপের — বিষয়ে এ রাগ দ্বেষ কোথা হ'তে হয় ?
প্রণোদক — কে করে পুরুষে বল, পাপে প্রণোদিত,
কে ? — অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলে নিয়োজিত ? ৩৬।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনম্ ইহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভ স্তথা তেনেদম্ আবৃতম্ ॥৩৮॥

ভগবান্ বলিতেছেন,—রাগ দ্বেষের হেতু, পাপের প্রণোদক, রজো-গুণসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ—এই কাম, এই ক্রোধ। কাম আর ক্রোধ দুইটী; কিন্তু এক বচন প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কাম ও ক্রোধ একই বস্তু, দুইটি পৃথক নহে; আত্মপ্রীতি-সাধন ইচ্ছার নাম কাম। আর সেই ইচ্ছার পূরণে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, কাম প্রতিহত হইলে, তাহাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। কাম মহাশনঃ—যাহা অত্যধিক অশন, ভোজন করে, অর্থাৎ দুষ্পূরণীয়। মহাপাপ্মা—অত্যুগ্র (শ্রী)। এনং বৈরিণং বিদ্ধি—ইহাকেই শত্রু জানিও। ৩৭।

জীবের জ্ঞান এই কামে আবৃত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—(যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে। আদর্শঃ—দর্পণ। মলেন আব্রিয়তে (শং)। যথা চ

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

"আত্মেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম,"
প্রতিহত কাম ক্রোধে পায় পরিণাম।
পাপের মূল　এই কাম, এই ক্রোধ, রজোগুণোদ্ভব,
কাম ক্রোধ　পাপ পথে ল'য়ে যায় ইহাই, পাণ্ডব!
কেহ না কামের ক্ষুধা মিটাইতে পারে,
অতিশয় উগ্র, শত্রু জানিবে ইহারে। ৩৭।
জগৎ　ধূমে সমাবৃত রহে, যথা হুতাশন,
কামে　মলে সমাচ্ছন্ন রয় যেমন দর্পণ,

আবৃতং জ্ঞানম্ এতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

গর্ভঃ উল্বেন—জরায়ুদ্বারা আবৃত। তথা তেন—সেই কামের দ্বারা। ইদং—এই সম্মুখে যাহা রহিয়াছে অর্থাৎ সমগ্র জগৎ। আবৃতম্ (৭।২৭)।

যতক্ষণ অগ্নি ধূমে, দর্পণ মলে ও গর্ভ জরায়ুতে আবৃত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের প্রকাশ হয় না। তদ্রূপ যতক্ষণ হৃদয়ে রজোগুণ প্রবল থাকিয়া সত্ত্বগুণকে আবৃত করিয়া রাখে, ততক্ষণ সত্ত্বগুণোৎপন্ন জ্ঞানের বিকাশ হয় না। সেই সেই আবরণ যেমন যেমন অপসৃত হয়, তদনুরূপ বিকাশ তাহাদের হয়। তদ্রূপ রাজসিক কাম-বাসনা ভাবনা যেমন যেমন ক্ষীণ হয়, তদনুরূপ জ্ঞানের বিকাশ হয়। ৩৮।

কাম যে সর্ব্ব অনর্থের মূল, সাধারণে বিষয়ভোগকালে সাময়িক সুখে মুগ্ধ হইয়া, তাহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানী তাহা বুঝিয়া, তাহাকে নিত্য শত্রু বলিয়া জানে। তজ্জন্য বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন—জ্ঞানীর চিরশত্রু এবং অনলসদৃশ দুষ্পূরণীয় কামে। জ্ঞানম্ আবৃতম্।

অনল—যাহার অলম্ অর্থাৎ পর্য্যাপ্তি নাই; দহন করিয়া যাহার তৃপ্তি নাই (শং)। ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না, পরন্তু বর্দ্ধিত হইয়া সন্তাপের হেতু হয়, অতএব তাহা অগ্নিতুল্য দুষ্পূর—দুষ্পূরণীয়। ৩৯।

আবৃত

জরায়ুতে গর্ভ রয় আবৃত যেমন
কামে সমাচ্ছন্ন রয় জগৎ তেমন। ৩৮।

কৌন্তেয়! দুষ্পূর কাম অনল সমান,
নিত্য শত্রু জ্ঞানীর, আবৃত করে জ্ঞান। ৩৯।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানম্ উচ্যতে।
এতৈ র্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

সেই কাম থাকে কোথায়? ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্—আশ্রয়, থাকিবার স্থান। উচ্যতে। এষঃ—কাম। এতৈঃ—এই সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির দ্বারা। জ্ঞানম্ আবৃত্য, দেহিনং—দেহাভিমানী জীবকে। বিমোহয়তি—মুগ্ধ করে; অন্যথা জ্ঞানযুক্ত করে।

চক্ষু কর্ণাদির দ্বারা যাহা দেখা শুনা যায়, মন তাহার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে চায় এবং বুদ্ধি, সে বিষয় কি, তাহা অবধারণপূর্ব্বক, তাহা হেয় কি প্রেয়, তাহা স্থির করে। অতঃপর তাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিবার কামনা হয়। অতএব ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয়।

কাম কিরূপে জ্ঞানকে আবৃত করে? চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে সেই সেই বিষয়ের যেরূপ অনুভূতি (sensation) হয়, তাহা স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াদ্বারা মনে, পরে মন হইতে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। অন্তঃকরণস্থ বুদ্ধি একখানি দর্পণস্বরূপ। বুদ্ধিরূপ দর্পণে সেই অনুভূতি যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, সে বিষয়ের সেইরূপ জ্ঞান (perception) হয়। গৃহের আলোক-প্রবেশপথে রঙ্গিন কাচ দেওয়া থাকিলে যেমন গৃহের আলোক রঙ্গিন হয় ও গৃহের সমস্ত বস্তু রঙ্গিন দেখায়, তদ্রূপ আমাদের অন্তঃকরণ মধ্যে জ্ঞানপ্রবেশপথ—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, কামরূপ রঙ্গিন কাচে আবৃত থাকায়, জ্ঞানের আলোকও রঙ্গিন হইয়া দাঁড়ায়, এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ও সেই রঙ্গে রঞ্জিত দেখায়। তাহার

বুদ্ধি আর মন আর ইন্দ্রিয় সকলে
<u>কামের</u> কামের আশ্রয়স্থান, সাধুগণ বলে।
<u>আশ্রয়</u> এদের ছলায় কাম জ্ঞানে আবরিয়া
দেহ-অভিমানী জীবে রাখে ভুলাইয়া। ৪০

তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় না। এইরূপে কাম, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সহায়ে, জ্ঞানকে আবৃত করে। আজ সর্ব্ব-বাসনা-বর্জ্জিত হও, কাল এই সৃষ্টিকে আর এক রূপে দেখিবে।

একটি প্রবাদ আছে—"যার সঙ্গে যার মজে মন।" এই প্রবাদ হইতেও আমরা এই তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারি। যার সঙ্গে যার মন মজিয়াছে, সে তাহার দোষ দেখিতে পায় না। তাহার সমস্ত দোষকে সে দোষ বলিয়া ধরে না। ইহার কারণ ঐ "মন মজা"—ঐ কাম। কামই তাহার যথার্থ স্বরূপ, তাহার দোষ গুণ, দেখিতে দেয় না।৪০।

অতঃপর সেই কামজয়ের কথা বলিতেছেন। তস্মাৎ—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিই যখন কামের আশ্রয় তখন। ত্বম্ আদৌ—মোহ উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই। ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে সংযত করিয়া (শ্রী)। পাপ্মানং—পাপস্বরূপ। জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্ এনম্ হি প্রজহি—জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশী এই কামকে নিঃশেষে হনন কর।

শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশলব্ধ যে শিক্ষা তাহার নাম জ্ঞান; আর তাহা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাহার যে স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সে বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহার নাম বিজ্ঞান। চিনি মিষ্ট, ইহা জানা চিনির জ্ঞান, আর চিনি খেয়ে মিষ্টতার উপলব্ধি করা চিনির বিজ্ঞান। জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্ব্ববিধ জ্ঞান।৪১।

জিনিলে আশ্রয় সেই, হবে কামজয়;
কামজয়ের উপায় অতএব বিমুগ্ধ না করিতে হৃদয়;
অগ্রে করি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সংযত,
সর্ব্বজ্ঞাননাশী পাপ কামে কর হত।৪১।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধে র্যঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

অতঃপর ইন্দ্রিয় ও কাম উভয়েই যদ্দ্বারা বশীভূত হয়, তাহা বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়াণি—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থ সকল হইতে। পরাণি—শ্রেষ্ঠ। আহুঃ—পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন। ইন্দ্রিয় শব্দে ইন্দ্রিয়শক্তি। চক্ষুতে কোন বস্তুর ছায়া পড়িলে যে শক্তির দ্বারা সেই বস্তু সম্বন্ধে দর্শনজ্ঞান জন্মে, তাহাই দর্শনেন্দ্রিয়। তাহা চক্ষু গোলক নহে; মস্তিকস্থ স্নায়ুকেন্দ্র বিশেষে তাহা অবস্থিত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ-সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ইন্দ্রিয়শক্তি সকল সূক্ষ্ম এবং তাহারা জীবের সূক্ষ্ম দেহের (১৩।৫) উপকরণ। স্থূল দেহের ধ্বংসে তাহারা বিনষ্ট হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল স্থূল ও বিনাশশীল। অতএব ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। আবার মনোযোগ বিনা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না পাইলেও মনের ক্রিয়া হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্। মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা—বুদ্ধি মন হইতেও শ্রেষ্ঠ। অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। রূপ রসাদি বিষয় সকল চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়পথে, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার দ্বারা অন্তঃকরণে নীত হইলে মন

রূপ রস আদি যত ভোগ্য এ সংসারে,
সকলেরই ভোগ হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারে।
ইন্দ্রিয় মন　সে হেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা' কিছু বিষয়
বুদ্ধি আত্মা　তা'হতে ইন্দ্রিয়গণে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।
পর পর শ্রেষ্ঠ　ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ নরবর!
বুদ্ধি পুনঃ হয় সেই মনের উপর।
বুদ্ধির পরেও কিন্তু শ্রেষ্ঠ যাহা হয়
সেই শ্রেষ্ঠতম বস্তু আত্মা, ধনঞ্জয়!৪২।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানম্ আত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সেই অনুভূত বিষয় কি, তাহা জানিতে চায়। অনন্তর বুদ্ধি, পূর্ব্বানুভূত বিষয়সমূহের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, উহা কি, তাহা নিশ্চয় করে। অতএব মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধেঃ যঃ তু পরতঃ—কিন্তু সেই বুদ্ধি হইতেও যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা বুদ্ধিরও আভ্যন্তর (শং)। তাহা সঃ—সেই আত্মা, কাম যাহাকে আবৃত করে। আত্মা কিরূপে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আদির পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করে, ১৩।২০ শ্লোকের টীকায় তাহা বুঝিয়াছি।৪২।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা—বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ ঈদৃশ যে আত্মা, তাহাকে জানিয়া, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক। আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য—অচঞ্চলা বুদ্ধিযোগে মনকে সংযত করিয়া। কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি—কামরূপ শত্রুকে বিনাশ কর। দুরাসদ—যাহা দুঃখে আসাদনীয়, প্রাপ্য অর্থাৎ দুর্ব্বিজ্ঞেয় (শং, শ্রী) অথবা দুর্দ্ধর্ষ (বল)।

হৃদয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে মনের ভাবচঞ্চলতা আপনা আপনি

	বুদ্ধি পরে আত্মা সেই, সর্ব্বসারাৎসার
	করি ধ্যান মতিমান্, স্বরূপ তাহার,
কামজয়ের	অচঞ্চলা বুদ্ধিযোগে আপনার মন
উপায়	স্থির ভাবে তদুপরি করিয়া স্থাপন,
ঈশ্বরে	কর নাশ, মহাবাহু তুমি ধনঞ্জয়!
চিত্তার্পণ	কামরূপ শত্রু সেই দুর্জ্জেয়—দুর্জ্জয়।
	জাগে না ঈশ্বর তত্ত্ব হৃদয়ে যাহার
	ধনঞ্জয়! কামজয় দুষ্কর তাহার। ৪৩।

প্রশান্ত হয়। কঠোর সংযম মাত্র চিত্ত স্থির করিবার, কাম জয় করিবার উপায় নহে। মন সম্পূর্ণ স্থির না হইলে যে ঈশ্বর তত্ত্বের উপলব্ধি হইবে না—এমন কিছু নয়। মন স্থির হইলেই সাধনার শেষ হয়। সাধনাবস্থায় চঞ্চল মন দিয়াই ঈশ্বরদর্শন হয়। ঈশ্বরদর্শন হইলেই মন প্রশান্ত হয়, কামজয় হয়। ইহাই ভগবদুপদিষ্ট ইন্দ্রিয় জয়ের কামজয়ের উপায়। ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পিত না হইলে, নিগ্রহ নিষ্ফল—নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ৩।৩৩।৪৩।

তৃতীয় অধ্যায় শেষ হইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ সাংখ্য ও কর্ম্মযোগসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কর্ম্মাচরণ ও কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সন্দেহ-ভঞ্জন হয় নাই। তজ্জন্য সমগ্র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান্ পুনরায় সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছেন।

কর্ম্মমার্গ ও সন্ন্যাসমার্গ ব্রহ্মনিষ্ঠার দ্বিবিধ পন্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ মাত্রই সন্ন্যাস নহে। কর্ম্মময় মনুষ্যলোকে কর্ম্মব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না। জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া কর্ম্ম করাই ভাল (৫)। আর কর্ম্মমাত্রই যে মন্দ, সংসারবন্ধনস্বরূপ, তাহা নহে। যজ্ঞানুষ্ঠানের কামনায় কর্ম্ম করিলে তদ্দ্বারা সংসারপাশ ঘটে না। অতএব আমাদের জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মই যজ্ঞবুদ্ধিতে করিতে হয়; আহারবিহারাদি সর্ব্ব কর্ম্মকেই যজ্ঞার্থ কর্ম্মে পরিণত করিতে হয়। জগতের পালন পোষণে যজ্ঞার্থ কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন। তদ্দ্বারা স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বিনিময় চলে, এবং তদ্দ্বারাই ইহপারলৌকিক সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাভ হয় (৯—১৬)। জ্ঞানী ব্যক্তি লোকস্থিতির জন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন (২৫) যেমন আমি করিতেছি (২২)। লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা জ্ঞানীর বিশেষ কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত (২৫—২৬)। "তোমার কর্ম্ম" তোমার সংসার ইত্যাদি ধারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া আপনার কায করিয়া যাও (৩০)। ইচ্ছা মাত্রেই কেহ জ্ঞানী অথবা সন্ন্যাসী হইতে পারে না। সকলেই প্রকৃতির বশে সমুৎপন্ন রাগদ্বেষ-কামক্রোধবশে, কর্ম্ম

করিতে বাধ্য (৩৩)। কামক্রোধাদি বিকার মানুষকে বলপূর্ব্বক পাপে প্রবর্ত্তিত করে (৩৭)। অতএব প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক আপনার মনকে আপন বশে রাখিবার জন্য যত্ন করেন। আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক ভগবানের উপদেশমত কর্ম্ম করে, সে কাম জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী হইতে পারে। ঈশ্বরে চিত্তার্পণই ইন্দ্রিয় জয়ের মুখ্য উপায় (৩৫—৪৩)।

এইরূপে তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের উপযোগিতা ও কামজয়ের উপায় দেখাইলেন। পরে সেই কর্ম্মযোগ হইতে কিরূপে জ্ঞানের বিকাশ হয়, চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছেন।

কর্ম্মযোগ পেয়ে পার্থ করে কাম জয় ;
হায় প্রভু ! "আশুতোষ" কামকূপে রয়।

কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞান-যোগঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

দেখায়ে আদর্শ কর্ম্ম স্থাপন করিতে ধর্ম্ম
যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'ন ভগবান্;
লক্ষ্যি সেই কর্ম্মপথ চলে যার মনোরথ,
আপনি লভিয়া জ্ঞান, পায় সে নির্ব্বাণ।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ বুঝাইয়াছেন, যে আত্মোন্নতির জন্য সংসারের খেলা বন্ধ করিয়া প্রকৃতির পারে যাওয়া আবশ্যক নহে। ঈশ্বরে আত্ম-

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

ভগবানই এই যোগের প্রবর্ত্তক

এই কর্ম্মযোগ যাহা দিনু উপদেশ
সেই যোগ অভিনব নয়, গুড়াকেশ!
অধুনা তোমায় মাত্র উৎসাহিতে রণে
বলি হে, নূতন কথা ভাবিও না মনে।
অব্যয় এ যোগ, কভু না হয় বিফল,
সবিতায় পূর্ব্বে আমি কহিনু সকল;
তিনি কহিলেন তাহা স্বপুত্র মনুরে,
মনু কহিলেন পুনঃ পুত্র ইক্ষ্বাকুরে। ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

সমর্পণপূর্ব্বক আপন আপন অধিকারগত কর্ম্মের সম্যক্ আচরণই শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে।

এক্ষণে চতুর্থ অধ্যায়ে, সেই কর্ম্মযোগ হইতে কিরূপে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার ফল কি, জ্ঞানী সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কি ভাবে কর্ম্ম করেন, তাহা বলিতেছেন। প্রথমে সেই কর্ম্মযোগের প্রাচীনত্ব, গৌরব ও সম্প্রদায়-পরম্পরা দেখাইয়া বলিতেছেন।

ইমম্ অব্যয়ং যোগং—সদা সমান ফলপ্রদ এই কর্ম্মযোগের বিষয়। অহং বিবস্বতে প্রোক্তবান্—আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। বিবস্বান্—সূর্য্য। মনবে প্রাহ। মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ—ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন।

এই কর্ম্মযোগ নূতন নহে। জগতের রক্ষা ও পরিপালনের জন্য জগৎ-প্রতিপালক ক্ষত্রিয়কুলের আদি পুরুষ সূর্য্যকে ভগবান্ ইহা বলিয়াছিলেন। ভগবান্ই ইহার প্রবর্ত্তক ও উপদেষ্টা। ১।

হে পরন্তপ! এবম্—এই ভাবে। পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমম্—এই যোগ। রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ—রাজর্ষিগণ জানিতেন। ইহ—ইদানী। সঃ যোগঃ মহতা কালেন—সর্ব্বগ্রাসী সুদীর্ঘ কালবশে। নষ্টঃ।২।

বংশ-পরম্পরাক্রমে, ওহে গুড়াকেশ

রাজর্ষিগণ এইরূপে ক্রমে ক্রমে লভি উপদেশ

ইহা জেনেছিলা এই যোগ রাজঋষিগণ,—

জানিতেন দীর্ঘ কাল বশে তাহা বিলুপ্ত এখন।২।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।

ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদ্ উত্তমম্ ॥৩॥

তুমি মে ভক্তঃ সখা চ অসি। ইতি—এই জন্য। অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে প্রোক্তঃ। এতৎ হি উত্তমং রহস্যম্—উত্তম গুহ্য বিষয়; ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা সুকঠিন বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলে ইহা নিশ্চয়ই অতি উত্তম।

১—৩ শ্লোক হইতে স্থির জানা যায় যে, যে জ্ঞানে ইক্ষ্বাকু আদি রাজর্ষিগণের ন্যায় নিরঙ্কুশ রাজদণ্ড পরিচালনের ক্ষমতা লাভ হয়, যে জ্ঞানে রাজচক্রবর্ত্তী রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও পরিণামে মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়া যায়, গীতায় সেই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। যে আধারে রাজভোগ ও মোক্ষ একত্র বর্ত্তমান, তাহাই গীতার ব্রহ্মজ্ঞান। অপিচ ইহা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিগণের বিদ্যা নহে; পরন্তু ইহা রাজর্ষিগণের বিদ্যা; এবং ভগবান্ ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া আপনার পরম প্রিয় সখাকে কর্ম্মযোগ অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন। অতএব ভগবানের মতে, কর্ম্মযোগই ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়; কর্ম্ম-সন্ন্যাস নহে। কিন্তু ভারতের কি দুর্ভাগ্য, কোন ভাষ্যকার, কোন টীকাকার, ইদানীন্তন কোন ধর্ম্মাচার্য্য, গীতাজ্ঞানের সেই দিক্‌টা দেখাইয়া দেন নাই। ৩।

ভক্ত তুমি, সখা তুমি, তাই হে এখন,
কহিনু তোমায় সেই যোগ পুরাতন।
উত্তম এ গুহ্য তত্ত্ব জানিবে নিশ্চয়,
যতনে ইহার মর্ম্ম বঝ. ধনঞ্জয় ।৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথম্ এতদ্ বিজানীয়াং ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

ভবতঃ—আপনার। জন্ম। অপরং—পরে। বিবস্বতঃ জন্ম পরং—পূর্ব্বে। কথম্—কিরূপে। এতদ্ বিজ্ঞানীয়াম্ ইত্যাদি স্পষ্ট ।৪।

উত্তরে শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মে বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি। তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি। অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ—আমি সে সমস্ত জানি। কিন্তু, ত্বং ন বেত্থ—তুমি জান না। রাগ-দ্বেষ-লোভাদি রাজসিক ভাবে তোমার জ্ঞান সমাচ্ছন্ন। আমাদিগের মধ্যেও যদি কেহ কখন সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, তখন তিনিও ভগবানের ন্যায়, সমস্ত জন্মের স্মৃতি লাভ করিবেন ।৫।

অর্জ্জুন কহিলেন।

অগ্রে আদিত্যের জন্ম, তব জন্ম পরে,
কি সে বুঝি, তুমি পূর্ব্বে কহিলা ভাস্করে?

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

বহু জন্ম পরন্তপ, গিয়াছে আমার,
সেইরূপ বহু জন্ম গিয়াছে তোমার।
জান না সে সব কিন্তু তুমি, ধনঞ্জয়!
নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত আমি জানি সমুদয় ।৫।

অবতার তত্ত্ব (৫—৮)

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

যদিও তোমরা সকলে এবং আমি পুনঃ পুনঃ জগতে প্রকাশিত হই, তথাপি আমার প্রকাশে এবং তোমাদের প্রকাশে বিশেষ প্রভেদ আছে। দেখ, অজ্ঞানই জীবের পুনর্জ্জন্মের হেতু, কিন্তু আমি অব্যয়াত্মা—আমার জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদির ক্ষয় নাই (শং)। তজ্জন্য অজঃ সন্ অপি—জন্মহীন হইয়াও। অথবা অজ ও অব্যয়াত্মা—অনশ্বরস্বভাব (শ্রী) অর্থাৎ জন্মমৃত্যুহীন ও নির্ব্বিকার হইয়াও। এবং অন্যে প্রকৃতি-বশীভূত, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম-পরতন্ত্র, কিন্তু আমি ঈশ্বরঃ সন্ অপি—সকলের নিয়ন্তা, সুতরাং প্রকৃতিবশ ও কর্ম্মপরতন্ত্র না হইয়াও। স্বাং প্রকৃতিং—আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে। অধিষ্ঠায়—অধিষ্ঠান বা আশ্রয়পূর্ব্বক। আত্মমায়য়া সম্ভবামি—আপন মায়া দ্বারা উৎপন্ন হই। অন্যে যেমন কর্ম্ম-ফলের অধীন হইয়া জন্ম লাভ করে (৮।১৯ ও ৯।৮ দেখ), সেরূপ কর্ম্মাধীন হইয়া আমি জন্ম গ্রহণ করি না। আমি আপন মায়াশক্তি-বলে আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছায় দেহবানের ন্যায় আবির্ভূত হই। ৬।

তোমরাও আস, আসি আমিও সংসারে,
অবতার — বিস্তর প্রভেদ কিন্তু দুয়ের মাঝারে।
যদিও আমার জন্ম নাহি, ধনঞ্জয়!
অজ্ঞানেতে জন্ম,—জ্ঞান আমার অক্ষয়,
ভগবানের — জনম-মরণ-হীন আমি নির্ব্বিকার,
দিব্য জন্ম — এ সংসারে আমি হই নিয়ন্তা সবার,
তবু নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি
আপন মায়ায় আমি জীবরূপ ধরি ।৬।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

কখন শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হই? যদা যদা হি ইত্যাদি স্পষ্ট। ধর্ম্ম—জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুঃ (শং)—যাহাতে জগতের স্থিতি ও যাহা হইতে সর্ব্ব জীবের সাক্ষাৎভাবে অভ্যুদয় ও শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা ধর্ম্ম। "হিংস্রদিগের হিংসানিবারণার্থই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।" মহাভারত বনপর্ব্ব ৭০ অধ্যায়। ৭।

আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি? পরিত্রাণায় সাধূনাম্ ইত্যাদি

যাহে জগতের স্থিতি, যাহে অভ্যুদয়,
যাহা হ'তে সর্ব্ব জীবে শ্রেয়োলাভ হয়,
ধর্ম্ম তাহা; করে যাহা জগৎ-ধারণ,
হিংস্র-হিংসা-নিবারণে ধর্ম্মের সৃজন।
জগতে ধর্ম্মের গ্লানি যখন যখন,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান,—আমিও তখন,
শরীর-স্বীকার করি, ভরত-কেশরি,
আপনিই আপনাকে প্রকাশিত করি। ৭।

(পার্শ্বটীকা: ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন কখন?)

পুণ্যকর্ম্মা সাধুদের রক্ষার কারণ,
দুষ্টকর্ম্মা পাপীদের করিতে নিধন,
ধর্ম্ম-সংস্থাপন তাহে করিতে সংসারে
যুগে যুগে আবির্ভূত হই বারে বারে। ৮।

(পার্শ্বটীকা: অবতারের কার্য্য ধর্ম্ম-সংস্থাপন)

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্ এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মাম্ এতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

স্পষ্ট। ধর্ম্মসংস্থাপন—ধর্ম্মের সম্যক্ স্থাপন, স্থিরীকরণ। বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—দুষ্ট বিনাশের জন্য তাঁহার আবির্ভাব। এখানে আপত্তি হইতে পারে, যে দুষ্টের বিনাশ ভিন্ন অন্য উপায়ে কি ধর্ম্মের সংস্থাপন হইতে পারিত না? খৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্যাদির ন্যায় উপদেশাদির দ্বারা অথবা স্বীয় অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির বলে কি তিনি কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিতেন না? পারিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু তাঁহার যাহা উপদেশ, তাহা ৩.১৯—২৬ শ্লোকে দেখিয়াছি। জ্ঞানী ব্যক্তি সাধারণ লোক সকলের মধ্যে থাকিয়া, স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগকে সদাচারের আদর্শ দেখাইবেন। তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। মনুষ্যত্বের যে মহান্ চিত্র তিনি গীতায় আঁকিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ কার্য্য স্বয়ং আচরণ করিয়া, সেই চিত্রের সজীব আদর্শ তিনি দেখাইয়াছেন। গীতানীতিবাক্য আর কৃষ্ণজীবন তাহার দৃষ্টান্ত। অমানুষী-শক্তির

যদিও অব্যক্ত আমি, ভরত-নন্দন!
তথাপি সংসারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা কারণ
যেরূপে স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি
আপন মায়াতে আমি ব্যক্ত রূপ ধরি,
অবতারের আদর্শ কর্ম্মের পন্থা জীবে দেখাবারে
কর্ম্মতত্ত্ব যে ভাবে নিষ্কামে কর্ম্ম করি হে সংসারে,
জ্ঞানে মুক্তি আমার সে দিব্য জন্ম আর দিব্য কর্ম্ম
যে জন জেনেছে তা'র যথাযথ মর্ম্ম,
সে জন সে ভাবে কর্ম্ম করিয়া সংসারে
দেহান্তে না লভে জন্ম, পায় সে আমারে।৯।

সাহায্যে যে কর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্ম যথেষ্ট নহে। তিনি অমানুষী শক্তি যোগে না হয় একটা অঘটন ঘটাইয়া গেলেন, কিন্তু অন্যে সে শক্তি কোথায় পাইবে? সুতরাং এমন একটী আদর্শ দেখান চাই, যাহা মানুষী শক্তিতেই করা যায়। তিনি তাহাই করিয়াছেন। ৮।

মে এবং দিব্যং জন্ম কর্ম্ম চ—আমার পূর্ব্বোক্তরূপ দিব্য জন্ম এবং দিব্য কর্ম্ম। যঃ তত্ত্বতঃ বেত্তি—যে যথার্থভাবে জানে। সঃ দেহং ত্যক্ত্বা—দেহান্তের পর। পুনর্জ্জন্ম ন এতি—পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু মাম্ এতি—আমাকে প্রাপ্ত হয়।

অক্ষর অব্যক্ত হইয়াও আপনার মায়াশক্তিদ্বারা আপনারই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক ব্যক্ত মানুষী তনুতে আবির্ভাব (৬ শ্লোক) ভগবানের দিব্য জন্ম; আর মানুষী তনু ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য (৭ শ্লোক) আদর্শ কর্ম্ম প্রদর্শন (৩।২২-২৪) তাঁহার দিব্য কর্ম্ম; তদুভয়ের তত্ত্ব যথাযথ জানিয়া, সেই আদর্শ অনুসারে কর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। ভগবানের দিব্য কর্ম্ম, কর্ম্মযোগেরই আদর্শ।

এ শ্লোকে "মাম্ এতি"—এই বাক্যে "মাম্" এই শব্দের প্রতি মনোযোগ আবশ্যক। ভগবান্ নানা স্থানে বলিয়াছেন "আমাকে ভক্তি কর" "আমাকে পূজা কর" "আমাকে পাইবে" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে "আমি" শব্দের প্রকৃত মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক; নতুবা প্রকৃত অর্থবোধ হইবে না ও সাম্প্রদায়িক দোষ আসিয়া পড়িবে। এই "আমি" শব্দের লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ দেবকীসম্ভূত নরদেহধারী পুরুষ-বিশেষ নহে। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভববান্ যে ব্যক্ত লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই "শ্রীকৃষ্ণ রূপ" তাঁহার অনন্ত বিভূতির মধ্যে একটী বিভূতি মাত্র। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ (১০।৩৭)। ইন্দ্র চন্দ্র হিমালয়াদি যেমন ভগবানের বিভূতি, শ্রীকৃষ্ণরূপও তেমনি তাঁহার বিভূতি,—তাঁহার অবতীর্ণ রূপ, তাঁহার স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আত্মমায়াদ্বারা অভিব্যক্ত

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মাম্ উপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবম্ আগতাঃ ॥১০॥

•মানুষী তনু-আশ্রিত ভাব মাত্র। সুতরাং "আমি" "আমার" ইত্যাদি শব্দে ভগবানের যাহা যথার্থ স্বরূপ, যে সর্ব্বময়, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর পরম ভাব, ৭ম হইতে ১৫শ অধ্যায়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। তবে যে "আমি" "আমার" ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া ঐশ্বরীয় শক্তি প্রকটিত করিয়া গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন। ১১ ৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৯।

এই কর্ম্মযোগ অদ্য নূতন প্রচার করিতেছি না। পূর্ব্বেও বহবঃ—অনেকে, যাঁহারা আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ—রাগ, ভয় এবং ক্রোধশূন্য নিষ্কাম হইয়া। এবং মন্ময়াঃ—মদেকচিত্ত। মাম্ উপাশ্রিতাঃ—আমাকে আশ্রয় করিয়া। এইরূপে জ্ঞানতপসা পূতাঃ—জ্ঞান সাধনার দ্বারা পবিত্র হইয়া। মদ্ভাবম্ আগতাঃ—আমার ভাব পাইয়াছেন।

কহিনু যে গুহ্য তত্ত্ব এই, ধনঞ্জয়!
পরম এ ধর্ম্মতত্ত্ব অভিনব নয়।
পূর্ব্বেও এ যোগতত্ত্ব অনেকে জানিয়া,
দিব্য জন্ম, দিব্য কর্ম্ম আমার বুঝিয়া,
ঘুচায়ে বিষয়-রাগ আর ক্রোধ ভয়,
নিশ্চল হৃদয়ে হ'য়ে আমাতে তন্ময়,
আমাকে আশ্রয় করি, কৌরব-কেশরি,
মহান্ সাধনে হেন জ্ঞান লাভ করি,
জ্ঞান তপস্যায় পূত, নিষ্পাপ অন্তর,
পেয়েছে আমার ভাব, কুরুবংশধর। ১০।

জ্ঞান কর্ম্ম
ভক্তির
সমন্বয়

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

যখন জীবের অন্তরে থাকে ভগবানের অনন্ত সত্তার অটুট শান্তি, অবিকল্প সাম্য, আত্মায় থাকে তাঁহার সহিত ঐক্য বোধ আর বাহিরের প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠে দিব্যভাব, যে প্রকৃতি সজ্ঞানে, স্বাধীন ভাবে ভগবানের বিশ্বলীলার যন্ত্ররূপে পরিচালিত হয়, যখন "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" —এই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া সর্ব্বভূতে প্রীতি প্রেম প্রসারিত হয়। জ্ঞানে কর্ম্মে ও প্রেমে তাঁহার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়। তখন তিনি হয়েন, —"মদ্ভাবম্ আগতঃ"। ১০।

যদি, যে ব্যক্তি বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ হইয়া একান্ত ভক্তিতে ভজনা করে, সেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করে, অন্যে নহে, তবে আর ঈশ্বর সর্ব্বত্র সমান কিরূপে ? তজ্জন্য বলিতেছেন ; যে যথা—যাহারা যে প্রকারে, যে প্রয়োজনে, যে ফল কামনা করিয়া (শং)। মাং প্রপদ্যন্তে—আমাকে ভজনা করে, আশ্রয় করে। তান্ তথা এব—তাহাদিগকে তদনুরূপ ফলদানে (শং)। ভজামি—ভজনা করি, (শং), তাহার নিকট তদনুরূপ ভাবে আপনাকে প্রদর্শন করি। যে যাহা চায়, তাহার কাছে আমি তাহাই। হে পার্থ, মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ—সর্ব্ব প্রকারে, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত করণ-দ্বারে (রামা)। মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে—আমার পথের অনুসরণ করে।

আমার শরণ লয় যে ভাবে যে জনা
যেমন ভাব আমি করি সেই ভাবে তাহার ভজনা।
তেমন লাভ সর্ব্ব ভাবে এ সংসার মাঝে নরগণ
করে হে, আমার পথে সবে আগমন। ১১

যে ব্যক্তি যে পথেই চলুক, পরিণামে সে আমার কাছেই আসিতেছে। "All men are struggling along paths which lead in the end to me." (বিবেকানন্দ)।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গোপীভাবের মূল এই শ্লোকে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভু, এবং আমরা তাঁহার অধীন, নিকৃষ্ট জীব; এই ভাবে ভজনা করিলে তিনি এই ভাবেই অনুগ্রহ করিবেন; তিনি নিয়ন্তা প্রভু, এবং আমরা তাঁহার অধীন নিকৃষ্টই থাকিব। তবে তিনি ভক্তের প্রেমে, ভক্তের অধীন হইবেন কিসে? অতএব তাঁহাকে প্রভু না ভাবিয়া সখা, পিতা, মাতা বা পুত্রের ন্যায় ভাবিতে হইবে। অথবা তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর যে পতিপত্নীর ভাব, সেই ভাবে ভাবিতে হইবে। ইহাই ভক্তিমার্গ—রাগমার্গ। ৯ অঃ ১৭—১৯ শ্লোকেও এই রাগমার্গের প্রসঙ্গ আছে। ৯।১৯ শ্লোকের টীকায় ও একাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে, এই ভাবসম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা হইবে।

এতদ্ব্যতীত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই বাক্যের আরও অর্থ আছে। আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি, যে ভগবান্ সপ্ত স্বর্গের পারে। অনন্ত আকাশের অনন্ত দূরে, বৈকুণ্ঠ নামক কোন এক অজ্ঞের লোকে বিরাজিত। সুতরাং "তথৈব ভজাম্যহম্" এর নিয়মে, তিনি আমাদের চক্ষে অনন্ত দূরেই রহিয়াছেন। কিন্তু যিনি সকল কুণ্ঠা, সকল সঙ্কোচ-বিরহিত হইয়া (বিগতা কুণ্ঠা—বৈকুণ্ঠ) "এই তিনি রহিয়াছেন" বলিয়া, নেত্রপাত করিতে পারে, তাঁহার চক্ষে—এই তিনি সর্ব্বময়। "এই তিনি রহিয়াছেন"—ইহা যিনি ভাবিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে এই মৃন্ময় জগৎ চিন্ময় হইয়া যায়। তিনি দেখিয়া থাকেন, সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি (৬।৩০) একথা তাঁহার জন্য। ১১।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারম্ অপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারম্ অব্যয়ম্ ॥১৩॥

কিন্তু প্রকৃতিবশ জীব ইচ্ছাদ্বেষের বশবর্ত্তী; ৭।২৭ দেখ। তজ্জন্য তাহারা বস্তুবিশেষে অনুরক্ত হইয়া তাহাই চাহে, সাক্ষাৎভাবে আমাকে চাহে না। তাহারা সেই অনুরাগবশে, কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ—কাম্য কর্ম্মের সফলতা কামনা করিয়া। ইহলোকে ইন্দ্রাদি-দেবতাঃ যজন্তে। হি—কারণ। মানুষে লোকে, কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি—কাম্য কর্ম্মের সফলতা শীঘ্র হয়। কাম্য বস্তুতে সহজেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং তাহার ধারণাও সহজ, সুতরাং তদুদ্দেশে যে ক্রিয়া, তাহা যত্নে অনুষ্ঠিত ও শীঘ্র সফল হয়। নিষ্কাম কর্ম্মে অপরিণামদর্শী মনুষ্যের চিত্তের একাগ্রতা সহজে হয় না, কাজেই তাহার ফলও সুদূর। ১২।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের যে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, তাহার কারণ, সকলের প্রকৃতি এক রূপ নহে। জীব মাত্রেরই স্বভাব সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ে গঠিত। তন্মধ্যে সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি রজঃ হইতে

কিন্তু হে, প্রকৃতিবশ জীব, ধনঞ্জয়!
নিরন্তর ইচ্ছা-দ্বেষ-বশীভূত রয়।
সেই ইচ্ছাদ্বেষবশে, হায়! এ সংসারে
কাম্য বস্তু চায় তা'রা, চায় না আমারে।
কামবশে কর্ম্মফল করিয়া কামনা,
ইন্দ্রাদি দেবতাগণে করে আরাধনা,
কারণ, কামনা-বশে অনুষ্ঠান যার
নরলোকে সফলতা শীঘ্র হয় তা'র। ১২।

সকাম সাধনা শীঘ্র ফলে

রাগ দ্বেষ প্রভৃতি এবং তমঃ হইতে আলস্য প্রমাদ প্রভৃতি, উৎপন্ন হয়; ১৪ অঃ ৫—১৮ শ্লোক দেখ। এই সকল গুণের ইতরবিশেষ হয়। যে জীবে প্রকৃতির যে গুণের যেরূপ বিকাশ, তাহার স্বভাবেরও সেইরূপ বিকাশ ও তদনুসারে কর্ম্মভেদ হয়। তজ্জন্য বলিতেছেন, গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ—গুণানুযায়ী কর্ম্মের এই তারতম্যানুসারে। চাতুর্ব্বর্ণ্যং—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়। ময়া সৃষ্টম্—আমার দ্বারা সৃষ্ট; আমার ঐশী নিয়মে উৎপন্ন; ১৮।৪১—৪৪ দেখ। কিন্তু তস্য কর্ত্তারম্ অপি—সেই জাতি-ভেদের কর্ত্তা হইলেও। মাম্ অকর্ত্তারম্ অব্যয়ং বিদ্ধি—আমাকে বস্তুতঃ অকর্ত্তা জানিও, কারণ আমি অব্যয়, নির্ব্বিকার। মর্ম্ম এই যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মনুষ্যসমাজে জাতিভেদ-প্রথার স্থাপনা করেন নাই; তবে মনুষ্য-সমাজমধ্যে যে ঐশী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, সেই শক্তিপ্রভাবে কাল সহকারে, তাহাদের স্বকৃত কর্ম্মজনিত স্বভাবের অনুরূপ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি, সমাজমধ্যে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহাকেও ছোট কাহাকেও বড় করেন নাই। অতএব ঈশ্বর প্রকারান্তরে জাতিভেদের কর্ত্তা হইলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্ত্তা নহেন।

বিভিন্ন কামনাবশে পুনঃ জীবগণ
সংসারে বিভিন্ন বস্তু করে আকিঞ্চন।
এরূপ প্রবৃত্তিভেদে কারণ, অর্জ্জুন!
সত্ত্ব, রজ, তম, তিন প্রকৃতির গুণ।
গুণকর্ম্মভেদে জাতিভেদ — গুণত্রয় ভেদে হয় প্রকৃতি বিভিন্ন,
প্রকৃতি প্রভেদে হয় কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন
এইরূপ গুণ কর্ম্ম প্রভেদে প্রভেদে,
সৃজিয়াছি চারি বর্ণ ব্রাহ্মণাদি ভেদে।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥১৪॥

মানুষ স্বভাবতই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কোন না কোন কর্ম্মে অনুরক্ত। ইচ্ছামাত্রেই তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। যুদ্ধ অর্জ্জুনের প্রকৃতি-গত কর্ম্ম, ইচ্ছামাত্রেই তিনি তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ইহা বুঝাইবার জন্য এখানে জাতিভেদ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অবতারণা। ১৩।

ভগবান্ কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, এই তত্ত্ব ৯ম অঃ ৪—৯ শ্লোকে সবিশেষ বলিয়াছেন। এখানে চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিভাগ কথন-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহা বলিয়া আবার কর্ম্মযোগ-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা কহিতেছেন। কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি—সৃজন পালনাদি কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করে না। কারণ, কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন অস্তি—আমার স্পৃহা নাই। ইতি মাং যঃ অভিজানাতি—যে আমাকে এই তাৎপর্য্যে অকর্ত্তা বলিয়া জানে। সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে—সে কর্ম্মে বদ্ধ হয় না।১৪।

এরূপ যে ভেদ,—বটে আমি কর্ত্তা তায়,
তথাপি জানিবে তুমি অকর্ত্তা আমায়।
প্রকৃতি যেমন যার, অনুরূপ তা'র,
কালে ভিন্ন বর্ণ হয়, নিয়মে আমার।
অতএব আমি সেই ভেদকর্ত্তা নই,
অব্যয়,—সর্ব্বত্র সম—আমি নিত্য রই। ১৩

ঈশ্বরের নিষ্কামত্ব — কর্ম্মরাশি কভু লিপ্ত করে না আমায়;
কারণ, আমার পার্থ! স্পৃহা নাই তায়।
জ্ঞানে মুক্তি — এ ভাবে আমার তত্ত্ব জানেন যে জন
কর্ম্ম না করিতে পারে তাঁহারে বন্ধন। ১৪।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥
কিং কর্ম্ম কিম্ অকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥

এবং জ্ঞাত্বা—নিস্পৃহ হইলে কর্ম্ম সংসার-বন্ধন-স্বরূপ হয় না, ইহা জানিয়া। পূর্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি—পুরাকালের মুক্তিকামী সাধুগণ-কর্ত্তৃকও। কর্ম্ম কৃতম্। তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং—পূর্ব্ব কালের প্রাচীনগণ যেরূপ করিয়াছিলেন সেইরূপ। কর্ম্ম এব কুরু—কর্ম্মই কর। ১৫।

তুমি মনে করিতেছ, কর্ম্ম আশ্রয় করিলে অর্থাৎ যুদ্ধ করিলে, তোমার গুরুহত্যাদি পাপ হয়; অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস (অকর্ম্ম) আশ্রয় করিব। কিন্তু কিং কর্ম্ম কিম্ অকর্ম্ম, ইতি অত্র—এ বিষয়ে। কবয়ঃ অপি—পণ্ডিতগণও। মোহিতাঃ। তৎ তে—অতএব তোমাকে। কর্ম্মসম্বন্ধে প্রবক্ষ্যামি—বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা, অশুভাৎ মোক্ষ্যসে—পূর্ব্বোক্ত

মুমুক্ষুর নির্লিপ্ত কর্ম্ম　　স্পৃহাবশে মাত্র জীব কর্ম্মে বদ্ধ হয়।
পূর্ব্ব কালে এই তত্ত্ব জানি, ধনঞ্জয়!
মুক্তিকামিগণ কর্ম্ম করিলা যেমন
তুমিও নিস্পৃহ ভাবে কর হে, তেমন। ১৫।

কর্ম্ম-তত্ত্ব (১৬—২৩)　　যুদ্ধ কর্ম্মে করি তুমি পাপের ভাবনা
করিছ অকর্ম্মরূপ সন্ন্যাস কামনা।
কিন্তু কর্ম্ম কারে বলে, কিবা কর্ম্ম নয়,
নিরূপণে পণ্ডিতেও বিমোহিত হয়,
কহিব তোমারে তাই রহস্য তাহার,
যা' জানি সংসারপাশ ঘুচিবে তোমার। ১৬।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮॥

রূপ অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬—২৩ শ্লোকে কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান্ আপনার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। ১৬।

কর্ম্মণঃ অপি (তত্ত্বং) বোদ্ধব্যং হি—কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয়ই জানা উচিত। বিকর্ম্মণঃ অপি—বিগর্হিত কর্ম্মেরও তত্ত্ব জানা উচিত। অকর্ম্মণঃ চ—কর্ম্ম-অভাবেরও তত্ত্ব জানা উচিত। কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা—কর্ম্মগতি, কর্ম্মপথ, Law of কর্ম্ম। গহনা—দুর্জ্ঞেয়া। এই কর্ম্মতত্ত্ব বুঝা সুকঠিন। তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ। ১৭।

কর্ম্ম ও অকর্ম্মের তত্ত্ব ১৯—২৩ শ্লোকে বলিবেন। এক্ষণে এই জটিল কর্ম্মতত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন, সেই সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন। যঃ কর্ম্মণি—দেহাদির ব্যাপারে (শং)। অকর্ম্ম পশ্যেৎ—

যদি বল, ইন্দ্রিয়ে বা দেহে, মনে আর
যাহা কিছু ক্রিয়া হয়, কর্ম্ম নাম তা'র
কর্ম্মতত্ত্ব — ক্রিয়ার অভাব যাহা, তাহাই অকর্ম্ম,
দুর্ব্বোধ্য — তা নয়, হে মতিমান্! কর্ম্মাকর্ম্ম-মর্ম্ম।
কি বা কর্ম্ম, কি বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম কি হয়,
তিনের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবে নিশ্চয়।
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম আর অকর্ম্ম, কৌন্তেয়!
জানিও তিনের তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়। ১৭।
স্থূলদর্শী কর্ম্ম বলি মনে ভাবে যায়,
কর্ম্মতত্ত্ব — কর্ম্মের অভাব তায় দেখিতে যে পায়;

কর্ম্মের অভাব দেখে। অকর্ম্মণি চ—এবং দেহাদির ক্রিয়ার অভাবেও। তাহাতে যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ। স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি। মর্ম্মার্থ এই,—অনুরাগ বা দ্বেষবশতঃ যে যাহা কিছু করে, তাহার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি এমন কোন উপায় থাকে, যে কর্ম্ম করিলেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না, তবে সে স্থলে কর্ম্ম করিলেও তাহা না করার সমান। যে উপায়ে তাহা হয়, ১৯—২৩ শ্লোকে তাহা সবিশেষ বলিয়াছেন। ইহাই কর্ম্মে অকর্ম্ম। আবার কোন কারণ বশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, কর্ত্তব্যের অপালনজন্ম পাপভাগী হইতে হয়। ইহাই অকর্ম্মে কর্ম্ম। আবার যত্নপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ করিলে, সেই কর্ম্মত্যাগের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহাও অকর্ম্মে কর্ম্ম। অর্জ্জুন অভিমানবশে যুদ্ধ করিব না বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাও অকর্ম্মে কর্ম্ম।

এই তত্ত্ব যিনি বুঝিতে পারেন তিনিই মনুষ্যেষু—মনুষ্যমধ্যে। যথার্থ বুদ্ধিমান্। এবং যুক্তঃ—যোগী (শং)। তিনি স্থির ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত, তাঁহারই বুদ্ধির সমতা হইয়াছে ; ২।৪১ টীকা দেখ। এবং কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ—সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে পারেন। তিনি জানেন যে, কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই অকর্ম্ম নয় এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া, কিরূপে জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া, বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া কামসঙ্কল্পাদি রাজসিকী বৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও তিনি জানেন এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে পারেন।

সে জ্ঞানে আবার অকর্ম্ম যাহা দেখে অন্ত জন,
সে বুদ্ধিমান্ যে জন তাহাতে কর্ম্ম করে দরশন ;
সে যথার্থ বুদ্ধিমান্,—তা'রই বুদ্ধি স্থির,
সর্ব্ব কর্ম্ম সে করিতে জানে, কুরুবীর। ১৮।

আবার লৌকিক ভাবেও এ শ্লোকের মর্ম্ম বড় সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ। যথা,—(১) কোন প্রকাশ্য সভামধ্যে যখন কোন বক্তা, বহু অঙ্গভঙ্গিসহ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তখন লোকে মনে করে যে, বক্তা একটা কর্ম্মই করিতেছেন ; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি হয়ত কিছুই করিলেন না, তাঁহার সে দীর্ঘ বক্তৃতায় কোন ফল হইল না। এ কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলা যাইতে পারে। (২) আবার শিশু যখন আপনার ক্ষুদ্র হস্তপদগুলি সঞ্চালিত করিয়া খেলা করে, লোকে ভাবে যে, সে কোন কর্ম্মই করিতেছে না ; কিন্তু সে সেই সময়েই আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চয় করিতেছে। ইহা অকর্ম্মে কর্ম্ম। (৩) "দুই জন বন্ধু যাচ্ছে, এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। এক জন বল্লে, এস ভাই একটু শুনি। এই ব'লে সে শুন্‌তে লাগ্‌লো। আর এক জন উঁকি মেরে দেখে চলে গিয়ে এক বেশ্যালয়ে গেল। বেশ্যালয়ে খানিক পরে ভাবতে লাগ্‌লো, ধিক্ আমাকে, আমি কি কর্‌ছি। বন্ধু হরিকথা শুন্‌ছে আর আমি এ নরকে পড়ে আছি। এ দিকে, সে বন্ধু ভাব্‌তে লাগ্‌লো, আমি কি বোকা। কি ব্যাড়্ ব্যাড়্ করে বক্‌চে, আর আমি এখানে বসে আছি ! বন্ধু কেমন আমোদ কর্‌ছে ; এরা যখন মরে গেল, তখন যে ভাগবত শুনেছিল তাকে যমদূতে নিয়ে গেল, আর যে বেশ্যালয়ে গিছ্‌লো তাকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল। ভগবান্ মন দেখেন, কে কি কাজে আছে তাহা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন—" (কথামৃত)। এখানে সুকর্ম্মও কুকর্ম্ম এবং কুকর্ম্মও সুকর্ম্ম। (৪) অনেক সময় এমন ঘটে (যথা আদালতে মোকদ্দমায়) যে সত্য বলিলে আপনার বা কোন আত্মীয় বন্ধুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, অথচ মিথ্যা বলিতেও চক্ষুলজ্জা হয়, এরূপ স্থলে, উভয় দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, তিনি সত্য মিথ্যা কিছুই না বলিয়া কোনরূপে সরিয়া পড়েন। তাহাতে বিবাদের বিষয়ের অযথারূপে নিষ্পত্তি হয় ; এবং তজ্জন্য সত্যের অবক্তাকেই পাপভাগী হইতে হয়। এখানে অকর্ম্মও কুকর্ম্ম। (৫)

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তম্ আহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

নরহত্যা কুকর্ম্ম। কিন্তু বিচারক শাস্ত্রানুযায়ী বিচারে অপরাধীর যে প্রাণদণ্ড করেন, তাহা সুকর্ম্ম। ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে যে নরহত্যা, তাহাও সুকর্ম্ম। (৬) দয়া করা সুকর্ম্ম; কিন্তু অপরাধীকে দয়া করিয়া দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কুকর্ম্ম। ইত্যাদি। অতএব বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া অকর্ম্ম সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম নির্ণীত হয় না, কর্ত্তার অভিপ্রায় হইতেই হয়। পরবর্ত্তী ১৯—২৩ শ্লোকে সেই কর্ম্মাকর্ম্মতত্ত্ব বলিতেছেন। ১৮।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম-সঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। যাহার আরম্ভ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা সমারম্ভ; সাধারণে যাহাকে কর্ম্ম বলে। যাহা কামনা করা যায়, তাহা কাম অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে প্রাপ্য কাম্য বস্তু (শ্রী)। সঙ্কল্প—সম্যক্ কল্পনা; যে উপায়ে যাহা পাওয়া যায়, কল্পনাপূর্ব্বক তাহা স্থির করা। যাহার সমস্ত উদ্যোগ বা কর্ম্মচেষ্টা, কাম্য বস্তু লাভের সঙ্কল্প-বর্জ্জিত; অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাজসিক প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করে না, পরন্তু কেবল সাত্ত্বিক বুদ্ধির বশেই করে। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাণং তং বুধাঃ পণ্ডিতম্ আহুঃ—জ্ঞানিগণ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা সেই

সংসারের কোন কর্ম্মে যার, ধনঞ্জয়!
কাম্য বস্তু সংগ্রহের সঙ্কল্প না রয়;
<u>নিষ্কামীর</u> নিষ্কাম সে কর্ম্মী;—তা'র জ্ঞানাগ্নি-শিখায়
<u>সর্ব্ব কর্ম্ম</u> দগ্ধ হয়ে যায় সেই কর্ম্ম সমুদায়।
<u>অকর্ম্মতুল্য</u> সংসারে তাহার কর্ম্ম অকর্ম্ম যেমন,
তাহাকে পণ্ডিত, পার্থ, কহে বুধগণ।
কামরাগে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম যত তা' হ'তে উদয়। ১৯

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলেন। জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় হইলে ফলাশা যায়। ফলাসক্তি না থাকিলে কোন কর্ম্মই শুভাশুভ ফলপ্রসূ হয় না; পরন্তু দগ্ধ বীজবৎ নিষ্ফল হয়। ইহার নাম জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্ম দগ্ধ হওয়া। আর বাসনার বশে যাহা কিছু করা হয়, তাহাই শুভাশুভ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাই কর্ম্মমধ্যে গণনীয় হয়, এবং তাহা অবস্থা-বিশেষে সুকর্ম্মও হইতে পারে অথবা কুকর্ম্মও হইতে পারে।১৯।

সঃ—পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মী। কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা—কর্ম্মসঙ্গ ও ফলাসঙ্গ কর্ম্মফলাসঙ্গ। আমি ইহা করিলাম, এই জ্ঞান কর্ম্মাসঙ্গ; আর ইহার ফল আমি ভোগ করিব, এই জ্ঞান ফলাসঙ্গ (মধু)। তদুভয় ত্যাগ করিয়া। নিত্যতৃপ্তঃ—যে ব্যক্তি কোন বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে যতক্ষণ তাহা না পায় ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। কিন্তু অমুক বস্তু আমার চাই, এরূপ কামনা না করিয়া যে যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্ম করে, তাহার

আমি কর্ম্ম করি,—নাই এ ধারণা যার,
আসক্তি- না রয় কর্ম্মের ফলে আসক্তি যাহার,
শূন্য কর্ম্ম কাম্য বস্তু লাভ তরে লালায়িত নয়,
অকর্ম্মতুল্য আপনি আপন মনে নিত্য তৃপ্ত রয়,
এমন কিছুই নাই এ সংসারে যার,
জীবন যাপন করে আশ্রয়ে যাহার,
সতত প্রবৃত্ত কর্ম্মে যদিও সে রয়,
জানিবে, সে কিছুই না করে, ধনঞ্জয়!
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র করিলে বর্জ্জন,
অকর্ম্ম বলে না পার্থ, তা'রে জ্ঞানিগণ।২০।

নিরাশী র্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

উদ্বেগের কোন হেতু নাই ; সে নিত্যতৃপ্ত। আর যে নিরাশ্রয়ঃ—সংসারে এমন কিছুই নাই, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া, অবলম্বন করিয়া, যাহার মুখ চাহিয়া থাকে। সঃ কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি—সে কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিলেও। ন কিঞ্চিৎ করোতি এব—সূক্ষ্মদর্শনে কিছুই করে না। সেই যথার্থ অকর্ম্মা ; কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করিলেই অকর্ম্ম হয় না ; ৩,৪—৬শ্লোক। ২০।

যে নিরাশীঃ—যাহার আশী অর্থাৎ ফলকামনা নাই। যতচিত্তাত্মা—যাহার চিত্ত, অন্তঃকরণ এবং আত্মা অর্থাৎ শরীর, সংযত (শং)। ত্যক্তসর্ব্ব-পরিগ্রহঃ—দান গ্রহণের নাম পরিগ্রহ। যে ব্যক্তি কোন দান গ্রহণ করে না। যে কাহারও দান গ্রহণ করে, দাতা তাহার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে ; তাহার মনের স্বাধীনতা নষ্ট হয় ; সে হীন হইয়া যায়। তিনি, কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্—কেবল শরীরের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া কিল্বিষং ন

কর্ম্মফলে তৃষ্ণা নাই অন্তরে যাহার,
শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বশীভূত যার,
কখন কাহারও দান গ্রহণ করে না,
"আমি করি" অভিমান অন্তরে রাখে না,
নিষ্কাম — কেবল শরীরে করে কর্ম্ম সমুদয়,
জিতেন্দ্রিয়ের — কর্ম্মদোষ—পাপপুণ্য তাহার না হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম — অন্য পক্ষে, যদি চিত্তে ভোগাসক্তি রয়,
অকর্ম্মতুল্য — না রয় স্ববশে যদি ইন্দ্রিয়-নিচয়,
সর্ব্ব কর্ম্ম যত্তপি সে করে, হে বর্জ্জন
ঘুচে না তাহাতে তা'র সংসার-বন্ধন।২১।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

আপ্নোতি—পাপপুণ্যরূপ দোষ প্রাপ্ত হয় না। কিল্বিষ—দোষ; পাপের ন্যায় পুণ্যও সংসারপাশের হেতু বলিয়া, তাহাও মুক্তিকামীর পক্ষে দোষ।

কেবলং শারীরং কর্ম্ম—যিনি কর্ম্মকে কেবল দেহেন্দ্রিয়াদি শারীরিক ব্যাপার বলিয়াই জানেন (৫।১১); কর্ম্ম করিয়াও সে সকলে "আমি করিতেছি" এমন অভিমান যাঁহার থাকে না, তিনি কর্ম্মজনিত পাপপুণ্যের ভাগী হয়েন না। অন্য পক্ষে যদি কর্ম্মে অহংবুদ্ধি থাকে, চিত্তে আসক্তি থাকে, দেহেন্দ্রিয় সংযত না হয়, তবে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও তদ্দ্বারা কখন সংসারপাশ ছিন্ন হয় না। ২১।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—যাহা স্বভাবতঃ পাওয়া যায়, তাহা যদৃচ্ছালাভ; তাহাতে সন্তুষ্ট। সুতরাং দ্বন্দ্বাতীতঃ—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-

যে রহে যদৃচ্ছালাভে তুষ্ট নিরন্তর,
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে না হয় কাতর,
অসূয়া বিদ্বেষ বুদ্ধি মনে নাই যার,
দ্বন্দ্বাতীত — সফলে বিফলে কর্ম্মে তুল্য ব্যবহার;
সমদর্শীর — ঘটে না বন্ধন তা'র কর্ম্ম করি যত,
সর্ব্বকর্ম্ম — সে সব অকর্ম্মরূপে হয় পরিণত।
অকর্ম্মতুল্য — অন্য পক্ষে, কাম্য বস্তু তরে যে ব্যাকুল,
আত্মপর, ভালমন্দ চিন্তায় আকুল,
কুটিল বিদ্বেষ বুদ্ধি পূরিত অন্তর,
বাসনা সফলে হৃষ্ট, বিফলে কাতর;
ত্যজি শস্ত্র বৃথা তা'র অরণ্যে নিবাস,
হয় না বিচ্ছিন্ন তার সংসারের পাশ।২২।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥

ভাবের অতীত। বিমৎসরঃ—বিদ্বেষ, অসূয়া, বৈরবুদ্ধিশূন্য। আর সর্ব্বত্র সমদর্শন হইলে শত্রু-মিত্র-বুদ্ধি দূর হয়। সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ, ২।৪৮ দেখ। কর্ম্ম কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে—সে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় না। অন্য পক্ষে যাহার প্রকৃতি তাদৃশী নহে, যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেও তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হয় না। ২২।

গতসঙ্গস্য—যাহার আসক্তি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে (শং)। মুক্তস্য—রাগ-দ্বেষাদি হইতে মুক্ত (শ্রী)। ক্রোধবশে কাজ করা যেমন দোষ, ভালবাসার খাতিরে কাজ করাও তেমনি দোষ। জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ—জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম করা কিরূপ, পর শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ—আর যে যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশেমাত্র সর্ব্ব কর্ম্ম করে (শং, রামা); ৩।৯ টীকা দেখ। তাহার সর্ব্ব কর্ম্ম। সমগ্রং প্রবিলীয়তে,—সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়; তদ্দ্বারা পাপ পুণ্য হয় না।

কর্ম্ম এবং অকর্ম্মের স্বরূপ ভগবান্ বুঝাইলেন। বাহিরের কর্ম্মত্যাগ প্রকৃত অকর্ম্ম নহে; পরন্তু নিষ্কামীর কর্ম্ম অকর্ম্মতুল্য (৪।১৯), আসক্তিশূন্য কর্ম্ম অকর্ম্মতুল্য (২০) জিতেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম অকর্ম্মতুল্য (২১) যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট সমদর্শীর কর্ম্ম অকর্ম্মতুল্য (২২) এবং গতসঙ্গ জ্ঞানীর যজ্ঞার্থ কর্ম্ম অকর্ম্ম-

আসক্তির লেশ নাই অন্তরে যাহার
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই অহঙ্কার,
জ্ঞানীর　সদা চিত্ত অবস্থিত অবিচল জ্ঞানে,
যজ্ঞার্থ কর্ম্ম　যাহা কিছু করে, তাহা যজ্ঞ বলি মানে,
অকর্ম্মতুল্য　তাহার সমস্ত কর্ম্ম কর্ম্মফল আর
বিলীন হইয়া যায়, কৌরব-কুমার। ২৩।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥

তুল্য (২৩)। এই যজ্ঞার্থ কর্ম্মই ভগবানের বিশেষ অনুমোদিত কর্ম্ম; ৩।১ শ্লোক দেখ। অতঃপর যখন যজ্ঞের বহুল প্রচার ছিল, সেই প্রাচীনকালে প্রচলিত কতকগুলি লাক্ষণিক যজ্ঞের উল্লেখপূর্ব্বক (২৪—৩৩) কোন্ শ্রেণীর লোকে কি ভাবে কিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্তাবিত যজ্ঞার্থ কর্ম্মতত্ত্ব সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। ২৩।

যিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম করেন, তিনি যজ্ঞের প্রতি অঙ্গে ব্রহ্ম দর্শন করেন। তিনি দেখেন হোমকার্য্যের ভিতর অর্পণং ব্রহ্ম—ঘৃতাদি অর্পণ কর্ম্মরূপে ব্রহ্ম। হবিঃ—ঘৃতরূপে। ব্রহ্ম। ব্রহ্মাগ্নৌ—ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে। ব্রহ্মণা—ব্রহ্মরূপী হোতা কর্ত্তৃক। হুতম্—হোম। অগ্নি, হোতা ও হোম সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা তেন—এই ভাবে যাঁহার চক্ষে সমস্তই ব্রহ্ম, তাদৃশ পুরুষ-কর্ত্তৃক। ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্—ব্রহ্মই লাভ হয়।

বিবিধ	এ ভাবে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করে যে সাধন
লাক্ষণিক	তাহার সমস্ত কর্ম্ম অকর্ম্ম যেমন।
যজ্ঞ	অধিকারী ভেদে যজ্ঞ বিবিধ প্রকার
	সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি বিবরণ তা'র।
	গতসঙ্গ জ্ঞানী যিনি, জ্ঞানে অবস্থিত
	তাঁর চক্ষে সর্ব্বময় ব্রহ্ম বিরাজিত।
	ব্রহ্ম স্রুব, ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্ম হোমানল,
ব্রহ্মজ্ঞানীর	ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্ম হোম, ব্রহ্মই সকল;—
জ্ঞানযজ্ঞ	সর্ব্ব ভাবে সর্ব্ব কর্ম্মে করি ব্রহ্ম জ্ঞান
	ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞানবান্। ২৪।

দৈবম্ এবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

হোম কার্য্যকে উপলক্ষ করিয়া এখানে সর্ব্ব কর্ম্মেরই ভিতরের কথা উক্ত হইয়াছে। সমুদায় জাগতিক ব্যাপারে,—যিনি কর্ত্তা, যাহা কর্ম্ম, যে ক্রিয়া, যে সকল করণ, যাহা অধিকরণ—এই সমস্তই ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (১০।৮ দেখ)। সুতরাং আমাদের অন্তরের অসংখ্য কর্ম্ম সংস্কার, বাহিরের অসংখ্য কর্ম্মচেষ্টা, কর্ম্মের অধিষ্ঠান ইত্যাদি সব ব্রহ্মেরই ভাবান্তর। ঈদৃশী ধারণা যখন ঘনীভূত হয়, সত্যপ্রতিষ্ঠ হয়, তখন জ্ঞানে সমস্ত ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহার নাম ব্রহ্মসমাধি। তাহা হইলে কি হয়? ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্।

"এখন ঠিক্ দেখ্‌ছি,—তিনিই বলি, তিনিই হাড়কাঠ, তিনিই কামার।" "আমায় দপ্ করে দেখিয়ে দিলে, মা'ই সব হ'য়ে রয়েছেন; তিনিই জীব, তিনিই জগৎ।"—কথামৃত। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান। ২৪।

অপরে যোগিনঃ—অন্য কর্ম্মযোগিগণ। দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে—শ্রদ্ধাসহ অনুষ্ঠান করে (শ্রী)। জগতের মঙ্গল কামনায়, জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তনের কামনায়, দেবশক্তির পুষ্টির জন্য কর্ম্মযোগিগণ দৈবম্ এব যজ্ঞম্—দৈব যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করে। অপরে—ব্রহ্মবিদ্‌গণ (শং)। যজ্ঞেন—জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে। ব্রহ্মাগ্নৌ—

দৈবযজ্ঞ　　কর্ম্মযোগী দেবতার পোষণের তরে
　　শ্রদ্ধাভরে দৈব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে।
　　ব্রহ্মজ্ঞানী করি বিশ্বে ব্রহ্মদরশন,
অন্তবিধ　　ব্রহ্মাগ্নিতে করে সেই যজ্ঞের বহন;
জ্ঞানযজ্ঞ　　দ্রব্যময় দৈব যজ্ঞ ত্যজি জ্ঞানবান্
　　ভাবময় জ্ঞানযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান। ২৫।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে। যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি—যজ্ঞকে আহুতি দেয়। অর্থাৎ যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তিনি দ্রব্যময় পূর্ব্বোক্ত দৈবযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া (আহুতি দিয়া) ভাবনাময় জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জগতের সমুদায় ক্রিয়াকে এক বিরাট যজ্ঞের অঙ্গরূপে ভাবনা করেন। ২৫।

অন্যে—সংযমী মহাত্মগণ। শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি, সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি—সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেয়; ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে (শং)। অন্যে শব্দাদীন্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি—ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে আহুতি দেয়, অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করে (শ্রী)। ২।৬৪ দেখ।

যজ্ঞের মূল ত্যাগ। ইন্দ্রিয়ের সহিত, ভোগ্য বিষয়ের সংযোগ হইলেও, যদি সে বিষয়সম্বন্ধে রাগদ্বেষ না জন্মে, তবে তাহা ইন্দ্রিয়াগ্নিতে ভস্মীভূত হইল বলা যায় এবং তাহা ত্যাগাত্মক যজ্ঞমধ্যে গণনীয়। ২৬।

কেহ বা আহুতি দেয় সংযম-অনলে
ইন্দ্রিয় সংযম — নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় সকলে;—
যজ্ঞ — ইন্দ্রিয়-সংযম-যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান
জিতেন্দ্রিয় তাহে পার্থ! সেবে ভগবান্।
নিষ্কাম — শব্দাদি বিষয়ে পুনঃ, আর অন্যজন
ভোগযজ্ঞ — ইন্দ্রিয়-অনলে করে আহুতি অর্পণ;—
অনাসক্ত ইন্দ্রিয়ে বিষয় করি ভোগ
সংসারী ঈশ্বরে ভজে সাধি কর্ম্মযোগ। ২৬।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

অপরে চ—এবং ধ্যাননিষ্ঠগণ। জ্ঞানদীপিতে—জ্ঞানরূপ তৈলে দীপিত উজ্জ্বলীকৃত। আত্ম-সংযম-যোগাগ্নৌ—আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে। সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি, প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি—সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কর্ম্ম উপরম করেন (শ্রী)। সর্ব্ব ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া আত্মায় চিত্ত স্থির করেন (গিরি)। অথবা আত্মসংযম—মনঃ-সংযমরূপ যোগাগ্নিতে ইত্যাদি। মনঃসংযমদ্বারা ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বায়ুর কর্ম্ম-প্রবণতা নিবারণ করাই আত্মসংযমযোগ। ইহা ধ্যানযোগ।

ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম—চক্ষুর কর্ম্ম দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার আঘ্রাণ, জিহ্বার রসাস্বাদন ও ত্বকের স্পর্শজ্ঞান। ইহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। হস্তের কর্ম্ম গ্রহণ ; পদের গমন, মুখের বাক্যোচ্চারণ, পায়ু ও উপস্থের মল মূত্রাদি পরিত্যাগ। ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কর্ম্ম—প্রাণের কর্ম্ম বহির্গমন, নিশ্বাস ; অপানের অধোনয়ন, প্রশ্বাস ;

অন্যবিধ যজ্ঞ করে ধ্যাননিষ্ঠগণ,
কহি শুন, নিষ্ঠাবান্ ! তা'র বিবরণ।
দর্শন স্পর্শন আদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম
নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি প্রাণাদির ধর্ম্ম।
জ্ঞান তৈলে দীপ্ত আত্মসংযম-অনল,
তাহাতে আহুতি দেয় সে কর্ম্ম সকল।
কর্ম্মাসক্ত প্রাণ আর ইন্দ্রিয়-নিকরে
<u>ধ্যানযজ্ঞ</u> ধ্যানযোগে ধ্যাননিষ্ঠ সংযমিত করে ;—
রোধিয়া সমস্ত ক্রিয়া করে আত্মধ্যান।
অন্যবিধ যজ্ঞ পুনঃ শুন, মতিমান্ ! ২৭।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞা স্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

ব্যানের ব্যাপ্তি, আকুঞ্চন, প্রসারণাদি; সমানের ভুক্ত দ্রব্য পাক করা; উদানের উর্দ্ধনয়ন, কণ্ঠস্বরোৎপাদন। ২৭।

কেহ দ্রব্যযজ্ঞাঃ—দ্রব্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ; যথা দৈবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ ইত্যাদি। কেহ তপোযজ্ঞাঃ—তপোরূপ যজ্ঞ (১৭।১৪—১৬)। শারীরিকী ও মানসিকী বৃত্তি সকলকে যোগ্য মর্য্যাদার ভিতরে রাখিয়া, উপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করিবার জন্য ঐকান্তিকী চেষ্টার নাম তপস্যা। সত্যাচরণ, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, চিত্তের একাগ্রতা সাধন, শম দমাদি সমস্ত তপোযজ্ঞের অন্তর্গত। কেহ যোগযজ্ঞাঃ—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ রূপ যোগযজ্ঞ। তথা অপরে, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ—স্বাধ্যায়যজ্ঞ, নিয়মিত বেদ পাঠ এবং জ্ঞানযজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞান (শং) অথবা বেদাভ্যাসে যে জ্ঞান লাভ হয়, তদ্রূপ যজ্ঞ (শ্রী) অনুষ্ঠান করে। গীতাপাঠও জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত; ১৮।৭০ দেখ। ইহারা যতয়ঃ—যত্নশীল। এবং সংশিতব্রতাঃ—দৃঢ়ব্রত। দ্রব্যযজ্ঞ প্রভৃতি পদগুলি বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন বিশেষণ পদ। দ্রব্যদানাদিরূপ যজ্ঞ যাহারা অনুষ্ঠান করে, এইরূপ পদচ্ছেদ। ২৮।

দ্রব্যযজ্ঞ — কেহ অন্নদান আদি দ্রব্য-যজ্ঞ করে,
তপোযজ্ঞ — ব্রত আদি তপোযজ্ঞ সাধে বা অপরে।
যোগযজ্ঞ — চিত্ত-বৃত্তি রুদ্ধ করি কেহ যোগযজ্ঞ,
ঋষিযজ্ঞ — বেদপাঠে শাস্ত্রপাঠে কেহ জ্ঞানযজ্ঞ।
যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ইহারা সকল,
যতনে সাধিয়া যজ্ঞ লভে শুভ ফল। ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥

তথা অপরে, অপানে—অপান বায়ুর বৃত্তিতে। প্রাণং জুহ্বতি—প্রাণবায়ুর বৃত্তিকে নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে না। ইহা পূরক। কেহ প্রাণে অপানং জুহ্বতি—নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রশ্বাস গ্রহণ করে না। ইহা রেচক (শং)।

অপরে, নিয়তাহারাঃ—পরিমিতাহারী। অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

ঊর্দ্ধগামী শ্বাস বায়ু, তারে বলে প্রাণ,
অধোগামী শ্বাস যাহা তাহাই অপান।
অপানে নিক্ষেপ করে প্রাণ কোন জন,—
পূরক — রুদ্ধ করে দেহ-মাঝে প্রশ্বাস পবন।
প্রাণে বা নিক্ষেপ করে অপান অপরে,—
রেচক — ত্যজিয়া নিশ্বাস বায়ু শ্বাস রুদ্ধ করে।
দ্বিবিধ এ প্রাণায়াম,—পূরক রেচক,
মনের স্থিরতা তরে সাধয়ে সাধক।
যে কৌশলে রুদ্ধ এই দ্বিবিধ পবন
তাহাকে কুম্ভক-যোগ কহে যোগিগণ।
প্রাণায়ামে রত কেহ সংযত-আহারী
সাধিয়া কুম্ভক-যোগ, কৌরব-কেশরি!
প্রাণ ও অপান, ব্যান, সমান, উদান,
কুম্ভক — স্তম্ভিত করিয়া এই পঞ্চবিধ প্রাণ,
তাহাতে আহুতি দেয় ইন্দ্রিয়নিচয়,—
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় বৃত্তি করে লয়। ২৯

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥৩০॥

বিষয়-গ্রহণের নাম আহার। এই বিষয়ভোগরূপ আহার যাহারা সংযত করে। প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ—প্রাণসংযমপরায়ণ হইয়া (শ্রী)। প্রাণাপানগতী রুদ্ধা—নিশ্বাস প্রশ্বাস দুই রুদ্ধ করিয়া। প্রাণান্—ইন্দ্রিয়গণকে। প্রাণেষু জুহ্বতি—প্রাণাদি বায়ুতে লয় করে। ইহা কুম্ভক (শ্রী)।

প্রাণায়াম—সাধারণতঃ নিশ্বাস বায়ুকে প্রাণ বলে; এবং অনেকে তাহা হইতে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করাকে প্রাণায়াম বলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্বাস বায়ু প্রকৃত প্রাণ নহে এবং শ্বাসরোধ করাও প্রাণায়াম নহে। যে অখণ্ড অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছে, যে শক্তি সূর্য্যে, চন্দ্রে, গ্রহ উপগ্রহাদি সমস্ত পদার্থে,—প্রতি অণু পরমাণুতে ক্রীড়া করিতেছে, তাহাই প্রাণ। বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের সমুদায় শক্তির যে মূল অবস্থা, তাহাই প্রাণ। তাহারই যে অংশটুকু আমাদের দেহকে পরিচালিত করিতেছে, তাহাই আমাদের প্রাণ—জীবনীশক্তি। এই প্রাণই স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া আমাদের দেহযন্ত্রটীর ধারণ এবং পরিচালন করে বলিয়া, আমাদের দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও শ্বাস প্রশ্বাসাদি সমস্ত জৈব ক্রিয়া চলিতে থাকে। এই প্রাণশক্তির আয়াম, নিয়মন (regulation) বা তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম-তত্ত্ব গ্রন্থপাঠে বুঝা যায় না। জানিতে হইলে গুরুর আবশ্যক। ইহাতে সমস্ত বায়ুর ক্রিয়া একীভূত হয় ও তাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বিলীন হয়। ২৯।

যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বে অপি এতে যজ্ঞবিদঃ—এই সমস্ত যজ্ঞতত্ত্ববেত্তৃগণই। যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ—যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা নিষ্পাপ হয়েন। যাঁহারা যজ্ঞ করিতে ঠিক জানেন, তাঁহারা প্রাণায়ামাদি যোগযজ্ঞই করুন বা অন্য যজ্ঞই করুন, তদ্দ্বারাই নিষ্পাপ হয়েন।৩০।

যজ্ঞে যজ্ঞভেদে যোগী এই বিবিধ প্রকার
পাপক্ষয় যজ্ঞবিৎ সবে, যজ্ঞে নষ্টপাপভার। ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্ এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—যজ্ঞ সাধনের পর অন্নাদি যে যে বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তাহা অমৃত-সদৃশ। ঐ অমৃততুল্য অন্নাদির দ্বারা যাঁহারা জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। তাঁহারা ক্রমমুক্তিদ্বারে সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। অযজ্ঞস্য—যজ্ঞহীন ব্যক্তির। অয়ং (মনুষ্য) লোকঃ নাস্তি। অন্যঃ কুতঃ—স্বর্গাদি অন্য লোক লাভত দূরের কথা ; ৩.১৩ দেখ। ৩১।

এবম্—এবম্বিধ। বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ ব্রহ্মণো মুখে বিততাঃ—বেদের ব্রাহ্মণাংশে সবিস্তারে কথিত আছে। তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি—বাক্য মন ও শরীরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে সেই যজ্ঞ সকল নিষ্পন্ন হয় জানিও। এবং জ্ঞাত্বা—যেরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজনে নিষ্পাপ হয় এবং পরিণামে সনাতন ব্রহ্মধামে গমন করে, তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া, ব্রহ্মমুখে বিস্তারিত যজ্ঞ সকল আচরণপূর্ব্বক, ৩.৯ দেখ। বিমোক্ষ্যসে—মুক্তি লাভ করিবে।

সাধিয়া বিবিধ যজ্ঞ অন্নাদি যা' রয়
অমৃত সমান তাহা, সাধুগণে কয়।
শরীর ধারণ করে সে অমৃতে যারা
সনাতন ব্রহ্মধামে যায় সবে তা'রা।
এ সংসার-মাঝে করি শরীর ধারণ,
সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না যে জন,
মনুষ্যলোকেও হায়! স্থান নাই তা'র;
অন্য যে উত্তম লোক কথা কি তাহার। ৩১

(পার্শ্বটীকা: যাজ্ঞিকের ব্রহ্মলাভ; অযাজ্ঞিক ইহ-পর-লোকে ভ্রষ্ট)

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

১৮ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কর্ম্ম ও অকর্ম্ম তত্ত্ব বুঝিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান্, সেই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। ১৯—২৩ শ্লোকে সবিস্তারে সেই তত্ত্ব বুঝাইবার প্রসঙ্গে যজ্ঞার্থ কর্ম্মের অনুমোদন করিয়া ২৪-৩২ শ্লোকে বিবিধ লাক্ষণিক যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই যজ্ঞসমূহের যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যে তিনি মীমাংসক-দিগের সঙ্কুচিত যজ্ঞবিধি গ্রহণ করেন নাই। যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থ ঈশ্বর আরাধনা; ৩.৯ টীকা দেখ। সেই মৌলিক অর্থ এবং যজ্ঞবিধির যাহা ব্যাপকস্বরূপ, তাহা স্বীকারপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, নিষ্কাম সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে, জ্ঞানযুক্তচিত্তে করা হইলে আমাদের জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মই যজ্ঞস্বরূপ হয় এবং সেই সকল যজ্ঞার্থ কর্ম্মে মোক্ষ লাভ হয়। এই তত্ত্ব বুঝিয়া যে সেই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতে পারে, সেই কর্ম্মাকর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়াছে। তুমি তাহা বুঝিয়া জ্ঞানযুক্ত যজ্ঞার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক মুক্ত হও। ৩২।

তবে, পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ সকলের মধ্যে দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ—দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ

বেদ মধ্যে হেন বহু যজ্ঞের বিষয়
সবিস্তারে বিধিবদ্ধ আছে, ধনঞ্জয়!
সর্ব্বযজ্ঞই — কায়-মন-বাক্য হ'তে যত কর্ম্ম হয়,
কর্ম্মজ — সে কর্ম্ম-সম্ভূত সেই যজ্ঞ সমুদয়।
এই যজ্ঞতত্ত্ব — বিভিন্ন প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জন
জ্ঞানে মুক্তি — বিভিন্ন বিভিন্ন যজ্ঞ, করে, হে, সাধন।
যজ্ঞহীন ইহলোকে স্থান নাহি পায়,
যজ্ঞশিষ্টামৃতভোজী ব্রহ্মলোকে যায়।
যজ্ঞের রহস্য এই অন্তরে জানিয়া
মুক্ত হও কর্ম্ম করি যজ্ঞের লাগিয়া। ৩২।

অপেক্ষা। জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! অখিলং—নিরবশেষ। সর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে—পরিসমাপ্ত হয়, ক্ষয় হইয়া যায়।

যজ্ঞসমূহ সাধারণতঃ দ্বিবিধ। দ্রব্যযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ। যে সকল যজ্ঞ করিতে নানাবিধ দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহারা দ্রব্যযজ্ঞ; যেমন আমাদের শ্যামাপূজা বিষ্ণুপূজাদি অথবা অন্য ব্রতাদি। জ্ঞানযজ্ঞ কোন দ্রব্যের দ্বারা করিতে হয় না; পরন্তু মনের ও বুদ্ধির ব্যাপারেই হইয়া থাকে; এই জ্ঞানযজ্ঞ কিরূপ তাহা ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ইত্যাদি ৪।২৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি। যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞের আহুতি (২৫), ইন্দ্রিয়াগ্নিতে বিষয় সকলের আহুতি (২৬),আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে ইন্দ্রিয় কর্ম্মের ও প্রাণ-কর্ম্মের আহুতি (২৭) ইত্যাদি জ্ঞানযজ্ঞ। ৯।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতটীও ঐরূপ জ্ঞানযজ্ঞ। হৃদয়ে যখন ব্রহ্মতত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, তখন এ জগতে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সত্তা আছে, ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু ক্রিয়া চলিতেছে, সে সমুদায়কে ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন কর্ম্ম-প্রবাহের বিশেষ বিশেষ ভাব বলিয়া দেখা যায়। তখন দেখা যায় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বেশ্বরের এক বিরাট যজ্ঞ সর্ব্বদা চলিতেছে; জাগতিক প্রত্যেক ব্যাপার সেই বিরাট যজ্ঞের এক একটী অংশ। ইন্দ্রিয়কার্য্য সকল এক একটী যজ্ঞ; প্রাণকর্ম্ম শ্বাস প্রশ্বাস একটী যজ্ঞ; আহার বিহারাদি যাবতীয় ক্রিয়া এক একটী যজ্ঞ। সমস্ত ব্রহ্মশক্তির ব্যাপার। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রত্যেক কর্ম্মটী জ্ঞানময় হইবে; প্রত্যেক কর্ম্মটী জ্ঞানযজ্ঞে পরিণত হইবে। তখন সেই জ্ঞানাগ্নিতে প্রত্যেক কর্ম্মটী দগ্ধ হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। তখন—কেবল তখনই কর্ম্ম পরিসমাপ্যতে।

যদিও সমানফল যজ্ঞ সমুদায়
তথাপি বিশেষ যাহা শুন, ধনঞ্জয়!
বহুবিধ দ্রব্যযোগে যার অনুষ্ঠান
দ্রব্যময় সেই যজ্ঞ হ'তে, মতিমান্!

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। প্রকৃতির কর্ম্ম-প্রবাহ বন্ধ হইবে না। কর্ম্ম কর, তবে জ্ঞানযুক্ত হইয়া কর। তাহা হইলেই তাহা পরিসমাপ্ত হইবে। কেবল কর্ম্মচেষ্টা ত্যাগ করিলে কর্ম্ম শেষ হয় না। বাহিরের কর্ম্ম বন্ধ হইলেও ভিতরের কর্ম্ম চলিতে থাকে।৩৩।

সেই জ্ঞান লাভের উপায় তত্ত্বদর্শী গুরুর সেবা। প্রণিপাতেন—সম্যক্ ভাবে প্রণত হইয়া। পরিপ্রশ্নেন—ঈশ্বর কি, জীব কি, সংসার কি, কিসে মুক্তি, ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা। এবং সেবয়া—তাঁহার সেবার দ্বারা। তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি। তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ—যে জ্ঞানিগণ পরমার্থতত্ত্বের দ্রষ্টা তাঁহারা। তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি—তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন। যাঁহারা কেবল গ্রন্থপাঠে জ্ঞানী, তাঁহারা তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু হইতে পারেন না।৩৪।

জানিবে উত্তম যজ্ঞ, যাহা জ্ঞানময়,
মন বুদ্ধি হ'তে যার অনুষ্ঠান হয়।
যাহা কিছু কর কর্ম্ম, নিঃশেষে সে সব,
জ্ঞানে ক্ষয় হ'য়ে যায়, জানিও, পাণ্ডব! ।৩৩।
কর কর্ম্ম নিরন্তর লক্ষ্য করি জ্ঞান;
গুরুপাশে সেই জ্ঞান করিবে সন্ধান।
ভক্তিভরে গুরুপদে প্রণিপাত করি,
শুশ্রূষায় তাঁর মনে সন্তোষ বিতরি,
প্রশ্নে প্রশ্নে সেই জ্ঞান লভ, গুড়াকেশ!
তত্ত্বজ্ঞ যে জ্ঞানী সেই দিবে উপদেশ।
পরমার্থ-তত্ত্বদর্শী বিহনে অপর
পারে না সে জ্ঞান দিতে কভু, নরবর! ৩৪।

জ্ঞানলাভের সহায় গুরূপদেশ

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুন র্মোহম্ এবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

যৎ জ্ঞাত্বা—যে জ্ঞান লাভ হইলে। এবং মোহং—ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য-বিষয়ে ঈদৃশ কর্ত্তব্যমূঢ়তা। ন পুনঃ যাস্যসি। যেন—যে জ্ঞানে। অশেষেণ ভূতানি—স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূত (শং)। আত্মনি দ্রক্ষ্যসি—আপনাতে প্রতিষ্ঠিত দেখিবে। অথ—অনন্তর। তাহাও ময়ি—আমাতে, সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর বাসুদেবে, প্রতিষ্ঠিত দেখিবে (শং)।

জ্ঞানের স্বরূপ এবং তাহা লাভ হইলে কি হয়? তাহা এখানে বিবৃত হইল। যে উপায়ে সেই জ্ঞান লাভ হয়, ৩৮ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন।

জ্ঞান আমাদের সাত্ত্বিক বুদ্ধির ভাববিশেষ; অমানিত্ব অদম্ভিত্ব ইত্যাদি বিংশতি ইহার রূপ; ১৩।৭—১১ দেখ। কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতিরই এক ভাব, সুতরাং স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক হইলেও তাহাতে রজস্তমের সংস্রব থাকে; মলিন রাজসিক ও তামসিক ভাবে তাহার নির্ম্মল সাত্ত্বিক ভাব আবৃত থাকে। সাধনার দ্বারা, সত্ত্ব গুণের বিকাশ দ্বারা, সেই রজ ও তমঃকে অভিভূত করা যায়; তখন বুদ্ধি নির্ম্মল সাত্ত্বিক হয়, তখন আর তাহা রাজসিক রাগদ্বেষাদি সমুৎপন্ন বাসনার দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না অথবা

যে জ্ঞান পাইলে পার্থ, এ প্রকার আর
ধর্ম্মাধর্ম্ম মোহ কভু রবে না তোমার।
জ্ঞানের স্বরূপ — যে জ্ঞানে সমস্ত ভূত, জড় বা চেতন,
আপনাতে সমুদায় করিবে দর্শন;
আবার সে সমুদায়, দেখিবে পশ্চাতে,
আত্মায় ও ঈশ্বরে সর্ব্বদর্শন — হে পাণ্ডব! প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আমাতে;—
অভেদ সমস্ত ভূতে আত্মায় আমায়,
দেখিবে সংসার মাঝে আমি সমুদায়। ৩৫।

অপি চেদ্ অসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

তামসিক মোহে আবৃত হয় না। তখন বুদ্ধি শান্ত নির্ম্মল নিশ্চল (ব্যবসায়াত্মিকা, ২।৪১) হয়; তখন তাহার প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত হয়, মেঘমুক্ত আদিত্যের ন্যায় পরম জ্ঞানের বিকাশ হয়; যাহাতে পরমাত্মতত্ত্ব জানা যায়, যাহাতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরালে যে অব্যয় এক তত্ত্ব আছে (১৮।২৩), যাহা বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান সর্ব্ব ভূত মধ্যে এক অবিভক্ত তত্ত্ব (১৩।১৬), তাহার তত্ত্ব জানা যায়। "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" (৭।১৯), "যো কুচ্ হ্যায় সব তুহি হ্যায়।" যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান। সপ্তম নবম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে। ৩৫।

অপি চেৎ অসি পাপেভ্যঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। পাপেভ্যঃ—সর্ব্ব পাপী হইতে। বৃজিনং—পাপরূপ সমুদ্র। প্লব—নৌকা। ৩৬।

যথা সমিদ্ধঃ—প্রজ্বলিত। অগ্নিঃ। এধাংসি—কাষ্ঠরাশিকে। ভস্মসাৎ কুরুতে। তথা জ্ঞানাগ্নিঃ—জ্ঞানরূপ অগ্নি। সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে—সর্ব্ব কর্ম্মকে (অর্থাৎ কর্ম্মজাত শুভাশুভ ফলকে) ভস্মীভূত করে।

কেহ কেহ বলেন, যতদিন জ্ঞানলাভ না হয়, ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্য, জ্ঞানের জন্য, কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়; কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে পর,

---

জ্ঞানফল	সর্ব্ব পাপী হ'তে যদি হও মহাপাপী।
পাপক্ষয়	জ্ঞানপোতে পাপসিন্ধু তরিবে তথাপি। ৩৬।
জ্ঞান	প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠে ভস্ম করে যথা
কর্ম্ম-ক্ষয়	জ্ঞান-অগ্নি সর্ব্ব কর্ম্মে ভস্ম করে তথা। ৩৭।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহারা প্রমাণ-স্বরূপ এই শ্লোকের উল্লেখ করেন। কিন্তু এ শ্লোক হইতে, বা সমগ্র গীতা হইতে এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। জ্ঞানী কর্ম্ম করিবেন কি না, সে সম্বন্ধে কোন বিধি এখানে নাই। সে বিধি ৩ অঃ ২৫—২৬ শ্লোকে আছে। নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও জ্ঞানী লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিবেন। তিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া সেই যে কর্ম্ম করেন, তাহার পরিণাম কি, এখানে কেবল তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ (৫।২৫) ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ (১২।৪) সর্ব্বভূত-হিতার্থে যে সকল কর্ম্ম করেন, সে সকলের শুভাশুভ ফল তাঁহাদের জ্ঞানাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়, যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠরাশি ভস্ম হয়। কিন্তু অজ্ঞানীর কর্ম্ম তদ্রূপ হয় না। তাহা শুভাশুভ ফল উৎপাদন করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মে এই গুরুতর প্রভেদ। ৩৭।

জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং—শুদ্ধিকর। ইহলোকে ন হি বিদ্যতে। কিন্তু সে জ্ঞান সহসা মিলে না। কালেন যোগসংসিদ্ধঃ—কালসহকারে সাধনার পরিপাকে যখন যোগে সিদ্ধ হয়েন। তখন তিনি আত্মনি স্বয়ম্ (এব) বিন্দতি—আপনার অন্তঃকরণে তাহা আপনি লাভ করেন। কর্ম্মযোগ ব্যতীত সে জ্ঞান কখন হয় না (শ্রী)।

এ সংসার মাঝে সেই জ্ঞানের মতন
কিছুই পবিত্র নাই, ভরত-নন্দন!
কিন্তু হে, কামের কালি রহিবে যাবৎ
জ্ঞানলাভের ফোটেনা হৃদয় মাঝে সে জ্ঞান তাবৎ।
উপায় অতএব কর্ম্মযোগ সাধন করিয়া
গুরুসেবা প্রথমেতে সেই কালি ফেলিবে মুছিয়া।

যোগসংসিদ্ধ—কর্ম্মযোগে সিদ্ধ (শ্রী, মধু, রামা, বল); কর্ম্মযোগে ও সমাধিযোগে সিদ্ধ (শং)। জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। চিত্ত দম্ভ, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধাদির বশীভূত থাকিলে, বুদ্ধি নির্ম্মল না হইলে, সুসংস্কার অর্জ্জিত না হইলে, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের ধারণা হয় না, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মে না। তজ্জন্য প্রথমে কর্ম্মযোগ সাধনা করিয়া ঐ সকল গুণ অর্জ্জনপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে হয়; পরে জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর নিকট প্রপন্ন হইতে হয়। গুরূপদেশ "শ্রবণের" পর "মনন" অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে তদ্বিষয়ের অনুধ্যান আবশ্যক। সতত তাহা চিন্তা কর, দিবারাত্র চিন্তা করিতে থাক, যে পর্য্যন্ত না উহা প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায়, যে পর্য্যন্ত না হৃদয় ঐ ভাবে বিভোর হইয়া যায়। হৃদয় বিভোর হইলে, সেই কথার মর্ম্ম তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। উপদেশাদিতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। তাহা শোনা কথার মত ফাঁকা ফাঁকা; চক্ষে দেখার মত জাজ্বল্যমান নয়। তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, আত্মবিজ্ঞান লাভ হয় না। আত্মবিজ্ঞান লাভের জন্য, ধ্যানস্থ হইয়া হৃদয়মধ্যে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যত্ন করিতে হয়,—সাধনা করিতে হয়। এই ভাবে দৃঢ় যত্নসহ অগ্রসর হইলে, কালে যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তখন আপনি জ্ঞান-সূর্য্য ফুটিয়া উঠে।

শ্রবণ	এরূপে নির্ম্মলা বুদ্ধি করিয়া অর্জ্জন
মনন	গুরুপাশে উপদেশ করিবে শ্রবণ।
ধ্যান	গুরুপাশে গূঢ়তত্ত্ব রহস্য পাইয়া
যোগসিদ্ধি	ধারণা করিবে হৃদে ধ্যানস্থ হইয়া।
	এই ভাবে দৃঢ় যত্নে করিয়া সাধন
	কালে যোগসিদ্ধ তুমি হইবে যখন,
	তখন আপনা হ'তে অন্তরে তোমার
	পাইবে সে জ্ঞান তুমি, কৌরব-কুমার ! ৩৮।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

ইহারই নাম যোগসংসিদ্ধি। এই জ্ঞান প্রত্যেককে নিজে এই ভাবেই অর্জ্জন করিতে হয়। ইহার অন্য পন্থা নাই। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনই জ্ঞানলাভের উপায়। কর্ম্মযোগে ইহার আরম্ভ এবং কর্ম্মযোগেরই শীর্ষস্থানীয় ধ্যানযোগে ইহার শেষ। শ্রীশঙ্কর তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ৩৮।

কাহার জ্ঞান লাভ হয়? যিনি সংযতেন্দ্রিয়ঃ ও উপদেশাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। তৎপরঃ—তজ্জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিতে থাকেন। তিনি জ্ঞানং লভতে—লাভ করেন। সেই জ্ঞানলাভের ফল কি? জ্ঞানং লব্ধ্বা, অচিরেণ—অবিলম্বে। পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি—মোক্ষলাভ করেন (শ্রী)। ৩৯।

অন্য পক্ষে, যে অজ্ঞঃ—শাস্ত্রাদিতে অনভিজ্ঞ। অশ্রদ্দধানঃ চ—এবং যে অজ্ঞ না হইলেও শাস্ত্রাদির উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। আর যে সংশয়াত্মা—

শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, পার্থ! সংযত অন্তরে
নিত্য যত্ন যার, সেই জ্ঞান লাভ করে।
জ্ঞান লাভ হ'লে পর অচিরে তখন
লভয়ে পরমা শান্তি জানিও সে জন। ৩৯।
অজ্ঞ যে অথবা চিত্তে শ্রদ্ধা নাহি যার,
সতত সন্দেহপূর্ণ হৃদয় যাহার,
তাহার মঙ্গল, পার্থ, কখন না হয়,
বিশেষতঃ যার চিত্তে সতত সংশয়।

(পার্শ্বটীকা: কাহার জ্ঞানলাভ হয়? / কাহার জ্ঞান লাভ হয় না?)

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত চিত্ত, গুরু বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন, সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ। সে বিনশ্যতি—নষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার জ্ঞানলাভ হয় না (শ্রী)। এই তিনের মধ্যেও আবার সংশয়াত্মনঃ—সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির। ন অয়ং লোকঃ অস্তি, ন পরলোকঃ অস্তি, ন সুখম্ অস্তি।

সংশয়ই সর্ব্বনাশের মূল। অজ্ঞ ব্যক্তি, উপদেশে বিশ্বাসপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে উত্তীর্ণ হইতে পারে; শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পারলৌকিক সুখ লাভ না হইলেও ঐহিক সুখ লাভ হইতে পারে; কিন্তু যে সংশয়াত্মা, সে নির্দ্দোষকে সদোষ মনে করে, পবিত্রকে অপবিত্র ভাবে, মিত্রকে শত্রু ভাবিয়া সন্দেহ করে, গুরুবাক্যে অবিশ্বাস করে ইত্যাদি ইত্যাদি। সংসারে তাহার সুখলাভ দুর্লভ। সে পাপিষ্ঠতম (শং)। ৪০।

যোগ-সংন্যস্ত-কর্ম্মাণম্—সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ প্রত্যেক পদার্থে, প্রতি অণু পরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেক কর্ম্মকে পরিচালিত করিতেছেন, আমরা ভ্রান্ত কর্ত্তৃত্বের বোঝা ঘাড়ে লইয়া ভ্রান্ত কর্ত্তা সাজিয়া আছি, সে কর্ত্তৃত্ব তাঁহার। এই জ্ঞানে সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব যে

অজ্ঞ যে, তরিতে পারে বিশ্বাসের ভরে,
শ্রদ্ধাহীনও ইহলোকে সুখী হ'তে পারে,
কিন্তু হে, বিশ্বাস নাই হৃদয়ে যাহার,
ইহলোক পরলোক—কিছু নাই তার। ৪০।

জ্ঞানযুক্ত — নিষ্কামে সংন্যস্ত যার কর্ম্ম সমুদয়,
কর্ম্মযোগী — জ্ঞানে বিদূরিত যার সমস্ত সংশয়,
কর্ম্মে বদ্ধ — আত্মবান্, স্থিরবুদ্ধি,—তাঁহারে কখন
হয় না — কর্ম্মচয়, ধনঞ্জয়! করে না বন্ধন।৪১।

তস্মাদ্ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগম্ আতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছে, সে যোগসংন্যস্তকর্ম্মা। এবং জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ম্—জ্ঞানে যাহার সর্ব্বসংশয় অপগত হইয়াছে, যে ভিতরের রহস্য জানিয়াছে। এবং আত্মবন্তং—অপ্রমাদী আপন মহিমায় সদা প্রতিষ্ঠিত; প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুরাগ বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রকৃতির ধর্ম্ম যাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাদৃশ পুরুষকে কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি—বদ্ধ করে না। ৪১।

তস্মাৎ—অতএব। আত্মনঃ অজ্ঞান-সম্ভূতং—নিজ অজ্ঞান-সমুৎপন্ন। হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা—শোকমোহাদিসমুৎপন্ন হৃদয়স্থ এই সংশয়কে জ্ঞানখড়্গে ছেদনপূর্ব্বক। সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, যোগম্ আতিষ্ঠ—কর্ম্মযোগে অবস্থান কর। এবং উত্তিষ্ঠ—যুদ্ধার্থ উত্থিত হও (শং, শ্রী, রামা)। হে ভারত! ক্ষত্রিয় ভরতের পুত্র, অতএব যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম্ম। তুমি তোমার সেই স্বধর্ম্ম পালন কর। ৪২।

চতুর্থ অধ্যায় শেষ হইল। ভগবান্ পূর্ব্বে যে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন, স্বয়ং তিনিই তাহার আদি উপদেষ্টা ও প্রবর্ত্তক। আদি সৃষ্টি কালে তিনি সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী-বিষ্ণুরূপে সেই যোগ বিবস্বান্‌কে

অতএব শোক-মোহ-অজ্ঞান-সঞ্চিত

<u>অতএব</u> এই যে সংশয়ে তব চিত্ত ব্যাকুলিত,
<u>জ্ঞানযুক্ত</u> জ্ঞান-খড়্গে হৃদয়ের ছেদি সে সংশয়
<u>যোগ বুদ্ধিতে</u> কর্ম্মযোগে অবস্থান কর, ধনঞ্জয়!
<u>যুদ্ধ কর</u> উঠ হে ভারতমণি! ধর শরাসন,
ধর্ম্ম যুদ্ধে, হে ধার্ম্মিক! কর ধর্ম্মরণ।৪২।

বলিয়াছিলেন ; ইক্ষাকু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে তাহা প্রাপ্ত হইয়া সেই জ্ঞানেই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা নষ্ট হওয়ায় ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে ; তজ্জন্য সেই যোগ পুনঃ প্রচার করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তিনি আপনারই ঐশী শক্তি-যোগে বসুদেব-পুত্ররূপে, বিভূতির ভাবে অবতীর্ণ। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার সেই অবতারের কর্ম্মের রহস্য বুঝিয়া সেই আদর্শে কর্ম্ম করিলে, তাঁহাকে লাভ করা যায় (১-১০)।

প্রকৃতির গুণকর্ম্ম-ভেদানুসারে মনুষ্যগণ ঐশী নিয়মে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে অনুরক্ত। ইচ্ছামাত্রেই কেহ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়া ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও প্রাচীনগণ-সেবিত কর্ম্মমার্গ অবলম্বনই কর্ত্তব্য (১১-১৫)।

ইহার পর প্রকৃত অকর্ম্ম বা সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা বলিতেছেন। বাহিরে কর্ম্মত্যাগ করা প্রকৃত অকর্ম্ম বা সন্ন্যাস নহে। পরন্তু যিনি অন্তরে নিষ্কাম, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয়, রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধে অবিচল সমবুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি কর্ম্ম করিলেও তাঁহার সে সব কর্ম্ম অকর্ম্মতুল্য ; আর জ্ঞানী জ্ঞানযুক্ত চিত্তে যজ্ঞবুদ্ধিতে যাহা কিছু করেন, সে সকলও অকর্ম্মতুল্য (১৬-২৩)। অতএব বাহিরে কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, নিষ্কাম চিত্তে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করাই যথার্থ অকর্ম্ম অর্থাৎ সন্ন্যাস।

পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞার্থ কর্ম্মের অর্থ এমন নয় যে, সর্ব্বদাই নানাবিধ দ্রব্যের আয়োজনপূর্ব্বক যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। নিষ্কাম নির্ম্মল বুদ্ধিতে করিলে, জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মই যজ্ঞস্বরূপ হইয়া থাকে। নিষ্কাম যজ্ঞানুষ্ঠানে পাপক্ষয় হয় এবং যজ্ঞশেষভোজী ব্রহ্মধামে গমন করে ; কিন্তু যে ব্যক্তি যজ্ঞহীন, ইহলোকেও তাহার সদ্গতি হয় না। এই তত্ত্ব বুঝিয়া তুমি যজ্ঞবুদ্ধিতে সর্ব্ব কর্ম্ম কর ; তদ্দ্বারাই মুক্ত হইবে (২৪—৩২)।

বেদে বহুবিধ যজ্ঞের উপদেশ আছে। কতকগুলি বিবিধ দ্রব্যসাধ্য,

কতকগুলি মনের ও বুদ্ধির ব্যাপারসাধ্য। সেই মনবুদ্ধিব্যাপার-সাধ্য জ্ঞানযজ্ঞ সকলই শ্রেষ্ঠ ; কারণ জ্ঞানেই কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় (৩৩)। অতএব সেই জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন কর ; তজ্জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপদেশ লও। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধনা করিতে থাক। যখন তুমি যোগসিদ্ধ হইবে, তখন তোমার হৃদয়ে আপনি সেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে (৩৮)। সেই জ্ঞানে সর্ব্ব ভূতকে প্রথমে আত্মাতে, অনন্তর ঈশ্বরে দর্শন হয় (৩৫), সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় (৩৬), সর্ব্ব কর্ম্মবীজ নষ্ট হয় (৩৭) ; তুমি সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া নিষ্কাম যোগবুদ্ধিতে যুদ্ধার্থ উত্থিত হও (৪১-৪২)।

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের এই আদেশ। কিন্তু তিনি যে ভাবে কর্ম্ম করিতে আদেশ করিলেন, বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের পক্ষে কার্য্যতঃ তাহা অসম্ভব। কিন্তু এক দিন তাহা সম্ভব ছিল। লক্ষ লক্ষ প্রজার সুখদুঃখের বিধাতা স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজার অপেক্ষা অধিক কার্য্যে ব্যস্ত লোক আর কেহ হইতে পারে না। উপনিষদ্ পাঠে জানা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকাংশই জনক, জৈবলি প্রবাহন, চিত্র, অজাতশত্রু, কৈকেয় প্রভৃতি সিংহাসনাধিরূঢ় কার্য্যে ব্যস্ত সেই ক্ষত্রিয় রাজগণের হৃদয়েই প্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল। এই বিদ্যা কেবল অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণের ধ্যানলব্ধ সম্পত্তি নহে। রাজর্ষিগণই এই বিদ্যার প্রধানতঃ দ্রষ্টা ও উপদেষ্টা। তাঁহারা ইহা জানিতেন, ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ (৪২)। জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া কর্ম্ম করা, রাজত্ব পরিচালনা করা, এক দিন সম্ভব ছিল। ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানী যে সংসারত্যাগী ভিক্ষাজীবী ডোরকৌপিনধারী কিম্বা দিগম্বর সন্ন্যাসী নহেন, শ্রুতিও স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন। বরুণ স্বীয় পুত্র ভৃগুকে পরম ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া উপসংহারে বলিতেছেন,—"যঃ এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ কীর্ত্ত্যা।"—তৈত্তিরীয়। যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা জানেন তিনি প্রতিষ্ঠাবান্ হয়েন। তিনি অন্নবান্ (ধনধান্যশালী)

অন্নভোক্তা (ভোগী) হয়েন। তিনি পুত্র পৌত্রাদি (প্রজা) হস্তী অশ্বাদি পশু এবং ব্রহ্মতেজে মহান্ হয়েন; আর মহাকীর্ত্তিশালী হয়েন। গীতা সেই জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয়। এক দিন সেই বিদ্যা পাইয়াছিল বলিয়াই আজিও ভারত জগৎপূজ্য। হে ভারতের বিদ্যার্থী বালক বালিকাগণ! তোমরা গীতা হইতে সেই বিদ্যা শিখিয়া লও। আবার তোমাদের প্রসুপ্ত শক্তি উদ্বোধিত হইবে; অধুনা মোহমেঘাবৃত সেই অতীতের গৌরব রবি আবরণ অপসৃত করিয়া আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে; ঋদ্ধির সহিত সিদ্ধি লাভ হইবে।

জ্ঞানযুক্ত হ'য়ে পার্থ সাধে কর্ম্মযোগ,
"দাসের" ঘুচিবে কবে বৃথা কর্ম্মভোগ।

জ্ঞান-যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

——o——

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাস-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকঃ তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১॥

কর্ম্মের সন্ন্যাসে কর্ম্মযোগে আর
জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে,
নাশি সে সংশয়, কহিলা পঞ্চমে
জিতেন্দ্রিয় কি সে মুক্তিলাভ করে।—শ্রীধর

অর্জ্জুন কহিলেন।

প্রথমেতে কর্ম্মযোগে দিয়া উপদেশ
কর্ম্মময় যজ্ঞে তুমি করিলে আদেশ।
জ্ঞানের প্রশংসা কৃষ্ণ, করি পুনরায়
কহিলে জ্ঞানেতে শেষ কর্ম্ম সমুদায়;
আবার কহিলে কর্ম্ম করিতে সাধন,
জ্ঞানের অসিতে করি সংশয় ছেদন।
কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা কহ একবার,
কর্ম্মযোগে উপদেশ দাও পুনর্ব্বার।
এ সকল কথা আমি বুঝিতে না পারি,
অতএব কৃপা করি, ওহে শ্রীমুরারি!
এ দুয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর হয়
তাহাই আমারে তুমি বলহ নিশ্চয়।১।

সন্ন্যাসে ও কর্ম্মযোগে অর্জ্জুনের সন্দেহ

কর্ম্ম ও সন্ন্যাস দুয়ের কোনটি শ্রেয়ঃ?

শ্রীভগবান্ উবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ৪১—৪২ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি যোগবুদ্ধিতে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়াছে, জ্ঞানে যাহার সংশয় নষ্ট হইয়াছে, কর্ম্ম সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকে বদ্ধ করে না। তুমি সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মযোগ সাধন কর। এখানে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম-সন্ন্যাসের ও কর্ম্মানুষ্ঠানের মর্ম্ম অর্জ্জুন ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অর্থ কর্ম্মত্যাগ বুঝিয়া এবং তজ্জন্য একজন একই সময়ে কিরূপে কর্ম্ম-সন্ন্যাসী ও কর্ম্মযোগী হইতে পারে, তাহা না বুঝিয়া, বলিতেছেন।

হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি—কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ দুয়েরই কথা বলিতেছেন। এতয়োঃ—এই দুয়ের মধ্যে। যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ, তৎ একং সুনিশ্চিতং ব্রূহি—সেই একটী নিশ্চয় করিয়া বল।১।

অনন্তর ভগবান্ কর্ম্ম-সন্ন্যাসের প্রকৃত মর্ম্ম কি এবং কিরূপে অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া বাহিরে কর্ম্ম করা যায়, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসঃ—কর্ম্মত্যাগ (শং) বা জ্ঞানযোগ (রামা)। কর্ম্মযোগঃ চ। উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ—উভয়ই নিরপেক্ষভাবে (৫ ৫) মুক্তিপ্রদ (রামা)। তয়োঃ তু—কিন্তু সেই দুয়ের মধ্যে। কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে—কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বিশেষরূপে গুণযুক্ত।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

বুঝিলে না মম বাক্য তুমি, ধনঞ্জয়!
কর্ম্মযোগই — সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ ভিন্ন ফল নয়।
উত্তম — উভয় হ'তেই মোক্ষ মিলে, নরবর!
কিন্তু হে, সন্ন্যাস চেয়ে যোগ শ্রেষ্ঠতর। ২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার মহাশিক্ষা এই যে, সাধনাবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য, জ্ঞানের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়, পরে জ্ঞান লাভ হইলে, সেই জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া, দেহ মন ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়মিত, পরিচালিত করিয়া, প্রবৃত্তির বশ্যতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া, বাহিরে লোকহিতার্থে মুক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিতে হয়; ৩।২৫—২৬। ইহাই সন্ন্যাসযোগ। সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। জনকাদি রাজর্ষিগণ, ব্যাস-বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ ও জ্ঞানাবতার শ্রীশঙ্করও তাহাই করিয়াছিলেন।২।

সন্ন্যাসী কাহাকে বলে? যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি—যে কোন বিষয়ে দ্বেষ বা কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করে না। যে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সর্ব্ব বিষয়ে সমান সন্তুষ্ট। সঃ নিত্য সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ—সে কর্ম্মে থাকুক আর নাই থাকুক, নিত্যই সন্ন্যাসী জানিবে। নির্দ্বন্দ্বঃ হি—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভালবাসা ঘৃণা প্রভৃতি সংসারের দ্বন্দ্বভাব হইতে মুক্ত পুরুষই। সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে—সুখে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩।

নাই যার কোন কিছু বিষয়ে বিদ্বেষ,
কোন কিছু কখন চাহে না, গুড়াকেশ!
সর্ব্বদা যদিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত সে রয়,
সতত সন্ন্যাসী তা'রে জানিবে নিশ্চয়।
কোনরূপ দ্বন্দ্বভাব চিত্তে নাই যার,
সংসার-বন্ধন সুখে ঘুচে যায় তা'র। ৩।

সন্ন্যাসীর লক্ষণ

সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একম্ অপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্ উভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সাংখ্যযোগৌ—সাংখ্য—জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ—কর্ম্মনিষ্ঠা। এই দুই পৃথক্, ইতি বালাঃ—বাল-বুদ্ধি লোক। প্রবদন্তি—বলে। ন পণ্ডিতাঃ। কারণ, একম্ অপি—এ দুয়ের মধ্যে একটিকেও। সম্যক্ আস্থিতঃ—সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিলে। উভয়োঃ যৎ ফলং—উভয়ের ফল যে মোক্ষ। তৎ বিন্দতে—তাহা লাভ করে।৪।

সাংখ্যৈঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক। যৎ স্থানং প্রাপ্যতে—যে স্থান প্রাপ্তি হয়। যোগৈঃ অপি—কর্ম্মযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারাও। তৎ স্থানং গম্যতে। সাংখ্য ও যোগ পদদ্বয় মতুপ্ অর্থে, অর্শাদিগণীয় অচ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। সাংখ্যং চ (কর্ম্ম) যোগং চ—সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ। একং—সমান ফল, অতএব এক। যঃ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি—যে দেখে তাহার দর্শনই যথার্থ দর্শন; সেই ঠিক বুঝিয়াছে।

গীতায় ব্রহ্মনিষ্ঠার দুইটীমাত্র পন্থা ভগবান্ স্বীকার করিয়াছেন।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ ফলে একই (৩—৬)

জ্ঞাননিষ্ঠা, কর্ম্মনিষ্ঠা,—দুয়ে ভিন্ন ফল
বালকেই বলে, নহে পণ্ডিত সকল।
সম্যক্ সাধনা কর একের কেবল
মোক্ষ পাবে তায়, যাহা উভয়ের ফল।৪।
জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী যে মোক্ষ পদ পায়,
কর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী সেই স্থানে যায়।
এরূপে সমান ফল জ্ঞান কর্ম্ম আর
যে দেখে, যথার্থ পার্থ! দর্শন তাহার। ৫।

একটী সাংখ্যনিষ্ঠা বা সন্ন্যাস আর একটী যোগনিষ্ঠা বা কর্ম্মযোগ (৩৷৩)। উভয়েরই গন্তব্য স্থান এক। এই দুই পন্থায় যে যে অংশে সমতা এবং বিষমতা আছে, তাহা এই স্থানে দেখিব।

(১)

সন্ন্যাসমতে—জ্ঞানে মোক্ষ, কর্ম্মে নহে। সেই জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক বুদ্ধিকে স্থির, একাগ্র, সম করিয়া এবং চিত্তকে নিষ্কাম করিয়া, স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করা প্রয়োজন।

কর্ম্মযোগমতে—পূর্ব্বোক্ত ঐ সমুদায়ই স্বীকৃত।

(২)

সন্ন্যাসমতে—জ্ঞানলাভের পর লৌকিক বিষয় কর্ম্ম উপেক্ষা এবং পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ, তৃষ্ণামূলক কর্ম্ম দুঃখদায়ক এবং জ্ঞানের বিরোধী; অপিচ তাহা সংসার-বন্ধনের হেতু।

কর্ম্মযোগমতে—লৌকিক কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া, ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক আজীবন সে সকল আচরণ করা উচিত। অচেতন কর্ম্ম স্বয়ং কাহাকেও বদ্ধ বা মুক্ত করিতে পারে না। উহাতে কর্ম্মকর্ত্তার মনে যে তৃষ্ণামূলক ফলাশা, তাহাই বন্ধক; তাহাই কেবল ত্যাগ কর। নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের বিরোধী নহে। অপিচ, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ অসম্ভব। শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক।

(৩)

সন্ন্যাসমতে—যতদিন চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততদিন, চিত্তশুদ্ধির জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা আবশ্যক; কিন্তু চিত্তশুদ্ধির পরে, যত শীঘ্র সম্ভব, তাহা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

কর্ম্মযোগমতে—কেবল চিত্তশুদ্ধি কর্ম্মের একমাত্র প্রয়োজন নহে। জগৎব্যাপার অব্যাহত রাখিবার জন্য, কর্ম্ম অপরিহার্য্য। সন্ন্যাসই যদি

পরম কর্ত্তব্য হয়, আর সকলেই যদি তাহা অবলম্বন করে, তবে অচিরকাল মধ্যে জগতে মনুষ্য জাতি থাকিবে না। অতএব চিত্তশুদ্ধির পরেও জগৎ ব্যাপার অব্যাহত রাখিবার জন্ম কর্ম্ম করা প্রয়োজন।

(৪)

সন্ন্যাসমতে—সন্ন্যাস লইয়া বনজ ফল মূলাদি অথবা ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিবে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্ম অন্যরূপ কর্ম্ম করিবে না।

কর্ম্মযোগমতে—স্বোপার্জ্জিত দ্রব্যে অন্যের পোষণ করিয়া, পরে নিজ দেহের উপযুক্ত পোষণমাত্রের উদ্দেশে পান ভোজনাদি করিবে। আদান প্রদানেই সমাজের স্থিতি। যে স্বার্থের অনুরোধে সমাজকে ত্যাগ করিয়াছে, যে সমাজকে কিছু দেয় না, সমাজ তাহাকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য নয়। পেটের দায়ে নিলর্জ্জ ভাবে ভিক্ষা করা অপেক্ষা, জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তনের উদ্দেশে আপন অধিকার অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহাতে সমাজ-স্থিতি ও ঈশ্বরার্চ্চনা, দুইই সাধিত হয়।

(৫)

সন্ন্যাসমতে—জ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন কর্ম্ম করায় বা না করায় জ্ঞানীর যখন কোন স্বার্থ নাই (৩।১৮) তখন জগতের পালন-পোষণ-কর্ম্মেও তাঁহার প্রয়োজন নাই। তবে যদি কেহ, আপনার ব্যবহারিক অধিকার, জনকাদির ন্যায় পালন করিতে পারে, তবে তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু ইহা অপবাদ—সাধারণ বিধি নহে।

কর্ম্মযোগমতে—কর্ম্মে জ্ঞানীর প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না। আর গুণবিভাগরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থানুসারে ছোট বড় কর্ম্মে অধিকার সকলেরই থাকে। সেই অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোক সংগ্রহের জন্ম করা জ্ঞানীর নিরপবাদ কর্ত্তব্য। জগতের কর্ম্মচক্র স্বয়ং ভগবান্ জগদ্ধারণের জন্ম করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন করে না, সে পাপাত্মা; তাহার জীবন বৃথা (৩।১৬)।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখম্ আপ্তুম্ অযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

(৬)

সন্ন্যাসমতে—এই পন্থা শ্রুতিস্মৃতি-অনুমোদিত; শুক যাজ্ঞবল্ক্য আদি এই পথে গিয়াছিলেন। ফল পরম শান্তি।

কর্ম্মযোগমতে—এই পন্থা শ্রুতিস্মৃতি-অনুমোদিত; ব্যাস, বশিষ্ঠ, জনক এবং স্বয়ং ভগবান্ এই পথে গিয়াছিলেন। ফল পরম শান্তি।

জ্ঞানলাভের পর, সর্ব্ব লৌকিক কর্ম্ম ত্যাগ করা, বিশ্বলীলা হইতে সরিয়া পড়া এবং জ্ঞানলাভের পর স্বধর্ম্মানুসারে উপস্থিত কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে সে সমুদায়ের আচরণ করা, জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে ভগবানের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া বিশ্বলীলার অনুবর্ত্তী হওয়া,—ইহাই উভয়ের মধ্যে ভেদ। সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ কর্ম্মযোগী—উভয়েই জ্ঞানী; উভয়েরই স্থিতি ও শান্তি এক। তবে কর্ম্মদৃষ্টিতে উভয়ের ভেদ এই যে, সন্ন্যাসী আপনার শান্তিসাগরে আপনি ডুবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু কর্ম্মযোগী আপনি শান্তি লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন; পরন্তু যুক্ত চিত্তে স্বয়ং কর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কর্ম্মাকর্ম্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া দিয়া, সাধারণকেও শান্তিমার্গে আকৃষ্ট করেন। সংসারে কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণপূর্ব্বক সাধু কর্ম্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইতে হইলে, স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম-যোগীই তাহা দেখাইবেন; কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী যোগী অথবা বৈরাগী বৈষ্ণব তাহা পারিবেন না। কর্ম্মযোগীর জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মদ্বারাই এক দিন ভারত উন্নত হইয়াছিল, আর জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের অভাবেই তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। "তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে" (৫।২) এই ভগবদ্‌বাণী ধ্রুব সত্য (তিলক)।৫।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট কেন, পুনর্ব্বার তাহা বলিতেছেন। অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ তু দুঃখম্ আপ্তুম্—কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখ প্রাপ্তির নিমিত্ত মাত্র। পরন্তু যোগযুক্তঃ—কর্ম্মযোগনিষ্ঠ। মুনিঃ—মনন বা চিন্তাশীল ব্যক্তি। ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি—অচিরাৎ ব্রহ্ম লাভ করেন। ৬।

যিনি যোগযুক্তঃ—কর্ম্মযোগে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত। বিশুদ্ধাত্মা—নির্ম্মলচিত্ত (শং)। এবং বিজিতাত্মা—বশীকৃতমনা (রামা)। অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ। আর যিনি সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—যাহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মভূত, যিনি সকলকে আত্মরূপে দেখেন। তিনি কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে—কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হয়েন না। ৭।

জ্ঞাননিষ্ঠা তরে কেন বৃথা অনুযোগ,
কর্ম্মযোগ — সন্ন্যাস যন্ত্রণামাত্র বিনা কর্ম্মযোগ।
ব্যতীত — থাকিতে কামের কালি সন্ন্যাস না হয়,
সন্ন্যাস — কিন্তু পার্থ, কর্ম্মযোগে নিষ্ঠা যার রয়,
হয় না — অচিরে মনের কালি তা'র মুছে যায়,
অবিলম্বে সেই মুনি ব্রহ্মপদ পায়।৬।
কর্ম্মযোগে যুক্ত সদা হৃদয় যাহার
কামের কলঙ্ক লেখা চিত্তে নাই যার,
যোগযুক্ত — মন যা'র নিরন্তর বশীভূত রয়,
পুরুষ — বশীভূত রহে যার ইন্দ্রিয়-নিচয়,
কর্ম্মে লিপ্ত — সতত যে আত্মতুল্য দেখে সমুদায়,
হয় না — কর্ম্ম করিলেও লিপ্ত না হয় সে তায়। ৭।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রম্ ইবাম্ভসা॥ ১০॥

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগে যুক্তঃ—অভিনিবিষ্ট-চিত্ত। তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি (শং)। পশ্যন্ শৃণ্বন্ ইত্যাদি—দর্শন শ্রবণাদি কর্ম্ম করিয়াও। ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্—ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া। নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি মন্যেত—আমি কিছুই করি না, এইরূপ মনে করেন। স্বপন্—অবসাদ বশতঃ বুদ্ধির ক্রিয়া-বিরতি হইলে নিদ্রাবেশ হয়। বিসৃজন্—ত্যাগ করিয়া। ৮—৯।

কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতে কর্ম্মফললেপ অনিবার্য্য। কিন্তু কর্ম্মাণি ব্রহ্মণি আধায়—পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া, আমি যাহা করিতেছি

তত্ত্ববিৎ সেই যোগী দেখে, ধনঞ্জয়!
ইন্দ্রিয়ের-ধর্ম্ম মাত্র কর্ম্ম সমুদয়;—
চক্ষু করে দরশন, শ্রবণ শ্রবণ,
ত্বক্ স্পর্শ, নাসা ঘ্রাণ, বদন ভোজন,
কর্ম্মযোগীর — নিদ্রা যায় বুদ্ধি, হস্ত করয়ে গ্রহণ,
ইন্দ্রিয়ে — বাগিন্দ্রিয় কহে বাণী, চরণ গমন,
কর্ম্ম, মনে — নিশ্বাস উন্মেষ আদি প্রাণ আদি বায়ু,
সন্ন্যাস — বিসর্গ আনন্দ দেয় উপস্থ ও পায়ু।
করি সর্ব্ব, ভাবে যোগী, সে কিছু না করে,
ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে বিহরে। ৮—৯।

তাহা সেই ঈশ্বরের কায। অথবা ঈশ্বরই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকল করাইতেছেন, এই ভাবে ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করিয়া ; ১৮।৬১ দেখ। এবং সঙ্গং ত্যক্ত্বা—কর্ত্তৃত্বের অভিমান কিংবা আসক্তি ত্যাগ করিয়া। যঃ করোতি। সঃ পদ্মপত্রম্ অম্ভসা ইব—পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ। পাপেন ন লিপ্যতে। অম্ভসা—জলের দ্বারা। পাপ—কাম্য কর্ম্ম মাত্রেরই ফলাফল নিবন্ধন জীব সংসারে লিপ্ত হয়, অতএব কর্ম্মের সেই ফলাফলই পাপ। ন লিপ্যতে—লিপ্ত হয় না, এই বাক্যে পাপ শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছে, ৫।১৫ দেখ। এখানে পদ্মপত্র ও জলের উপমাটী লক্ষ্য করা উচিত। জল পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ পাপ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

যিনি কর্ম্মযোগে যুক্ত, যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন এবং দেহ মন ইন্দ্রিয়ের উপর যাঁহার আধিপত্য জন্মিয়াছে, যিনি জ্ঞানে অবস্থিত তত্ত্ববিৎ, তিনি প্রকৃতির গুণ হইতে নিষ্পন্ন, দর্শন, শ্রবণ, গমনাদি কর্ম্মকে আপনার কর্ম্ম বলিয়া ধারণা করেন না এবং সে সকলে আসক্ত হয়েন না। তিনি কর্ম্ম সকল ব্রহ্মে সমর্পণপূর্ব্বক পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে, লোকস্থিতির জন্য, কর্ম্ম করেন। এইরূপে একই সময়, একই ব্যক্তি, সন্ন্যাসী হইয়াও কর্ম্মযোগী হয়েন। ইহাই গীতোক্ত সাধনার মূল তত্ত্ব। ভগবান্ স্বয়ং এই ভাবেই কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়াছেন। ১০।

এইরূপে এ সংসারে যত কিছু কর্ম্ম
জানি মনে সে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম,
কর্ম্মযোগীর — ব্রহ্মে যে সে সমুদয় করি সমর্পণ,
কর্ম্ম ব্রহ্মে — "আমি করি" অভিমান করি বিসর্জ্জন,
অর্পিত — ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যজি করে সমুদায়,—
ভৃত্য যথা করে কর্ম্ম প্রভুর সেবায়;
পদ্মপত্র যথা লিপ্ত নাহি হয় জলে,
সে জন না লিপ্ত হয় তা'র ফলাফলে। ১০।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

(কর্ম্ম) যোগিনঃ আত্মশুদ্ধয়ে—চিত্তশুদ্ধির জন্য। সঙ্গং ত্যক্ত্বা—আসক্তি ত্যাগ করিয়া। কেবলৈঃ কায়েন, মনসা, বুদ্ধ্যা, ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি—কেবল কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম করে। কেবল—মমত্ববর্জ্জিত (শং), কর্ম্মে অভিনিবেশশূন্য (শ্রী)। কেবল শব্দ, কায় মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ইহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষণ।

প্রকৃতপক্ষে কেবল কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্ম্ম হয়। বাহ্য বিষয় চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মনের দ্বারা অন্তঃকরণে নীত হইলে, বুদ্ধি তাহার বিষয় বিচার-পূর্ব্বক তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করে। তখন তাহা হইতে সুখ দুঃখ বোধ হয়। সুখদুঃখবোধ হইতে ঈপ্সিত বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। তাহা মনকে পরিচালিত করে। পরে মন আমাদের যে গ্রহণশক্তি, যাহা সূক্ষ্ম বাহু ইন্দ্রিয়, তাহাকে পরিচালিত করে। তাহা আবার স্থূল হস্তকে পরিচালিত করে। তবে গ্রহণ বা ত্যাগাত্মক কর্ম্ম হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বাহিরের বিষয়কে ভিতরে আনিয়া ইচ্ছা দ্বেষাদি উৎপাদন করে আর কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ অন্তরের বিষয়কে

ইচ্ছা দ্বেষ কাম ক্রোধ ঈর্ষা অভিমান,
এরা সদা মনোমাঝে ভাসে, মতিমান!
এরাই চিত্তের কালি জানিও, পাণ্ডব!
সেই চিত্ত "শুদ্ধ", যাহে না রয় এ সব।
কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি — কর্ম্মযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভের কারণ,
করি সেই ইচ্ছা দ্বেষ ঈর্ষাদি বর্জ্জন,
বুদ্ধীন্দ্রিয় মনে আর শরীরে কেবল
এ সংসার মাঝে কর্ম্ম করে হে সকল। ১১।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

বাহিরে আনিয়া দিয়া, বাহিরের কর্ম্ম সম্পাদন করে। সুতরাং মন বুদ্ধি প্রভৃতিই কর্ম্মের নির্ব্বাহক। এইরূপ সর্ব্বত্র।

হ্রদের জলে যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ তাহাতে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে না। আমাদের চিত্ত যেন একটী হ্রদ। কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ হিংসা ঈর্ষা পরচর্চ্চাদি তাহার তরঙ্গ। তরঙ্গ থাকিতে তাহাতে জ্ঞানসূর্য্য ঠিক প্রতিভাসিত হয় না। কর্ম্মযোগের কার্য্য সেই তরঙ্গ নাশ করিয়া চিত্তকে স্থির নিশ্চল শান্ত করা। ইহাই আত্মশুদ্ধি বা বুদ্ধির নির্ম্মলতা। ১১।

কর্ম্মের দ্বারা কে বদ্ধ হয়, আর কেই বা মুক্ত হয়? কর্ম্মযোগ যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা। নৈষ্ঠিকীম্—নিষ্ঠা, দৃঢ়তা; তাহা হইতে প্রাপ্ত, নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নিশ্চলা, আত্যন্তিকী। শান্তিম্ আপ্নোতি। আর যে ব্যক্তি কর্ম্মযোগে অযুক্তঃ—ফলাশায় কর্ম্ম করে। সে কামকারেণ ফলে সক্তঃ—কামের প্রেরণায়, প্রবৃত্তিবশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ফলে আসক্ত হইয়া। নিবধ্যতে—সংসারপাশে বদ্ধ হয়। সে কামের প্রেরণায়, কামের অধীন হইয়া ফলাশায় কর্ম্ম করে, সুতরাং পরাধীন, বদ্ধ। ১২।

কর্ম্মযোগে যার চিত্ত সদা যুক্ত রয়,
সেই যোগী কর্ম্মফল ত্যজি সমুদয়
<u>কর্ম্মযোগীর</u> অনন্ত শান্তির সুখ-পারাবারে ভাসে,
<u>শান্তিলাভ</u> স্থির নিষ্ঠা হ'তে পার্থ! যে শান্তি বিকাশে।
<u>অযোগীর</u> কিন্তু সেই নিষ্ঠা নাই যাহার অন্তরে,
<u>বন্ধন</u> কামের প্রেরণে মাত্র সর্ব্ব কর্ম্ম করে,
সেই হে, আসক্ত হয়ে কর্ম্মফলে যত,
হায় রে! আবদ্ধ হয় সংসারে নিয়ত। ১২।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

কর্ম্মযোগ-সংসিদ্ধিতে যাহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য হয় (৫।১০ টীকা দেখ) সেই বশী দেহী—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। সর্ব্ব-কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য—মনে মনে (প্রত্যক্ষতঃ নহে) সর্ব্ব কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদির উপর সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ স্বভাব-প্রেরিত ইন্দ্রিয়াদিই স্ব স্ব বিষয়োপযোগী কর্ম্মে ব্যাপৃত, মনে ইহা স্থির জানিয়া। ন এব কুর্ব্বন্, ন কারয়ন্—স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া বা না করাইয়া; অর্থাৎ আমি কিছু করিতেছি বা করাইতেছি, এরূপ না ভাবিয়া (গিরি)। নবদ্বারে পুরে সুখম্ আস্তে—নব দ্বারযুক্ত দেহরূপ-গৃহে সুখে থাকেন। অথবা নবদ্বারে পুরে সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য—সমুদায় কর্ম্মই দেহের ধর্ম্মমাত্র মনে করিয়া (রামা) ইত্যাদি।

তিনি জানেন, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে (৫।১৪) স্বভাব পরিচালিত ইন্দ্রিয়াদি হইতেই সর্ব্ব কর্ম্ম হয় (৫।১১); এবং এইরূপে দেহাদি হইতে আত্মার

শরীর স্বরূপ গৃহে নয়টী দুয়ার,—
দুই দুই চক্ষু কর্ণ, দুই নাসা আর
বদন, উপস্থ, গুহ্য; নব দ্বারময়
কর্ম্মযোগীর　এই গৃহে জিতেন্দ্রিয় যোগী, ধনঞ্জয়!
বাহিরে কর্ম্ম,　দেহ মন, ইন্দ্রিয়াদি হ'তে যত কর্ম্ম
মনে সন্ন্যাস,　জানিয়া সে সব মাত্র স্বভাবের ধর্ম্ম,
ফল শান্তি　দেহাদিতে সে সকল করিয়া অর্পণ,
নিরন্তর সুখে কাল করেন যাপন;
আমি কোন কর্ম্ম করি, অথবা করাই,
তাঁহার হৃদয়মাঝে এ ধারণা নাই। ১৩।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগঃ স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করেন বলিয়াই তিনি কোন কর্ম্ম করিতেছেন বা করাইতেছেন, মনে করেন না; সুতরাং রাগদ্বেষাদি-জনিত হর্ষ-বিষাদ তাঁহার থাকে না; তিনি নিত্য প্রসন্ন—সুখী এবং কর্ম্মী হইয়াও সন্ন্যাসী। ১৩।

পূর্ব্বোক্ত জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত (১১) যোগী সাধনার আরও পরিপাক দশায় আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপ দেখিতে পান (রামা)। তিনি দেখেন, আত্মা প্রকৃতির অধীন নহেন, পরন্তু তিনিই প্রকৃতির প্রভু, নিয়ন্তা। সেই প্রভুঃ—আত্মা (শং)। কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি—জীবের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না; অর্থাৎ জীবগণ যাহা কিছু করে, আত্মা তাহার প্রবর্ত্তক নহেন। ন কর্ম্মাণি সৃজতি—লোকের গৃহ নির্ম্মাণাদি কর্ম্মমালারও কর্ত্তা হয়েন

আত্মার স্বরূপ, পার্থ, দেখে সেই জন।
সেই দেখে,—যাহা কিছু করে জীবগণ
আত্মা সে সকল কর্ম্ম কিছু না করায়, (আত্মার)
করে না জীবের কিম্বা কর্ম্ম সমুদায়; (অকর্ম্ম)
ঘটায়ে সংযোগ কিম্বা কর্ম্মফল সনে (স্বরূপ)
করে না দুঃখী বা সুখী কভু জীবগণে।
পূর্ব্ব কালে পূর্ব্ব জন্মে যে কর্ম্ম যে করে
সংস্কার রহে তা'র তাহার অন্তরে।
সেই পূর্ব্ব সংস্কার অনুরূপ ভাব (স্বভাবই)
যথাকালে ব্যক্ত হয়;—ইহাই স্বভাব। (কর্ম্ম করায়)
এই যে স্বভাব পার্থ, ইহাই করায়
এ সংসারে ভাল মন্দ কর্ম্ম সমুদায়। ১৪।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

না। ন কর্ম্মফলসংযোগং—অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে উৎপন্ন যে সুখ-দুঃখাদি, তাহার সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, তাহাও আত্মা করেন না। তবে এ সকল কোথা হইতে হয়? স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে—স্বভাবই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের জন্মান্তরকৃত কর্ম্মের অব্যক্ত সংস্কার, যাহা বর্ত্তমানে যথোপযুক্ত কালে স্বানুরূপ কার্য্যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম স্বভাব (শং ১৮।৪১) অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারের নাম স্বভাব (শ্রী)। সেই স্বভাবই জীবকে কখন পাপ কর্ম্মে, কখন পুণ্য কর্ম্মে আকৃষ্ট করে। স্বভাবই প্রবর্ত্তক। আমরা আপনিই কর্ম্ম করি, আপনিই আপনাদের অদৃষ্ট সৃষ্টি করি; আপনাদের লালায় গুটিপোকার মত আপনারাই বদ্ধ হই। অজ্ঞ লোকেই সে সকল আত্মার কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। ১৪।

তিনি আরও দেখেন যে, আত্মা বিভুঃ—পরিপূর্ণ; অর্থাৎ কোন দেহ-বিশেষে আবদ্ধ নহে, পরন্তু সর্ব্বব্যাপী। সেই আত্মা কস্তচিৎ পাপং ন আদত্তে—কাহারও পাপ গ্রহণ করে না। ন চ সুকৃতম্ এব—এবং কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করে না। যে কর্ম্ম রাগদ্বেষাদি উৎপাদনে চিত্তকে কলুষিত করে, জ্ঞানকে আবৃত করে, তাহা পাপ; আর যাহা রাগদ্বেষাদি নষ্ট করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করে, তাহা পুণ্য। সংসারদশাতে দেহিরূপেও

সর্ব্বময় আত্মা,—পুনঃ দেখে সেই জন
আত্মাতে কা'রো পাপ কা'রো পুণ্য করে না বহন।
পাপপুণ্যও অজ্ঞানে জীবের জ্ঞান সমাচ্ছন্ন রয়
নাই, তাহা তাহাতে সকল জীব বিমোহিত হয়;
অজ্ঞানে তাই তা'রা ভাবে আত্মা করে সমুদয়
পাপ পুণ্য ভাল মন্দ যত কর্ম্ম হয়। ১৫।

জ্ঞানেন তু তদ্ অজ্ঞানং যেষাং নাশিতম্ আত্মনঃ।
তেষাম্ আদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

আত্মা প্রকৃতিকৃত কর্ম্মোৎপন্ন পাপ-পুণ্য দ্বারা রঞ্জিত হয় না। জবা কুসুমের নিকটে শুভ্র স্ফটিকের রক্তিমা ভাব যেমন, আত্মাতে পাপপুণ্যের সংযোগও তেমন। কিন্তু অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং—জীবের জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত ; ৩।৩৯ দেখ। তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি—তজ্জন্য জীবগণ মুগ্ধ হয়।

১৪—১৫ শ্লোকের মর্ম্ম এই। যেমন অগ্নির সাহায্যে স্থালীতে রন্ধন হয়, কিন্তু রন্ধনের ভাল মন্দের জন্য অগ্নি দায়ী নহে ; অথবা যেমন আলোকের সাহায্যে চক্ষু বস্তু দর্শন করে, কিন্তু ভাল মন্দ দর্শনের জন্য আলোক দায়ী নহে, আলোক দৃশ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয় মাত্র ; তদ্রূপ আত্মার অধিষ্ঠানবশতই জীবের অন্তরে ভোক্তৃত্বের উদয় হয় বটে, কিন্তু জীব আপন স্বভাবের বশে ভাল মন্দ কর্ম্ম করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, আত্মা তাহার জন্য দায়ী নহে ; আত্মা তাহার প্রকাশক মাত্র। স্বার্থপর প্রভুর ন্যায় আত্মা স্বীয় স্বার্থের জন্য কাহাকেও কোন কর্ম্মে নিয়োগ করে না। জীবের অনাদি কর্ম্ম-সংস্কার-জনিত বাসনা বা কামই আত্ম-বিষয়ক সত্য জ্ঞানকে আবৃত করিয়া (৩।৩৮-৩৯) তাহাকে কর্ম্মে প্রেরিত করে। কিন্তু অজ্ঞানমুগ্ধ জীব সেই বাসনার প্রেরণায় কর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, আত্মা কর্ম্ম করিয়া ও কর্ম্ম করাইয়া সুখ দুঃখ—পাপ পুণ্য ভোগ করে। ১৫।

তু—পরন্তু। যেষাং তৎ অজ্ঞানং আত্মনঃ—জ্ঞানেন নাশিতং—১৪এবং ১৫ শ্লোকোক্ত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া, যাহাদের সেই অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধির রাজসিক ও তামসিক ভাব নষ্ট হইয়া

আত্মজ্ঞানে আত্মার স্বরূপ দেখি, কিন্তু ধনঞ্জয়!
অজ্ঞান নাশ যাঁহাদের সে অজ্ঞান দূরীভূত হয়,

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

তাহা স্থির শান্ত নিশ্চল সাত্ত্বিক হয়, ৪।৩৫ শ্লোক ও ৫।১১ শ্লোক দেখ। তেষাং তৎ জ্ঞানং পরং—পরমার্থ তত্ত্ব (শং), পূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপ (শ্রী) প্রকাশয়তি। আদিত্যবৎ—যেমন সূর্য্য অন্ধকার নষ্ট করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করে।১৬।

তদ্‌বুদ্ধয়ঃ—সেই জ্ঞানে প্রকাশিত যে পরম তত্ত্ব, সেই তত্ত্বে যাঁহাদের বুদ্ধি অর্পিত। তদাত্মানঃ—যাঁহারা তন্মনা। তন্নিষ্ঠাঃ—সর্ব্বদা তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত। তৎপরায়ণাঃ—তাহাই যাঁহাদের পরম আশ্রয়। জ্ঞাননির্ধূত-কল্মষাঃ—জ্ঞানে যাঁহাদের কল্মষ, পাপাদি দোষ নিরস্ত হইয়া যায়। তাঁহারা অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি—আর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। ১৭।

সেই জ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানিগণের হৃদয়ে যে সকল

ও পরম জ্ঞানের বিকাশ

তাঁ'দের হৃদয় মাঝে আদিত্য সমান
আপনি ফুটিয়া উঠে সে পরম জ্ঞান,
যে জ্ঞান হে নরবর, তাঁদের অন্তরে
পরমার্থ গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত করে। ১৬।
এরূপে পরম তত্ত্ব পেয়ে, ধনঞ্জয়!
তাহাতে যাঁহার বুদ্ধি অবিচল রয়,

সেই জ্ঞানীর মুক্তিলাভ

তাহাতেই নিষ্ঠা, রহে তাহাতেই মন,
করেন তা'তেই মাত্র আশ্রয় গ্রহণ,
জ্ঞানের পবিত্র তোয়ে ধৌত পাপভার
যা'ন সেথা যেথা হ'তে না আসেন আর। ১৭।

ইহৈব তৈ র্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, ১৮—২৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। পণ্ডিতাঃ—সেই পণ্ডিতগণ। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি শুনি শ্বপাকে চ—সদ্‌ব্রাহ্মণ, গো, কুকুর, চণ্ডাল ও হস্তীতে। সমদর্শিনঃ—সমদর্শী হয়েন। তাঁহারা সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন, সুতরাং তাঁহাদের কাছে সকলই সমান ; ৬।৩২ টীকা দেখ। ১৮।

এই রূপে, যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং—যাহাদের মন সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। তৈঃ ইহ এব সর্গঃ জিতঃ—এই জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের সংসার নিরস্ত হয়। কারণ (হি) ব্রহ্ম নির্দ্দোষং সমং—নির্দ্দোষ ভাবে সম, Absolute homogenity ; তাঁহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত, দেশ, কাল প্রভৃতি কোন ভেদ নাই, তিনি সমস্ত ভেদরহিত

জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত যাঁহার হৃদয়,
<u>সেই জ্ঞানী</u> উত্তম অধম তাঁর তুল্য সমুদয় ;—
<u>সর্ব্বভূতে</u> বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ উত্তম,
<u>সমদর্শী</u> গো, হস্তী, কুকুর কিম্বা চণ্ডাল অধম,
এক আত্মা জানি সেই সবার অন্তরে,
পণ্ডিত সমান চক্ষে সবে দৃষ্টি করে। ১৮।
সর্ব্বত্র এরূপ যার সমদৃষ্টি হয়
<u>সেই</u> সংসারেই থাকি করে সংসার বিজয়।
<u>জ্ঞানীর</u> ব্রহ্মে নাই গুণময়ী প্রকৃতির দোষ,
<u>ব্রাহ্মী স্থিতি</u> সর্ব্বত্র সম সে ব্রহ্ম,—সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ।
এই জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞানবান্
এ সংসারে ব্রহ্মভাবে করে অবস্থান। ১৯।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে ॥ ২১ ॥

"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। ব্রহ্ম সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে থাকিলেও, জীবের প্রকৃতি-জাত রাগদ্বেষাদি দোষে কখন লিপ্ত হয়েন না, ত্রিগুণভেদে ভিন্ন হয়েন না। তিনি নিরঞ্জন, নির্গুণ, আকাশবৎ সর্ব্বত্র সম, নির্দ্দোষ সম। তস্মাৎ—এই সমদর্শন হইতে। তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ—ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন; নির্ব্বিকার সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভাবে অবস্থান করেন। ১৯।

তিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মণি স্থিতঃ—ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিতি করেন। প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (২।৫৬ দেখ)। স্থিরবুদ্ধিঃ—স্থিতপ্রজ্ঞ। অসংমূঢ়ঃ—মোহবর্জ্জিত। ২০।

তিনি বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বাহ্য বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত হইয়া। আত্মনি যৎ সুখং—অন্তঃকরণে প্রকাশমান যে সাত্ত্বিক

	ঈদৃশ যে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে স্থিতি যাঁর,
সিদ্ধযোগী	ইষ্ট লাভে হর্ষ নাই কখন তাঁহার;
ইষ্টানিষ্টে	অনিষ্ট সঞ্চারে তাঁর উদ্বেগ না হয়
নির্ব্বিকার	স্থিরবুদ্ধি, তাঁর হৃদে মোহ নাহি রয়। ২০।
	অনাসক্ত থাকি বাহ্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ে
অনাসক্ত	জাগে যে সাত্ত্বিক সুখ তাঁহার হৃদয়ে,
যোগীর	আপনার অন্তরের সে সুখ-উচ্ছ্বাসে
সুখ	ব্রহ্মবিৎ সেই জ্ঞানী নিরন্তর ভাসে।
	নিরন্তর ব্রহ্মে রাখি নিবিষ্ট হৃদয়
	করেন সে সুখ ভোগ, যে সুখ অক্ষয়। ২১।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

সুখ (১৮।৩৭)। তৎ বিন্দতি—লাভ করেন। ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্মে নিবিষ্টমনা। সঃ অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে। অনাসক্তি শব্দের অর্থ স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বা অর্থাদি বিষয়ে প্রীতিশূন্যতা নহে। আসক্তি ও প্রীতি এক বস্তু নহে। যিনি তত্ত্বদর্শী, তাঁহার পক্ষে, সর্ব্ব ভূতে ঈশ্বর আছেন জানিয়া, সেই সেই বস্তুতে যে প্রীতি, তাহা আসক্তি নহে এবং তাহা ত্যাজ্য নহে। ২১।

তিনি বাহ্য সুখ চাহেন না; কারণ, সংস্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন যাহা কিছু ভোগ-সুখ। তে দুঃখযোনয়ঃ এব—সে সকল দুঃখের যোনি অর্থাৎ কারণ মাত্র। আদ্যন্তবন্তঃ—তাহাদের আরম্ভ ও শেষ আছে; আসে আবার যায়। অতএব বুধঃ তেষু ন রমতে—জ্ঞানী সে সকলে প্রীতি লাভ করেন না। ২২।

কাম-ক্রোধ-জনিত আবেগ—বাসনা, ভাবনা চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তাহার সমতা ও শান্তি নষ্ট করে। কিন্তু যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্—দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন (শ্রী)। কামক্রোধোদ্ভবং

বিষয়-সম্ভোগ হ'তে সুখ যাহা হয়
বিষয়সুখ — দুঃখের কারণ মাত্র তাহা সমুদয়।
দুঃখের — কৌন্তেয়, সে সুখ যত আসে পুনঃ যায়;—
হেতুমাত্র — বুধগণ প্রীতি লাভ নাহি করে তায়। ২২।
কামের ক্রোধের বেগ, শুন নরবর!
কামক্রোধ- — নির্ম্মল সুখের পথে বিঘ্ন নিরন্তর।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

বেগং—কামক্রোধ হইতে উৎপন্ন শারীরিক এবং মানসিক বিকার। ইহ এব—তাহা উৎপন্ন হওয়া মাত্রেই, অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বেই (শ্রী)। যঃ সোঢ়ুং শক্নোতি—যে ব্যক্তি সহ্য বা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। সঃ যুক্তঃ—সেই ব্যক্তি যোগে যুক্ত, স্থির নিশ্চলচিত্ত। সঃ নরঃ সুখী। ২৩।

কাম-ক্রোধাদিজনিত আবেগই নির্ম্মল আনন্দ ভোগের বিঘ্ন। কিছু চাহিতেছি কিন্তু পাইতেছি না, ফল দুঃখ, ক্রোধ। অতএব যখন কাম-ক্রোধাদির জয় হয়, বাহ্য বিষয়ের প্রত্যাশা আর থাকে না, তখন জীব আপনার অন্তরে আপনি সুখী, আত্মারাম হয়। এইরূপে যঃ অন্তঃসুখঃ, অন্তরারামঃ। আরাম—প্রীতি, আনন্দ। তথা এব চ অন্তর্জ্যোতিঃ—অন্তর্দৃষ্টি। ব্রহ্মভূতঃ—যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি—সেই কর্ম্মযোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে।২৪।

<u>ত্যাগী নরই</u> সে হেতু, সে বেগ চিত্তে উদিত যেমন
<u>যোগী এবং</u> অমনি যে পারে তারে করিতে দমন;
<u>সুখী</u> আমরণ করে হেন কামক্রোধে জয়,
তারই চিত্ত যোগে যুক্ত—সেই সুখী হয়। ২৩।
কাম-ক্রোধ-জয়ী সেই যোগী ধনঞ্জয়,
<u>আত্মারামীর</u> আপন অন্তর সুখে নিত্য সুখী রয়,
<u>ব্রহ্মনির্ব্বাণ</u> বাহ্য বস্তু ত্যজিয়া অন্তরে ক্রীড়া করে,
দৃষ্টি রাখে নিরন্তর অন্তরে অন্তরে;
নির্ব্বিকার ব্রহ্মভাবে করি অবস্থান
শান্তিময় ব্রহ্মপদে লভে সে নির্ব্বাণ। ২৪।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫।
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ঋষয়ঃ—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ। ঋষ্ দর্শনে। তত্ত্ব যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি ঋষি। ক্ষীণকল্মষাঃ—যাহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে। ছিন্নদ্বৈধাঃ—সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। যতাত্মানঃ—দেহ মন সংযত হইয়াছে। এবং সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। তাঁহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে। পাঠক দেখিবেন, ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণও লোকহিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত। ২৫।

কামক্রোধ হইতে বিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং—আত্মতত্ত্ব যাঁহারা বিদিত হইয়াছেন। তাদৃশ যতীনাং। অভিতঃ—উভয়তঃ, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই (শং, শ্রী)। ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে। তাঁহারা যে কেবল দেহান্তেই মুক্ত তাহা নহে, পরন্তু জীবদ্দশাতেও মুক্ত। যতী—সংযতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী। ২৬।

এই ভাবে যাঁহাদের ক্ষীণ পাপচয়,
জীবহিতে — বশীভূত দেহ মন, বিগত-সংশয়,
জ্ঞানীর — সর্ব্বভূতহিতে রত সেই ঋষিগণ
কর্ম্ম — ব্রহ্মানন্দ লাভ করি জুড়ায় জীবন। ২৫।
কাম নাই, ক্রোধ নাই, সংযত হৃদয়,
পরমার্থ-তত্ত্ববেত্তা সন্ন্যাসি-নিচয়,
এ দেহে দেহান্তে কিম্বা ব্রহ্মানন্দে রয়,—
জীবনে মরণে তাঁরা মুক্ত, ধনঞ্জয়! ২৬।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মুনি র্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে ধ্যানযোগের কথা বলিতেছেন। ধ্যানযোগে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত যোগ-যজ্ঞ (৪।২৮) এবং "কর্ম্মযোগের শীর্ষস্থানীয়" (বল), উচ্চতম সোপান। ইহার দ্বারা চিত্তের সমস্ত চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়। তখন সেই স্থির চিত্তে ব্রহ্মের নির্গুণ অক্ষর আত্মভাব আর তাঁহার সগুণ পরমেশ্বরভাব, দুইই প্রতিভাত হয়। ২৭—২৯ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। এই দুই শ্লোক, পরবর্ত্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ের সূত্রস্বরূপ।

বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা—বাহ্য বিষয় সকল বাহিরে রাখিয়া। কাম্য বিষয় সকল চিন্তাদ্বারা মনোমধ্যে প্রবেশ করে, অতএব তদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিলে তাহারা মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না (শ্রী)। চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (কৃত্বা)—ভ্রূমধ্যে চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টি স্থাপন

কেমনে নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধ হয়,
কেমনে নির্ম্মল চিত্তে জ্ঞানের উদয়,
কেমনে হৃদয় মাঝে নির্ম্মল সে জ্ঞান,
প্রকাশে আদিত্যবৎ পূর্ণ ভগবান্,
যে জ্ঞানে না রয় চিত্তে মিথ্যা ভেদ জ্ঞান,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল—যাহে সকলি সমান,
যে জ্ঞানে সন্ন্যাসী থাকি অন্তরে অন্তরে
ঋষিগণ জীবহিতে সদা কর্ম্ম করে,—
বলেছি সকল,—এবে করহ শ্রবণ
যাহা হ'তে হয় ব্রহ্ম-স্বরূপ দর্শন।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি সন্ন্যাস-যোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া। নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণ-অপানৌ সমৌ কৃত্বা—নিশ্বাস ও প্রশ্বাসকে সমান করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর; নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস ত্যাগ কর। শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক তালে তালে গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে শ্বাস যন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করিলে তদ্দ্বারা সমস্ত দেহ যন্ত্রের অসামঞ্জস্য দূর হয়। (কর্ম্মযোগে বিবেকানন্দ)। যঃ মুনিঃ সংযত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ হইয়াছেন। স সদা মুক্তঃ এব—তিনি এ দেহে বা দেহান্তে সর্ব্বদা মুক্তই। মুক্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ—২।৭২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ। ২৭—২৮।

এইরূপ ধ্যানযোগে তাঁহারা আমাকেই (শং) যজ্ঞ-তপসাং ভোক্তারং

ধ্যানযোগে ব্রহ্মনির্ব্বাণ

কাম্য বিষয়ের চিন্তা উদিলে মানসে
চিন্তাদ্বারে সে সকল মনোমাঝে পশে,
অতএব সেই চিন্তা ত্যজি, ধনঞ্জয়!
মনের বাহিরে রাখি সে সব বিষয়,
ভ্রূযুগল মধ্যে দৃষ্টি করিয়া স্থাপন,
প্রাণ ও অপান নামে যে দুই পবন
নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে নাসায় সঞ্চরে,
সে দুয়ে যে সংযমিত করিয়া অন্তরে,
যতনে দুয়ের বেগ সমান করিয়া,
ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি স্ববশে রাখিয়া,
ত্যজে ইচ্ছা ভয় ক্রোধ, মোক্ষপরায়ণ,
সদা মুক্ত সেই জন, কৌরব-নন্দন! ২৭—২৮।

—সমুদায় যজ্ঞ তপস্যার অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্মের ভোক্তা, Enjoyer. ৯।২৪ দেখ। সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং—সমগ্র বিশ্বের মহান্ ঈশ্বর supreme controller. (১৩।২২ দেখ)। সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং জ্ঞাত্বা, শান্তিম্ ঋচ্ছতি—শান্তি লাভ করেন। এই শান্তিই সর্ব্ব সাধনার চরম লক্ষ্য। শান্তির জন্যই কর্ম্ম ও জ্ঞান। তর্ক যুক্তি বা অধ্যয়নের দ্বারা তত্ত্ব দর্শন হয় না, যোগজ দৃষ্টিতেই হয়। তখনই প্রকৃত শান্তি লাভ হয়।

পঞ্চম অধ্যায় শেষ হইল। অর্জ্জুন সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক। কিন্তু সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ তিনি বুঝেন নাই। বরং কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অর্থ কর্ম্মত্যাগ বুঝিয়া বলিতেছেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) এবং কর্ম্মযোগ (নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ) এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল, তাহা আমাকে বলুন। অতএব ভগবান্ প্রকৃত সন্ন্যাস কি, তাহা বলিতেছেন।

কর্ম্মত্যাগ মাত্র সন্ন্যাস নহে। পরন্তু রাগদ্বেষ বিমুক্ত হইয়া নিস্পৃহ ভাবে যে কর্ম্ম করে, তাহাই যথার্থ সন্ন্যাস। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানে যাঁহার রাগদ্বেষাদি দূরীভূত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়াছে তাঁহারই আদিত্যবৎ জ্ঞানের বিকাশ হয় (১৬)। তিনি প্রকৃত তত্ত্ববিৎ হইয়া প্রকৃতিকৃত দর্শন শ্রবণাদি কর্ম্ম, আত্মার কর্ম্ম নহে বলিয়া বুঝেন। তিনি ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায়, কেবল দেহাদির দ্বারা কর্ম্ম করেন (৭—১১)। সে কর্ম্ম সকল আমি করিলাম

এই ভাবে যোগী যবে যোগে মগ্ন হয়,
এ বিশাল বিশ্বে দেখে আমি সর্ব্বময়;
যোগে — আমি সর্ব্ব যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা,
ঈশ্বরদর্শনে — সর্ব্ব লোক মাঝে আমি মহেশ্বর,
শান্তি — আমি সর্ব্ব ভূতে নিরপেক্ষ বন্ধু,
জানিয়া অন্তরে শান্তি পায় নর। ২৯

বা করাইলাম, এরূপ ধারণা তাঁহার থাকে না (১৩)। কর্ম্মে আসক্তি হইতেই সংসার বন্ধন ঘটে ; সেই আসক্তি না থাকায় তাঁহার সে সংসার-বন্ধন ঘটে না (১২)।

সেই জ্ঞানী আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন (১৪—১৫)। তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান—সমস্তই ব্রহ্মময়। তাঁহার ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয় (১৮—১৯)। তত্ত্বদর্শী স্থিরবুদ্ধি সেই ঋষিগণের চিত্তে পাপ থাকে না, কোন দ্বিধা থাকে না, হর্ষোদ্বেগের চাঞ্চল্য থাকে না। তাঁহারাই আত্মারাম সন্ন্যাসী। তাঁহারাই কামক্রোধে বিচলিত না হইয়া সর্ব্বভূতহিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন। ঈদৃশ নিষ্কাম সর্ব্বভূতহিতৈষী তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সদাই ব্রহ্মে যোগযুক্ত এবং সর্ব্বাবস্থাতেই মুক্ত (২০—২৮)। তাঁহারা ধ্যানযোগে ঈশ্বরকে সর্ব্বলোকমহেশ্বর এবং সকলের সুহৃদ্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তি লাভ করেন (২৯)।

জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া স্থির শান্ত নির্ম্মল নিস্পৃহ চিত্তে যে সর্ব্বভূত-হিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, সেই সন্ন্যাসী। তীব্র কর্ম্মচেষ্টার সহিত অনন্ত শান্তি—এই শিক্ষা গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান;—ইহাই গীতার সন্ন্যাসযোগ, ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ ও সাধন-তত্ত্ব। দ্বিতীয় শ্লোকে কর্ম্মযোগ নিঃশ্রেয়সকর এবং কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়াছেন। সেই কথাই সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে বুঝাইলেন।

—০—

অন্তরে সন্ন্যাসী থাকি পার্থ কর্ম্ম করে,
আসক্তির কূপে কেন "দাস" ডুবে মরে !

সন্ন্যাস-যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যান-যোগঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥

কর্ম্মে শুদ্ধ মন জিতেন্দ্রিয়গণ
কি উপায়ে যোগ করেন সাধন,
অস্থির হৃদয় কি সে স্থির হয়,—
ষষ্ঠে হৃষীকেশ করিলা বর্ণন।—বলদেব।

• ৫ অঃ ২৭—২৮ শ্লোকে যে ধ্যানযোগ সূচিত হইয়াছে ষষ্ঠ অধ্যায় তাহার বিস্তৃতি। চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত বিবিধ যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে, যথা—ইন্দ্রিয়গণকে সংযমাগ্নিতে হোম, বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হোম (৪ ২৬), সমুদায় প্রাণকর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়কর্ম্মকে আত্ম-সংযমযোগাগ্নিতে হোম (৪.২৭) অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুর হোম, প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর হোম (৪.২৯) ইত্যাদি। এই সমস্তই এই অধ্যায়ে

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

ধ্যানযোগ আচরণে মুক্ত হয় যোগিগণে
সংক্ষেপে যা' বলেছি তোমায়,
কিবা তা'র আচরণ কিরূপ সে যোগী জন,
সবিস্তারে শুন পুনরায়।

বর্ণিত ধ্যানযোগের অন্তর্গত। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসযোগ ও এই ধ্যানযোগ আত্মবিজ্ঞানলাভের শেষ সাধন। ধ্যানযোগ কর্ম্মযোগেরই উচ্চতম অঙ্গ। সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হয় না। পূর্ণ ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য ধ্যানযোগের প্রয়োজন; অতঃপর সেই ধ্যানযোগের উপদেশ দিতেছেন। ইহা পাতঞ্জল দর্শনোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার প্রায়শঃ অনুরূপ।

পাতঞ্জল দর্শনের অনুবর্ত্তী যোগিগণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। গীতার যোগিগণকেও পাছে সেইরূপ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী মনে হয়, তজ্জন্য ভগবান্ অগ্রে সেই যোগীর লক্ষণ বলিতেছেন।

কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ যঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি—কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া (২।৪৮) যিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন। সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ—তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং তিনিই প্রকৃত যোগী; ৫।৩ দেখ। নিরগ্নিঃ ন—অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টকর্ম্মবর্জ্জিত সন্ন্যাসী প্রকৃত যোগী নহে। অক্রিয়ঃ চ ন—এবং যজ্ঞাদি লোক-হিতকর পূর্ত্ত কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিও প্রকৃত যোগী নহে। এ যোগী কর্ম্মযোগী। ১।

ত্যজি মাত্র লোকধর্ম্ম, অগ্নিহোত্র আদি কর্ম্ম
যতিবেশে সন্ন্যাস না হয়,
কিম্বা ত্যজি যজ্ঞ ব্রত শাস্ত্রমত কর্ম্ম যত
যোগীর নিষ্কর্ম্মা হলেই যোগী নয়।
লক্ষণ কর্ম্ম-ফল-তৃষ্ণা যত পরিহরি অবিরত
নিত্য কর্ম্মে যিনি মনোযোগী
পার্থ, সেই মহাজন যথার্থ সন্ন্যাসী হ'ন,
যথার্থ তিনিই হ'ন যোগী। ১।

যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহু র্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥
আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণম্ উচ্যতে ॥ ৩ ॥

যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ—যাহাকে সন্ন্যাস বলা যায়। তং যোগং বিদ্ধি—তাহাই কর্ম্মযোগ জানিও (শ্রী, রামা)। যেহেতু (হি) অসংন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন—কর্ম্মী হউক বা জ্ঞানী হউক, কাম্য কর্ম্ম বা কর্ম্মফলবিষয়ে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে না পারিলে কেহই। যোগী ন ভবতি—যোগী হয় না। কর্ম্মযোগীই—সন্ন্যাসী। ৫।৩ শ্লোকেও এই তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। যোগী—৩।৩ টীকা এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখ। ২।

যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ—যোগে আরোহণ অর্থাৎ যোগজ জ্ঞান লাভ করিতে যাঁহার ইচ্ছা, কিন্তু এখনও তাহা লাভ হয় নাই। তাঁহার পক্ষে, কর্ম্ম তদারোহণে কারণম্ উচ্যতে—কারণ বলিয়া কথিত হয়; তাঁহাকে কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়। কারণ—সাধন, উপায়। যোগারূঢ়স্য তস্য এব—আবার যোগে আরূঢ় হইলে, অর্থাৎ সেই জ্ঞান লাভ হইলে পর, তখন তাঁহারই পক্ষে। শমঃ কারণম্ উচ্যতে—শমকেই কারণ বলা হয়।

যাহারে সন্ন্যাস কয় তাই কর্ম্মযোগ হয়
জানিবে, হে পাণ্ডুর নন্দন!
যেই জন এ সংসারে সঙ্কল্প ত্যজিতে নারে,
যোগী হ'তে পারে না সে জন। ২।

যোগ ও সন্ন্যাস এক

যোগী হ'তে ইচ্ছা যার, কর্ম্মই সাধন তা'র,
কর্ম্মেই সে সিদ্ধ যোগধর্ম্মে;
যবে যোগে সিদ্ধ হয় স্থির শান্ত চিত্তে রয়,
বিনিযুক্ত সদা সর্ব্ব কর্ম্মে। ৩।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

এখানে শম শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের সে বিষয়ে তর্কবিতর্কে প্রয়োজন নাই। পর শ্লোকে ভগবান্ আপনিই যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা ইহার অর্থ বুঝিব। ৩।

কখন সাধককে যোগারূঢ় যোগী বলা যায়? যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু—যখন সাধক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলে। এবং কর্ম্মসু—সেই বস্তু লাভের উপায়ভূত কর্ম্ম সকলে। ন অনুষজ্জতে—আসক্ত হয় না। এবং সর্ব্ব-সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী—সেই আসক্তির মূলীভূত তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প সকল ত্যাগ করে। তদা যোগারূঢ় উচ্যতে। তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয়।

এখন পূর্ব্ব শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিব। এখানে দেখি, "যোগারূঢ়" ব্যক্তি সঙ্কল্পত্যাগী, কর্ম্মে আসক্তিত্যাগী। কর্ম্মত্যাগী নহে। সঙ্কল্প ও আসক্তি বা কামই যোগের অন্তরায়; ৫।২১ দেখ। এই সঙ্কল্প ও আসক্তি নষ্ট করিয়া সর্ব্বদা অন্তঃকরণকে সংযত স্থির শান্ত রাখিতে পারিলেই, যোগে

অতঃপর কহি শুন, কেমন সে জন।
যোগারূঢ় বলি যারে জানে সাধুগণ।
এ সংসার মাঝে আছে ভোগ্য বস্তু যত
কর্ম্ম হতে সে সকল মিলে, হে ভারত!
সেই কর্ম্ম আর সেই ভোগের বিষয়ে
সঙ্কল্প হইতে জন্মে আসক্তি হৃদয়ে।
ত্যজি সে আসক্তিমূল সঙ্কল্প-নিচয়,
কর্ম্ম আর কর্ম্মজাত ভোগের বিষয়,
অনাসক্ত চিত্তে যোগী রহেন যখন,
যোগারূঢ় কহে তাঁরে পণ্ডিত তখন। ৪।

(মার্জিনে: যোগারূঢ় যোগীর লক্ষণ)

উদ্ধরেদ্ আত্মনাত্মানং নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

আরূঢ় থাকা যায়। অতএব শম শব্দের অর্থ অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম, অর্থাৎ অন্তঃকরণের স্থিরতা বা শান্তি। গীতার ১০৪ ও ১৮।৪২ শ্লোকেও এই অর্থেই শম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সিদ্ধি লাভের পরও শরীর থাকে, আর শরীর থাকিলেই কর্ম্ম থাকে; কিন্তু কর্ম্ম থাকিলেও তিনি "ন কর্ম্মসু অনুষজ্জতে"—সেই কর্ম্ম সকলে আসক্ত হয়েন না; সুতরাং তাহাতে তাঁহার যোগের বিঘ্ন হয় না। ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিলক বলেন,—যোগারোহণে ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, কর্ম্মই শম অর্থাৎ শান্তির কারণ আর যোগারূঢ় হইবার পর শমই কর্ম্মের কারণ। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ (কর্ম্মণি) কারণম্। কারণ বলিলেই কিছু না কিছু কার্য্য থাকা অনুমিত হয়। সাধনাবস্থায় কর্ম্ম শান্তির কারণ, আর সিদ্ধাবস্থায় শম (শান্তি) কর্ম্মের কারণ; এইরূপে কার্য্যকারণ পরিবর্ত্তিত হয়। সিদ্ধ যোগী যাবজ্জীবন শান্ত চিত্তে, নিষ্কাম ভাবে, লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিতে থাকেন। ৪।

সেই যোগী হ'তে যদি হয়, হে, বাসনা
আপনার যত্নে তুমি করিবে সাধনা।
পুরুষকার　আপন পুরুষকার আশ্রয় করিয়া
আত্মস্বাতন্ত্র্য　ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদি স্ববশে আনিয়া
ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতি করিবে আত্মার
এ ভাবে আপনি কর আপন উদ্ধার।
প্রবৃত্তির বশে তুমি করিয়া গমন,
আপনার অবনতি না কর সাধন।
আপনি জানিও তুমি বন্ধু আপনার,
তুমিই তোমার শত্রু জানিবে আবার।৫।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে হইলে, আত্মনা—আপনার দ্বারা, আপনার উদ্যমে পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করিয়া, আসক্তির ক্ষয় করিয়া। আত্মানম্ উদ্ধরেৎ—আপনাকে উদ্ধার করিবে। আপনার স্বভাবকে, মনকে, আত্মাকে উন্নত করিবে। ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া, আত্মানম্ ন অবসাদয়েৎ—আপনার আত্মার অবনতি সাধন করিবে না। হি—কারণ। আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ! যদি ইন্দ্রিয়াদিকে বশে রাখিয়া যথোপযুক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে পার, তবে তাহারাই আত্মার বন্ধু। অন্যথা তাহারাই আত্মার শত্রু। তুমিই তোমার মিত্র, তুমিই তোমার অমিত্র।

কেবল যোগ বা জ্ঞান লাভে কেন, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। কোন বস্তু লাভ করিতে হইলে, যত্ন ও অধ্যবসায় সহ স্বয়ং চেষ্টা করিতে হয়; অন্যের উপর নির্ভর করিলে, পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে হয় না। ৫।

যেন পুরুষেণ আত্মনা এব আত্মা জিতঃ—যে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায়, আপনি আপনাকে জয় করিয়াছে, আপনার দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে বশ করিয়াছে (শং, শ্রী)। আত্মনঃ তস্য আত্মা বন্ধুঃ—সেই জিতেন্দ্রিয়, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির দেহ মন প্রভৃতি তাহার বন্ধু। অনাত্মনঃ তু

আপন উদ্যমে পার্থ, সংসারে যে জন
<u>আপনিই</u> বশে রাখে আপনার দেহেন্দ্রিয় মন,
<u>আপনার</u> বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি জানিও তাহার
<u>মিত্র বা</u> বন্ধুর স্বরূপ হয়, কৌরব-কুমার!
<u>অমিত্র</u> কিন্তু যার ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত নয়,
তা'রা তার শত্রুবৎ অপকারী হয়। ৬।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

আত্মা এব—অবিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির নিজ মন প্রভৃতিই। শত্রুবৎ শত্রুত্বে—অপকার-করণে। বর্ত্তেত—অবস্থান করে। ৬।

ঈদৃশ সাধনায়, শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মান-অপমানয়োঃ জিতাত্মনঃ—শীতোষ্ণাদিতে যাহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, নির্ব্বিকার (রামা)। অতএব প্রশান্তস্য—যাহার শান্তি লাভ হইয়াছে। তাহার হৃদয়ে পরমাত্মা সমাহিতঃ ; অথবা তাহার আত্মা পরম্ সমাহিতঃ—সম এবং স্থির হয়। "দেহী আত্মা সামান্যতঃ সুখ দুঃখাদিতে মগ্ন থাকে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি জিত হইলে ঐ আত্মা প্রসন্ন পরমাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়" (তিলক)। ৭।

ঈদৃশ ব্যক্তি যিনি জ্ঞান বিজ্ঞান—জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করায় (৩।৪১ দেখ) তৃপ্তাত্মা হয়েন। অতএব কূটস্থঃ—ভোগ্য বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও যিনি নির্ব্বিকার। অতএব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। অতএব সম-

দ্বন্দ্বভাব শীতাতপে সুখ-দুঃখে যার
কিম্বা মান অপমানে চিত্ত নির্ব্বিকার,
<u>সিদ্ধ যোগীর</u> রাগ নাই, দ্বেষ নাই,—প্রশান্ত হৃদয় ;
<u>লক্ষণ (৭-৮)</u> পরমাত্মা তাঁরই হৃদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭।
সেই যোগী কর্ম্মযোগ সাধিয়া যে জন
বহু জ্ঞান অভিজ্ঞতা করিয়া অর্জ্জন,
ত্যজিয়া বিষয়-তৃষ্ণা সন্তুষ্ট নিয়ত,
নির্ব্বিকার চিত্ত যার সেহেতু সংযত,

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি র্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

লোষ্ট্র-অশ্ম-কাঞ্চনঃ—মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ যাঁহার সমান। সঃ যুক্তঃ ইতি উচ্যতে—তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয়। ৮।

পূর্ব্বোক্ত জিতাত্মা সমলোষ্ট্র-অশ্ম-কাঞ্চন যোগী হইতেও যিনি সুহৃৎ মিত্র অরি উদাসীন ইত্যাদি সকলের প্রতি সমবুদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি বিশিষ্যতে—বিশিষ্ট, যোগীর মধ্যে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ। সুহৃৎ—বিনা কারণে স্বভাবতঃ উপকারী। অরি—পরোক্ষে অনিষ্টকারী। দ্বেষ্য—সমক্ষে অপ্রিয়-কারী। উদাসীন—ভাল মন্দতে নিরপেক্ষ। মধ্যস্থ—বিবাদে প্রবৃত্ত উভয়েরই হিতৈষী। বন্ধু—সম্বন্ধবশতঃ উপকারী। পাপ—পাপকর্ম্মকারী। ৯।

১০—২৬ শ্লোকে ধ্যান যোগের সাধনপ্রণালী বলিতেছেন। যোগী—পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। আত্মানং সততং যুঞ্জীত—সদা মনকে যোগ-

অতএব বশীভূত ইন্দ্রিয়-নিকর,
যার কাছে তুল্য লোষ্ট্র কাঞ্চন প্রস্তর,
তাহাকেই যোগারূঢ় সাধু জনে কয়,
সংসারে তাহার চিত্ত চঞ্চল না হয়। ৮।

সমদর্শী — আবার সুহৃৎ, মিত্র, উদাসীন, সাধু,
শ্রেষ্ঠ যোগী — অরি, বন্ধু, মধ্যস্থ, বা দ্বেষ্য ও অসাধু,
সকলের প্রতি যার হৃদয় সমান
যোগীর মাঝেও পুনঃ তিনি গুণবান্। ৯।
যোগের সাধনে যোগ্য সেই মহাজন,
যোগ সাধন — অতঃপর কহি শুন তা'র বিবরণ।

যুক্ত সমাহিত করিবেন। কি উপায়ে তাহা হয়, ক্রমশঃ তাহা বলিতেছেন। একাকী—সঙ্গশূন্য। সাধনার সময় একাকী নির্জ্জনে সাধনা করিতে হয়। গোলমালে বিঘ্ন হয়। রহসি—নিঃশব্দ স্থানে (রামা)। যতচিত্তাত্মা—যাহার চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও আত্মা অর্থাৎ শরীর (শ্রী) বশীভূত। নিরাশীঃ—নিরাকাঙ্ক্ষ। অপরিগ্রহঃ—যে অন্যের নিকট হইতে কোন কিছু উপহার কিম্বা দান লয় না; যাহা কিছু প্রয়োজন সে সমস্ত তাহার স্বোপার্জ্জিত হইয়া থাকে।

পাতঞ্জল দর্শনে যোগের আটটী অঙ্গ এই :—

(১) যম—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (দান গ্রহণ না করা)। ১০ ও ১৪ শ্লোক।

(২) নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। ১৪ শ্লোক।

যম ও নিয়ম চরিত্র গঠনের জন্য একান্ত আবশ্যক। ইহা ভিত্তিস্বরূপ না থাকিলে কোনরূপ সাধনাই হয় না।

(৩) আসন—১১ শ্লোক।

(৪) প্রাণায়াম—৪ অধ্যায় ২৯ শ্লোক। এই অধ্যায়ে প্রাণায়ামের উল্লেখ নাই। বোধ হয় ভগবদুপদিষ্ট রাজযোগে প্রাণায়াম অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে।

(৫) প্রত্যাহার—বাহ্য ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করা। ১২, ২৪, ও ২৬ শ্লোক।

<u>(১০-২৬)</u>　নিষ্কাম যে, সুসংযত যার দেহ মন,
<u>ধ্যান</u>　কভু যে অন্যের দান করে না গ্রহণ
<u>যম</u>　একাকী নিঃশব্দ স্থানে থাকিয়া, ভারত!
　একাগ্র করিবে চিত্ত যোগী অবিরত। ১০।

(৬) ধারণা—চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়া একটীমাত্র বিষয়ে স্থিরীকরণ। ১৩, ও ২৬ শ্লোক।

(৭) ধ্যান—অবিচ্ছেদে বিষয়-বিশেষের চিন্তা। ১৪ ও ৩৫ শ্লোক।

(৮) সমাধি—সাধারণ জীবের তিনটী অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত। জাগ্রৎ অবস্থায় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রয়োদশ করণ কাজ করিতে থাকে। স্বপ্নাবস্থায় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার কায করে; দশ ইন্দ্রিয় কায করে না। আর সুষুপ্ত অবস্থায় কোন করণই কায করে না। এ অবস্থায় জগদ্জ্ঞান একবারেই থাকে না। এই তিন ছাড়া আর একটী অবস্থা আছে। তাহার নাম তুরীয় বা সমাধি। এ অবস্থায় বাহিরে জগৎ জ্ঞান থাকে না—চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ শ্রবণ করে না, নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া শুদ্ধ হইয়া যায় ইত্যাদি। কিন্তু ভিতরে আত্মসত্তাটি সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে। বাহিরে নিদ্রা কিন্তু ভিতরে পূর্ণ জাগরণ। এ অবস্থায় মন বুদ্ধির সহিত আজ্ঞা-চক্রে সংযুক্ত থাকে।

অবশ্য এই মন বুদ্ধির যোগরূপ সমাধি ব্যতীত জগতের কোন কর্ম্ম হয় না; বুদ্ধির সহিত মনের সংযোগ না হইলে কোন জ্ঞানই হয় না,—কোন কর্ম্মই হয় না। যখনই কোন জ্ঞান—কোন কর্ম্ম হয়, তখনই মন অজ্ঞাতসারেও ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধির সহিত যুক্ত হয়। তবে মনবুদ্ধির এই অজ্ঞাতসারে ক্ষণস্থায়ী সংযোগকে যোগশাস্ত্রে সমাধি বলে না। যখন জ্ঞাতসারে এই সংযোগ সংঘটিত হয়, যখন উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, যোগশাস্ত্রে তাহাকেই সমাধি বলে। বহু সুকৃতির ফলে তাহা ঘটিয়া থাকে। ১০।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগম্ আত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২॥

প্রথমে আসন। শুচৌ দেশে—পবিত্র স্থানে। আত্মনঃ—আপনার। আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য—স্থাপন করিয়া। সেই আসন কিরূপ? স্থিরং—নিশ্চল। ন অতি উচ্ছ্রিতং—অনতি উচ্চ। ন অতি নীচং। চেল বস্ত্র, অজিন ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম, এবং কুশ উত্তরে, ক্রমে ক্রমে উপরিতলে যে আসনে। অগ্রে কুশ, তার পর চর্ম্ম, তার পর বস্ত্র, এইরূপ বিপরীত ক্রমে (শং)। তত্র—আসনে। মনঃ একাগ্রং কৃত্বা। যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ সন্ উপবিশ্য। আত্মবিশুদ্ধয়ে—চিত্তে সাত্ত্বিক ভাব বিকাশের জন্য। সাত্ত্বিক চিত্তের লক্ষণ ১৩।৭-১১ এবং ১৮।২০-৩৯ শ্লোকে দেখ। যোগং যুঞ্জ্যাৎ—যোগ অভ্যাস করিবে (শ্রী)। আত্মশুদ্ধি—৫।১১ দেখ। ১১—১২।

সুপবিত্র স্থানে যোগী কুশাসন পরে
আসন — ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম রাখি, বস্ত্র তদুপরে,
করিবে নিশ্চল ভাবে আপন আসন,
অতি উচ্চ, অতি নিম্ন না হয় যেমন।
সে আসনে বসি, মন একাগ্র করিয়া,
উপবেশন — সংযমি চিত্তের আর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া,
যোগিগণ চিত্তশুদ্ধি লাভের কারণ
করিবেন যোগাভ্যাস, কৌরব-নন্দন! ১১—১২।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

সাধনোপযোগী উপবেশনাদির বিষয় বলিতেছেন। কায়ঃ—দেহ-মধ্যভাগ, শিরঃ ও গ্রীবা—কায়শিরোগ্রীবং—মূলাধার হইতে মূর্দ্ধাগ্র পর্য্যন্ত অংশ (শ্রী)। সমম্ অচলং ধারয়ন্—সরল এবং স্থির ভাবে ধারণ করতঃ। স্থিরঃ—স্থির হইয়া। স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য—আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক। এবং দিশঃ চ অনবলোকয়ন্—ইতস্ততঃ দৃষ্টি না করিয়া; অর্থাৎ চাক্ষুষী বৃত্তিকে অন্য দিক হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক নাসাগ্রস্থ আকাশের প্রতি স্থির রাখিয়া। ১৩।

প্রশান্তাত্মা—যাহার শান্তি লাভ হইয়াছে। বিগতভীঃ—নির্ভয়। ১৬। ১ দেখ। এবং ব্রহ্মচারিব্রতে—ব্রহ্মচর্য্যে। স্থিতঃ। মনঃ সংযম্য—মনকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া লইয়া। মচ্চিত্তঃ ও মৎপরঃ—ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া। যুক্তঃ আসীত—যোগী পুরুষ অবস্থান করিবেন।

মন, চিত্ত ;—অন্তঃকরণের চার বৃত্তি,—মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার।

কায় শির গ্রীবা ধরি সরল অচল,
ধারণা — অনন্য দৃষ্টিতে দেখি নাসাগ্র কেবল,
ইতস্ততঃ না দেখিয়া, প্রশান্ত হৃদয়,
যম — ব্রহ্মচারী ব্রত ধরি ত্যজি সর্ব্ব ভয়,
প্রত্যাহার — বাহ্য বস্তু হ'তে মনে লয়ে ফিরাইয়া,
ধ্যান — সতত আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া,
নিয়ম — একমাত্র আমাকেই করিয়া আশ্রয়
যোগযুক্ত রহিবেন যোগী, ধনঞ্জয় ! ১৩—১৪।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তম্ অনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

প্রথমে ইন্দ্রিয়ে বাহ্য বিষয়ের ছাপ পড়ে। পরে "মন" তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন করে, ইহা "এই বস্তু" কি না? পরে "বুদ্ধি" নিশ্চয় করে "ইহা এই।" দূরে কোন বস্তু দেখিয়া মনে হইল, ইহা কি?—মানুষ বা অন্য কিছু। ইহা মনের ক্রিয়া। পরে নিশ্চয় হইল ইহা বৃক্ষ। ইহা বুদ্ধির ক্রিয়া। আর যে বৃত্তির দ্বারা আমরা অহরহঃ নানা বিষয় দেখিতে, শুনিতে, জানিতে চেষ্টিত, তাহার নাম "চিত্ত", অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি; এবং যদ্দ্বারা আমি ইহা দেখিলাম, পাইলাম ইত্যাদি মনে হয়, তাহা "অহংকার"। ১৪।

এইরূপে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হওয়ার ফল বলিতেছেন। নিয়তমানসঃ যোগী আত্মানম্ এবং যুঞ্জন্—এরূপে মনকে ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া। নির্ব্বাণপরমাং—নির্ব্বাণই যাহাতে পরম প্রাপ্য বস্তু, মোক্ষ লাভের সাধনভূতা। এবং মৎসংস্থাং—যাহা আমাতে সংস্থিতা (রামা); মদধীনা (শং); যাহা আমাতে স্থিতির ফল। তাদৃশী শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।১৫।

ধ্যান এবং　　সুসংযত-চিত্ত, পার্থ! সেই যোগিগণ
যোগফল　　এই ভাবে আমাতেই স্থির করি মন,
শান্তি　　যে শান্তি না পায় কেহ না পেলে আমায়,
　　যে শান্তিতে মোক্ষ হয়,—সেই শান্তি পায়। ১৫।
　　অত্যন্ত অধিক যে বা করয়ে ভোজন,
যোগীর　　অতিশয় অল্পাহারী অথবা যে জন
আহার　　অত্যন্ত নিদ্রিত কিম্বা জাগরিত রয়,
বিহার　　তাহার অর্জ্জুন! যোগে সিদ্ধি নাহি হয়।১৬।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তম্ আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যোগীর আহারাদির নিয়ম বলিতেছেন। অতি অশ্নতঃ—অতি ভোজনশীল ব্যক্তির। যোগঃ ন অস্তি ইত্যাদি স্পষ্ট। ১৬।

যুক্তাহারঃ ইত্যাদি। যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধ—উপযুক্ত নিদ্রা এবং জাগরণ যাহার। রাত্রিমানকে তিন ভাগ করিয়া, প্রথম ও শেষ ভাগে জাগরণ ও মধ্য ভাগে নিদ্রা (মধু)। ১৭।

কখন যোগ সিদ্ধি লাভ হইয়াছে বলা যায়? যদা বিনিয়তং—বিশেষরূপে সংযত। চিত্তম্। আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে—আত্মাতেই অবিচল ভাবে স্থিতি করে। এবং সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ—সর্ব্ব কাম্য বস্তুতে নিস্পৃহ হয়। তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে—তখন যোগী বলা হয়। ১৮।

উপযুক্ত মত করে আহার বিহার,
সর্ব্বকর্ম্মে উপযুক্ত চেষ্টা রহে যার,
উপযুক্ত নিদ্রা যার আর জাগরণ,
দুঃখহারী যোগে হয় সুসিদ্ধ সে জন। ১৭।

যোগযুক্তের লক্ষণ

যবে চিত্ত সুসংযত হ'য়ে, ধনঞ্জয়!
একমাত্র আত্মাতেই স্থির ভাবে রয়,
কোনরূপ কামভোগে স্পৃহা নাহি থাকে,
তখন পণ্ডিতগণ যোগী বলে তাকে। ১৮।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগম্ আত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

নিবাতস্থঃ দীপঃ যথা ন ইঙ্গতে—বায়ুপ্রবাহ-শূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না। সা—সেই দীপশিখা। আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ—আত্মযোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত যোগীর। যতচিত্তস্য উপমা স্মৃতা—সংযত অন্তঃকরণের উপমা বলিয়া কথিত হয়। অচঞ্চলা দীপশিখা যেমন পদার্থকে সমভাবে প্রকাশিত করে, অচঞ্চলা চিত্তবৃত্তিতে তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব সমভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯।

কোন্ অবস্থার নাম যোগ, ২০—২৩ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। যত্র চিত্তম্ উপরমতে—যে অবস্থায় চিত্তের সমস্ত চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়। তং যোগসংজ্ঞিতম্—তাহার নাম যোগ। ২৩ শ্লোকের সহিত অন্বয়। ইহাই ধ্যানযোগের স্বরূপ লক্ষণ। যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ—পাতঞ্জল সূত্র।

যত্র—যে অবস্থায়। যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে—যোগাভ্যাসের দ্বারা অবরুদ্ধ, বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত, চিত্ত উপশম প্রাপ্ত

পবন-প্রবাহ যথা নাই, ধনঞ্জয়!
দীপশিখা যথা সেথা চঞ্চল না হয়,
যোগীর সংযত চিত্ত বুঝ সেই মত,
যোগ-সাধনায় যোগী যবে হয় রত। ১৯।
চিত্তের সমস্ত বৃত্তি যবে সাধনায়
নিরুদ্ধ, নিবৃত্ত হয়,—"যোগ" বলে তায়।
যাহাতে হৃদয়ে করি আত্মদরশন,
আত্মাতেই পরিতুষ্ট হ'য়ে যোগিগণ, ২০।

যোগযুক্ত অবস্থা (২০—২৩)

সুখম্ আত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২॥

হয়; চিত্তের সর্ব্ব চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়। যত্র আত্মনা আত্মানং পশ্যন্—যে অবস্থায় নির্ম্মল অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া। আত্মনি এব তুষ্যতি—আত্মাতেই তুষ্ট হয়। বাহ্য বিষয়ের প্রত্যাশা থাকে না। ২০।

এবং যত্র বুদ্ধিগ্রাহ্যং—যে অবস্থায় কেবল অনুভবগম্য (গিরি)। অতীন্দ্রিয়ং—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সম্ভোগ হইতে যাহা পাওয়া যায় না। আত্যন্তিকং যৎ সুখং তৎ বেত্তি—বিষয়-সম্ভোগকালে যে সুখ হয়, তাহা সাত্ত্বিক চিত্তবৃত্তির ভাব-বিশেষ; তাহা দুঃখ-মিশ্রিত। সেই সুখ হইতে এই সুখ স্বতন্ত্র। আনন্দ-স্বরূপ আত্মার ভূমা সুখভাব নির্ম্মল চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হইলে, বুদ্ধি যাহা গ্রহণ করে, তাহাই এই আত্যন্তিক সুখ। ইহাতে দুঃখের লেশ থাকে না। গীতা সুখ ত্যাগ করিতে বলে না, পরন্তু প্রকৃত সুখ যে কি, তাহা দেখাইয়া দেয়, আর তাহাই পাইবার পন্থা বলিয়া দেয়।

কি এক অনন্ত সুখে ভাসমান রয়,
বিষয়-সম্ভোগ হ'তে যে সুখ না হয়,
কেবল অন্তরে মাত্র অনুভব যার,
যে ভাব করিয়া লাভ, কৌরব-কুমার,
আত্মভাব হ'তে যোগী স্খলিত না হয়,
যা' লভিলে অন্য লাভে তুচ্ছ মনে হয়,
যে ভাবে করিলে স্থিতি কভু এ সংসারে
গুরুতর দুঃখও না টলাইতে পারে। ২১—২২।

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ অশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

এবং যত্র চ স্থিতঃ অয়ং (যোগী)। তত্ত্বতঃ ন চলতি—যাহা তত্ত্ব, যাহা প্রকৃত সত্তা, তাহা হইতে বিচলিত হয় না। ২১।

এবং যং লব্ধ্বা—যে অবস্থা লাভ করিলে। অপরং লাভং। ততঃ—তাহা হইতে। অধিকং ন মন্যতে। এবং যস্মিন্ স্থিতঃ—যে অবস্থায় স্থিত হইলে। গুরুণা অপি দুঃখেন—গুরুতর দুঃখেও। ন বিচাল্যতে।২২।

দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং—দুঃখ সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ অভাব যাহাতে; দুঃখসংস্পর্শ-শূন্য যে অবস্থা। তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ—তাহার নাম যোগ জানিবে। সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন—দৃঢ় অধ্যবসায় সহ। অনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা যোক্তব্যঃ—নির্ব্বেদ-রহিত চিত্তে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। হায়! আমার আর হইবে না—ঈদৃশ নৈরাশ্যের নাম নির্ব্বেদ। ২৩।

যোগাভ্যাসের বিধি বলিতেছেন। সঙ্কল্প-প্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা। সঙ্কল্প—শোভন-অধ্যাস (গিরি); অথবা সম্যক্

	দুঃখের সংযোগ মাত্র যাহাতে না রয়,
	জানিবে তাহার নাম "যোগ", ধনঞ্জয়!
যোগ	সুদৃঢ় যতনে তাহা করিবে অভ্যাস
(২০—২৩)	অযতন করিবে না ভাবিয়া নিরাশ।২৩।
যোগসাধন	সঙ্কল্প-সম্ভূত কাম যত, ধনঞ্জয়!
প্রণালী	একবারে বিসর্জ্জন করি সমুদয়,
(২৪—২৬)	ধরিয়া মনের বল, ইন্দ্রিয়-নিচয়ে
প্রত্যাহার	সর্ব্ব ভোগ্য বস্তু হ'তে ফিরাইয়া ল'য়ে। ২৪।

শনৈঃ শনৈ রুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদ্ অপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

কল্পনা। ভোজ্য পানীয় স্ত্রী প্রভৃতি বস্তুর সংস্পর্শ হইতে অথবা তাহাদের চিন্তা হইতে, যাহা যাহা আমাদের মনে সুখজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা তাহা পাইবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছাই "কাম"। ইহা সঙ্কল্প-প্রভব, সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন। এই সকল বিষয়াভিলাষ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া (২।৫৫)। এবং মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য—মনের বলে ইন্দ্রিয় সকলকে সর্ব্ব বাহ্য বিষয় হইতে বিশেষরূপে সংযত করিয়া, চিত্তকে অন্তর্মুখ করতঃ। ২৪।

ধৃতি-গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা—সাধন-ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধির দ্বারা। ধৃতি—ধৈর্য্য, ধারণা। শনৈঃ শনৈঃ—ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা, সহসা নহে। মনঃ আত্ম-সংস্থং কৃত্বা—মনকে আত্মাতে সম্যক্ স্থিত, নিশ্চল করিয়া (শ্রী)। উপরমেৎ—বিলীন করিবে। ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ—আর কিছু চিন্তা করিবে না।

চিন্তা চিত্তবৃত্তির তরঙ্গ। অতএব কুচিন্তা হউক, সুচিন্তা হউক, কোনরূপ চিন্তা থাকিতে,—চিত্তে কোনরূপ তরঙ্গ থাকিতে, তাহা স্থির নিশ্চল হইতে পারে না। যখন সর্ব্ব চিন্তা প্রশমিত হয়, সমুদায় বিষয়ের চিন্তা দূরীভূত হইয়া মন শূন্য Vacant হইয়া পড়ে, তখন সে মন—প্রকৃতির নিয়মে, স্বভাবতই দৈব ভাবে পরিপূরিত হয়। প্রকৃতি অপূর্ণতা রাখেন না। Nature abhors vacuum. পার্থিব বিষয়ের ভাব যেমন

সাধন-ধৈর্য্যের যোগে ধরি বুদ্ধি-বল,
স্থাপন করিয়া মনে আত্মায় নিশ্চল,
সমাধি — ক্রমশঃ ক্রমশঃ তা'র করিয়া বিলয়
চিন্তা না করিবে আর অপর বিষয়। ২৫।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলম্ অস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদ্ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখম্ উত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতম্ অকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

যেমন মন হইতে সরিয়া যাইবে ; প্রকৃতির নিয়মে, সেই পরিমাণে দৈব ভাব আসিয়া সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে। দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য প্রেমের বিকাশ হইতে থাকিবে। ২৫।

চেষ্টা করিলেও রজোগুণের প্রভাববশতঃ যদি মন চঞ্চল হয়, তবে কি করা উচিত ? চঞ্চলম্ অস্থিরং—চঞ্চল-স্বভাবহেতু অস্থির (রামা)। মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি—যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়। ততঃ ততঃ নিয়ম্য—সেই সেই বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া। এতৎ আত্মনি এব বশং নয়েৎ—ইহাকে আত্মায় স্থির করিবে (শ্রী)। ২৬।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় রজোগুণ প্রশমিত হইয়া মন নিশ্চল হইলে যোগীর অন্তরে কি ভাব হয়, ২৭—২৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। শান্ত-

স্বভাব-চপল মন সতত অস্থির
রজোগুণে যথা যথা ধায়, কুরুবীর,
<u>ধারণা</u>　সেথা সেথা হ'তে তারে আনি ফিরাইয়া
সযতনে আত্মবশে আসিবে লইয়া।২৬।
এইরূপে পুনঃপুনঃ সংযমে, অর্জ্জুন !
ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয় রজোগুণ।
রজোগুণ নাশে হয় প্রশান্ত হৃদয়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য তাহাতে না রয় ;
জীবন্মুক্ত ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে,
আপনি উত্তম সুখ আসে তার তরে।২৭।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

রজসং—বিগত-রজোগুণ। অতএব প্রশান্তং—সম্পূর্ণরূপে শান্ত, মানসং—মন যাহার। ব্রহ্মভূতং—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত (শ্রী); সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্ম-স্বরূপে, অবস্থিত। ১৮।৫৫ দেখ। অকল্মষম্—সংসারের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য-বর্জ্জিত (শং)। এনং হি যোগিনম্—ঈদৃশ যোগীর নিকট। উত্তমং সুখম্ উপৈতি—আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। ২৭।

এবম্—এই ভাবে। আত্মানং সদা যুঞ্জন্—মনকে সদা যোগযুক্ত করিয়া। বিগতকল্মষঃ—নিষ্পাপ। যোগী; সুখেন—অনায়াসে। অত্যন্তং সুখং—নিরতিশয় সুখস্বরূপ। ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ অশ্নুতে—ব্রহ্মের সংস্পর্শ, অপরোক্ষানুভূতিরূপ সুখ লাভ করে। ২৯-৩০ শ্লোকে সেই ব্রহ্মসংস্পর্শ কি তাহা বলিতেছেন। ২৮।

তখন যোগযুক্তাত্মা—যোগে যুক্তচিত্ত যোগী। আত্মানং সর্ব্বস্থং—আত্মাকে সর্ব্বভূতে বিরাজিত। আত্মনি চ সর্ব্বভূতানি—এবং আত্মাতে

সেই যে নিষ্পাপ যোগী ভরত-নন্দন,
এই ভাবে যোগযুক্ত সদা রাখি মন
নিশ্চল করিয়া চিত্ত, অনায়াসে তার
পরম আনন্দময় ব্রহ্মে হৃদে পায়। ২৮।
যোগ-সমাহিত-চিত্ত যোগী যেই জন
<u>যোগজ দৃষ্টি</u> জগতে সর্ব্বত্র করে ব্রহ্ম দরশন,
সর্ব্ব ভূতে আত্মাকে সে দেখিবারে পায়,
দেখে পুনঃ সর্ব্ব ভূত বিরাজে আত্মায়। ২৯।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বভূতকে। ঈক্ষতে—দর্শন করেন। এবং সমদর্শনঃ হয়েন। তখন তিনি দেখেন, সব সমান, সব আত্মা, সব ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মই জগৎ হইয়া রহিয়াছেন। বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ (৭।১৯)। এক আত্মা—এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আমরা জগতে যে নানাত্ব দেখিতেছি, সে নানাত্ব নাই (১৩।২৭ দেখ)। এক ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় সর্ব্বভূতে বিরাজিত (১৩।১৬) আর তাঁহাতেই সর্ব্বভূত-ভাব অবস্থিত (৯।৪—৬)। ২৯।

ঈদৃশ যোগী, যিনি যোগযুক্তাত্মা—যোগে সমাহিতচিত্ত। এইরূপে যঃ সর্ব্বত্র—বহির্জ্জগতে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব পদার্থরূপে এবং অন্তর্জ্জগতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি মন বুদ্ধি আদিরূপে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ে। মাং পশ্যতি—আমাকে—ঈশ্বরকে, আত্মাকে, ব্রহ্মকে দেখে। সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি—অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু আছে, সে সকলকে আমাতে দর্শন করে; আমাতেই সে সমুদায় ভাব প্রতিষ্ঠিত (৭।১২ দেখ) সে সকল আমারই ভাব বলিয়া বুঝিয়া থাকে। অহং তস্য ন প্রণশ্যামি, স চ ন মে প্রণশ্যতি—আমি তাহার পরোক্ষ হই না, সেও আমার পরোক্ষ হয় না।

যোগী ও ভগবান্ পরস্পর প্রত্যক্ষ

এ ভাবে জগৎময় যে দেখে আমায়,
আমাতে সমস্ত বস্তু দেখিতে যে পায়,
কখন পরোক্ষ আমি না হই তাহার,
সেও না পরোক্ষ হয় কখন আমার;
জগতে চাহিয়া দেখে সর্ব্বত্র আমারে,
আমিও প্রত্যক্ষ হ'য়ে কৃপা করি তারে।৩০।

এখানে পশ্যতি—দর্শন করে, এ কথার অর্থ এমন নহে, যে তাঁহাকে এই চক্ষে দেখা যাইবে; যেমন আমরা এই সব জাগতিক বস্তু দেখিতেছি, ঈশ্বরকেও তদ্রূপ দেখিব। তাহা হইতেই পারে না। তিনি জগতের সামিল একটা কিছু ভৌতিক বস্তু নহেন। তবে তিনি ভৌতিক পদার্থের ন্যায় দৃশ্য বস্তু হইবেন কিরূপে? তিনি কখনই দৃশ্য হয়েন না, তিনিই যে দ্রষ্টা। এখানে দর্শন অর্থ হৃদয়ে অনুভব করা। যে সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন করে অর্থাৎ এই সব—তুমি, আমি, গাছ, মাটি, পাথর, জল, আকাশ ইত্যাদি সমুদায় যাহা কিছু আমাদের মন বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আসে, সে সকলই যে তাঁহার ভাবান্তর, অথবা তিনি স্বয়ং ইহা হৃদয়ে বুঝিতে পারেন। আর ইহা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি ভগবানে নিত্যযুক্ত যোগী।

এই যোগ লাভ হইলে, আর আত্মপর ভেদ থাকে না, দ্বৈত জ্ঞান থাকে না। পূর্ব্বে যিনি পরোক্ষ সহানুভূতির বশে পরকে আপনার করিয়া লইয়া কর্ম্ম করিতেন, এখন তিনি,—সেই পর ও আপনি যে এক,—তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই পরার্থ কর্ম্ম আপনারই কর্ম্ম দেখিয়া, শ্রীভগবানের অদ্ভুত মহিমা দর্শন করিতে করিতে ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাঁহার ধর্ম্মসংস্থাপনরূপ কর্ম্মের সহায়স্বরূপে সর্ব্বভূতহিতে, সর্ব্বলোক সংগ্রহে—দ্যুলোক ভূলোকাদি সর্ব্ব লোকের পালন ও পোষণোপযোগী কর্ম্মে রত থাকেন (৫।২৫)। তখন কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সব এক হইয়া যায়। ইহাই গীতার যোগতত্ত্ব; ইহাই পরম নিঃশ্রেয়স, পরম পুরুষার্থ।

এ শ্লোকে আর একটী প্রশ্ন এই যে, যোগী ও ঈশ্বর পরস্পর পরস্পরের প্রত্যক্ষ; তবে অযোগী কি ঈশ্বরের দৃষ্টির বহির্ভূত? না। ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমারে ভজে যে ভাবে, আমি ভজি সেই ভাবে" (৪।১১) অর্থাৎ ভক্ত বা জ্ঞানী হৃদয়স্থ ঈশ্বরকে (১৫।১৫) সর্ব্বদা দেখেন,

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বম্ আস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

ঈশ্বরও সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখেন ; কিন্তু অন্যে ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখে না, ঈশ্বরও তাহাকে দেখিয়াও দেখেন না (মধু)। বস্তুতঃ তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ৩০।

এইরূপে সর্ব্বভূতে আমাকে ও আমাতে সর্ব্ব ভূতকে দর্শনপূর্ব্বক, যঃ একত্বম্ আস্থিতঃ—যে ব্যক্তি একত্বে বা অভেদ জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া। সর্ব্বভূতস্থিতং মাং ভজতি—সর্ব্বভূতে বিরাজিত আমাকে ভজনা করে। স যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি—যেন তেন প্রকারে থাকিলেও। ময়ি বর্ত্ততে—আমাতে স্থিতি করে (শং)। ৩১।

পূর্ব্বোক্ত যোগিগণের মধ্যেও যঃ সুখং বা দুঃখং যদি বা—যিনি সুখ এবং দুঃখ। এখানে "বা" শব্দ "এবং" অর্থে (শং)। আত্ম-ঔপম্যেন—আপনার সুখ দুঃখের মত। সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি। স যোগী পরমঃ মতঃ—সর্ব্বোত্তম অভিপ্রেত।

যোগজ দৃষ্টিতে যিনি এক আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন (২৯) সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র ও ঈশ্বরে সমুদায় দেখেন (৩১), যিনি এইরূপ

সর্ব্বভূতে আছি আমি, আমাতেই সব,
এরূপ অভেদ জ্ঞানে আমায়, পাণ্ডব!
ভজয়ে যে, থাকুক সে যেমন তেমন,
জানিও আমাতে স্থিতি করে হে, সে জন। ৩১।

শ্রেষ্ঠ যোগী

অপরের সুখ দুঃখ আপন সমান
সর্ব্বত্র যে দেখে, তারে করি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ৩২।

একত্বে আস্থিত হইয়া সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরকে ভজনা করেন ও তাঁহাতে অবস্থিতি করেন, তাঁহার কাছে কোন ভেদ থাকে না। তিনিই প্রকৃত সমদর্শী তিনিই সর্ব্ব জীবের সুখ দুঃখ আপনার সুখ দুঃখের মত দেখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যেখানে এক জন অপরকে দেখে, সেখানে আমি তুমি ভেদ থাকে, কিন্তু যেখানে সবই আত্মময়, সেখানে আর ভেদ থাকে না;—সবই আমি বা সবই তুমি। তখনই কেবল আমরা প্রেম কাহাকে বলে বুঝিতে পারি; কেবল তখনই সমুদয় জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিতে পারি। যদি কাহারও এরূপ ভাব কখনও উদিত হয়, তখন বুঝিব যে সে ঈশ্বরানুভব করিয়াছে। ইহাই যথার্থ আত্মজ্ঞান এবং এই জ্ঞানই জীবের যথার্থ পুরুষার্থ।

তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসে, তখন সে দেখিতে পায়, যে তাহার ভালবাসার জিনিষ স্বয়ং ভগবান্। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভাল বাসিবেন যদি তিনি জানেন, স্বামী সাক্ষাৎব্রহ্মস্বরূপ। তিনি শত্রুকেও প্রীতি করিবেন, যিনি জানেন সেই শত্রুও ব্রহ্ম। তখনই তিনি, নিজে সুখদুঃখের অতীত হইলেও, সাধারণে যাহাতে সুখ দুঃখ পায় তাহা জানিয়া স্বয়ং রাগদ্বেষের অতীত থাকিয়াই, আত্মসংস্থ হইয়া কর্ম্ম করেন; তখন কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি এক হইয়া যায়।

পুনশ্চ, মানব-নীতিশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব এই একত্ব জ্ঞানে। আমাদের জীবনের সমুদায় কর্ম্মকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি। এক স্ত্রীপুত্রাদির জন্য লৌকিক কর্ম্ম; আর এক, ভগবদ্ আরাধনারূপ পারলৌকিক কর্ম্ম। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত একত্ব জ্ঞান যাহার হইয়াছে, যাহার কাছে সবই আত্মময়, তাহার কাছে আর কর্ম্মের ঐ দুই ভেদ থাকিতে পারে না। গীতার মহাশিক্ষা এই যে, কর্ম্মের ঐরূপ ভেদ কল্পনা করিয়া কতকগুলিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অপর কতকগুলিকে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। এক

অর্জ্জুন উবাচ।

যোহয়ং যোগ ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।

এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩ ॥

ভগবানই জগৎময়, এ জগৎ তাঁহার এবং সমুদায় কর্ম্মও তাঁহার, ইহা বুঝিয়া "স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য" স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, সিদ্ধিলাভ কর (১৮।৪৬)। আপন আপন অধিকার অনুরূপ কর্ম্ম, অকপট শুদ্ধ চিত্তে অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরেরই কর্ম্ম করা হয় বা তাঁহারই অর্চ্চনা করা হয় এবং তদ্দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়। ৩২।

অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! সাম্যেন—মনের সমতায়। সাম্য,—রাগদ্বেষাদিশূন্য সর্ব্বত্র সমদর্শন (মধু); কিংবা লয়-বিক্ষেপশূন্য আত্মাকারে অবস্থিতি (শ্রী); কিম্বা সর্ব্বভূতে সম বা ব্রহ্মদর্শন। সকল অর্থই মর্ম্মতঃ এক। যঃ অয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ। চঞ্চলত্বাৎ—মনের চঞ্চলতা হেতু। এতস্য স্থিরাং স্থিতিং—দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব। অহং ন পশ্যামি—আমি দেখি না। ৩৩।

অর্জ্জুন কহিলেন।

কৃষ্ণ হে! যে যোগতত্ত্ব কহিলে আমায়

যোগে — এ সংসারে সর্ব্বময় সমদৃষ্টি যায়,

স্থিতির — বিকার-বিক্ষেপহীন চিত্ত অচঞ্চল,

অন্তরায় — রাগ নাই দ্বেষ নাই, সমান সকল;

মনের — যেরূপ চঞ্চল কিন্তু মন, হে কংসারি!

চঞ্চলতা — সে ভাবে স্থায়িত্ব তা'র বুঝিতে না পারি।৩৩।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥
শ্রীভগবান্ উবাচ ।
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

কারণ, হে কৃষ্ণ! মনঃ হি, চঞ্চলং—মন স্বভাবতই চঞ্চল। এবং প্রমাথি—দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে মথিত করে, বিক্ষিপ্ত করে, পরবশ করে (শং)। অপরঞ্চ সে বলবৎ সুতরাং জয় করা দুষ্কর। অপিচ দৃঢ়ং—জন্মজন্মান্তরের বিষয়-বাসনা-বিজড়িত থাকায় দুশ্ছেদ্য (শ্রী)। তস্য নিগ্রহং, বায়োঃ নিগ্রহম্ ইব—বায়ুকে নিরুদ্ধ করার ন্যায়। অহং সুদুষ্করং মন্যে। ৩৪।

মনোনিগ্রহের উপায় বলিতেছেন। অসংশয়ং মহাবাহো! ইত্যাদি স্পষ্ট। মনোনিগ্রহের বহু উপায় থাকিলেও ভগবান্ অভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দুইটি মাত্রের উল্লেখ করিলেন। অভিপ্রায় এই যে এই দুটীই

স্বভাবতঃ মন কৃষ্ণ! সতত চঞ্চল,
বিমথিত করে দেহ ইন্দ্রিয় সকল,
একে ত' সে বলবান্, দৃঢ় পুনরায়
লিপ্ত থাকি জন্ম-জন্ম-বিষয়-তৃষ্ণায়।
তাহার নিগ্রহ মানি দুষ্কর তেমন
দুষ্কর রোধিতে যথা চঞ্চল পবন। ৩৪।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

সত্য বটে যা' কহিলে,—চঞ্চল সে মন,
সত্য বটে সুদুষ্কর তাহার দমন।
কিন্তু, ওহে মহাবাহু! শুন তথ্য সার,
অভ্যাসে বৈরাগ্যে হয় দমন তাহার।

মনোনিগ্রহের উপায়

শ্রেষ্ঠ উপায়। কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার নাম অভ্যাস; আর ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়,—পানীয়, ভোজ্য, সুখস্পর্শ বস্তু ইত্যাদিতে রাগ অর্থাৎ তৃষ্ণা বা আসক্তি (১৪।৭) পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য।

অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মমার্গে যে বৈরাগ্যের কথা আছে, তাহার মর্ম্ম, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনেচর হওয়া। ফলতঃ এরূপ ত্যাগের সহিত বৈরাগ্যের সম্বন্ধ বড় অল্প। যে আসক্তি, ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার কাছে বন বা নগরী, দুইই সমান। সেই বিরাগী। পরন্তু যাহার আসক্তি যায় নাই, সে গিরিগুহাবাসী হইলেও বিরাগী নহে।

হঠকারিতার দ্বারা চিত্ত সংযত হয় না। সুন্দরী-দর্শনে চিত্ত চঞ্চল হইতে পারে বলিয়া, তাহা দেখিব না,—এ ভাবে চিত্ত-সংযমের চেষ্টা করা বৃথা। পরন্তু তাহার অসারতা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক চিত্তসংযমের অভ্যাসই শ্রেয়ঃ। কি ভাবে সে অভ্যাস করিতে হয়, ২৬ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। যখনই মন অনুচিত বিষয়ে ধাবিত হয়, তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া আপনার বশে রাখিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করাই অভ্যাস। হঠযোগ-মতে, কুম্ভক-দ্বারা প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করিলে, দুর্দ্দান্ত দস্যুস্বরূপ মন অবরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু দস্যু অবরোধমুক্ত হইলে আবার দস্যুবৃত্তি করে,—বিষয়ে ধাবিত হয়। গীতার উপদেশ মনকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সাধু করা।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য

রূপ, রস, আদি যত ভোগের পদার্থ
সমস্ত দু'দিন পরে হয় অপদার্থ,
এইরূপে অসারতা চিন্তি সে সবার,
সে সকলে অনুরাগ কর পরিহার।
যদি ও সে সবে মন ধায় বারে বারে
পুনঃপুনঃ ফিরাইয়া আনিবে তাহারে।
অভ্যাসে বৈরাগ্যে হেন সুদৃঢ় যতনে
পারিবে ক্রমশঃ তুমি শাসিবারে মনে। ৩৫।

বৈরাগ্য-সিদ্ধির প্রকৃত কৌশল সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন। যদি ইচ্ছা হয়, শত বর্ষ বাঁচিবার কামনা কর; যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে, ভোগ করিয়া লও। তবে তাহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন কর; উহাদিগকে স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও। সংসার ত্যাগ কর, স্ত্রী-পুত্রাদিকে ত্যাগ কর,—ইহার এমন অর্থ নহে যে, উহাদিগকে রাস্তায় ফেলিয়া দাও, যেমন অনেক নরপশুরা করিয়া থাকে। উহা'ত ধর্ম্ম নহে। উহা পাশবিক কাণ্ড। তবে কি করিবে? উহাদের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন কর; এবং উহাদের জন্য যে কর্ম্ম, তাহাকে জগৎ-চক্র প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত কর্ম্ম-রূপে, লোকস্থিতির নিমিত্ত কর্ম্মরূপে—ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম্মরূপে, সাত্ত্বিক কামরূপে, (৭।১১) পরিণত কর। ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। ইহাই প্রকৃত পথ। যে নির্ব্বোধ সংসারের বিলাস-বিভ্রমে মগ্ন, সে প্রকৃত পথ পায় নাই। তাহার পা পিছ্‌লাইয়াছে। অপরদিকে যে জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, হৃদয়কে শুষ্ক মরুভূমি কঠোর নীরস বীভৎস করিয়া ফেলে, সেও পথ ভুলিয়াছে। দুইটিই বাড়াবাড়ি। দুইটিই ভ্রম—এ দিক আর ও দিক।

চিত্তসংযম অভ্যাস প্রণালীর মধ্যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রণালীর বিষয় বলা হইতেছে;—

(১) গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ। যে সময়ে মন অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে, তখন একাগ্রচিত্তে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় মালায় বা করে সংখ্যা রাখিয়া ১০৮ বার জপ করা বিধি। মনকে একাগ্র করিতে হয়; যেন জপের সময় মনে অন্য বিষয় উদিত না হয়। যদি ১০৮ সংখ্যা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মনে অন্য বিষয় উদিত হয়, তবে পূর্ব্ব সংখ্যা ত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার এক হইতে আরম্ভ করিবে। এই ভাবে অবিচলিত যত্নে অভ্যাস করিতে হয় ও ক্রমশঃ জপসংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে হয়।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুম্ উপায়তঃ॥ ৩৬॥

(২) মনকে সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত, লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতে হয়।

(৩) কোন দেবমূর্ত্তি বা সাধু পুরুষের মূর্ত্তি বা তাঁহার চরিত্র, অথবা যাহা কিছু পরম পবিত্র বলিয়া মনে হয়, তাহা ধ্যান করিতে হয়। তাঁহার আদর্শে নিজ চরিত্র পবিত্র করিতে চেষ্টা করিতে হয়।

"যাঁহারা যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেক জিনিস একটু একটু করিয়া ঠোক্‌রান ভাব একবারে ত্যাগ করিতে হইবে। একটী পবিত্র ভাব লইয়া ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিতে থাক। শয়নে, স্বপনে, সর্ব্বদা উহা লইয়াই থাক। তোমার মস্তিষ্ক, স্নায়ু, শরীরের সর্ব্বাঙ্গই সেই চিন্তায় পূর্ণ থাকুক। অন্য সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। ইহাই সিদ্ধ হইবার উপায়। খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা কর। মর, বাঁচ, কিছুই গ্রাহ্য করিও না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন-সাগরে ডুবিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে, যদি তুমি খুব সাহসবান্ হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই একজন সিদ্ধ যোগী হইতে পারিবে।"—রাজযোগে বিবেকানন্দ।। ৩৫।

সার কথা এই যে, অসংযতাত্মনা—অভ্যাস ও বৈরাগ্যে যাহার মন বশীভূত নহে, তাহার পক্ষে। যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা—যত্নশীল ও সংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা। উপায়তঃ—পূর্ব্বোক্ত

অভ্যাসে বৈরাগ্যে চিত্ত বশে নহে যার,
আমার বিশ্বাস যোগ দুষ্প্রাপ্য তাহার।
কিন্তু চিত্ত বশে যার, দৃঢ় যত্ন আর,
অভ্যাসাদি দ্বারা যোগ হ'তে পারে তা'র। ৩৬।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রম্ ইব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অভ্যাসাদি উপায়ে (গিরি)। যোগঃ অবাপ্তুং শক্যঃ—যোগ লাভ হইতে পারে। উপায়—পুরুষকার (মধু)। ৩৬।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে প্রথমে শ্রদ্ধয়া উপেতঃ—শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত হইয়া। পরে, অযতি—মনের চাঞ্চল্যহেতু শিথিলপ্রযত্ন হওয়ায়। অভাবার্থে নঞ্। যতি—যত্নশীল। যোগাৎ—যোগ হইতে। চলিত-মানসঃ হয়। সে যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য—যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারায়। কাং গতিং গচ্ছতি—কি গতি প্রাপ্ত হয়। ৩৭।

হে মহাবাহো! কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয় হইতে বিভ্রষ্টঃ—স্খলিত হইয়া। এবং অপ্রতিষ্ঠঃ—নিরাশ্রয়। অতএব ব্রহ্মণঃ পথি—ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে,

অর্জ্জুন কহিলেন।

যোগভ্রষ্টের কি হয়?

প্রথমে আরম্ভ করি শ্রদ্ধার সহিত
অনন্তর যত্নাভাবে হ'য়ে বিচলিত
বিষয়-প্রবণ চিত্ত যোগ হ'তে যার
ভ্রষ্ট হয়, বল কৃষ্ণ, কি হয় তাহার?
না লভিয়া যোগে সিদ্ধি, হায় রে, তখন
কি দশা তাহার হয় বল, জনার্দ্দন। ৩৭।
সাধনা সন্ন্যাস মার্গে না হয় তাহার,
কর্ম্মযোগমার্গে সিদ্ধি নাই আরবার,

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুম্ অর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদ্‌অন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

দেবযানমার্গে (৮।২৪)। বিমূঢ়ঃ (হইয়া); কচ্চিৎ ছিন্নাভ্রম্ ইব ন নশ্যতি—সে কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না? ৩৮।

হে কৃষ্ণ! এতৎ মে সংশয়ম্ অশেষতঃ—সম্পূর্ণরূপে। ছেত্তুম্ অর্হসি—দূর করিতে যোগ্য। হি—যেহেতু। ত্বৎ-অন্যঃ—তুমি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি। অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে—এ সংশয় নাশের যোগ্য নহে। ৩৯।

ভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ! তস্য ন এব ইহ, ন অমুত্র বিনাশঃ বিদ্যতে—তাহার ইহপরকালে বিনাশ নাই; ইহলোকে অকীর্ত্তি প্রভৃতি

এই ভাবে, মহাবাহু! উভয় হারায়,
না পায় বিমূঢ় ব্রহ্মলাভের উপায়।
নিরাশ্রয়, জ্ঞান কর্ম্ম দুই পথ ভ্রষ্ট,
ছিন্ন মেঘ মত সে কি হয় হে, বিনষ্ট? ৩৮।
দূর কর এ সংশয় নিঃশেষে আমার,
কে অন্য পারিবে তাহা তুমি ভিন্ন আর? ৩৯।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

বিসর্জ্জন কর বৎস! বৃথা এ সংশয়,
যোগভ্রষ্টের — যে কল্যাণকারী, তার দুর্গতি না হয়।
অসদ্গতি — ইহলোকে কোন মন্দ না হয় তাহার
হয় না — পরজন্মে নীচ গতি কিম্বা নাই তা'র। ৪০।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥
অথবা যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদ্ ঈদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

পাতিত্য ও পরলোকে হীন জন্মপ্রাপ্তি হয় না (শং)। অমুত্র—পরলোকে। ন হি ইত্যাদি স্পষ্ট। তাত—অর্জ্জুন এখন শিষ্য, পুত্রস্থানীয়, তজ্জন্য তাত (বৎস) সম্বোধন। ৪০।

সেই যোগভ্রষ্টঃ। পুণ্যকৃতাং—পুণ্যকর্ম্মকারিগণের। লোকান্ প্রাপ্য। তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা—বহু বর্ষ বাস করিয়া। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে—সদাচারী ধনীর গৃহে জন্ম লাভ করেন। (সাধু ব্যক্তি উত্তম জীবকে পুত্ররূপে লাভ করেন)। ৪১।

অথবা ধীমতাং যোগিনাম্ এব কুলে ভবতি—জন্মলাভ করে। ঈদৃশং যৎ জন্ম, তৎ হি লোকে দুর্লভতরম্। ৪২।

যে সমস্ত লোকে যায় পুণ্যকর্ম্মাগণ,
সে সমস্ত পুণ্য লোকে করিয়া গমন,
যোগভ্রষ্ট বহু বর্ষ থাকিয়া সেথায়,
ভোগশেষে নরলোকে আসি পুনরায়
ধনবান্ মাঝে যাঁর চরিত্র পবিত্র
জন্ম লাভ করে তাঁর গৃহে সুপবিত্র। ৪১।

যোগভ্রষ্টের ধার্ম্মিকের কুলে জন্ম হয় এবং

অথবা যে জ্ঞানবান্ যোগী, ধনঞ্জয়!
তাঁহার পবিত্র-কুলে তাঁর জন্ম হয়।
যোগীর পবিত্র-কুলে ঈদৃশ জনম
এ সংসারে সুদুর্লভ, ভরত-সত্তম! ৪২।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশো হপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

তত্র—ধনী বা যোগীর কুলে জন্ম লাভ করিয়া। তং পৌর্ব্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং লভতে—সেই পূর্ব্ব দেহে লব্ধ বুদ্ধি লাভ করে। ততঃ চ—এবং তাহার পরে। পূর্ব্বসংস্কারবশে সংসিদ্ধৌ ভূয়ঃ যততে—সিদ্ধিলাভার্থ অধিক যত্ন করে।

যত্ন ও অভ্যাসের ফল এ জন্মে না ফলিলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই। পর পর জন্মে ফলিবে। এই জন্মেই সমস্ত ফুরাইয়া যায় না।৪৩।

সঃ তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন অবশঃ অপি—পর জন্মে সেই পূর্ব্বাভ্যাসের বশে অবশভাবে পরিচালিত হইয়াই। হ্রিয়তে—ব্রহ্মনিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়।

এরূপে সে যোগভ্রষ্ট, মহাত্মা সুজন
সেই সেই কুলে করি জনম গ্রহণ,
পূর্ব্ব দেহে ছিল তাঁ'র সাধনা যেমতি
জ্ঞান বুদ্ধি পর দেহে লভে হে, তেমতি।
সেই সংস্কারবশে পুন সেই জন
সিদ্ধিলাভ তরে করে অধিক যতন। ৪৩।
অতি বলবান্ সেই অভ্যাস নিচয়
অবশ ভাবেতে তাঁ'র চিত্ত হরি লয়।
বিষয়ের তুচ্ছ সুখ করি বিসর্জ্জন
যোগমার্গে স্বভাবতঃ ধায় তাঁর মন।
সবে মাত্র প্রবেশিয়া যোগের পন্থায়
সকাম যজ্ঞাদি চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল পায়। ৪৪।

পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধি লাভ হয়।

স্বভাবতঃ যোগমার্গে আকৃষ্ট হয়

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫ ॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬॥

এবং যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি—যোগতত্ত্বের জিজ্ঞাসুমাত্র হইয়াই; যোগ-মার্গে প্রবেশমাত্র। শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে—বেদকে অতিক্রম করে; অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করে। ৪৪।

সেই যোগী। প্রযত্নাৎ যতমানঃ তু—পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক যত্নবান্। সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ—নিষ্পাপ হইয়া। অনেক-জন্মসংসিদ্ধঃ—অনেক জন্মে ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। ততঃ—তাহার ফলে। পরাং গতিং যাতি।৪৫।

যোগী—মদুক্ত এই যোগের যে অনুষ্ঠান করে, তাদৃশ যোগী। তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ—তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ ইত্যাদি। তপস্বী—তপঃপরায়ণ, ১৭।১৪—১৬ দেখ। জ্ঞানী—কর্ম্মসন্ন্যাস-নিষ্ঠ জ্ঞানী। কর্ম্মী—কাম্য কর্ম্মী। তপস্বী, জ্ঞানী ও কাম্য কর্ম্মী হইতে

অধিক যতন করি ক্রমশঃ ক্রমশঃ
বিধৌত কলুষরাশি ক্রমশঃ ক্রমশঃ
জন্মে জন্মে ক্রমে হয়ে পবিত্র-হৃদয়
লভয়ে পরমা গতি যোগী, ধনঞ্জয়! ৪৫।
বিবিধ তপস্যা নিত্য করে যে সাধন,
অথবা সন্ন্যাসনিষ্ঠ জ্ঞানী যিনি হ'ন,
যোগীর কিম্বা যে সকাম কর্ম্মে সতত তৎপর,
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জুন, এ সব হ'তে যোগী শ্রেষ্ঠতর।
অতএব যোগী হও, তুমি বুদ্ধিমান্!
বুদ্ধিযুক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।৪৬।

যোগিনাম্ অপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ধ্যান-যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! যোগী ভব—তুমি যোগী হও; তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই যোগ অর্থাৎ "কৌশল," যুক্তি অবলম্বন কর। কর্ম্মযোগমার্গ যে সন্ন্যাসনিষ্ঠ জ্ঞানসাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ৫।২ ও ২।৫০ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন।৪৬।

সর্ব্বেষাম্ অপি যোগিনাম্ মধ্যে শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা—আমাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক (শ্রী)। মাং ভজতে,—আমার ভজনা করে। স মে যুক্ততমঃ মতঃ—সে আমার মতে সর্ব্বোত্তম। ৪৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে যে ধ্যানযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পাতঞ্জল যোগের অনুরূপ বটে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। গীতার যোগী নিষ্কাম কর্ম্মী (৫১ দেখ) কিন্তু পাতঞ্জলের যোগী কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী। আর পাতঞ্জল যোগে ঈশ্বর-প্রণিধান সাধনায়, অন্যতম উপায় মাত্র (যোগসূত্র ১.২৩) কিন্তু গীতায় ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী (৬।৪৭)। অধিকন্তু পাতঞ্জলের ঈশ্বর, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তা নহেন। তিনি কেবল কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও ক্লেশাদি বর্জ্জিত সর্ব্বজ্ঞ পুরুষবিশেষ (যোগসূত্র—১।২৪-২৬)। সুতরাং পাতঞ্জল যোগে যে আত্মদর্শন হওয়ার উপদেশ আছে, তাহা গীতার ঈশ্বর দর্শন (৬.৩০) হইতে ভিন্ন। ফলতঃ গীতার ধ্যানযোগ, কর্ম্ম-যোগেরই—উচ্চতম সোপান। এই যোগযুক্ত অবস্থায় রাগ দ্বেষাদি

ভক্তই — সকল যোগীর মাঝে আবার যে জন
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ — আমাতে সতত মন করি সমর্পণ,
যোগী — আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ ভজয়ে আমারে,
যোগিগণ মাঝে জানি শ্রেষ্ঠতম তারে। ৪৭।

সমস্ত মলিনতা নষ্ট হইয়া চিত্ত স্থির শান্ত এবং সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়া জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়। তখন আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়। তর্ক যুক্তি উপদেশাদির দ্বারা ঈশ্বর জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান; শোণা কথার মত। সে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে, সে জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে না পারিলে, কিছুই হয় না। ধ্যান-যোগে তাহা হয়। যোগকৌশলে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিতে পারিলে, চিত্তে আর কোন বাহ্য বিষয়ের ছায়া পড়িতে পারে না। তখন বুদ্ধিতে আত্মার যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা প্রতিভাসিত হয় ও তাহার সঙ্গে ঈশ্বর-দর্শনও হয়। সমাধি অবস্থায় এই আত্মদর্শন ও ঈশ্বরদর্শন সিদ্ধ হয়। একবার এই দর্শন সিদ্ধ হইলে, সব পরিষ্কার হইয়া যায়। জ্ঞানযোগে যাহা পরোক্ষভাবে জানা গিয়াছিল, এখন তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের আর প্রচ্যুতি নাই। যে জীবনে একবার মাত্রও চিনি খাইয়াছে, সে আর কখন চিনির মধুর আস্বাদ বিস্মৃত হয় না।

মুহূর্ত্তের জন্যও যদি কাহারও ভাগ্যে এই আত্মদর্শন, সমদর্শন, একত্বে অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে, তবে তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগৎটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, পবিত্র হইয়া যায়। তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, গাভী কুক্কুর, শত্রু মিত্র, সাধু অসাধু, সব সমান।

পূর্ব্বোক্ত এই যোগের অন্তরায় মনের চঞ্চলতা। অতঃপর মনঃসংযমের উপায় এবং যোগভ্রষ্টের গতি বলিতেছেন। মানুষের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল বটে, কিন্তু সুদৃঢ় অভ্যাস এবং অকপট বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া যোগসাধন-মার্গে প্রবৃত্ত হওয়া যায়; এবং প্রবৃত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিলে আর পতন নাই। কোন কারণে যোগভ্রষ্ট হইয়া ইহজন্মে সিদ্ধিলাভ না হইলেও পরলোকে স্বর্গভোগ হয় এবং স্বর্গভোগান্তে পবিত্রচেতা ধনবানের কুলে অথবা পবিত্র যোগীর কুলে জন্ম

লাভ হয়; এবং সেই পর জন্মে পূর্ব্বসংস্কারবশে আবার সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই যোগমার্গ বা "কর্ম্মকৌশল"-মার্গ (২।৫০) তপস্যাদি অপেক্ষা উত্তম। আর ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়া ইহার আচরণ, সর্ব্বোত্তম।

—•—

ধ্যানযোগে দেখে পার্থ তুমি সর্ব্বময়,
"দাসের" নয়ন কেন বিষয়েতে রয়!

ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

———

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

-•:•:•-

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগঃ।

—•—

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥

পার্থের ঈশ্বর-ভক্তি উদ্দীপিত করি
সপ্তমে ঈশ্বর-তত্ত্ব কহিলা শ্রীহরি।

অর্জ্জুনের মূল প্রশ্ন—যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে (২।৭) যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে বলুন, ইহার উত্তরে ভগবান্ ২।৪৮ শ্লোকে কহিলেন যে, "যোগস্থ হইয়া বুদ্ধিকে সম করিয়া কর্ম্ম কর,—কর্ম্মযোগ আচরণ কর।" তার পর ক্রমশঃ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

কহিয়াছি কর্ম্মযোগতত্ত্ব, নরবর!
আমার ঈশ্বর তত্ত্ব কহি অতঃপর।
যেরূপে আমাতে সদা অনুরক্ত মন,
একান্তে আমাতে করি আশ্রয় গ্রহণ,
সেই যোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে,
নিশ্চয় আমারে তুমি পারিবে জানিতে,
ঐশ্বর্য্যবিভূতিযুত আমি, হে, যেমন
যেরূপে জানিবে সব, কর তা' শ্রবণ।১।

জ্ঞান বিজ্ঞান (৭—১৭ অধ্যায়)

অধ্যায়ে ঐ কর্ম্মযোগসিদ্ধি-সম্বন্ধে নানা কথা বলার পর বুদ্ধির অন্তিম সমতা এবং কর্ম্মযোগসিদ্ধির কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়সংযম, তথা ইন্দ্রিয় সংযমের কারণ স্বরূপ ধ্যানযোগসাধন ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। কিন্তু ধ্যানযোগ-কৌশলে ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেই যে বিষয়াসক্তি যায় এমন কিছু নয়। বিষয় বাসনা ক্ষয়ের জন্য ঈশ্বরজ্ঞান আবশ্যক,—এ কথা ২।৫৯ শ্লোকে একবার বলিয়াছেন, এবং ৬।৪৭ শ্লোকে ঈশ্বরে ভক্তিমান্ যোগীই শ্রেষ্ঠ,—এই বাক্যে আবার সেই কথাই বলিয়া, এক্ষণে সপ্তম হইতে সমগ্র ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানের যাহা নিশ্চিত উপায়, তাহা বলিতেছেন। এই অধ্যায় হইতে গীতার জ্ঞানস্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন মুখে ছুটিয়াছে। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রচলিত সাধনপন্থা সমূহের নূতন সংস্করণ। আর এখান হইতে যাহা বলিতেছেন, তাহা ভগবানের নিজের অভিমত ও অনুমোদিত পন্থা। ইহা ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার সার। মানবীয় জ্ঞানের চরম পরিণতি।

হে পার্থ! তুমি ময়ি আসক্তমনাঃ—আমার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত ও মদাশ্রয়ঃ—আমার শরণাপন্ন হইয়া। যোগং যুঞ্জন্—মদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতেই। সমগ্রং—বিভূতি বল শক্তি ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত সমস্ত গুণসম্পন্ন আমাকে (মাং)। যথা অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি—যেমন নিশ্চিতরূপে জানিবে। তৎ শৃণু—তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

যোগং যুঞ্জন্—এখানে যোগ অর্থে কেহ কেহ কেবল ভক্তিযোগ, জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্পর্কশূন্য কেবল ঈশ্বরভক্তি, বুঝিয়াছেন। কিন্তু এরূপ বিশেষ অর্থ কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই। যোগ একই। যোগের অর্থ মিলন। ঈশ্বরের ঐশী নীতির সহিত আমাদের চিত্তবৃত্তির মিলন বা সামঞ্জস্যের নাম যোগ। ঈশ্বরের সহিত সর্ব্বদা যোগে থাকিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করাই যোগ। এ সংসার তাঁহা হইতে আসিয়াছে, তাঁহার উপরই রহিয়াছে, কালে আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইবে, এই

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্ ইদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ো ঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততাম্ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥

"পুরাণী সংসার প্রবৃত্তির মূল উৎস তিনি" (১৫।৪) এই সত্য হৃদয়ঙ্গম-পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখার নাম যোগ। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা যে এক মুহূর্ত্ত থাকিতেই পারি না; আহার বিহার শয়ন উপবেশনাদি হইতে, ছোট বড়, ভাল মন্দ সর্ব্ব কর্ম্মেই যে আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত, তাঁহার যোগবিচ্ছিন্ন হইলে যে আমাদের অস্তিত্বই থাকে না—এই জ্ঞানে সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ থাকার নাম যোগ। ভগবান্ সেই যোগ অভ্যাসের কথা—ঐ তত্ত্বটী সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য যত্ন, চেষ্টা, অভ্যাসের কথা বলিতেছেন। ১।

সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানং তে অশেষতঃ বক্ষ্যামি—আমি তোমাকে এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান, বিজ্ঞান সহিত অশেষপ্রকারে বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা ইহ—এই সংসারে। ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যম্ ন অবশিষ্যতে—পুনর্ব্বার অন্য কিছুই জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকিবে না। জ্ঞান—উপদেশাদি লব্ধ শিক্ষা। বিজ্ঞান—হৃদয়ে অনুভূত জ্ঞান। ২।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি—সিদ্ধি লাভার্থ যত্ন করে।

অশেষতঃ সেই জ্ঞান কহিব তোমায়,
যে জ্ঞানে হৃদয়মাঝে পাবে সমুদায়,
যা' জানিলে আর কিছু এমন না রয়
এ সংসারে পুনরায় জানিতে যা' হয়। ২।
সহস্র সহস্র মধ্যে কভু কোন জন
সিদ্ধিলাভ তরে, পার্থ! করেন যতন।

ভূমিরাপো হনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥
অপরেয়ম্ ইত স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

আবার যততাং সিদ্ধানাম্ অপি—এবং যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যেও। কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি। তত্ত্বতঃ—যথাবৎ, আমার যাহা প্রকৃত স্বরূপ, ঠিক সেই ভাবে জানে। ৩।

অতঃপর যেরূপে ঈশ্বর হইতে এই জগতের বিকাশ অথবা জগৎরূপে তাঁহার প্রকাশ এবং যে ভাবে তিনি এই জগতের অন্তরালে বিরাজিত, ৪—১২ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। ভূমিঃ, আপঃ (জল), অনলঃ, বায়ুঃ, খম্ (আকাশ), মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ এব চ, ইতি অষ্টধা ভিন্না—এই আট প্রকারে বিভক্তা। ইয়ং মে প্রকৃতিঃ—এই দৃশ্যমানা আমার প্রকৃতি, বিশ্বলীলা শক্তি। ৪।

ইয়ং তু অপরা—কিন্তু ইহা আমার অপরা প্রকৃতি। অপরা—অপ্রধানা।

যত্নশীল সিদ্ধমাঝে কেহ বা সংসারে
যথাযথ অবগত হয় হে, আমারে। ৩।
পরম অধ্যাত্ম জ্ঞান কহি অতঃপর,
অধ্যাত্ম জ্ঞান　সযতনে অবধান কর, নরবর!
ভূমি, জল, তেজ আর অনিল, আকাশ,
অপরা প্রকৃতি　মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—আমারি বিলাস।
জড় দেহ　মম বিশ্বলীলাশক্তি—প্রকৃতি আমার
এই অষ্ট ভাবে, পার্থ! বিকাশ তাহার। ৪।
অপরা—নিকৃষ্টা, এই প্রকৃতি আমার,
এ হ'তে উত্তম আছে অন্ত ভাব আর,

ইতঃ অন্যাং—ইহা হইতে ভিন্ন ভাবাপন্না। জীবভূতাং—জীবরূপে প্রকটিতা, জীবস্বরূপা (শ্রী) ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা, প্রাণধারণনিমিত্তভূতা (শং)। মে পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি—আমার পরা প্রকৃতি জানিও। যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে—যাহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে (শং)।

প্রকৃতি—ভগবানের যাহা পরম ভাব, তাহাতে জগৎ নাই। সে ভাবে তিনি একম্ এবাদ্বিতীয়ম্ জগদতীত অব্যক্ত অক্ষর তত্ত্ব। বহুত্বময় জগৎলীলায় আসিয়া, সেই ভাবাতীত সীমাতীত অব্যক্ত চৈতন্য লীলারসে যেন জ্ঞানগম্য সসীম ভাব লইয়া প্রকাশ পায়, কিছু না কিছু বিশিষ্ট স্থূলরূপ লইয়া প্রকটিত হয়।

অব্যক্ত অনন্ত চৈতন্যের এই যে সীমাবিশিষ্ট ঘন স্থূল ভাবে প্রকাশ, ইহাই তাঁহার প্রকৃতি।

ভগবানের সেই প্রকৃতি অর্থাৎ "অনন্তের সীমাবদ্ধ ভাবে প্রকাশ" (বিবেকানন্দ স্বামী) সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা একভাবের নহে। বিভিন্ন স্থানে তাহা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত। এক দিকে তাহার ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারের বিশিষ্ট ভাব। এই আটটী একশ্রেণীভুক্ত—সকলেই অচেতন জড় ভাবাপন্ন। তজ্জন্য ইহাদিগকে অপরা অর্থাৎ অপ্রধানা প্রকৃতি বলে। ইহারা যথাযোগ্য ভাবে মিলিত হইয়া জগতের—জগতস্থ সর্ব্ব ভূতের সর্ব্ববিধ স্থূল দেহের রচনা করে। আর ঐ আটটী ও তদুৎপন্ন জগৎ চৈতন্যময়ের যে জ্যোতিতে প্রকাশিত সেই জ্যোতিই পরা অর্থাৎ

পরাপ্রকৃতি জীবস্বরূপিণী যাহা সংসার মাঝারে

জীব জানিবে আমার পরা প্রকৃতি তাহারে।

অন্তরে থাকিয়া দেহে জীবভাব দিয়া

এ জগৎ যাহা পার্থ, রেখেছে ধরিয়া। ৫।

প্রধানা প্রকৃতি। কারণ ইহাই জগতে জীবভাব প্রকটিত করিয়া জগৎ ধারণ করে, বিশ্বের বিশ্বত্ব রক্ষা করে।

এই প্রকৃতি "আমার"—এই কথায় ভগবান্ প্রকৃতির সহিত ও তদুৎপন্ন জগতের সহিত আপনার সম্বন্ধ করিলেন। জগৎ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্ত ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

৪—৫ শ্লোকে সংক্ষেপে যে জীবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে।

চৈতন্তং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।

চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎ-সঙ্ঘো জীব উচ্যতে ॥—পঞ্চদশী ৪।১০

অধিষ্ঠান (আশ্রয়) স্বরূপ চৈতন্তময় আত্মা, পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম দেহ ও সেই সূক্ষ্ম দেহে আভাসিত চিৎ-ছায়া বা আভাস-চৈতন্ত—এই তিনের যে সমবায়, তাহার নাম "জীব"। এই তিনের মধ্যে যিনি চৈতন্তময় আত্মা, তিনি পুরুষ। তাঁহার দুই প্রকৃতি ; (১) আভাস চৈতন্ত-রূপিণী পরা-প্রকৃতি আর (২) জড় দেহের উপাদানস্বরূপা, অচেতন-ভাবাপন্না অপরা প্রকৃতি।

জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অভ্যন্তরে আর একটী দেহ আছে। তাহাকে সূক্ষ্ম দেহ বা লিঙ্গ দেহ বলে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই ১৮টী সূক্ষ্ম তত্ত্বে তাহা গঠিত। ১৩অঃ ৫—৬ শ্লোকে এই দেহতত্ত্ব দ্রষ্টব্য। উভয়বিধ দেহই অচেতন ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটী প্রভেদ আছে। সূক্ষ্ম দেহটী স্বচ্ছ স্ফটিক মণির ন্তায় নির্ম্মল এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; কিন্তু স্থূল দেহ মৃৎপিণ্ডের ন্তায় মলিন এবং ইন্দ্রিয়ের গোচর।

সর্ব্বতোব্যাপী সূর্য্যালোকে মণি ও মৃৎপিণ্ড দুইটীই স্থাপিত হইলে সূর্য্যালোক সংস্পর্শে নির্ম্মল মণি সূর্য্যসদৃশ জ্যোতির্ম্ময় হয়, কিন্তু মৃৎপিণ্ড হয় না। তদ্রূপ সর্ব্বতোব্যাপী আত্মার চৈতন্তজ্যোতিঃসংস্পর্শে নির্ম্মল ঐ

সূক্ষ্ম দেহটী যেন চেতনাযুক্ত হয়, একরূপ আত্মার ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্থূল দেহটী হয় না; এবং স্ফটিক যেমন রক্তপীতাদিবর্ণের সংসর্গে রক্তপীতাদি বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ সৎ-চিৎ-আনন্দময় আত্মার সংসর্গে ত্রিগুণ-জাত ঐ সূক্ষ্ম দেহে আত্মার সৎভাবের ছায়াস্বরূপ "অহং কর্ত্তা" ভাব, চিৎভাবের ছায়াস্বরূপ "অহং জ্ঞাতা" ভাব ও আনন্দভাবের ছায়া স্বরূপ "অহং ভোক্তা" ভাব প্রতিভাসিত হয়। আত্মার সৎ-চিৎ-আনন্দভাব যেন ঐ দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। সূক্ষ্ম দেহে প্রতিভাসিত এই "অহংকর্ত্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা ভাব" বা "আমিত্ব ভাবই" জীবভাব এবং সেই "অহংজ্ঞান" রূপ জীবভাববিশিষ্ট চিৎছায়াই জীবভূতা জীবরূপে জাতা পরা প্রকৃতি। আর সেই পরা-প্রকৃতিরূপা চিৎ-ছায়া-সমন্বিত চেতনবৎ ঐ সূক্ষ্ম শরীরই ভূত বা জীব।

যাহা আত্মা, তাহা পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ; আর সেই পুরুষের যাহা ছায়া, যাহা পুরুষের ন্যায় লক্ষণযুক্তা (ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা—শং) তাহা, তাঁহার জীবভূতা পরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি দেহ-রচনা করে, আর এই পরা প্রকৃতি সেই দেহে ভূতভাবের বিকাশ করাইয়া, সর্ব্ব ভূতের প্রাণধারণের নিমিত্ত-ভূতা (শং) হয়; পরা প্রকৃতিই প্রাণিগণকে প্রাণযুক্ত করে।

পুনশ্চ, যেমন সর্ব্বব্যাপী সূর্য্যালোক-সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণিখণ্ড স্থাপিত হইলে, তাহাদের প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যবৎ হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি-রচিত অসংখ্য বহুধা পরিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম শরীর, অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত চিৎ-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া, অসংখ্য-বহুধা পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে প্রতিভাসিত হয়। কিন্তু যে সকল দেহের মধ্য দিয়া সেই সকল জীব ভাবের বিকাশ, তাহারা বহুবিধ; এবং যেমন এক সূর্য্যালোক, বহু আকারের বহু দ্রব্যের উপর পড়িয়া, প্রত্যেক আকৃতিতে তদাকারে আকারিত হইয়া, তাহাদিগকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ সেই বহুবিধ দেহে প্রতিভাসিত চিৎ-ছায়া, বহুবিধ আকারে আকারিত হইয়া বহুবিধ জীবভাব প্রকাশ করে। তজ্জন্য মনুষ্য-

দেহাকারে প্রতিভাসিত "অহং" দেখে, আমি মানুষ, পশুদেহাকারে প্রতিভাসিত "অহং" দেখে আমি পশু, ইত্যাদি। এইরূপে বস্তুতঃ এক হইয়াও প্রত্যেক "অহং" আপনাকে অন্য "অহং" হইতে ভিন্ন দেখে। এইরূপে অসংখ্য প্রকার উপাধির মধ্য দিয়া, অসংখ্যভাবে বিভিন্ন, অসংখ্য জীবের আবির্ভাব হয় ;—জীবে জীবে ভিন্ন হয়। এই জীবভাব প্রকৃতিজ। প্রকৃতিই জীবরূপে প্রকাশিত। যতকাল প্রকৃতি-পুরুষযোগ থাকে, ততকাল এই জীবভাবও থাকে। তবে কখন তাহা স্থূল দেহ আশ্রয় করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রকাশিত হয়,—জীবের জন্ম হয় ; আর কখন আবার তাহা স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে সঙ্কুচিত হয়, জীবের মৃত্যু হয়। জন্ম মৃত্যু স্থূল দেহেরই হয়, জীবের নহে। আর প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ নিত্য, সুতরাং জীবভাবও নিত্য এবং জীবে ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ। কিন্তু জীবভাব ক্ষর ভাব (১৫।১৬)। সেই ক্ষর সান্ত জীবভাবের পশ্চাতে অক্ষর অনন্ত আত্মারূপে ভগবান্ সর্ব্বত্র সম, এক অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব (১৩।১৬)।

এই জীবতত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা মণির দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এ বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক শিল্পযন্ত্রের দৃষ্টান্তে বোধ হয়, তাহা আরও বিশদ হইতে পারে। ঐ যে একটী বৃহৎ শিল্পযন্ত্র রহিয়াছে, উহার অন্তরে কোন এক স্থানে, একটী ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক পরিচালক যন্ত্র Electric Motor আছে। বিদ্যুৎপ্রবাহ যোগে ঐ পরিচালক যন্ত্রটী শক্তিযুক্ত—ক্রিয়াশীল হয়। আর সেই ক্রিয়াশক্তি যন্ত্রটীর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিচালিত হইয়া সমুদয় যন্ত্রটীকে পরিচালিত করে। এখন মনুষ্যাদি একটী জীবের বিষয় দেখ। সেটী ঈশ্বর নির্ম্মিত ঐরূপ একটী যন্ত্র মাত্র। তাহার বাহ্ দেহের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মদেহ আছে, তাহা বৈদ্যুতিক পরিচালক যন্ত্রের মত এবং আত্মশক্তিই তাহাতে পরিচালক বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্বরূপ। আত্মশক্তির সংযোগে সূক্ষ্মদেহরূপ পরিচালক যন্ত্রটী ক্রিয়াশক্তিমান্ হয় ;—তদন্তর্গত দর্শন শ্রবণাদি দশ ইন্দ্রিয়, দর্শন শ্রবণাদিযোগ্য

শক্তি লাভ করে; মনে চিন্তাশক্তির, বুদ্ধিতে বিচারশক্তির এবং অহঙ্কারের "অহং-কর্ত্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা-ভাবের" বিকাশ হয়। আর সেই সমস্তই বাহ্য দেহে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ক্রিয়াশক্তিযুক্ত চেতন জীবরূপী করে। ইহাই জীবের জীবদ্দশা,—আত্মশক্তিযোগে প্রকৃতিজ স্থূল দেহের পরিচালিত অবস্থামাত্র।

আবার ঐ বৈদ্যুতিক পরিচালক যন্ত্রটী শিল্পযন্ত্র হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে এবং পৃথক্ থাকিয়াও বিদ্যুৎপ্রবাহযোগে ক্রিয়াশীল থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে শিল্পযন্ত্রটী পরিচালিত হয় না। তেমনি জীবের সূক্ষ্ম দেহটী স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পৃথক্ থাকিতে পারে; এবং পৃথক্ হইলেও সর্ব্বতোব্যাপী আত্মার সংযোগ তাহাতে থাকে সুতরাং তাহা ক্রিয়াশীল থাকে। সূক্ষ্মশরীরী জীব বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু স্থূল দেহের সহিত তাহার সংযোগ না থাকায় সে দেহ, আত্মচৈতন্যসাগরে ডুবিয়া থাকিলেও, নিষ্ক্রিয় জড়ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাই সাধারণের চক্ষে জীবের মৃত দেহ।

অনন্ত প্রকৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্বে রচিত অসংখ্য বহুধা সূক্ষ্ম দেহ, সর্ব্বতোব্যাপী আত্মাসাগরে পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে অনন্ত কাল ভাসিতেছে। কখন বা সেই প্রকৃতির স্থূল তত্ত্বে গঠিত স্থূল দেহের আশ্রয়ে তাহারা লোকনেত্রে প্রকাশিত হয়, আবার কখন বা সূক্ষ্মাকারে অদৃশ্য হয়। ইহাই জীবগণের জন্ম মৃত্যু। ১৩ অঃ ১৬ এবং ২০—২১ শ্লোকে এ বিষয়ে অন্যান্য কথা বুঝিব।

এই যে জীবভাবের কথা এখানে বলা হইল সেই জীব কিন্তু জীবাত্মা নহে। জীব প্রকৃতি, কিন্তু জীবাত্মা পুরুষ। আত্মাপুরুষের সংযোগে জিন্ন দেহে জীবভাবের বিকাশ হইলে, সেই দেহাধিষ্ঠিত আত্মাংশ, দেহের সহিত মাখামাখি হইয়া থাকায়, সেই জীবভাবযুক্ত হইয়া জীবাত্মা হ'ন; জীবভাব যুক্ত আত্মা—জীবাত্মা; এবং সেই ভাবেও, জীবে ঈশ্বরে, ও পরস্পর জীবে জীবে, ভিন্ন হয়। ২অঃ ৩০ শ্লোকের, ১৩ অঃ ১৬ শ্লোকের টীকায়, এই জীবাত্মার তত্ত্ব দ্রষ্টব্য। ৫।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি ইতি উপধারয়—এই দ্বিবিধা প্রকৃতি সর্ব্বভূতের যোনি, উৎপত্তিস্থান, উপাদান কারণ জানিও (গিরি)। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ—আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ। তথা প্রলয়ঃ—সংহর্ত্তা। যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রভব, আর যাহাতে লীন হয়, তাহা প্রলয়। ৬।

মত্তঃ পরতরম্ অন্যৎ—আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য। কিঞ্চিৎ ন অস্তি। ইদং সর্ব্বম্—এই দৃশ্যমান সর্ব্ব বস্তু। ময়ি প্রোতম্—আমাতে অনুস্যূত, অনুবিদ্ধ, গ্রথিত। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট। সূত্রে মণিগণাঃ ইব—যেমন সূত্রে মণিগণ গাঁথা থাকে।

এই যে পরমেশ্বররূপ সূত্রে সমগ্র জগৎ প্রোত, এই সূত্র দৃঢ়রূপে ধরিতে পারিলে তবে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগতত্ত্ব প্রভৃতি সর্ব্ব তত্ত্ব জানা যায়; জগতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। ৭।

পরা ও অপরা দুই প্রকৃতি, পাণ্ডব!
ঈশ্বরই সৃষ্টি- এই দুই হ'তে সর্ব্ব ভূতের উদ্ভব।
লয়-কারণ আমা হ'তে প্রকাশিত সমগ্র সংসার,
আমাতে বিলীন হয় কালেতে আবার। ৬।
আমা হ'তে ধনঞ্জয়! আর শ্রেষ্ঠতর
ঈশ্বরে জগৎ এ সংসার মাঝে নাই কিছুই অপর।
গ্রথিত আমাতে গ্রথিত এই সমগ্র সংসার,
সূত্রে যথা গাঁথা রয় মণিময় হার। ৭।

রসোঽহম্ অপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

কি ভাবে ভগবান্ সর্ব্বত্র অনুস্যূত ৮—১৩ শ্লোকে তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন। হে কৌন্তেয়! অপ্সু অহং রসঃ—সকল বস্তুতেই মধুর আদি কোন না কোন রস আছে। ঐ রস ঐ বস্তুর অন্তর্গত জলীয় অংশের গুণ। সেই রসের আধার রূপে জল আমাদের জ্ঞেয়। ভগবান বলিতেছেন, জলে আমি রস; অর্থাৎ যে বস্তুর সত্তায় পদার্থ সকলে মধুরাদি ষড়্রসের বিদ্যমানতা, ঈশ্বরই সেই বস্তুর আকারে তাহার মধ্যে বিরাজিত। যথা—চিনির যে মিষ্টতা, নিম্বের যে তিক্ততা ইত্যাদি ঈশ্বরই ঐ ঐ রসের ভাবে তৎ তৎ পদার্থ মধ্যে বিরাজিত।

এইরূপে তিনি শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা—শশী ও সূর্য্যের প্রভারূপে। সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ—ওঙ্কার মন্ত্ররূপে। খে শব্দঃ—আকাশে শব্দরূপে। নৃষু পৌরুষং—পুরুষের অন্তরে পৌরুষরূপে বিরাজিত। তিনি সর্ব্বত্র। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্।" আমি কি? এটা খোঁজ দেখি; আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভুঁড়ী? "আমি" খুঁজ্তে খুঁজ্তে "তুমি" এসে পড়ে। ভিতরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। "আমি" নাই, "তিনি"।—কথামৃত।

পৌরুষ—যাহা থাকিলে পুরুষ যথার্থ পুরুষ হয়, তাহারই নাম পৌরুষ, পুংচিহ্নমাত্রই পৌরুষ নহে।৮।

কি ভাবে রয়েছি আমি সর্ব্বত্র সংসারে
ঈশ্বরই — সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ তাহা বলি হে, তোমারে।
রস প্রভা — জলের অন্তরে আছি রস রূপ ধরি,
শব্দ মন্ত্র — শশি-সূর্য্যে প্রভারূপে আলোক বিতরি,
পৌরুষ — ওম্ মন্ত্ররূপে আছি সকল বেদেতে,
পুরুষে পৌরুষ হই, শব্দ আকাশেতে।৮।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজ শ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপ শ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধি র্বুদ্ধিমতাম্ অস্মি তেজ স্তেজস্বিনাম্ অহম্ ॥১০॥

পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ—বিশুদ্ধ, অবিকৃত। গন্ধঃ। গন্ধ অবিকৃত অবস্থায় সুগন্ধই থাকে; বিকৃত হইয়াই দুর্গন্ধ হয়। গন্ধ পৃথিবীর গুণ। বিভাবসৌ—অগ্নিতে। তেজঃ—দীপ্তি, পচন-প্রকাশন শক্তি। সর্ব্বভূতেষু জীবনম্—যে শক্তিবলে জীবগণ জীবিত থাকে, তাহা জীবন (শং) প্রাণশক্তি Vital force; সে শক্তি ঈশ্বর। তপস্বিষু চ তপঃ—অস্মি। নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে ঈপ্সিত বিষয়ের প্রতি যে ভাবনা বা অনুসন্ধান, তাহার নাম তপস্যা। তাপসের হৃদয়ে সেই তপঃশক্তি রূপে ঈশ্বরই বিরাজিত ।৯।

মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি—যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি এবং আবার বীজেই তাহার বিলয়; পুনর্ব্বার বীজ হইতে

অবিকৃত গন্ধ রূপে পৃথিবীতে রই,
ঈশ্বরই অগ্নির যা' তেজ, পার্থ! আমিই তা' হই,
গন্ধ রূপ জগতে জীবিত যাহে রহে জীবগণ
তেজ ও জানিবে হে, আমি সেই জীবের জীবন।
জীবন সেই সংযমন-শক্তি আমি ধনঞ্জয়!
তাপসের হৃদে যাহা তপস্তেজ হয় ।৯।
যা' কিছু জগতে আছে, জড় বা চেতন,
ঈশ্বরই সর্ব্ব আমাকে জানিও তার বীজ সনাতন।
বস্তুর বীজ বুদ্ধিমানে বুদ্ধি যাহা, আমি তা' অর্জ্জুন।
তেজীর যে তেজ, আমি সেই তেজোগুণ ।১০।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্‌।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামো হস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥

উৎপত্তি এবং বীজেই পুনঃ বিলয়; এইরূপ ক্রমান্বয়ে চলিতেছে। সেইরূপ যাহা হইতে পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব ভূতের আবির্ভাব এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ তাহাদের তিরোভাব, আমাকে সেই সনাতন বীজরূপী জানিও। সনাতন নিত্য, উত্তরোত্তর পদার্থে অনুস্যূত। বুদ্ধিমতাং—বুদ্ধিমান্‌দিগের। বুদ্ধিঃ। তেজস্বিনাং তেজঃ—শক্তি, যদ্দ্বারা তাহারা অপরকে অভিভূত করে। তাহা অহম্‌ অস্মি।১০।

অহং কাম-রাগ-বিবর্জ্জিতং বলবতাং বলম্‌। কাম—অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য লালসা। রাগ—রঞ্জনা। যেমন বস্ত্রখণ্ডে রং লাগিলে তাহাতে তাহার দাগ পড়ে, সেইরূপ ভোগ্য বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে, হৃদয়ে তাহার একটী দাগ (impression) পড়ে, ইহাই রাগ বা রং করা। তখন সেই বস্তু প্রীতিকর বোধ হইলে তাহা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, এবং যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা নষ্ট হইবার হেতুসত্ত্বেও যাহাতে তাহা নষ্ট না হয়, তদ্রূপ অভিলাষ জন্মে। ইহা রাগের ধর্ম্ম। বল—কর্ম্মশক্তি। সেই বল যাহার আছে, সে বলবান্‌ (বলবৎ)। ইহাতে বিশিষ্টরূপে বলিষ্ঠ ব্যক্তি

	অলব্ধ পদার্থলাভে অভিলাষ,—কাম;
ঈশ্বরই	লব্ধ দ্রব্যে আসক্তি যে, রাগ তার নাম।
সকলের	কাম-রাগ-বশে জীব কর্ম্মে হ'য়ে রত,
বল এবং	আপন সামর্থ্যমত কর্ম্ম করে যত।
ধর্ম্মানুগত	কর্ম্মে যে সামর্থ্য সেই আমি তাহা হই,
কাম	কিন্তু সেই কাম রাগ তার আমি নই।
	জীবের অন্তরে পুনঃ আমি সেই কাম
	ধর্ম্মার্থ-সাধন যার হয়, গুণধাম! ১১।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

বীর্য্যকেই বুঝাইতেছে না। জীবিত প্রাণী মাত্রেরই অল্প বিস্তর বল থাকে। ভগবান্ সেই বলরূপে জীবে প্রোত, অনুপ্রবিষ্ট; কাম-রাগরূপে নহেন। জীব-মাত্রেরই যে বল, তাহা মূলতঃ ঐশী শক্তি, কিন্তু তাহারা তাহাদের জীবনের কর্ম্মে যখন ত্রিগুণের কবলে নামিয়া পড়ে, তখনই কাম রাগাদির অধীন হয়।

হে ভরতর্ষভ! ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ—প্রাণিমাত্রেই স্ত্রী, পুত্র অর্থাদি বিষয়ে ধর্ম্মসঙ্গত অভিলাষ; যথা, শরীর রক্ষার জন্ম, লোকস্থিতির জন্ম, জগচ্চক্র-প্রবর্ত্তনের জন্ম, যে কাম। তাহা অহম্ অস্মি।

যে কাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা নরকের দ্বার-স্বরূপ; কিন্তু যে কাম ধর্ম্মানুগত, তাহা ভগবানের গ্রাহ্য। যদি সমুদায় প্রাণীই অদ্য হইতে সর্ব্ববিধ "কাম" পরিত্যাগ করতঃ জীবন যাপন করে, তবে ন্যূনাধিক শত বৎসরে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে। ১১।

আর অধিক কি; যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ ভাবাঃ—যাহা কিছু সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণোৎপন্ন ভাবসমূহ। তান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি—সে সমস্ত আমা হইতে জানিও।

অহং তু তেষু ন—কিন্তু আমি সে সকল ভাবের মধ্যে নাই। পরন্তু তে ময়ি—তাহারাই আমাতে অবস্থিত; সকল ভাবই আমাতে আছে। আমা হইতে তাহাদের বিকাশ ও আমাতেই অবস্থিতি। ৮।১৯ এবং ৯।৪—৬ এবং ১০।৪—৫ প্রভৃতি শ্লোকে এই তত্ত্ব বিস্তারিত হইবে।

সাত্ত্বিক রাজস কিম্বা তামস, পাণ্ডব!
যাহা কিছু ভাব—হয় আমা হ'তে সব।
কিন্তু আমি সে সকলে নাই, ধনঞ্জয়!
আমাতেই পুনঃ তা'রা রহে সমুদয়।১২।

ত্রিভি গু`ণময়ৈ র্ভাবৈ রেভিঃ সর্ব্বম্‌ ইদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মাম্‌ এভ্যঃ পরম্‌ অব্যয়ম্‌॥১৩॥

৮—১২ শ্লোক ভাবুকের ভাবের বিষয়। ইহা শুধু পাঠ করিলে কোন ফল নাই। উহা হৃদয়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া ভাবনা করিতে হয়। তুমি তোমার ভগবান্‌কে কোথায় অন্বেষণ কর? দেখ, তোমার রসনায় তুমি যে রস আস্বাদন করিতেছ, সেই রসরূপই তিনি। শশী সূর্য্যের যে প্রভা জগৎ আলোকিত করিতেছে, সেই প্রভারূপেও তিনি! কর্ণে যে নানারূপ শব্দ শুনিতে পাও, নাসিকায় যে বিবিধ গন্ধ আঘ্রাণ কর, তিনিই সেই সব শব্দরূপে, গন্ধরূপে বিরাজিত। তিনিই তোমার তপঃ-শক্তি, তোমার বুদ্ধি ও তোমার তেজঃ। তিনি তোমাদের সকলের জীবন, সকলের বীজ। অধিক কি, জগতে ভালমন্দ যত কিছু ভাব আছে, সে সমস্তই তাঁহার উপর ফুটিতেছে। তোমরা তাঁহাকে দেখিতে জান না, তাই দেখিতে পাও না। তিনি যে সর্ব্বত্র সুপ্রকাশ; সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন কর। ইহাই গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব, গীতার জগত্তত্ত্ব। গীতা জগৎকে ভ্রান্তি বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেয় না; গীতা বলে, জগতের বুকেই ভগবান্‌কে দেখ। ১২।

এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ—গুণত্রয়ের বিকারে উৎপন্ন এই যে ভাব সকল। এভিঃ—এই সকল অর্থাৎ যাহা কিছু তুমি এই সম্মুখে দেখিতেছ, যাহা কিছু তোমার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির গ্রাহ্য। তদ্দ্বারা। ইদং সর্ব্বং জগৎ মোহিতং—এই সমগ্র জগৎ, জগতের সর্ব্ব জীব, মুগ্ধ রহিয়াছে।

সংক্ষেপে আমার তত্ত্ব কহিনু তোমায়
সযতনে অবধান কর সমুদায়।
ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম,—মহাভূত পঞ্চ,
ঈশ্বরে ও সকলি জানিও মম শক্তির প্রপঞ্চ;

গুণময়—বিকারার্থে ময়ট্। অতএব তাহারা এভ্যঃ পরম্—এই ভাব সকল হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট ও তাহাদের নিয়ন্তা (শ্রী)। এবং অব্যয়ং—নির্ব্বিকার। মাং ন অভিজানাতি—আমাকে জানে না। এই সকল ভাবের পশ্চাতে আমার যে পরম অব্যয় ভাব রহিয়াছে, তাহা জানিতে পারে না।

যাহা ভগবানের ভাব (১৪।২৭) যাহা তাঁহার পরম ভাব (৭।২৪, ৯।১১) যাহা সর্ব্ব ভূত মধ্যে এক অবিকৃত ভাব (১৮।২০) যাহা পর (৮।২০) অক্ষর ভাব (৮।২১), তাহা ত্রিগুণময় ক্ষর ভূতভাব (৮।৪) হইতে স্বতন্ত্র। ১৩।

জগতে	জীবের যে মন বুদ্ধি আর অহঙ্কার
সম্বন্ধ	সে সকলই নরবর ! বিলাস তাঁহার।
	আমারই সে পরা শক্তি কৌরবনন্দন,
	জীবভূতা হয়ে করে জগৎ ধারণ।
	বস্তুমাঝে রূপ রস আদি যত গুণ
	সেই সেই ভাবে আমি আছি, হে অর্জ্জুন !
	আমিই এ জগতের বীজ ধনঞ্জয় !
	আমা হ'তে বিকাশ, আমাতে এর লয় ;
	সত্ত্ব রজ তম,—তিনে যা' কিছু পদার্থ,
	আমারই সে সমুদয় ভাব মাত্র, পার্থ !
মায়া-	এই যে ত্রিগুণময় ভাব সমুদায়
মুগ্ধজীব	এ বিশ্ব সংসার সদা মুগ্ধ রহে তায় ;
ঈশ্বরকে	সে হেতু জানে না তা'রা স্বরূপ আমার,
জানে না	স্বতন্ত্র সে সব হ'তে আমি নির্ব্বিকার। ১৩।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম্ এতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

এই যে অনন্ত বহুধা বিচিত্র ভাবরাশি—এ সংসার যে ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র, এষা হি মম গুণময়ী দৈবী মায়া—ইহাই আমার ত্রিগুণময়ী পারমেশ্বরী মায়া শক্তি। দৈবী—দেব অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বভাবভূতা (শং)। ইহা ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি। ইহা দুরত্যয়া—সুদুস্তরা; ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য। তবে, মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে—যাহারা আমাতেই প্রপন্ন, একান্তভাবে আমার শরণাগত হয়। তে এতাং মায়াং তরন্তি—তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়। ১৪।২৬ ও ১৮।৬১ শ্লোক দেখ।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিশিষ্ট ভাবে প্রকাশের নাম "মায়া"। যতক্ষণ তাঁহাতে কোন শক্তির ক্রিয়া বিকাশ ছিল না, কোন ভাবের বিকাশ ছিল না, ততক্ষণ তিনি ছিলেন নির্ব্বিশেষ, নিরঞ্জন পরমাত্মা; আর যখনই তাঁহাতে শক্তি ক্রিয়ার বিকাশ হইতে লাগিল, তখন তিনি হইলেন "মায়া"। তিনি ক্ষণে ক্ষণে ভাবের আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। মায়ার সেই যে সমুদয় ভাব বা কার্য্যাবস্থা, তাহাই জগৎ। কারণে যিনি পরমাত্মা, সূক্ষ্মে তিনি মায়া আর স্থূলে তিনিই জগৎ। পরমাত্মা, মায়া ও জগৎ—এ তিন বাহিরে ভিন্ন হইলেও মূলে এক। জগতে যাহা কিছু আছে, আমাদের চিন্তারথ যতই উচ্চে বা যতই

এই ভাব রাশি, যাহে বিমুগ্ধ সংসার,
গুণময়ী দৈবী মায়া, ইহাই আমার।
মায়া — আমার ঈশ্বরী শক্তি জানিবে ইহারে,
দুষ্কর জীবের পক্ষে যাওয়া এর পারে।
তবে যে একান্তে লয় আমার শরণ
এ মায়া-সাগর পার হয় সেই জন। ১৪।

নিয়ে চলুক না কেন, সব সেই মায়ার রাজ্য। জগৎ এই মায়ার ভাবেই মুগ্ধ।

এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্ত পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্ম জ্ঞান, সন্ন্যাস, যোগাদি বিবিধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং গীতাও সে সমুদায় স্বীকার পূর্ব্বক দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাদের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখানে ভগবান্ মায়ামুক্তি উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, পূর্ব্বোপদিষ্ট কর্ম্ম জ্ঞান সন্ন্যাসাদি কিছুরই উল্লেখ করিলেন না; উহাদের কোনটীকেই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া অনুমোদন করিলেন না। এখানে যাহা কহিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত পন্থাসমুদয় হইতে ভিন্ন। মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম্ এতাং তরন্তি তে।

মর্ম্ম এই। এই যে সংসার মায়া, ইহা ভগবানের "দৈবীমায়া"—ইহা সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি। ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্যতা সেই সর্ব্ব-শক্তিমানেরই আছে। জীবের কি সাধ্য, যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েশ্বরী মহামায়ার মায়ার কবল হইতে আপন শক্তিতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়? জীবের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই "দুরত্যয়া"।

অনেক ধর্ম্মাচার্য্য এদিকটা দেখেন নাই; কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে কিছুই লুকান থাকে না। তজ্জন্ত তিনি পুরুষকার সাধ্য তপ জপ ধ্যানাদি সাধনার দ্বারা ঐশী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার পরামর্শ না দিয়া কহিলেন, —যে ব্যক্তি স্বীয় অহঙ্কারের উচ্চ শিরকে অবনমিত করিয়া, যাঁহার সেই মায়া, তাঁহার শরণাগত হয়, সে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

যে ব্যক্তি আপন পুরুষকারের অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া, আপনাকে সত্য সত্যই অজ্ঞান দীন দুর্ব্বল বলিয়া বুঝিতে পারে; জগদ্ ব্যাপারের কিছুই যে আমাদের এক্তারে নাই, ইহা অন্তরে উপলব্ধিপূর্ব্বক ভগবৎ-চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহার আর ভয় থাকে না। যাহাকে আমরা মায়া বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করি, বস্তুতঃ তাহা মিথ্যা

নহে; পরন্তু তাহা তাঁহারই ভাব বা স্বয়ং তিনি। অতএব যে ব্যক্তি আপনার ক্ষীণ সংযমের ক্ষুদ্র যষ্টি তুলিয়া তাহাকে তাড়াইতে না গিয়া, তাহাকে সেই মহামায়ারই ছদ্মবেশ বলিয়া বরণ করিয়া প্রণাম করিতে পারে, তাহার আর ভয় থাকে না। যখন আমরা এই ভাবে তাঁহাতে শরণ লইতে পারি, ভালমন্দ প্রত্যেক ভাবকে সাক্ষাৎ মহামায়াজ্ঞানে প্রণাম করিতে পারি, তখনই আমাদের ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হয়।

এই মায়ার ব্যাপারের আরও কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

এক সাগরবক্ষে বহু তরঙ্গ; কিন্তু একটী তরঙ্গও সাগর হইতে পৃথক্ নহে; তবে যে তাহাদিগকে পৃথক্ দেখায়, তাহার কারণ "নাম-রূপ",—তরঙ্গের "আকৃতি" ও তাহার তরঙ্গ এই "নাম"। "নাম-রূপ" চলিয়া গেলে আর তরঙ্গ থাকে না। তখন সবই সাগর। এই "নাম-রূপই" মায়া। এই মায়া বা নাম-রূপই এক অখণ্ড অব্যক্ত সত্তাসাগরে অসংখ্য ব্যক্ত ভাবের সৃষ্টি করিয়া, একটীকে আর একটী হইতে পৃথক্ করিতেছে; দ্বৈত ভাব উৎপাদন করিতেছে। যে কোন বস্তুরই কোন রূপ আকৃতি আছে, যাহা কিছু আমাদের মনে কোন রূপ ভাব উদ্দীপ্ত করে, আমাদের চিন্তারথ যত কেন উচ্চে উঠুক না, তাহাই মায়ার বা ভাবের রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার অস্তিত্ব আছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, নাম রূপের অস্তিত্ব, অন্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার ইহা নাই, তাহাও বলা যায় না; ইহাই এই সমস্ত ভেদ করিয়াছে। এই মায়াই সেই এক অখণ্ড অব্যক্ত-সমুদ্রের এক এক বিন্দু হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা; এক এক বিন্দু হইতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদাদি গড়িতেছে। এই সকল পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহা বলা যায় না; আবার নাই তাহাও বলা যায় না। উহাদিগকে সত্যও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না; একও বলা যায় না, বহুও বলা যায় না; অভেদও বলা যায় না,

ভেদও বলা যায় না। আর উহাদিগকে জড়ের খেলাই বল, বা চিন্ময় আত্মার বিলাসই বল, অথবা যাহা ইচ্ছা বল, ব্যাপার সেই একই। এই আলো-আন্ধারে, সত্য-মিথ্যায় খেলা, এই অবোধ্য প্রহেলিকা, সর্ব্বত্র। কিন্তু ইহাই প্রকৃত ঘটনা। ইহার কিছুই আমরা জানিতে পারি না। আবার কিছুই জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থান, স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ, সারা জীবনে এক কুহেলিকার আবরণ—ইহাই আমাদের প্রত্যেকেরই দশা। সব ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ঐ দশা। সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের ঐ দশা। ইহাই সংসার, ইহাই ব্রহ্মাণ্ড, ইহাই এই সংসারের স্বরূপ। ইহাই মায়া।

আবার মায়াতেই যেমন সংসারের সৃষ্টি; তেমনি মায়াতেই ইহার স্থিতি। গুণময়ী মায়ার গুণময় ভাব অসংখ্য। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার বা সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, অথবা বৈচিত্র্যময় এই বিশাল জগৎ ও জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—সবই সেই মায়ার খেলা। আমরা এই ভাব সকলের খরস্রোতে, তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিতেছি। আমরা কখন ভাসি, কখন ডুবি, কখন হাসি, কখন কাঁদি, তাহার হিসাব কিছু নাই। ভবিষ্যতের আশা, মরীচিকার মত আগে আগে ছুটিতেছে, আর আমরা তাহারই পাছে পাছে ছুটিতেছি। কিন্তু কখন তাহাকে ধরিতে পারি না—আমরা যত যাই, সেও তত আগাইয়া যায়। এই ভাবেই দিন যায়; শেষে কাল আসিয়া সব শেষ করে। ইহাই সংসার-গতি। ইহাই মায়া। অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের ন্যায়, আমরা রূপ, রসাদি বিষয়ের অভিমুখে অবিরত ছুটিতেছি,—যদি সুখ পাই। কিন্তু সুখ কোথায়? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—সবই অনলরাশি, দেহ, মন দগ্ধ করিতেছে; কিন্তু তথাপি নিবৃত্তি নাই। আবার আশার কুহকে, নবীন উদ্যমে, সেই অনলে পুড়িতে যাই। ইহাই মায়া। সংসারে আমরা সর্ব্বদাই অন্ধ বশবর্ত্তী পরিচালিত। স্বার্থে বা নিঃস্বার্থে সৎ বা

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ ॥১৫॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসু রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

অসৎ যাহা কিছু করিয়াছি বা করিতেছি, সেইগুলির বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, আমরা উহা না করিয়া থাকিতেই পারি নাই ও পারি না বলিয়াই ঐ সকল করিয়াছি ও করিতেছি। ইহাই মায়া। আর মাদৃশ পাপজীবন নরাধম যে কামকলুষিত স্বার্থপর হৃদয় লইয়া পবিত্রতাময়ী শ্রীগীতার প্রেমরসাস্বাদনের লুব্ধ চিন্তায় দিন-যামিনী যাপন করে, ইহাও সেই মায়া। ১৪।

দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ—দুষ্কর্ম্মকারী মূর্খ নরাধমগণ। মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ—পূর্ব্বোক্ত মায়ায় যাহাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ—দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি অসুরের ভাব (১৬।৪) আশ্রয় করে। তাহারা মাং ন প্রপদ্যন্তে—আমাতে প্রপন্ন হয় না, আমার শরণাগত হয় না। ১৫।

চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ—পুণ্যকর্ম্মা। জনাঃ মাং ভজন্তে। আর্ত্ত—

কিন্তু নরাধম মূর্খ সংসারে যাহারা,
দুষ্কর্ম্ম-সাধনে রত নিরন্তর যারা,
ভগবানের — এই মায়াবশে যা'রা হতবুদ্ধি হয়,
অভক্ত — অসুরের ভাব করে যাহারা আশ্রয়,
অর্জ্জুন! আমার সেবা তাহারা করে না,
আমার স্বরূপ তা'রা কখন বুঝে না। ১৫।
চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান্ করে মম সেবা ;—
জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, আর্ত্ত আর জ্ঞানী যে বা।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

বিপন্ন। যে কষ্টে পড়িয়াছে সে সহস্র অবিশ্বাস সত্ত্বেও, সে সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে। জিজ্ঞাসুঃ—জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা। ঈশ্বর কি? আমি কে? জগৎ কি? ইত্যাদি বিষয় জানিতে যাহার প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে, সে জিজ্ঞাসু। অর্থার্থী—যে ঐহিক বা পারত্রিক অর্থের অভিলাষী অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যকামী অথবা সংসার-আর্ত্তি হইতে মুমুক্ষু। এবং জ্ঞানী—ঈশ্বরতত্ত্ব যে জানিয়াছে। এই চারি জনা আমার ভজনা করে। ইহারা সুকৃতিমান্। পূর্ব্ব সুকৃতি না থাকিলে ঈশ্বরে মতি থাকে না। পাপাত্মগণ ঈশ্বরে নির্ভর না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে। ১৬।

তেষাং—সেই চতুর্ব্বিধের মধ্যে। যে জ্ঞানী নিত্য-যুক্তঃ—সতত আমাতে অর্পিতচিত্ত। এবং একভক্তিঃ—একমাত্র আমাতেই ভক্তিযুক্ত। তিনি বিশিষ্যতে—বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ। অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্—অতিশয়। প্রিয়ঃ। স চ মম প্রিয়ঃ—এবং সেও আমার প্রিয়। ১৭।

বিপদে পড়িয়া স্মরে কেহ বা আমারে।
চতুর্ব্বিধ ভক্ত　আর্ত্ত ভক্ত বলি পার্থ, জানিবে তাহারে।
ইহ পরকালে অর্থ করিয়া কামনা,
অর্থার্থী করে হে, মম সকাম ভজনা।
জিজ্ঞাসু ভজনা করে জ্ঞানের আশায়,
কিন্তু হে, জ্ঞানীর চিত্ত সতত আমায়। ১৬।
ইহাদের মাঝে সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠতর,
জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বোত্তম　আমাতে অচল যার চিত্ত নিরন্তর,
একমাত্র আমাতেই ভক্তি রহে যার;
আমি তা'র অতি প্রিয়, প্রিয় সে আমার। ১৭।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মাম্ এবানুত্তমাং গতিম্॥১৮॥
বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ ইতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥১৯॥

তবে কি জ্ঞানী ভক্ত ভিন্ন অন্য ভক্তেরা তাঁহার প্রিয় নহেন? তাহা নহে। সর্ব্বে এব তে উদারাঃ—তাহারা সকলেই মহৎ, উৎকৃষ্ট। কিন্তু জ্ঞানী আত্মা এব—আত্মার স্বরূপই। ইতি মে মতং—ইহা আমার নিশ্চিত মত (শ্রী)। যুক্তাত্মা হি সঃ—আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই জ্ঞানী। অনুত্তমাং গতিং—সর্ব্বোত্তম গতিস্বরূপ। মাম্ এব আস্থিতঃ—আমাকেই আশ্রয় করে।

জ্ঞানী আত্মার স্বরূপই—ভগবানের যাহা অধ্যাত্ম-স্বরূপ (৮।৩), বিভূতির ভাব (১০।২০), সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজিত "আত্মা" রূপ তাঁহার সেই আত্মভাব সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতিবদ্ধ রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত অজ্ঞানী জীবে আত্মার সেই স্বরূপ অজ্ঞানাবৃত থাকে। জীব যখন আত্মবিৎ জ্ঞানী হয়, তখন সে সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় আত্মস্বরূপেই অবস্থান করে। তজ্জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানী আমার আত্মাই। আমার যে অধ্যাত্ম-স্বরূপ, জ্ঞানী তাহাতেই অবস্থিত। ১৮।

কিন্তু এবম্ভূত জ্ঞানভক্তিলাভ সহজে হয় না। বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে—

মহান্ সবাই এ'রা কৌরব-কেশরি!
আমার আত্মাই কিন্তু জ্ঞানী মনে করি।
একান্ত আমাতে চিত্ত করি সে অর্পণ
লয় অনুত্তমা গতি আমাতে শরণ। ১৮।

বহুজন্মে জ্ঞানলাভ হয়

সহসা অর্জ্জুন! কিন্তু সংসার-মাঝারে
কেহ সে পরম জ্ঞান লভিতে না পারে।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মম্ আস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

ক্রমশঃ জ্ঞানবান্ হইয়া। সর্ব্বং বাসুদেব ইতি মাং প্রপদ্যতে—জীব ও জগৎ, অহম্ ইদং, সমস্তই বাসুদেব, এইরূপ সর্ব্বাত্মদৃষ্টিদ্বারা আমাকে ভজনা করে (শ্রী)। সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ; ৭।৩ দেখ। বাসুদেব—বস্, বাস করা+উণ, বাসু (সর্ব্বনিবাস)+দেব; সর্ব্বভূত যাঁহাতে বাস করে।

প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ এখানে কহিলেন। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই বাসুদেব, এই জ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানী।

আমরা মুখে বলিতে পারি "একমেবাদ্বিতীয়ম্," কিন্তু কার্য্যকালে সে ধারণা অনুসারে চলিতে পারি না। যতক্ষণ বহুত্বময় জগতে একত্ব দর্শন না হয়, ততক্ষণ সে জ্ঞান হয় না। যদি জীবনের কোন শুভ মুহূর্ত্তে সেই জ্ঞানের আলোক একবার ফুটিয়া উঠে, এই দৃষ্ট জগৎ, এই আমি, এই সব জীবই, ব্রহ্ম বলিয়া দৃষ্টি করা যায়, তখন ঐ এক মুহূর্ত্তে বুঝা যায়, জ্ঞান লাভে মানুষ কি হইয়া যায়; কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যায়। তখন সর্ব্ব পরিচ্ছেদ দূর হয়। আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া, মহান্ হইয়া, সর্ব্বাত্মা হয়। তখন সাধক মহাত্মা হয়েন। ১৯।

কিন্তু অন্যে, যাহারা স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ—আপন আপন প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাহারা তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ—

কামাত্মার ভজনা

বহু বহু জন্মে জ্ঞান করিয়া সঞ্চয়,
জ্ঞানী দেখে এই সব বাসুদেবময়,
দেখিয়া একান্তে লয় আমার শরণ।
ঈদৃশ মহাত্মা যিনি দুর্লভ সে জন। ১৯।
এ সংসার মাঝে কিন্তু যারা, ধনঞ্জয়!
নিজ নিজ প্রকৃতির বশীভূত রয়,

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তাম্ এব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধনম্ ঈহতে ॥
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

সেই প্রকৃতির অনুরূপ অর্থাদি কামভোগে হৃতজ্ঞান হইয়া। অন্যদেবতাঃ—অন্য দেবতাকে (আমাকে নহে)। প্রপদ্যন্তে—ভজনা করে। তং তং নিয়মম্ আস্থায়—সেই সেই দেবার্চ্চনার প্রসিদ্ধ নিয়ম পালন করিয়া।২০।

তাহাদের মধ্যে যঃ যঃ ভক্তঃ। যাং যাং তনুং—দেবতারূপিণী আমারই যে যে মূর্ত্তি (শ্রী)। শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি। তস্য তস্য (ভক্তস্য) তাম্ এব শ্রদ্ধাম্—সেই শ্রদ্ধাকেই। সেই সেই মূর্ত্তিতে অহম্ অচলাং বিদধামি—দৃঢ় করিয়া দিয়া থাকি (শং)।২১।

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ, তস্য আরাধনম্ ঈহতে—সেই ভক্ত মৎপ্রদত্ত সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনা করে। এবং ততঃ—সেই দেবতার নিকট হইতে। তান্ কামান্—সেই সেই অভীপ্সিত বস্তু সকল। লভতে—

প্রকৃতির অনুরূপ ভোগ তা'রা চায়,
সেই সেই কাম ভোগে জ্ঞেয়ান হারায়।
অন্য দেবে ভজে তা'রা আমায় ত্যজিয়া
বিবিধ নিয়ম তা'র আশ্রয় করিয়া।২০।
সেই যে দেবতা, তাহা মূর্ত্তি হে, আমার।
শ্রদ্ধায় যে ভক্ত পূজা ইচ্ছা করে যার,
তা'র সেই শ্রদ্ধা সেই মূর্ত্তির উপর
অন্তর্যামী আমিই, হে করি দৃঢ়তর।২১।
সে অচলা শ্রদ্ধাবশে তা'রা ভক্তিভরে
নিজ মনোমত দেবে আরাধনা করে।

ঈশ্বরই সর্ব্বফল-দাতা

অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মাম্ অপি ॥২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবম্ অজানন্তো মমাব্যয়ম্ অনুত্তমম্ ॥২৪॥

লাভ করে। কিন্তু তাহাও, ময়া এব বিহিতান্—তত্তৎ দেবতাতে অন্তর্যামি-রূপে স্থিত মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত। ২২।

তাহাদের বুদ্ধি অল্প; সমস্ত দেবতাই যে আমার বিভূতি, তাহা না জানিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভাবিয়া পূজা করে; এবং সেই নিকৃষ্ট আরাধনার অনুরূপ নিকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। অল্পমেধসাং তেষাং। তৎ ফলং তু অন্তবৎ ভবতি—অচিরস্থায়ী হয়। সেই সেই কর্ম্মফল কিরূপ? দেবযজঃ—দেবতার উপাসকগণ। নশ্বর দেবান্ যান্তি। কিন্তু মদ্ভক্তাঃ। অনাদি অনন্ত স্বরূপ মাম্ অপি যান্তি—প্রাপ্ত হয়। ২৩।

সেই অবুদ্ধয়ঃ—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ। মম অব্যয়ং—নিত্য। অনুত্তমম্—সর্ব্বোত্তম। পরম ভাবম্—পরম স্বরূপ। Supreme nature. অজানন্তঃ—

মম তনুভূত সেই দেবতাপূজায়
আমারি বিহিত লভে কাম সমুদায়।
সমস্ত মূর্ত্তিতে আমি আছি অন্তর্যামী,
সকলেরই কর্ম্মফল দিয়া থাকি আমি। ২২।
আমার এ ভাব তা'রা না জানিয়া মনে
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজে দেবগণে।
অল্পবুদ্ধি তা'রা, তাহে লভে ক্ষুদ্র ফল;
অর্জ্জুন! অচিরস্থায়ী হয় সে সকল।
দেবে পূজি দেবলোক পায়,—যা' নশ্বর;
মদ্ভক্ত আমার পদ পায় অনশ্বর। ২৩।

দেবপূজায় এবং ঈশ্বর-পূজায় প্রভেদ

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মাম্ অজম্ অব্যয়ম্ ॥২৫॥

না জানিয়া। অব্যক্তং মাং—অব্যক্তরূপী আমাকে। ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে—ব্যক্তরূপী ইন্দ্রিয়জ্ঞানগোচর মনে করে।

জগতের এই সমস্ত পদার্থকে আমরা যে ভাবে দেখিতে জানিতে বুঝিতে পারি, যদি ঈশ্বরকেও সেই ভাবে দেখিতে জানিতে বুঝিতে পারা যায় বলিয়া মনে করা যায় এবং সত্য সত্যই ভগবান্ যদি তাহাই হয়েন, তবে তিনি জগতের সামিল হইয়া গেলেন; তিনি আর জগদতীত পরম তত্ত্ব রহিলেন না। তাঁহার ঈশ্বরত্বও রহিল না। ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ অব্যক্ত; তাঁহার রাম কৃষ্ণাদি ব্যক্ত ভাব মায়িক। ভাব—সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মা, জন্ম, ক্রিয়া, লীলা, পদার্থ, বিভূতি—এই সকল অর্থ ভাব শব্দের হয়। এখানে এই সমস্ত অর্থই আছে। ২৪।

অয়ং লোকঃ—এই সমস্ত লোক। আমার যোগমায়া-সমাবৃতঃ (৭।১৩—১৪)। অতএব আমার স্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ—ভ্রান্ত হইয়া। অজং অব্যয়ং চ মাং—অজ এবং অব্যয় স্বরূপ আমাকে। ন অভিজানাতি—জানে না। তজ্জন্যই অহং সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন—আমি সকলের নিকট প্রকাশ নহি (শং, শ্রী)।

ঈশ্বর	আমার স্বরূপ নহে ইন্দ্রিয় গোচর,—
সম্বন্ধে	যাহা নিত্য, যাহা হ'তে নাই শ্রেষ্ঠতর।
মূর্খের	স্বল্পবুদ্ধি তারা তাহা না জানি অন্তরে
ধারণা	ইন্দ্রিয় গোচর আমি বিবেচনা করে। ২৪।
	জানে না যে তা'রা পার্থ! তাহার কারণ,
	মায়াসমাবৃত নিত্য এই জীবগণ।
	গুণত্রয় ভাবচয় একত্র মিলিত,
	যা' হ'তে জীবের কাছে জগৎ স্ফুরিত।

যোগমায়া—যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনম্। সৈব মায়া যোগমায়া, (শং)। গুণসমূহের একত্র যে যোগ (সম্মিলন), সেই গুণসংযোগস্বরূপ মায়া, যোগমায়া। মায়া পরম ব্রহ্মের পরা শক্তি, ব্রহ্মে নিত্যযুক্ত; তজ্জন্যও ইহার নাম যোগমায়া।

এ জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সংযোগ ও পরিণামে উৎপন্ন (৯।১০)। আবার সংসারে আমাদের জ্ঞানে,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটীর সংযোগ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধ হয় না। কোন বস্তুসম্বন্ধেই আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান নাই। আমরা যে কোন বস্তুসম্বন্ধে যাহা কিছু জানি, তাহাতে এই মাত্র জানি যে, তাহার রূপ বা আকৃতি কেমন, রস (আস্বাদন) কেমন, তাহার গন্ধ কেমন, স্পর্শ (শীতোষ্ণতাদি) কেমন বা শব্দ কেমন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এই জ্ঞান লাভ করি; এবং এই সমস্ত গুণবিষয়ক জ্ঞানের যোগ বা সমষ্টি হইতে একটা কিছু উপলব্ধিপূর্ব্বক, তাহাকে একটা বিশেষ নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং তাহা প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর বোধ হইলে অনুরূপ সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, কাম ক্রোধাদিতে মুগ্ধ হই। এই রূপে মুগ্ধ হইয়াই আজীবন সংসারে থাকি। প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই জানি না। বাহ্য জগৎ হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বাদ দিলে যে কি থাকে,

অবিচিন্ত্য যোগশক্তি সেই যে আমার।
যোগমায়া　যোগমায়া নাম,—তাহে আবৃত সংসার।
সেই যোগমায়াচ্ছন্ন, অতএব ভ্রান্ত,
জানে না তাহারা মম স্বরূপ একান্ত।
অনাদি অব্যয় আমি জানে না অন্তরে,
ভাবে আমি বিরাজিত স্থূল কলেবরে।
প্রকাশ না হই আমি হৃদয়ে সবার,
ভক্ত মাত্র জানে পার্থ, স্বরূপ আমার। ২৫।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাহা বুঝিতে পারিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান হয়। যে তাঁহার একান্ত ভক্ত, সেই কেবল এই মায়ার প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারে (৭।১৪)।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি,—"ঈশ্বর কেমন ধারা জান? যেমন চিকের ভিতর বড় মানুষের মেয়েরা। তাহারা সকলকে দেখ্‌তে পায়, কিন্তু তা'দের কেউ দেখ্‌তে পায় না। যোগমায়া সেই চিক্।" যবনিকা মায়া জগন্মোহিনী ভগবৎ-স্বরূপ-তিরোধানকরী (রামা)। ২৫।

সেই যোগমায়া শক্তি আমারই। সুতরাং তাহা অন্যকে মুগ্ধ করিলেও, আমি তাহাতে মুগ্ধ হই না। তজ্জন্য, অহং সমতীতানি ভূতানি—অতীত কালের সর্ব্ব বস্তু। বেদ—জানি। বর্ত্তমানানি চ বেদ ইত্যাদি স্পষ্ট।২৬।

কেন তাহারা আমায় জানিতে পারে না? সর্ব্বভূতানি, সর্গে—জন্ম-কালেই (শং)। পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কারের অনুরূপ ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন

বিমোহিত যে মায়ায় জীব সমুদায়,
মায়াবৃত আমারি সে মায়া; আমি মুগ্ধ নহি তায়।
জীবগণ স্থাবর জঙ্গম যত আছিল অতীতে,
ঈশ্বরকে বর্ত্তমানে আছে, কিম্বা হবে ভবিষ্যতে,
জানে না ত্রিকালের যত কিছু জানি সমুদায়,
মায়া-মুগ্ধ তা'রা, কেহ জানে না আমায়। ২৬।
সংসারে যখনই জন্ম লভে জীবগণ
পূর্ব্ব জন্মে থাকে কর্ম্ম যাহার যেমন,

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দ্বন্দ্বমোহেন—অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা অর্থাৎ অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ—তৎ-সমুত্থ, তদুৎপন্ন সুখ-দুঃখাদিরূপ যে দ্বন্দ্বভাব, তজ্জনিত মোহে, সংমোহং যান্তি—আমি "সুখী দুঃখী" ভাবিয়া মুগ্ধ হয়। তজ্জন্য আমায় জানিতে পারে না। ২৭।

যেষাং তু পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং—কিন্তু যে সকল পুণ্যাত্মাগণের। পাপম্ অন্তগতং—পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। তে দ্বন্দ্বমোহ-নির্ম্মুক্তাঃ (হইয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ মাং ভজন্তে—দৃঢ় যত্নে আমার ভজনা করে।

দ্বন্দ্বমোহ—পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দুইটী পদার্থের নাম দ্বন্দ্ব। আলোক

সঙ্গে লয়ে ইচ্ছা দ্বেষ সেই কর্ম্ম মত
জন্ম লাভ করে সবে জানিও, ভারত!
ইচ্ছাদ্বেষ হ'তে সুখদুঃখের উদ্ভব,
জীবগণ — সুখ দুঃখ-দ্বন্দ্বভাবে মুগ্ধ হয় সব।
জন্মকালেই — এ সকল দ্বন্দ্বভাবে মোহিত-হৃদয়
মোহাচ্ছন্ন — জানে না আমারে তা'রা তাই ধনঞ্জয়!
হয় — পরন্তপ তুমি, হে ভরত-বংশধর!
সে সকল দ্বন্দ্ব ভাবে না হও কাতর। ২৭।
জীবমাত্রে এ সংসারে বিমুগ্ধ সকলে,
কাহারা — কিন্তু সেই পুণ্যকর্ম্মা, যার পুণ্যফলে
ঈশ্বরকে — বিনষ্ট কলুষরাশি; নাহি চিত্তে যার
জানিতে — রাগ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-হেতু মোহের বিকার,
পারে — দৃঢ় যত্নে সেই করে আমার ভজনা;
(২৮-৩০) — আমাকে জানিতে পার্থ, পারে সেই জনা। ২৮।

অন্ধকার, শীত উষ্ণ, ইচ্ছা দ্বেষ, ভালবাসা ঘৃণা, সুখ অসুখ—ইহাদের নাম দ্বন্দ্ব। আমাদের চতুর্দ্দিকের প্রত্যেক ঘটনায় এই দ্বন্দ্ব ভাব বিদ্যমান। সংসার কেবল সুখময় বা কেবল অসুখময় নহে। কখন তাহা হইবে না; তাহা হইতেই পারে না। আলোক-অন্ধকার, সুখ-অসুখ ঠিক সমপরিমাণে পাশাপাশি রহিয়াছে ও থাকিবে। সেই সকল দ্বন্দ্বভাবে আমরা আজন্ম-মৃত্যু মুগ্ধ। এই মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তবে তাহাদের পশ্চাতে ভগবানের যে পরম ভাব রহিয়াছে, তাহার উপলব্ধি হয়, এবং তখনই তাঁহাকে ঠিক ভজনা করা যায়।

সংসারে আমরা অসুখ চাই না। অসুখে সদাই দ্বেষ এবং সুখে সদাই ইচ্ছা। অসুখ নিবারণপূর্ব্বক সুখলাভের জন্য মানুষ যুগযুগান্তর খাটিয়াছে। কিন্তু অসুখরাশি কি চলিয়া গিয়াছে? না, তাহা যায় নাই। আমরা যদি কোন উপায়ে সুখের উপকরণ কিছু বর্দ্ধিত করি, অসুখের উপকরণও ততই বাড়িয়া যায়। সাঁওতাল প্রভৃতি এক জন অশিক্ষিত অসভ্যের সুখদুঃখের ধারণা অতি অল্প। ক্ষুধাতৃষ্ণাদি নিবারণের উপযুক্ত দ্রব্যের অভাব না হইলেই সে সুখী। তাহাকে উদর পূরিয়া যাহা হউক খাইতে দাও, সে অনায়াসে তোমার দশটা তিরস্কার হজম করিবে। কিন্তু এক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক অশন-বসনের সামান্য ইতর বিশেষেই অত্যন্ত অসুখী। একটী ছোট কথাও তাহার অসহ্য। সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সঙ্গে, তাহার দুঃখানুভবের শক্তিও অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র, কঠিন পরিশ্রমের পর শাকান্ন ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া যে সুখানুভব করে, প্রাসাদবাসী ধনবানের পলান্ন-ভোজন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যা, তাহাকে তদপেক্ষা অধিক সুখ দেয় না। কেবল তাহাই নহে। আমরা অপদার্থ তথাকথিত বৈষয়িক সুখ—ধন-জন-সম্পদ্-গৌরব-জনিত সুখের জন্য জগতে কত দুঃখরাশির সৃষ্টি করিতেছি। ছলে বলে কৌশলে কত শত দুর্ব্বলকে নিষ্পেষিত

করিয়া, দরিদ্রকে অধিক দরিদ্র করিয়া, অসুখী হইতে অধিক অসুখী করিয়া, অর্থসঞ্চয়পূর্ব্বক বিলাসের মাত্রা বাড়াইতেছি—দিন দিন নূতন নূতন ভোগের সামগ্রীর যাচক হইয়া, কাম্য-সুখের প্রত্যাশানলে দিনযামিনী দগ্ধ হইতেছি।

এইরূপে—যখনই এক দিকে একবিন্দু সুখ পাই, তখনই অন্য দিকে দুঃখের রাশি আমাদিগকে চাপিয়া ধরে। আর আমরা সেই সুখদুঃখে মোহিত থাকিয়া, অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের ন্যায়, অনবরত একটার পর আর একটার পশ্চাতে ছুটিতেছি।

অহোরাত্র ইহা ঘটিতেছে। সংসারের ঘটনাপরম্পরা এই ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; না—এই উভয়ে মিলিয়াই সংসার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা অনন্ত কাল ইহার মধ্য দিয়া ছুটিতে পারি, কিন্তু কখনই ইহার অন্ত পাইব না। ইহা যে কি, তাহাও আমরা বুঝি না; তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না। ইহাকে যদি কিছু বলিতে হয়, তবে ইহা তাঁহার "মায়া"—ভগবানের "যোগমায়া"—এই কথা বলাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন।

ভগবান্ বলিতেছেন, এই দ্বন্দ্বমোহের অতীত হইতে হইবে। অর্থাৎ কেবল অসুখ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলে হইবে না। তাহা হইতেই পারে না; ইহারা উভয়ে এক সূত্রে গাঁথা। একটি থাকিলেই আর একটি থাকে; সুখের স্থান থাকিলেই দুঃখের স্থান থাকিবে। অতএব অসুখ ত্যাগ করিতে হইলে সুখও ত্যাগ করিতে হইবে। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান্ (২।৭৫) হইয়া, যাহা হইতে সেই দ্বন্দ্ব, যাঁহার সেই মায়া, তাঁহাতে প্রপন্ন হইতে হইবে। ২৮।

জরামরণমোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদু র্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥
ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঈদৃশ পুণ্যাত্মাগণ, যে—যাহারা। জরা ও মরণ হইতে মোক্ষায়—মুক্তি লাভের জন্য। মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি—আমাকে, পরমেশ্বরকে (শং) আশ্রয় করিয়া যত্ন করে। আমার প্রসাদে (১০।১০ দেখ) তে তৎ ব্রহ্ম বিদুঃ—তাহারা সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে জানে; কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মং চ বিদুঃ—সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব জানে। অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ—এবং সমগ্র কর্ম্মতত্ত্ব জানে। ঈশ্বরে ভক্তি জন্মিলেই সব তত্ত্ব জানা যায়। ২৯।

যে চ—এবং উক্ত সাধনায় যাহারা। সাধিভূতং সাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং মাং বিদুঃ। যুক্তচেতসঃ—একাগ্র স্থির নির্ম্মলচিত্ত। তে। প্রয়াণকালে অপি চ—মরণ কালেও। মাং বিদুঃ—আমাকে জানে।

এইরূপে যে সকল পুণ্যকর্ম্মাগণ
জরা ও মরণ হ'তে মুক্তির কারণ
আমাকে আশ্রয় করি নিত্য যত্ন করে
জানে পার্থ, তা'রা সেই ব্রহ্ম পরাৎপরে;
পুনরায় তা'রা জানে, সমস্ত অধ্যাত্ম,
জানে আর সমুদায় মম কর্ম্মতত্ত্ব। ২৯।
যুক্ত—অবিচল চিত্ত থাকি অহরহ,
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ সহ
মম তত্ত্ব জানে যাঁরা, সেই সাধুগণ
মরণকালেও মোরে বিস্মৃত না হ'ন। ৩০।

ঈশ্বরভক্তির মধ্য দিয়া সর্ব্বজ্ঞান লাভ হয়

২৯—৩০ শ্লোকের মর্ম্ম এই,—যাঁহারা মোক্ষ লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হইয়া যুক্তচিত্তে ভগবানের উপদেশমত কর্ম্ম করিতে থাকেন, (৩৷৩০-৩১,৪৷১৯-২৩,৬৷৩২,১৮৷৬,১৮৷৪৬ ইত্যাদি) তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের যাহা আদি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব, স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূতের প্রত্যেকের অন্তরে যে অধ্যাত্মা (জীবাত্মা) তাহার তত্ত্ব; আর যে কর্ম্ম-চক্র হইতে ভূলোক দ্যুলোকাদি সর্ব্বলোক-সমন্বিত জগতের পালন সাধিত হয়, সমস্ত সেই কর্ম্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়। পুনশ্চ, যে অধিদৈবত পুরুষভাবে ভগবান্ জগতের সৃজন পালন লয় কর্ত্তা তাঁহার যে অধিভূত ভাবের উপর স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতভাবময় ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত, আর যে অধিযজ্ঞভাবে তিনি চরাচর সর্ব্ব ভূতের কর্ম্মাত্মক জীবন-যজ্ঞের নিয়ন্তা,—সেই অধিদৈব অধিভূত ও অধিযজ্ঞ—এই তিন ভাবই যে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা জ্ঞাত হয়। ৭৷১ শ্লোকে যে "সমগ্র" ঈশ্বর জ্ঞানের উল্লেখ আছে, উপরোক্ত সমুদায় তত্ত্ব সেই "সমগ্র" ঈশ্বর জ্ঞানের অন্তর্গত। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সকল তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে। ৩০।

সপ্তম অধ্যায় শেষ হইল। ভগবান্ অর্জ্জুনকে সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা বলিতে লাগিলেন। প্রথমে যেরূপে তাঁহার অপরা ও পরা দুই প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি, জগতের যাহা প্রকৃতস্বরূপ ও সেই জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা বুঝাইলেন (১-১২)। অবুদ্ধিমান্ লোকে তাঁহার সেই পরম ভাব বুঝিতে পারে না। তাহারা জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় তাঁহাকেও আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মনে করে (২৪)। ফলকথা, সকলে তাহাকে বুঝিতে বা জানিতে পারে না, কারণ, তাঁহারই যোগমায়াতে তাঁহার স্বরূপ আবৃত (২৫)। বহু জন্ম সাধনা করিলে তবে জ্ঞানলাভ হয়, তিনিই যে জগৎময় বিরাজিত—স্থাবর জঙ্গম সমুদায় যে তাঁহার ভাবান্তর, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার শরণাগত হয়। যে

একান্ত ভক্তিতে তাঁহার শরণাগত হইতে পারে, সেই তাঁহার কৃপায়, সেই মায়ার কুহেলিকা ভেদ করিয়া, তাঁহাকে জানিতে পারে। ঈশ্বরভক্তির মধ্য দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান আদি সর্ব্ব জ্ঞান লাভ হয়।

বুঝালে আপন-তত্ত্ব পার্থে কৃপা করি,
"আশুতোষ" পাবে না কি কৃপাকণা হরি!

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

তারকব্রহ্ম-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিম্ অধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ অধিদৈবং কিম্ উচ্যতে ॥১॥

কৃষ্ণে যার মতি রয়, সেই জন জ্ঞাত হয়,
ব্রহ্মের যা' স্বরূপ বিশেষ,
কিবা ব্রহ্ম, কিবা কর্ম্ম, ইত্যাদির গূঢ় মর্ম্ম,
অষ্টমে কহিলা হৃষীকেশ।—শ্রীধর।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ সাধারণ ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশপূর্ব্বক ২৯—৩০ শ্লোকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক যত্ন করে, সে ব্রহ্মতত্ত্ব ও সমুদায় কর্ম্মতত্ত্ব এবং অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ ভাবসমন্বিত

অর্জ্জুন কহিলেন।

কিবা ব্রহ্ম, কিবা তাঁর লক্ষণ বিশেষ?
বল, হে পুরুষোত্তম! বল, সবিশেষ।
কিবা সে অধ্যাত্ম, আর কর্ম্ম বলে কারে
অধিভূত অধিদেব বলে বা কাহারে? ১।

অধিযজ্ঞঃ কথং কো ঽত্র দেহে ঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ো ঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারে। এক্ষণে অর্জ্জুন সেই ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ত্ব এবং মৃত্যুকালে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি ভাবের স্বরূপ বুঝাইয়া যে উপায়ে, যাদৃশী সাধনায়, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই অষ্টম অধ্যায়ে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তজ্জন্ত এই অধ্যায়ের নাম তারকব্রহ্মযোগ।

হে পুরুষোত্তম! তৎ ব্রহ্ম কিম্—তৎ-শব্দবাচ্য সে ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্মম্ কিম্—যাহা আত্মভাবে, আত্মারূপে অধিষ্ঠিত তাহা কি? কিং চ অধিভূতং প্রোক্তম্—অধিভূত কাহাকে বলে? যাহা ভূতভাবে, জীবভাবে অধিষ্ঠিত, জীবরূপে বর্ত্তমান, তাহা কি? কিম্ অধিদৈবম্ উচ্যতে—কাহাকে অধিদৈব বলে? যাহা দেবতাতে অধিষ্ঠিত, দেবতারূপে বর্ত্তমান, তাহা কি? ১।

অত্র অধিযজ্ঞঃ কঃ—এই দেহে যে যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়, তাহাতে অধিযজ্ঞ, তাহার অধিষ্ঠাতা কে? (শ্রী)। তিনি কথং—কি ভাবে। অস্মিন্ দেহে (অবস্থিত)। প্রয়াণকালে চ—এবং মৃত্যুসময়ে। নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি—সংযতচিত্ত পুরুষেরা কি ভাবে আপনাকে জানে?

এই দুই শ্লোকে যে সাতটি প্রশ্ন আছে, সেই সাতটি প্রধানতঃ জানিবার বিষয়। ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ এবং ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত। তিনি নির্গুণ ভাবে "তৎ" ব্রহ্ম। সগুণ ভাবে,—অধিদৈব

কিরূপ সে অধিযজ্ঞ, হে মধুসূদন!
কি ভাবে এ দেহমাঝে অধিষ্ঠিত হ'ন?
বিবশ হৃদয় যবে মরণমূর্চ্ছায়,
সংযমী কেমনে জানে তখনও তোমায়? ২।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবো ঽধ্যাত্মম্ উচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥

ও অধিযজ্ঞ ভাবে, তিনি অন্তর্যামী ঈশ্বর বা পরমাত্মা। স্ব-ভাবেই তিনি অধ্যাত্ম। আর অধিভূতভাবে পরিবর্ত্তনশীল চেতন-অচেতনময় জগৎ। এই সকল তত্ত্ব এবং মুমুক্ষ যে উপায়ে মুক্ত হইতে পারেন, ৩—৫ শ্লোকে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ২।

যিনি পরমম্ অক্ষরং—নিরতিশয় অক্ষর, ক্ষরণহীন, তিনি ব্রহ্ম। এই সংসার থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে, অন্য ভাব ধারণ করিতে

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

পরম অক্ষর—নিত্য নির্ব্বিকার যিনি,
ব্রহ্ম — সর্ব্ব কাল এক ভাব, ব্রহ্ম হ'ন তিনি।
আবার ব্রহ্মই সেই এ সংসার মাঝে
প্রতিদেহে জীব-আত্মা-স্বরূপে বিরাজে ;
সেই যে জীবাত্মাভাব তাঁর, ধনঞ্জয়!
অধ্যাত্ম — অধ্যাত্ম তাহার নাম জ্ঞানিগণে কয়।
অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম, ভরত-নন্দন!
"বহু হ'ব" অভিলাষ করিয়া যখন
কর্ম — আপনার নির্ব্বিশেষ অব্যক্ত স্বরূপ
বিসর্জ্জিয়া, হ'ন এই ব্যক্ত বিশ্বরূপ ;
যার ফলে, হে পাণ্ডব! এই সমুদয়,—
এই যে বিশেষ সৃষ্টি প্রকাশিত হয়,
যাহে যত জীব এই জনমে সংসারে,
সেই যে আদিম ক্রিয়া,—কর্ম্ম বলে তারে। ৩।

পারে; কিন্তু ব্রহ্ম পরম অক্ষর—একবারে অপরিবর্ত্তনশীল। তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই আছেন ও তাহাই থাকিবেন।

স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে—স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়। স্বস্য ভাবঃ স্বভাবঃ—এরূপ ষষ্ঠী সমাস নহে। স্বোভাবঃ স্ব-ভাবঃ (কর্ম্মধারয়), ব্রহ্মস্বরূপম্ (মধু)। পরম ব্রহ্মই অধ্যাত্ম।

"আমি আছি" এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হইতে আত্মপ্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সেই আত্মা কি? সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তজ্জন্য প্রশ্ন—কিম্ অধ্যাত্মম্? ভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মই স্ব-ভাবে অধ্যাত্ম; ব্রহ্মই প্রতি জীবের অন্তরে আত্মারূপে আছেন। অহম্ আত্মা গুড়াকেশ সর্ব্ব-ভূতাশয়স্থিতঃ (১০।২০)।

ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ—সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে ভূতভাব বা জীবভাবের উদ্ভবকারী যে বিসর্গ—বিশেষ সৃষ্টি বা ত্যাগাত্মক ব্যাপার, তাহার নাম কর্ম্ম। সংজ্ঞা—লক্ষণ Definition.

৪অঃ ১৬—২৩ শ্লোকে ভগবান্ যে কর্ম্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের কর্ম্মসম্বন্ধে; এখানে তাহা নহে। এই "কর্ম্মের" প্রসঙ্গ ৭।২৯ শ্লোকে হইয়াছে। ভগবান্‌কে আশ্রয়পূর্ব্বক যোগযুক্ত হইলে "সমগ্র" ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়; ৭.১ শ্লোকে ইহা বলিয়া, যে ঈশ্বরতত্ত্ব বলিতেছিলেন, ৭।২৯ শ্লোকের "অখিল কর্ম্মতত্ত্ব" সেই সমগ্র ঈশ্বর জ্ঞানের অন্তর্গত। এখানে সেই অখিল কর্ম্মতত্ত্বের কথা বলিতেছেন। এ জগতে মানুষের কর্ম্ম ছাড়া, অনন্ত প্রকার জীবের কর্ম্ম, অনন্ত প্রকার প্রাকৃতিক কর্ম্ম এবং সর্ব্বোপরি ভগবানের কর্ম্ম আছে। এখানে কর্ম্ম শব্দের সেই ব্যাপক অর্থ বলিতেছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে যখন ব্যক্ত জগতের বিকাশ হয়, তৎপূর্ব্বে কিছু না কিছু ব্যাপার না হইলে তাহা হয় না। সেই যে মূল

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষ শ্চাধিদৈবতম্।
অহম্ এবাধিযজ্ঞো হত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৪॥

ব্যাপার, যাহার পরিণামে এই ব্যক্ত জগতের বিকাশ হয়, অনন্ত জীবময় জগতের উদ্ভব হয়, তাহার নাম "কর্ম্ম" (তিলক)।

অব্যক্ত নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম, "বহু স্যাম্" কামনাপূর্ব্বক আপনার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বিসর্জ্জন করিয়া সবিশেষ জগদ্রূপী হয়েন। ব্রহ্মের ঐ যে স্বরূপ বিসর্জ্জন, যাহার ফলে বহু ভূতভাবময় জগতের "বিশেষ সৃষ্টি," তাহা তাঁহার কর্ম্মরূপ। বিসর্গের অর্থ বিশেষ সৃষ্টিও হয় এবং বিসর্জ্জন বা ত্যাগও হয়। প্রলয়ে যখন ব্যক্ত জগৎ ছিল না, তখন কিন্তু জাগতিক সর্ব্ব-ভূতের বীজ ঈশ্বরে লীন ছিল। সেই বীজ-সমূহকে তিনি ত্যাগ করিলেন। তখন অদৃশ্য দৃষ্ট হইল, বীজ বৃক্ষ হইল, জগৎ হইল।

মম যোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—প্রকৃতিরূপা যোনিতে আমি গর্ভস্থাপন করি (১৪.৩)। ভগবদুক্ত এই যে প্রকৃতিতে গর্ভস্থাপন বা কর্ম্মশক্তির সঞ্চার, সেই মূল কর্ম্ম হইতে, সূর্য্য চন্দ্রাদি ক্রমে নিখিল জগতের ও জগৎস্থিত স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূতের উদ্ভব ; তথা সেই কর্ম্ম হইতেই সেই সমস্ত ভূতের সমস্ত ব্যাপার পরম্পরাক্রমে উদ্ভূত। জগৎই সেই কর্ম্ম, অথবা সেই কর্ম্মই জগৎ—ব্রহ্মের কর্ম্মরূপ। ৩।

ক্ষরঃ ভাবঃ—নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল যে ভাব। তাহা অধিভূতম্—ভূত বা প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া আছে। ঈশ্বরের নিয়ত পরিণামশীল যে মূর্ত্তি ভূতভাব ধারণ করিয়া আছে, সমস্ত ভূতভাব তাঁহার

ক্ষণে ক্ষণে পরিণামী যে ভাব আমার
আছে এই সর্ব্ব ভূত করি অধিকার,—
<u>অধিভূত</u> জীবরূপী হ'য়ে যাহা রয়েছে সংসারে
অধিভূত বলি পার্থ, জানিবে তাহারে।

যে ক্ষর ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অধিভূত। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি (১৫।১৬)।

পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্। যাঁহার দ্বারা সমস্ত পূর্ণ বা যিনি দেহরূপ পুরে শয়ান, তিনি পুরুষ (শং); বিরাট্ জগৎ-রূপ দেহে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি পুরুষ। যাহা পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর্বর্ত্তী, রসে (জলে) থাকিয়া রসের অন্তর্বর্ত্তী, যাহা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা আকাশ ও তেজে থাকিয়া তাহাদের অন্তর্বর্ত্তী, তাহা অধিদৈবত। বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩—১৪। অর্থাৎ জগতে স্থূল সূক্ষ্ম যত কিছু পদার্থ আছে সমষ্টিভূত যে তেজ, অন্তর্যামিরূপে সেই সমস্তের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া

বিরাট্ জগৎদেহে, ভরত-নন্দন !
বিরাট পুরুষ যিনি করেন শয়ন
আদিত্যাদি দেব যত তেজাংশ যাঁহার,
অধিদৈব — সর্ব্বদেব-অধিপতি যিনি তেজঃসার ;
যে তেজ আমার করে জগৎ ধারণ,
সর্ব্ব যাহে পূর্ণ, তিনি অধিদেব হন।
আর এই দেহ মাঝে যে ভাব আমার
অন্তর্যামিরূপে থাকি, কৌরব-কুমার !
আজন্ম-মরণ দেহে যত কর্ম্ম হয়,
যা' হ'তে তাহার স্থিতি পুষ্টি ও বিলয়,
অধিযজ্ঞ — সে জীবন-যজ্ঞে যাহা হয় অধিষ্ঠাতা—
সর্ব্ব-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব ফলদাতা,
সেই ভাবে দেহে আমি অধিযজ্ঞ হই,
অন্তর্যামিভাবে এই দেহ মধ্যে রই।
ভাব রূপ নামভেদে আমিই কেবল,
হে দেহিসত্তম ! আছি ব্যাপিয়া সকল্। ৪।

অন্তকালে চ মাম্ এব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥

সেই সমস্ত ধারণ করিতেছে, তাহা পুরুষ; পৃথিবী আদিত্য প্রভৃতি দেবতার (৩।১২ দেখ) অধিষ্ঠাতা। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন তেজোঽংশের প্রতিরূপ মাত্র; কিন্তু পুরুষরূপে তিনি সমষ্টি তেজ, অধিদৈবত—সর্ব্ব দেবতার অধিপতি।

দেহভৃতাংবর—হে দেহধারি-শ্রেষ্ঠ! অত্র দেহে অহম্ এব—আমিই। অধিযজ্ঞ। যজ্ঞ শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে জৈব ক্রিয়া নিয়ত চলিতে থাকে, যদ্দ্বারা দেহের ধারণ, রক্ষণ পোষণ, পতন হয়, যজ্ঞ শব্দে সেই জীবনযজ্ঞ বা সমস্ত দৈহিক কর্ম্ম বুঝাইতেছে। সেই সকল কর্ম্মের অন্তরালে যিনি অধিষ্ঠাতা, অন্তর্যামিরূপে প্রবর্ত্তক ও ফলদাতা, তিনি অধিযজ্ঞ। জগতে যে কর্ম্মচক্র নিয়ত চলিতেছে, তাহার অন্তরালে ঐশী শক্তি নিরন্তর ভাবে থাকিয়া তাহাকে প্রবর্ত্তিত করে। আমরা কায়মনোবাক্যে যে সকল ক্রিয়া নিয়ত করিতেছি, আমাদের জীবাত্মা যে দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সে সকল দৈহিক কর্ম্ম করায়, তাহা নহে; জীব চৈতন্য সে সকলকে নিয়মিত করে না; পরন্তু অন্তর্যামী অধিযজ্ঞরূপী ঈশ্বরই সে সকলের নিয়ন্তা। সমষ্টিভাবে যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, তিনি অধিদৈবত পুরুষ; আর ব্যষ্টিভাবে যিনি ব্যষ্টি দেহের অন্তর্যামী, তিনি অধিযজ্ঞ। ৪।

দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, "প্রয়াণকালে চ কথং

ঈশ্বর　　এই অধ্যায়াদি ভাবে আমাকেই স্মরি
লাভের　　অন্ত কালে কলেবর বিসর্জ্জন করি
উপায়　　যে জন গমন করে, কৌরবকুমার!
(৫—৭)　　নিশ্চয় সে প্রাপ্ত হয় স্বরূপ আমার। ৫।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তম্ এবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ”—৫ম শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্ তাহার উত্তর দিতেছেন। অন্তকালে—মরণকালে (শং)। যিনি মাম্ এব চ স্মরন্—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ ভাবসমন্বিত আমাকেই স্মরণ করিয়া। এব অবধারণে; যঃ প্রয়াতি—অর্চ্চিরাদি মার্গে যে গমন করে; ৮।২৪ দেখ (শ্রী)। সঃ মদ্ভাবং যাতি—আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। অত্র সংশয়ঃ নাস্তি—ইহাতে সংশয় নাই। ৫।

কেবলই যে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। সাধারণ নিয়ম এই যে, জীব যং যং বা অপি ভাবং স্মরন্—যে যে ভাব স্মরণ করিয়া। অন্তে কলেবরং ত্যজতি—অন্তকালে দেহত্যাগ করে। সদা তদ্ভাবভাবিতঃ—সর্ব্বদা সেই ভাবনা বা চিন্তা দ্বারা বাসিতচিত্ত, সদা সেই ভাব স্মরণ হেতু সেই ভাবনাময় জ্ঞানে আক্রান্ত হইয়া। তং তং (ভাবম্) এব এতি—সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। ৬।

ভাবিও না কেবল যে স্মরিয়া আমায়
শরীর ত্যজিলে জীব মম ভাব পায়।
যেমন যেমন ভাব করিয়া স্মরণ
অন্তকালে তনুত্যাগ করে জীবগণ,
তন্ময় থাকিয়া সদা সেই ভাবনায়
সেই সেই ভাব তা'রা পায় পুনরায়।
অন্তিমে যেমন ভাব, অনুরূপ তা'র
দেহ মন ল'য়ে জীব জনমে আবার। ৬।

মৃত্যুকালে যে ভাব ভাবে পর জন্মে তাহাই লাভ

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মাম্ এবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥৭॥

যদি তাই হয়, তবে যাবজ্জীবন ঈশ্বরচিন্তা না করিলেও চলে। কারণ, মৃত্যুকালে একবার মাত্র ঈশ্বর স্মরণ করিলেই মুক্তি। তাহা নহে। মৃত্যুকালে যখন দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিবশ হয়, তখন স্মরণোদ্যম থাকে না। তখন পূর্ব্বাভ্যাসানুরূপ চিরাভ্যস্ত বিষয় সকলই আপনা আপনি স্মৃতিপথে উদিত হয় (শ্রী)। তজ্জন্য বলিতেছেন, তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর—সকল সময়েই আমাকে স্মরণ কর। যুধ্য চ—এবং যুদ্ধ কর।

এই বাক্যে "যুধ্য চ" এই কথার উপর মনোযোগ আবশ্যক। জীবনে যে যেরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত, মৃত্যুকালে যখন সেই বিষয়ই অবশভাবে তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখন "সর্ব্বকালেই আমাকে স্মরণ কর"—এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইত।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকে এই ভাবের কথারই বিশেষ পক্ষপাতী;—দিবারাত্রি কেবল হরিনাম বা কালীনাম বা রামনাম জপ কর; সংসারবার,

দৃঢ় যত্নে করে যে বা অভ্যাস যাহার
হৃদয়ে অঙ্কিত হয় সংস্কার তা'র।
মৃত্যুকালে — মুগ্ধ যবে বুদ্ধীন্দ্রিয় মরণমূর্চ্ছায়
ঈশ্বরচিন্তার — মানসে সে সংস্কার ভাসিয়া বেড়ায়।
উপায় সদা — অতএব অন্তকালে আমারে যে চায়,
তাঁহাকে — আজীবন করিবে সে স্মরণ আমায়।
চিন্তাপূর্ব্বক — সে হেতু সতত কর আমায় স্মরণ,
স্বধর্ম্মপালন — স্বধর্ম্মানুগত আর কর ধর্ম্ম রণ।
মন বুদ্ধি আমাতেই রাখ ধনঞ্জয়!
পরিণামে আমাকেই পাইবে নিশ্চয়। ৭

লক্ষবার, জপ কর। বাস্! তাহাতেই মনুষ্যজীবনের অন্তিম কর্ত্তব্য শেষ। বড় জোর দেবসেবার উপযোগী—পুষ্প চন্দন নৈবেদ্যাদি আয়োজনরূপ কর্ম্ম কর। আর সব বিকর্ম্ম। কিন্তু ভগবান্ সে কথা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন, সর্ব্ব কালে আমায় স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। অন্যত্র বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম চিত্তে আমায় সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক নিরাশী ও নির্ম্মম হইয়া যুদ্ধ কর (৩।৪০)। পুনশ্চ, মানুষ স্ব স্ব কর্ম্মে অভিরত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে (১৮।৪৫)। যে আমাকে আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম করে, সে আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে (১৮।৫৬)। এই সকল কথার মর্ম্ম এই যে, ভগবান্‌কে সদা হৃদয়ে রাখিয়া, ব্রাহ্মণ কায়স্থ, হাড়ি ডোম সর্ব্বজাতীয় লোক, স্ত্রীপুরুষ সকলেই, স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত আপন আপন কর্ম্ম নির্ম্মল বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে তদ্দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিবে। এখানেও ভগবান্ সেই কথাই বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, তুমি সর্ব্বদা আমাকে হৃদয়ে স্মরণপূর্ব্বক তোমার স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম, এই যুদ্ধ করিতে থাক। ইহাই গীতার ভক্তিযোগ। ভগবদ্ভক্ত "অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী" (১২।১৬)। ভক্ত কোন কিছুরই প্রত্যাশী নহে, তাহার হৃদয় নির্ম্মল, সে সর্ব্ব কর্ম্মে সুদক্ষ অথচ সর্ব্বত উদাসীন নির্লিপ্ত; আর স্বার্থবোধ হইতেই মনঃকষ্ট আসিয়া থাকে। তাহার স্বার্থবোধ নাই, স্বার্থসাধনের জন্য চেষ্টাপূর্ব্বক কোন কার্য্যারম্ভ করে না; সুতরাং ব্যথা, মনঃকষ্ট,—দুঃখ শোক ভয় তাহার নাই।

এই ভাবে ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ—মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইলে। পরিণামে অসংশয়ং মাম্ এব এষ্যসি—নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ভগবানের এই মহাবাণী উপদেশও বটে, আদেশও বটে। অর্জ্জুনের যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র। মনুষ্য মাত্রেরই জীবনযুদ্ধ (নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী কর্ম্ম) এই ভাবেই করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত অন্তরঙ্গ সাধন।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥
কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসম্ অনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

লৌকিক পূজাদি বহিরঙ্গ মাত্র। আর্য্য অনার্য্য, হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত মূর্খ, ইতর ভদ্র, স্ত্রী পুরুষ, সকলেই ইচ্ছা করিলে ইহার অল্পবিস্তর অনুষ্ঠান করিয়া ইহকালপরকালের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন। ইহাই ভগবদুপদিষ্ট জীবন-যাপন-নীতি। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো- ভয়াৎ। (২।৪০)।৭।

এই ভাবে নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাসের নাম অভ্যাসযোগ ; ১২।৯ দেখ। অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা—যে চিত্ত তাদৃশ অভ্যাস রূপ যোগে একাগ্র। যুক্ত—একাগ্র। এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় না ; তাদৃশ চিত্তে। দিব্যং—স্বয়ং-প্রকাশ। পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ যাতি—পরম পুরুষ নারায়ণকে সদা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে লাভ করে। অনুচিন্তা—পুনঃ পুনঃ চিন্তা। ৮।

ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাস করিতে হয় ; কিন্তু সেই চিন্তা-প্রণালী বা অভ্যাসযোগ, একপ্রকার নহে। বিভিন্ন প্রণালীতে তাঁহার বিভিন্ন ভাব চিন্তা করিবার প্রথা আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী চিন্তা-প্রণালীর বিষয় ৯—১৪ শ্লোকে বলিতেছেন।

সতত অভ্যাস করা স্মরিতে আমারে
ঈশ্বর চিন্তা সাধনার অন্তরঙ্গ ভাব হে, সংসারে।
অভ্যাসই অভ্যাসে অভ্যাসে চিত্ত একাগ্র যাহার,
প্রকৃত চাহে না যাহার মন অন্য কিছু আর,
সাধনা পরম পুরুষে হৃদে সদা চিন্তা করি
সেই তাঁরে লাভ করে, কৌরব-কেশরি ।৮।

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥

প্রথমে ঈশ্বরভাবের কথা বলিতেছেন। যিনি পুরাণম্—অনাদি।—অনুশাসিতারং—নিয়ন্তা; সকলের স্বমর্য্যাদানুরূপ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। অণোঃ অণীয়াংসং—সূক্ষ্ম বস্তু হইতে সূক্ষ্মতর (শ্রী)। সর্ব্বস্য ধাতারং—সকলের কর্ম্মফলবিধাতা (শং)। অচিন্ত্যরূপং—যাঁহার রূপ বা স্বরূপ কেহ বুঝিতে পারে না। আদিত্যবর্ণং—সূর্য্য যেমন আপনাকে ও অপরকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ যাঁহার বর্ণ—স্বরূপ বা প্রকাশ। তমসঃ পরস্তাৎ—

বহুভাবে তাঁর চিন্তা করে সাধুগণ
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ তার শুন বিবরণ।
সর্ব্বতত্ত্ব-বেত্তা যিনি, যিনি সনাতন,
অন্তর্য্যামী ভাবে সবে করেন শাসন;
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম যিনি, বিধাতা সবার,
বুঝিতে না পারে কেহ স্বরূপ যাঁহার;
আত্মপর-প্রকাশক আদিত্য সমান,
মায়ার আঁধার পারে যাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তিভাবে যোগবল করিয়া আশ্রয়
সুষুম্নার পথে প্রাণে ল'য়ে, ধনঞ্জয়!
ভ্রূযুগল মধ্যে তারে করিয়া স্থাপন
অন্তিমে যে জন তাঁরে করয়ে স্মরণ,
সেই যায় সে পরম পুরুষের পাশে,
যাঁহা হ'তে সমুদয় জগৎ প্রকাশে।৯—১০

যোগমার্গে ভক্তিমিশ্রা সাধনা

ষট্‌চক্রভেদ

যদ্ অক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

তমঃ প্রকৃতি (শ্রী) বা অজ্ঞান (শং) তাহার পারে বর্ত্তমান (১৩.১৭); প্রকৃতির গুণে অস্পৃষ্ট (গিরি)। এতাদৃশ ভগবান্‌কে ভক্ত্যা যুক্তঃ—ভক্তিযুক্ত হইয়া। যোগবলেন চ এবং—যোগলব্ধ মানসিক বলে। ভ্রুবোঃ মধ্যে—ভ্রূযুগল মধ্যে, আজ্ঞাচক্রে। প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য—প্রাণশক্তিকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া। অচলেন মনসা। যঃ প্রয়াণকালে অনুস্মরেৎ—দেহত্যাগকালে স্মরণ করে। সঃ তং দিব্যং পুরুষম্ উপৈতি। দিব্য—দ্যোতনাত্মক (শং), যাহা হইতে সমুদায় প্রকাশিত। ৯—১০।

১১—১৩ শ্লোকে ওঙ্কার জপ দ্বারা ৩য় শ্লোকোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা বলিতেছেন। ইহা দ্বিতীয়া প্রণালী। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি—যাহাকে অক্ষর ব্রহ্ম বলে। এবং বীতরাগাঃ যতয়ঃ—নিস্পৃহ যত্নশীল

আমাকে ঈশ্বর ভাবে করে যে ভাবনা
এ ভাবে সে করে পার্থ, আমার ভজনা।
কিন্তু আর জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক যাঁহারা
আমার অক্ষর ভাব চিন্তা করে তাঁরা।
অক্ষর যাঁহাকে বলে বেদবেত্তৃগণ,
যত্নশীল বিষয়-বিরাগী যতিগণ
যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয় করিয়া সাধনা;
আবার কেহ বা করি তাঁহারে কামনা
আচরে ব্রহ্মচর্য্য—কহিব তোমায়
সংক্ষেপে সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায়। ১১।

অক্ষর ব্রহ্মভাবের সাধনা

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্ আস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥
ওম্ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥১৩॥

সাধুগণ। যৎ বিশন্তি—যাহাতে প্রবেশ করে। যৎ ইচ্ছন্তঃ—যাহাকে ইচ্ছা করিয়া। ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি—ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে। তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে—তোমাকে সেই ব্রহ্মপদ পাইবার উপায় সংক্ষেপে কহিব। পদ—প্রাপ্যবস্তু। ১১।

সর্ব্বদ্বারাণি—জ্ঞান লাভের দ্বারস্বরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে। সংযম্য—রূপ রসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া। এবং মনঃ চ হৃদি—হৃদয়ে। নিরুধ্য—রুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ বাহ্য চিন্তা না করিয়া। মূর্দ্ধ্নি—মূর্দ্ধাতে, ভ্রূ-মধ্যে। প্রাণম্ আধায়—প্রাণশক্তিকে স্থাপন করিয়া। আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ—আত্ম-সমাধিতে যোগধারণায় প্রবৃত্ত হইয়া। ১২।

ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন—একাক্ষর ওম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া।

পাতঞ্জল	রূপ রস আদি হ'তে ইন্দ্রিয় সকলে
যোগমার্গে	ফিরাইয়া ল'য়ে, মনে হৃদয়কমলে
অক্ষর	নিরুদ্ধ করিয়া তারে নিষ্প্রচার করি,
ব্রহ্মের	সুষুম্নার পথে প্রাণে মূর্দ্ধাদেশে ধরি,
সাধনা	এইরূপে সুসংযত করি মন প্রাণ
ষট্চক্রভেদ	স্থির ভাবে আত্মধ্যানে থাকি যত্নবান্।১২।

"ওম্" এই একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারিয়া,
তদ্বাচ্য আমাকে পার্থ, স্মরণ করিয়া
কলেবর পরিহরি করে যে গমন
পায় সে পরমা গতি, কৌরব-নন্দন! ১৩।

ব্রহ্ম এখানে মন্ত্র। এবং তদ্বাচ্য মাম্ অনুস্মরন্—তাহার অর্থভূত আমাকে স্মরণ করিয়া (শং)। দেহং ত্যজন্, যঃ প্রয়াতি—যিনি দেহত্যাগ-পূর্ব্বক অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন; ৮।২৪ দেখ (শ্রী)। সঃ পরমাং গতিং যাতি—তিনি প্রকৃষ্টা গতি, মোক্ষ লাভ করেন।

অক্ষর ব্রহ্মভাব আমাদের জ্ঞানের অতীত, তাঁহার ধ্যান করা যায় না। ওঙ্কার রূপ প্রতীকদ্বারা সেই ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বরভাবেই ধ্যেয়। সেই অক্ষর ব্রহ্মভাব কি এবং এই শ্লোকোক্তা পরমা গতিই বা কি, ২০—২১ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন।

এখানে ওঙ্কার বা প্রণবতত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিব। শব্দ বা বাক্যের চারি অবস্থা,—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। (১) পরা বা বীজ অবস্থা; তাহা বক্তারও অনুভূত নহে। (২) পশ্যন্তী বা অব্যক্ত অবস্থা; ইহা বক্তার অনুভূত হয়। (৩) মধ্যমা বা মধ্য ব্যক্তাবস্থা, ইহা বক্তার অন্তরে উচ্চারিত হয়, কিন্তু অন্যে বুঝিতে পারে না। (৪) বৈখরী বা পূর্ণ ব্যক্তাবস্থা, ইহা বক্তার বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যরূপে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়। তাহাই অন্যে শ্রবণ করিয়া থাকে।

ওঙ্কারের মধ্যে শব্দের পূর্ব্বোক্ত চারি অবস্থাই আছে। ওম্—অ+উ +ম্+ঁ। "অ" পূর্ণ ব্যক্ত স্বর; "উ" মধ্য ব্যক্ত স্বর; "ম্" অব্যক্ত বা অস্ফুট স্বর আর "ঁ" নাদ বা ধ্বনি, বীজাবস্থা।

অনন্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলি মাত্র মূল শব্দ, সে গুলির নাম অক্ষর। অক্ষর দ্বিবিধ, স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বর বর্ণ, সকল শব্দের আধার। স্বরের আশ্রয় ব্যতীত ব্যঞ্জনের স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না। আবার অকার সকল স্বরের আদি। তাহা ভগবানের বিভূতি (১০।৩৩)।

মুখ সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত (হাঁ) করিয়া সহজে শব্দোচ্চারণ করিলে পাওয়া যায় "অ"; আর মুখ আকুঞ্চিত করিয়া সহজে শব্দোচ্চারণ করিলে পাওয়া যায় "উ" এবং মুখ বন্ধ করিয়া নাসিকা দিয়া শব্দোচ্চারণ করিলে পাওয়া

যায় "ম্" বা "ং"। তাহার পর সুর মিলাইয়া আসিলে কেবল ধ্বনি "ঁ" হইয়া অব্যক্ত হয়। অর্থাৎ মুখ হাঁ করিয়া শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ মুখ বন্ধ করিলে, পাওয়া যায়, "অ, উ, ম্, ঁ"। এই অ, উ, ম্, মিলিত হইলে পাওয়া যায় "ওম্" বা "ওঁ" এবং মুখ বন্ধ করিয়া শব্দোচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ মুখ হাঁ করিলে পাওয়া যায় "ঁ, ম্, উ, অ"। এই ম্ উ অ মিলিত হইলে পাওয়া যায় "ম্ব" বা "মা"। অর্থাৎ স্বরের উৎপত্তি হইতে বিলয় পর্য্যন্ত, সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত, পাওয়া যায় "ওঁ" আর প্রলয় হইতে সৃষ্টি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় "মা"।

সকল শব্দের মূল অক্ষর, অক্ষরের মূল অ, উ, ম, ঁ; সুতরাং সকল শব্দের মূল এই চারি এবং "ওঁ" ও "মা" সকল শব্দের বীজাবস্থা; তাহা পশ্যন্তী ও মধ্যমার ভিতর দিয়া অনন্ত বৈখরী শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়।

অনন্তর ব্রহ্ম প্রণবরূপে ধ্যেয় কেন, তাহা বুঝিব। সৃষ্টির বাহিরে, phenomenaর বাহিরে ব্রহ্ম যে কি, তাহা আমরা জানি না। মানুষের জ্ঞানের শেষ সীমায় যাইলে জানা যায় যে, সৃষ্টির আদি অবস্থা শব্দ।

শ্রুতির উপদেশ, "তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—ছান্দোগ্য ৬।২ ৩ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হইব।

সৃষ্টির মূলে এই যে ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প (ideas), শব্দ বা বাক্য তাহাকে ধারণ করে। চিন্তা করিতে অস্ফুট শব্দ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার-শব্দের মধ্যে পশ্যন্তী বা মধ্যমার কোন এক রূপ শব্দের প্রয়োজন। কল্পনার মূল শব্দ, বাক্য, ভাষা এবং যাহা মূল শব্দ, মূল বাক্য (Word) তাহা ওঙ্কার। তাহাই এই মূল সৃষ্টিকল্পনাকে ধারণ করে। ব্রহ্মই সৃষ্টির আদিতে বাক্‌রূপ হয়েন এবং ওঙ্কাররূপে সকল শব্দে, সকল বাক্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সেই কল্পনাকে প্রকাশিত করেন।

অতএব শব্দ, ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্ত রূপ এবং স্পন্দন (Rhythm) বা অনুকম্পনরূপে তাহা প্রকাশিত। যেখানে শক্তিক্রিয়া, সেই খানেই

অনুকম্পন, সেই খানেই শব্দ। অনুকম্পন, শ্রুতির ভাষায় "এজৎ" ঘাত প্রতিঘাত, আকর্ষণ বিক্ষেপ হইতেই জগৎ। ভগবান বলিয়াছেন, আমি আকাশে শব্দ, বেদে প্রণব (৭।৭), বাক্যে একাক্ষর ওঙ্কার (১০।২৫) এবং অক্ষরের মধ্যে অকার (১০.৩৩)।

এইরূপে প্রণব যে ব্রহ্মবাচক তাহা বুঝিতে পারি। "ওঙ্কার" রূপে প্রণব নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাচক ও "মা"রূপে ব্রহ্মস্বরূপিণী পরা শক্তি, পরমা মায়া-বাচক। ব্রহ্ম নিবৃত্তিমার্গে মুমুক্ষুর "ওম্"রূপে উপাস্য, আর প্রবৃত্তিমার্গে মুমুক্ষুর "মা"রূপে উপাস্য।—ভগবান এখানে নিবৃত্তি-মার্গের কথা বলিতেছেন; তজ্জন্য ওঙ্কাররূপে ব্রহ্ম-ধ্যানের উপদেশ দিলেন।

আমরা সকল শব্দের পর রূপ, এই ওঙ্কার ধ্বনি, সর্ব্বত্র শুনিতে পাই না, কিন্তু এই ওঙ্কার যে সর্ব্বত্র অনাহত-ভাবে ধ্বনিত হইতেছে, যোগিগণ সাধনাবলে তাহা জানিতে পারেন। "বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রেমিক যে জন।" তবে চেষ্টা করিলে অবিকৃত সহজে উচ্চারিত স্বাভাবিক শব্দ মধ্যেও প্রণবের আভাস পাওয়া যায়। শিশু প্রথমে "মা" বলে; গো-মেষাদি পশুর শিশুও "ম্যা ব্যা" অথবা "ওম্মা" বলিয়া ডাকে। জীব যখন কথা না কহিয়া কেবল স্বরের দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করে তখন ওঙ্কার পাওয়া যায়। অনুমোদনে ওম্; যাতনায় ক্রন্দনে, ওমা; হাসির হো হোতে ওম্। যন্ত্রের স্বরে, মেঘ-গর্জ্জনে ওম্; বায়ুর প্রবাহে শোঁ। কোথাও ওম্ কোথাও মা, কোথাও ওমা। প্রণব সর্ব্বত্র।

আবার বাহিরে যেমন প্রণব, অন্তরেও তেমনি প্রণব। শ্বাসগ্রহণে ওম্; প্রশ্বাসত্যাগে মা। ইহাই "অজপা"। ফুসফুসের ক্রিয়াতে শোঁ শোঁ; শিরায় রক্ত সঞ্চালনে ব্যোমম্। বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র প্রণব। ওঁ ব্রহ্ম, মা ব্রহ্ম, প্রণব শব্দব্রহ্ম ১৩।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥

অনন্যচেতাঃ যঃ—যাহার চিত্ত অন্যত্র ধাবিত হয় না; যাহার কাছে "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"; ৭।১৯, ৬।৩০ দেখ। যে ব্যক্তি, সততং—নিরন্তর। এবং নিত্যশঃ—নিত্য নিত্য, যাবজ্জীবন (শং), অর্থাৎ সারা জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মে। মাং স্মরতি—আমাকে স্মরণ করে। নিত্য-যুক্তস্য তস্য যোগিনঃ—নিত্য যুক্তচিত্ত সেই যোগীর পক্ষে। অহং সুলভঃ।

ইহাই ভগবানের অনুমোদিত সাধনমার্গ। ৮—১৩ শ্লোকে যে দ্বিবিধ সাধনমার্গের কথা বলিয়াছেন, সেখানে তিনি অর্জ্জুনকে এমন কথা বলেন নাই, যে এ গুলি তুমি অবলম্বন কর। সে কালে যে যে সাধনমার্গ প্রচলিত ছিল এবং যাদৃশী সাধনার যাদৃশ ফল, সেখানে কেবল তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ৭ম শ্লোকে আদেশ করিয়াছেন, যে সর্ব্বকালে আমায় স্মরণ রাখিয়া যুদ্ধ কর; এবং এখানে সেই কথারই সম্প্রসারণে কহিলেন, সংসারের সর্ব্ব ব্যাপারই যে আমাকে স্মরণপূর্ব্বক করিয়া থাকে, তাহার হাতের কাছে, চক্ষের কাছে, মনের কাছে, যাহা কিছু আসে, সে সমুদয়-কেই আমার ভাব বলিয়া বুঝিয়া লয়, তাদৃশ নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। ১৪।

যোগমার্গে এ সাধনা জানিও দুষ্কর,
সুলভ সাধনা যাহা শুন, নরবর!
ভক্তযোগীর — সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্ব স্থানে, সতত যে জন
ঈশ্বরলাভ — আমায় অনন্যচিত্তে করে হে স্মরণ,
সুলভ — এই ভাবে নিত্য যুক্ত চিত্ত রহে যার
জানিও আমি, হে পার্থ, সুলভ তাহার। ১৪।

মাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

তাদৃশ মহাত্মানঃ মাম্ উপেত্য—আমাকে প্রাপ্ত হইয়া। পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ—মোক্ষ লাভ করেন। তাঁহারা দুঃখালয়ং—দুঃখের আলয়স্বরূপ। অশাশ্বতম্—অনিত্য। পুনর্জন্ম ন আপ্নুবন্তি। ১৫।

কর্ম্মবিশেষদ্বারা সুরলোক ব্রহ্মলোক আদি লাভ হইলেও পুনর্জন্ম-বারণ হয় না। কারণ, আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ—যাহাতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, তাহা ভুবন; ব্রহ্মভুবন ব্রহ্মলোক। আব্রহ্মভুবনাৎ—ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত; ব্রহ্মলোকের সহিত সমস্ত লোক (শং)। লোক—ভোগস্থান (মধু)। পুনরাবর্ত্তী—পুনরাবর্ত্তনশীল, তাহাদের পুনরুৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী. কিন্তু মাম্ উপেত্য—আমার যেকোন ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগের ফলে, আমাকে পাইলে। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬।

মহাত্মা সে ভক্তগণ পাইয়া আমায়
পুনর্জন্ম এ সংসার পাশ হ'তে মুক্ত হ'য়ে যায়।
বারণ অনিত্য সংসার এই দুঃখের আলয়,
ইহাতে তাঁ'দের আর আসিতে না হয়। ১৫।

শুন ওহে মতিমান্! আছে যত ভোগস্থান
এ সংসারে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে সব,
ফিরে আসে সমুদায়; কিন্তু যে আমারে পায়,
তার আর পুনর্জন্ম নাই, হে পাণ্ডব! ১৬।

সহস্রযুগপর্য্যন্তম্ অহ র্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তে ঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

এইরূপে যাঁহারা ভগবান্‌কে লাভ করেন, তাঁহারা ত্রিগুণময়ী সংসার অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তাঁহার যে নিত্যধাম, যাহা দেশ-কাল-পরিছিন্ন ভোগভূমি নয়, সেই স্থানে গমন করেন। ব্রহ্মার দিবসে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সহিত ও ব্রহ্মার রাত্রিতে ব্রহ্মাণ্ডের লয়ের সহিত, তাঁহাদের উৎপত্তি ও বিলয় হয় না। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে থাকিয়া সেই স্থান হইতে ব্রহ্মার দিবারাত্রির সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মার অহোরাত্রবিৎ। "যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ব্রহ্মার দিবসে জন্ম ও রাত্রিতে লয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তদ্দশাগ্রস্ত জীব ব্রহ্মার দিবারাত্রির সংবাদ রাখিতে পারে না। তাহারা অহোরাত্রবেত্তা নহে।" (ব্রজ-গোপাল)। ১৪—১৯ শ্লোকে এই কথা এবং প্রসঙ্গতঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে।

তে অহোরাত্রবিদঃ জনাঃ—পূর্ব্বোক্ত সেই অহোরাত্রবেত্তা মুক্ত-পুরুষগণ। সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ—সহস্র যুগ পরিমিত কালে যাহার অবসান হয়, এমন যে ব্রহ্মার দিন। পর্য্যন্ত—অবসান। এবং যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং—যুগ সহস্রে যাহার অন্ত হয়, এমন যে ব্রহ্মার রাত্রি।

যাহারা আমারে পায় সাধনার বশে
পুনর্জন্ম ব্রহ্মাণ্ডের পর পারে তাহারা নিবসে।
বারণতত্ত্ব দশ শত চতুর্যুগে দিবা যে ব্রহ্মার,
দশ শত চতুর্যুগে রজনী যে আর,
এই দিন, এই রাত্রি অবগত হ'ন
অহোরাত্রবেত্তা সেই মুক্ত সাধুগণ। ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমে ঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

তদ্বিদঃ বিদুঃ—জানেন। এখানে ব্রহ্মার উল্লেখদ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি মহর্লোকাদিতে অবস্থিত সকলকেই বুঝাইতেছে (শ্রী)।

মনুষ্য-লোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র। তাদৃশ অহোরাত্রদ্বারা পক্ষমাসাদিগণনাক্রমে যে এক বৎসর হয়, তাদৃশ ১২০০০ বৎসরে চতুর্যুগ হয়। তাদৃশ সহস্র চতুর্যুগে, ৪৩২ কোটি মানুষ-বৎসরে, ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ অপর সহস্র চতুর্যুগে তাঁহার এক রাত্রি। এইরূপ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদি গণনাক্রমে যে এক বৎসর হয়, তাদৃশ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুঃ। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়েন। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু আমাদের ব্রহ্মার ঐ এক দিন পরিমিত কাল। ইহার নাম কল্প। মূলে যে যুগ শব্দ আছে, তদ্দ্বারা চতুর্যুগ বুঝাইতেছে (শ্রী)। ১৭।

অহরাগমে—ব্রহ্ম-দিবসারম্ভে; কল্পারম্ভে, ৯।৭ দেখ। অব্যক্তাৎ—এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণাত্মক অতীন্দ্রিয় সত্তা (সাংখ্যের প্রকৃতি) হইতে। সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ—এই দৃশ্যমান সমস্ত চরাচর। প্রভবন্তি—আবির্ভূত হয়। রাত্র্যাগমে—ব্রহ্মরাত্রির আগমনে, কল্পান্তে; ৯।৭। তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে—সেই অতীন্দ্রিয় কারণে। প্রলীয়ন্তে—লীন হয়। ১৮।

সঃ এব অয়ং—সেই পূর্ব্ব কল্পে যাহা ছিল, সেই সমস্ত, নূতন কিছু

ব্রহ্মদিবারম্ভে ব্যক্ত বিশ্ব সমুদয়
সৃষ্টি ও অব্যক্ত কারণ হ'তে আবির্ভূত হয়;
লয়-তত্ত্ব ব্রহ্মরাত্রি-সমাগমে তাহা পুনরায়
অব্যক্ত কারণে সেই মিশাইয়া যায়। ১৮।

নয়। অবশঃ ভূতগ্রামঃ—কর্ম্মাদি পরতন্ত্র সর্ব্ব ভূত। গ্রাম—সমূহ। অহরাগমে—ব্রহ্মদিবসাগমে। ভূত্বা ভূত্বা—পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া। রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে—ব্রহ্মরাত্রিসমাগমে পুনঃপুনঃ লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায়, অহরাগমে প্রভবতি—ব্রহ্মদিবা-সমাগমে আবির্ভূত হয়।

এই সৃষ্টি লয়-প্রবাহের আদি অন্ত নাই (১৫।১ দেখ)। জগত্তত্ত্বের আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝা যায়। দেখ একটী বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ফলে আবার বীজ এবং সেই বীজ হইতে আবার বৃক্ষ। জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে, বাষ্প হইতে মেঘ, মেঘ হইতে আবার বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে আসে। একটী ডিম্ব হইতে একটী পক্ষী হয়, কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে এবং আবার কতকগুলি ডিম্ব রাখিয়া মরিয়া যায়। মনুষ্যাদি সর্ব্ব জীবসম্বন্ধেও এই নিয়ম। তাহারাও জীবাণু হইতে উৎপন্ন, এবং রাখিয়া যায় জীবাণু। পর্ব্বতের উৎপত্তি বালুকাস্তূপ হইতে, বালুকায় উহার পরিণাম। প্রত্যেক পদার্থই কোন সূক্ষ্ম ভাব হইতে—বীজ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ স্থূলাৎ স্থূলতর হইতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ চলে, পুনর্ব্বার সেই সূক্ষ্মরূপে চলিয়া যায়। ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস। মনুষ্য পশু পক্ষী উদ্ভিদাদি পদার্থ সকল, সমস্তই অনন্ত কাল এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, যাইতেছে আবার আসিতেছে। উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন একটী বৃত্ত পূরণ করে। বৃত্তের আরম্ভ নাই, শেষও নাই। এই প্রকৃতির নিয়ম সর্ব্বত্র সমান। ক্ষুদ্রে

দিনে দিনে এই সেই ভূতসমুদায়
<u>জীবগণের</u> জন্মি জন্মি লয় হয় নিশায় নিশায়;
<u>স্বকর্ম্মবশে</u> পূর্ব্বকর্ম্মবশীভূত পুনঃ সমুদয়
<u>পুনঃপুনঃ</u> দিবসে অবশভাবে আবির্ভূত হয়;
<u>সৃষ্টি লয়</u> শুভাশুভ কর্ম্মফলে জন্মে, মরে আর;
জন্মমৃত্যু-প্রবাহের নাহি পায় পার।১৯।

পর স্তস্মাৎ তু ভাবো ঽন্যো ঽব্যক্তো ঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

যে নিয়ম, বৃহতেও সেই নিয়ম; এক খণ্ড মৃত্তিকায় যে নিয়ম, সমগ্র পৃথিবীতেও সেই নিয়ম। এক বিন্দু জলে যে নিয়ম, মহাসাগরেও সেই নিয়ম। আবার ব্যষ্টিতে যে নিয়ম, সমষ্টিতেও সেই নিয়ম। অতএব বুঝিতে পারি, সমষ্টি ভাবে এ জগৎ যে সূক্ষ্ম কারণ হইতে প্রকটিত হইয়াছে, কালে সেই সূক্ষ্ম কারণে লীন হইবে। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা দেহ মন ইত্যাদি যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই যে অব্যক্ত কারণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, কালে আবার সেই অব্যক্ত কারণে লীন হইবে, আবার প্রকাশিত হইবে। সে সমস্তই অনন্ত কাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনন্ত কাল থাকিবে। কেবল তরঙ্গের ন্যায় উঠিতেছে আবার পড়িতেছে। একবার সূক্ষ্ম অব্যক্ত ভাবে গতি, আবার স্থূল ব্যক্ত ভাবে আগমন। প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্ব্বে ক্রমসঙ্কোচ। এই অনন্ত বহুধা সৃষ্টি পূর্ব্বে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, পরে ক্রমবিকশিত হইয়া ব্যক্ত হইয়াছে, কালে আবার ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্ত হইবে। ইহাতে সৃষ্ট জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; তাহারা ঐশী নিয়মের বশেই প্রকাশিত হয়, আবার লীন হয়। এজন্য তাহাদিগকে "অবশ"—কর্ম্মাদিপরতন্ত্র বলা হইয়াছে। ১৯।

কিন্তু সেই অব্যক্তা প্রকৃতি, যাহা হইতে জগতের বিকাশ ও যাহাতে

আবির্ভাব তিরোভাব দিবসে নিশায়
এরূপ না হয় তা'র যে পায় আমায়!
উৎপত্তি-বিনাশশীল সমস্ত ভুবন,
এর পারে নিত্য ধামে নিবসে সে জন।
সেথা হ'তে দিবা নিশা—সৃষ্টি ও প্রলয়,
নিরখে সে—অহোরাত্রবেত্তা সেই হয়। ১৭—১৯।

অব্যক্তো হক্ষর ইত্যুক্ত স্তম্ আহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥

জগতের লয়, তাহাও চরম-তত্ত্ব নহে। তস্মাৎ তু অব্যক্তাৎ পরঃ—সেই অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেও উৎকৃষ্ট, তাহারও কারণভূত। যঃ অন্যঃ ভাবঃ—যে আর একটী ভাব। যে ভাবটীও অব্যক্তঃ—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অগোচর। এবং সনাতনঃ—নিত্য। সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্ত বস্তু নষ্ট হইলেও। সঃ ন বিনশ্যতি—তাহা বিনষ্ট হয় না। ইহাই ভগবানের পরম অক্ষর ভাব; তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি (৯।৪)। ইহাই জগতের চরম-তত্ত্ব এবং ১৩ ও ২১ শ্লোকোক্তা পরমা গতি। ২০।

সেই ভাবই অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ—অব্যক্ত অক্ষর নামে অভিহিত হয়; অথবা সেই অব্যক্ত ভাবই অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়। পণ্ডিতেরা তং পরমাং গতিম্ আহুঃ। গতি—গম্য, স্থিতি স্থান। পরমা গতি—পুরুষার্থ-বিশ্রান্তি (মধু); ultimate goal, বিষ্ণুপদ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে,—যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে ফিরিতে

কিন্তু সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, ধনঞ্জয়!
যা' হ'তে জগৎ, তাও শেষ তত্ত্ব নয়।
<u>জগতের</u> তাহারও কারণরূপ, তা' হ'তে উত্তম
<u>চরম তত্ত্ব</u> আছে অন্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, নরোত্তম!
সমস্ত নাশেও নাই বিনাশ তাহার,
অনিত্য সংসারে নিত্য সেই সারাৎসার। ২০।

<u>জগতের</u> অব্যক্ত অক্ষর বলে তারে, ধনঞ্জয়!
<u>আদিতত্ত্ব</u> তা'কেই পরমা গতি জ্ঞানিগণে কয়।
<u>পরমাগতি</u> যা' পেলে সংসারে নাই আগমন আর
পরম স্বরূপ পার্থ! তাহাই আমার। ২১।

হয় না। তৎ মম পরমং ধাম। ধাম—স্থান (শং); স্বরূপ (শ্রী)। তাহাই আমার (বিষ্ণুর) পরম পদ, স্বরূপাবস্থা। এই ভাব ব্রহ্মের ঈশ্বর ভাবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব। এই ভাবে ক্ষরভাবযুক্ত জগতের বিকাশ নাই। তখন জগৎ অব্যক্ত ভাবে ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন; প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

ভগবান্ কহিলেন, যাহা অব্যক্ত অক্ষর ভাব, তাহা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই আমার পরম ধাম। এখানে ব্রহ্মের অব্যক্ত অক্ষর ভাব ও তাঁহার ঈশ্বর ভাব, এই দুইয়ের প্রভেদ বুঝিতে হইবে।

আত্মা এব ইদম্ অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সো ঽনুবীক্ষ্য নান্যৎ আত্মনো ঽপশ্যৎ। ** স বৈ নৈব রেমে। ** স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স হৈতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমম্ এব আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। বৃহঃ আঃ ১।৪ ১—৩। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব পুরুষরূপী আত্মাই ছিল। তিনি ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন, আপনাকে ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না। এইরূপ একাকী থাকিয়া তিনি আনন্দ পাইলেন না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। এতাবৎ কাল তিনি মিলিত স্ত্রীপুরুষভাবে ছিলেন; এখন আপনাকে দুই ভাগে ভাগ করিলেন। তাহাতে পতি ও পত্নী হইল।

অর্থাৎ ব্রহ্ম আপনাকেই পরম পুরুষ পরমেশ্বররূপে ও পরমা প্রকৃতি-রূপে, দুই ভাবে প্রকাশিত করিলেন এবং সেই পরমেশ্বর ভাবে, সেই প্রকৃতি ভাবে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক, তাহাতে "বহু হইবার সঙ্কল্পবীজ" (ছান্দোগ্য ৬।২।৩) নিষিক্ত করিয়া জগৎ প্রকাশ করিলেন; ৯।১০ দেখ।

এইরূপে, পরম অক্ষর ভাব যে ঈশ্বরভাবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরমে-শ্বরেরও পরম ধাম ও পরমা প্রকৃতি হইতে পর, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এবং আরও বুঝিতে পারি যে, অক্ষর ব্রহ্মভাব, ঈশ্বরভাব ও প্রকৃতিভাব—এই তিন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। তিনই এক, কেবল ভাবের তারতম্য। ২১।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বম্ ইদং ততম্ ॥২২॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

হে পার্থ! সঃ—পূর্ব্বোক্ত অক্ষর ভাবই। পরঃ পুরুষঃ—পরম পুরুষ। ইনি সগুণ ব্রহ্ম; প্রথম পরিশিষ্ট দেখ। তিনি অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ; ১১'৫৪ দেখ। ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি—সর্ব্বভূত যাঁহার অন্তরে। যেন সর্ব্বম্ ইদং ততম্—যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। এমন কিছু নাই, যাহাতে তিনি নাই। আমরা সকলে সর্ব্বদা তাঁহাতেই সংলগ্ন রহিয়াছি।

এই অক্ষর ব্রহ্মই জীবের অন্তিম গতি। সেই ভাব লাভের জন্যই উপাসনা। যত দিন কোন না কোন সাধনায় উপযুক্ত পবিত্রতা লাভ না হয় ততদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। সাধনদৃষ্টি-অনুসারে তাঁহার সন্নিধি লাভ করিবার উপযোগী উপাসনার নিমিত্ত, যে ব্রহ্মতত্ত্ব, স্বীকার করা হয়, তাহা সগুণ ঈশ্বর। তাহাতে উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে এবং উপাসক অনন্যা ভক্তিতে সেই ঈশ্বরকে হৃদয় মধ্যে ধারণা করে। ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হইলে, তাহারই মধ্য দিয়া, ঐ অন্তিম সাধ্য গুণাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হয়। ৭।২৯—৩০ এবং ১২।৪ শ্লোকের মর্ম্ম অনুধ্যান করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ২২।

অনন্তর মৃত্যুর পর স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীরী জীব, কোন্

তিনিই জানিও পার্থ! পুরুষ পরম,
<u>তিনি</u> অনন্যা ভক্তিতে তাঁরে মিলে, নরোত্তম!
<u>ভক্তিলভ্য</u> [illegible]রে সর্ব্ব ভূত অভ্যন্তরে যাঁর
ব্যাপিয়া আছেন যিনি অখিল সংসার। ২২।

পথে কোথায় যায়, এবং কিরূপে আবার সংসারে ফিরিয়া আসে, ২৩—২৫ শ্লোকে সংক্ষেপে সেই গতিতত্ত্ব বলিতেছেন।

পথ কাহাকে বলে? যাহাকে আশ্রয় করিয়া গমন করা যায়, তাহার নাম পথ। ভূচর, খেচর, জলচরেরা মৃত্তিকা, বায়ু ও সলিল আশ্রয় করিয়া গমন করে; কিন্তু সূক্ষ্মশরীরী জীব কোন্ বস্তুর আশ্রয়ে গমন করে? ২৩—২৬ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

যত্র কালে প্রযাতাঃ—যে মার্গে গমন করিয়া। যোগিনঃ—উপাসকগণ,—জ্ঞানী বা কর্ম্মী। অনাবৃত্তিং যান্তি—মুক্তি লাভ করেন। আবৃত্তি নাই যাহাতে, অনাবৃত্তি। যত্র চ কালে প্রযাতাঃ, আবৃত্তিং যান্তি—মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করেন। তং কালং বক্ষ্যামি—সেই পথের বিষয় বলিব।

কাল শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। ইহার দ্বারা অগ্নি, ধূম, দিবা ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের বা তত্তৎ পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহদ্বারা নিয়মিত বা প্রাপ্য মার্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিঃ আতিবাহিকীভিঃ দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে (শ্রী)। তত্রাপি দেবতৈব মার্গভূতা (শং)। সেখানে সেই দেবতা বা তদন্তর্নিহিতা শক্তিই পথস্বরূপিণী হয়। মার্গভূত—পথস্বরূপ। ছান্দোগ্য শ্রুতির উক্তি—"তে অর্চ্চিষমেবাভিসংভবন্তি। অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণং পক্ষম্" ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ৪।১৫।৫। "তে অর্চ্চিষম্ এব অভিসংভবন্তি—অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতাং অভিসংবিশন্তি"। তাহারা অর্চ্চি-অভিমানিনী দেবতাতে প্রবেশ করে; এবং ক্রমান্বয়ে দিবসাভিমানিনী, শুক্লপক্ষাভিমানিনী ইত্যাদি দেবতাতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরী

মরণান্তে জীবের গতি

যে পথে যাইয়া যোগী নাহি আসে আর,
যে পথে যাইয়া কিম্বা আসে পুনর্ব্বার,
যে পথস্বরূপা হয় কালাদি দেবতা,
কহিব, ভারতমণি, সে পথের কথা। ২৩।

জীব প্রথমে অর্চি, অর্থাৎ অগ্নি যে লোকের নিয়ন্তা, সেই লোক প্রাপ্ত হয়, তখন অগ্নিদেব তাহাকে বহন করে। পরে ক্রমান্বয়ে দিবস, শুক্ল পক্ষাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, অর্থাৎ তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ, যে যে লোকের নিয়ন্তা, সেই সেই লোকে নীত হইলে, তাঁহারা তাহাকে বহন করে। সুতরাং ঐ সকল দেবতা বা শক্তির দ্বারাই তাহার অতিবাহন বা গমন ক্রিয়া সাধিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আতিবাহিকী ও মার্গভূতা বলা হইয়াছে। মৃত্যুর পর জীব জড়পিণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়; তাহার চেতন-বাহকের প্রয়োজন। ঐ সকল দেবতারা তাহার বাহকের কার্য্য করে।

এখানে অগ্নি জ্যোতিঃ অহঃ প্রভৃতি শব্দ আধ্যাত্মিক অর্থে প্রযুক্ত। এই বিরাট্ সংসারচক্রে যাহা কিছু ক্রিয়া আছে, সে সমস্ত নিয়ম-পরিচালিত। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু আমরা সেই সকল নিয়মের অন্তরালে তাহাদের নিয়ন্তাকে দেখিতে পাই না। সূক্ষ্ম দৃষ্টি উন্মুক্ত হইলে তাহা দেখা যায়। আর্য্য ঋষিগণ তাহা দেখিতেন। অগ্নি প্রভৃতি সকলেরই অভ্যন্তরে তাহাদের নিয়ন্তা দ্যোতনাত্মক ব্রহ্ম-চৈতন্যাংশ দর্শন করিতেন। তাঁহারাই দেবতা, সেই পরম দেবতার বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব মাত্র। এই জন্যই আমাদের পুরাণে দেবতা অসংখ্য।

জীবের উৎক্রমণ-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতি আরও উপদেশ দেন,—হৃদয়-পুণ্ডরীক আদিত্যস্থানীয়। উহা হইতে ১০১টি সূক্ষ্ম নাড়ী নিঃসৃত হইয়াছে। উহারা রশ্মিস্থানীয়া। সূর্য্যরশ্মি সকল এই নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ট ও নাড়ীসমূহ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট। ইহাদের দ্বারা ইহ-পরলোকে গমনাগমন হয়। জীব যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, তখন ঐ সকল নাড়ীগত আদিত্য-রশ্মি দ্বারা উর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য, ৮ অধ্যায়, ষষ্ঠ খণ্ড।

হৃদয়স্থ ১০১ নাড়ীর মধ্যে একটি (সুষুম্না) মস্তকাভিমুখিনী। যে উহার দ্বারা গমন করে, সে মোক্ষ লাভ করে। সর্ব্বতোগামিনী অন্য শত নাড়ী সূক্ষ্মশরীরী জীবের কেবল উৎক্রমণের পথ মাত্র। জীব স্থূল দেহ

অগ্নি র্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ীগত রশ্মির সাহায্যে, যতটুকু সময়ে মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, ততটুকু সময়ের মধ্যে আদিত্য-লোকে যায়। আদিত্য-লোক ব্রহ্মলোকের দ্বার। ২৩।

অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লঃ, উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ। অগ্নি জ্যোতিঃ পদদ্বয়ে শ্রুতি-কথিত অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইতেছে। তদ্রূপ অহঃ—দিবসের, শুক্ল—শুক্লপক্ষের, ও ছয়মাস উত্তরায়ণ, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইতেছে। তত্র প্রযাতাঃ—এবম্ভূত পথে গমন করিয়া। ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। ব্রহ্মবেত্তা স্থূল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে তেজের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে, দিবসের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে, শুক্ল-পক্ষের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে এবং উত্তরায়ণ ছয় মাসের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্যে ইহার পর সংবৎসর, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতের কথা আছে। ব্রহ্মবিৎ ক্রমশঃ সংবৎসরাদিকে প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানব পুরুষ (বৃহদারণ্যকমতে মানস পুরুষ) আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম লাভ করেন। ইহার নামান্তর অর্চ্চিরাদি মার্গ বা দেবযান। ২৪।

অগ্নি, জ্যোতি, দিবা আর শুক্ল পক্ষ মাঝে
অধিষ্ঠাত্রী রূপে যে যে দেবতা বিরাজে
উত্তর-অয়নরূপী ছয় মাস আর,
দেবযান　　যিনি হ'ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহার;
এ সব দেবতাগণ পরে পরে পরে
পথস্বরূপিণী হ'য়ে যথা স্থিতি করে,
অর্চ্চিরাদি সেই মার্গ, তাহা দেবযান,
ব্রহ্মবিৎ সেই পথে গিয়া ব্রহ্ম পা'ন। ২৪।

ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

ধূমঃ, রাত্রিঃ, তথা (এবং) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ), দক্ষিণায়নং ষণ্মাসাঃ। এখানেও ধূমাদি শব্দে পূর্ব্বের ন্যায়, তৎ তৎ অধিষ্ঠাত্রী মার্গভূতা আতিবাহিকী দেবতাগণকে বুঝিতে হইবে। এই সকল দেবতারা যথায় নিয়ন্তৃ-ভাবে অবস্থিত, এবম্ভূত যে মার্গ, তত্র (প্রযাতঃ) যোগী— যে যোগী সেই পথে গমন করেন অর্থাৎ যে যোগী সাধনায় প্রবৃত্ত, কিন্তু সিদ্ধ হয়েন নাই, কিম্বা যিনি যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেই পথে যাইয়া। চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য—চন্দ্রজ্যোতি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া। তথায় কর্ম্মানুরূপ ফলভোগান্তে নিবর্ত্ততে—ফিরিয়া আসেন (শ্রী)। ৬৪১ শ্লোক দেখ।

স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমনের ক্রম বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে। কর্ম্মী কৃতকর্ম্মের ক্ষয়ে আকাশের মত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ আকাশের সহিত মিশিয়া যায়। আকাশ হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়; এবং বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া শস্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। পরে তাহা আহারাদির সহিত, অন্তর্যামী

ধূম ও নিশায় যারা অধিষ্ঠান করে,
কৃষ্ণপক্ষে অধিষ্ঠাতা রূপে যে বিহরে,
পিতৃযান ছয়মাসব্যাপী আর দক্ষিণ-অয়ন
তা'রাও অধিষ্ঠাতা;—এই যত দেবগণ
পথের স্বরূপ হয় ক্রমশঃ যেথায়
সে পথে যাইয়া যোগী চন্দ্রলোক পায়।
ধূমযান ইহা, পার্থ! এ পথে যাইয়া
আসে তা'রা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া।২৫।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্ অন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

ঈশ্বরের প্রেরণায়, তাহাদের কর্ম্মানুরূপ উপযুক্ত পুং-জীবশরীরে নীত হইয়া শুক্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। পরে স্ত্রীযোনিতে সিক্ত হইয়া স্থূল দেহ লাভ করে। বৃহদারণ্যক ৬।২।১৬। ইহার নামান্তর ধূমযান বা পিতৃযান। এখানে সংক্ষেপে যে গতিতত্ত্ব কহিলেন বেদান্ত দর্শন ৩অঃ ১ম পাদে এবং ৪অঃ ২—৩ পাদে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। ২৫।

জগতঃ—জগৎস্থ জীবের। এতে শুক্লকৃষ্ণে গতী—এই শুক্লা ও কৃষ্ণা দুই গতি। শাশ্বতে হি মতে—অনাদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অর্চ্চিরাদি মার্গ প্রকাশময় অতএব শুক্ল এবং ধূমাদি মার্গ তমোময় অতএব কৃষ্ণ (শ্রী)। একয়া অনাবৃত্তিং যাতি—একটীতে অর্থাৎ দেবযানে গমন করিয়া আর ফিরিয়া আসেন না; মুক্ত হয়েন। অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে—অন্যটীতে অর্থাৎ পিতৃযানে যাইয়া সংসারে পুনরাগমন করেন। এই দুই বই আর গতি নাই। যাহারা কোন না কোন ভাবে সাধনা করে, তাহারা এই দুয়ের অন্যতর উত্তম গতি লাভ করে। আর আমার মত যে নরাধম কেবল শিশ্নোদরের সেবায় কালাতিপাত করে, হায়! তাহার কোন গতি নাই। ২৬।

স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় মার্গ দেবযান,
মরণান্তে　অপ্রকাশ তমোময় মার্গ ধূমযান,
সাধকের　দেবযান শুক্ল, অন্য অসিত বরণ;—
দ্বিবিধ গতি　জানিও জগতে দুই পন্থা সনাতন।
শুক্ল মার্গে গতি যার, আসে না সে জন;
আসে পুনঃ, কৃষ্ণ মার্গে যে করে গমন। ২৬।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥

এতে সৃতী জানন্—এই দুই মার্গের তত্ত্ববিৎ। কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি—কোন যোগীই মুগ্ধ বা কর্ত্তব্যমূঢ় হয়েন না। যিনি যোগী, যাহার বুদ্ধি স্থির শান্ত নির্ম্মল হইয়াছে, যাদৃশ কর্ম্মে যাদৃশী গতি লাভ হয়, তাহা তিনি জানিয়া থাকেন; কার্য্যাকার্য্য-নিরূপণে তাঁহার আর মোহ উপস্থিত হয় না। তস্মাৎ—অতএব। সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব—সর্ব্বদা মদুক্ত যোগপথ অবলম্বন কর। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি (২।৪৮)।

এই ২৭ শ্লোক, ৭ম শ্লোকোক্ত উপদেশের উপসংহার। সেখানে বলিয়াছেন, সর্ব্ব কালে আমায় স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হও। পরে সেই কথার সম্প্রসারণে ১৪—১৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে যোগী সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করে, সে সুলভে আমাকে পায়; তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে যেরূপে অনাদি কাল হইতে জগতের সৃষ্টি লয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে এবং সেই জগতে যাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় ও যাহাদের হয় না; যেরূপে পুনর্জ্জন্ম হয় ও যেরূপে হয় না, ১৬—২৬ শ্লোকে তাহা বলিয়া, পরে (২৭) বলিতেছেন, যোগী এই সকল তত্ত্ব জানিয়া থাকেন; তিনি আর কর্ত্তব্যমূঢ় হয়েন না। অতএব তুমি সর্ব্ব কালে মদুক্ত যোগে (কর্ম্মযোগে) অভিনিবিষ্ট হও। সুতরাং ইহা সেই ৭ম শ্লোকোক্ত

একে মোক্ষ লাভ, অন্যে পুনর্জ্জন্ম হয়,
এই দুই পন্থা যোগী জানে, ধনঞ্জয়!
কার্য্যাকার্য্য মোহ তা'র না হয় কখন;
অতএব সর্ব্বকালে, ভরত নন্দন!
যোগযুক্ত হও,—সদা বুদ্ধি কর স্থির,
লভিবে উত্তমা গতি যাহে, কুরুবীর! ২৭।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বম্ ইদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানম্ উপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

ইতি তারকব্রহ্ম-যোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কথারই ভাষান্তরমাত্র। ভক্তিযুক্ত ও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মেই ধর্ম্মের পূর্ণতা। ইহাই গীতার সর্ব্বত্র আন্দোলন॥ ২৭।

বেদেষু—বেদাদি শাস্ত্রপাঠে। যজ্ঞেষু—যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে। তপঃসু দানেষু চ—তপস্যা ও দানে। যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং—যে পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। ইদং বিদিত্বা—তোমার প্রশ্নের উত্তরে যে তত্ত্ব আমি কহিলাম, তাহা সম্যক্ জানিয়া। যোগী (কর্ম্মযোগী) তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি—সে সমুদায় অতিক্রম করে (৬৪৬ দেখ)। আদ্যং চ পরং স্থানম্ উপৈতি—এবং বিশ্বের আদিভূত বিষ্ণুপদ (৮২১) প্রাপ্ত হয়। ২৮।

অষ্টম অধ্যায় শেষ হইল। ৭ অঃ ২৯ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইয়া যত্ন করিলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি তত্ত্ব সকল জানা যায়। অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রার্থনামত ভগবান্ সেই ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদির তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝাইয়া, যাদৃশী সাধনায় জীব মৃত্যুকালে

কর্ম্মযোগের প্রাধান্য

এই যে নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু তোমায়
যোগিগণ তার মর্ম্ম জানি সমুদায়,
বেদপাঠে, যজ্ঞ-দানে কিম্বা তপস্যায়,
যে সমস্ত পুণ্যফল লাভ করা যায়,
সমুদয় ধনঞ্জয়! অতিক্রম করি
পায় শ্রেষ্ঠ বিশ্বমূল বিষ্ণুপদতরি। ২৮।

যে ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া তাদৃশী গতি লাভ করে, সবিস্তারে তাহা বলিয়াছেন; এবং সেই বর্ণনাবসরে জীবের সংসারে গতাগতির নিয়ম ও জগতের সৃষ্টিলয়তত্ত্ব প্রসঙ্গতঃ বিবৃত করিয়া উপসংহারে অর্জ্জুনকে যোগবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার আদেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের আদি যে পরম অক্ষর তত্ত্ব, তাহা ব্রহ্ম। তিনি স্ব-ভাবেই অধ্যাত্ম, জীবাত্মা। আপনার অবিশেষ স্বরূপ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সবিশেষ জগৎরূপে অভিব্যক্তি, তাঁহার কর্ম্ম। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জীবভাব তাঁহারই অধিভূত ভাব। সর্ব্ব দেবতার অধিষ্ঠাতৃভাবে তিনি অধিদৈবত আর ভূত-দেহের অন্তর্য্যামিভাবে অধিযজ্ঞ (৩—৪)।

জীব মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, পরজন্মে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়, ইহা সাধারণ সত্য। কিন্তু মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল বিবশ হয়, তখন চেষ্টা করিয়া কিছু স্মরণ করা যায় না। জীবনে যে বিষয় বিশেষ অভ্যস্ত থাকে, যাহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে বর্ত্তমান থাকে, সেই গুলির সংস্কার, বিস্মৃত (Subconscious) অনন্ত সংস্কাররাশির মধ্যে তখন আপনি চিত্তের উপর ভাসিয়া উঠে, Conscious হয়। অতএব যাবজ্জীবন ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিতে পারিলে মৃত্যুকালে তাঁহার ভাব স্মৃতিপথে আসে। তজ্জন্য উপদেশ, সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম কর। ইহাই সাধনতত্ত্বের সার কথা। (৫—৭)।

কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত; তাঁহার ভাবও অনন্ত। তাঁহার অক্ষর ব্রহ্ম ভাব আছে, অধিদৈবত পুরুষ ভাব আছে, পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভাব আছে। এ গুলি তাঁহার পরম ভাব। ইহা ভিন্ন তাঁহার মানুষতনুআশ্রিত ভাব (৯।১১) বিভূতি ভাব আছে ইত্যাদি। সকল ভাবেই তাঁহার চিন্তা করা যায়। যে ভাবে চিন্তা করিলে যেরূপ ফল হয়, এখানে তাহা বলিতেছেন।

১ম উপায়। অনন্যচিত্তে দিব্য পুরুষভাবের বা অধিদৈবত বিষ্ণুভাবের চিন্তা অভ্যাস করা। তদ্দ্বারা অন্তকালে যোগস্থ হইয়া ভক্তিভরে সেই চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে, তাঁহাকে পাওয়া যায়।

২য় উপায়। সর্ব্বত্র বীতরাগ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অতি যত্নে তাঁহার অক্ষর ভাবের চিন্তা অভ্যাস করা। তদ্দ্বারা অন্তকালে যোগস্থ হইয়া ওঙ্কার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে ভগবানের অক্ষর ভাব পাওয়া যায় (১১—১৩)। এই দ্বিবিধ প্রণালী বেদান্ত-সম্মত। যোগশাস্ত্রে ইহাদের নাম ষট্চক্রভেদ।

৩য় উপায়। পূর্ব্বে ৭ম অধ্যায়ে ও পরে ৯—১৫ অধ্যায়ে যে পরমেশ্বর ভাব বিবৃত হইয়াছে, অনন্য-চিত্তে সেই ঈশ্বরভাবে চিত্তসমর্পণ-পূর্ব্বক কর্ম্মযোগে নিত্য যুক্ত থাকা (৭।১৪)। ইহা গীতার ভক্তি-মার্গ। ইহাতে ঈশ্বর লাভ সুলভ (১৪) ইহা গীতার নিজস্ব। এই পন্থা অবলম্বন করিতেই অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের স্পষ্ট আদেশ।

এইরূপে ভগবানের পরম ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতে পারিলে ব্রহ্মলোকও অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তাঁহার যে পরম ধাম (পুরাণের গোলোক) তাহা লাভ হয়। তখন পুনর্জ্জন্মের শেষ হয়।

শ্রুতিস্মৃতি উপদিষ্ট অন্য কর্ম্মদ্বারাও ব্রহ্মলোক লাভ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মলোক লাভই পরমা গতি নহে। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকই বিনাশশীল। ব্রহ্মার দিবসের আরম্ভে প্রকৃতি হইতে কর্ম্মাধীন এই ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ এবং ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে আবার তাহাতেই ইহার বিলয়। ব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপা সেই প্রকৃতিরও অতীত এক পরম অক্ষর তত্ত্ব আছে, তাহাই ভগবানের পরম ধাম, তাহাই পরমা গতি। যিনি তাহা লাভ করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইয়া তথা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি লয়, সর্ব্ব ভূতের জন্ম মৃত্যু দেখিতে পান। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন জন্মমৃত্যু-প্রবাহের অধীনতা অনিবার্য্য (১৫—২২)।

অনন্তর দেহান্তের পর সাধকের যেরূপ গতি এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে তাহা দেখিব ; এবং অন্যেরও যেরূপ গতি গীতায় অথবা অন্যত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, বোধসৌকর্য্যার্থে তাহাও এই স্থানে দেখিব।

দেহান্তের পর সাধকদিগের গতি দুই প্রকার। শুক্লা গতি বা দেবযান ও কৃষ্ণা গতি বা পিতৃযান। যাহারা সর্ব্বকালেই ঈশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করে ; যাহারা যোগমিশ্র ভক্তিমার্গে ঈশ্বরযোগে দিব্য পুরুষের, শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করে ; যাহারা জ্ঞানাশ্রিত যোগমার্গে আত্মযোগে অক্ষর ব্রহ্মের সেবা করে ; অথবা যাহারা অনন্যা ভক্তিতে, পুরুষোত্তম পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মযোগে যুক্ত থাকে, তাহারা সাধনায় সিদ্ধ হইলে দেবযানে পরমা গতি (২১) লাভ করে। তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে, দেহান্ত হইলে তাহারা পিতৃযানে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম্মানুরূপ ভোগের অবসানে আবার মর্ত্ত্য লোকে ফিরিয়া আসে (২৩—২৫)। যোগভ্রষ্ট সাধকেরও ঐরূপ পিতৃযানে গতি হয়। ৬অঃ ৪০—৪৫ শ্লোকে যোগভ্রষ্টের গতি বিস্তারিত হইয়াছে। যাহারা সকাম যজ্ঞাদির যথারীতি অনুষ্ঠান করে,—যাহারা সাধারণভাবে "পুণ্যকৃৎ", তাহাদেরও পিতৃযানে গতি হয় (৯অঃ ২০—২১)। এই দুই ভিন্ন আর গতি নাই। মানুষ চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতে এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

যাহারা কোনরূপ সাধনা করে না, কেবল প্রকৃতি-সমুৎপন্ন রাগদ্বেষের বশে কর্ম্ম করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের উক্ত দুইপ্রকার গতির কোন গতিই হয় না ; তাহাদের ঊর্দ্ধগতি নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা রাজসিক ভাবাপন্ন, তাহারা দেহান্তে মধ্যলোকে অবস্থান করে ; আতিবাহিক শরীরে পৃথিবীর অন্তর্গত প্রেতলোকে বাস করিয়া, আবার মর্ত্তলোকে আগমন করে (১৪অঃ ১৫, ১৮)। আর যাহারা তামসিক

ভাবাপন্ন, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১৪।১৫); "পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্রসত্ত্ব জীব হইয়া বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়।"—ছান্দোগ্য ৫।১০।৮। তাহারা উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৬.২০)। কীট পতঙ্গ দন্দশূকাদি হয় (বৃঃ আঃ ৬.২.১৬)। এমন কি তাহারা স্থাবর যোনিও পাইয়া থাকে (কঠ ২২।৭)।

অতঃপর উপসংহারে কহিলেন যে যোগিগণ এই গতিতত্ত্ব বুঝিয়া থাকেন, তাহাদের আর কার্য্যাকার্য্য-মোহ হয় না। অতএব তুমি সর্ব্বদা সতত যোগ (কর্ম্মযোগ) অবলম্বনে দৃঢ়নিষ্ঠ হও।

শিখায়ে সাধনতত্ত্ব পার্থে দিলা গতি।
দীন এ "দাসের" প্রভু, কি হইবে গতি!
তারকব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

নবমোঽধ্যায়ঃ।

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে হশুভাৎ ॥১॥

জীবে ও জগতে সম্বন্ধ যা' তাঁর
নবমে শ্রীহরি নির্ণয় করিয়া,
জ্ঞান ভক্তি দুয়ে মাথামাথি যথা,
সেই রাজবিদ্যা দিলা দেখাইয়া।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান বা সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান এবং তাহা লাভ করিবার উপায় বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক, তাহা

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি তত্ত্ব কহিনু তোমায়,
পরম ঈশ্বরতত্ত্ব শুন পুনরায়।
গুণে দোষ-দরশন স্বভাব যাহার।
কুটিল সন্দেহপূর্ণ হৃদয় তাহার;
নিগূঢ় শাস্ত্রের মর্ম্ম সে বুঝিতে নারে,
অনুচিত গূঢ় তত্ত্ব কহিতে তাহারে।
তোমার সে দোষ নাই, তুমি যোগ্যতম,
কহিব তোমায় এবে, যাহা গুহ্যতম;
কহিব সে জ্ঞান আর সাধনা তাহার,
যা' জানি অশুভ সব ঘুচিবে তোমার। ১।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুম্ অব্যয়ম্ ॥২॥

বলিতেছিলেন। মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে, অর্জ্জুনের প্রশ্নমত তাহারই অন্তর্গত ব্রহ্মতত্ত্ব বিবিধ সাধনতত্ত্ব ও গতিতত্ত্ব বিবৃত করিয়া, নবম অধ্যায়ে পুনর্ব্বার সেই জ্ঞান সেই রাজবিদ্যা, যদ্দ্বারা সেই জ্ঞান কার্য্যতঃ লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন। এই জন্য এই অধ্যায়ের নাম "রাজবিদ্যা রাজগুহ্য-যোগ"। বক্ষ্যমাণ এই রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য যোগই গুহ্যতম তত্ত্ব। তজ্জন্য বলিতেছেন ;—ইদং তু গুহ্যতমং জ্ঞানম্ অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি। বিজ্ঞান—যদ্দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায়, হৃদয়ে উপলব্ধি করা যায়। অনসূয়—গুণে দোষারোপের নাম অসূয়া। যে তাহা করে না, সে অনসূয়। যে সরল বিশ্বাসে আচরণ করে, সে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করে। প্রবক্ষ্যামি—বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা, অশুভাৎ—সংসারের অশুভ হইতে। মোক্ষ্যসে—মুক্ত হইবে।১।

ইদম্—এই বিদ্যা। রাজবিদ্যা—বিদ্যা সকলের রাজা। রাজগুহ্যম্—গোপনীয় বিষয় সমূহের রাজা। অর্থাৎ ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বা সাধন। উপসর্জ্জন পদের পর নিপাত। এই অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ যে ভক্তিসাধন,

---

বিদ্যামধ্যে রাজবিদ্যা, বিদ্যা শ্রেষ্ঠতম,
সকল গুহ্যের মধ্যে ইহা গুহ্যতম।
সাধন সকল মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনঞ্জয় !
দৃষ্টফল এই জ্ঞান, সুখে সিদ্ধ হয় ;
সর্ব্বধর্ম্মসম্মত,—সকল ধর্ম্মফল
ইহার সাধনে পার্থ ! মিলে হে, সকল।
কাম্যকর্ম্মফল যত ভোগে ক্ষয় হয়,
এ জ্ঞানের মোক্ষ ফল অব্যয়—অক্ষয়। ২।

সুখের সাধনা

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩॥
ময়া ততম্ ইদং সর্ব্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥৪॥

তাহাই ভগবানের উপদেশমতে বিদ্যা বা সাধন সমূহের রাজা অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম সাধন (তিলক)।

ইদম্ উত্তমং পবিত্রং—পবিত্রতাকারক, পাবন। এই বিদ্যালাভ হইলে হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যক্ষাবগমং—দৃষ্টফল, প্রত্যক্ষ-গম্য। ধর্ম্ম্যং—ধর্ম্মানুগত। কর্ত্তুং সুসুখং—সুখে ইহার অনুষ্ঠান করা যায়। অব্যয়ং—অক্ষয় ফলজনক।

এই শ্লোকে "সুসুখং কর্ত্তুম্" এই গীতাবাক্যটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। অতঃপর ভগবান্ যে সাধনতত্ত্ব বলিতেছেন সুখে তাহার অনুষ্ঠান করা যায়। সাধনার এই দিকটা, এই প্রত্যক্ষগম্য "সুখের সাধনা" আর কেহ দেখাইয়া দেন নাই। এই সুখের সাধনাই গীতার রাজবিদ্যা। ২৬—২৭ শ্লোকে ইহা বড় পরিস্ফুট হইয়াছে। ২।

অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ—এই ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই। ধর্ম্মস্য—কর্ম্মে ষষ্ঠী, ইমং ধর্ম্মম্ অশ্রদ্দধানাঃ। তাহারা, মাম্ অপ্রাপ্য—আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া। মৃত্যু-সংসারবর্ত্মনি—মৃত্যুময় সংসারমার্গে। নিবর্ত্তন্তে—নিরত ভ্রমণ করে। ৩।

এই বার প্রতিজ্ঞাত সেই জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। লোকে ঈশ্বরকে

এই যে পরম ধর্ম্ম—কৌরব-তনয়!
যা'দের ইহার প্রতি শ্রদ্ধা নাহি রয়,
তাহারা, হে পরন্তপ! না পেয়ে আমায়,
ভ্রমে নিত্য মৃত্যুময় সংসার-পন্থায়। ৩।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা বলে; কিন্তু কি অর্থে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, কি অর্থে তিনি জগতের আধার ও পালনকর্ত্তা এবং কি অর্থেই বা প্রলয়কর্ত্তা, ক্রমে ক্রমে তাহা বলিতেছেন।

অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া (কারণভূতেন—শ্রী) সর্ব্বম্ ইদং জগৎ ততম্—আমার মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বরূপ (শং, শ্রী) অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের আগোচর। জীব ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। আমার সেই অব্যক্ত কারণস্বরূপ সত্তার দ্বারা, এই সমস্ত জগৎ তত। জগতের সর্ব্ব বস্তু, অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত, অনুস্যূত। অথবা তত—বিস্তারিত বা প্রসারিত। আমার অব্যক্ত স্বরূপ হইতেই এই সমুদায় জগৎ বিস্তারিত বা প্রকাশিত হইয়াছে।

কারণ বলিলে, নিমিত্ত এবং উপাদান দ্বিবিধ কারণই বুঝিতে হয়। কুম্ভকার মৃত্তিকা দিয়া ঘট প্রস্তুত করে। এখানে ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও উপাদান কারণ মৃত্তিকা। ঈশ্বর বিশ্বকারণ; তিনিই পরমেশ্বর ভাবে বিশ্বের নিমিত্ত, এবং প্রকৃতি ভাবে উপাদান।

সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি—স্থাবর জঙ্গম সব বস্তু কারণরূপী আমাতে অবস্থিত (শ্রী)। আমিই তাহাদের ব্যাপক, ধারক ও নিয়ামক। আবার

চরাচরময় এই সমগ্র সংসার
ঈশ্বর — আমারে জানিও, পার্থ, কারণ ইহার।
সর্ব্বকারণ — আমিই নিমিত্ত এর, আমি উপাদান,
আমাতেই পরিব্যাপ্ত এ বিশ্ব মহান্;
ইন্দ্রিয়-গোচর নহে সে ভাব আমার,
জীব-জ্ঞান-গম্য নহে রহস্য তাহার।
কারণস্বরূপ সেই সত্তায় আমার
অবস্থিত সর্ব্ব ভূত, কৌরব-কুমার!
আমারই আশ্রয়ে বটে আছে সমুদয়,
কিন্তু মম শুদ্ধ সত্তা সে সবে না রয়। ৪।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইলেও, অহং তেষু ন অবস্থিতঃ—আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। মৃত্তিকাই যেমন রূপান্তরিত হইয়া ঘটাদি পাত্রে স্থিতি করে, আমার শুদ্ধ সত্তা সে ভাবে জাগতিক পদার্থে স্থিতি করে না। আমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত। ৪।

আবার সে ঐশ্বরং যোগং পশ্য—আমার অসাধারণ যোগশক্তি দেখ। এক ভাবে সর্ব্বভূত আমাতে স্থিতি করিলেও, ভূতানি ন চ মৎস্থানি—অন্য ভাবে ভূত সকল আমাতে স্থিতি করে না; অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগৎ আধার-আধেয়-ভাবে সংশ্লিষ্ট নহে (শং)।

আবার দেখ, মম আত্মা ভূতভৃৎ—ভূতধারক। ও ভূতভাবনঃ—ভূতভাবের উৎপাদক বা প্রতিপালক হইলেও। ন চ ভূতস্থঃ—কোন ভূতে অবস্থিত নহে। অথবা আমি ভূতভৃৎ কিন্তু ভূতস্থ নহি। আমি ভূতের আধার হইয়াও উহাতে থাকি না। মম আত্মা ভূতভাবনঃ।

আবার আমাতে বটে আছে সমুদায়
অদ্ভুত প্রভাব মম দেখ পুনরায়;—
নির্লিপ্ত আকাশবৎ আমি এ সংসারে
ঈশ্বরে যেহেতু আধেয় রহে যেমন আধারে,
জগতে সে ভাবে আমাতে কভু না রয় সে সব;—
ও জীবে জীবজ্ঞানে বুঝিবে না এ তত্ত্ব, পাণ্ডব!
সম্বন্ধ আত্মভাব আমার, হে কৌরব-নন্দন!
চরাচর সর্ব্ব ভূতে করিয়া সৃজন
ধারণ পালন বটে করে সমুদয়
তথাপি জানিবে তাহা কিছুতে না রয়। ৫।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬॥

মম আত্মা—ভগবানই আত্মস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে আমার আত্মা, এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। তজ্জন্য শ্রীধর বলেন, মম আত্মা আমার পরম স্বরূপ অর্থাৎ আমি স্বয়ং। যেমন রাহুর শির, তদ্রূপ কল্পনায় ষষ্ঠী। এক ভাবে ভগবান্ ভূতভৃৎ হইলেও, তাঁহার যাহা পরম স্বরূপ, তাহা ভূতস্থ নহে। অর্থাৎ অধ্যাত্মভাবে (৮।৩) বিভূতির ভাবে আত্মস্বরূপে, তিনি সর্ব্বভূতাশয়স্থিত (১০।২০) হইয়া ভূতভাবন; কিন্তু তাঁহার পরম স্বরূপ জগতের অতীত (৭।২৪, ৮।২১)। ৬ শ্লোকের টীকায় ইহা সবিস্তারে বুঝিব।

ভগবান্ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সর্ব্বময়, সর্ব্ব ভূত তাঁহাতে অবস্থিত হইয়াও অবস্থিত নহে, তিনি ভূতস্থ হইয়াও ভূতস্থ নহেন, নির্গুণ হইয়াও সগুণ, অনন্ত হইয়াও সান্ত, অক্ষর হইয়াও জগৎকারণ, বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতীত;—এই সমস্তই তাঁহার ঐশ্বরীয় যোগ; তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তি, Mystic Divine power ইহা জীবজ্ঞানের অতীত। ৫।

ঈশ্বর জগতের আধার হইয়াও অসংলিপ্ত কিরূপে? সর্ব্বত্রগঃ—সর্ব্বত্র গমনশীল। মহান্ বায়ুঃ। যথা অসংলিপ্ত ভাবে আকাশে স্থিতঃ। মহান্—পরিমাণে মহান। তথা তদ্রূপ অসংলিপ্ত ভাবে। সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি, ইতি উপধারয়—সর্ব্ব ভূত আমাতে অবস্থিত জানিবে।

তিনি সর্ব্বত্র　সর্ব্বতো গমনশীল মহান্ পবন
অসংলিপ্ত　রহে নিত্য নিরাকার আকাশে যেমন,
যথা—বায়ু　নিরাকার আমাতে তেমতি, ধনঞ্জয়!
ও আকাশ　জানিও সমস্ত ভূত অসংলিপ্ত রয়। ৬।

আকাশের অর্থ, অবকাশাত্মক আকাশ—মহাকাশ, Absolute space; আর আকাশ মহাভূত, Ether. এখানে প্রথম অর্থ অভিপ্রেত।

৪—৬ শ্লোকে যাহা বিবৃত হইল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, অগ্রে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব ও জগৎ—এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে হয়। এই সকলই মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিলে তবে গীতা বুঝা যায়।

ব্রহ্মের দুই ভাব। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ। নির্ব্বিশেষ ভাবে ব্রহ্ম জগতের অতীত। সে ভাব সৃষ্টির বাহিরে, Phenomenaর বাহিরে এবং তাহা আমাদের জ্ঞানেরও বাহিরে। সুতরাং তাহা আমাদের অলোচ্য নহে। জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই আমাদের ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা। সেই জগৎ-কারণ-ভাবে ব্রহ্ম সবিশেষ, সগুণ, সোপাধিক। এই বিশিষ্ট ভাবে তিনি পরা শক্তিমান্ Almighty. তাঁহার সেই শক্তির নাম মায়া। যে শক্তিপ্রভাবে অপরিছিন্ন ব্রহ্ম পরিছিন্নের ন্যায়—বিভক্তের ন্যায় হন, তাহার নাম মায়া; ৭।১৪, দেখ। মায়া তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি—শ্বেতাশ্বতর—৬।৮। শক্তির দুই ভাব। বীজভাব ও প্রকাশ ভাব। ক্রিয়ার বিকাশোন্মুখ অবস্থায়, সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্তে সেই শক্তিদ্বারা ব্রহ্ম হইতে জগতের মূল উপাদান কারণরূপ এক অব্যক্ত সত্তার অভিব্যক্তি হয়। ইহাই প্রকৃতি। কারণ-রূপা মায়া শক্তির যে কার্য্যাবস্থা তাহার নাম প্রকৃতি। "এতাবৎ কাল তিনি (ব্রহ্ম) মিলিত স্ত্রী-পুরুষ ভাবে ছিলেন; এখন আপনাকে দুই ভাগে ভাগ করিলেন; তাহাতে পতি ও পত্নী হইল।"—বৃহদারণ্যক ১।৪।৩। ব্রহ্ম আপনাকেই পরম পুরুষ পরমেশ্বররূপে ও পরমা প্রকৃতিরূপে—দুই ভাবে প্রকাশিত করিলেন। এক পরম ব্রহ্ম-আধারে পুরুষ প্রকৃতি—দুই ভাবের বিকাশ হইল।

অনন্তর সেই পরমেশ্বর ভাবে তিনি, সেই প্রকৃতি ভাবকে উপাদান ও অধিকরণ করিয়া তাহাতে সৃষ্টির কল্পনা প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্রকর যেমন

চিত্র কল্পনা করিয়া, চিত্রপট গ্রহণপূর্ব্বক, তাহাতে সেই কল্পিত চিত্র চিত্রিত করেন ; তেমনি প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত পটে ভগবান্ স্বকল্পিত সৃষ্টির বিকাশ করেন, "নাম রূপ" দিয়া তাহাকে সৎ-রূপে, বাস্তব পদার্থে পরিণত করেন,—ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়া স্বয়ং বিভূতির ভাবে (১০।২০) আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সর্ব্ব ভূতভাবের বিকাশপূর্ব্বক অন্তর্যামিভাবে আপনিই তাহা ধারণ করেন।

ভগবানের প্রকৃতিভাবের উপর অভিব্যক্ত এই জগৎ—এই বিরাট্ বিশ্ব, তাঁহার ব্যক্ত মূর্ত্তি ; আর সেই ব্যক্ত মূর্ত্তির অন্তরালে তাঁহার যে অন্তর্যামিভাবে অধিষ্ঠান, তাহা তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি। সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা তাঁহার এই মূর্ত্তিরই বিভূতি (১০।২০) ; জীবভূতা পরা প্রকৃতি তাঁহার এই মূর্ত্তির ছায়া (৭।৫) ; এই অব্যক্ত মূর্ত্তিতেই তিনি সর্ব্বময়। অব্যক্তমূর্ত্তিরূপ কারণে তাঁহার ব্যক্ত মূর্ত্তি বা কার্য্য-কারণ-সংঘাত জগৎ বিধৃত। ময়া ততম্ ইদং সর্ব্বং জগৎ অব্যক্তমূর্ত্তিনা।

এইরূপে ভগবান্ জগতের সহিত আপনার সম্বন্ধ বুঝাইয়া পরে, জীবের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা বলিতেছেন। সর্ব্ব ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। আবার সর্ব্ব ভূত আমাতে অবস্থিত হইলেও, এক ভাবে আমাতে অবস্থিত নহে। এবং আমি ভূতভৃৎ কিন্তু ভূতস্থ নহি। আমার আত্মাই ভূতভাবন। অথবা আমার আত্মা ভূতভৃৎ ও ভূতভাবন হইলেও ভূতস্থ নহে

ইহার মর্ম্ম বুঝিবার জন্য প্রথমে ভূত বা জীব কি, তাহা দেখিতে হইবে। ৭।৫ ও ১৩।১৬ শ্লোকে জীবতত্ত্ব বুঝিয়াছি। জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অধ্যাত্ম ভাব, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। কিন্তু জীবাত্মা জীব নহে। যাহা জীব, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা দেহ ও জীবাত্মার সংযোগে উৎপন্ন, মিশ্র পদার্থ (১৩।২৬)। আমাদের স্থূল দেহের অভ্যন্তরে, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি-সংগঠিত সূক্ষ্ম দেহ আছে ; সর্ব্বত্র অনুস্যূত ভগবানের অধ্যাত্ম ভাবের সহিত

সংমিশ্রণে সেই অচেতন সূক্ষ্ম দেহ চেতনবৎ হয় এবং তাহাতে তাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দ ভাবের আভাস-স্বরূপ "অহং-কর্ত্তা জ্ঞাতা-ভোক্তা" ভাবের বিকাশ হয়। এই "কর্ত্তাজ্ঞাতাভোক্তা ভাবই" জীবভাব; আর সেই জীব-ভাব-সমন্বিত চেতনবৎ সূক্ষ্ম শরীরই জীব বা ভূত (৭।৫ দেখ)। এই স্থূল দেহ তাহার বাহ্য আবরণ মাত্র। এই জীবভাব বা ভূতভাব প্রকৃতির ভাব। তাহা সবিকার অনিত্য ও পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু সেই ভূত-ভাবের পশ্চাতে ভগবানের যে আত্মভাব, তাহা নির্ব্বিকার নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন।

অতএব ভগবানের আত্মভাবে জীব ভাব বিধৃত, আত্মভাবেই সর্ব্ব ভূত অবস্থিত; কিন্তু সেই ভূত সকলে ভগবান্ অবস্থিত নহেন, এবং তাঁহার আত্মভাব সর্ব্বভূতাশয়স্থিত হইয়া ভূতভৃৎ ও ভূতভাবন হইলেও, তাহা ভূতস্থ নহে। আবার যাহা ভূত ভাব, তাহা প্রকৃতির ভাব, আত্মার নহে। সুতরাং ভূতগণ আত্মাতে বা পরমেশ্বরে অবস্থিত নহে।

এই সকল কথাই আকাশ ও বায়ুর দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছেন। বায়ু যেমন আকাশে স্থিত, জীবও সেইরূপ সর্ব্বাত্মা ভগবানে স্থিত। আবার বায়ু আকাশে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বত্রগ ও মহান্। জীবও আত্মস্বরূপে সর্ব্বগত, বিভু। প্রকৃতিবশ জীব পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব-সত্ত্বেও আপনাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিমান্ মনে করিয়া কর্ম্ম করে। অতএব জীবকে ঈশ্বরে অবস্থিত হইয়াও অনবস্থিত, অবশ হইয়াও স্বাধীন বলা যায়, এবং ঈশ্বর অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সর্ব্বময় হইলেও জগতে অবস্থিত নহেন, বলা যায়।

নিরঞ্জন নিষ্কল ব্রহ্মের অংশ-কল্পনা পরমার্থতঃ অসত্য হইলেও জগত্তত্ত্ব বুঝিবার জন্য এরূপ কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য এবং জগৎ-সম্বন্ধে সগুণ ব্রহ্মে অংশত্ব—নানাত্ব কল্পনা অপরিহার্য্য; ১৩।১৬ ও ১৫।৭ দেখ। ৬।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭॥
প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ॥
ভূতগ্রামম্ ইমং কৃৎস্নম্ অবশং প্রকৃতে র্ব্বশাৎ ॥৮॥

১—৬ শ্লোকে স্থিতিকালে জগতের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ উক্ত হইল। এক্ষণে সৃষ্টি-লয়ে জগতে ঈশ্বরে যে সম্বন্ধ, তাহা বলিতেছেন।

হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে—প্রলয়কালে। সর্ব্বভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি—আমার ত্রিগুণা প্রকৃতিতে লীন হয়। মামিকা—মদীয়া (শং, শ্রী)। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম কল্প। ভগবানের কল্পনার উপর এই সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম কল্প। কল্পাদৌ—সৃষ্টির প্রারম্ভে। তানি—পূর্ব্বের সেই ভূত সকলকে। অহং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি—বিশেষেণ সৃজামি, পূর্ব্ববৎ (শং); অর্থাৎ প্রলয়ে যাহা অবিশেষ বা অব্যক্ত ভাবে প্রকৃতিতে লীন ছিল, তাহাকে সেই পূর্ব্বানুযায়ী নামরূপাদি বিশেষে পুনর্ব্বার প্রকাশিত করি। ইহা সৃষ্টি নয়, বিসৃষ্টি। সৃষ্টির অর্থ, যাহা ছিল না, তাহার উৎপাদন। আর বিসৃষ্টির অর্থ যাহা অপ্রকাশিত ভাবে ছিল, তাহা প্রকাশ করা। ৭।

কিরূপে কল্পারম্ভে ভূতগণের বিসৃষ্টি হয়, অতঃপর তাহা বলিতেছেন।

এই ভাবে থাকিয়া আমাতে কল্প কাল
প্রলয় ও — কল্পশেষে অবশেষে সেই ভূতজাল
সৃষ্টিতত্ত্ব — মিশাইয়া গুণময়ী মায়াতে আমার
(৭—১০) অতীন্দ্রিয় ভাবে রয়, কৌরবকুমার!
কল্পারম্ভে পুনঃ সবে, কৌরবকেশরি!
পূর্ব্ববৎ নামরূপে প্রকাশিত করি। ৭।

স্বাং প্রকৃতিং—স্বকীয়া, পূর্ব্বশ্লোকোক্তা মামিকা প্রকৃতিতে (শং, রামা)। অবষ্টভ্য—অধিষ্ঠান করিয়া (শ্রী)। প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং—প্রকৃতির বশে অস্বতন্ত্র; পূর্ব্বকর্ম্মজনিত সংস্কারের অধীন (শং)। কৃৎস্নম্ ইমম্ ভূতগ্রামম্—এই সমস্ত ভূতকে। পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি—প্রকাশিত করি। অবশ—৮।১৯, ৩।১৭ পৃষ্ঠা দেখ। জীবগণ অবশ ভাবে সৃষ্টি-লয় ব্যাপারের অধীন থাকে। পুনঃ পুনঃ—এই শব্দের দ্বারা সৃষ্টি-লয়ের অনাদিত্ব সূচিত হইতেছে।

শ্রীধর "স্বাম্" অর্থে স্বাধীনা বুঝিয়াছেন। ফল কথা, জগৎসৃষ্টি কার্য্যে ঈশ্বরই প্রধান অথবা প্রকৃতি প্রধান, এমন কথা পরিষ্কার বলিতেছেন না। প্রকৃতির সাহায্য বিনা সৃষ্টি হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ নূতন ভাবেও হয় না। যাহা হয়, তাহা প্রকৃতির বশে, প্রাচীন কর্ম্মবীজ বা বাসনা বীজবশে হয়; ১৫।২ দেখ। অতএব প্রকৃতিই প্রধান ও স্বাধীন। পুরুষোত্তমে ৺জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ ঠুঁটো, হাতকাটা; যেহেতু জগতে জগন্নাথের হাত,

---

আপন ইচ্ছায় কিন্তু, ভরত-নন্দন!
আমি হে, করি না এই জগৎ সৃজন।
ঈশ্বরকর্তৃক নিজ নিজ কর্ম্মফলে, শুন মহাযশ!
প্রকৃতিবশ ভূতগ্রাম অনিবার্য্য প্রকৃতির বশ;
জীবের সৃষ্টি প্রলয়ে বিলীন হয় প্রকৃতির সনে
ব্যক্ত হয় পুনরায় প্রকৃতিস্ফুরণে;—
পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুরূপ সবে, ধনঞ্জয়!
আকৃতি প্রকৃতি সহ প্রকাশিত হয়।
আপনার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি
অবশ সে ভূতগণে প্রকাশিত করি।
এই ভাবে পুনঃ পুনঃ আমি, মতিমান্!
প্রকৃতির বশে করি জগৎ নির্ম্মাণ। ৮।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদ্ আসীনম্ অসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥১০॥

স্বাধীনকর্তৃত্ব নাই। পুনর্ব্বার ঈশ্বরই জগৎকারণ; তাঁহার অধিষ্ঠান বিনা সৃষ্টি হয় না। এখানেও বলিতেছেন, "বিসৃজামি"—আমি বিসর্জ্জন করি। অতএব প্রকৃতি প্রধান বা স্বাধীন নহে। আবার প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি, সুতরাং তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থও নহে। ৮।

এইরূপে প্রকারান্তরে সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তা হইলেও উদাসীনবৎ আসীনম্—উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত। যেহেতু তেষু কর্ম্মসু অসক্তং—সৃষ্টিসংহারাদি সেই কর্ম্মসমূহে অনাসক্ত। মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি—সৃষ্টিসংহারাদি সেই কর্ম্ম সকল আমাকে বদ্ধ করে না।

যে উদাসীন সে কোন কর্ম্মের কর্ত্তা হইতে পারে না; আর যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা, সে উদাসীন হইতে পারে না; তজ্জন্য "উদাসীনবৎ" বলা হইয়াছে (শ্রী)। ৯।

কিরূপে ঈশ্বর উদাসীনবৎ হইয়াও জগৎসৃষ্টির কর্ত্তা? অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে—আমার অধ্যক্ষতা অর্থাৎ প্রেরণা বা পরিচালনার দ্বারা প্রকৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ প্রসব করে। প্রকৃতির

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি এই কর্ম্ম যত
ঈশ্বর　অনাসক্ত আমি তায় উদাসীন মত।
উদাসীনবৎ　আসক্তি-বিহনে সেই কর্ম্ম সমুদয়,
করে না আমারে বদ্ধ কভু, ধনঞ্জয়। ৯।
অধ্যক্ষের ভাবে মাত্র, কৌরবকেশরি।
সৃষ্টির কারণ　গুণময়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি।

স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তৃ-ভাবে ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিলে, প্রকৃতি হইতে জগতের বিকাশ হয়। অনেন হেতুনা—এই অধিষ্ঠান বশতঃ। জগৎ বিপরিবর্ত্ততে—সর্ব্ব অবস্থাতেই পরিবর্ত্তিত হই- তেছে (শৎ); বারংবার সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিপরিবর্ত্তন সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎসম্বন্ধে ও ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক বস্তুসম্বন্ধে। জগতে সর্ব্বত্র—প্রতি অণু পরমাণুতে, নিয়ত এই বিপরিবর্ত্তন (বারংবার পরিবর্ত্তন)। সমগ্র জগৎ এক একটি বিভিন্ন ভাবের স্রোত মাত্র।

চুম্বক যেমন সন্নিধানে মাত্র থাকিয়াই লৌহের প্রবর্ত্তক হয়, তেমনি ভগবান্ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃমাত্র থাকিয়াই তাহার নিয়ত পরিণামের কারণ হয়েন। অতএব তিনি কর্ত্তাও বটেন, উদাসীনও বটেন।

৪ হইতে ১০ শ্লোকের স্থূল মর্ম্ম এই,—প্রকৃতিবশ জীব প্রলয়কালে প্রকৃতিবশে প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার পুনঃ সৃষ্টিতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতিবশে আবির্ভূত হইয়া, পূর্ব্ববৎ ভাব প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের সত্তাতেই প্রকৃতির সত্তা, তথাপি কার্য্য প্রকৃতির বশেই হয়। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান না হইলে কিছু হয় না, আবার প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও কিছু হয় না। সুতরাং ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও স্বাধীন নহেন, কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা নহেন, হর্ত্তা হইয়াও হর্ত্তা নহেন। তিনিই সকলকে ধারণ করেন, তথাপি নির্লিপ্ত; সকলকে পালন করেন, তথাপি উদাসীন। যত অসম্ভব, তাঁহার কাছে সমস্তই সম্ভব। ইহা তাঁহার ঐশ্বরীয় যোগ। জীবজ্ঞানে ইহা ঠিক বুঝা যায় না। ১০।

ঈশ্বরের মাত্র সেই অধিষ্ঠান লভিয়া আমার
অধিষ্ঠান প্রকৃতি প্রকাশ করে সমগ্র সংসার।
কিন্তু কর্ত্রী আমার সে অধিষ্ঠানবশে, ধনঞ্জয় !
প্রকৃতি এ সংসার বারংবার সমুৎপন্ন হয়। ১০।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্।
পরং ভাবম্ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥

মূঢ়াঃ—মূর্খেরা। ৪—১০ শ্লোকোক্ত এবম্ভূত মম ভূত-মহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ—পরম ভাব না জানিয়া। মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং—নরদেহাশ্রয়ে আবির্ভূত ও মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহারশীল। মাং অবজানন্তি—আমাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করে। অথবা অবজ্ঞার অর্থ হীন জ্ঞান, অসম্পূর্ণ ভাবে জানা। আমার মানুষী তনু আশ্রিত বিভূতির ভাবকেই পূর্ণ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে, আমার পরম ভাব বুঝিতে পারে না। ভগবানের

প্রকৃতির বশ যত জীব, নরবর !
প্রকৃতির বশে ভ্রমে সংসার ভিতর,
কল্পান্তে তা'দের হয় প্রকৃতিতে লয়,
কল্পারম্ভে তাহারাই আবির্ভূত হয়।
আমারই আশ্রয়ে থাকে সেই জীবগণ, (জগতে)
প্রকৃতির বশে কিন্তু করে, হে, ভ্রমণ। (জগন্নাথের)
আমারই বিলাস সেই প্রকৃতি আবার, (হাত নাই)
আপন স্বভাবে কিন্তু চলে অনিবার। (ঠুঁটো)
স্বাধীন হইয়া আমি প্রকৃতি-অধীন,
জগতের কর্ত্তা বটে, তবু উদাসীন,
জগৎ ধারণ করি আমি বটে রই,
কিছুতেই লিপ্ত কিন্তু কখন না হই।
সংসারে আমিই ধাতা, আমি হর্ত্তা, কর্ত্তা,
তথাপি অধাতা আমি, অহর্ত্তা, অকর্ত্তা।
আমার ঐশ্বর যোগ জানিবে এ সব,
জীবজ্ঞানে বুঝিবে না এ তত্ত্ব, পাণ্ডব। ৪—১০।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীম্ আসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিসম্বন্ধে ইহা সাধারণ ভ্রান্তি। বসুদেব পুত্ররূপে তিনি সামান্য মানুষও নহেন, অথচ ইহা তাঁহার পরম ভাবও নহে। ১১।

সেই মূর্খেরা, মোহিনীং রাক্ষসীম্ আসুরীং চ এব প্রকৃতিং শ্রিতাঃ— রাক্ষসের ন্যায় হিংসাদি প্রধান এবং অসুরের ন্যায় কাম দর্প লোভাদি প্রধান মোহিনী অর্থাৎ ভ্রান্ত জ্ঞান আশ্রয় করিয়া। মাম্ অবজানন্তি— পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত অন্বয়। তাহারা মোঘাশাঃ—নিষ্ফলাশ; মোহান্ধ-হেতু ইষ্টলাভে বিফল-মনোরথ হয়। মোঘকর্ম্মাণঃ—বৃথা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে। মোঘজ্ঞানাঃ—তাহাদের জ্ঞান কুতর্কাশ্রিত, ভ্রান্ত; তদ্দ্বারা সত্যের জ্ঞান লাভ হয় না। বিচেতসঃ—সদসৎ বিচারে অক্ষম। ১২।

	পরম ঈশ্বর আমি সর্ব্ব চরাচরে
ভগবানের	এ পরম তত্ত্ব মম না জানি অন্তরে,
মানুষভাব	নরদেহে আবির্ভূত সংসারে আমায়
সম্বন্ধে	অর্জ্জুন! অবজ্ঞা করে মূর্খ সমুদায়।
মূঢ়ের	আমার পরম ভাব তাহারা না জানে,
ধারণা	বিভূতির ভাবে মম পূর্ণ ব্রহ্ম মানে। ১১।
আসুরিক	তাহারা রাক্ষস আর অসুরের মত
জ্ঞান বুদ্ধি	হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধে মগ্ন অবিরত।
কর্ম্ম এবং	মোহঘোরে অভিভূত জ্ঞানবুদ্ধিহারা,
উপাসনা	অন্যে ভজি বৃথা সুখ ইচ্ছা করে তা'রা,
	বৃথা করে বহুবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
	কুতর্ক-আশ্রিত মিথ্যা তাহাদের জ্ঞান।
	অশন, বসন, পান, হিংসা, পরধনে
	মজিয়া, আমারে ঘৃণা করে মূঢ়গণে। ১২।

মহাত্মান স্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্ অব্যয়ম্॥১৩॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥

তু—কিন্তু! হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ—দৈবী-প্রকৃতিক মহাত্মারা (১৬ অঃ ১—৩ দেখ)। মাং ভূতাদিম্ অব্যয়ং জ্ঞাত্বা—আমাকে সর্ব্ব ভূতের আদি, জগৎকারণ ও নিত্য জানিয়া। অনন্যমনসঃ ভজন্তি—অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করে। ১৩।

ঐ দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মগণের সাধনা দুই ভাবের;—ভক্তিযোগে ও জ্ঞানযোগে। ১৪ শ্লোকে ভক্তিযোগে সাধনা ও ১৫ শ্লোকে জ্ঞানযোগে সাধনা বিবৃত হইয়াছে।

তাঁহারা সততং—সর্ব্বদা। মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ—মদ্বিষয়ক আলাপ করতঃ। যতন্তঃ দৃঢ়ব্রতাঃ চ—যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া। ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ চ—ভক্তি-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া। নিত্যযুক্তাঃ—সর্ব্বদা যুক্ত চিত্তে। মাম্ উপাসতে।

কিন্তু সেই মহাত্মারা, যাদের অন্তর
দৈবীপ্রকৃতি — দৈব গুণে বিভূষিত, কুরুবংশধর,
এবং — জগৎকারণ আদি, আমি হে, অব্যয়,
উপাসনা — জানিয়া আমারে ভজে অনন্য-হৃদয়। ১৩।
দুই ভাবে করে তা'রা ভজনা আমার,
ভক্তিযোগে কেহ, কেহ জ্ঞানযোগে আর।
ভক্তিযোগে — সুদৃঢ় যতনে কেহ, কৌরব-নন্দন,
উপাসনা — সতত আমার স্তব করে আলপন,
নমস্কার করে নিত্য সভক্তি অন্তরে,
সদা যোগযুক্ত চিত্তে মম সেবা করে। ১৪।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মাম্ উপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥১৫॥

আমাকে—হৃদিস্থিত আত্মারূপী আমাকে (শং), শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে (রামা, বল)। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ মতে, ইহা পরমাত্মা পরব্রহ্মের উপাসনা ; আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে, ইহা শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। এখানে কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ মানুষী তনুতেই আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া সেই ঈশ্বর-তত্ত্ব ও তাঁহার উপাসনা ৭—১৫ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। তিনি আপনাকে অব্যয়, ভূতাদি (৯।১২) ভূতমহেশ্বর (৯।১১) বলিয়াছেন, সাধিভূত সাধিদৈব সাধিযজ্ঞ ভগবান্ (৭।৩০) বলিয়াছেন ; আবার তিনি সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা (১০।২০)। অক্ষর ভাবই তাঁহার পরম স্বরূপ (৮।১১)। সুতরাং যিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্, তিনিই হৃদয়স্থ আত্মা এবং তিনিই আপনার মায়াশক্তিযোগে মানুষী তনুতে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ (৪।৬)। পূর্ব্বোক্তরূপ প্রভেদ কল্পনা কেবল ভিত্তিহীন সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল মাত্র। ১৪।

দেখি বাসুদেবময় সমগ্র জগৎ
জ্ঞানযোগে উপাসনা — জ্ঞানযজ্ঞে পূজে অন্যে, জ্ঞানী যে মহৎ।
বহু বহু ভাবে করে মম উপাসনা,
কেহ করে জীব ব্রহ্মে অভেদ ভাবনা ;
জীবেশ্বর পরস্পর ভিন্ন কেহ ভাবে,
প্রভুজ্ঞানে ভগবানে সেবে দাসভাবে,
সর্ব্বময় আমারে, হে, কেহ বা আবার
সেবে হরি-হর আদি কত ভাবে আর ;
বিশ্বরূপী আমারে হে, বিশ্বে এই ভাবে,
অভেদ বা ভিন্ন ভাবে সেবে বহু ভাবে। ১৫।

অহং ক্রতু রহং যজ্ঞঃ স্বধাহম্ অহম্ ঔষধম্।
মন্ত্রোঽহম্ অহম্ এবাজ্যম্ অহং অগ্নি রহং হুতম্ ॥১৬॥

অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্ উপাসতে। "সমস্তই বাসুদেব" এই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া যে ভজনা, তাহা জ্ঞানযজ্ঞ (শ্রী)। তন্মধ্যে কেচিৎ একত্বেন—জীব ও ঈশ্বর অভেদ জ্ঞানে, অদ্বৈত ভাবে। কেচিৎ পৃথক্ত্বেন—ঈশ্বর উপাস্য প্রভু, জীব উপাসক দাস; ঈশ্বর এক বস্তু, জীব অন্য বস্তু, ইত্যাদি রূপ পৃথক্ জ্ঞানে দ্বৈত ভাবে। আবার কেচিৎ বিশ্বতোমুখং মাং বহুধা উপাসতে। বিশ্বতোমুখ—সর্ব্বাত্মক, বিশ্বরূপ। জগতের যেখানে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, চিন্তা করি, ধারণা করি, সেই সমুদায়ই তাঁহার প্রকাশ, এই জ্ঞানে ভজনা করে। ১৫।

অনন্তর যে ভাবে ভগবান্ বিশ্বে সর্ব্বময় এবং এই জগতের সহিত ও জীবের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধ হইতে কিরূপে তাঁহার ধারণা করিয়া পূর্ব্বোক্ত সাধুগণ উপাসনা করেন, ১৬—১৯ শ্লোকে তাঁহার সেই উপাস্য ভাব ও রূপ সকল সবিশেষ বলিতেছেন।

• অহং ক্রতুঃ—অগ্নিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞ আমি; ইত্যাদি। যজ্ঞ—স্মার্ত্ত পঞ্চ যজ্ঞ (৩৯)। স্বধা—পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি। ঔষধ—ভেষজ,

দৈবী বুদ্ধিযুক্ত, পার্থ সেই সাধুগণ
সংসারে সর্ব্বত্র করে আমাকে দর্শন।
আমি ক্রতু,—অগ্নিষ্টোম আদি শ্রৌত কর্ম্ম;
আমি ঋষিযজ্ঞ আদি স্মৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম;
ঈশ্বরের — পিতৃভক্ষ্য স্বধা আমি; আমিই ঔষধি;
সর্ব্বময়ত্ব — আমিই জীবের অন্ন, ধান্যাদি ওষধি;
মন্ত্রবাক্য আমি, আমি যজ্ঞ-হুতাশন;
আমি হবিঃ, আমি হোম, ভরত-নন্দন! ১৬।

পিতাহম্ অস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কার ঋক্ সাম যজু রেব চ ॥১৭॥

অথবা ওষধি হইতে উৎপন্ন অন্ন (শ্রী)। মন্ত্র—যাহা মনন, অর্থাৎ বিষয়-চিন্তা হইতে ত্রাণ করে, যাহার অনুধ্যানে মন অনুচিত বিষয় ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট যোগ্য বিষয়ে একাগ্র হয়। আজ্য—ঘৃত। হুত—হোম। আমিই ঐ সকল ভাবে ও প্রকারে প্রকাশিত।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ইত্যাদি বাক্য (৪।৫) ভগবান্ ব্রহ্মজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, এখানেও সেই জ্ঞানযজ্ঞ উপদিষ্ট হইল।১৬

অহম্ অস্য জগতঃ পিতা—জনয়িতা, নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর। মাতা—উপাদান কারণ, পরমা প্রকৃতি। ধাতা—কর্ম্মফল-বিধাতা (Providence.) পিতামহঃ—কারণের কারণ, ব্যক্তাব্যক্তের অতীত পরম অক্ষর ব্রহ্ম। বেদ্যং—জানিবার বস্তু; জীব যাহা কিছু জানিতেছে তদ্দ্বারা সে আমাকেই জানিতেছে; ৭।৮—১২; ১০।২০—৪২ দ্রষ্টব্য। পবিত্রং—পবিত্রকারী। ওঙ্কারঃ—৮.১৩ টীকা দেখ। ঋক্—ছন্দোযুক্ত মন্ত্র। তাহাই গানের উপযোগী হইলে সাম। আর যে মন্ত্র ছন্দোবিহীন ও গানের অনুপযোগী তাহা যজুঃ (মধু)। সর্ব্ব বেদের সারভূত বস্তু আমি। ১৭।

	পরম ঈশ্বররূপে আমি বিশ্বপিতা,
	পরমা প্রকৃতিরূপে আমি তার মাতা;
ঈশ্বরের	পরম অক্ষররূপে পিতামহ আমি,
বিবিধ	জগৎ-বিধাতারূপে হই অন্তর্যামী
উপাস্য	যাহা জানে জীব, তাহে জানে সে আমারে;
ভাব ও রূপ	যা কিছু পবিত্রকর, আমি তা' সংসারে;
	সর্ব্ববেদ-বীজমন্ত্র আমি হে, ওঙ্কার;
	ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদে আমি মাত্র সার।১৭।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্ ॥১৮॥

পুনশ্চ। গতিঃ—উপাসনাদি কর্ম্মের দ্বারা যাহাতে গমন করা যায় অর্থাৎ কর্ম্মফল (শং)। ভর্ত্তা—পোষণকর্ত্তা। প্রভুঃ—নিয়ন্তা। সাক্ষী—হৃদিস্থিত দ্রষ্টা। নিবাসঃ—বাসস্থান (শং, রামা) বা ভোগস্থান (শ্রী, মধু)। শরণং—রক্ষক। সুহৃৎ—বিনা কারণে হিতৈষী। প্রভবঃ—সৃষ্টি-কর্ত্তা। প্রলয়ঃ—সংহর্ত্তা। স্থানং—যাহাতে স্থিতি করে, আধার। নিধানং—প্রাণিগণের বর্ত্তমানে ভোগের অনুপযোগী বিষয় ভবিষ্যতে ভোগের জন্য যাহাতে নিহিত, সঞ্চিত থাকে (গিরি)। অব্যয়ং বীজং—অনাদি অনন্ত কারণ; যে কারণ-পরম্পরার আদ্যন্ত নাই। ১৮।

কর্ম্ম, জ্ঞান, পূজা, ধ্যান, তপস্যা, ভকতি,
যে ফল ইত্যাদি কর্ম্মে, আমি সেই গতি ;
ঈশ্বরে — আমি ভর্ত্তা—করি আমি সকলে পোষণ ;
জগতে — আমি প্রভু—করি আমি সকলে শাসন ;
জীবে সম্বন্ধ — আমি সাক্ষী—সর্ব্ব কর্ম্ম দেখি সবাকার ;
শরণ—রক্ষক আমি ; সুহৃৎ সবার ;
নিবাস—ভোগের স্থান জানিবে আমারে ;
সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা আমিই সংসারে ;
আমি স্থান—সমস্ত আমাতে অবস্থিত ;
জীবের ভবিষ্য ভোগ্য আমাতে সঞ্চিত ;
যা' কিছু সংসারে আছে জড় বা চেতন,
আমি তার অনাদি ও অনন্ত কারণ।১৮।

তপাম্যহম্ অহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদ্ অসচ্চাহম্ অর্জ্জুনঃ ॥১৯॥

অহং তপামি—দ্যুলোকে আদিত্যরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে ও পৃথিবীতে অগ্নিরূপে উত্তাপ প্রদান করি। বর্ষং—বৃষ্টি অর্থাৎ জল। নিগৃহ্ণামি—আকর্ষণ করি। উৎসৃজামি—বর্ষণ করি। অমৃতং—জীবন। মৃত্যু—নাশ। সৎ অসৎ—যে বস্তু যাহার কারণ, তাহাই তাহার সম্বন্ধে সৎ এবং সেই কার্য্য বস্তু অসৎ (শং)। সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরই সৎ বা অসৎরূপে বর্ত্তমান (স্বামী)। অথবা সৎ, স্থূল দৃষ্টবস্তু manifest এবং অসৎ, সূক্ষ্ম অদৃষ্ট বস্তু unmanifest.

১৬ হইতে ১৯ শ্লোকে ভগবান্ আপনার বিবিধ ভাব আপনি বিবৃত

জড় বা চেতন যত,—আমিই সবার
অন্তরে বাহিরে করি উত্তাপ-সঞ্চার ;
আমি করি ধরা হ'তে বারি আকর্ষণ ;
পুনরায় আমি তায় করি বরিষণ ;
আমিই অমৃত যাহা জীবের জীবন ;
আমিই সে মৃত্যু যাহে নষ্ট জীবগণ ;
আমি সৎ সর্ব্বত্রই কারণ স্বরূপে ;
আমিই অসৎ বস্তু পুনঃ কার্য্যরূপে ;
আমি যত স্থূল বস্তু—ইন্দ্রিয়গোচর ;
সূক্ষ্ম বস্তু আমিই ইন্দ্রিয়-অগোচর ;
সদসৎ বহু ভাব নাম রূপ ধরি
সর্ব্ব ভূতে একমাত্র আমি স্থিতি করি।
এ পরম তত্ত্ব মম জানিয়া অন্তরে,
অনন্ত হৃদয়ে জ্ঞানী মম সেবা করে। ১৯।

করিলেন। তিনি কেবল এই জগতের অব্যয় বীজ, অনাদি অনন্ত কারণ নহেন; তিনি কেবল ইহার প্রভব, প্রলয়, স্থান ও নিধান নহেন অথবা হৃদিস্থিত সাক্ষী ও প্রভু নহেন; পরন্তু তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ আরও আনন্দময়, মধুময়। তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, ধাতা, ভর্ত্তা, সুহৃৎ, শরণ ও গতি।

তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়স্থান, তিনি শব্দব্রহ্ম বেদ, তিনি মূল শব্দ ওঙ্কার, তিনিই তেজঃ, তিনি অমৃত ইত্যাদি জানিয়া জ্ঞানী জ্ঞানযোগে তাঁহার সেবা করে। ষড়্‌ দর্শন তাঁহার এই ভাবেরই সন্ধান করিতেছে। আর তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, প্রভু, সুহৃৎ, ভর্ত্তা ইত্যাদি জানিয়া ভক্ত পুত্রভাবে, পিতৃভাবে, মাতৃভাবে, দাসভাবে, সখ্যভাবে, বাৎসল্যভাবে বা কান্তভাবে তাঁহার ভজনা করে। ইহারই নাম ভাবসমন্বিত ভজনা (১০৮) বা ভক্তিযোগে ভজনা। ইহারই নাম প্রেমের সাধনা।

এই সাধনায় ভগবান্ প্রত্যক্ষ দেবতা। সুখে ইহার আচরণ করা যায় এবং ইহার ফল অক্ষয়। এই অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ দেবতার সুখময় উপাসনার উপদেশ দিবেন বলিয়াই ভগবান্ অধ্যায়-প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, এইবার আমি তোমাকে প্রত্যক্ষাবগম্য পবিত্র সুখসাধ্য অব্যয় যোগ বা রাজবিদ্যার কথা বলিব। ৭।১২ শ্লোকের টীকা এখানে দ্রষ্টব্য।

পরিবারের মধ্যে থাকিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তি, পতি-পত্নীতে প্রেম, সন্তানে স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। ভগবানের আনন্দময় স্বরূপ আমাদের চিত্তে প্রতিভাসিত আছে বলিয়াই আমরা পিতামাতার স্নেহে, সন্তানের ভক্তিতে, দম্পতির প্রেমে, সুহৃদের ভালবাসায়, শিশুর সরলতায়, প্রভুর কৃপায়, আনন্দ বা রস অনুভব করি। এই সকল বৃত্তির যথোপযুক্ত অনুশীলন পরিপুষ্টি ও সম্প্রসারণের দ্বারা যখন তাহাদের কোন একটীও ঈশ্বরাভিমুখিনী হয়—সর্ব্বকারণ ভগবান্‌কে পিতা, মাতা, প্রভু, সুহৃৎ, পতি প্রভৃতি ভাবের কোন ভাবে ভাবিতে পারি, তখন

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈ রিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥

ভক্তিযোগে সাধনা হয়। এই ভাবসমন্বিত ভজনার দৃষ্টান্ত শ্রীভাগবতে নন্দযশোদার পুত্রভাবে, অক্রূরের প্রভুভাবে, শ্রীদাম-সুদামের সখাভাবে এবং ব্রজগোপীর কান্তভাবে বিস্তারিত হইয়াছে।

এখানে বুঝিতে হইবে, যিনি দৈবী বুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব সমগ্র জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞানে স্থিত হইয়া জ্ঞানযোগেও ভজনা করিতে পারেন এবং ভক্তিযোগেও ভজনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধনাবলে যিনি সে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নির্ম্মল সাত্ত্বিক চিত্তে যে ভগবানের কেবল চিৎ-স্বরূপ—জ্ঞানস্বরূপ প্রতিভাসিত হয়, অথবা কেবল আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ প্রতিভাসিত হয়, তাহা নহে। পরন্তু সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভগবানের সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ—তিনই প্রতিভাসিত হয়। তাহা না হইলে ভগবান্‌কে "সমগ্র" জানা হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত মহাত্মগণের যে ভজনা, তাহা শুদ্ধ জ্ঞানযোগ নহে, শুদ্ধ ভক্তিযোগ নহে, অথবা কেবল কর্ম্মযোগও নহে। পরন্তু তাহা তিনেরই সমবায়—পরম জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগ। জ্ঞানের যাহা পরা নিষ্ঠা, ব্রহ্মজ্ঞান (১৮।৫০) তাহারই ফল ভগবানের পরা ভক্তি (১৮।৫৩)। জ্ঞানের যাহা পরম ভাব, তাহাই পরা ভক্তি। পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তি এক হইয়া যায়, আর সেই জ্ঞানে জ্ঞানী ঈশ্বরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ১৯।

কিন্তু এই ভাবে পার্থ, না ভজি আমায়
<u>সকাম</u> দৈব যজ্ঞ করে যারা ফল কামনায়,
<u>যজ্ঞের ফল</u> বৈদিক কর্ম্মের তন্ত্রে রত নরগণ
<u>স্বর্গলাভ</u> সকাম যজ্ঞতে করে আমার ভজন।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

যাহারা পূর্ব্বোক্ত ভাবে ভগবান্‌কে না ভজিয়া স্বর্গাদি ফল-কামনায় দৈব যজ্ঞের পর্য্যুপাসনা করে (৪ ২৫) তাহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ নহে; তাহাদের সাধনা জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগ নহে। সংসারে তাহাদের জন্ম মৃত্যু-প্রবাহ অনিবার্য্য। ২০—২১ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

ত্রৈবিদ্যাঃ—ত্রি বিদ্যা,—ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ; তাহাদের সমাহার ত্রৈবিদ্য; ইহা যাহারা জানে বা অধ্যয়ন করে তাহারা ত্রৈবিদ্যাঃ; অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত কাম্যকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। অথর্ব্ব বেদে যজ্ঞের ব্যবহার নাই। যজ্ঞৈঃ—সকাম যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা। মাম্ ইষ্ট্বা—আমাকে পূজা করিয়া। অন্য দেবতারা আমারই রূপান্তর মাত্র, ইহা না জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আমা হইতে পৃথক ভাবিয়া পূজা করে। বস্তুতঃ সে আমারই পূজা (শ্রী)। এবং যজ্ঞশেষে, সোমপাঃ—সোম পান করিয়া। অন্নের যাহা সার, তাহাই সোম (১৫।১৩ দেখ)। তদ্দ্বারা পূতপাপাঃ—নিষ্পাপ হইয়া, ৩ ১৩ দেখ। তাহারা স্বর্গতিং—স্বঃ, স্বর্গই গতি, অথবা স্বর্গ প্রতি গতি, স্বর্গগমন। প্রার্থয়ন্তে—প্রার্থনা করে। তে পুণ্যং পুণ্যফল-স্বরূপ। সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য—প্রাপ্ত হইয়া। দিবি—স্বর্গে। দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি—দেবভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করে। ২০।

যজ্ঞসোমপানে হ'য়ে নিষ্পাপ-হৃদয়
স্বর্গলোক যেতে তা'রা অভিলাষী হয়।
ইন্দ্রলোক লাভ করি সেই পুণ্যফলে
ভোগ করে দেবভোগ তাহারা সকলে। ২০।

অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

তে—স্বর্গকামিগণ। তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা। পুণ্যে ক্ষীণে—পুণ্য ক্ষয় হইলে। মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবম্প্রকারে, ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ—বেদত্রয়ের কর্ম্মতন্ত্র আশ্রয় করিয়া। কামকামাঃ ভোগকামিগণ। গতাগতং লভন্তে—বারংবার সংসারে যাতায়াত করে। ২১।

কিন্তু যাহারা অনন্যাঃ—আমাকে ভিন্ন অন্য কিছু কামনা করে না (শ্রী)। তথাভূত যে ভক্তগণ মাং চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে। নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং—আমাতে সর্ব্বদা যোগযুক্ত চিত্ত সেই মহাত্মগণের। যোগক্ষেমম্ অহং বহামি। অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির নাম যোগ আর প্রাপ্তবস্তু রক্ষার নাম ক্ষেম। আমি তদুভয়ের ভার বহন করি। আমি তাঁহাদের অপ্রাপ্ত বস্তুর সংযোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার বিধান করি।

পরে	সুবিশাল স্বর্গলোক ভুঞ্জি, ধনঞ্জয়,
সংসারে	আসে পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে, কর্ম্ম হ'লে ক্ষয়।
পুনরাগমন	কাম্য কর্ম্মে রত হ'য়ে সংসার ভিতরে
	কামিগণ এই ভাবে যাতায়াত করে। ২১।
	আমি ভিন্ন নাহি অন্য যাহার কামনা,
ভক্তের	অনন্য মানসে করে আমার ভজনা,
যোগক্ষেম	আমাতেই যোগযুক্ত চিত্ত রহে যার,
ঈশ্বর	আমিই বহন করি যোগক্ষেম তার।
বহন	যাহা কিছু সে ভক্তের প্রয়োজন হয়,
করেন	করাই সংযোগ তার আমি সমুদয়;
	রক্ষার বিধান করি আমিই তাহার,
	এ ভাবে বহন করি যোগক্ষেম তার ।২২।

যে হপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তে হপি মাম্ এব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভু রেব চ।
ন তু মাম্ অভিজানন্তি তত্ত্বেনাত শ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥

জ্ঞানাবতার শঙ্করও এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আর আপনার নিশ্চল জ্ঞানে নিশ্চল থাকিতে পারেন নাই; এখানে তিনিও ভক্তির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"অন্যান্য ভক্তগণেরও যোগ-ক্ষেম স্বয়ং ভগবান্ই বহন করেন। ইহা নিশ্চয়ই সত্য। তবে বিশেষ এই যে, অন্য ভক্তগণ স্বার্থবশে স্বয়ং যোগক্ষেম কামনা করেন। কিন্তু অনন্যদর্শিগণ তাদৃশ স্বার্থবশে যোগক্ষেম কামনা করেন না। তাঁহারা জীবিতে বা মরণে আপনাকে লোভী করেন না। ভগবানই তাঁহাদের এক-মাত্র শরণ; অতএব ভগবান্ই তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন।" । ২২ ।

কিন্তু যে যাহারই পূজা করুক, আমাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যে ভক্তাঃ শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে —অন্যদেবতাকেও পূজা করে। তে অপি মাম্ এব অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তি —তাহারাও আমাকেই সেবা করে, কিন্তু সে সেবা বিধিপূর্ব্বক হয় না।২৩।

শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পার্থ, যদি ভক্তগণ
অন্য দেবতারও পূজা করে আচরণ,
দেবতা-পূজাও ঈশ্বরের পূজা — তাহাও জানিবে তুমি মম পূজা হয়,
অবিধি-পূর্ব্বক কিন্তু তাহা, ধনঞ্জয়।২৩।
সর্ব্ব যজ্ঞে আমি ভোক্তা—ইন্দ্রাদি দেবতা;
সর্ব্ব যজ্ঞে আমি প্রভু—যজ্ঞফলদাতা;
তবে তাহা অবিধি-পূর্ব্বক — অন্তর্য্যামিরূপে আমি সর্ব্ব দেবতায়,
এই ভাবে যথাযথ না জানি আমায়,

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥২৫॥

অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা—আমিই সর্ব্ব যজ্ঞে সেই সেই দেবতা-রূপে ভোক্তা। এবং প্রভুঃ—স্বামী, ফলদাতা; আমি অধিযজ্ঞ (৮।৪)। তাহারা কিন্তু, তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি—যথাবৎ ইহা জানে না। অতএব চ্যবন্তি—চ্যুত হয়, সংসারে পতিত হয়।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে যাহাই করুক, তাহা ভগবানের সেবা। এই ভাবে তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাবতীয় কর্ম্ম করিতে হয়। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন কর্ম্ম অবিধি-পূর্ব্বক হইবে; এবং ততদিন তাহা জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-গতির হেতু হইবে। অনেক সময় অনেক কার্য্যে আমাদের ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু তা' হউক। যদি জান, যে তিনিই ভ্রান্তিরূপে আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত, তাহা হইলে সেই ভ্রান্তি আর বৈগুণ্য উৎপাদন করিবে না। সকল কার্য্যই তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা, সর্ব্বভাবের সাহায্যে তাঁহার সেবা করা—ইহাই ভগবানের অভিমত সরল সহজ সুখের সাধনা। ২৭ শ্লোকে এ তত্ত্ব পূর্ণ পরিস্ফুট। ২৪।

কোন উপায়ই নিষ্ফল নয়; তবে "যে জন ভজে যে ভাবে, তারে ভজি সেই ভাবে" (৪।১১)। দেবব্রতাঃ—যাহারা দেবতাগণকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে। তাহারা দেবান্ যান্তি—দেবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা

ইন্দ্র, চন্দ্র, বসু আদি দেবতা নিকর,
চিন্তা করে আমা হ'তে তা'রা স্বতন্তর।
অবিধি-পূর্ব্বক তাই আমায় ভজিয়া
আসে তা'রা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া।২৪।
কোন উপাসনা নয় নিষ্ফল সংসারে।
যে ভাবে যে ভজে ভজি সেই ভাবে তারে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদ্ অহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬॥

পিতৃব্রতাঃ—মৃত পিতৃপিতামহাদিগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। তাহারা পিতৄন্ যান্তি—পিতৃলোক লাভ করে। আর যাহারা ভূতেজ্যাঃ—ভূতগণকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে। ইজ্যা—পূজা। তাহারা ভূতানি যান্তি—ভূতলোক প্রাপ্ত হয়। ভূতগণ অন্তরীক্ষচারী সূক্ষ্ম শরীরী জীব। তাহাদের স্থান অন্তরীক্ষ। এই দেবাদি সমস্ত লোক অনিত্য। কিন্তু মদ্যাজিনঃ—যাহারা আমাকে যজনা, পূজা করে। তাহারা মাং যান্তি—আমাকে প্রাপ্ত হয়।২৫।

আমার পূজায় বিশেষ উদ্যোগ বা আয়াসের আবশ্যক নাই। ভক্ত্যা—ভক্তির সহিত। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (জল)। যঃ মে প্রযচ্ছতি—যে আমাকে অর্পণ করে। অহং প্রযতাত্মনঃ—সংযতচিত্ত ভক্তের। ভক্ত্যা উপহৃতং তৎ অশ্নামি—ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত সেই বস্তু গ্রহণ করি। ২৬।

দেবগণে ঈশ্বর ভাবিয়া ভজে যারা,
নশ্বর দেবতা-লোক লাভ করে তা'রা।
পিতৃগণে পূজা করি পিতৃলোকে যায়,
ভূত প্রেতে পূজা করি ভূতলোক পায়।
পূজা করে আমাকে যে অর্পিয়া হৃদয়,
আমার পরম ধামে তা'র গতি হয়। ২৫।
আমার পূজায় নাই আয়াস বিস্তর,
ভক্তি মাত্রে তুষ্ট আমি, ওহে ভক্তবর।
নিষ্কাম নির্ম্মল চিত্তে মম ভক্তগণ
যাহা করে ভক্তিভরে আমারে অর্পণ,—
পত্র, পুষ্প, ফল, জল,—যা' ইচ্ছা যাহার,
আমি লই সে সকল ভক্তি-উপহার। ২৬

ঈশ্বরের পূজা ভক্তিতে

যৎ করোষি যদ্ অশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥ ২৭॥

এমন কি আমার পূজায় পত্র পুষ্পাদিরও প্রয়োজন নাই। যৎ কর্ম্ম করোষি। যৎ দ্রব্যম্ অশ্নাসি—আহার কর। যৎ জুহোষি—যাগ বা হোম কর। যৎ দানং দদাসি। যৎ তপস্যসি। হে কৌন্তেয়! তৎ মদর্পণং কুরুষ—সেই সমস্ত আমায় অর্পণ কর। তাহা হইলেই আমার পূজা হইবে, অন্য ব্যাপার আবশ্যক নহে। স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ—১৮।৪৬ দেখ।

সাধক রামপ্রসাদের নিম্নোক্ত গীতটী এই শ্লোকের প্রচুর টীকা।

ওরে মন, ভজ কালী ইচ্ছা হয় যে আচারে,
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র দিবানিশি জপ করে।
শয়নে কর প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ও নগর ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ও, আহার করে মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।

সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণই তাঁহার যথার্থ পূজা

অথবা হে প্রিয়তম! করহ শ্রবণ,
পত্র পুষ্প ফল জলে কিবা প্রয়োজন?
যাহা কিছু কর্ম্ম কর, যা' কর ভোজন,
যাহা কিছু যজ্ঞ তপ কর বা সাধন,
যাহা কিছু কর দান, তাহা সমুদয়
আমায় অর্পণ তুমি কর, ধনঞ্জয়!
না হও মুহূর্ত্ত জন্য বিস্মৃত আমারে,—
কি কাজ আমার তরে পৃথক ব্যাপারে? ২৭

অধ্যাপক ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার এই শ্লোকের মর্ম্ম বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন যথা, ঈশ্বরকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইও না। তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, তাহা ঈশ্বরের কর্ম্ম, এরূপ মনে করিলে আর চৌর্য্য, শঠতা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতাদি হৃদয়ে স্থান পাইবে না। যাহা ভোজন করিতেছ, তাহা তোমার হৃদয়স্থিত ঈশ্বরই ভোজন করিতেছেন, এরূপ ভাবিলে, কে আর লোভীর ন্যায় অপবিত্র, অহিতজনক নিকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে পারে? যখন কাহাকেও কিছু দান করিবে, তখন মনে করিও যে ঈশ্বরকে দান করিতেছি; এরূপ মনে করিলে আর অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিকৃষ্ট দ্রব্য দান করিতে পারিবে না। যখন যাগ, তপ, হোমাদি করিবে, তখন মনে করিবে যে, তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরই করিতেছেন, তাহা হইলে আর নিষ্ঠুর ভক্তিশূন্য প্রতারণাপূর্ণ যাগাদিতে প্রবৃত্তি হইবে না। এইরূপে যাহার সর্ব্বকর্ম্মে নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি দূর হয়, তাহারই কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত, তাহার ঈশ্বরলাভ সন্নিকট। অন্ধ কবি মিল্টন্ এই ভাবেই ভক্তি-পরিপ্লুত হৃদয়ে বলিতেছেন,—

All is, if I have grace to use it so,

As ever in my great Task Maker's eye.

এ শ্লোকের "তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্"—সে সমুদায় আমাকে অর্পণ কর, এই কর্ম্ম সমর্পণই কৃষ্ণোক্ত সাধনার বিশেষ কথা। ইহার মর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলে গীতা বুঝা হয় না। কৃষ্ণার্পণম্ অস্তু—একথা মুখে বলায় কোন ফল নাই। ইহা ভাবের কথা। জগৎময় ঈশ্বর দর্শন যেমন ভাবের কথা, ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণও তাদৃশ ভাবের কথা। ব্যাপার এই,—আমার কোন বস্তু যদি কাহাকেও অর্পণ করি, দান করি, তবে যে মুহূর্ত্তে দানপত্র সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহার পর মুহূর্ত্তে আর সে বস্তু আমার থাকে না, অপরের হইয়া যায়। ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণের মর্ম্মও তদ্রূপ। এই যে আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য, আমার চেষ্টা

ইত্যাদিরূপ ধারণা রহিয়াছে, ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পিত হইলে সে ধারণা আর থাকিবে না। যখন ঠিক বুঝিতে পারিবে, যে "আমার দেহ মন" ইত্যাদি যে ধারণা রহিয়াছে, তাহা ভুল; দেহ মন ইত্যাদি সব তাঁহার; আমার ভিতর দিয়া যে সব চিন্তা যে কর্ম্ম-চেষ্টা চলিতেছে, সে সবই তাঁহার—তখনই কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইবে।

সংসারের বহু ঘাত-প্রতিঘাত যিনি সহ্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়া থাকেন, যে সংসারের কোন কর্ম্মেই আমাদের ঠিক ষোলআনা একৃতার নাই। সংসারে আমরা কলের পুতুলের মত চলিতেছি। অজ্ঞের অজ্ঞাত কি এক প্রেরণাবশে আমরা সর্ব্বদা চলিতেছি—কেহই নিজের স্বাধীন ইচ্ছাবশে কোন কিছু করে না, করিতে পারে না। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি (১৮।৬১) যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাম্ (৮।৪৬) মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (১০।৮), ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ তাহাই বলিয়াছেন।

শ্লোকের স্থূল মর্ম্ম এই,—তুমি যাহা করিতেছ তাহাই কর, যাহা খাইতেছ তাহাই খাও; তোমার জীবনের ধারা যে ভাবে চলিতেছে, তাহাই চলুক; বাহিরে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই। কেবল প্রাণে প্রাণে ভাবিও, ভাবিতে অভ্যাস করিও, প্রাণে প্রাণে জানিও, যে সে সব ব্যাপার তোমা হইতে হইতেছে না; সমস্তই হইতেছে ঈশ্বর হইতে। ইহা জানিয়া সমুদায় তাঁহার উপর ফেলিয়া দাও, তৎ কুরুষ মদর্পণম্। ১২।৬-৮ শ্লোকেও এই কথা ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন। যথা স্থানে তাহার মর্ম্ম বুঝিব।

ইহাই গীতার সুখের সাধনা। এই সাধনায় সকলের সমান অধিকার, সকলের সমান সুবিধা। ইহাতে অর্থের আবশ্যক নাই, শাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যক নাই, কোন ভালবাসার জিনিস ত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই, কোন অভালবাসার জিনিস গ্রহণের আবশ্যক নাই। ইহাতে আবশ্যক কেবল দেখে যাওয়া, বুঝে যাওয়া, যে এ সবই তিনি—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। সমুদায়

শুভাশুভফলৈ রেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মাম্ উপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥
সমো হহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যো হস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

তাঁহা হইতে হইতেছে, মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। সর্ব্ব বিষয়কেই ব্রহ্মময় করিয়া লও, বিষয়ের মধ্যেই সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র চৈতন্যময়কে দর্শন করিতে করিতে তোমার অধিকারগত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাক। ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া এখানে ওখানে ঘুরিও না। যাঁহাকে সর্ব্বদা পাইয়াই আছ, তাঁহাকে আবার কোথায় খুঁজিবে। দেখ তিনি তোমার অতি নিকটে, দেখ তিনি সর্ব্বময়। ২৭।

এবম্—এই ভাবে চলিলে। শুভাশুভফলৈঃ—শুভাশুভ ফলপ্রদ। কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে। সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা—আমাতে কর্ম্ম সমর্পণরূপ যোগে যুক্ত হইলে। বিমুক্তঃ হইয়া। মাম্ উপৈষ্যসি। ২৮।

কেবল ভক্তগণই যে তাঁহার কৃপাভাজন, অন্যে নয়; তাহা নহে। অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ। মে দ্বেষ্যঃ—অপ্রিয়। অথবা প্রিয়ঃ ন অস্তি। কিন্তু ভক্তির এমনি মহিমা যে, যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি—যাহারা আমাকে

	এই ভাবে হে অর্জ্জুন, হইবে মোচন
কারণ	শুভাশুভ-ফলযুক্ত কর্ম্মের বন্ধন।
ভজনার	আমায় অর্পণ তুমি কর সমুদায়,
ফল	ঘুচিবে সংসারপাশ, পাইবে আমায়। ২৮।
	ভক্তে বা অভক্তে মম ভিন্ন ভাব নাই,
ভক্তের	প্রিয় বা অপ্রিয় নাই সমান সবাই।
ভগবান্	তবে যে ভক্তিতে ভজে রহে সে আমাতে,
	ভক্তিতে আকৃষ্ট রহি আমিও তাহাতে। ২৯।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

ভক্তিতে ভজনা করে। তে ময়ি—তাহারা আমাতে থাকে। অহম্ অপি চ তেষু—আমিও সেই সকলে থাকি, ৬। ৩০ টীকা দেখ। ভক্ত ভগবান্‌কে চায়, তাঁহাকে পায়; কিন্তু অভক্তে চাহে না, কাজেই তাহারা পায় না। ২৯।

অন্যের কি কথা? চেৎ যদি। সুদুরাচারঃ অপি—অত্যন্ত কুৎসিৎকর্ম্মা লোকেও। অনন্যভাক্ মাং ভজতে আমাকে ভিন্ন অন্যকে ভজনা না করে। সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ—তাহাকে সাধুই জানিবে। সঃ হি সম্যক্ ব্যবসিতঃ—তাহার অধ্যবসায় যথার্থ সাধু। ৩০।

হও না কেন দুরাচার, তোমার দুরাচারিতা তোমায় এ সাধনা হইতে বঞ্চিত করিবে না। মানুষ সংসারে বিবিধ ভাবের ভজনা করে। দেব-দ্বিজাদির ভজনা করে, প্রীতি ভক্তি আদি মহৎ ভাবের ভজনা করে, স্ত্রী পুত্র অর্থ নাম যশাদির ভজনা করে, সুখ দুঃখ স্নেহ আসক্তি আদি শারীর

ভক্ত	অতিশয় কদাচারী যে জন সংসারে
কদাচারী	অনন্যা ভক্তিতে যদি ভজে সে আমারে,
হইলেও	তাহাকেও সাধু বলি জানিবে নিশ্চয়,
সাধু	কারণ তাহার যত্ন সাধু, ধনঞ্জয়! ৩০।
ভক্ত	শীঘ্র ধর্ম্মশীল হয় ভক্ত সে আমার,
কখন নষ্ট	অচিরে শাশ্বত শান্তি লাভ হয় তার!
হয় না	জানিও কৌন্তেয়! তুমি জানিও নিশ্চয়,
	কখনও আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়। ৩১।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে ঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তে ঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

ভাবের ভজনা করে। এই সমুদায় ভজনের ভাবকেই যদি তাঁহার ভাবরূপে বুঝিয়া লইয়া,—মত্ত এবেতি তান্ (৭।১২) জানিয়া ভজনা করিয়া থাক, তবে তুমি সাধু হইয়া যাইবে যত বড় দুরাচারই হও না কেন, দম্ভ দর্পাদি যাবতীয় আসুর ভাব (১৮৪) তোমাতে থাকুক, যদি তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাক, ঐ সকল আসুরিক ভাবও তাঁহার ভাব বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে তোমার দুরাচারিতা স্বয়ং নিবৃত্ত হইবে। দুরাচারী ক্ষিপ্রং—শীঘ্র। ধর্ম্মাত্মা ভবতি। এবং শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি—নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি—প্রতিজ্ঞাত হও, নিশ্চয়রূপে জানিও। মে—আমার। ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি—বিনষ্ট হয় না। ৩১।

জাতিভেদ, কর্ম্মভেদ, স্ত্রীপুরুষভেদ, আমার কাছে নাই। এমন কি, যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ—পাপহেতু চণ্ডালাদি নীচকুলে যাহাদের জন্ম। তথা স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ। তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য—আমাকে আশ্রয় করিয়া। হি—নিশ্চয়ই। পরাং গতিং যান্তি।

এই স্থানেই গীতোক্ত ভক্তিমার্গের মহত্ত্ব। বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান মানবসমষ্টির অর্দ্ধাংশ নারী জাতিকে এবং শূদ্র জাতিকে পায়ে ঠেলিয়াছে। তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। ব্রহ্ম শূদ্রেতর পুরুষ জাতিরই

জাতিভেদ, কর্ম্মভেদ মম পাশে নাই,
ঈশ্বরের — স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, সমান সবাই।
কাছে ছোট — আমাকেই করে, পার্থ, আশ্রয় যাহারা,
বড় নাই — অন্ত্যজাতি নীচ-কুলে জন্মে যদি তা'রা,
নারী কিম্বা বৈশ্য কিম্বা শূদ্র যদি হয়,
তা'রাও পরমা গতি লভে হে, নিশ্চয়। ৩২।

কিং পুন র্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা।
অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মাম্ এবৈষ্যসি যুক্তে্বম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥
ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

একচেটে। বেদান্তের বিদ্বান্‌গণের পক্ষে স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা'ত দূরের কথা, দর্শন করিলেও, তাঁহাদের ধর্ম্মচ্যুতি হয় অর্থাৎ স্বার্থহানি হয়। তাঁহারা বোধ হয়, মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন নাই, কিম্বা মাতৃ-বক্ষ-স্নেহ-পীযূষে পরিপুষ্ট হয়েন নাই। অপি চ, তাঁহারা হয়ত' রমণী-প্রসঙ্গ বিনাই ভগবানের সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করিতে সমর্থ। প্রেমস্বরূপিণী ভক্তি কিন্তু সকলকেই কোলে তুলিয়া লয়। ৩২।

চণ্ডালাদিও যখন মুক্তি লাভ করে, তখন পুণ্যাঃ—পুণ্যকর্ম্মা। ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ। পুনঃ কিম্—ইঁহাদের কথা আর কি? তুমি'ত রাজর্ষি—রাজা হইয়াও ঋষি। অনিত্যম্ অসুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব—অনিত্য এবং অসুখ অর্থাৎ দুঃখপূর্ণ সংসারে আসিয়া আমাকে ভজনা কর। ৩৩।

তুমি মন্মনা ভব—তোমার মন যে কোন বিষয়ের পশ্চাতেই ছুটুক না কেন, তুমি সেই সব বিষয়কেই আমার ভাব বলিয়া বুঝিও। মদ্ভক্তঃ ভব

পবিত্র ব্রাহ্মণ, ভক্ত রাজঋষিগণ,
ইঁহাদের কথা, পার্থ, কি আর তখন?
অনিত্য সংসার এই সুখভূমি নয়,
এ সংসারে আগমন করি, ধনঞ্জয়!
বৃথা হে, সুখের আশা করি পরিহার,
রাজঋষি তুমি, কর ভজনা আমার। ৩৩।

—যাহা কিছু তোমার ভক্তিপাত্র আছে সে সকলেতেই আমার বিশেষ প্রকাশ দৃষ্টি কর। মদ্‌যাজী হইয়া, মাম্ এব নমস্কুরু—তুমি যাহাকেই পূজা কর—ভজনা কর—নমস্কার কর, তুমি জানিও সে সমস্তই আমি। এবম্ আত্মানং যুক্ত্বা—এইভাবে কায় মন বুদ্ধি আমাতে যুক্ত রাখিয়া মৎপরায়ণঃ হইলে মাম্ এব এষ্যসি। ৩৪।

নবম অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানেরই অনুবৃত্তি। ইহাতে ভগবান নিজ অভিমত ও সাদর অনুমোদিত সাধনতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে উপদিষ্ট বিষয়;—জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত ভক্তিই রাজবিদ্যা (১—৩); ভগবানের পরম ভাব, যে ভাবে তিনি জগতের সর্ব্বাধার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা; তাঁহার সহিত জগতের ও জীবের সম্বন্ধ এবং তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি হইতে জগৎ-সৃষ্টি ও তাঁহাতে লয় কিন্তু তিনি তাহাতে অলিপ্ত (৪—১০); আসুরভাবাপন্ন মূর্খেরা সেই পরম ভাব না বুঝিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহাদিগের কর্ম্ম, জ্ঞান ও আশা নিষ্ফল (১১—১২); তত্ত্ববিৎ মহাত্মগণের অদ্বৈতভাবে জ্ঞানযোগে অথবা দ্বৈতভাবে ভক্তিযোগে সেবা (১৩—১৫); তাঁহার উপাস্য ভাব ও রূপ সকল (১৬—১৯); ভক্তের যোগক্ষেম ভগবান বহেন (২২); সকাম যজ্ঞের ফল স্বর্গভোগান্তে পুনর্জ্জন্ম (২০—২১); ভগবৎপূজায় ও অন্য-

---

আমাতেই মন কর সমর্পণ,
　　ভক্ত হও পার্থ! তুমি হে আমার,
ভক্তি-　করহ যজন আমারই উদ্দেশে,
সাধনার　　আমাকেই তুমি কর নমস্কার,
ফল　এই ভাবে তুমি একান্ত হৃদয়ে
　　আমাকেই করি পরম আশ্রয়,
তব কায় মন আমায় অর্পিয়া
　　আমাকেই পাবে, পাবে হে নিশ্চয়। ৩৪।

দেবতার পূজার ফলভেদ (২৩) ; সুখের সাধনা—তাঁহাতে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ (২৬—২৭) ; এবং তাহার ফল (২২, ২৮—৩৩) ; ভগবানের সেবায় স্ত্রী শূদ্রাদি সকলেরই সমান অধিকার (৩২) ; তাহার পরিণাম সকলের সমান সদ্‌গতি (২৯—৩৩)। তাহা অবলম্বন করিবার জন্য অর্জ্জুনের প্রতি আদেশ। (৩৪)।

—*:*:*—

এ কেমন ধারা তোমার, হরি !
শুধু ভক্তে দাও চরণতরি।
জ্ঞান-ভক্তিহীন "আশুতোষ" দীন
রবে কত দিন নরকে পড়ি।
তুমি নির্ব্বিকার সুহৃৎ সবার
এ কথা বিশ্বাস কেমনে করি ?
যদি শুধু ভক্তে দাও চরণতরি।
এ কেমন ধারা তোমার, হরি !

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য-যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিভূতি-যোগঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তে ঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ধায় বাহিরেতে মন
তথাপি সর্ব্বত্র হয় ঈশ্বর-দর্শন,
ভক্তে বুঝাবার তরে কৌশল তাহার
দশমে কহিলা নিজ বিভূতি-বিস্তার।—শ্রীধর।

সপ্তম অধ্যায় হইতে ভগবান্ ঈশ্বরতত্ত্ব ও যাদৃশ সাধনায় সেই তত্ত্ব সমগ্রভাবে জানা যায়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি? কিরূপে তিনি স্রষ্টা হইয়াও স্রষ্টা নহেন, পাতা হইয়াও পাতা নহেন, সংহর্ত্তা হইয়াও সংহর্ত্তা নহেন, এবং কিরূপেই বা অনাদি কাল হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলিয়া আসিতেছে, তাহা ৭।৪—৭, ৮।১৮—১৯ এবং ৯।৪—১০ শ্লোকে বলিয়াছেন। আর কিরূপে তিনি সর্ব্বময়, তাহা

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

পুনর্ব্বার	পুনরায় মহাবাহো! করহ শ্রবণ
ঈশ্বরতত্ত্ব	পরমার্থ তত্ত্বযুক্ত আমার বচন।
কথন	প্রীত তুমি অতিশয় আমার কথায়
	শুন যাহা কহি তব হিতকামনায়। ১।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহম্ আদি হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় (৭।৮—১২) ময়া ততমিদং সর্ব্বম্ (৯।৪) অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ (৯।১৬) প্রভৃতি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। অনন্তর ভক্ত কি ভাবে চিন্তা করিয়া তাঁহার সেই সর্ব্বময় ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, এক্ষণে তাহাই সবিস্তারে বলিবেন। যে ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তিমতী ব্রজবালা— "সখি! কৃষ্ণময় সকল দেখি," বলিয়াছিল, দশমে সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট।

হে মহাবাহো! ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথা বলিতেছিলাম। ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু—পুনর্ব্বার সেই পরমতত্ত্ব-প্রকাশক আমার বাক্য শ্রবণ কর। যৎ অহং প্রীয়মাণায় তে—প্রীতিযুক্ত তোমাকে। হিতকাম্যয়া—তোমার হিতেচ্ছায়। বক্ষ্যামি—বলিব। ১।

পূর্ব্বোক্ত পরম বচন কি, তাহা বলিতেছেন। মে প্রভবম্—আমার প্রভব; প্র—উৎকৃষ্ট, ভব—প্রকাশ বা অভিব্যক্তি, manifestation. মূলতঃ অব্যক্ত, অপরিচ্ছিন্ন হইলেও নানা বিভূতির ভাবে, ব্যক্ত পরিচ্ছিন্ন

অব্যক্ত অক্ষর বটে আমার স্বরূপ
ভগবানের — লীলায় কেমনে তবু ধরি ব্যক্ত রূপ,
প্রভব — জগৎ প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হই,
অজ্ঞেয় — সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা প্রভু হ'য়ে-রই,
এই যে প্রভব মম কৌরব-কুমার,
সে তত্ত্ব জানে না দেব ঋষিগণ আর।
কারণ সে দেবগণ কিম্বা ঋষিগণ
তাহাদের সর্ব্বরূপে আমিই কারণ।
তাহাদের জন্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য-সঞ্চার,
সমুদয় ধনঞ্জয়, কৃপায় আমার। ২।

যো মাম্ অজম্ অনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
বুদ্ধি র্জ্ঞানম্ অসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবো হভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥

রূপে আমার আবির্ভাব (শ্রী)। সুরগণাঃ মহর্ষয়ঃ চ ন বিদুঃ। নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে (why and how) সগুণ, সবিশেষ হইয়া এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে, জগৎ-প্রপঞ্চ রূপে, তাহার অন্তরালে নিয়ন্তু রূপে, অভিব্যক্ত হয়েন, তাহা দেবগণ ও ঋষিগণও জানেন না। সে তত্ত্ব অজ্ঞেয়। ইহা তাঁহার প্রভব—ঐশী শক্তি। অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ আদি—দেবতা ও মহর্ষিগণের জন্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যাদি যাহা কিছু, আমিই সর্ব্ব প্রকারে তাহার আদি, কারণ। ২।

যঃ অনাদিম্ (অতএব) অজং লোকমহেশ্বরং মাং বেত্তি, সঃ মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ—তিনি মনুষ্যমধ্যে মোহবর্জ্জিত। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে—সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, ৭।২৮ দেখ। লোকমহেশ্বরঃ—ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরগণের ঈশ্বর ; ১৩।২২ টীকা দেখ। ৩।

তিনি কিরূপে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বময় তাহা বলিতেছেন। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্,

মম আদি নাই আদি আমিই সবার,
জন্ম নাই এই সংসার মাঝারে আমার,
লোকেশ্বর যত, আমি তাদের ঈশ্বর,
এ ভাবে আমারে জানে যে বা, নরবর!
মোহমুক্ত সেই জন মনুষ্য মাঝারে,
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হ'ন তিনি এ সংসারে। ৩
যে ভাবে জগৎ মাঝে আমি সর্ব্বময়
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি, শুন ধনঞ্জয়!

অহিংসা সমতা তুষ্টি স্তপো দানং যশো হ্যযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

অসংমোহঃ ইত্যাদি ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ—জীবগণের মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব। সে সকল মত্তঃ এব—আমা হইতেই হয়। ভগবানের অধিষ্ঠানে প্রকৃতিজ দেহে জীবভাব উৎপন্ন হয় (৭।৫) এবং দেহান্তর্বর্ত্তী অন্তঃকরণে জ্ঞান বুদ্ধি আদির বিকাশ হয়। ভগবানই প্রকৃতিভাবে সে সকলের উপাদান আর অধিষ্ঠাতৃভাবে তাহাদের নিমিত্ত। হৃদিস্থিত ঈশ্বরেরই ভাব জীবের অন্তঃকরণের নানা স্তরের মধ্য দিয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, সুখ দুঃখ ইত্যাদি নানাভাবে প্রকাশ পায়।

জ্ঞান—জ্ঞাতব্য বিষয় বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হইলে অন্তঃকরণে তদ্বিষয়ে যে উপলব্ধি জন্মে, তাহার নাম জ্ঞান (শং, মধু)। অন্যান্য শব্দার্থ অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

"বুদ্ধি" হ'তে হয় চিত্তে পদার্থ-নিশ্চয়,
মানসিক — অন্তরে সে পদার্থের বোধে "জ্ঞান" কয়,
ভাবসমূহ — কার্য্যকালে স্থির বুদ্ধি "অসংমোহ" জানি,
ভগবান্ — শক্তিসত্ত্বে মার্জ্জনারে "ক্ষমা" বলি মানি,
হইতে — অতীতে ও বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে আর
অন্যথা যাহার নাই, সত্য নাম তার;
"দম" অনুচিত কর্ম্মে ইন্দ্রিয় দমন,
"শম" কাম্য বস্তু হ'তে চিত্ত সংযমন,
"সুখ" অনুকূল ভাবে চিত্তের প্রসাদ,
"দুঃখ" প্রতিকূল ভাবে চিত্তে অপ্রসাদ,
বস্তুর "উদ্ভব" আর "অভাব" তাহার,
ইষ্টানিষ্টে "অভয়" বা "ভয়ের" সঞ্চার। ৪।

যদি এরূপ কেহ সন্দেহ করেন যে, দুঃখ, ভয়, অযশ প্রভৃতিও যখন ঈশ্বর হইতে, তখন তিনি মঙ্গলময় কিরূপে? তাহার উত্তর এই যে, সৎ-কর্ম্মে সুখ যশ ইত্যাদি ও অসৎ কর্ম্মে অসুখ অযশ ইত্যাদি,—মঙ্গলময় ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান। নতুবা জীব ইন্দ্রিয়-সুখকর কর্ম্ম হইতে কখনই নিবৃত্ত হইত না।

এতদংশের অন্য রূপও অর্থ হয়। সংসারে কোন বিষয়েই আমাদের নিরপেক্ষ জ্ঞান নাই; কদাপি কোন একটী মাত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞানলাভের জন্য অন্ততঃ দুইটি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বিষয় চাই। আলোকের সহিত তুলনায় অন্ধকারের, শৈত্যের সহিত তুলনায় উষ্ণতার, সরলের সহিত তুলনায় বক্রের জ্ঞান লাভ হয়। আলোক হইতে অন্ধকারে ও অন্ধকার হইতে আলোকে যাইলে তবে আলোক ও অন্ধকার বুঝিতে পারি। সংসারে অন্ধকার যদি না থাকিত, কেবল আলোকই থাকিত, তাহা হইলে আমাদের আলোকের জ্ঞান জন্মিত না। এইরূপ অজ্ঞান দুঃখ ভয় অযশ আছে বলিয়াই, সুখ অভয় ও যশের মাধুর্য্য বুঝিতে পারি। সতের গৌরব বুঝাইবার জন্য অসতের প্রয়োজন। ৪—৫।

"অহিংসা" স্বার্থের বশে না করা পীড়ন,
"সমতা" অপ্রিয় প্রিয় সমান চিন্তন,
"তুষ্টি যথালাভে নিত্য-তুষ্ট থাকা মনে,
"তপঃ" ভোগ সংযমন ধর্ম্মার্থ-সাধনে,
"দান" অন্যে নিজ বস্তু নিঃস্বার্থে অর্পণ,
দুষ্কর্ম্মে "অযশ", "যশ" সৎকর্ম্মঘোষণ,
এই যে বিবিধ ভাব দেখ, ধনঞ্জয়!
সে সমস্ত জানিবে হে, আমা হ'তে হয়। ৫।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনব স্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সো ঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

পূর্ব্বে—পূর্ব্বকালীন। সপ্ত মহর্ষয়ঃ তথা চত্বারঃ মনবঃ। ইঁহারা মদ্ভাবাঃ—আমার ভাব অর্থাৎ প্রভাব এ সকলে বর্ত্তমান; মৎপ্রভাব-সম্পন্ন (শ্রী)। মানসা জাতাঃ—আমার মানসজাত, সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন। ইহলোকে ইমাঃ প্রজাঃ—এই প্রজাগণ। যেষাং (সৃষ্টি)।

সপ্তমহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। চত্বারঃ মনবঃ—১৪ জন মনুর মধ্যে ৪ জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। অপরে বোধ হয় সাধনাবলে মন্বন্তরাধিপ হইয়াছিলেন। চণ্ডীতে প্রকাশ, অষ্টম মনু সাবর্ণি, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনুর সময় চৈত্র-বংশোদ্ভব সুরথ নামে রাজা ছিলেন।—ব্রজগোপাল। ৬।

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগং চ তত্ত্বতঃ বেত্তি। বিভূতি—বি, বিবিধ+

সপ্ত মহা ঋষি, মনু-চতুষ্টয় আর
পুরাকালে জনমিল মানসে আমার।
আমার প্রভাবে, পার্থ, প্রভাব তাঁদের,
এই যত প্রজাগণ সৃজন যাঁদের। ৬।
দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর,
খেচর, ভূচর, যত, আর জলচর,
শশাঙ্ক, তপন, তারা, আকাশ, অনল,
বায়ু, জল, ক্ষিতি—মম বিভূতি সকল।
অপিচ জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি, আদি আর
যা' কিছু,—সমস্ত পার্থ, বিভূতি আমার।

বিভূতি ও যোগশক্তি জ্ঞানের ফল ভক্তি

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥

ভূতি, উৎপত্তি। কোন বিশেষ সত্তারূপে, কোন বিশেষ ভাবরূপে ভগবানের যে অভিব্যক্তি, তাহাই তাঁহার বিভূতি, ১০।১৮ টীকা। যোগ—সংযোগ বা সমাবেশসামর্থ্য ; যৎপ্রভাবে ঈশ্বর হইতে জগতের বিকাশ, সেই পারমেশ্বরী শক্তি (গিরি)। এই বিভূতি এবং যোগশক্তিতত্ত্ব যে যথাযথ ভাবে জানে। সঃ অবিকম্পেন—নিশ্চয়ই। যোগেন যুজ্যতে—আমাতে যোগযুক্ত, ভক্তিযুক্ত হয়। ৭।

কারণ, সেই বুধাঃ—জ্ঞানিগণ। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ—আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন। যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রভব, উৎপত্তিস্থান। এবং মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে—আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত। সৃষ্টিস্থিতি-নাশ-সুখ-দুঃখ-সঙ্কুল জগৎ আমা হইতেই হয় এবং আমারই প্রেরণায় স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত (গিরি) ; আমি সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বপ্রেরক, ইতি মত্বা। ভাবসমন্বিতাঃ মাং ভজন্তে। তাঁহারা আপনাদের

এই মত মম যত বিভূতি-বিলাস
যে যোগশক্তিতে এই বিশ্বের বিকাশ,—
এই তত্ত্ব যথাযথ জানে যে সংসারে
জটিল জগৎতত্ত্ব সে বুঝিতে পারে।
নিশ্চয় জানিও পার্থ, তাহার হৃদয়
একান্ত আমার প্রতি যোগযুক্ত হয়। ৭।

জ্ঞানীর — উৎপত্তিকারণ বিশ্বে আমিই সবার,
ভাবসমন্বিত — আমা হ'তে প্রবর্ত্তিত সমগ্র সংসার,—
ভজনা — আমার এ ভাব জানি সেই জ্ঞানিগণ
প্রীতিপ্রেমভরে করে আমার ভজন। ৮।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে ॥১০॥

জ্ঞান, বুদ্ধি, অসংমোহ ইত্যাদি সমস্ত ভাবের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকেই পিতা, মাতা, গতি, ভর্ত্তা, সুহৃৎ প্রভৃতি জানিয়া (৯।১৭—১৯ দেখ) সেই সেই ভাবে ভজনা করেন। এই ভাবসমন্বিত ভজনাই, বৈষ্ণবগণের রাগমার্গে ভজনা, প্রেমের সাধনা। ৮।

যাঁহারা মচ্চিত্তাঃ—আমাতে অর্পিত-চিত্ত। চিত্ত—অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি; ৬।১৪ দেখ। এবং মদ্গতপ্রাণাঃ—যাঁহাদের প্রাণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ, অথবা প্রাণ—জীবন, আমাতে সমর্পিত (শং, শ্রী)। যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমাকেই মাত্র চায়। যাঁহারা পরস্পরং বোধয়ন্তঃ—বুঝাইয়া। মাং চ নিত্যং কথয়ন্তঃ—এবং সতত মদ্বিষয়ক কথা কহিয়া। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ—তুষ্টি এবং আনন্দ লাভ করে। ৯।

ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে করে তা'রা আমাকে সন্ধান,
নিরন্তর আমাতেই সমর্পিত প্রাণ,
মম কথা আলপন করে নিরন্তর,
বুঝাইয়া পরস্পরে কহে পরস্পর;
পরম সন্তোষ লভে তা'তেই অন্তরে,
তাহাতেই নিরন্তর প্রীতি লাভ করে। ৯।
এ ভাবে আমাতে চিত্ত রাখি ভক্তিভরে
সদা যারা প্রীতিভরে মম সেবা করে,
আমি করি তা'দের সে বুদ্ধির উদয়,
যাহাতে আমাকে তা'রা পায়, ধনঞ্জয়! ১০

তেষাম্ এবানুকম্পার্থম্ অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

সততযুক্তানাং—যাঁহাদের চিত্ত এইরূপে সতত আমাতে যুক্ত, নিবিষ্ট। প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং—এবং যাঁহারা প্রীতির সহিত আমার ভজনা করেন। তেষাং তং বুদ্ধি-যোগং দদামি—তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিসম্বন্ধ, সেইরূপ অবিচলা বুদ্ধি দিয়া থাকি। যেন তে মাম্ উপযান্তি—যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। প্রীতির অর্থ—ভক্তি, প্রেম ও স্নেহ। প্রভুভাবে, মাতৃভাবে ও পিতৃভাবে ভজনায় ভক্তির; পতিভাবে, সুহৃদ্ভাবে বা সখিভাবে ভজনায় প্রেমের ও পুত্রভাবে ভজনায় স্নেহের বিকাশ হয়। ১০।

কেবল তাহাই নহে, তেষাং প্রতি অনুকম্পার্থম্ এব—তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই। অহম্ আত্মভাবস্থঃ—তাহাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া। ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন—উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ প্রদীপে। অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি—অজ্ঞানজনিত ভ্রম নষ্ট করি।

৭—১১ শ্লোকে ভক্তিযোগের গূঢ় রহস্য বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ কহিলেন, যাহারা আমার বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্যতত্ত্ব জ্ঞাত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই আমাতে যোগযুক্ত হইয়া থাকে এবং আমি সকলের মূল জানিয়া অনুরাগের সহিত আমার ভজনা করে। মদ্গতপ্রাণ সেই ভক্তগণের সাধনপথে আমিই সহায় হই। আমিই তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ দিয়া থাকি যাহাতে তাহারা আমাতে উপগত হয়। কেবল তাহাই নহে, আমি অনুকম্পাপূর্ব্বক স্বয়ং তাহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহাদের অজ্ঞান-

---

ভগবানই — সেই ভক্তগণে কৃপা করিবার তরে
ভক্তকে — অধিষ্ঠান করি আমি তা'দের অন্তরে,
জ্ঞান দেন — জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ করি প্রজ্বলিত,
অজ্ঞানের অন্ধকার করি তিরোহিত। ১১।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুম্ ॥১২॥
আহুস্ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদ স্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

অন্ধকার নষ্ট করিয়া জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত করি। ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধন-মার্গ। এই মার্গে যে ভগবানের অনুকম্পা (Grace) লাভ হয়, যথামতি ভগবানে ভক্তি রাখিতে পারিলে, তাঁহার কৃপায় সমস্ত লাভ হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। জ্ঞানমার্গে এই অনুকম্পা লাভের কথা পাওয়া যায় না। ১১।

অর্জ্জুন কহিলেন, ভবান্—আপনি। পরং ব্রহ্ম। পরং ধাম—সকলের পরম আশ্রয়স্বরূপ (শ্রী)। পরমং পবিত্রং—পাবন (শং)। সর্ব্বে ঋষয়ঃ ত্বাং—আপনাকে। পুরুষং শাশ্বতম্ ইত্যাদি আহুঃ। যখন এ জগৎ থাকে না, সর্ব্ব ভূতভাব কারণে লীন হইয়া যায়, তখন সর্ব্বকারণ অক্ষর

অর্জ্জুন কহিলেন।

নির্গুণ পরম ব্রহ্ম তুমি হে স্বয়ম্,
তুমিই সগুণ ব্রহ্ম পুরুষ পরম,
পরম আশ্রয় তুমি, পরম পাবন,
তুমি দিব্য—স্বপ্রকাশ, তুমি সনাতন,
জন্মহীন তুমি, তুমি আদি সবাকার,
বিভু তুমি,—বিরাজিত ব্যাপিয়া সংসার। ১২।
এইরূপে আপনাকে সমস্ত মহর্ষি,
অসিত, দেবল, ব্যাস, নারদ দেবর্ষি,—
সকলে বর্ণনা করে, তুমিও আপনি
আমার নিকট কৃষ্ণ, কহিলে এমনি। ১৩।

অর্জ্জুনের স্তুতি

সর্ব্বম্ এতদ্ ঋতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥
স্বয়ম্ এবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥

পরম ব্রহ্মই থাকেন। সেই যে অক্ষর তত্ত্ব, তাহা পরমেশ্বরেরই পরম স্বরূপ (৮।২১, ১৫।৬ দেখ) আর সৃষ্টিসম্বন্ধে, সগুণ ভাবে তিনি শাশ্বত দিব্য পুরুষ; প্রথম পরিশিষ্ট দেখ। শাশ্বত—নিত্য। দিব্য—স্বপ্রকাশ (শ্রী)। আদিদেব—দেবগণের আদিভূত। অজ—জন্মহীন। বিভু—সর্ব্বব্যাপক। শেষ স্পষ্ট। ১২—১৩।

হে কেশব, যৎ মাং বদসি—যাহা আমাকে কহিলেন। এতৎ সর্ব্বং ঋতং মন্যে—সে সমস্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করি। তে ব্যক্তিং—আপনার প্রকাশ, আবির্ভাব। দেবাঃ দানবাঃ ন বিদুঃ। কিরূপে ভগবান্ অক্ষর হইয়াও জগৎকারণ, অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত জগৎরূপে অভিব্যক্ত, নির্গুণ হইয়াও সগুণ ইত্যাদি তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত। অর্জ্জুনও "ঋতং মন্যে" বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। ১৪।

হে পুরুষোত্তম! ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ—আপনিই

আমায় যা' কিছু তুমি কহিলে, কেশব!
সত্য বলি অঙ্গীকার করি হে সে সব।
ভগবান্ আবির্ভাব এই যে তোমার
জানে না দানব কিম্বা দেবগণ আর। ১৪।
তুমি হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন!
হে ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপালন!
আপনার জ্ঞানে তুমি জান আপনাকে
কি ছার মানব আমি জানিব তোমাকে। ১৫।

বক্তুম্ অর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভি র্বিভূতিভি র্লোকান্ ইমাং স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥
কথং বিদ্যাম্ অহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যো ঽসি ভগবন্ ময়া ॥১৭॥

আপনাকে জানেন। হে ভূতভাবন—ভূতসমূহের উৎপাদক। ভূতেশ—সর্ব্ব ভূতের ঈশ, নিয়ন্তা। দেবদেব—দেবগণের দেব অর্থাৎ প্রকাশক। জগৎপতে—বিশ্বপালক (শ্রী)। ১৫।

অতএব দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ—অলৌকিক আপনার বিভূতি সকল। (দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা)। (ত্বং) হি অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি—আপনিই সবিশেষ বলিতে পারেন। যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য—যে সকল বিভূতির দ্বারা এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া। ত্বং তিষ্ঠসি। ১৬।

হে যোগিন্!—অদ্ভুত যোগশক্তিশালিন্! যোগ ১০.৭ দেখ। সদা কথং পরিচিন্তয়ন্—কি ভাবে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া। অহং ত্বাং বিদ্যাম্—আমি আপনাকে জানিব। হে ভগবন্! কেষু কেষু চ ভাবেষু ময়া চিন্ত্যঃ অসি—জগতের কি কি ভাবে, কোন্ কোন্ পদার্থে (শং, শ্রী) আপনি আমার ন্যায় মনুষ্যের চিন্তনীয় হইবেন? ১৭।

অর্জ্জুনের প্রার্থনা

অতএব সবিশেষ বল, কৃপাময়!
অলৌকিক তব যত বিভূতিনিচয়,
যাহে ব্যাপি এ জগৎ কর অবস্থান;—
তুমিই বলিতে তাহা পার ভগবান্। ১৬।
কি ভাবে তোমার চিন্তা করিয়া সতত
তোমায়, হে যোগেশ্বর! হব অবগত।
কৃপা করি অভাজনে বল ভগবান্,
কি কি ভাবে প্রভু হে, করিব তব ধ্যান। ১৭।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তি র্হি শৃণ্বতো নাস্তি মে হমৃতম্ ॥১৮॥

হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়—পুনর্ব্বার সবিশেষ বলুন। হি—কারণ। আপনার বাক্যরূপ অমৃতং শৃণ্বতঃ—শ্রবণ করিয়া। মে তৃপ্তিঃ নাস্তি।

প্রভু হে! কি কি ভাবে তোমার চিন্তা করিব, এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, আপনার বিভূতি ও যোগ পুনর্ব্বার সবিস্তারে বলুন। সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে ও ১০ অঃ ১—৬ শ্লোকে ভগবানের বিভূতি ও যোগের তত্ত্ব সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ জলের মধ্যে রস, চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা (৭৮) ইত্যাদি, তিনি সকলের প্রভব, তাঁহা হইতে সমুদায় প্রবর্ত্তিত (১০।৮) ভূতগণের বুদ্ধি জ্ঞানাদি ভাবও তাঁহা হইতে (১০৪—৫)। ইহাই সংক্ষেপে ও সমষ্টিভাবে ভগবানের বিভূতি ও যোগ। এক্ষণে অর্জ্জুন সবিস্তারে তাহা শুনিতে চাহিতেছেন।

চিত্ত বহির্মুখী থাকিলেও অন্তরে ও বাহ্য জগতে ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা করিবার কৌশল এই বিভূতি-যোগে উপদিষ্ট হইয়াছে। বি+ভূ+ক্তিন্—বিভূতি; ভগবানের বিশেষ অভিব্যক্তি বা প্রকাশিত মূর্ত্তি। তিনি তাঁহার এই বিশেষ অভিব্যক্ত মূর্ত্তিতেই আমাদের ধ্যেয়। ধ্যান করিতে হইলে মনকে ধ্যেয় বিষয়ের আকারে আকারিত করিতে হয়; সুতরাং ধ্যেয় বিষয়, বিশেষ ব্যক্ত ভাববিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। নহিলে ধ্যান করা যায় না। পরম ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় (১৩।১৬); এবং তাঁহার যে অব্যক্ত মূর্ত্তি তাঁহার ব্যক্ত

যোগৈশ্বর্য্য তব প্রভু! বিভূতি যে আর
সবিস্তারে জনার্দ্দন! বল পুনর্ব্বার।
অমৃতস্বরূপই অই তোমার বচন
শুনিয়া না তৃপ্ত হয় আমার শ্রবণ। ১৮।

মূর্ত্তির বা এই ব্যক্ত জগতের আধার ও অন্তর্যামী, যাহা তাঁহার ঐশ্বরযোগ, তাহাও অবিজ্ঞেয় (৯।৪—৫)। সুতরাং তাহাও আমাদের ধ্যেয় হইতে পারে না। অর্জ্জনও তাহা দেখিতে চাহেন নাই। এই ব্যক্ত জগতের যাহা সূক্ষ্ম রূপ, যাহা অর্জ্জুন (একাদশ অধ্যায়ে) দেখিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে "দুর্নিরীক্ষ্য' (১১।১৭) হইয়াছিল। তাহাও আমাদের ধ্যেয় হইতে পারে না। ব্যক্ত মূর্ত্তিতেই তিনি ধ্যেয়। সেই ব্যক্ত মূর্ত্তির কথাই বিভূতি-যোগে উপদিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে শ্রুতি-অনুসরণে এই বিভূতিতত্ত্ব আরও তলাইয়া বুঝিব। শ্রুতির উপদেশ "তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—ছান্দোগ্য ৬।২।৩। তিনি (ব্রহ্ম) সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব ; এইরূপ কল্পনা করিয়া আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক, আপনারই সৎ-শক্তিবলে "নাম রূপ" দিয়া সেই কল্পনাকে সৎ-রূপে, নাম-রূপ-যুক্ত বাস্তব পদার্থে পরিণত করিলেন (ছান্দোগ্য, ৩।২ ৩)। এইরূপে ভগবদ্জ্ঞানে সৃষ্টিসম্বন্ধে যে কল্পনা হয়, তিনি আপন প্রকৃতি হইতে উপকরণ লইয়া সেই আদর্শ কল্পনাকে "নাম রূপ" দিয়া সৎ পদার্থরূপে প্রকাশিত করেন।

কিন্তু প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময়ী। এই তিনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে এবং সকল সময় সমান ভাবে থাকে না (সাংখ্যকারিকা ১২)। তজ্জন্য তমঃ বা অপ্রকাশভাবে (১৪ ১৩) আবৃত থাকায়, যাহা সত্ত্ব বা প্রকাশ ভাব (১৪।৬), তাহা পদার্থ সকলে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না, সুতরাং সৃষ্টিসম্বন্ধে ভগবদ্-জ্ঞানে যাহা আদর্শ কল্পনা (ideals) তাহা পদার্থে বা ব্যক্তিতে প্রায়ই পূর্ণভাবে প্রকটিত হয় না। তজ্জন্য মনুষ্যাদি এক এক জাতীয় পদার্থ সকলের মধ্যে এবং বিভিন্ন বস্তুতে অসংখ্য প্রকারের ভেদ দৃষ্ট হয়। যেখানে ভগবানের আদর্শ যত অধিক প্রকাশিত, সেখানে তাঁহার বিভূতি বা বিশেষ বিকাশ ভাব, তত অধিক। সেখানে আমরা ভগবানের আবির্ভাব ধারণা

শ্রীভগবান্ উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥

করি; তাহাকে দেবতা মনে করি। তজ্জন্য আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, মনুষ্যের মধ্যে রাজা, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ ইত্যাদি আমাদের দেবতা।

আমাদের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত উপাসনার মূল এই বিভূতিযোগে। ব্রহ্মজ্ঞানীর ওঙ্কারজপ, যোগীর আত্মধ্যান, গৃহস্থের রাম কৃষ্ণাদি অবতারগণের পূজা, বিধি বিষ্ণু আদি দেবগণের পূজা, সূর্য্য অগ্নি গঙ্গা অশ্বত্থাদি স্থাবরের পূজা, সমস্তই বিভূতির ভাবে ভগবানের পূজা। এই সকল বিভূতির মধ্য দিয়া ভগবৎ-লীলা ভাবনা করিতে করিতে ভাবের পরিপুষ্টি হইলে, ভগবৎ-কৃপায় বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ইহাই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ভগবদুপদিষ্ট উপায়।

কিন্তু এই বিভূতি যোগে বা গীতার অন্যত্র, শক্তি-উপাসনার স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই; কারণ সে শক্তি ভগবানেরই পরা শক্তি। তাহা ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে, পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপা, ব্রহ্মময়ী তারা। ১৮।

হন্ত—অনুকম্পাসূচক সম্বোধন। হে অর্জ্জুন! দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ—আমার দিব্য বিভূতি সকল। প্রাধান্যতঃ হি—কয়েকটি প্রধান মাত্র উল্লেখপূর্ব্বক। তে কথয়িষ্যামি—তোমাকে কহিব। মে বিস্তরস্য—আমার বিভূতি বিস্তারের। অন্তঃ নাস্তি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

হন্ত প্রিয়তম! কহিব তোমায়
আমার যে দিব্য বিভূতিনিচয়;
কহিব কেবল প্রধান প্রধান,
সবিস্তারে তার শেষ নাহি হয়। ১৯।

অহম্ আত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহম্ আদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানাম্ অন্ত এব চ ॥২০॥

১৯ শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত, বিভূতিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। ইহা ভক্তের প্রতি কৃপাময় ভগবানের সস্নেহ উপদেশ; সুতরাং আশা করি, যুক্তিবাদিগণ জড় বিজ্ঞানের প্রমাণে এ তত্ত্বের সত্যতা-নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। ১৯।

অতঃপর আত্মবিভূতি সকল বলিতেছেন। অহং সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা—আমি সর্ব্ব ভূতের আশয়ে, অন্তরে অবস্থিত আত্মা (শং)। ভগবানের যাহা পরম স্বরূপ, পরম ভাব, তাহা ভূতস্থ নহে (৯।৪)। তাঁহার যে আত্মভাব সর্ব্বভূতাশয়স্থিত, তাহা তাঁহার "বিভূতি"—সর্ব্ব ভূতমধ্যে তাঁহার "অভিব্যক্ত রূপ।" যোগজ দৃষ্টিতে তাহা প্রত্যক্ষ হয়।

অহং ভূতানাম্ আদিঃ চ, মধ্যং চ, অন্তঃ চ—আমি সর্ব্ব ভূতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের কারণ। আমা হইতেই সমুদায় ভূতভাবের উৎপত্তি এবং আমাতেই তাহাদের স্থিতি ও বিলয়। ভূতগণের এই সৃষ্টি স্থিতি-লয়ের যাহা কারণ, তাহা আমার বিভূতি।

স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু বস্তু আছে, সেই সমস্তের মধ্যে সমষ্টি ভাবে ও ব্যষ্টি ভাবে, তাহাদের আত্মারূপে, ভূতভাবের বীজ ও আধাররূপে এবং তাহাদের জন্ম-স্থিতি-নাশের কারণরূপে ভগবান্‌ই চিন্তনীয়। ২০।

জীব আত্মারূপে আমি, গুড়াকেশ!
করি অবস্থান অন্তরে সবার,
সর্ব্ব ভূতসৃষ্টি আমা হ'তে হয়,
আমা হ'তে হয় স্থিতি ও সংহার। ২০।

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণু র্জ্যোতিষাং রবি রংশুমান্।
মরীচি র্ম্মরুতাম্ অস্মি নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী ॥২১॥
বেদানাং সামবেদো ঽস্মি দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানাম্ অস্মি চেতনা ॥২২॥

২১ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত এই বিভূতিবর্ণনায় আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত ষষ্ঠী বিভক্তি আছে, সে সমস্ত প্রায় নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। ক্বচিৎ সম্বন্ধে ষষ্ঠী, যথা ভূতানাম্ অস্মি চেতনা (শ্রী)।

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ—আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু নামে আদিত্য আমি। আদিত্য দ্বাদশ। তাহারা বৈদিক দেবতা। ভগবান্ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া যে আদিত্যগণের কল্পনা করিয়াছিলেন, বিষ্ণুতে সেই আদর্শ আদিত্য কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। তজ্জন্য তাহা তাঁহার বিভূতি। ভগবান্ সেই বিষ্ণুভাবে চিন্তনীয়। এইরূপ সর্ব্বত্র। এই বিষ্ণু সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ; অধিদৈবত পুরুষ (৮৪)। ইনি সূর্য্যমণ্ডল নহেন। যাহা সূর্য্য-মণ্ডল, তাহা সূর্য্যের স্থূল রূপ। তাহার নাম রবি। জ্যোতিষাং—জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মধ্যে। আমি অংশুমান্—বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্ত। রবিঃ। মরুতাং মধ্যে মরীচিঃ। নক্ষত্রাণাং মধ্যে অহং শশী। ২১।

দ্বাদশ আদিত্যমাঝে আমি বিষ্ণু,
জ্যোতির্ম্ময়মাঝে রবি অংশুধর,
মরুদ্‌গণমাঝে আমিই মরীচি,
নক্ষত্রের মাঝে আমি শশধর। ২১।
সর্ব্ব বেদ মধ্যে আমি সাম বেদ
দেবগণ মাঝে সহস্রলোচন,
জীবের অন্তরে আমিই চেতনা,
ইন্দ্রিয়ের মাঝে আমি হই মন। ২২।

রুদ্রাণাং শঙ্কর শ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবক শ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্ ॥২৩॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনাম্ অহং স্কন্দঃ সরসাম্ অস্মি সাগরঃ ॥২৪॥

গীতমাধুর্য্যহেতু সামবেদের প্রাধান্য। ভগবানের শব্দব্রহ্ম রূপের বিশেষ অভিব্যক্তি। বাসব—ইন্দ্র, দেবতা-কল্পনার এবং মন ইন্দ্রিয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ভূতানাম্—সম্বন্ধে ষষ্ঠী। চেতনা—চিৎস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানহেতু চিত্তে প্রতিভাসিত আভাস-চৈতন্য (১৩।৬ দেখ)। এই চেতনা কোন কল্পনা নহে। ইহা ভগবানের চিৎস্বরূপের আভাস, যাহা জীবচিত্তে চেতনা-রূপে অভিব্যক্ত হয়। ২২।

যক্ষরক্ষসাং—যক্ষ এবং রক্ষঃ উভয়েই স্বভাবতঃ ক্রূর, তজ্জন্য একত্র নির্দ্দেশ (শ্রী)। তাহাদের মধ্যে বিত্তেশঃ—কুবের। পাবকঃ—অগ্নি। শিখরিণাম্ – শিখরযুক্ত অর্থাৎ উন্নত পদার্থের মধ্যে। মেরুঃ—সুমেরু।২৩।

পুরোধসাং—পুরোহিতগণের মধ্যে। দেবপুরোহিত বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি। সেনানীনাং—সেনাপতিগণের মধ্যে। স্কন্দঃ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিক। সরসাং—স্থির জলাশয়গণের মধ্যে। সাগরঃ অস্মিঃ। ২৪।

যক্ষরক্ষে আমি ধনেশ কুবের,
একাদশ রুদ্র মাঝারে শঙ্কর,
উন্নত পদার্থ মাঝে আমি মেরু
অষ্ট বসু মাঝে আমি বৈশ্বানর। ২৩।
পুরোহিত মাঝে দেবপুরোহিত
জানিও আমায় পার্থ, বৃহস্পতি,
সরসীর মাঝে আমি হে, সাগর,
সেনানীতে স্কন্দ—দেবসেনাপতি। ২৪।

মহর্ষীণাং ভৃগু রহং গিরাম্ অস্ম্যেকম্ অক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞো হস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥
উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানাং বিদ্ধি মাম্ অমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥

গিরাং—অর্থবাচক পদ বা বাক্য সকলের মধ্যে। একম্ অক্ষরম্—ওঙ্কার মন্ত্র (৮।১৩ দেখ)। অস্মি। যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসকলের মধ্যে। জপযজ্ঞঃ অস্মি। প্রত্যক্ষ পশুবলি দিয়া যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া অপেক্ষা ভগবদ্ মহত্বের ধারণা (জপ) করিতে করিতে, কামাদি পশুবৃত্তিকে সংযমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া, শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩)। স্থাবরাণাং—নিশ্চল পদার্থের মধ্যে। হিমালয়ঃ। ২৫।

দেবর্ষি—যিনি দেবতা হইয়াও ঋষি তত্ত্বদর্শী। ঋষ্—দর্শন করা। সিদ্ধ—জন্ম হইতেই পরমার্থতত্ত্ববেত্তা। ২৬।

অশ্বানাং মধ্যে মাম্। অমৃতোদ্ভবম্—অমৃতনিমিত্ত সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত। উচ্চৈঃশ্রবসম্—উচ্চৈশ্রবা। বিদ্ধি। ২৭।

আমি হই ভৃগু মহর্ষি মাঝারে,
　　আমিই ওঙ্কার বাক্যে একাক্ষর,
যজ্ঞে জপযজ্ঞ, স্থাবরের মাঝে
　　আমি হিমালয়, সর্ব্বরত্নাকর। ২৫।
বৃক্ষগণমাঝে আমিই অশ্বত্থ,
　　আমি হে, নারদ দেবঋষিগণে,
গন্ধর্ব্ব সকলে আমি চিত্ররথ,
　　আমিই কপিল সিদ্ধ মুনিগণে। ২৬।

আয়ুধানাম্ অহং বজ্রং ধেনূনাম্ অস্মি কামধুক্।
প্রজন শ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥
অনন্ত শ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসাম্ অহম্।
পিতৄণাম্ অর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতাম্ অহম্ ॥২৯॥

আয়ুধানাম্—অস্ত্রগণের মধ্যে। বজ্রম্। ধেনূনাং মধ্যে কামধুক্—কামধেনু। প্রজনঃ—সন্তান উৎপাদক। কন্দর্পঃ—কাম। অহম্ অস্মি। জীব প্রবাহ রক্ষার জন্য যে ঐশী প্রেরণা তাহাই কামরূপে অভিব্যক্ত। সেই ঐশী প্রেরণা ধারণা পূর্ব্বক জীব সন্ততি রক্ষার নিমিত্ত তদুপযোগী যে কামসেবা তাহা ঐশী-নীতির অনুকূল; তাহা তাঁহার বিভূতি। সর্পাণাং মধ্যে বাসুকিঃ—সর্পগণের রাজা। অস্মি। ২৮।

নাগানাম্ ইত্যাদি। সর্প ও নাগ এ দুয়ের প্রভেদ বুঝা যায় না। সর্প সবিষ, নাগ নির্ব্বিষ (শ্রী)। সর্প একশিরস্ক, নাগ বহুশিরস্ক (বল, রামা)।

অশ্বগণমাঝে অমৃত-উদ্ভূত
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব জানিবে আমারে,
গজেন্দ্রসমূহে ঐরাবত গজ,
নরপতি আর নরের মাঝারে। ২৭।
আয়ুধ সকলে আমি সে অশনি,
আমি কামধেনু সর্ব্বধেনুগণে,
সন্তানজনন কাম জীব-হৃদে,
আমি সে বাসুকি সর্ব্ব সর্পগণে।২৮।
নাগগণ মাঝে আমিই অনন্ত,
জলচরমাঝে আমি হে বরুণ,
নিয়ন্তৃ সকলে আমি হই যম,
পিতৃগণ-রাজা অর্য্যমা, অর্জ্জুন। ২৯।

প্রহ্লাদ শ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তাম্ অহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রো হহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥
পবনঃ পবতাম্ অস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতাম্ অহম্।
ঝষাণাং মকর শ্চাস্মি স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥

বোধ হয় এ দুয়ের একটিও সত্য নয়। যাদসাম্—জলচরগণের মধ্যে। বরুণঃ। সংযমতাম্—যাহারা সংযমিত, নিয়ন্ত্রিত করে। তাহাদের মধ্যে। অহং যমঃ।২৯

কলয়তাম্—গণনাকারিগণের মধ্যে। অহং কালঃ। কলনা—গণনা। গণনা দুই প্রকার; সঙ্কলন ও ব্যবকলন। জগতে অসংখ্য বস্তুর মধ্যে সঙ্কলন ব্যবকলন বা যোগ বিয়োগ, সৃষ্টি নাশ ক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলিতেছে। সেই সংযোগ বিয়োগ হইতেই সর্ব্বত্র নিয়ত পরিবর্ত্তন এবং সেই পরিবর্ত্তন হইতে আমাদের অন্তরে যে একের পর একটি করিয়া জ্ঞানক্রিয়া নিয়ত চলিতেছে, সেই ধারাবাহিক জ্ঞানের স্মৃতি হইতে আমাদের অন্তরে কালের ধারণা হয়; এবং দণ্ড দিন মাসাদির দ্বারা তাহার পরিমাণ করি। অতএব কালই সর্ব্বগণনকর্ত্তা। গণনাকারিগণের মধ্যে কালই শ্রেষ্ঠ—তাহা ভগবানের বিভূতি। পক্ষিণাং—পক্ষিগণের মধ্যে আমি। বৈনতেয়ঃ—বিনতাপুত্র গরুড় ।৩০।

দৈত্যগণ-মাঝে আমিই প্রহ্লাদ,
　　মৃগগণে সিংহ আমি সে মৃগেন্দ্র,
সংখ্যাকারিগণে আমি হই কাল,
　　পক্ষিগণে আমি গরুড় খগেন্দ্র। ৩০।
পূতকারিগণে আমি হে, পবন,
　　শস্ত্রধরগণে আমি দাশরথি,
মৎস্যগণ-মাঝে আমি সে মকর,
　　স্রোতস্বিনী মাঝে পুণ্য ভাগীরথী। ৩১

সর্গাণাম্ আদিরন্তশ্চ মধ্য চৈবাহম্ অর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্ ॥৩২॥
অক্ষরাণাম্ অকারো ঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহম্ এবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

পবতাম্—পবিত্রতাকারিগণের মধ্যে (শং, শ্রী)। পবনঃ—বায়ু। শস্ত্রভৃতাম্—শস্ত্রধরগণের মধ্যে রামঃ। ঝষাণাং—মৎস্যগণের মধ্যে। মকরঃ। স্রোতসাং—স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে। জাহ্নবী—গঙ্গা। ৩১।

সর্গাণাম্—সৃষ্ট পদার্থ সকলের সম্বন্ধে। আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ অহমেব। ২০ শ্লোকে অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ইত্যাদি বাক্যে ব্যষ্টিভাবে ভূতগণের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-সম্বন্ধে ভগবানের পারমৈশ্বর্য্য উক্ত হইয়াছে। এখানে, সমষ্টিভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ ক্রিয়াও তাঁহার বিভূতি ভাবে ধ্যেয়, ইহা বলা হইল। বিদ্যানাম্ মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। প্রবদতাং—বাদী অর্থাৎ তার্কিকগণের সম্বন্ধে। অহং বাদঃ—যুক্তি; পক্ষপাতশূন্য হইয়া যথাযথ বিচার। Argument। ৩২।

অক্ষরাণাং—অক্ষর সকলের মধ্যে। অকারঃ অস্মি; ৮।১৩ প্রণবতত্ত্ব দেখ। সামাসিকস্য—সমাস সকলের মধ্যে। দ্বন্দ্বঃ। দ্বন্দ্বসমাসে উভয় পদেরই

সৃজিত পদার্থ যাহা কিছু, পার্থ,
আদি অন্ত মধ্য আমি সে সবার;
যত বিদ্যা আছে আমি তার মাঝে
আত্মতত্ত্ববিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাসার।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কিম্বা গুরুশিষ্যে
যথাযথ তত্ত্ব করিতে নির্ণয়
রাগদ্বেষহীন যে যুক্তি-বিচার,
বাদীর সে বাদ আমি ধনঞ্জয়! ৩২।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহর-শ্চাহম্ উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ চ নারীণাং স্মৃতি র্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

প্রাধান্য থাকে, এজন্য তাহা অন্য সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ—৩০ শ্লোকের টীকায় বুঝিয়াছি, কালের মূল কলন বা গণনা, তাহার মূল পরিবর্ত্তন; আর পরিবর্ত্তনের মূল ভগবানে ক্রিয়া শক্তি কালী, মহাকালী এবং সেই শক্তি যাঁহার তিনি অক্ষয় কাল, মহাকাল। মহাকালবক্ষে মহাকালী নৃত্য করছেন, সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন। স্বয়ং ভগবানই মহাকাল। এই মহাকাল-রূপেই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি সংহারকর্ত্তা। "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" (১১।৩২)। অহং বিশ্বতোমুখঃ—সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বপ্রকারে। ধাতা—সর্ব্ব কর্ম্মফলবিধাতা। ৩৩।

সংহারকগণের মধ্যে অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ। ভবিষ্যতাম্—ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে। উদ্ভবঃ—অভ্যুদয়। আমি তৎপ্রাপ্তির হেতু (শং)। নারীণাং—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। নারীগণের সম্বন্ধে কীর্ত্তি প্রভৃতি সপ্ত গুণ ভগবানের বিভূতি (শং)। কীর্ত্তি—ধার্ম্মিকত্বনিমিত্তা খ্যাতি। সর্ব্বত্রই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠা। শ্রী—কান্তি, সৌন্দর্য্য; অথবা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ সম্পদ্ (মধু)। মেধা—যে শক্তি প্রভাবে আমাদের বহু জন্ম-

অক্ষরসমূহে আমি সে অকার,
　　সমাসসমূহে দ্বন্দ্ব, ধনঞ্জয়!
আমি সর্ব্ব কর্ম্মে সর্ব্বফলদাতা,
　　আমিই কালের প্রবাহ অক্ষয়। ৩৩
ভাবী অভ্যুদয়ে অভ্যুদয়হেতু,
　　সংহারক মধ্যে মৃত্যু সর্ব্বহর,
নারীগণে আমি কীর্ত্তি, ধৃতি, স্মৃতি,
　　মেধা, শ্রী ও ক্ষমা, সুমধুর স্বর। ৩৪।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষো ঽহম্ ঋতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫॥
দ্যূতং ছলয়তাম্ অস্মি তেজ স্তেজস্বিনাম্ অহম্।
জয়ো ঽস্মি ব্যবসায়ো ঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতাম্ অহম্ ॥৩৬॥

সঞ্চিত জ্ঞান পরিবৃত থাকে, তাহা মেধা। আমরা যখন যে জ্ঞান লাভ করি, পরক্ষণেই যদি তাহা বিস্মৃত হই, তবে আর উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত না। ধৃতি—ধৈর্য্য। ক্ষমা—সহিষ্ণুতা। এই সকল গুণও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই অধিক বর্ত্তমান। ৩৪।

সাম্নাম্—গীতের উপযোগী সাম মন্ত্রসমূহের মধ্যে। বৃহৎসাম—সামবেদান্তর্গত স্তববিশেষ। ছন্দসাম্—ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে। গায়ত্রী। মাসানাং মার্গশীর্ষঃ—অগ্রহায়ণ মাস। ঋতূনাং কুসুমাকরঃ—বসন্ত।৩৫।

ছলয়তাম্ প্রবঞ্চকগণের সম্বন্ধে। দ্যূতং—জুয়াখেলা, পাশা প্রভৃতি। প্রবঞ্চকের চরম আদর্শ জুয়াচোর। জগতে ভালমন্দ যাহা কিছু আছে, সে সকলের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতে না জানিলে সর্ব্বত্র অদ্বয় ব্রহ্মদর্শন হয় না। সৎ অসৎ সমস্তই ঈশ্বর হইতে। অহং তেজস্বিনাম্ তেজঃ। জেতৃগণের জয়ঃ। উদ্‌যোগী পুরুষের ব্যবসায়ঃ—উদ্যম। সত্ত্ববতাম্—সাত্ত্বিকের সম্বন্ধে। সত্ত্বম্ অহম্ অস্মি। ৩৬।

আমিই বৃহৎ সাম সামগানে,
মাসে মার্গশীর্ষ আমি শস্যধর,
ছন্দোময় মন্ত্রে আমিই গায়ত্রী,
ষড়্ ঋতুমাঝে কুসুম-আকর। ৩৫।
বঞ্চকগণের দ্যূতরূপ ছল,
উদ্‌যোগী পুরুষে উদ্যম, অর্জ্জুন!
তেজস্বীর তেজ, বিজয়ীর জয়,
সাত্ত্বিকের হই আমি সত্ত্ব গুণ। ৩৬।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবো ঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনাম্ অপ্যহং ব্যাসঃ কবীনাম্ উশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥
দণ্ডো দময়তাম্ অস্মি নীতি রস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্ অহম্ ॥৩৮॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ অস্মি ইত্যাদি—যাদবগণের মধ্যে আমি বাসুদেব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমি ধনঞ্জয়, আমরাও সেই ভগবানের বিভূতি। এখন ভগবান্ আপনার পরম ভাবে যোগযুক্ত হইয়া অর্জ্জুনকে আত্মবিভূতি বলিতেছেন; সুতরাং মানুষী তনুআশ্রিত তাঁহার যে লীলাবিগ্রহ, যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাহা এখন তাঁহার বিভূতি মাত্র। তাহা পরম ভাব হইতে স্বতন্ত্র; ৪।৬ দেখ। মুনি—বেদার্থ মননশীল। কবি—সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। ৩৭।

দময়তাম্—দমন কর্ত্তার সম্বন্ধে। আমি তাহার দণ্ড। জিগীষতাং—জয়াভিলাষী ব্যক্তির সম্বন্ধে। নীতিঃ—ন্যায় সঙ্গত সাম, দানাদি উপায়।

বাসুদেবপুত্র আমি বৃষ্ণিবংশে,
　　আমি ধনঞ্জয় পাণ্ডুপুত্রগণে,
মুনিগণমাঝে আমি দ্বৈপায়ন,
　　আমি শুক্রাচার্য্য শাস্ত্রদর্শিগণে। ৩৭।
দমনকর্ত্তার দণ্ড আমি, পার্থ।
　　অসংযত জন সংযমিত যায়,
জিগীষু জনের ন্যায়ানুসারিণী
　　সামাদি যে নীতি, আমি সে উপায়।
মনঃসংযমন-সামর্থ্য সে আমি
　　যাহে গুহ্য তত্ত্ব রহয়ে গোপন,
তত্ত্বজ্ঞানবান্ লভয়ে যে জ্ঞান
　　সে মম বিভূতি, ভরতনন্দন! ৩৮।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদ্ অহম্ অর্জ্জুন।
ন তদ্ অস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
নান্তো ঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে র্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্ উর্জ্জিতম্ এব বা।
তত্তদ্ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

অন্যায় উপায়েও জয়লাভ হইতে পারে। তাহা ভগবদ্বিভূতি নহে। গুহ্যানাং—গুহ্য বিষয়সমূহের সম্বন্ধে। সে সমস্ত গোপন রাখিবার হেতুভূত মৌনং—মনঃসংযম (১৭।১৬ দেখ) আমি। জ্ঞানবতাম্—তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞানম্ অহম্। ৩৮।

সর্ব্বভূতানাং যৎ বীজম্—উৎপত্তি-হেতু (৭।১০ দেখ)। তৎ অহম্। ময়া বিনা যৎ স্যাৎ—আমি ভিন্ন যাহা হইতে পারে। তৎ চরম্ অথবা অচরং নাস্তি—তাদৃশ স্থাবর জঙ্গম বস্তু নাই। ৩৯।

আমার বিভূতির অন্ত নাই। তজ্জন্য এষঃ বিভূতেঃ বিস্তরঃ—বিভূতি-রূপে ব্যাপ্তি। উদ্দেশতঃ তু—সংক্ষেপে মাত্র। প্রোক্তঃ। ৪০।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে। যৎ যৎ সত্ত্বং—যে যে বস্তু। বিভূতিমৎ—

সমস্ত ভূতের যা' হতে উদ্ভব,
বীজরূপী যাহা আমি সে কারণ,
আমা বিনা হয় চরাচরময়
নাহি কোন বস্তু কোথাও এমন। ৩৯।

<u>বিভূতি</u> আছে যত দিব্য বিভূতি আমার
<u>অনন্ত</u> ওহে পরন্তপ! অন্ত নাহি তার;
এই হে, সেহেতু, কহিনু কেবল
সংক্ষেপতঃ সেই বিভূতি-বিস্তার। ৪০।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঐশ্বর্য্যযুক্ত (শ্রী)। শ্রীমৎ—লোকাতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত। উর্জ্জিতম্—প্রভাব-সম্পন্ন। তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ইতি ত্বম্ অবগচ্ছ—তাহাই আমার তেজের অংশ বা এক দেশ হইতে উৎপন্ন জানিও। যে বস্তুর যাহা স্বাভাবিক ভাব, তাহা সেই জাতীয় যে বস্তুতে অধিকতর অভিব্যক্ত, সেই বস্তু তজ্জাতীয় বস্তু সম্বন্ধে বিভূতিযুক্ত। ৪১।

অথবা হে অর্জ্জুন! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্—এত অধিক জানায় তোমার কি প্রয়োজন? অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য—একাংশে ধরিয়া। স্থিতঃ। ভগবানের যাহা তেজ, যাহা তাঁহার "প্রভব," পরম প্রকাশশক্তি, এই বিশ্ব,—সমষ্টিভাবে চেতন-অচেতনময় সমগ্র জগৎ, সেই তেজের আংশিক ভাবমাত্র ; তাঁহার বিভূতি বা তাঁহারই স্বরূপাংশ। তাহাই একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন দেখিতেছেন।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ছিল,—কি ভাবে চিন্তা করিলে আমি আপনার স্বরূপ জ্ঞাত হইব। ইহার উত্তর শেষ হইল। সমগ্র জগৎ আমার বিভূতি, আমার স্বরূপের আংশিক প্রকাশ Finite manifestation of the Infinite. তুমি সমগ্র জগতে বিরাট প্রকৃতি বক্ষে আমার চিন্তা করিবে।

যা' কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, যা' কিছু শ্রীমান্,
সমগ্র　যা' কিছু উৎসাহ-বল-তেজোদীপ্তিমান্,
জগৎ　সেই সেই সমস্ত জানিও, ধনঞ্জয়!
ঈশ্বরের　আমার তেজোঽংশ হ'তে সমুদ্ভূত হয়। ৪১।
তেজোঽংশমাত্র　অথবা কি কাজ, পার্থ! অধিক জানিয়া,
এ সমগ্র বিশ্ব আছি একাংশে ধরিয়া। ৪২।

জগৎ যে চিৎস্বরূপ ভগবানের বিভূতি, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিবেন। বীজ হইতে বৃক্ষ ; বৃক্ষ হইতে আবার বীজ। অর্থাৎ যে শক্তি সূক্ষ্মাকারে বীজ মধ্যে লীন ছিল, তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষরূপ ধারণ করে। আবার তাহাই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে সূক্ষ্মতর হয়। ঐ যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ, একদিন উহা বালুকাপ্রমাণ বীজে লীন ছিল, কালে আবার ঐ সমুদায় বৃক্ষটী বালুকাপ্রমাণ বীজেই লীন হইবে। এমন উদাহরণ বহু, ৮।১৯ টীকা দেখ। এই নিয়ম সর্ব্বত্র। একই শক্তির ক্রমবিকাশে সৃষ্টি, আর ক্রমসঙ্কোচে লয়। সকল পদার্থেরই আরম্ভ ও পরিণাম সমান। সুতরাং কোন বস্তুর অন্ত জানিলে তাহার আদি জানা যায়, আদি জানিলে অন্ত জানা যায়।

এই নিয়মে দেখ যে,—সৃষ্টির শেষ বস্তু চেতন জীব, চেতন জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। আবার মানুষের মধ্যে যিনি সাধনাবলে সিদ্ধ হয়েন, প্রকৃতির সকল বন্ধনের অতীত হইয়া, প্রকৃতির প্রভু হইয়া, মুক্ত পুরুষ হয়েন, সেই পূর্ণ-মানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্যই আমাদিগের জ্ঞানে সৃষ্টি-ক্রমের শেষ বিকাশ। আর চৈতন্যই যখন সৃষ্টির শেষ বিকাশ, তখন সৃষ্টির আদিও যে সেই চৈতন্য, তাহা স্পষ্ট অনুমান হয়।

সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই এক কালে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। তখন অস্তি নাস্তি কিছু ছিল না। তখন প্রলয়। তিনিই আবার আপনাকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন, এই চেতন অচেতনময় জগৎ-রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। জড়শক্তি বা চৈতন্য বা অন্য কোন নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি, সেই এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি,—কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট। যাহাকে চৈতন্যবিহীন জড় বলি, তাহাও সেই চৈতন্যেরই ঘনীভূত অপ্রকট অবস্থা, Latent state. এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ব্যয় নাই, বিভাগ নাই। তাহা অনাদি, অব্যয়, অখণ্ড, অনন্ত এবং সর্ব্বদা পূর্ণভাবে বর্ত্তমান,

Infinite. তাহাই ঈশ্বর, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই জড়বাদীর জড়শক্তি, অজ্ঞেয়বাদীর অ-স্তু অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতীত সত্তা। জগতে যাহা কিছু আছে ছিল বা থাকিবে, সব তাঁহারই বিভূতি—বিশেষ বিকাশ; অথবা তিনি স্বয়ং। তাঁহারই তেজোহংশ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু পরমাণু হয়, আবার তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়া, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, ধরা ধরাধর সাগর নদী, তরু গুল্ম লতা তৃণ,মনুষ্য পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি আকারে প্রতিভাত হয়। তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া কখন অণু পরমাণু হ'ন, অস্তি নাস্তির অতীত হ'ন; আবার কখন ধীরে ধীরে নিজ স্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক নিজেতে যুক্ত হ'ন,—জগৎ হ'ন, ঈশ্বর হ'ন। সবই তিনি, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমরা তাঁহা হইতেই জন্ম লই, তাঁহাতেই জীবিত থাকি, এবং তাঁহাতেই আবার ফিরিয়া যাই। ৪২।

দশম অধ্যায় শেষ হইল। অনেকের অভিমত, সংসার অনিত্য ও দুঃখময়; অতএব সংসারের সুখ-দুঃখ উপেক্ষা-পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। কিন্তু ইহা প্রকৃতিবশ মানবের পক্ষে বড় কঠোর, বড় নীরস, বড় দুঃসাধ্য। গভীর জ্ঞানী, অত্যন্ত দূরদর্শী ও তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন, সহস্রের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ ইহা করিতে সমর্থ।

ভগবান্‌ও বলিয়াছেন, এ সংসার, "দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্" (৮।১৫); "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" (৯।৩৩)। এই সংসার দুঃখময় এবং অনিত্য। হে অর্জ্জুন! ঈদৃশ সংসারে জন্মলাভ করিয়া তুমি আমার ভজনা কর। কিন্তু ভজনার যে পন্থা তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা কঠোর নীরস নহে, পরন্তু তাহা সুসাধ্য ও মধুময়।

ভগবান্ বলিতেছেন, পরিমিত আহার বিহারের দ্বারা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখ; জগতের সুখ, জগতের আনন্দ যথালাভ ভোগ কর; জগতের রূপ, জগতের রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে সুখী হও; কিন্তু সে সকলে মুগ্ধ না হইয়া, তাহাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহা দর্শন কর;—তাহাদের মধ্যে

সতত অবিচ্ছেদে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমার সত্তা জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ কর। নয়নে যা' দেখ, তাহা আমারই রূপ, কর্ণে যা' শ্রবণ কর তাহাও আমা হইতে। পুষ্পের যে গন্ধ তাহা আমারই। যে রসে রসনা তৃপ্ত, সে রস আমি: আমিই প্রাণ, আমা হইতেই স্পর্শসুখ।

ঐ যে রবি শশী জগৎ আলোকিত করিতেছ. সে আমারই আলোক; তাহাকে নমস্কার কর। যে অশনিতেজ মহাগিরিও বিদীর্ণ করে, সে তেজও আমার; তাহাকে নমস্কার কর। অনলের যে দাহিকা শক্তি সে আমারই শক্তি; তাহাকে নমস্কার কর। বসন্তের বনস্থলী কুসুম-হাসি হাসিতেছে, সেও আমার হাসি; তাহাকে নমস্কার কর। সুন্দরীর যে রূপ, যে কণ্ঠস্বর তোমার চিত্ত চুরি করিতেছে, সে রূপ, সে স্বরও আমার; তাহাকে নমস্কার কর, আর কাম-গন্ধ আসিবে না। হে বঞ্চক! যে বুদ্ধিতে তুমি ধনার্জ্জন করিতেছে, সে বুদ্ধিও আমা হইতে জানিও; আর তাহার অপব্যবহার করিও না। হে জ্ঞানী! তোমার যে জ্ঞান, মেধা, যশ—তাহাও আমা হইতে, আর অহঙ্কার করিও না। ঐ যে কুক্কুর, শূকর প্রভৃতি হেয় জীব, তাহাদেরও অন্তরে আমি আত্মারূপে, চৈতন্যরূপে, বীজরূপে রহিয়াছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তোমার অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, অধে; আমি সর্ব্বময়।

আমি সতত সর্ব্বত্র রহিয়াছি জানিয়া আমার দাস ভাবে, আমাতে চিত্তসমর্পণ করিয়া সর্ব্ব সময়েই আমায় স্মরণ পূর্ব্বক, ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত যথালব্ধ কর্ম্ম সকল ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়া যাও। তাহাতে জগৎব্যাপারও সুসম্পন্ন হইবে, অথচ তুমি কর্ম্মজালে জড়িত হইবে না। বুদ্ধির দোষেই মানুষ কর্ম্মজালে জড়িত হয়। তুমি বুদ্ধি শুদ্ধ কর। যে, জগতের কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন করে না, সে পাপাত্মা; আর দেহ থাকিতে কর্ম্মও যায় না এবং কর্ম্ম ছাড়িলে দেহও থাকে না। অপিচ, কর্ম্ম ছাড়িলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, ও কর্ম্মত্যাগ মাত্রই সন্ন্যাস নহে। অতএব কর্ম্ম ত্যাগের বাসনা করিও না।

তুমি যে কর্ম্মে আছ, তাহাই শুদ্ধ যোগবুদ্ধিতে করিতে থাক। শুদ্ধ বুদ্ধিতে স্বকর্ম্মাচরণই ঈশ্বরের অর্চ্চনা। তদ্দ্বারা সকল লোকেই সিদ্ধিলাভ করে। জ্ঞানের জন্ত চিন্তা নাই। যাহারা আমাকে সর্ব্বময় জানিয়া,—

সতত আমাতে চিত্ত রাখি ভক্তিভরে
মন-প্রাণ সমর্পিয়া মম সেবা করে,
আমি করি তা'দের সে বুদ্ধির উদয়
যাহাতে আমাকে তা'রা পায়, ধনঞ্জয় !১০।৯—১০।

এই ভগবানের অভয় বাণী। ধর্ম্মোপদেশ-সম্বন্ধে আমরা আশৈশব যাহা কিছু শুনিয়াছি বা শুনিতেছি, প্রায় সে সমস্তেই কঠোর বৈরাগ্যের প্রাধান্ত আছে; এবং আমাদিগের হৃদয়ও তদনুসারে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে; তজ্জন্ত "ধর্ম্ম" সাধারণের চক্ষে সংসার হইতে স্বতন্ত্র, এক ভয়াবহ বিষয়ে পরিণত হইতেছে। কৃষ্ণোক্ত ঐ মধুরভাবের ছায়া হৃদয়ে অঙ্কিত হইলে, ধর্ম্মের সে ভয়াবহ ভাব দূর হয় এবং সংসার সুখময় হয়, সন্দেহ নাই। হায়! আর্য্যভূমিতে আর্য্যসন্তানগণের কি সে সুদিন হইবে না। ভারতের হিন্দু কি "ভারতের কৃষ্ণের" কথা শুনিবে না?

এস আর্য্যসন্তান! কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা আমরাও অর্জ্জুনের মত, "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" (২৭) বলিয়া কৃষ্ণ-পদাম্বুজে লুটাইয়া পড়ি। এস, আমরা সকলেই বলি;—

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দীন চিত্তে প্রভু,
　　ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারি,
শিখাও তোমার অভাজন শিষ্যে,
　　লইল এ "দাস" শরণ তোমারি।
জগৎ ব্যাপিয়া প্রভু! রয়েছ কেমন,
সে রূপ দেখিতে "দাসে" দাও, হে নয়ন

বিভূতি যোগ-নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

—•:•:•—

বিশ্বরূপদর্শন-যোগঃ।

—•—

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচ স্তেন মোহো হয়ং বিগতো মম ॥১॥

বিভূতি-বৈভব হরি কহি কৃপাগুণে
দেখাইলা বিশ্বরূপ দিদৃক্ষু অর্জ্জুনে।—শ্রীধর।

ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি, যে তেজোহংশ হইতে এই জগতের বিকাশ, একাদশে
ন তাঁহার সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, মদনুগ্রহায়—আমার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনার্থ। পরমং গুহ্যম্—অতিশয় গোপনীয়। অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্—আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক। যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং—যে বাক্য আপনি কহিলেন। তেন মম অয়ং মোহঃ—আমি হন্তা ও ভীষ্মাদি মৎকর্ত্তৃক হত, ঈদৃশ ভ্রম (শ্রী)। বিগতঃ। ১।

অর্জ্জুন কহিলেন।

আমার পরম গুহ্য আত্মতত্ত্ব জ্ঞান
কহিলা করুণা করি যাহা, ভগবান্!
শুনিয়া আমার মনে হয়েছে নিশ্চয়,
কেহ কারও হন্তা নহে, কেহ হত নয়। ১।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যম্ অপি চাব্যয়ম্ ॥২॥
এবম্ এতদ্ যথাত্থ ত্বম্ আত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥

হে কমলপত্রাক্ষ! ভূতানাং হি ভবাপ্যয়ৌ—ভব উৎপত্তি ও অপ্যয়—বিনাশ; তদুভয়। ত্বত্তঃ—তোমার নিকটে। ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ—আমি সবিস্তারে শুনিয়াছি। তব অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ শ্রুতম্। তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা ও সর্ব্বফলদাতা হইয়াও উদাসীন, সর্ব্ব-নিয়ন্তা হইয়াও সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত ইত্যাদি তোমার অপার মহিমার পরিচায়ক (শ্রী)। ১।

হে পরমেশ্বর! ত্বম আত্মানং যথা আত্থ—আপনার বিষয় যেরূপ কহিলেন। এবম্ এতৎ—তাহা সেই রূপই বটে। হে পুরুষোত্তম! তথাপি তব ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুম ইচ্ছামি—ঐশ্বর রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩।

	সমস্ত ভূতের যাহে, সৃষ্টি ও সংহার,
বিশ্বরূপ	পুন আর আপনার মহিমা অপার,
দেখিবার	সে সকল সবিশেষ কমললোচন,
নিমিত্ত	আপনার মুখপদ্মে করেছি শ্রবণ। ২।
অর্জ্জুনের	মানি, হে পরমেশ্বর! তোমার স্বরূপ
প্রার্থনা	যথার্থ সেরূপ, তুমি কহিলে যেরূপ।
	তবু, হে পুরুষোত্তম! বাসনা আমার
	দেখিতে নয়নে দিব্য সে রূপ তোমার।
	তবে ত সন্দেহ যায়, "তবে সত্য মানি,
	আপন নয়নে যদি হেরি চক্রপাণি।" ৩।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুম্ ইতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানম্ অব্যয়ম্ ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশো হথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

যদি তৎ (রূপং)। ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে—আমি দেখিতে পারিব মনে করেন। ততঃ—তাহা হইলে। হে প্রভো, ত্বং মে অব্যয়ম্ আত্মানং দর্শয়—আপনার অব্যয় ঈশ্বরীয় রূপ আমাকে দর্শন করান। যোগেশ্বর—৯।৫ শ্লোকে ঈশ্বরীয় যোগ বিবৃত হইয়াছে। সেই যোগ শক্তি যাঁহার তিনি যোগেশ্বর। অব্যয়—নিত্য (শ্রী)। ৪।

এইরূপে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে অদ্ভুত দিব্য রূপ দর্শন করাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সাবধান করিয়া ৫—৮ শ্লোকে সেই রূপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছেন; কারণ হঠাৎ অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিলে মোহ উপস্থিত হইতে পারে।

হে পার্থ! মে দিব্যানি, নানাবিধানি, নানা-বর্ণ-আকৃতীনি চ শতশঃ

যোগ্য যদি হই প্রভু, দেখিতে সে রূপ
যোগেশ্বর! দেখাও সে তব নিত্য রূপ। ৪।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

একান্ত অর্জ্জুন, যদি বাসনা তোমার,
সাবধানে দিব্য রূপ দেখ হে, আমার;—
শুক্ল কৃষ্ণ নানাবর্ণ, বিবিধ আকার,
শত শত শত আর সহস্র প্রকার
অলৌকিক বহুবিধ বিবিধদর্শন
আমার সে রূপ, পার্থ! কর দরশন। ৫।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুত স্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥৭॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ অনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্ ॥৮॥

অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য। রূপাণি—রূপ একই; কিন্তু শত সহস্র প্রকারে নানা বর্ণ ও আকৃতি যুক্ত হইয়া প্রকটিত, তজ্জন্য বহুবচন (শ্রী)। ৫।

আমার এই রূপের মাঝে আদিত্যান্ প্রভৃতি পশ্য—দর্শন কর। আদিত্যান্—দ্বাদশ আদিত্য। বসূন্—অষ্ট বসু। রুদ্রান্—একাদশ রুদ্র। অশ্বিনৌ—অশ্বিনীকুমার-যুগল। মরুতঃ—উনপঞ্চাশৎ পবন। আরও অদৃষ্টপূর্ব্বাণি—পূর্ব্বে যাহা দেখ নাই। ঈদৃশ বহূনি আশ্চর্য্যাণি পশ্য। ৬।

কেবল তাহাই নহে। ইহ—এই। মম দেহে। একস্থম্—একত্র অবস্থিত। সচরাচরং কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ, যৎ অন্যৎ চ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা করেন। সে সমস্তও। অদ্য পশ্য। ৭।

কিন্তু অনেন এব স্বচক্ষুষা—তোমার এই সাধারণ চক্ষে। মাং দ্রষ্টুং ন

দেখ অই অষ্ট বসু, আদিত্য দ্বাদশ,
অশ্বিনীকুমার দুই, রুদ্র একাদশ,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু—দেখ কত আর,
আশ্চর্য্য অদৃষ্টপূর্ব্ব শরীরে আমার। ৬।
অধুনা আমার এই দেহে, গুড়াকেশ!
স্থাবরজঙ্গমময় জগৎ অশেষ
এক স্থানে সমুদায় দেখ হে, নয়নে,—
কিম্বা অন্য যাহা কিছু ইচ্ছা হয় মনে। ৭।

সঞ্জয় উবাচ।

এবম্ উক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপম্ ঐশ্বরম্ ॥৯॥

শক্যসে। অতএব দিব্যং চক্ষুঃ—অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু। তে দদামি। মে ঐশ্বরং যোগং—আমার অলৌকিক যোগশক্তি। পশ্য। দিব্য চক্ষু—দিব্য চক্ষুকে তৃতীয় চক্ষু, জ্ঞান-নেত্র বলে। তন্ত্রমতে আজ্ঞাচক্র ইহার স্থান। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, তাহাতে যে প্রজ্ঞার আলোক, জ্ঞানসূর্য্যের (২।৫৫) বিকাশ হয়, তাহাই জ্ঞানচক্ষু, Illumination. ভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে আপনার পরম স্বরূপ বিশ্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তা দেখাইবার জন্য ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিলেন (১০।১১)। ৮।

সঞ্জয়ঃ উবাচ, এবম্ উক্ত্বা—ইত্যাদি স্পষ্ট। হরি—যিনি ভক্তের সর্ব্ব-ক্লেশ হরণ করেন, তিনি হরি।

অর্জ্জুন ভগবানের ঐশ্বর রূপ, অব্যয় আত্মা দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। সেই বিশ্বরূপ, এই জগতের সূক্ষ্ম রূপ।

অর্জ্জুনকে — কিন্তু ঐ চর্ম্মচক্ষে, অর্জ্জুন, তোমার
দিব্য চক্ষু — নারিবে দেখিতে তুমি সে রূপ আমার।
দান — দিতেছি তোমায় দিব্য জ্ঞানের নয়ন,
আমার সে যোগৈশ্বর্য্য কর দরশন। ৮।

সঞ্জয় কহিলেন।

এইরূপে মহারাজ ! যোগেশ্বর হরি
ভক্তিমান্ ধনঞ্জয়ে সম্ভাষণ করি
দেখাইলা অলৌকিক ঈশ্বরীয় রূপ ;—
সবিস্ময়ে ধনঞ্জয় দেখে অপরূপ। ৯।

অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥১০॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম্ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥১১॥

জগৎ তাঁহার অব্যয় আত্মার বিভব, নিত্য চৈতন্যময় সত্তার বিলাস বা প্রকাশিত রূপ। ৯।

সে রূপ কীদৃশ? তাহা অনেক বক্ত্র—বদন ও নয়ন বিশিষ্ট। অনেক অদ্ভুত দর্শন অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট। অনেক দিব্য আভরণ-বিশিষ্ট। দিব্য এবং অনেক উদ্যত—উচ্ছ্রিত আয়ুধ—অস্ত্রবিশিষ্ট। তখন অর্জ্জুন বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া, বিশাল বিরাট, এই বিশ্ব, ভগবানের বিরাট্ দেহে বিরাজিত দেখিতেছিলেন। সে বিরাট্ দেহে সমষ্টিভাবে সর্ব্ব জীবের মুখ, চক্ষু প্রভৃতি একত্র সংস্থিত; তজ্জন্য তাহা অনেক-বক্ত্র-নয়ন ইত্যাদি। ১০

দিব্য মাল্য ও অম্বর অর্থাৎ বস্ত্রধারী। দিব্য গন্ধযুক্ত অনুলেপনবিশিষ্ট। সর্ব্বরূপে আশ্চর্য্যময়। দেব—দ্যোতনাত্মক, প্রকাশময়। অনন্ত—দেশ-কাল-অপরিচ্ছিন্ন, not limited by time and space, infinite. বিশ্বতঃ—সর্ব্বতঃ, মুখবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। ১১।

সঞ্জয়কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন (১০—১৪)

অদ্ভুত সে রূপ, মরি! অদ্ভুতদর্শন!
কতই নয়ন তার, কতই বদন!
দিব্য দেহে শোভে কত দিব্য আভরণ,
সমুদ্যত মরি কত দিব্য প্রহরণ! ১০।
দিব্য মাল্য দিব্য বস্ত্র করে তনু শোভা,
অনুলেপে দিব্য গন্ধ মরি, মনোলোভা।
সকলি আশ্চর্য্যময়, অন্ত কই তার!
জ্যোতির্ম্ময় ব্যাপি রয় সমগ্র সংসার। ১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদ্ উত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাস স্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তম্ অনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডব স্তদা ॥১৩॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলি রভাষত ॥১৪॥

দিবি—আকাশে, সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ—প্রভা। যদি যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ। তবে সা—সেই সহস্র সূর্য্যের প্রভা। তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ—সেই বিশ্বরূপীর দেহ-প্রভার। (শং, শ্রী)। কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ (শ্রী)। মহাত্মা মহান্ বিশাল, আত্মা অর্থাৎ শরীর যাহার। ১২।

তদা পাণ্ডবঃ—অর্জ্জুন। অনেকধা—অনেক প্রকারে। প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ। তত্র—সেই বিশ্বরূপে। দেব-দেবস্য শরীরে—তদীয় অবয়বরূপে। একস্থং—একত্র ব্যবস্থিত (শ্রী)। অপশ্যৎ—দেখিলেন। ১৩।

ততঃ—তাহা দেখিয়া। স ইত্যাদি স্পষ্ট। হৃষ্টরোমা—রোমাঞ্চিত-দেহ। ১৪।

প্রভারাশি ক'রে যদি সহস্র তপন
যুগপৎ নভোদেশে সমুদিত হন
কথঞ্চিৎ তবে তার হয় অনুরূপ
যে প্রভায় জ্যোতির্ম্ময় সে বিরাট্ রূপ। ১২।
দেবদেব বাসুদেব, শরীরে তাঁহার
বিভক্ত বিবিধ ভাবে সমগ্র সংসার
এক স্থানে ব্যবস্থিত তখন, রাজন্!
করিলেন দরশন পাণ্ডুর নন্দন। ১৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাং স্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণম্ ঈশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥

হে দেব! হে স্বপ্রকাশ প্রাণময় দেবতা! তব দেহে—তোমার চৈতন্যময় অবয়বে। সর্ব্বান্ দেবান্ পশ্যামি। তথা—আর ভূতবিশেষ-সঙ্ঘান্—স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশেষ বিশেষ জাতীয় জীবের সমষ্টি দেখিতেছি। সঙ্ঘ—সমষ্টি। কমলাসনস্থং—পৃথিবীরূপ কমলের কর্ণিকারূপ মেরুদেশে অবস্থিত (শং, শ্রী)। ঈশং—সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। ব্রহ্মাণং। তথা সর্ব্বান্ দিব্যান্ ঋষীন্ উরগান্ চ পশ্যামি—দেখিতেছি। উরগ—সর্প। অর্জ্জুন এখন ভগবানের কোন সীমাবিশিষ্টরূপ দেখিতেছেন না; পরন্তু তাঁহার কৃপায় এক অখণ্ড অনন্ত চৈতন্যময় সত্তার বিকাশ দেখিতেছেন, সুতরাং দেবতা ও অন্যান্য জীবাদি সমন্বিত—সমুদায় বিশ্ব যে অখণ্ড মহতী চৈতন্যসত্তায় অবস্থিত, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।১৫।

নিরখি সে বিশ্বরূপ জড়িতশরীর,
ভক্তিভরে প্রণমিয়া অবনত শির
বাসুদেবে কহিলেন, বিস্মিত-হৃদয়
মহারাজ! কৃতাঞ্জলি করি, ধনঞ্জয়! ১৪

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন (১৫—৩১)

অর্জ্জুন কহিলেন।

সর্ব্ব দেবে, দেব! তোমার শরীরে,
দেখি ভূতসঙ্ঘ সকল প্রকার।
পদ্মাসনে দেখি প্রভু পদ্মযোনি,
দিব্য ভুজঙ্গম সর্ব্ব ঋষি আর; ১৫।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুন স্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ অপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! অনেক বাহু-উদর-বক্ত্র (বদন) ও নেত্র-বিশিষ্ট, ১৩।১৩ টীকা দেখ। অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ—সর্ব্বত্র। পশ্যামি। পুনঃ—কিন্তু। তুমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, তব অন্তং ন, মধ্যং ন, আদিং ন পশ্যামি—তোমার আদি মধ্য অন্ত দেখিতেছি না।

সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা জীব সকলের ভিন্ন ভিন্ন বাহু, উদর, নেত্র, মুখ-রূপে প্রতীয়মান হয়, এখন সেই সমস্তই তোমার বলিয়া দেখিতেছি। ১৬।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং সর্ব্বতঃ প্রকাশমান। তেজোরাশিং—পুঞ্জীভূত তেজঃস্বরূপ। দুর্নিরীক্ষ্যং—অতি কষ্টে যাহা দেখা

বিশ্বরূপ! তব অন্তহীন রূপ!
কত বাহু নেত্র বদন উদর!
দেখি সর্ব্ব ঠাঁই, দেখিতে না পাই
আদি মধ্য অন্ত তব, বিশ্বেশ্বর! ১৬।
কিরীটমণ্ডিত গদাচক্রধর,
সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত, তেজঃপুঞ্জময়,
দীপ্তানলসূর্য্যসম দুর্নিরীক্ষ্য,
সমন্তাৎ তোমা' দেখি অনিশ্চয়। ১৭।

ত্বম্ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতন স্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮॥

যায়। যেহেতু তাহা, দীপ্ত-অনল-অর্ক-দ্যুতিং—প্রদীপ্ত-অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। অতএব অপ্রমেয়ং—এই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বতোভেদী প্রকাশ সত্তাকে অনুভবে ধরিয়া রাখা দুঃসাধ্য। ঈদৃশং ত্বাং সমন্তাৎ—সর্ব্বত্র। পশ্যামি।

অর্জ্জুন যোগজ দৃষ্টিতে ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় পরম অধ্যাত্ম রূপ দেখিতেছেন। কিরীট—জ্ঞানজ্যোতিশ্ছটা, জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ Halo. গদা—শাসনশক্তি; এবং চক্র—নিয়মন-শক্তি, ধর্ম্মচক্র, Wheel of Law.। ১৭।

ত্বম্ পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম (৮।৩), যাহা বেদিতব্যং—মুমুক্ষুর জ্ঞেয়। ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্—আশ্রয় (৯।১৮)। ত্বম্ অব্যয়ঃ—নিত্য। তোমার যে গুণ, যে বিভব, যে মহিমা, তুমি তাহাতে সদা প্রতিষ্ঠিত (রাখা)। শাশ্বতধর্ম্ম-গোপ্তা—নিত্যধর্ম্ম প্রতিপালক। ত্বং সনাতনঃ—চিরন্তন। পুরুষঃ। ইতি মে মতঃ—ইহা আমার মনে হয়।

অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার পরম অক্ষর ভাব অনুমান করিতেছিলেন মাত্র, তজ্জন্য বলিয়াছেন "মতঃ মে"।

শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা—যাহা ধারণ করে, তাহা ধর্ম্ম। মানুষকে যাহা ধারণ

তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম জ্ঞাতব্য,
তুমি এ বিশ্বের পরম আশ্রয়,
তুমি হে অব্যয়, নিত্যধর্ম্মাশ্রয়,
অনাদি পুরুষ, মম মনে লয়। ১৮।

অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্য্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বম্ ইদং তপন্তম্॥১৯॥

করে তাহা মানুষের ধর্ম্ম। অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা, জলের ধর্ম্ম শীতলতা, সূর্য্যের ধর্ম্ম আলোক, তাপ দেওয়া ইত্যাদি। অগ্নি যদি শীতল হয়, জল যদি উষ্ণ হয়, মানুষ যদি নীতিহীন হয়; তবে জগৎ থাকে না। অতএব যদ্দ্বারা এই জগৎ বিধৃত, তাহাই শাশ্বত ধর্ম্ম। তাহার কখন ব্যতিক্রম বা পরিবর্ত্তন নাই। ব্রহ্মই এই শাশ্বত ধর্ম্ম। তিনিই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বররূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সকলেরই স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪। ২৭ দেখ। ১৮।

অনাদিমধ্যান্তং—আদি, উৎপত্তি; আর উৎপত্তির পর যে স্থিতি, তাহা, মধ্য ও বিনাশ যাহার নাই। অনন্তবীর্য্যং। অনন্তবাহুং—অনন্ত জীবের অনন্ত বাহু তোমারই বাহুরূপে দেখাইতেছে। শশি-সূর্য্য-নেত্রং—১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র" অতএব এখানে শশি-সূর্য্যবৎ প্রসাদ ও প্রভাবযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে (রামা)। দীপ্ত

আদি-মধ্যহীন তুমি অন্তহীন,
জন্ম স্থিতি নাশ নাহিক তোমার,
আপনার তেজে নিরখি আপনি
করিতেছ তপ্ত সমগ্র সংসার।
অনন্ত তোমার বাহু বীর্য্য, প্রভু!
শশিসূর্য্যবৎ কতই নয়ন!
দীপ্ত হুতাশন সদৃশ নিরখি
কি প্রদীপ্ত অই তোমার বদন! ১৯।

দ্যাবাপৃথিব্যো রিদম্ অন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপম্ ইদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥২০॥

হুতাশ (অগ্নি) সদৃশ বক্ত্র (বদন) বিশিষ্ট। স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং পশ্যামি—স্বকীয় তেজে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছেন, দেখিতেছি।

তেজঃ—এই তেজ ভগবানের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা পরা শক্তি। এই তেজোহংশ হইতেই বিশ্বের বিকাশ ও পরিণতি। সূর্য্যতেজ এই তেজেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। অর্জ্জুন যোগজ দৃষ্টিতেও তাহা দেখিতে সমর্থ হইতেছিলেন না; তজ্জন্য বলিতেছেন, স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্। ইহাকে ইংরাজীতে Divine Energy বলা যায়। ১৯।

• দ্যাবাপৃথিব্যোঃ হি ইদম্ অন্তরং—স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী এই যে অন্তরীক্ষ। দ্যোঃ—স্বর্গ, দ্যো স্থানে দ্যাবা আদেশ, নিপাতনে। সর্ব্বাঃ দিশঃ চ—এবং সর্ব্ব দিক্। একেন ত্বয়া ব্যাপ্তং—তুমি একাই ব্যাপিয়া আছ। তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা, লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্—এই ঘোররূপ দর্শন করিয়া ত্রিভুবন অতিশয় ব্যথিত হইতেছেন। তোমার সর্ব্বগ্রাসী প্রকাশ সত্তায় ত্রিভুবন ক্রমশঃ বিলয়াভিমুখী হইতেছে। ত্রিভুবনের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ব্যথাজনক। ২০।

দ্যাবাপৃথিবীর এই যে অন্তর,
সর্ব্ব দিক্ আর,—একাই ব্যাপিয়া!
মহাকায়! ও কি উগ্র তব রূপ!
ভয়াকুল বিশ্ব ও রূপ দেখিয়া! ২০।

অমী হি ত্বাং সুরসংঘাঃ বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥

অমী হি সুরসংঘাঃ—দেবতাসমূহ। ত্বাং বিশন্তি—তোমাতে প্রবেশ করিতেছে; দেবতাগণের ব্যষ্টি চৈতন্য তোমার সমষ্টি চৈতন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ—কৃতাঞ্জলি করিয়া। গৃণন্তি—জয় জয়, রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রার্থনা করিতেছে। মহর্ষি-সিদ্ধ-সংঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা, পুষ্কলাভিঃ—পরিপূর্ণ, অর্থযুক্ত স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি। ২১।

রুদ্র আদিত্য ইত্যাদি সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্তে। বসবঃ অষ্ট বসু। উষ্মপাঃ—পিতৃগণ। বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছে—তোমার সর্ব্বতোব্যাপী প্রকাশ সত্তার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে। ২২।

অই সুরবৃন্দ পশিছে তোমাতে,
কেহ রক্ষা মাগে ভীত কৃতাঞ্জলি,
অর্থযুক্ত বাক্যে তব স্তুতি করে
কহি স্বস্তি, সিদ্ধ মহর্ষি সকলি। ২১।

রুদ্রাদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমার,
সাধ্য, সিদ্ধ, বায়ু, বিশ্ব দেবগণ,
যক্ষ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর,
সবিস্ময়ে সবে করিছে দর্শন। ২২।

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
　　মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
　　দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতা স্তথাহম্ ॥২৩॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং
　　ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
　　ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥

তে মহৎ—তোমার বিশাল। রূপং দৃষ্ট্বা। সর্ব্বে লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ—অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। তথা অহম্—আমিও ভীত হইয়াছি! সে রূপ কীদৃশ?—বহু বক্ত্র ও নেত্র-বিশিষ্ট। বহু বাহু উরু ও পাদবিশিষ্ট। বহু-উদরবিশিষ্ট। বহু দংষ্ট্রা—দন্তদ্বারা করাল, ভয়ঙ্কর। ২৩।

কেবল যে ভীত হইয়াছি তাহা নহে, পরন্তু হে বিষ্ণো! হে সর্ব্ব-ব্যাপী! নভঃস্পৃশং—গগনস্পর্শী। দীপ্তম্, অনেক-বর্ণং। ব্যাত্তাননং—উন্মুক্ত বদন। দীপ্ত-বিশাল-নেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা। প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা—অত্যন্ত ব্যথিত চিত্ত। আমি ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি—ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছি না।২৪।

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের ভয়

বহু-বক্ত্র-নেত্র-উদর-চরণ
　　বহু-উরু-বাহু-দংষ্ট্রা-ভয়ঙ্কর,
দেখি ভীত আমি, ভীত সর্ব্ব লোক,
　　মহাবাহু! তব মহা কলেবর। ২৩।
নভঃস্পর্শী দীপ্ত বহুল-বরণ,
　　ব্যাত্তানন দীপ্তবিশাল-নয়ন
দেখি অন্তরাত্মা ব্যথিত আমার,
　　নাহি ধৈর্য্য, নাহি শান্তি, নারায়ণ! ২৪।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানল-সন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্র স্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈ রপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥

দংষ্ট্রাকরালানি, কালানল-সন্নিভানি—প্রলয়াগ্নিতুল্য। তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব। দিশঃ ন জানে—দিক্ সকল চিনিতে পারিতেছি না, দিক্‌হারা হইয়াছি। শর্ম্ম—সুখ। ন লভে। জগতের যাবতীয় ব্যষ্টি সত্তা তোমার এক অনন্ত সত্তায় মিলাইয়া যাইতেছে। এ অবস্থা অতীব ভয়াবহ। কারণ কোন বিশিষ্ট অবলম্বন না পাইলে আমরা থাকিতেই পারি না। এখন আমার "আমিটী" পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ—তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

আমি দেখিতেছি, অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ—রাজন্যবর্গের সহিত। অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ ত্বরমাণাঃ—ত্বরাযুক্ত হইয়া। ত্বাং বিশন্তি—তোমাতে—তোমার অখণ্ড সত্তায় প্রবেশ করিতেছে। পর শ্লোকের সহিত অন্বয়। কেবলই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা নহে। তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ অসৌ

করাল-দশন, কালাগ্নি-ভীষণ,
দেখিয়াই বহু বদন তোমার
দিক্‌হারা ভয়ে, না সুখ হৃদয়ে,
প্রসীদ, দেবেশ! জগৎ-আধার। ২৫।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈ রুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥

যথা নদীনাং বহবো ঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রম্ এবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥২৮॥

সূতপুত্রঃ—কর্ণ। অস্মদীয়ৈঃ—আমাদিগেরও। যোধমুখ্যৈঃ সহ—প্রধান যোদ্ধৃগণের সহিত। ত্বাং বিশন্তি—তোমাতে প্রবেশ করিতেছে। ২৬।

ইহারা তে দংষ্ট্রাকরালানি—বিকট দন্তযুক্ত। ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি—ভীষণ মুখমধ্যে সর্ব্বভাব প্রলয়ঙ্করী মহতী সত্তায়। প্রবেশ করিতেছে। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বা, চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ—চূর্ণিত মস্তক হইয়া। দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ—দুই দুই দন্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে সংলগ্ন। সংদৃশ্যন্তে—দেখা যাইতেছে। ২৭।

তাহারা কি ভাবে প্রবেশ করিতেছে দুইটী দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতেছেন। কেহ বা অবশভাবে প্রবেশ করিতেছে, যেমন সিন্ধুবক্ষে নদীজল; আর কেহ

অই যে সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র
আরও অন্য যত মহীপালগণ,
অই সূতপুত্র ভীষ্ম, দ্রোণ আর,
আমদেরও যত মুখ্য যোদ্ধৃগণ। ২৬।

ভগবানের কালমূর্ত্তি (২৬—৩০)

করাল-দশন ভীষণ বদনে
পশিছে সকলে ত্বরিতে তোমার;
বিলগ্ন কেহ বা দশন-অন্তরে,
হেরি বিচূর্ণিত মস্তক তাহার। ২৭।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈ র্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভি রাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাস স্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥

বা মোহবশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে, যেমন অগ্নিশিখায় পতঙ্গ। যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ—জলপ্রবাহ। সমুদ্রাভিমুখাঃ (সন্তঃ) সমুদ্রম্ এব দ্রবন্তি—সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে। তথা অমী নর-লোকবীরাঃ। অভিতঃ জ্বলন্তি—সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত। তব বক্ত্রাণি বিশন্তি—তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে। ২৮।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি ইত্যাদি স্পষ্ট। ২৯।

জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ—গ্রাস করিতে করিতে। সমন্তাৎ লেলিহ্যসে—সর্ব্বদিকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন। হে বিষ্ণো

তটিনীগণের বহুল প্রবাহ
ছুটি সিন্ধুমুখে প্রবেশে যেমন,
সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত বদনে তোমার
পশিছে অবশ নরবীরগণ। ২৮।

মরিবার তরে প্রদীপ্ত অনলে
পশে বেগভরে পতঙ্গ যেমন,
পশে বেগভরে তোমার বদনে
স্বেচ্ছায় সকলে মরণ-কারণ। ২৯।

আখ্যাহি মে কো ভবান্ উগ্ররূপো
　　নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তম্ আদ্যং
　　ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
　　লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
　　যে ঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

—সর্ব্বব্যাপিন্! তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য—সম্যক্ পূর্ণ করিয়া। প্রতপন্তি—সন্তপ্ত করিতেছে। বিষ্ণু—ব্যাপক। ৩০।

আখ্যাহি মে—আমাকে বলুন। উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। তব প্রবৃত্তিং—এই ঘোর সংহর্ত্তৃরূপে কি করিতে প্রবৃত্ত, ইহার প্রয়োজন কি? ন হি প্রজানামি—তাহা আমি জানি না। ৩১।

ভগবান্ কহিলেন, ইহ—এখন। লোকান্ সমাহর্ত্তুং—সংহার করিতে। প্রবৃত্তঃ। লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ

প্রজ্বলিত মুখে গ্রাসি সমস্তাৎ
　　সবে লহ লহ করিছ লেহন,
তপ্ত করে তব তীব্র রশ্মিরাশি
　　তেজে পূরি, বিষ্ণু! সমগ্র ভুবন। ৩০।
কে আপনি বল, ওহে উগ্ররূপ!
　　নমি দেব! হও প্রসন্ন আমায়;
না বুঝিতে পারি একি কার্য্য তব?
　　আদি তুমি, চাহি জানিতে তোমায়। ৩১।

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বম্ এব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

কাল। ইহা আমার সংহারশক্তির বিশেষ বিকাশ। এই যুদ্ধোপলক্ষে আমার কালশক্তি লোকক্ষয়কর্ম্মে বিশেষ অভিব্যক্ত। প্রবৃদ্ধ—বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কাল—ক্রিয়াশক্তি-উপহিত ভগবান্ অর্থাৎ যে শক্তিতে সংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, ভগবানের সেই ক্রিয়াশক্তির নাম কাল (গিরি)। ১০।৩৩ টীকা দেখ। ত্বাম্ ঋতে অপি—তুমি হন্তা না হইলেও (শ্রী)। প্রত্যনীকেষু—প্রতিপক্ষভূত সৈন্যসমূহে। যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ। তাহারা, সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি—কেহই বাঁচিবে না।

অর্জ্জুন ভগবানের অব্যয় ঈশ্বরীয় আত্মস্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন; তাহাতে ভগবান্ তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। সেই ঈশ্বরীয় রূপ কেবল সর্ব্বভূতবিশেষসত্ত্বসমন্বিত, অনেক বাহু-উদর-বক্ত্র-বিশিষ্ট, সর্ব্বতঃ অনন্ত-রূপ নহে; তাহা কেবল সর্ব্বতঃ দীপ্তিমান, দীপ্তানলসূর্য্যদ্যুতি-দুর্নিরীক্ষ্য তেজোরাশিমাত্র নহে, কিম্বা তাহা কেবল বিশ্বনিধান, শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা, অব্যয় অক্ষর পুরুষরূপও নহে। পরন্তু তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, নিত্য-সৃষ্টি-সংহার-লীলাময় কালরূপও বটে। সুতরাং এই কালরূপ—সংহার-মূর্ত্তি না দেখিলে, বিশ্বরূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। ৩২।

তস্মাৎ—যেহেতু কুরুগণ, পাপপক্ষ অবলম্বন করায়, আমার সংহারিণী

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

লোকধ্বংসকর কাল ভয়ঙ্কর
আমি লোকধ্বংসে প্রবৃত্ত এখন;
তুমি না মারিলে তথাপি মরিবে
প্রতি প্রতি সৈন্যে প্রতি যোদ্ধ গণ। ৩২।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যান্ অপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

শক্তির বশীভূত হইয়াছে। অতএব ত্বম্ উত্তিষ্ঠ—উত্থিত হও। যশঃ লভস্ব। শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ—ভোগ কর। এতে ময়া পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ—ইহারা আমার কালশক্তিপ্রভাবে পূর্ব্বেই হতপ্রায়। হে সব্যসাচিন্! নিমিত্তমাত্রং ভব—ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য এ যুদ্ধ আমার কর্ম্ম। তুমি তাহাতে নিমিত্ত মাত্র হও,—মৎকর্ম্মকৃৎ (১১।৫৫ দেখ) হও। অর্জ্জুন সব্য অর্থাৎ বাম হস্তে শরক্ষেপ করিতে পারিতেন, তজ্জন্য তাঁহার একটী নাম সব্যসাচী। ৩৩।

তোমার আশঙ্কার কারণ নাই। যেহেতু দ্রোণং চ ভীষ্মং চ ইত্যাদি ময়া হতান্ যোধবীরান্। যাহারা পাপাচরণদ্বারা অপরাধী হওয়ায় আমার নিয়মে হতপ্রায়, তাহাদিগকে। ত্বং জহি—তুমি নিমিত্তস্বরূপে হনন কর (শং)। মা ব্যথিষ্ঠা—তাহাদিগকে ভয় করিও না। যুধ্যস্ব—যুদ্ধ কর। রণে সপত্নান্ জেতাসি—শত্রুগণকে জয় করিবে। ৩৪।

উঠ উঠ পার্থ! কর যশোলাভ,
ভুঞ্জ রাজ্যৈশ্বর্য্য জিনি শত্রুদল;
পূর্ব্বেই করেছি সবে হতপ্রায়,
সব্যসাচি! হও নিমিত্ত কেবল। ৩৩।

অর্জ্জুনের যুদ্ধ নিমিত্ত মাত্র

আমিই মেরেছি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,
জয়দ্রথ আর অন্য বীরগণে;
মার, যুদ্ধ কর, নিমিত্তস্বরূপে;
ভয় নাই, হবে শত্রুজয়ী রণে। ৩৪।

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য

কৃতাঞ্জলি র্বেপমানঃ কিরীটী।

নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং

সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা

জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কিরীটী—কম্পিতকায় অর্জ্জুন। ভীতভীতঃ—ভীত হইতে ভীত, অতিশয় ভীত। এবং প্রণম্য—অবনত হইয়া। ভূয়ঃ এব আহ—আবার কহিলেন। ৩৫।

হে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা—আপনার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে। জগৎ

সঞ্জয় কহিলেন।

এত যদি ধনঞ্জয়ে কহিলা শ্রীহরি,

কিরীটী কম্পিতকায় কৃতাঞ্জলি করি,

গদ্‌গদ ভাবে কৃষ্ণে কহে পুনর্ব্বার

ভীত ভীত অবনত করি নমস্কার। ৩৫।

অর্জ্জুন কহিলেন।

সত্য, হৃষীকেশ! তব গুণগানে

হৃষ্ট অনুরক্ত নিখিল সংসার,

পলায় দিগন্তে ভীত রক্ষোগণ,

সর্ব্ব সিদ্ধগণ করে নমস্কার। ৩৬।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণো হপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বম্ অক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥৩৭॥

প্রহৃষ্যতি, অনুরজ্যতে চ—জগতস্থ সকল লোকে হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়। এবং রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি—রাক্ষসেরা, আমাদের রাক্ষসী বৃত্তি-সমূহ, ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করে। এবং সর্ব্বে সিদ্ধসংঘাঃ চ নমস্যন্তি—সমস্ত সিদ্ধগণ নমস্কার করেন। এ সকলই। স্থানে—উপযুক্ত বটে। স্থানে শব্দ অব্যয়। ভগবানের এই সংহার মূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধগণ ভীত হয়েন নাই; কারণ, তাঁহারা ইহার মর্ম্ম, ধর্ম্মসংস্থাপন, জানেন। রাক্ষসাদি পাপিগণই ভীত হইয়া পলাইতেছে। ৩৬।

হে মহাত্মন্—উদারচিত্ত। অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন। দেবেশ—ব্রহ্মাদি দেবগণের নিয়ন্তা। জগৎ-নিবাস—জগতের আশ্রয়স্বরূপ। ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে—ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, পূজ্য। এবং আদিকর্ত্রে—সকলেরই আদি জনক। তে কস্মাৎ চ ন নমেরন্—তোমার যখন এমনই মহিমা, তখন তাহারা তোমাকে কেন নমস্কার না করিবে? সৎ—যাহা বিদ্যমান

অনন্ত, দেবেশ, জগৎ-নিবাস!
সর্ব্ব-আদিকর্ত্তা তুমি এ সংসারে;
ব্রহ্মা হ'তে পূজ্য তুমি, মহাত্মন্!
কি বিচিত্র সবে নমিবে তোমারে।
সৎ বা অসৎ যা কিছু সংসারে,—
ইন্দ্রিয়গোচর, কিম্বা অগোচর,
তুমিই সে সব; তুমিই আবার
তাহাদের মূল ব্রহ্ম যে অক্ষর। ৩৭।

ত্বম্ আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ

ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরমঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বম্ অনন্তরূপ ॥৩৮॥

আছে (সৎ) অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর (শ্রী) এবং অসৎ—যাহা নাই (সৎ) অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শ্রী)। এই দুই। এবং এই দুয়েরও পরং—অতীত, তাহাদেরও মূল। যৎ অক্ষরং—যে অক্ষর ব্রহ্ম। ত্বং তৎ—তাহাও তুমি। ৩৭।

ত্বম্ আদিদেবঃ। পুরাণঃ—অনাদি। পুরুষঃ। ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং—প্রলয়ে লয়স্থান (শ্রী। বেত্তা বেদ্যং চ অসি—যে জানে এবং যাহা জানিবার বস্তু, সে সকলও তুমি। পরমং চ ধাম—এবং পরম বিষ্ণুপদ। হে অনন্তরূপ! বিশ্বং ত্বয়া ততং—ব্যাপ্ত। অতএব তুমি নমস্য।

ভগবানই সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বেত্তা এবং তিনিই স্বপ্রকৃতিদ্বারা, সর্ব্ব ক্ষেত্ররূপে, সর্ব্ব বেদ্য। আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের উপরে যে অক্ষর তত্ত্ব, যাহা ঈশ্বরেরই পরম স্বরূপ, জীবের পরমা গতি, তাহাই এই শ্লোকোক্ত পরম ধাম, বিষ্ণুপদ। ৮।২১ টীকা এবং প্রথম পরিশিষ্ট দেখ। ৩৮।

সর্ব্ব দেবতার তুমি আদিদেব,

আপনি অনাদি, পুরুষ পুরাণ,

এ বিশ্ব প্রলয়ে তোমাতে বিলীন—

তুমিই বিশ্বের পরম নিধান।

জ্ঞাতা তুমি মাত্র সর্ব্বত্র সংসারে,

জ্ঞেয় যাহা কিছু, তুমি সে সকল,

তুমি বিষ্ণুপদ, হে অনন্তরূপ!

তোমাতেই ব্যাপ্ত এ বিশ্বমণ্ডল। ৩৮।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥
নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥

আপনি বায়ুঃ যমঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। প্রজাপতি—ব্রহ্মা। তে সহস্রকৃত্বঃ—সহস্রবার। নমো নমঃ অস্তু। অর্জ্জুন প্রথমে ভগবানের বিশ্বরূপ মধ্যে দেবতাগণকে ও ব্রহ্মাকে দেখিতেছিলেন। দেবতাগণকে ও ব্রহ্মাকে তখন তাঁহার পৃথক্ জ্ঞান ছিল। কিন্তু সেই সমস্তই যে ভগবানের বিভূতি, এখন তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন যে, বায়ু যম ইত্যাদি সবই আপনি। ৩৯।

হে সর্ব্ব—সর্ব্বাত্মা! তে পুরস্তাৎ—সম্মুখে। নমঃ। অথ পৃষ্ঠতঃ—পশ্চাতে। নমঃ। সর্ব্বতঃ এব—সর্ব্ব দিকেই। তে নমঃ অস্তু। অনন্তবীর্য্য-অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি—জগতের অন্তরে বাহিরে

তুমি বায়ু যম বরুণাগ্নি চন্দ্র
পিতামহ ব্রহ্মা, পিতা পুনঃ তাঁর।
সহস্র সহস্র প্রণাম তোমায়,
পুনশ্চ প্রণাম, প্রণাম আবার। ৩৯।
সম্মুখে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম,
প্রণাম তোমার সর্ব্ব দিকে, সর্ব্ব!
হে অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম!
আছ সর্ব্ব ব্যাপি, তাই তুমি সর্ব্ব। ৪০।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদ্ উক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥
যচ্চাবহাসার্থম্ অসকৃৎতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একো ঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বাম্ অহম্ অপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

সমস্ত ব্যাপিয়া আছ। বীর্য্য—সামর্থ্য। বিক্রম—পরাক্রম। ততঃ—তজ্জন্য। আপনি সর্ব্বঃ—সর্ব্বস্বরূপ, ত্বদতিরিক্ত কিছু নাই। ৪০।

তব ইদং মহিমানং—এই পূর্ব্বোক্তরূপ মহিমা। অজানতা—জ্ঞাত না থাকায়, অজ্ঞতা-প্রযুক্ত। সখা ইতি মত্বা, প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি। প্রমাদ—অনবধানতা। হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে ইতি। সখেতি সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ। ময়া প্রসভং যৎ উক্তং—হঠভাবে, অনাদরভাবে আমি যাহা বলিয়াছি (শ্রী)। তৎ ক্ষাময়ে—তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সখা ভাবি যাহা বলেছি হঠাৎ,—
হে যাদব! কৃষ্ণ! সখা হে আমার!
প্রমাদে অথবা সখিপ্রেমবশে
ন জানি এ রূপ, মহিমা তোমার। ৪১।

অর্জ্জুনের ক্ষমাপ্রার্থনা

একাকী, অচ্যুত! কিম্বা সখিমাঝে
ক্রীড়া-শয্যাসন-ভোজন-সময়
পরিহাসছলে করেছি অবজ্ঞা,
অপ্রমেয় তুমি, ক্ষম সমুদয়। ৪২।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ত্বম্ অস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।

ন ত্বৎসমো ঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতো ঽন্যো

লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং

প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্।

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্॥ ৪৪ ॥

পর শ্লোকের সহিত অন্বয়। অবহাসার্থং—পরিহাস নিমিত্ত। অসৎকৃতঃ—অবজ্ঞাত। বিহার—ক্রীড়া। একঃ—একাকী। তৎসমক্ষং—সখিগণের সমক্ষে। অপ্রমেয়ম্—অচিন্ত্যপ্রভাব। ৪১—৪২।

হে অপ্রতিমপ্রভাব—অনুপম প্রভাবশালী। ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা, পূজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্ চ অসি। গরীয়ান্—অধিকতর গুরু। লোকত্রয়ে অপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি। অতএব অভ্যধিকঃ—তোমা অপেক্ষা অধিক গুরুতর। অন্যঃ কুতঃ—অন্য কোথায় কে আছে? ৪৩।

তস্মাৎ ঈশং—জগতের প্রভু। এবং ঈড্যং—স্তুত্য, পূজ্য। ত্বাং।

তুমি চরাচর সর্ব্বলোক পিতা

পূজনীয় গুরু, আরও গুরুতর;

অতুল্যপ্রভাব! তব তুল্য নাই;

কেবা ত্রিভুবনে রবে শ্রেষ্ঠতর? ৪৩।

তাই দণ্ডবৎ করিয়া প্রণাম

পূজ্য প্রভু, যাচি, ক্ষম দোষ যত;

পিতার পুত্রের সখার সখার,

প্রিয় প্রেয়সীর ক্ষময়ে যেমত। ৪৪।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতো ঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুম্ অহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য—শরীরকে দণ্ডবৎ পাতিত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক। প্রসাদয়ে—প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব! পিতা পুত্রস্য ইব, সখা সখ্যুঃ ইব, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ ইব, (মম অপরাধং) সোঢ়ুম্ অর্হসি—সহ্ করিতে, ক্ষমা করিতে যোগ্য; অর্থাৎ ক্ষমা করুন। প্রিয়ায়ার্হসি—প্রিয়ায়াঃ অর্হসি; সন্ধি আর্ষ। ৪৪।

অদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি ইত্যাদি স্পষ্ট। তৎ এব রূপং—(পর শ্লোকে উল্লিখিত) সেই রূপ। মে দর্শয়—আমাকে দর্শন করান। ৪৫।

ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেও, সুপ্রি

হেরি পুলকিত এ অপূর্ব্ব রূপ,
ভয়ে পুন মন ব্যথিত আমার;
প্রসীদ দেবেশ, জগৎনিবাস!
দেখাও হে দেব, সে রূপ তোমার। ৪৫।

চতুর্ভুজ কিরীট-ভূষিত গদাচক্র হস্ত
রূপদর্শনে ইচ্ছা, দেখি সেই মম "ইষ্ট" রূপ;
প্রার্থনা হে সহস্রবাহু! ওহে বিশ্বমূর্ত্তি!
ধর তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপ। ৪৬।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতম্ আত্মযোগাৎ

হইতে পারেন নাই, কারণ এ মূর্ত্তি মানববুদ্ধির অতীত। তিনি ভীত হইয়া বলিতেছেন, প্রভো, তোমার এ মূর্ত্তি আমি আর দেখিতে চাহি না। এ মূর্ত্তি পুঞ্জীকৃত তেজোরাশিস্বরূপ, দীপ্তানল-সূর্য্যসম দুর্নিরীক্ষ্য (১১।২৭), হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার অনন্ত বাহু প্রভৃতিযুক্ত তেজোময় বিশ্বরূপ উপসংহার কর। তোমার সেই সুপ্রসন্ন চতুর্ভুজ রূপ, যাহা আমি আমার "ইষ্ট-মূর্ত্তি"-রূপে চিন্তা করি। অহং ত্বাং তথা এব—তোমাকে সেই মত। সুপ্রসন্ন কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। তেন এব—সেই মত। চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব—চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত এই চতুর্ভুজ রূপই আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ বা বিষ্ণুরূপ। এই মূর্ত্তিতেই ভগবান্ জগতের স্রষ্টা, পাতা, ধাতা, নিয়ন্তা। শঙ্খ—অনাহত-ধ্বনি (প্রণবতত্ত্ব ৩০৩ পৃষ্ঠা দেখ)। চক্র—নিয়মন শক্তি। গদা—শাসন-শক্তি। পদ্ম—সৃষ্টিপদ্ম।

"তথা এব" অর্থে অর্জ্জুন যে পূর্ব্বেও ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দেখিয়াছিলেন, এমন অনুমানের কারণ নাই। যেমন বিশ্বরূপ পূর্ব্বে না দেখিলেও দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ চতুর্ভুজ রূপও দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার "ইষ্ট" মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তিতেই তিনি ভগবান্‌কে ধ্যান করিতেন, এমন অনুমানই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। শ্রীধর ৪৯ শ্লোকের ভাষ্যে এই "ইষ্ট" রূপের কথা বলিয়াছেন। যদি পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতেন, তবে তাঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ এত তর্ক বিতর্ক করা সম্ভব হইত না। ৪৬।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ভয় পাইতেছ কেন? প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ—আমার ঐশী মায়া শক্তির প্রভাবে। তব—তোমাকে। ইদং

তেজোময়ং বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ র্ন দানৈ
র্ন চ ক্রিয়াভি র্ন তপোভি রুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

পরং—উত্তম। রূপং দর্শিতং। যে রূপ, তেজোময়ং। বিশ্বং—বিশ্বাত্মক (শ্রী)। অনন্তং। আদ্যং চ—আদিতে উৎপন্ন। মে যৎ—আমার যে রূপ। ত্বদন্যেন—তুমি ভিন্ন অন্যে। পূর্ব্বং ন দৃষ্টং। ৪৭।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

তোমায় প্রসন্ন হ'য়ে আমি, ধনঞ্জয়!
দেখাইনু বিশ্বরূপ,—কেন পাও ভয়?
এ রূপের অন্ত নাই, মাত্র তেজোময়,
সকলের আদিভূত, ইহা বিশ্বময়।
যোগশক্তি বলে আমি করানু দর্শন,
তুমি ভিন্ন অন্যে ইহা দেখেনি কখন। ৪৭।
কুরুবর! বেদাভ্যাস করিয়া সতত,
কিম্বা কল্পসূত্র আদি যজ্ঞবিদ্যা যত
অন্য কর্ম্মে — সে সমস্ত শিক্ষা করি, কিম্বা করি দান,
বিশ্বরূপ — যত কিছু পুণ্য কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান,
দর্শন — কিম্বা চান্দ্রায়ণ আদি উগ্র তপস্যায়,
হয় না — তুমি ভিন্ন অন্য কেহ নাহি এ ধরায়
এ রূপ দর্শনে মম সমর্থ যে আর,
যা' তুমি দেখিলে মাত্র কৃপায় আমার। ৪৮।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
　　দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরম্ ঈদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুন স্ত্বং
　　তদ্ এব মে রূপম্ ইদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেব স্তথোক্ত্বা
　　স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।

হে কুরু-প্রবীর! নৃলোকে ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ—বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ-বিদ্যা কল্পসূত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা (শ্রী)। ন দানৈঃ। ন চ ক্রিয়াভিঃ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা: ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ। এবংরূপঃ অহং ত্বৎ অন্যেন—তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক। দ্রষ্টুং শক্যঃ। আমার ঈদৃশ রূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পায় নাই। ৪৮।

মা তে ব্যথা ইত্যাদি। ব্যপেতভীঃ—বিগতভয়। তদেব মে রূপং—তোমার "ইষ্ট" আমার সেই চতুর্ভুজ রূপ। প্রপশ্য—দেখ (শং) ৪৯।

বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ এবম্ উক্ত্বা। ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং—পুনর্ব্বার সেই স্বীয় রূপ, ৪৬ শ্লোকে অর্জ্জুন যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই চতুর্ভুজ

দেখি ঘোর বিশ্বরূপ এই যে আমার
না হও ব্যথিত, মুগ্ধ কুন্তীর কুমার!
ত্যজ ভয়, ধনঞ্জয়! দেখ আর বার
প্রীত মনে চতুর্ভুজ রূপ সে আমার। ৪৯।

সঞ্জয় কহিলেন।

এত বলি বাসুদেব অর্জ্জুনে তখন
ঈশ্বরীয় রূপ নিজ করিয়া ধারণ,—
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজে ধরি
দেখাইলা পুনরায় পার্থে কৃপা করি।

চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্ এনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপু র্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

রূপ। দর্শয়ামাস—দেখাইলেন। প্রথমে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার পরম ঈশ্বরীয় রূপ (৯ শ্লোক) এবং এই চতুর্ভুজ রূপও তাঁহার পরম ঈশ্বরীয় রূপ। তজ্জন্য ভূয়ঃ দর্শয়ামাস, উক্ত হইয়াছে। পুনঃ চ মহাত্মা সৌম্যবপুঃ ভূত্বা—পুনরায় সৌম্য নরদেহ ধারণপূর্ব্বক, ৫১ শ্লোক দেখ। ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস—ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন।

অর্জ্জুন প্রথমে ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন (৩ শ্লোক)। ভগবান্ দিব্য দৃষ্টি দিয়া মহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দুনিরীক্ষ্য আপনার ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখাইলেন। কিন্তু তদ্দর্শনে শান্তি লাভ করিতে না পারায়, অর্জ্জুন তাহা সংবরণপূর্ব্বক, আপনার ইষ্টদেবতা-রূপে ধ্যেয় ভগবানের সুপ্রসন্ন চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে চাহিলেন। ভগবান্ পুনর্ব্বার (ভূয়ঃ) সেই রূপও দেখাইলেন। কিন্তু তাহাও মহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সুতরাং অর্জ্জুন তাহাও প্রশান্ত চিত্তে অধিক দর্শন করিতে পারিবেন না বুঝিয়া, কৃপাময় (মহাত্মা) ভগবান্ পুনর্ব্বার সৌম্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন। সেই রূপ দর্শন করিয়া তবে অর্জ্জুন প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হইলেন। পর শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন।

বাসুদেব—সর্ব্বনিবাস, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু ভগবানের অধ্যক্ষতায় বা ঈশিত্বে, তাঁহারই প্রকৃতি হইতে যে জগতের বিকাশ হয়, সেই জগতের যাহা সূক্ষ্ম রূপ, তাহাই তাঁহার বিশ্বরূপ। আর সেই জগৎ-বিকাশ কার্য্যে তাঁহার অধ্যক্ষরূপই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরূপ, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চতুর্ভুজ নারায়ণ। এ দ্বিবিধ ভাবই তাঁহার ঈশ্বরীয় রূপ। অন্য অর্থ বসুদেবের পুত্র। দ্বিবিধ ভাবই এ শ্লোকে আছে। ৫০।

<u>নররূপ</u> সৌম্য নরকলেবর ধরি কৃপাধার
আশ্বাসিলা ভয়াকুল অর্জ্জুনে আবার। ৫০।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীম্ অস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

সুদুর্দ্দর্শম্ ইদং রূপং দৃষ্টবান্ অসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

দৃষ্ট্বেদম ইত্যাদি—এই সৌম্য প্রশান্ত, মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া। ইদানীং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ—এখন প্রসন্নচিত্ত। এবং প্রকৃতিং গতঃ অস্মি—প্রকৃতিস্থ হইলাম।

অর্জ্জুন ভগবানের নররূপ দেখিতে পাইয়া তবে সুস্থ হইলেন। ইহার মধ্যে গূঢ় মর্ম্ম আছে। মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে বা বুঝিতে পারে না। সমানে সমানে পরস্পর বুঝিতে পারে; উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টকে ঠিক বুঝিতে পারে না; আবার নিকৃষ্ট কখনই উৎকৃষ্টকে বুঝিতে পারে না। মানুষ মানুষকেই বুঝিতে পারে। অতএব যতক্ষণ না ঈশ্বর মানুষের আকার ও ভাব ধারণ করেন, ততক্ষণ মানুষ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। ৫১।

যৎ মম ইদং রূপং দৃষ্টবান্ অসি ইত্যাদি স্পষ্ট। ৫২।

অর্জ্জুন কহিলেন।

অর্জ্জুনের প্রসন্নতা: এই সৌম্য নররূপ তব, জনার্দ্দন।
দেখি সুস্থ প্রকৃতিস্থ হইনু এখন। ৫১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

দেখিলে দুর্লভ মম চতুর্ভুজ রূপ,
দেবগণ চাহে নিত্য দেখিতে এ রূপ। ৫২।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবংবিধো হর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

তাহার কারণ, ন অহম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। ৪৮ শ্লোকেও এই কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু সেখানে বিশ্বরূপ সম্বন্ধে, আর এখানে চতুর্ভুজরূপ সম্বন্ধে (বল)। ৫৩।

ঈশ্বর-লাভের উপায় ভক্তি। জীব অনন্যয়া ভক্ত্যা তু—কেবল অনন্যা ভক্তির দ্বারাই। তত্ত্বেন—যথাযথভাবে। এবম্বিধঃ অহং জ্ঞাতুং—আমাকে এই ভাবে জানিতে। এবং কেবল পরোক্ষভাবে জানা নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষভাবে দ্রষ্টুং—দেখিতে। প্রবেষ্টুং চ—এবং আমাতে প্রবেশ করিতে। শক্যঃ—সমর্থ হয়।

অনন্যা ভক্তি—যে ভক্তিতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই নিষ্ঠা থাকে না (শ্রী) ; যে ভক্তিতে মন, বুদ্ধি ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বাসুদেব ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধ হয় না (শং) তাহা অনন্যা ভক্তি ; ১৮।৫৪ দেখ।

মাং দ্রষ্টুম্—ভক্তের চক্ষে ভগবান্ দৃষ্ট হয়েন। তাঁহারও রূপ আছে।

বেদাভ্যাস, যজ্ঞ, দান কিম্বা তপস্যায়
অন্যে, তুমি যা' দেখিলে, দেখিতে না পায়। ৫৩।
আমার একান্ত ভক্ত, অর্জ্জুন! যে হয়,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমারে যে দেখে সর্ব্বময়,
ভগবান — আমাতে অনন্যা ভক্তি সেই যে তাহার,
অনন্যভক্তি- — তাহাতেই জানা যায় স্বরূপ আমার ;
লভ্য — তাহাতেই হয় মম প্রত্যক্ষ দর্শন,
ভক্তিতে ভক্তের হয় আমাতে মেলন। ৫৪।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মাম্ এতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥
ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

তবে আমাদের এ চক্ষে সে রূপ দেখা যায় না। সংসারে সর্ব্ব বস্তু, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চ ভূতে গঠিত। এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে তেজেরই গুণ "রূপ"। তাহাই কেবল আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। আমরা যাহা দেখি তাহা ঐ তেজোগুণ "রূপ"। কিন্তু ভগবানের যে অলৌকিকী তনু, তাহা পঞ্চ ভূতে গঠিত নহে। সুতরাং তেজোগুণ যে রূপ, তাহা সে তনুতে নাই; তজ্জন্য তাহা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না। তজ্জন্য তিনি নিরাকার। সে তনুতে লৌকিক রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—কিছুই নাই; সুতরাং তাহা আমাদের কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে। এখানে ভগবদ্‌বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সাধনাবলে জীব অলৌকিক ইন্দ্রিয়, অলৌকিক চক্ষু, কর্ণাদি লাভ করিতে পারে। সেই অলৌকিক চক্ষে তাঁহার অলৌকিকী তনু দেখা যায়, অলৌকিক কর্ণে তাঁহার অলৌকিকী বাণী শুনা যায়। জ্ঞানমার্গের সাধনায় এরূপ ঈশ্বর দর্শনের উপদেশ নাই। জ্ঞানীর নিকট ঈশ্বর "অরূপ"। ৫৪।

যাহা সকল শাস্ত্রার্থসার, পরম গূঢ় তত্ত্ব (শ্রী), যাহা পরম শ্রেয়োলাভার্থ অনুষ্ঠেয় এবং সমস্ত গীতার সার (শং) এইবার তাহা বলিতেছেন। যঃ—যে

পঞ্চ সাধনা	যে করে আমার তরে কর্ম্ম সমুদয়;
যদ্দারা	যাহার আমিই মাত্র পরম আশ্রয়;
ঈশ্বর লাভ	সর্ব্বত্র যে অনাসক্ত; ভক্ত যে আমার;
হয়	কোন জীবে শত্রুভাব নাহি কভু যার;
	এ সকল গুণে গুণী সংসারে যে হয়,
	সে জন আমায় পায়, হে পাণ্ডুতনয়। ৫৫।

ব্যক্তি, (১) মৎকর্ম্ম-কৃৎ—আমার কর্ম্ম করে। (২) মৎপরমঃ—আমিই যাহার পরম বস্তু। (৩) যে মদ্ভক্তঃ। (৪) সঙ্গবর্জ্জিতঃ—সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তিশূন্য। ২।৪৮ শ্লোকে সঙ্গবর্জ্জন শব্দের অর্থ দেখ। (৫) এবং সর্ব্ব-ভূতেষু নির্ব্বৈরঃ—কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করে না। স মাম্ এতি—সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

মৎকর্ম্মকৃৎ—আমার যে বিরাট্ কর্ম্মচক্র হইতে বিশ্বের সৃজন পালন লয় সংসাধিত হইতেছে, তাহারই অংশ জীবের দেহ-যন্ত্রের ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্মচেষ্টারূপে প্রকাশ পায়,—এই তত্ত্ব যে জানিয়াছে, তাহার আর কোন কর্ম্মে নিজের কর্ত্তৃত্ববোধ থাকে না। সেই ব্যক্তি মৎকর্ম্মকৃৎ।৫৫।

একাদশ অধ্যায়ের উপসংহার।

আমরা যত যত ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করি, সে সমস্তকেই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ঈশ ভাব, ঐশ্বর্য্য ; (২) মধুর ভাব, মাধুর্য্য। যে ভাবে ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, ত্রৈলোক্যের বিধাতা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ; যে ভাবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, সেই তাঁহার ঈশভাব—ঐশ্বর্য্য। গরুড়বাহন মহাবিষ্ণু, সিংহবাহিনী দশভুজা প্রভৃতি শ্রীভগবানের ঐশী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতেই তিনি কালীয়মর্দ্দন, কংসনিসূদন, ত্রি-পাদে ত্রিভুবনব্যাপক, ক্ষত্রিয়কাননে প্রচণ্ড পাবক ; এই মূর্ত্তিতেই তিনি মহিষাসুরমর্দ্দিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী। কিন্তু এই মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট প্রকটন এই বিশ্বরূপে। শশিসূর্য্য যাঁর নয়নে, দীপ্ত হুতাশন যাঁর বদনে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে, আদি মধ্য-অন্তহীন অনন্ত-নয়ন, অনন্তবদন, অনন্তদশন, অনন্তচরণ বিশ্বরূপে তিনি বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। "দীপ্তানল-সূর্য্যসম সর্ব্বতঃ দীপ্তিমান্ তেজঃপুঞ্জময়, কিরীট-গদা চক্র-শোভিত দুর্নিরীক্ষ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের চরম দৃষ্টান্ত।" এই মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতেছেন। ৭।৪—১২, ৯।৪—৬ প্রভৃতি শ্লোকোক্ত ঈশ্বরতত্ত্বেও তাঁহার

এই ঐশ্বর্য্যভাব। এই ঐশ্বর্য্যভাব আয়ত্ত করিবার উপায়, বিশ্বময় ভগবানের বিভূতির পর্য্যালোচনা, দশম অধ্যায়ে যাহা বিস্তারিত হইয়াছে।

মধুর ভাবে তিনি করুণাময়, স্নেহময়, প্রেমময়। গীতার ৪।১১ ও ৯।১৭—১৮ শ্লোকে এ ভাবের উপদেশ আছে, কিন্তু পরিপুষ্টি নাই। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলায় এবং উমার আগমনী ও বিজয়ায় এ ভাব পরিস্ফুট। এই ভাবে অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নিরঞ্জন, অজ্ঞেয়, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়ার মানুষ সাজিয়া অক্রূরের প্রভু হয়েন, শ্রীদাম সুদামের সখা হয়েন; এই ভাবে তিনি ব্রজ-গোপীর রসিকনাগর, সত্যভামার প্রেমের সাগর, নন্দ-যশোদার নয়ন-তারা, ব্রজবধূর ঘরে মাখনচোরা, মেনকার সোণার উমা, কৈলাসে হরজায়া। এই মাধুর্য্য ভাব উপলব্ধি করিবার উপায় ভাবসমন্বিত ভজনা বা ভক্তি। শ্রীভাগবতাদি পুরাণে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ভক্তিমার্গকে রাগমার্গ কহেন; কারণ, ইহাতে হৃদয় ঈশ্বরে অনুরক্ত হয়। ইহাতে পাঁচটী বা ছয়টী স্তর আছে। একটীর পর একটী অতিক্রম করিয়া ভক্ত ক্রমে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়; যথা,—

১। শান্ত-ভক্তি—এই ভাবে হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ইহা বাহ্য ভক্তি হইতে একটু উন্নত। শান্ত, ভক্ত, ধীর, নম্র; যেমন পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভাব; যথা—ধ্রুব, প্রহ্লাদ।

২। দাস্য-ভক্তি—ইহা শান্ত ভক্তির পরের স্থান। এ ভাবে ভক্ত ঈশ্বরকে সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বপ্রভু জানিয়া তাঁহাকেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভৃত্য যেমন প্রভুর সেবা করে, ভক্ত সেই ভাবে "অধ্যাত্মচেতসা" (৩।৩০) তিনি প্রভু, আমি দাস ভাবিয়া কর্ম্ম করে। হনুমান, উদ্ধব সেইরূপ ভক্ত। "স্ত্রীরও দাস্য ভাব থাকে। প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে। মা'রও কিছু থাকে। যশোদার ছিল।"—কথামৃত।

৩। সখ্য-প্রেম—যেমন ভৃত্য বিশ্বাসী ও অনুগত হইলে ক্রমশঃ তাহার সহিত প্রভুর সখ্য জন্মে, সেইরূপ সাধক তৃতীয় স্তরে উপনীত হইলে সে ভগবান্‌কে আর প্রভুর ন্যায় ভাবে না। তখন প্রীতির উৎস উন্মুক্ত হয় এবং "ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব" বলিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করে। "এস, এস, কাছে এস ; আবার কখন ঘাড়ে চড়ে।" অর্জ্জুন, শ্রীদাম সুদামাদি এইরূপ ভক্ত। "বড় সুমিষ্ট ফল, খা'রে কৃষ্ণ, আমি খেয়েছি, মধুর ব'লে আর না খেয়ে, খড়ায় বেন্ধে রেখেছি।" স্ত্রীরও এ ভাব থাকে। এই স্তর হইতে ভগবানের ধারণা হইতে ঐশ্বর্য্যের ভাব দূরীভূত হইয়া মাধুর্য্য ভাবের বিকাশ আরম্ভ হয়। তিনি আর কেবল মহামহিম ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগন্নাথ নহেন, পরন্তু সকলেরই সুহৃৎ। "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাম্।" (৫।২৯)।

৪। বাৎসল্য-প্রেম—চতুর্থ স্তরে ভক্ত আর ভগবান্‌কে কেবল বন্ধুর ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হয় না ; তখন প্রীতির সহিত স্নেহ দয়া প্রভৃতি আসিয়া যোগ দেয় ;—বাৎসল্য ভাবের বিকাশ হয়। ভক্ত ভগবান্‌কে সন্তানের ন্যায় ভালবাসে, পিতামাতার ন্যায় বাৎসল্যের চক্ষে দেখে। ইহা মেনকা, কৌশল্যা, নন্দ-যশোদার ভাব। "স্ত্রীরও কতকটা থাকে। স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়।"—কথামৃত।

এ ভাবে ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য্যের ভাব একবারে দূরীভূত হয়। ঐশ্বর্য্য ভাবের সঙ্গে ভয় থাকে ; কিন্তু এখন তিনি সন্তান। সন্তানের কাছে ভয় হয় না, সন্তানের প্রতি ভক্তিও হয় না এবং তাহার কাছে প্রার্থনারও কিছু থাকে না। এখন তিনি কেবল স্নেহের বস্তু, প্রাণের প্রাণ ; "যশোদার অঞ্চলের ধন, নয়নের মণি, নীল-রতন।"

৫। কান্ত-প্রেম—সন্তানের সহিত পিতামাতার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী বটে, কিন্তু আরও একটী ভাব আছে, যাহা ইহা অপেক্ষা প্রগাঢ়। পতি-পত্নীর প্রেম যেমন মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলট্ পালট্ করিয়া ফেলে,

আর কোনও প্রেম কি তেমন পারে? অন্য প্রেম কি শরীরের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উভয়কে পাগল করিয়া তুলে? এই স্তরে সাধকের সেই ভাব হয়। সেই ভাবে, সে ভগবান্‌কে সন্তানের ন্যায় ভাল বাসিয়া আর চরিতার্থ হয় না। তাঁহার সহিত অঙ্গে অঙ্গে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিতে চায়। পতিপ্রাণা বিরহিনী প্রেমোন্মাদিনী নায়িকার ভাবে, জগৎপতিকে পতিভাবে আলিঙ্গন করিতে যায়। "এস এস কাছে এস, আধ আঁচরে বস"। বাস্তবিক সংসারেও দেখি, যাহা যথার্থ প্রেমের কার্য্য, তাহা নারীতেই আছে। সরলতা, পবিত্রতা, কোমলতা, সহিষ্ণুতা, নারীতেই আছে। স্নেহ করিতে, ভক্তি করিতে, সেবা করিতে, যত্ন করিতে, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে নারীই জানে। নারীই প্রেমের আদর্শ। অপিচ, যথার্থ সাধনা প্রেমেরই কার্য্য। তাই কৃষ্ণগতপ্রাণ প্রেমময় ভক্তগণ বাহ্যাকারে নারী না হইলেও অন্তরে নারী; এবং সেই নারীর মত প্রেমের ভাব হৃদয়ে লইয়া, যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, সে বাহিরে পুরুষ হইলেও অন্তরে নারী।—রাসলীলা ব্যাখ্যায়, নীলকণ্ঠ গোস্বামী।

এই ভক্তেরাই রূপকের ভাষায় বোধ হয় ব্রজগোপী বা কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী; সকলেরই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ নাগরভাবে বিরাজিত; আর শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাবের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

৬। মহাভাব—কিন্তু ভক্তগণ এই কান্ত ভাবেও তুষ্ট নহেন। তাঁহারা যে প্রেমের আস্বাদন করেন, পতি পত্নীর প্রেমও তত মধুর, তত প্রগাঢ়, উন্মাদকর নহে। পতিপত্নীর প্রেমের মধ্যেও একটু আবরণ আছে। উভয়কেই লোকাচার বশে চলিতে হয়; কিন্তু ভক্ত প্রেমের যে তীব্র মদিরা আস্বাদন করেন, তাহার অগ্রে সকল নিয়ম, সকল আবরণ, সরিয়া যায়।

কিন্তু এই ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া, ভক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আর পবিত্র ভাষা নাই, যাহাতে এ পবিত্র ভাব ব্যক্ত করা যায়। যাহা আছে তাহা অপবিত্র। কিন্তু ভক্ত ভাষার পবিত্রতা

অপবিত্রতা চাহে না, সে চায় ভাব। ভক্ত বলিল, এ প্রেম যেমন পরকীয় প্রেম, অর্থাৎ উপপতি ও উপপত্নীর মধ্যে যেমন প্রগাঢ় ভালবাসা, ইহাও তদ্রূপ। ভগবান্ উপপতি, ভক্ত তাঁহার উপপত্নী—শ্রীরাধিকা (আরাধিকা)। পত্নী লোকাচার লঙ্ঘন করিয়া পতিসেবা করিতে সঙ্কুচিতা হয়, কিন্তু উপপতিতে অত্যাসক্ত নায়িকা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করে না। তাহার প্রেম, পতিপত্নীর প্রেম অপেক্ষা, অধিক প্রগাঢ়—তীব্র। পিতা, মাতা, স্বামী,—সমস্ত সংসার বিরোধী হউক, কুলটা উপপতি ছাড়িতে পারে না; শ্রীরাধাও কৃষ্ণ ছাড়িতে পারে না। সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান তাঁহার নাই।

"হৃদয়ে ঈশ্বরানুভব না হইলে এ ভাব হয় না"—(কথামৃত)। এই উচ্চতম ভাবে উপনীত হইলে জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়; মুক্তি, নির্ব্বাণ কোথায় থাকে। ভাবে বিভোর ভক্ত ধন, জন, স্বর্গ, মোক্ষ—কিছুই চাহে না। চাহে কেবল প্রেম, শুধুই প্রেম, অহৈতুকী ভক্তি;—

মধু হ'তে মধু, তুমি প্রাণ বঁধু, চরণের দাসী কর।
কিছু না চাহিব, চরণ সেবিব, দেহ নাথ এই বর॥

ইহাই ভক্তির শেষ দশা। ইহারই নাম মহাভাব। চণ্ডীদাসের পিরীতি। এ ভাব উপস্থিত হইলে ভক্তের কি দশা হয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—"তাঁকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটি প্রেমের শরীর হয়,—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁ'কে দেখে, সেই কর্ণে তাঁহার বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ, যোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।" এই প্রেমের শরীরে প্রেমের রমণই বোধ হয় রূপকের ভাষায় রাসলীলা, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহার। স্থূল-দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; ১১।৫৪ টীকা দেখ।

এই ভাবের বর্ণনাতেই প্রেমের মূর্ত্তি ব্রজগোপী ও শ্রীরাধার ভাবে

বৈষ্ণব কবিগণ যে রূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন, সাধন-জগতে তাহা অতুল।

শাক্ত সম্প্রদায়ে প্রচলিত মাতৃভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারি ভাবের সমবায়। সাধারণের পক্ষে এই মাতৃভাবই উৎকৃষ্ট। মা শব্দেই প্রাণ শীতল হয়। কান্ত বা মধুর ভাবে সাধনা সাধারণের পক্ষে সুকঠিন। নিজের হৃদয় নির্ম্মল, মধুর, প্রেমময় না হইলে সে মধুর ভাবের উপলব্ধি হয় না। প্রেমের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াই ভক্ত কবি রাধা-ভাব আঁকিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রাণা গোপী আমাদের বাড়ীর "মেয়ে মানুষ" নয়। মেয়ে মানুষের সাজ পোষাক পরিয়াই কেহ "গোপী" হইতে পারে না। অধ্যাত্মজ্ঞানের যৌবন (পূর্ণতা) যাহার হৃদয়ে ফুটিয়াছে,—সেই গোপীর ন্যায় ঐকান্তিক প্রেমে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। সে বাহিরে পুরুষ হইলেও অন্তরে রাধিকা (সাধিকা)। এই ভাব উপলব্ধি করা সুকঠিন। এই ভাব বুঝিতে বা বুঝাইতে গিয়াই আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের চন্দ্রাবলী ও রাধার কুঞ্জে লুকোচুরি খেলা দেখিতে পাই; নবনারী-কুঞ্জর ও রাইরাজা, শেষে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার অভিনয় পর্য্যন্ত হইয়া যায়।

ভগবানের এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় শ্রীকৃষ্ণলীলায়। কুরুক্ষেত্রে তাঁহার ঈশ ভাব এবং বৃন্দাবনে মধুর ভাব প্রস্ফুটিত। মহাভারতে দেখি,—জটিল রাজনীতি, উদার সমাজনীতি, নিগূঢ় ধর্ম্মনীতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা, তেজঃ, শৌর্য্য, ধৈর্য্য, প্রতাপ, সাহস, অনালস্য, দক্ষতা, ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়েই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অদ্ভুত কৌশলে, খণ্ডভারতে মহাভারত স্থাপন করিতেছেন, জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণপূর্ব্বক গীতার মহাধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, অম্লানমুখে দুষ্টের দমন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিতেছেন; আর বৃন্দাবনে তিনি স্নেহময় পুত্র, প্রীতিময় সখা, প্রেমময় কান্ত, সর্ব্ব জীবের প্রিয় সুহৃৎ। মানুষের হৃদয়ে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট উদার

মহান্ ভাব আছে, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সেই সমুদয়ের সমবায়। সেই জন্যই বোধ হয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া, এ সংসারে মনুষ্যত্বের আদর্শ, ধর্ম্মজীবনের আদর্শ, কর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া আমাদের পরিত্রাণের পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমাদের বড় সৌভাগ্য, আমরা ভারত ভূমিতে দেহলাভ করিয়া স্বভাবতই কৃষ্ণসেবার অধিকারী। এস ভারতসন্তান! ভক্তিপরিপ্লুত-হৃদয়ে আমরা "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইয়া পড়ি; তাঁহারই আদর্শে কর্ম্ম করিয়া, স্বকর্ম্ম-দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করি; তদ্দ্বারাই আমাদের সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হইবে।

তোমার ঐশ্বর্য্যে প্রভু! ভয় পাই মনে,
"দাস আশুতোষ" মাগে দাসত্ব চরণে।

বিশ্বরূপ দর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তি-যোগঃ।

নির্গুণ-সগুণ-সেবা—দুয়ে কি উত্তম
সে তত্ত্ব বুঝাতে এই দ্বাদশ উত্তম।—শ্রীধর।

ভক্তি কাহাকে বলে? ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ॥—৯।৩৪

রামানুজ বলেন, ইহাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। আনন্দগিরি বলেন, পরমেশ্বরে পরম প্রেমই ভক্তি। শাণ্ডিল্য-সূত্রে ভক্তির লক্ষণ, "সা (ভক্তি) পরানুরক্তিরীশ্বরে।" মনস্বী ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সূত্রের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেন,—যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখিনী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি; অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলে। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরভক্তি হইয়াছে। যখন মানুষের সমস্ত বৃত্তিই ভক্তি বৃত্তির অনুগামিনী হইয়া ঈশ্বরাভিমুখিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চরমাবস্থা যাহা, তাহাই ভক্তি।

ঈশ্বরের স্বরূপ বিভাগ।—হিন্দু শাস্ত্র দুই ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করে। সগুণ ভাবে ও নির্গুণ ভাবে (বৃহদারণ্যক ২।৩।১)। ১ম। নির্গুণ ভাবে ঈশ্বর নিরুপাধি, অবাঙ্মনসগোচর, বিধ্বস্তসর্ব্ববিশেষণ (শং), জগতের কোন ভাবে, গুণবাচক কোন শব্দে, তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ হয় না। শ্রুতি ব্যতিরেক মুখে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করেন ; যথা,—তাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, হ্রস্ব নয়, দীর্ঘ নয়, (বৃঃ আঃ ৩।৮।৯) ; তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই (কঠ ৩।১৫) ইত্যাদি। তৎসম্বন্ধে "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তৎ উপলভ্যতে"—তাহা আছে, এই মাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধ হয় না।—কঠ ৬।২২। ভাবিবার সময়, দার্শনিক আলোচনার সময়, এই ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে হয়। এই ভাবে তাঁহার নাম পরম অক্ষর ব্রহ্ম। ২য়। সগুণ ভাবে তিনি সোপাধিক, অর্থাৎ তখন তিনি বাক্য ও মনের গোচর। গুণবাচক শব্দে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করি, যথা—তিনি বিশ্বকারণ, তাহা হইতে সৃষ্টি ও লয়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বময় (মাণ্ডুক্য) ; সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, তিনিই সর্ব্ব (ছান্দোগ্য ৩।১৪) ; এই ভাবে তাঁহার নাম মহেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০) বা ভগবান্। উপাসনার সময় এই ভাবেই তাঁহার চিন্তা করিতে হয়। সগুণ ব্রহ্ম যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসিন্ধু। তাহাতে নিয়ত তরঙ্গ, নিয়ত সৃষ্টিস্থিতি-লয়। আর সেই সিন্ধুই যদি নিবাত-নিষ্কম্প-স্থির ভাব ধারণ করে, তবে তাহাই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব। তাহাতে কোন তরঙ্গ নাই—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নাই। প্রথম পরিশিষ্টে এ বিষয়ে সবিশেষ বুঝা যাইবে।

নিরুপাধি নির্গুণ ব্রহ্মই মায়া উপাধি (উপরের ওড়্না medium) অঙ্গীকার করিয়া সোপাধিক সগুণ হয়েন। মায়া তাঁহার স্বরূপ শক্তি—তাঁহার ঐশী শক্তি। এই শক্তি প্রভাবেই তিনি স্বীয় অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপকে যেন পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধন করেন। যেমন উজ্জ্বল আলোককে ফানসের দ্বারা আবৃত করিলে, তাহার তেজ যেন

কতক সঙ্কুচিত হয়, তেমনি মায়ারূপ যবনিকার আবরণে, অনন্ত অপরিমিত ব্রহ্মজ্যোতিঃ যেন সান্ত পরিমিত হয়। তখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলিতে থাকে।

উপাধি (medium) ভিন্ন শক্তির প্রকাশ হয় না। সূর্য্যের আলোকশক্তি আছে; কিন্তু যতক্ষণ তাহা বায়ুস্তরে প্রতিফলিত না হয় ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুস্তরের উপর গাঢ় অন্ধকার, কারণ সেখানে উপাধি নাই, আলোকের অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে? সেইরূপ ব্রহ্মও মায়া-উপাধিযোগে সগুণ, অভিব্যক্ত, সবিশেষ; আর উপাধির অভাবে নির্গুণ, অনভিব্যক্ত, অবিশেষ।

ব্রহ্মের এই সগুণ (Immanent) ভাবই জীবজ্ঞানে জ্ঞেয়; তাহাও সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। যে জ্ঞানে ও যে ভাবে তিনি জ্ঞেয়, ১৩শ অধ্যায় ৭—১১ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন।

ঈশ্বরের ভাবসম্বন্ধে বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অধিকাংশ হিন্দু-সম্প্রদায় সাকার ভাবে, এবং কোন কোন হিন্দু-সম্প্রদায় আর আধুনিক ব্রাহ্ম, মুসলমান ও খ্রীষ্ট-সম্প্রদায় নিরাকার ভাবে ঈশ্বরচিন্তা করে। অনেকে বলিয়া থাকেন, সাকার উপাসনা ভ্রমাত্মক; কিন্তু ভাবা উচিত, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মূর্ত্তি বা পুত্তলিকার দ্বারা প্রকাশ করা যদি অন্যায়, তবে চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত অনন্ত সেই ঈশ্বরকে দয়াময়, প্রেমময়, শক্তিময় প্রভৃতি কয়েকটা কথায় প্রকাশ করাও তেমনি অন্যায়। অদর্শনীয় বস্তুকে দর্শনীয় বলাতে যদি দোষ হয়, তবে অচিন্তনীয় বস্তুকে চিন্তনীয় বলাতে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে যাওয়াতেও, দোষ হয়।

হিন্দু শাস্ত্র ঈশ্বরের সাকার নিরাকার ভেদ করে না। সাকার ও নিরাকার উভয়ই এক শ্রেণীর বস্তু; পূর্ব্বোক্ত ঐ সগুণ ব্রহ্ম। কেবল প্রভেদ এই যে, সাকার ঈশ্বর হস্তের শিল্প ও নিরাকার ঈশ্বর মনের শিল্প।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরম্ অব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

ঈশ্বরের দিক্ দিয়া দেখিলে তাঁহার সম্বন্ধে মানুষের সকল কল্পনাই তুচ্ছ। অনন্ত আকাশকে ৫ হাত বলাও যাহা, আর ৫ লক্ষ যোজন বলাও তাহা; কিন্তু মানুষের দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মানুষের পক্ষে উপাসনার জন্য, তাদৃশ কোন না কোন কল্পনা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; তাই কেহ কহিল, প্রভু হে! তুমি আমার নব-নীরদ-শ্যাম-সুন্দর পদ্মপলাশলোচন হরি; আর কেহ কহিল, তুমি আমার নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়াময় প্রভু। উভয়ই এক কথা। ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এরূপ সাকার নিরাকার ভেদ করিতেন না। তাঁহারা ইহার অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন।

বিভিন্ন প্রণালীতে ভগবানের বিভিন্ন ভাবের উপাসনা হয়। সে সকলকে সামান্যতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক জ্ঞানমার্গে নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম ভাবের উপাসনা; আর এক ভক্তিমার্গে সগুণ পরমেশ্বর ভাবের উপাসনা। অষ্টম অধ্যায়ে এই দ্বিবিধ উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ১১।৫৪ শ্লোকে ভগবান কহিলেন, যে অনন্যা ভক্তির দ্বারাই ভগবল্লাভ হয়। অতএব সেই দ্বিবিধ সাধনার মধ্যে কোন্‌টী উত্তম, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন।

এবম্—এই ভাবে; ১১।৫৪—৫৫ শ্লোকোক্ত ভক্তিতে। সততযুক্তাঃ

অর্জ্জুন কহিলেন।

পরম ঈশ্বরভাব শুনেছি তোমার,
শুনিয়াছি আর তব বিভূতিবিস্তার,
বিশ্বরূপ অদ্ভুত দেখিনু, চক্রপাণি!
পরম ঈশ্বর তুমি সত্য বলি মানি।

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা

যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে—ভগবান্‌রূপে তোমাকে উপাসনা করে। যে চ অপি—আর যাহারা। ৮ অঃ ১২—১৩ শ্লোকে উপদিষ্ট যোগমার্গে অব্যক্তম্ অক্ষরং—অক্ষর ব্রহ্মকে উপাসনা করে। তেষাং মধ্যে, কে যোগবিত্তমাঃ—কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ; উৎকৃষ্ট সাধনপন্থা কাহারা জানে?

পর্য্যুপাসতে—পরি, সর্ব্বতোভাবে, উপাসতে। উপ, সমীপে+আস, বসা। উপাস্য বিষয়কে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিয়া, হৃদয়কে তাহার অভিমুখে, যেন তাহার "সমীপে" লইয়া গিয়া, তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও সমান ভাবে তাহাতে নিবিষ্ট রাখার নাম উপাসনা (শং)। ১।

কৃপা করি কৃপাময়, কহ অতঃপর
কি ভাবে তোমার সেবা হয় শ্রেষ্ঠতর।
আমায় বলেছ তুমি করিয়া নিশ্চয়,
কখন তোমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়।
বেদজ্ঞান, যজ্ঞ, দান কিম্বা তপস্যায়
ভক্তি বিনা তব তত্ত্ব কেহ নাহি পায়।
আবার বলেছ তুমি,—জ্ঞানবান্ যাঁরা
যোগবলে মনপ্রাণ রুদ্ধ করি তাঁরা,
একাক্ষর ওম্ মন্ত্র উচ্চারণ করি
তোমার অক্ষর ভাব হৃদয়েতে ধরি
কলেবর পরিহরি করিয়া গমন
অন্তিমে পরমা গতি করেন অর্জ্জন।
ভক্তির প্রশংসা তুমি কর একবার
জ্ঞানের প্রশংসা কৃষ্ণ, করিছ আবার।
অতএব, হে কেশব, বলহ নিশ্চয়;—
জ্ঞান ভক্তি—এ দুয়ের উত্তম কি হয়?

ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টী উত্তম

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—ময়ি—পরমেশ্বরে (শ্রী) আমার পুরুষোত্তম ভাবে। মনঃ আবেশ্য—স্থাপন করিয়া। নিত্যযুক্তাঃ—সতত একাগ্রচিত্তে, ১১।৫৫ দেখ। এবং পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ—পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া। যে মাম্ উপাসতে—যাহারা আমাকে উপাসনা করে। তে যুক্ততমাঃ—সর্ব্বোত্তম। (ইতি) মে মতাঃ—ইহাই আমার মত, ৬।৪৭ দেখ।

"হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধির দ্বারা নহে। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের ন্যায় রাস্তা সাফ করিয়া দেয়, চৌকিদারের ন্যায় গোল থামায় মাত্র। উহা একটী গৌণ সাহায্য মাত্র। প্রকৃত সাহায্য হয় ভাবে, প্রেমে। বিচার আবশ্যক; বিচার না করিলে আমরা নানারূপ ভ্রমে পড়ি। বিচার ভ্রম নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তোমাকে যে দেখি সর্ব্বময়
নিরন্তর তোমাকেই করিয়া আশ্রয়,
সতত যে ভক্তি-ভরে তব সেবা করে,
অথবা যে চিন্তা করে অব্যক্ত অক্ষরে,
এ দুয়ের মধ্যে তুমি বল, জনার্দ্দন !
প্রকৃষ্ট সাধনতত্ত্ব জানে কোন্ জন। ১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

পরম ঈশ্বরভাব হৃদয়ে চিন্তিয়া,
ভক্তই — আমার সে ভাবে মন স্থাপন করিয়া
উত্তম — সতত পরমা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে
যে ভজে আমায়, জানি সর্ব্বোত্তম তারে।২।

যে ত্বক্ষরম্ অনির্দ্দেশ্যম্ অব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগম্ অচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মাম্ এব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

নাই। ভাবই জীবন, ভাবই বল। ভাব ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর, কিছুতেই ঈশ্বরকে পাইবে না।"—জ্ঞানযোগে বিবেকানন্দ। ২।

অনন্তর অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিতেছেন। যে তু ইন্দ্রিয়-গ্রামং সংনিয়ম্য—সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ করিয়া। অক্ষরং পর্য্যুপাসতে—অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করে। তে অপি মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি। ৪র্থ শ্লোকের সহিত অন্বয়।

অক্ষর ব্রহ্মের লক্ষণ যথা,—অনির্দ্দেশ্যং—নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাহাকে বলা যায় না, যে ইহা ব্রহ্ম; ইয়ত্তাপরিশূন্য। যেহেতু, ব্রহ্ম অব্যক্তং—ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতএব অচিন্ত্যং—চিন্তার অতীত। যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে, তাহা মনেরও গোচর নহে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বা মনে ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান হয় না। সর্ব্বত্রগঃ—সর্ব্বব্যাপী, আকাশবৎ (শং)। কূটস্থং—যাহার কখন কোন পরিবর্ত্তন হয় না; যাহা চিরকালই এক ভাবে থাকে। অতএব অচলং—স্থিরস্বভাব। অতএব ধ্রুবং—পরিণামশূন্য; নিত্য।

অক্ষর ব্রহ্মকে, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ—সমবুদ্ধিসম্পন্ন (২ ৪৮)। এবং

আর যে অক্ষর ব্রহ্ম, কৌরব-তনয়!
জীবজ্ঞানে কভু যাঁর ইয়ত্তা না হয়,
ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে তত্ত্ব নাহি মিলে যাঁর,
চিন্তায় না পাওয়া যায় স্বরূপ যাঁহার
কূটস্থ ও নিত্য যিনি, যিনি সর্ব্বময়,
অচল-স্বভাব—সদা এক ভাবে রয়;—

(পার্শ্বটীকা: অক্ষর ব্রহ্মের সাধনা)

সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। যে জ্ঞানিগণ উপাসনা করে। ৮অঃ ১২—১৩ শ্লোকে এই অক্ষর উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

অব্যক্ত অক্ষর—যে অব্যক্ত অক্ষর তত্ত্বের উপাসনা এখানে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, সর্ব্বত্রগ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। অতএব তাহা নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ, নেতি নেতি শব্দবাচ্য, অজ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নহে; পরন্তু তাহা সগুণ ব্রহ্মেরই গুণাতীত, জগদতীত অব্যক্ত অক্ষর ভাব—ভগবানের পরম ভাব; ৮।২১ এবং প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

আমাকেই পায়—৬ অঃ ২৯—৩০ শ্লোকে দেখিয়াছি, কর্ম্মযোগমার্গে সাধনার আরম্ভ করিয়া যোগসংসিদ্ধ হইলে যোগীর আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয়; ৭ অঃ ২৯ শোকে দেখিয়াছি ভক্তিযোগে ভক্তের ঈশ্বরজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়; আর এখানে দেখি, জ্ঞান-মার্গে অক্ষর ব্রহ্মের উপাসকও ঈশ্বরকেই লাভ করে। যে মার্গেই সাধনা হউক, সকলেরই পরিণাম সমান,—ঈশ্বরপ্রাপ্তি। তবে ভক্তিমার্গকে ভগবান্ স্পষ্টভাবে উত্তম বলিয়াছেন; ৬।৪৭, ১০।৯—১১, ১৮।৫৬ শ্লোক দেখ। ভক্ত ভগবানের অনুকম্পা লাভ করে, অন্যে নহে।

সর্ব্বভূতহিতে রত—জীবহিতার্থ কর্ম্মের উপদেশ, সর্ব্ব জীবমধ্যে আত্ম-দর্শন করিয়া তাহাদের সেবার্থ কর্ম্মের উপদেশ (৫।৭), লোকস্থিতির জন্য (৩।২৫), জগচ্চক্রপ্রবর্ত্তনের জন্য কর্ম্মের উপদেশ (৩।১৬, ২০) ভগবান্ পুনঃ পুনঃ দিয়াছেন। বিদ্বদ্গণ (৩।২৫) তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ (৫।২৫) তাহাই করেন। এখানেও দেখি, যাঁহারা অক্ষর উপাসক জ্ঞানী, তাঁহারাও জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি এবং সর্ব্বভূতহিতে রত অর্থাৎ তাঁহারা জ্ঞানে

এরূপ নির্গুণ ব্রহ্মে যারা সেবা করে
সতত সংযত করি ইন্দ্রিয়নিকরে
তাহার ফল সর্ব্বভূতহিতব্রত করিয়া ধারণ,
ঈশ্বর লাভ সমুদায়ে সমদৃষ্টি রাখি সর্ব্বক্ষণ,

ক্লেশো ঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

অবস্থিত হইয়া কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত (৪।৪১-৪২)। গীতায় কোথাও কর্ম্ম-ত্যাগের কথা নাই। কেহ কেহ কেবল সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের বশে তাহা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। ৩—৪।

কিন্তু অব্যক্তাসক্তচেতসাং—অব্যক্ত অক্ষর ভাবে যাহাদের চিত্ত সমাসক্ত। তেষাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ। হি—কারণ। দেহবদ্ভিঃ—দেহধারীর পক্ষে। অব্যক্তবিষয়া গতিঃ—অব্যক্ত ব্রহ্মে নিষ্ঠা, চিত্তার্পণ। গতি—নিষ্ঠা। দুঃখম্ অবাপ্যতে—অতি কষ্টে হইয়া থাকে।

"বিচার পথে, জ্ঞানের পথে, তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সুখ দুঃখের অতীত; আমি

আমাকেই লাভ করে তা'রা, মতিমান্!
জ্ঞান ভক্তি পরিণামে উভয় সমান। ৩—৪।
যদিও হে পরিণামে সমান উভয়,
ভক্তের সাধনা কিন্তু তবু শ্রেষ্ঠ হয়।
অক্ষর উপাসন ক্লেশকর
অব্যক্ত ব্রহ্মতে চিত্ত অনুরক্ত যার
অতি কষ্টে সিদ্ধ হয় সাধনা তাহার।
মানব মাত্রেরই দেহ-অভিমান রয়,
দৈহিক সুখে বা দুঃখে অভিভূত হয়।
ধরি পঞ্চভূতময় স্থূল কলেবর
ব্যক্ত প্রপঞ্চের মধ্যে থাকি নিরন্তর;
অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ
অতীব দুষ্কর, ওহে ভরত-নন্দন! ৫।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষাম্ অহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা, কাজে করা ধারণা হওয়া কঠিন। কাঁটাতে গা কেটে যাচ্ছে, দর্‌দর্ ক'রে রক্ত পড়ছে, অথচ বল্‌ছি কই, কিছু হয় নাই, বেশ আছি,—এ সব সাজে না।"—কথামৃত। ৫।

অতঃপর ৬ হইতে ৯ শ্লোকে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাই ভগবদনুমোদিত সাধনার সার। তাহার মর্ম্ম একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই মানুষ ধন্য হইয়া যায়। গুরুকৃপায় তদ্বিষয়ে যাদৃশ আভাস পাইয়াছি, ভক্তিমান্ মহাত্মগণকে তাহা উপহার দিব।

যে তু ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য মৎপরাঃ—কিন্তু যাহারা আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হয়; কর্ম্ম সমর্পণের মর্ম্ম ৯।২৭ শ্লোকে বুঝিয়াছি। যে বস্তু অপরকে দিয়ে ফেলা হয়, সে বিষয়ে আর কোন ভাবনা থাকে না। তদ্রূপ সর্ব্ব কর্ম্ম যখন ভগবান্‌কে দিয়ে ফেলা হয়,—তিনি অন্তরালে থাকিয়া সমুদায় করাইতেছেন, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি,

---

কিন্তু মহেশ্বর ভাবে চিন্তি যে আমায়
আমাতে অর্পণ করে কর্ম্ম সমুদায়,
আমাতেই নিষ্ঠা, করে আমার ভাবনা,
অনন্যা ভক্তিতে করে আমার ভজনা,
মৃত্যুময় এই যে সংসার-পারাবার,
সে সাগরে আমি, পার্থ! হয়ে কর্ণধার,—
আমাতেই নিবেশিত-চিত্ত ভক্তগণে,
আমিই উদ্ধার করি সবে সেইক্ষণে। ৬—৭।

ঈশ্বরই ভক্তের উদ্ধারকর্ত্তা

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত ঊৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

(১৮।৬১) বলিয়া বুঝা যায়, মত্তঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ত্ততে, তাঁহা হইতে সমুদায় ব্যাপার প্রবর্ত্তিত বলিয়া জানা যায়, তখন আর কোন চিন্তা থাকে না। আর তাহা জানিয়া অনন্যেনৈব যোগেন—সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়াই আমার সহিত যোগে থাকিয়া। মাং ধ্যায়ন্তঃ—সৰ্ব্ব কর্ম্মের সর্ব্ব ভাবের কেন্দ্রে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে। উপাসতে—আমার উপাসনা করে—সমীপস্থ হয়। আমি তাহাদের সমীপেই রহিয়াছি ইহা বুঝিতে পারে। ঈশ্বর যখন সর্ব্বময় তখন আমরা সৰ্ব্বদাই তাঁহার নিকটে—ইহা উপলব্ধি করার নামই উপাসনা। ময়ি আবেশিত-চেতসাং তেষাম্—আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই ভক্তগণের। মৃত্যুসংসারসাগরাৎ—মৃত্যুসমাকুল সংসার-সাগর হইতে। অহং ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি—অচিরে উদ্ধার-কর্ত্তা হই। ৬—৭।

অতএব ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব—আমাতেই মন স্থির কর। বুদ্ধিং ময়ি নিবেশয়—বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট কর। অতঃ ঊৰ্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি—তাহার ফলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থিতি করিবে। তাহাতে সংশয়ঃ ন।

আমাতেই মন স্থির কর। জগতের যাহা কিছুতে তোমার মন ব্যাপৃত হয়; তোমার মন এই বিরাট বিশ্বের যে কোন বস্তুর, যে কোন বিষয়ের, যে কোন ভাবের ভাবনা করে, সদ্ অসৎ নির্ব্বিচারে সে সমুদায় ভাবের

অতএব কর মন আমাতেই স্থির;
ভক্তিযোগ　আমাতে নিশ্চলা বুদ্ধি রাখ, কুরুবীর!
সাধনের ক্রম　তা' হ'লে দেহান্তে তুমি আমার কৃপায়
(৮—১২)　আমাতেই রবে, নাই সংশয় তাহায়। ৮।

প্রত্যেকটীকেই আমার ভাব বলিয়া জানিবে। মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি। চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ, রসনায় যে রস আস্বাদন করিতেছ, নাসিকায় যে গন্ধ পাইতেছ অথবা কর্ণে যে শব্দ শ্রবণ করিতেছ। আমি (ঈশ্বর) সেই রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দ রূপে রহিয়াছি। অধিক কি, যাহা কিছু এই রহিয়াছে, সব আমার ভাব। ৭।৭—১৩ শ্লোকে এবং ১০।২০—৪২ শ্লোকে জগৎময় এই ঈশ্বরদর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে।

"ময্যেব মন আধৎস্ব" কথার এই মর্ম্ম। তারপর "ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"। মনের সঙ্গে বুদ্ধিকেও আমার উপর স্থির কর।

ঐ একটী বৃক্ষ। তুমি বুঝিতেছ, উহা একটী নির্জীব জড় বস্তু মাত্র। বুদ্ধির ঐ স্থূল সিদ্ধান্তে তুমি নির্ভর করিও না। আরও ভিতরে যাইয়া দেখ, বুঝিবে যে উহা জড় বস্তু মাত্র নহে; উহারও জীবন আছে, উহারও অন্তরে চেতনা আছে। গীতা তাহাই বলে। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহা দেখাইয়াছেন। সে কথার সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই। বাস্তবিক সত্য এই, যে জগতে যথার্থ জড় বলিয়া কোন বস্তু নাই। বাহিরে একটা জড়ত্বের প্রতীতিমাত্র আছে; যাহাদিগকে জড় বলিয়া মনে হয়, তাহারা সত্যতঃ জড় নহে। জগৎ চৈতন্যময়। ময়া ততম্ ইদং সর্ব্বম্ (৯।৪), যেন সর্ব্বম্ ইদং ততম্ (২।১৭) প্রভৃতি বাক্যে গীতা বলিতেছেন, যে জগতের প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অণু, পরমাণু চৈতন্য-সত্তায় অনুবিদ্ধ; জড়ত্বের স্থান কোথায়? শুধু তাহাই নহে।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্ অচরং চরম্ এব চ (১৩.১৫) প্রভৃতি বাক্যে দেখ, —বাহির বলিয়া যাহা কিছু, অথবা বাহিরে যাহা কিছু,—সব ব্রহ্ম। অন্তর বলিয়া যাহা কিছু, অন্তরে যাহা কিছু—সব ব্রহ্ম। যিনি অন্তরে আমার প্রাণরূপে বিরাজিত, তিনিই বাহিরে স্থূল মূর্ত্তি লইয়া স্থাবর জঙ্গমরূপে প্রকটিত। জগৎ ব্রহ্মময়। তোমার কাঁচা বুদ্ধি যাহাকে জড় বস্তু বলিবে,

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মাম্ ইচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

তোমার পাকা বুদ্ধি নিশ্চয় করিবে যে—না—উহা জড় নহে। উহা সেই আত্মার বিলাস, সেই প্রাণ সেই ভগবান্। এই ভাবে তোমার মন বুদ্ধিকে চৈতন্যস্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত কর। তাহা হইলে পরিণামে নিশ্চয়ই আমাতে বাস করিবে, তুমি জগদ্বিধাত্রী ঐশী শক্তির অঙ্কে অবস্থিত বলিয়া উপলব্ধি করিবে। ৮।

অথ চিত্তং ময়ি স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি—যদি তোমার চিত্তকে আমার উপর স্থির ভাবে ধারণ করিতে না পার। ততঃ—তবে। হে ধনঞ্জয়! অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ—অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।

কি ভাবে সেই অভ্যাস করিতে হয়, দশম অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছেন।

"কি কি ভাবে প্রভু হে! করিব তব ধ্যান?" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ আপনার বিভূতি-তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে কহিলেন,—

না পার রাখিতে চিত্ত অচল আমাতে
ক্রমশঃ ক্রমশঃ কর অভ্যাস তাহাতে।
যা' কিছু নয়নে দেখ, যা' শুন শ্রবণে,
নাসায় যে গন্ধ লও, যে রস রসনে।
পরশে পরশ কর যা' কিছু পাণ্ডব,
আমারই বিভিন্ন ভাব জানিবে সে সব।
যেখানে যা' কিছু দেখ আমি সমুদয়—
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমি সর্ব্বময়।
এ ভাবে অভ্যাস করি আমায় ভাবনা
আমায় পাইতে, পার্থ! করহ কামনা। ৯।

অভ্যাস-যোগ

বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নম্ একাংশেন স্থিতো জগৎ। একাংশে মাত্র আমি সমগ্র জগৎ ধরিয়া আছি। জগৎরূপে—বিশ্বরূপে যাহা দেখ, সব আমার বিভূতি—আমার প্রকাশমূর্ত্তি।

এই জগৎমূর্ত্তিতে ঈশ্বর দর্শন করিবার অভ্যাস করাই অভ্যাসযোগ। এই জগৎ, যাহা তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, হাতে রহিয়াছে, যাহাকে প্রাণ-হীন জড় বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছ, তাহাকে ধর। বল,—ধারণা কর, জগৎ জড় নহে; উহা ঘনীভূত প্রাণময় সত্তার বিভিন্ন আকার। বল—চিন্তা কর; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর উহা চিন্তা কর, যে পর্য্যন্ত না উহা প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায়; যে পর্য্যন্ত না হৃদয় ঐ ভাবে পূর্ণ হয়। হৃদয় পূর্ণ হইলেই কায হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে গীতার সেই মহাবাণী ;—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। —৬;

এইভাবে জীবনের সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্ব কর্ম্মের ভিতর ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করাই গীতার দৃষ্টফল সুখের সাধনা। ইহাই গীতার অভ্যাসযোগ। যে যেমন আছ, যে কায করিতেছ, তাহারই মধ্যে এখনই ইহার আরম্ভ করিয়া দাও। ইহাতে কোন ক্লেশ নাই, কাযের ক্ষতি নাই, অর্থ ব্যয় নাই, অপর কিছু আয়োজনের আবশ্যক নাই, দেখিয়া কেহ কোনরূপ ইঙ্গিত করিবার নাই, অথচ ভিতরে লাভ প্রচুর।

ইহা সেই প্রাচীন বৈদিক ঋষি-যুগের সাধনা। প্রাচীন ঋষিগণ এই জগৎমূর্ত্তিতেই ঈশ্বর দর্শন করিয়া, বিশ্বতেই বিশ্বমূর্ত্তিকে উপলব্ধি করিয়া; সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীতে,—তথা—সাগর, পর্ব্বত, নদ নদী বৃক্ষ প্রভৃতিতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া ঋষি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে সেই উপাসনার সেই আকার আছে, সেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, হুতাশন, গঙ্গা সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবী আছেন, কিন্তু তাহাতে আর

অভ্যাসে ঽপ্যসমর্থো ঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থম্ অপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
অথৈতদ্ অপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

প্রাণ নাই, সজীবতা নাই। আমাদের ইদানীন্তন উপাসনা একটা প্রাণহীন ব্যাপারের নিয়মবদ্ধ অভিনয় মাত্র। ৯।

আর যদি ঈদৃশ অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি—অভ্যাসেও অসমর্থ হও। তবে মৎকর্ম্মপরমঃ ভব—ঈশ্বরার্থ কর্ম্মে অনুরক্ত হও; ১১।৫৫ টীকা দেখ। মদর্থম্ অপি ইত্যাদি স্পষ্ট। ১০।

কিন্তু যদি (অথ) এতদ্ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি। ততঃ—তবে। মদ্‌যোগম্-আশ্রিতঃ—আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া (শ্রী)। যতাত্মবান্—চিত্তসংযম-পূর্ব্বক; সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু—সমস্ত কর্ম্মফল ত্যাগ কর। প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু ক্রিয়া হয়, সে সমস্ত তিনি করাইয়া থাকেন। আমি যন্ত্র মাত্র—ইহা বুঝিতে পারিলে, কর্ম্মফলত্যাগ হয়। ৯ ২৭ টীকা দেখ। ১১।

আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও,
মদর্থ কর্ম্মেতে নিত্য অনুরক্ত রও।
জীবে দয়া, ব্রত, পূজা, আর নাম গান,
সর্ব্বভূত-সেবাতরে কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
ইত্যাদি মদর্থ কর্ম্ম করি নিরন্তর
তা’তেও লভিবে সিদ্ধি, কুরুবংশধর! ১০।
তা’তেও অশক্ত যদি, ভরত-নন্দন
সংযত অন্তরে ল’য়ে আমার শরণ,
কর্ম্মফল বিসর্জ্জন কর সমুদায়,—
কর যাহা, ভাব তাহা, ঈশ্বর-সেবায়। ১১।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্ অভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২॥

এই কর্ম্মফলত্যাগের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন। অভ্যাসাৎ—বিনা জ্ঞানে অন্যের উপদেশানুসারে অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উপাসনা, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি করা অপেক্ষা। জ্ঞানং শ্রেয়ঃ—উপদেশ, যুক্তি ও সাধনালব্ধ জ্ঞান উত্তম। কারণ, অন্ধ বিশ্বাস সামান্য কারণেই বিচলিত হইতে পারে। আবার ধ্যানং—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের সহিত একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরচিন্তা। জ্ঞানাৎ বিশিষ্যতে—ঐ জ্ঞান হইতে উত্তম। ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ, শ্রেষ্ঠ। ত্যাগাৎ অনন্তরং—কর্ম্মে ও তৎফলে আসক্তি-ত্যাগের পরেই। শান্তিঃ। অনন্তর—যাহাতে অন্তর বা ব্যবধান নাই।

এখানে মর্ম্ম এই। ভগবানে পরম ভাবে চিত্ত সমর্পণ দ্বারা ভগবৎ-লাভ হয়, তবে তাহা সূক্ষ্ম মানসিক ব্যাপার-সাধ্য। যদি তাহাতে অশক্ত হও, তবে প্রতিমাদি প্রতীক অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা অভ্যাস কর; ইহা অপেক্ষাকৃত স্থূল ও সহজ। তাহা না পারিলে, নামসংকীর্ত্তন, লোকহিতার্থ

তবে, উপদেশে মাত্র রাখিয়া বিশ্বাস
ভক্ত যে ঈশ্বরচিন্তা করে হে, অভ্যাস,
সে অভ্যাস হ'তে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর হয়,
শাস্ত্র যুক্তি সাধনায় যাহার উদয়।
জ্ঞানসহ হৃদে তাঁরে সতত ধারণা
সেই জ্ঞান হ'তে পুনঃ উত্তম সাধনা।
কিন্তু পার্থ কর্ম্মফলে তৃষ্ণা যদি রয়
ঈশ্বরে কখন চিত্ত অচল না হয়।
অতএব ফলত্যাগ ধ্যানের উপর,
তৃষ্ণানাশ হ'লে শান্তি মিলে অনন্তর। ১২।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম প্রভৃতি কর, ইহা আরও স্থূল ও সহজ। আর যদি তাহাও না পার, তবে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ কর অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত সর্ব্ব কর্ম্মই যথা-শক্তি করিতে থাক। তবে মনে করিও যে, সে সমুদায়ের ফলাফল ঈশ্বরা-ধীন; তিনি যেমন চালাইতেছেন, তেমনি চলিতেছি। এইরূপে সমস্ত ফলাশা ত্যাগ কর, তাহা হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। এই ফলাশা ত্যাগের ফল জ্ঞান ধ্যানাদি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। ইহা হইলেই শান্তিলাভ হয়। ১২।

ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিয়া ফলত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শান্তির উদয় হয়, সেই শান্তির অধিকারী যে ভক্ত, অতঃপর তাহার লক্ষণ বলিতেছেন,—সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্ট। অদ্বেষ্টা—যে দ্বেষ করে না। মৈত্র—অন্যের সুখদুঃখে সমবেদনাবান্। করুণ—বিপন্নে দয়াশীল। ক্ষমী—ক্ষমাশীল। ১৩।

সততং সন্তুষ্টঃ। সতত শব্দ সন্তুষ্ট প্রভৃতি প্রত্যেক পদের সহিত সম্বন্ধ

সে শান্তির অধিকারী মহাত্মা সুজন
<u>ভক্তের</u> নিষ্কাম যে ভক্ত, তার শুনহ লক্ষণ।
<u>লক্ষণ</u> কারো প্রতি দ্বেষ নাই যাহার অর্জ্জুন,
<u>(১৩—২০)</u> সর্ব্ব ভূতে মিত্রভাব, বিপন্নে করুণ,
এ "আমার" এ "তোমার" আদি মিথ্যা জ্ঞান,
"আমি করি ইহা উহা" ইতি অভিমান,—
এ মমতা অহঙ্কার নাহি চিত্তে যার,
ক্ষমাশীল, দুঃখে সুখে তুল্য ব্যবহার। ১৩।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫॥

(গিরি)। যোগী—সর্ব্বদা আমার সহিত যুক্ত। যতাত্মা—যাহার মন ও ইন্দ্রিয় সংযত। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—ভগবানে যাহার অটল বিশ্বাস; যেমন প্রহ্লাদের বিশ্বাস স্ফটিকস্তম্ভে হরি আছেন। মুক্তি-মার্গে এই বিশ্বাসই প্রধান সহায়; ৪।৪০ দেখ। "ষোল আনা বিশ্বাস চাই। অবিশ্বাসের লেশ মাত্র থাকিলেই সব নিষ্ফল। আমি যদি ঠিক ভাবতে পারি যে আমি নিষ্পাপ, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি নিষ্পাপ।" ১৪।

যস্মাৎ—যাঁহার নিকটে। লোকঃ ন উদ্বিজতে—কোন লোকই উদ্বিগ্ন হয় না। যঃ চ লোকাৎ—অন্য লোক হইতে। ন উদ্বিজতে। ভয়াদি জনিত চিত্তক্ষোভের নাম উদ্বেগ। যঃ হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্বেগৈঃ মুক্তঃ—যাহার হর্ষাদি নাই। স চ মে প্রিয়ঃ। অমর্ষ—পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা।

লাভালাভে তুল্য ভাবে সন্তুষ্ট সতত,
হৃদয় আমার সঙ্গে যুক্ত অবিরত।
নিয়ত সংযত মন ইন্দ্রিয় সকল,
সতত আমাতে রহে বিশ্বাস অটল,
আমাতেই মন বুদ্ধি নিত্য রহে যার
নিত্য যে আমার ভক্ত, প্রিয় সে আমার। ১৪।
যাহা হ'তে কেহ কভু উদ্বিগ্ন না হয়,
স্বয়ম্ বা অন্য হ'তে উৎকণ্ঠিত নয়,
আপনার ইষ্টলাভে নাহি যার হর্ষ
অথবা অন্যের ইষ্টে না রহে অমর্ষ,
ভয় বা উদ্বেগ নাই স্মরিয়া অপ্রিয়,
এমন যে ভক্তিমান্ সে আমার প্রিয়। ১৫।

ভক্তিসিদ্ধ জীবন্মুক্তের আচরণ। (১৩—২০)

অনপেক্ষঃ শুচি দর্ক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

যিনি নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে চাহেন, তাঁহার এরূপ ভাবে থাকা কর্ত্তব্য যে, অন্ত কেহ যেন তাঁহার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন না হয়। ১৫।

অনপেক্ষঃ—যে কিছুরই অপেক্ষা বা প্রত্যাশা করে না, স্বার্থবোধে কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না। শুচিঃ—যাহার দেহ মন নির্ম্মল। হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ লোভ কাম ক্রোধাদি মলা নাই, এবং বাহ্য দেহ ও বেশভূষাদিও বেশ পরিষ্কার। দক্ষঃ—যথাবৎ সর্ব্ব কর্ম্মে পটু। অথচ উদাসীনঃ—সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত। আর স্বার্থবোধ এবং তজ্জনিত আসক্তি হইতেই সর্ব্বপ্রকার ব্যথা, মনঃকষ্ট—দুঃখ শোক ভয়, উপস্থিত হয়; কিন্তু সে নির্লিপ্ত নিষ্কাম, সুতরাং গতব্যথঃ—দুঃখ শোক ভয় তাহার নাই। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—আত্মপ্রীতির জন্ম চেষ্টাপূর্ব্বক যে কর্ম্ম, তাহার নাম আরম্ভ (শং)। স্বার্থসাধনের জন্ত চেষ্টাপূর্ব্বক কোন কর্ম্মই সে করে না, পরন্তু স্বভাবতঃ উপস্থিত কর্ম্ম নিঃস্বার্থ নির্লিপ্ত ভাবেই করিয়া থাকে। ঈদৃশ যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৬।

যঃ ন হৃষ্যতি ইত্যাদি স্পষ্ট। শুভাশুভ-পরিত্যাগী—শুভ ও অশুভ, পুণ্য

কিছুই প্রত্যাশা কভু করে না যে জন,
সতত পবিত্র যার দেহ আর মন,
কর্ম্মে দক্ষ, কিন্তু সদা নির্লিপ্ত হৃদয়,
না রয় অন্তরে ব্যথা—দুঃখ শোক ভয়,
কামবশে কর্ম্মারম্ভ করে না কখন,
এমন যে ভক্ত, প্রিয় আমার সে জন। ১৬।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতি মৌ্নী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

ও পাপ উভয়ই যে ত্যাগ করিয়াছে। যে আপনার শুভাশুভ চিন্তায় বিচলিত না হইয়া, স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়া যায়। ১৭।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ইত্যাদি স্পষ্ট। ১৮।

মৌনী—সংযতবাক্ ; ১৭।১৬ দেখ। "ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণ বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ ততক্ষণই কলকলানি"—কথামৃত। অনিকেতঃ—গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য (রামা)। সমুদয় জগৎই যার গৃহ। স্থিরমতিঃ—ব্যবস্থিত-চিত্ত। ১৯।

ইষ্টলাভে হর্ষ নাই, অনিষ্টে বিদ্বেষ,
কিম্বা প্রিয়নাশে যার নাই শোকলেশ,
অপ্রাপ্ত পদার্থে নাই কামনা অন্তরে,
শুভাশুভ চিন্তা ত্যজি নিত্য কর্ম্ম করে,
এই ভাবে আমাতে যে ভক্তিমান্ রয়
সংসারে সে জন মম প্রিয়, ধনঞ্জয়। ১৭।
শত্রু-মিত্রে সমভাব, মান-অপমান
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সকলি সমান,
চরাচরে যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু রয়
সে সবে আসক্ত নহে যাহার হৃদয়। ১৮।
নিন্দা বা প্রশংসা তুল্য, সুসংযত বাণী,
যদৃচ্ছা লাভেতে যারে নিত্য তুষ্ট জানি,
গৃহাদি বস্তুতে নাই আসক্তি যাহার,
স্থিরচিত্ত, ভক্তিমান্, প্রিয় সে আমার। ১৯

যে তু ধর্ম্মামৃতম্ ইদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তা স্তে হতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥
ইতি ভক্তি-যোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

যে তু, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট যথোক্তম্ ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে—অনুষ্ঠান করে। ইত্যাদি। ধর্ম্মামৃত—ধর্ম্মরূপ অমৃত ; ধর্ম্মকথা যাহা হইতে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। শ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধাশীল। মৎপরমাঃ—আমিই যাহাদের পরম আশ্রয় (১১।৫৫)। তে ভক্তাঃ—সেই ভক্তগণ। মে অতীব প্রিয়াঃ। ২০

দ্বাদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার তারতম্য এবং উহাদের মধ্যে ভক্তিমার্গে সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব (৩—৭) ; ভক্তি সাধনার ক্রম ও ভক্তি অনুগত কর্ম্মযোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব (৮—১২) এবং ভক্তিসিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষের আচরণ (১৩—২০) উপদিষ্ট হইয়াছে।

——:০:——

ভক্তই তোমার প্রভু, প্রিয় যদি হয়,
কি হইবে ভক্তিহীন "দাসে" দয়াময় !

——:০:——

ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

এই ভক্তি ধর্ম্ম, যাহা কহিনু তোমায়,
সুধাসম, যাহে জীব অমরতা পায়,
শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে যারা আমার সেবায়,
একান্তে আশ্রয় করি যাহারা আমায়,
সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নরোত্তম !
সে সকল ভক্ত হয় মম প্রিয়তম। ২০।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ।
এতদ্বেদিতুম্ ইচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব। (ক)।

সংসার-সাগর হ'তে নিজ ভক্তে উদ্ধারিতে
বাসুদেব প্রতিজ্ঞা করিলা,
সে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ নয় বিনা তত্ত্বজ্ঞানোদয়,—
ত্রয়োদশে সে জ্ঞান কহিলা।—শ্রীধর।

অর্জ্জুন কহিলেন, প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ইত্যাদি স্পষ্ট। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই শ্লোকটী ধরেন নাই। ইহা আবশ্যকও নহে। ৭১ শ্লোকে ভগবান্ সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক, তাহা বলিতেছিলেন। মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নানুসারে তারক-ব্রহ্ম-যোগ উপদেশপূর্ব্বক নবম অধ্যায় হইতে আবার সেই কথা বলিতেছিলেন। কিন্তু ১০।১১ শ্লোকে অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতিতত্ত্ব-শ্রবণে প্রার্থনা করায়, সেই ধারাবাহিক উপদেশ বন্ধ রাখিয়া, তিনি আপনার দিব্য বিভূতি সকল কহিলেন; একাদশেও পুনঃ প্রার্থনামত

অর্জ্জুন কহিলেন।

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ কি আর
জ্ঞান জ্ঞেয়তত্ত্ব শুনি, বাসনা আমার। (ক)।

শ্রীভগবান উবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রম্ ইত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

বিশ্বরূপ দেখাইলেন ও দ্বাদশে ভক্তিসাধনতত্ত্ব উপদেশপূর্ব্বক ত্রয়োদশে আবার সেই পরম জ্ঞানতত্ত্ব বলিতেছেন। এখানে অর্জ্জুনের পুনঃ প্রশ্নের অপেক্ষা নাই; অধিকন্তু এই শ্লোকটী লইলে গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭০০ না হইয়া ৭০১ হয়। অতএব ইহা প্রক্ষিপ্ত। (ক)।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

বলেছি আমার দিব্য বিভূতি-বৈভব,
দেখাইনু বিশ্বরূপ দেবের দুর্লভ,
কহিনু নিগূঢ়তত্ত্ব ভক্তি সাধনার,
পরম সে তত্ত্বজ্ঞান শুন পুনর্ব্বার।
এই যে শরীর যত, কৌরব-কুমার!
স্থাবর জঙ্গম কিম্বা স্থূল সূক্ষ্ম আর,—
ক্ষেত্র নামে সে সকল অভিহিত হয়, (ক্ষেত্র বা শরীর)
ক্ষয়শীল যাহা, যাহা জীবের আশ্রয়।
দেহের সহিত যোগ বিনা, মহেষ্বাস,
আত্মায় না হয় জীবভাবের বিকাশ।
সংসার-স্বরূপ বৃক্ষ দেহে অঙ্কুরিত
এই দেহ ক্ষেত্র নামে তাই অভিহিত।
অধিষ্ঠিত থাকি সেই ক্ষেত্রের অন্তরে, (ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা)
যে তার সমস্ত ভাব অনুভব করে,
বলেন ক্ষেত্রজ্ঞ তাঁকে, অর্জ্জুন! তাঁহারা
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব অবগত যাঁরা। ১।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ২॥

ভগবান্ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ইদম্ শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে—এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। এই শরীর অর্থাৎ এই আমার শরীর, তোমার শরীর, স্থাবর জঙ্গম, স্থূল সূক্ষ্ম, সর্ব্ব ভূতদেহ, organised body—ক্ষেত্র। ক্ষি—ক্ষীণ হওয়া, বাস করা+ষ্ট্রণ্ (ত্র) ক্ষেত্র। যাহা ক্ষয়-শীল তাহা ক্ষেত্র; জীবাত্মা যাহাতে বাস করে, আশ্রয় করে, তাহা ক্ষেত্র।

শরীরকে ক্ষেত্র বলিবার কারণ এই যে, শরীরের আশ্রয়েই জীবত্বের বিকাশ। যেমন ক্ষেত্রে সংযুক্ত না হইলে বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হয় না, তেমনি আত্মা দেহে সংযুক্ত না হইলে, তাহাতে জীবভাবের বিকাশ হয় না—সংসার হয় না। ৫—৬ শ্লোকে এই ক্ষেত্রতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

এতদ্ যো বেত্তি—ইহাকে যে জানে, এই দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার আপাদ মস্তক সর্ব্ব স্থানের সর্ব্ববিধ ভাবের, সকল অবস্থার, অনুভূতি যাহার হয়। তদ্বিদঃ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বেত্তা পণ্ডিতগণ। তং ক্ষেত্রজ্ঞম্ ইতি প্রাহুঃ—তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ—সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ।

বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তি। বিদ্ ধাতুর অর্থ বেদন, অনুভব। বেদনা শব্দ ঐ বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দেহে বেদনা-অনুভব-কালে আমাদের অন্তরে যে ভাব হয়, তাহাই বিদ্ ধাতুর মৌলিক অর্থ। অপরোক্ষ ভাবে

সকল ক্ষেত্রেই পুনঃ, কৌরবকুমার!
আমায় ক্ষেত্রজ্ঞ বলি জানিবে আবার।
ঈশ্বরই — স্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, কুরুবংশধর!
সর্ব্বক্ষেত্রে — আমিই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—ঈশ্বর।
ক্ষেত্রজ্ঞ — ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে যে জ্ঞান
তাহাই আমার মতে সমুচিত জ্ঞান। ২।

অনুভব করার নাম বেদন। এই বেদন অর্থেই এখানে "বেত্তি" শব্দ প্রযুক্ত।

আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি—সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ রাগ দ্বেষ ইত্যাদি এই সকলের জ্ঞান, বেদনা বা অনুভূতির মূল কি? তাহা কোথা হইতে হয়? দেহ জড় পদার্থ। জানিবার ক্ষমতা, অনুভবশক্তি তাহার নাই। সেই জ্ঞান, সেই সকল অনুভূতির মূল, সেই দেহে অধিষ্ঠিত জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা; ১৩।২০ টীকা দেখ। আত্মাই দেহের সমস্ত ভাব অনুভব করে, দেহকে জানে। দেহ জ্ঞেয় (object), ক্ষেত্র; আর সেই দেহে অধিষ্ঠিত দেহী আত্মা, সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা (subject), ক্ষেত্রজ্ঞ।

সেই দেহাধিষ্ঠিত আত্মা অবিদ্যাবশে দেহের সহিত অভিন্ন বোধ হেতু, বদ্ধ জীবভাবেই থাকুক, আর জ্ঞান লাভ করায় দেহ হইতে আপনার পার্থক্য উপলব্ধি হেতু, মুক্তভাবেই থাকুক, উভয় অবস্থাতেই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আত্মা দেহের সহিত সংযুক্ত ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং দেহ হইতে বিযুক্ত ভাবে পরমাত্মা (মহাভাঃ, শান্তি, ১৮৭ অঃ।)

দেহে ও জীবাত্মায় সম্বন্ধ এখানে বিবৃত হইল। ১।

হে ভারত! মাং চ অপি—এবং আমাকেই। সর্ব্বক্ষেত্রেষু ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি—সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক শরীরই ক্ষেত্র, আর প্রত্যেক শরীরের যিনি বেত্তা তিনি সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা; এবং সমষ্টিভাবে সর্ব্বক্ষেত্রের, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ-রূপ ক্ষেত্রের যিনি বেত্তা, তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—পরমাত্মা।

জীবের ও জগতের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ এই শ্লোকে বিবৃত হইল। জীবাত্মা কেবল স্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। আমরা কেবল আমাদের আপন শরীরের প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাতা। পর শরীরের,—আমাদের শরীরের বাহিরে বাহ্য জগতের, জ্ঞাতা আমরা নহি; বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের নাই। আমার দেহে কাঁটা ফুটিলে যে বেদনা অনুভব করি, তোমার দেহে

কাঁটা ফুটিলে তাহা অনুভব করি না। আমার বেদনার ধারণা হইতে, তাহা অনুমান করিয়া লই। আর মাত্রাস্পর্শে, বাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে, ইন্দ্রিয় দ্বারে যে অনুভূতি হয় ও তাহা হইতে সেই বাহ্য বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের অন্তরে যেরূপ ধারণা হয়, তদনুসারে তাহাকে দেখি। সুতরাং এ জ্ঞানও মাত্রাস্পর্শরূপ উপাধিযুক্ত এবং পরোক্ষ।

পরাশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ নিজ প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া তদ্দ্বারা চরাচর জীবশরীর সৃষ্টি করিয়া আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক, প্রতি শরীরে জীবভাবের বিকাশ করিয়া, সে সমস্ত ধারণ, পোষণ ও রক্ষা করেন (৭।৫); প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হন। যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রত্যেক বিভিন্ন দাহ্য বস্তুকে অগ্নিময় করে, তেমনি একই আত্মা প্রতি পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে যেন চেতনাযুক্ত করেন,—প্রতি ক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্ন জীবভাব অবভাসিত করেন। সেই সর্ব্ব-ক্ষেত্রজ্ঞের চৈতন্যের আভাস পাইয়া, আমরা পরিচ্ছিন্ন কর্ত্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা চেতন জীব। ২৫৯ হইতে ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

ভগবান্ যে সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা এই ভাবে বুঝিতে পারি। এই ভাবে প্রতি ক্ষেত্রে জীবভাব যে পরমাত্মা হইতে অভিব্যক্ত, তাঁহার সত্তায় সত্তাযুক্ত; তিনি যে সর্ব্বদা আমাদের সন্নিহিত, আমাদের অন্তরে বাহিরে নিকটে দূরে সর্ব্বদা বিরাজিত, তাহা বুঝিতে পারি। তাঁহাতে অবস্থিত বলিয়াই শরীরী আমরা যে কর্ত্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা চেতন জীব এবং তিনিও যে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাতীত হইয়াও, আত্মস্বরূপে আমাদের জীবভাবের সহিত "জীবাত্মা" হইয়া (১৪।৭), অখণ্ড এক হইয়াও খণ্ড বহুর ন্যায় হইয়াছেন (১৩।১৬), ইহা বুঝিতে পারি। তিনিই যে আমি, আমার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, "সোঽহং" তাহা ধারণা করিয়া কৃতার্থ হই।

এইরূপে ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার ও সর্ব্ব-ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরে, সম্বন্ধের ধারণা হয়। ইহা যে কেবল অভেদ-সম্বন্ধ, তাহা বলা যায় না; অথবা কেবল যে

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩॥

ভেদসম্বন্ধ, তাহাও বলা যায় না। এ সম্বন্ধ অভেদও বটে, ভেদও বটে—ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত। কেবল অভেদভাবে বা কেবল ভেদভাবে এই জটিল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না; আবার এই ভেদাভেদও আমরা ঠিক বুঝি না। এক অদ্বয় তত্ত্ব, কিরূপে ও কেন বহু হয় বা বহুর ন্যায় হয়, তাহাও আমরা বুঝি না। তাঁহার "প্রভব" জানিবার ক্ষমতা জীবের নাই (১০.২)। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শিখাইয়াছেন,—অচিন্ত্য কৃষ্ণমায়ায় তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ জীবের সংসার ভ্রম হয়। বাস্তবিকই এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানম্—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিষয়ে যে জ্ঞান। তৎ জ্ঞানং মম মতম্—তাহাই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর-তত্ত্ব, ব্যষ্টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার তত্ত্ব, সমষ্টি ক্ষেত্ররূপ জগৎ-তত্ত্ব, ব্যষ্টি ক্ষেত্ররূপ জীব-শরীর তত্ত্ব, সর্ব্ব জড়তত্ত্ব এবং উভয়ের সংযোগে সমুৎপন্ন যে জীব, তাহার তত্ত্ব—এই সমুদায় জানিতে হয়। ১—২ শ্লোকে যাহা সূত্ররূপে বলিয়াছেন, সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তাহাই বিস্তারিত হইয়াছে। এই সকলই সমষ্টিভাবে তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন (১৩।১১)।২।

জীবাত্মা—ক্ষেত্রজ্ঞ, আর ক্ষেত্র এ শরীর
দুয়ের বিশেষ তত্ত্ব কহি, কুরুবীর!
কিরূপ সে ক্ষেত্র, তার কিরূপ লক্ষণ,
কিবা তার ধর্ম্ম আর বিকার কেমন,
যাহা তার উপাদান, নিমিত্ত যা' আর,
কিম্বা যাহা যাহা পার্থ, কার্য্য হয় তার,
আর সে ক্ষেত্রজ্ঞ, তা'র যে প্রভাব হয়,
সংক্ষেপে আমার কাছে শুন সমুদয়। ৩।

ঋষিভি র্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভি র্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈ শ্চৈব হেতুমদ্‌ভি র্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধি রব্যক্তম্ এব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ—যাহা। যাদৃক্ চ—এবং তাহার ধর্ম্ম যাদৃশ। যদ্বিকারি—যাহা যাহা তাহার বিকার। যতঃ চ—যাহা হইতে উৎপন্ন; তাহার নিমিত্ত ও উপাদান যাহা। এবং যৎ—যে কার্য্য উৎপাদন করে (যৎ)। ক্ষেত্র কি, তাহার ধর্ম্ম কি, বিকার কি, উৎপাদক কি ও কার্য্য কি?

স চ—এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। যঃ—স্বরূপতঃ যাহা। যৎপ্রভাবঃ চ—যেমন প্রভাবযুক্ত। তৎ সমাসেন মে শৃণু—আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর। ১ম শ্লোকে প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ২য় শ্লোকে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ যে ভেদ উক্ত হইয়াছে, এখানে তাহা নাই। এখানে একই ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ দুইই এক। ৩।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়, ঋষিভিঃ—বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ-দ্বারা। বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ—নানা বেদে। ছন্দ—বেদ। পৃথক্ বহুধা—নানা-প্রকারে। বিনিশ্চিতৈঃ—নিঃসংশয়রূপে। হেতুমদ্ভিঃ—যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম-সূত্রপদৈঃ গীতম্। ব্রহ্মসূত্রপদ—ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মপদ। ব্রহ্মসূত্র—যদ্দ্বারা ব্রহ্ম সূচিত হয়; তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্মপদ—যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মকে জানা যায়; স্বরূপ লক্ষণ। তদুভয় লক্ষণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৪।

এক্ষণে প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিতেছেন। মহাভূতানি—ক্ষিতি, অপ্

নানাবিধ শ্রুতিমন্ত্রে নানা ঋষিগণে
বিবিধ তটস্থ আর স্বরূপ লক্ষণে
বহুবিধ যুক্তিযুক্ত বাক্যে অসংশয়
বহুধা পৃথক্ তাহা করেছে নির্ণয়। ৪।

(জল), তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত। মহা—মহৎ, বৃহৎ, ব্যাপক। ইহারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শং)। এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পরস্পর ন্যূনাধিকাংশের সংমিশ্রণে পঞ্চ স্থূল ভূতের উৎপত্তি; আর পঞ্চ স্থূল ভূতের পরস্পর ন্যূনাধিকাংশের সংমিশ্রণে জীবের অন্নময় স্থূল শরীর বা জড় জগৎ। পঞ্চ ভূত যে যে অনুপাতে মিলিত হইয়া ব্যবহারিক মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ (Ether) উৎপাদন করে, নিম্নে পঞ্চদশী হইতে, তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

	ক্ষিতি	জল	তেজঃ	বায়ু	আকাশ	
ক্ষিতি	॥०	৵০	৵০	৵০	৵০	—১
জল	৵০	॥०	৵০	৵০	৵০	—১
তেজঃ	৵০	৵০	॥०	৵০	৵০	—১
বায়ু	৵০	৵০	৵০	॥०	৵০	—১
আকাশ	৵০	৵০	৵০	৵০	॥०	—১
	১	১	১	১	১	

অহঙ্কারঃ—চিৎ-অচিৎ গ্রন্থি (শ্রী)। ইহা চিৎও নহে জড়ও নহে; পরন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ। চৈতন্যের আভাসযুক্ত ঈশ্বরের সৎশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি অনুপ্রাণিত প্রকৃতির রজোবহুল অংশ। বুদ্ধিঃ—মহত্তত্ত্ব; চৈতন্যের আভাসযুক্ত, ঈশ্বরের জ্ঞান বা চিৎশক্তি অনুপ্রাণিত প্রকৃতির সত্ত্ববহুল অংশ; (৯।১০ টীকা)। অব্যক্তম এব চ—অব্যক্তা প্রকৃতি। প্রলয়ে সর্ব্ব ভূতভাব যে অব্যক্ত কারণে লীন হইয়া যায় ও যাহা হইতে আবার তাহাদের বিকাশ হয় (৮।১৮) তাহাই এই অব্যক্ত। ইহাই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি (৭।১৪); ভগবানের দৈবী মায়া; সৃষ্টিসম্বন্ধে ব্রহ্মের অমূর্ত্ত রূপ। ইহাই ১৪।৩ শ্লোকোক্ত মহদ্ব্রহ্ম।

ইন্দ্রিয়াণি দশ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। একং চ—এবং এক মন। মন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, উভয়েই বর্ত্তমান থাকে।

মনই, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারে উপস্থিত বিষয়কে বহন করিয়া, ভিতরে লইয়া গিয়া বুদ্ধিকে দেয়; এবং বুদ্ধি সেই বিষয়ের সার-অসার বিচারপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় করে, তাহা বাহিরে আনিয়া উপযুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়ে অর্পণ করে। তখন সেই কর্ম্মেন্দ্রিয় তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়-শ্রেণীর মধ্যে গণনীয় হইলেও অন্য ইন্দ্রিয় হইতে মনের বিশেষত্ব আছে। তজ্জন্য "ইন্দ্রিয়াণি দশ এবং চ"—এই ভাবে, মনের ঐ বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ শক্তিমাত্র, তাহারা সূক্ষ্ম দেহের আশ্রয়ে ক্রিয়া ক'রে।

দশ ইন্দ্রিয়ের নাম বহিঃকরণ; আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের নাম অন্তঃকরণ। বহিঃকরণ কেবল বর্ত্তমানেই কর্ম্ম করে; কিন্তু অন্তঃকরণ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, তিন কালের বিষই আলোচনা করিতে পারে।

পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ—এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ। পূর্ব্বোক্ত মহাভূতাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু, ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহারা পঞ্চ মহাভূতের গুণ; অনুবাদ দেখ: রূপ—আকৃতি, বর্ণ। ইহা তেজের ধর্ম্ম। রস—মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত ও কষায়। ইহা জলের ধর্ম্ম। গন্ধ—যথা পুষ্পাদির। ইহা পৃথিবীর ধর্ম্ম। স্পর্শ—ত্বকে অনুভূত শীতোষ্ণতাদি। ইহা বায়ুর ধর্ম্ম। শব্দ—যথা কণ্ঠ-বাদ্যাদির। ইহা আকাশের ধর্ম্ম। ইহারা সাংখ্যের পঞ্চ তন্মাত্র।

প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিকার, এই চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব জীবশরীরের উপাদান। তন্মধ্যে মূল প্রকৃতিতে কারণ শরীর। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ১৮ তত্ত্বে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর (কারিকা ৪০) আর স্থূল পঞ্চ ভূতে স্থূল শরীর—বাহ্য জগৎ।৫।

প্রথমে ক্ষেত্রের তত্ত্ব শুন, ধনঞ্জয় !
দেহতত্ত্ব—জড়তত্ত্ব এই তত্ত্ব হয়।
দেহতত্ত্ব ক্ষিত্যাপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—পার্থ, এই পঞ্চ,
এরা সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় মহাভূত পঞ্চ ;

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাত শ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারম্ উদাহৃতম্॥ ৬॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং—ইহারা প্রকৃতির ত্রিগুণের ধর্ম্ম, সুতরাং প্রকৃতিজ দেহে সদা বর্ত্তমান থাকে: বিষয়-গ্রহণকালে প্রকাশিত হয়, অন্য

ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তিস্নিষ্ট অহংকার
রজোগুণ হ'তে হয় উদ্ভব যাহার;
চৈতন্যের চিদাভাস পেয়ে সত্ত্ব গুণ
বুদ্ধিতত্ত্ব নামে যাহা প্রকাশে, অর্জ্জুন!
অব্যক্ত প্রকৃতি পুনঃ এ সবের মূল,
যাহা হ'তে সমুদয় স্থূল কি অস্থূল;
নয়ন, রসনা, ত্বক্, নাসিকা, শ্রবণ,
উপস্থ ও পায়ু, বাক্, কর ও চরণ,—
পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞান কর্ম্ম—এ দশ ইন্দ্রিয়,
সর্ব্ব-প্রবর্ত্তক মন—জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়;
আর অই ক্ষিতি আদি মহাভূত পঞ্চ
সে পঞ্চের রূপ রস আদি গুণ পঞ্চ;—
শব্দ স্পর্শ আর রূপ রস গন্ধ আর,
ক্ষিতি-গুণ এই পঞ্চ, কৌরব-কুমার;
শব্দ স্পর্শ রূপ রস—চারি জলগুণ,
শব্দ স্পর্শ আর রূপ তিন তেজোগুণ,
শব্দ স্পর্শ মারুতে; আকাশে শব্দ মাত্র,
ইন্দ্রিয়গোচর এই পঞ্চ, হে, সর্ব্বত্র।
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব এই শুন, কুরুবীর!
এদের সংযোগে সর্ব্ব ভূতের শরীর। ৫।

দেহের উপাদান কারণ

৪৮

সময় বীজভাবে থাকে। সুখ সত্ত্বগুণের, ইচ্ছা দ্বেষ দুঃখ রজোগুণের ও মোহ তমোগুণের ধর্ম্ম। ইহারা ক্ষেত্রের বিকারের কারণ। ইহারা কিরূপে ক্ষেত্রকে পরিবর্ত্তিত করে, ২১ শ্লোকে তাহা দেখিব।

সংঘাত—সংঘাত শব্দের অর্থ সংহতি, সমবায়। মহাভূত হইতে, দুঃখ পর্য্যন্ত ২৮ তত্ত্বের সমবায়ে গঠিত প্রত্যেক জীব-শরীর সংঘাত শব্দবাচ্য।

চেতনা—সংঘাতে বা শরীরে অভিব্যক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি। যেমন অগ্নিতপ্ত লৌহে অগ্নিতেজের অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ অন্তরে অধিষ্ঠিত (সর্ব্ব-

কহিনু ক্ষেত্রের এই যাহা উপাদান,
নিমিত্ত ও কার্য্য তার শুন, মতিমান্!
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে কর্ম্ম যেমন যাহার
ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ অনুরূপ তা'র
সংস্কাররূপে, পার্থ, বীজভাবে রয় ;
পুনর্ব্বার সেই জীব যবে জন্ম লয়,
দেহের নিমিত্তস্বরূপ হ'য়ে সেই সংস্কার
নিমিত্ত স্থূল ভূতে আকৃষ্ট করায় পুনর্ব্বার।
কারণ সেই আকর্ষণবশে সম্মিলিত হয়
ক্ষিতি আদি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব সমুদয়।
সেই সম্মিলনে জন্মে স্থূল কলেবর,
ইহাকে "সংঘাত" বলে, কুরুবংশধর!
তপ্ত লৌহে অগ্নিতেজ বিকাশে যেমন,
আত্মচৈতন্যের ছায়া করিয়া গ্রহণ,
ভাসমান হয় তাহে চৈতন্য-আভাস
তাহাই চেতনা জীবদেহে, মহেষ্বাস!
ধৃতি-শক্তি করে সেই শরীরে ধারণ,—
সবিকার ক্ষেত্র এই কহিনু বর্ণন। ৬।

ভূতাশয়স্থিত—১০।৩০) আত্মার চৈতন্য-আভাস পাইয়া, অন্তঃকরণে চেতনার অভিব্যক্তি হয়। এই আভাস-চৈতন্যই আমাদের চেতনা, consciousness. ইহা বুদ্ধিতে জীবভাব জন্মাইবার কারণ। কিন্তু ইহাও আত্মচৈতন্যের জ্ঞেয়, তজ্জন্য ক্ষেত্র। চেতনা সর্ব্বক্ষেত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। সংঘাত organised body মাত্রই যে চেতনাবিশিষ্ট, বিজ্ঞানবিৎ জগদীশচন্দ্র বসু তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

ধৃতিঃ—পূর্ব্বোক্ত সংঘাতে অভিব্যক্ত ধারণশক্তি, যাহা সমস্ত শরীরকে ও শারীরিক বৃত্তিসমূহকে ধারণ করে। ইহাই প্রাণ। ব্যষ্টিভাবে ইহা ব্যষ্টি দেহকে ও সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎকে ধারণ করে।

এতৎ সবিকারম্--বিকারসহিত। ক্ষেত্রম্। সমাসেন উদাহৃতং—সংক্ষেপে বলা হইল।

তৃতীয় শ্লোকে ভগবান্ ক্ষেত্র (১) যৎ (২) যাদৃক্ (৩) যদ্বিকারি (৪) এবং (৫) যৎ,—বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ৫—৬ শ্লোকে তাহা কহিলেন। ত্রিবিধ শরীরই ক্ষেত্র (যৎ)। মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ৩১টী তাহার ধর্ম্ম (যাদৃক্)। স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব দেহেই এই ৩১টী ভাব থাকে। ইচ্ছা দ্বেষাদি তাহার বিকার (যদ্বিকারি)। মহাভূত হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর পর্য্যন্ত ২৪টি তাহার উপাদান কারণ, আর ইচ্ছাদ্বেষাদি চারটী নিমিত্ত কারণ (যতঃ), এবং সঙ্ঘাত, চেতনা ও ধৃতি তাহার কার্য্য (যৎ)।

ইহাই সমগ্র জড়তত্ত্ব। ব্যষ্টিভাবে দেহতত্ত্ব ও সমষ্টিভাবে জগৎ-তত্ত্ব। এই ৩১টী তত্ত্বই সমষ্টি জগতে সাধারণ সমষ্টিভাবে এবং প্রত্যেক ব্যষ্টি পদার্থে ব্যষ্টিভাবে আছে। জগতে সাধারণভাবে যে সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব, সমষ্টি অহংকারতত্ত্ব, সমষ্টি মানসতত্ত্ব, সমষ্টি দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত, চেতনা ও ধৃতি আছে, তাহা হইতে প্রতি পদার্থে, প্রতি জীবে, বিশেষ ব্যষ্টি বুদ্ধির, ব্যষ্টি অহঙ্কার, ব্যষ্টি চেতনাদির বিকাশ হয়।

অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ অহিংসা ক্ষান্তি রার্জ্জবম্
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যম্ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ অনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রের বেত্তা ; অতএব যাহা কিছু ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয়, তাহাই ক্ষেত্র। পূর্ব্বোক্ত ৩১টীই ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয় ; এই জন্য তাহারা ক্ষেত্র। আর তাহারা সকলেই সবিকার। বিকার জড়ের ধর্ম্ম, অতএব তাহারা সকলেই জড়। দেহের ন্যায়, আমাদের অন্তঃকরণ বৃত্তিও জড়।

যাহাতে পূর্ব্বোক্ত ৩১টীর সমবায় নাই, তাহা ক্ষেত্র নহে। ক্ষেত্র বা শরীর বলিলে একটী পূর্ণ সজীব দেহ (organised living body) বুঝায়। মৃত জীবের যে দেহ, তাহা স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্র। তাহাতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি গঠিত সূক্ষ্মদেহ থাকে না। তাহাতে ব্যক্ত বা অব্যক্ত চেতনা থাকে না এবং ধৃতিশক্তি—প্রাণ, তাহাকে ধারণ করে না ; সুতরাং অচিরে পঞ্চ ভূত পঞ্চ ভূতে মিশিয়া যায়, দেহ নষ্ট হইয়া যায়। যাহা ক্ষেত্র বা শরীর, তাহা বৃহৎ হউক বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হউক, তাহা জঙ্গম হউক বা স্থাবর হউক, বাহ্য দৃষ্টিতে জড় পদার্থ হউক বা চেতন জীব হউক, তাহাতে নিশ্চয়ই ঐ ৩১টীর সমবায় থাকে। ৬।

অতঃপর ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিলেন। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত তাহা জানা যায় না। অতএব অগ্রে ৭—১১ শ্লোকে সেই জ্ঞানের স্বরূপ বলিতেছেন।

জ্ঞানের অঙ্গ বিংশতি যথা (১), অমানিত্বম্—মানীর ভাব মানিত্ব,

ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব এবে কহিব তোমায়,
জ্ঞান বিনা কিন্তু তাহা জানা নাহি যায়।
অতএব অগ্রে তাহা শুন সমুদয়
নির্ম্মল জ্ঞানের পার্থ, স্বরূপ যা' হয়।

আত্মশ্লাঘা; তাহার অভাব, অমানিত্ব। (২) অদম্ভিত্বম্—ধার্ম্মিক না হইয়াও ধার্ম্মিকের ন্যায় বাহ্য আচরণের নাম দম্ভ; তাহা না করা অদম্ভিত্ব। (৩) অহিংসা—আত্মতুষ্টির জন্য কায় মন বাক্যে অন্যের অনিষ্ট করা, হিংসা। তাহা না করা অহিংসা। (৪) ক্ষান্তিঃ—সহিষ্ণুতা। (৫) আর্জ্জবং—সরল ব্যবহার। (৬) আচার্য্যোপাসনং—গুরুসেবা। চিত্তের দম্ভ অভিমানাদি মলিনতা নষ্ট হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। ইহা নির্ম্মল চিত্তের স্বতঃসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, তখন তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিতে হয়। ইহাই আচার্য্যোপাসনা। (৭) শৌচং—দেহের ও মনের পবিত্রতা। দেহের পবিত্রতা—নির্ম্মল দেহ, নির্ম্মল বেশভূষাদি। মনের পবিত্রতা—সরলতা, সত্য, সন্তোষ, অনীর্ষা ইত্যাদি। (৮) স্থৈর্য্যং—অবলম্বিত কার্য্যে নিশ্চল অধ্যবসায়। (৯) আত্মবিনিগ্রহঃ—সর্ব্বতঃ প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়াদিকে যোগ্য বিষয়ে সংস্থাপন। (১০) ইন্দ্রিয়ার্থেষু—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলে। বৈরাগ্যম্—২৪৩ পৃষ্ঠা টীকা দেখ। (১১) অনহঙ্কারঃ এব চ। (১২) জন্মমৃত্যু-জরা-ব্যাধি ও দুঃখরূপ দোষের অনুদর্শনং—পুনঃ পুনঃ আলোচনা। ইহাতে ভোগ-বিলাসাদিতে অনাস্থা জন্মে। ৭—৮।

(১) গৌরব না করা কভু গুণে আপনার,
(২) ধার্ম্মিকের ভাণ সদা করা পরিহার,
জ্ঞানের　(৩) অহিংসা ও (৪) সহিষ্ণুতা আর (৫) সরলতা,
বিংশতি　(৬) গুরুসেবা, (৭) দেহ মন—দুয়ে পবিত্রতা,
রূপ　(৮) প্রাপ্ত কর্ম্মে স্থির নিষ্ঠা, (৯) বিষয়ে বিরাগ,
(৭—১১)　(১০) ইন্দ্রিয়-সংযম আর (১১) অহঙ্কার ত্যাগ,
(১২) জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, দুঃখ ব্যাধি জরা—
এ সব দোষের নিত্য অনুধ্যান করা, ৭—৮।

৪৬

অসক্তি রনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বম্ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ অরতি র্জনসংসদি ॥ ১০ ॥

(১৩) অসক্তিঃ—এই সকল আমার, ঈদৃশ জ্ঞানে বিষয়ের প্রতি যে অভিনিবেশ, তাহার নাম সক্তি ; তাহার অভাব অসক্তি। (১৪) পুত্রদার-গৃহাদিষু অনভিষঙ্গঃ—পুত্রাদির সুখে দুঃখে আমি সুখী দুঃখী, তাহাদের জীবনে মরণে আমার জীবন মরণ, এরূপ ধারণার নাম অভিষঙ্গ ; ইহা তামসী ভ্রান্তি। তাহার অভাব অনভিষঙ্গ। অভিষঙ্গ আসক্তিরই প্রকার-ভেদ। এখানে অসক্তি ও অনভিষঙ্গ শব্দের মর্ম্ম—স্ত্রী পুত্র গৃহাদি পরি-ত্যাগ নয়। তাহাদের সম্বন্ধে যে রাজসী আসক্তি ও তামসী মমতা আমা-দিগকে মুগ্ধ করে, সেই আসক্তি ও মমতা ত্যাগই অসক্তি ও অনভিষঙ্গ। (১৫) ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু—প্রাপ্তিতে। নিত্যং চ সমচিত্তত্বম্। ৯।

(১৬) ময়ি চ অনন্যযোগেন—পরমেশ্বরে একান্তভাবে যোগযুক্ত হইয়া। অব্যভিচারিণী—অচলা। ভক্তিঃ। (১৭) বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বং—চিত্তের প্রসন্নতাজনক পবিত্র স্থানে বাস। বিবিক্ত—পবিত্র (শ্রী)। (১৮)

(১৩) আমার এ পত্নী পুত্র, এই ধন, জন,—
এরূপ না ভাবি, তায় আসক্তি বর্জ্জন,
(১৪) তা'দের যা' সুখ, দুঃখ, ইষ্ট বা অনিষ্ট
তাহাই, না ভাবা মনে, মম ইষ্টানিষ্ট,
(১৫) মঙ্গল বা অমঙ্গল দুয়ে তুল্য মতি,
(১৬) আমাতে অনন্যযোগে অচলা ভকতি,
(১৭) পবিত্র নির্জ্জন স্থানে করা অবস্থিতি,
(১৮) বহুজনাকীর্ণ স্থানে থাকিতে অপ্রীতি, ৯—১০

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ অজ্ঞানং যদ্ অতো ঽন্যথা ॥ ১১

জনসংসদি অরতিঃ—বহুজনাকীর্ণ স্থানে অপ্রীতি। অসৎসঙ্গত্যাগ এবং পবিত্র স্থানে বাস, ভক্তির বিকাশ জন্য আবশ্যক। ১০।

(১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—আত্মজ্ঞানে অচঞ্চলা নিষ্ঠা। সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানলাভের উপযোগী অনুশীলন অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব। সপ্তম হইতে সপ্তদশ, এই ১১ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। (২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্—সেই তত্ত্বজ্ঞানের যে অর্থ, বিষয়, লক্ষ্য,—তাহা তত্ত্বজ্ঞানার্থ; ব্রহ্ম। তাহার দর্শন, সর্ব্বময় ব্রহ্মদর্শন। এতৎ—অমানিত্বাদি এই বিংশতি। জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্—জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। অতঃ যৎ অন্যথা—যাহা ইহার বিপরীত। তৎ অজ্ঞানম্।

৭—১১ শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। অমানিত্ব, অদম্ভিত্বাদি বিংশতি জ্ঞান। কিন্তু তাহারা দ্রব্য নহে, তাহাদের দ্বারা কোন বস্তু জানা যায় না এবং তাহারা কোন বিষয়ের প্রকাশকও নহে। ইহারা চিত্তের ধর্ম; যম বা নিয়মের অন্তর্গত। তবে তাহারা জ্ঞান কিরূপে?

মাত্রাস্পর্শে, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে, ইন্দ্রিয়দ্বারে যে অনুভূতি জন্মে তাহা অন্তঃকরণস্থ বুদ্ধিতত্ত্বে উপস্থিত হইলে, তাহার স্বরূপ বুদ্ধিতে যেমন প্রকাশিত হয়, তাহাই সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান। প্রকাশাত্মক সত্ত্ব গুণ হইতে জ্ঞানের বিকাশ, সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ (১৪।১৭); বুদ্ধিতত্ত্ব সত্ত্ব-প্রধান।

(১৯) স্থির নিষ্ঠা আত্মজ্ঞানলাভের কারণ,
(২০) জ্ঞানচক্ষে সর্ব্বময় ব্রহ্মদরশন;
জ্ঞানের স্বরূপ এই বিংশতি পাণ্ডব।
এ ভিন্ন যা কিছু আর অজ্ঞান সে সব। ১১

সেই জন্য বুদ্ধি হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি। কিন্তু বুদ্ধিতত্ত্ব সত্ত্বপ্রধান হইলেও তাহাতে রজ ও তমোগুণের সংস্রব থাকে। তজ্জন্য বুদ্ধি ও তদুৎপন্ন জ্ঞানও সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ হয়; ১৮।২০—২২ দেখ। কিরূপে তাহা হয়, তাহা দর্পণ ও প্রতিবিম্বের উপমায় বুঝা যায়।

দর্পণ নির্ম্মল না হইলে, সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ না হইলে, তাহাতে সকল বিষয়ের প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে না; আর যাহা পড়ে, সে সকলও নির্দ্দোষ নহে। সেই সকল প্রতিবিম্ব হইতে প্রতিবিম্বিত পদার্থের স্বরূপ ঠিক জানা যায় না; বরং যাহা জানা যায়, তাহা তদ্বিষয়ে অযথা জ্ঞান উৎপাদন করে। চিত্তবৃত্তিতে জ্ঞানের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। চিত্তদর্পণ রাজসিক ও তামসিক ভাবে কলুষিত থাকিলে, তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সকলের প্রতিবিম্ব আদৌ পড়ে না; সুতরাং সে সকল সূক্ষ্ম বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আদৌ জন্মে না; আর স্থূলতর বিষয়সমূহের যে সকল প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহারাও রাজসিক ভাবের সংস্রব হেতু বিকৃত (১৮।৩১) ও তামসিক ভাবের সংস্রব হেতু অস্পষ্ট (১৮।৩২); সুতরাং সেই সকল হইতে জ্ঞেয় পদার্থের ঠিক স্বরূপ জ্ঞান জন্মে না। অতএব চিত্তদর্পণ সমল থাকিতে অনেক বিষয়েরই জ্ঞান আমাদের হয় না। আর যে সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়, সাধারণতঃ জ্ঞান বলিলেও সে সকল অজ্ঞানমাত্র। কারণ, তাহারা ভ্রান্তি উৎপাদন করে। পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ই জ্ঞান। ভ্রান্তিজ্ঞান জ্ঞান নহে। তাহা অজ্ঞান মাত্র।

অতএব জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যদ্দ্বারা চিত্তে, রজ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া, সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহা করিতে হইবে। গ্রন্থপাঠ করিয়া জ্ঞান হয় না। তজ্জন্য সাধনা করিতে হয়;—আচার্য্যের উপসেবা করিতে হয় (৪।৩৪), কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ সাধনায় অভিমান দম্ভ হিংসা অক্ষমা কুরতা অশৌচ চিত্তের চঞ্চলতা বিষয়াসক্তি অহঙ্কারাদি নষ্ট করিতে হয়, ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইতে হয়; জ্ঞানভাব প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান-

যজ্ঞ, ধ্যানযোগাদি অভ্যাস করিতে হয়। ৪।২৪—৩৯ শ্লোকে এই জ্ঞান-সাধনা বিবৃত হইয়াছে। ঈদৃশ সাধনায় যখন রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া চিত্তে নির্ম্মল প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তখন তাহার যে ভাব বা অবস্থা হয়, তাহাই চিত্তের জ্ঞানাবস্থা। সেই অবস্থায় চিত্তে অমানিত্বাদি বিংশতি ভাবই প্রকাশিত হয়, একটীও বাদ থাকে না। ইহারা সাত্ত্বিক চিত্তের জ্ঞানভাব ; ইহারাই জ্ঞানের স্বরূপ বা জ্ঞান। যাহা যাহা এই বিংশতির অন্যথা ;—যথা শ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা, অভক্তি, অহঙ্কার ইত্যাদি, তাহারা রাজসিক বা তামসিক ভাব, চিত্তের অজ্ঞান ভাব। ৭—১১ শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের এই স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যকারেরা বলেন, অমানিত্বাদি সাধন চিত্তকে পবিত্র করে ; চিত্ত পবিত্র হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয়। অতএব ইহারা জ্ঞানের সাধন, তজ্জন্য জ্ঞান। ভগবান্ কিন্তু ইহাদিগকে জ্ঞানের সাধন বলেন নাই, জ্ঞানই বলিয়াছেন। আমরা তাহাই বুঝিয়াছি।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইবে, যে জ্ঞান ও অজ্ঞান দুইই আমাদের চিত্তের ধর্ম্ম বা বুদ্ধির ভাব। সাত্ত্বিক বুদ্ধির ভাব জ্ঞান এবং রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধির ভাব অজ্ঞান। দুইই আমাদের চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম—বুদ্ধিজ্ঞান। সাধনার দ্বারা অজ্ঞান ভাব অভিভূত হইয়া অমানিত্বাদি জ্ঞান ভাবের বিকাশ হইলেও, ক্ষেত্রজ্ঞ যে জ্ঞানে ক্ষেত্রকে জানে, তাহা সে জ্ঞান নহে ; তাহা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান নহে। পরন্তু তাহাও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয়। বাহ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক, বাহ্যজ্ঞান উচ্ছেদপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলে, যোগীর বৃত্তিশূন্য নির্ম্মল চিত্তে আত্মার যে জ্ঞানস্বরূপ প্রতিভাসিত হয়, তাহাও আত্মার চিৎস্বরূপের আভাস মাত্র,—বুদ্ধিজ্ঞানমাত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয়। বুদ্ধিজ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝিলে গীতোক্ত জ্ঞানের তত্ত্ব বুঝা যায় না। আত্মজ্ঞান জ্ঞাতাই থাকে, কখন জ্ঞেয় হয় না, আর বুদ্ধিজ্ঞান জ্ঞেয়ই থাকে, কখন জ্ঞাতা হয় না। তবে ভ্রমবশতঃ তাহাতে জ্ঞাতার

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বামৃতম্‌ অশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদ্‌ উচ্যতে॥ ১২॥

অধ্যাস হয় মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ জীব কখনই জানিতে পারে না।

জ্ঞান সাধনায় যখন চিত্তের রাজসিক ও তামসিক অজ্ঞান ভাব নষ্ট হইয়া যায় তখন চিত্তে আদিত্যবৎ জ্ঞানভাবের বিকাশ হয়। সেই জ্ঞানে যাহা পরম তত্ত্ব, তাহা প্রকাশিত হয় (৫।১৬)। তখন তাহাতে বাহ্য জগতের সমুদায় তত্ত্ব এবং অন্তর্জ্জগতের সমুদায় তত্ত্ব বা ক্ষেত্রতত্ত্ব জানা যায়; যোগজ দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সর্ব্ব বিষয়ের সর্ব্ব তত্ত্ব জানা যায়; আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না। এই জ্ঞান লাভ না হইলে বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, ইত্যাদি কোন তত্ত্বই সাক্ষাৎভাবে জানা যায় না। তজ্জন্য অগ্রে সেই জ্ঞানের স্বরূপ বিবৃত করিলেন। ৪।৩৫ ও ৩৮, এবং ৭।২ শ্লোকে এই জ্ঞানেরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১১।

যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি—সেই জ্ঞানে যে তত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্‌ অশ্নুতে—যাহা জানিয়া জীব মোক্ষ লাভ করে।

সেই তত্ত্ব, অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম—যাহার আদি আছে, তাহা আদিমৎ; যাহা আদিমৎ নহে, তাহা অনাদিমৎ। যাহা কোন সময়-বিশেষে উৎপন্ন

সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় যাহা বলি হে, তোমায়;
যাহা জানি জীবগণ অমরতা পায়।
ব্রহ্মতত্ত্ব — ব্রহ্ম হয় সেই বস্তু আদি নাই যার,
পরম অক্ষর ভাব যা হয় আমার।
(১২-১৭) — সৎ কিম্বা অসৎ যা কিছু বলা হয়
তাঁহার স্বরূপ তায় প্রকাশিত নয়।

হয় নাই, সেই পরম অনাদিমৎ বস্তুই ব্রহ্ম। পরং নিরতিশয়, যাহা অপেক্ষা উত্তম আর নাই (শং, শ্রী)। অথবা অনাদি ও মৎপরম্—দুইটী পদ। যাহার আদি নাই তাহা অনাদি; এবং মম পরম্—মৎপরম্। আমি পরমেশ্বর, আমার যাহা পরম ভাব (৮।২১ দেখ), যাহা অক্ষর নির্ব্বিশেষ রূপ, তাহা মৎপরম্। ব্রহ্ম সেই অনাদি নির্ব্বিশেষ বস্তু (শ্রী, মধু)। তৎ ব্রহ্ম, ন সৎ উচ্যতে, ন অসৎ উচ্যতে—ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ বাচক কোন শব্দের দ্বারা বাচ্য নহেন; শব্দার্থদ্বারা প্রতিপাদ্য যে বিষয়, তাহা ব্রহ্ম নহে। তিনি বাক্য মনের অগোচর। অনন্ত ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে কখন আসেন না। যাহা বুদ্ধির গণ্ডীর ভিতর আসে তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে; আর তাহা অসীম থাকে না। ব্রহ্মকে যদি বুঝিতে পারা যায়, তবে তিনি আর অনন্ত ব্রহ্ম থাকেন না। "ব্রহ্ম যে কি তাহা বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হ'য়েছে, বেদ পুরাণ তন্ত্র সব মুখে উচ্চারণ করা হ'য়েছে, তাই এঁটো হ'য়ে গেছে। কিন্তু কেবল একটা জিনিস উচ্ছিষ্ট হয় নাই। তাহা ব্রহ্ম।"—কথামৃত।

এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রহ্ম যখন বাক্য-মন-বুদ্ধির অগোচর, তখন তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না। আবার যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইবে কিরূপে? জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রুতির উপদেশ—একমাত্র ব্রহ্মই বিজ্ঞাতা।

হৃদয়ে যা' কিছু হয় ভাবের সঞ্চার
সৎ ও অসৎ দুই ভেদ হয় তার।
"সৎ"—ইহা আছে, আর "অসৎ"—এ নাই,—
হৃদয়ে এ দুই ভিন্ন আর জ্ঞান নাই।
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় পঞ্চ, মন, বুদ্ধি আর
এ সবে হৃদয়ে মিলে অস্তিত্ব যাহার,
তাহার নির্দ্দেশতরে বলে তারে "সৎ,"
না পায় অস্তিত্ব যার, তাহাই "অসৎ"।

ইহার উত্তর এই যে, জীবের ইন্দ্রিয়লব্ধ পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হয় না বটে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটে না। "আমি" যে কি বস্তু তাহা ঠিক্ বুঝি না সত্য, কিন্তু "আমি আছি" এ জ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধ হয়; আমার আমিত্ব ও সত্তা স্বতঃসিদ্ধ। এখানে আমি, বাহ্য জ্ঞেয় বিষয়ের ন্যায়, আপনাকে জানি না; পরন্তু জ্ঞাতৃরূপে জ্ঞেয় হইতে আপনাকে পৃথক করিয়াই আপনাকে জানি। আমি এই সকল বাহ্য পদার্থ নহি; আমি হাত, পা, রক্ত, মাংস, এসব কিছুই নহি, ইহা উপলব্ধি করিয়াই, আমি আমার স্বরূপ জানিয়া থাকি। এইরূপে আমিই আমাকে জানি; আমিই জ্ঞাতা আমিই জ্ঞেয়। তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মই জ্ঞাতা ব্রহ্মই জ্ঞেয়,—দুই একীভূত। ব্রহ্ম নিয়তই সর্ব্বত্র বিরাজমান। তবে যে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, তাহার কারণ, যেমন দর্পণের নির্ম্মলতাভেদে তাহাতে প্রতিবিম্বের ভেদ হয়, তদ্রূপ চিত্তের নির্ম্মলতাভেদে তাহাতে ব্রহ্মস্বরূপ বিকাশের প্রভেদ হয়। যাহার চিত্ত যেরূপ, ব্রহ্মসম্বন্ধে তাহার

ইন্দ্রিয়ের পথে এই জ্ঞান লাভ হয়,
ইন্দ্রিয়-গোচর কিন্তু ব্রহ্ম কভু নয়।
নয়ন কখন তাঁর দেখে নাই রূপ,
স্পর্শেন্দ্রিয় স্পর্শজ্ঞানে পায় না স্বরূপ,
নাসিকা তাঁহার গন্ধ জানে না কেমন,
তাঁর স্বর কোন কালে শুনেনি শ্রবণ,
ভাসে না তাঁহার রস কভু রসনায়,
অনুভবে মন তাঁরে কখন না পায়,
পারে না জীবের বুদ্ধি বুঝিতে তাঁহারে,
পারে না জীবের ভাষা প্রকাশিতে তাঁরে।
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ে বা কেহ এ সংসারে
তাঁহার স্বরূপ কভু বুঝিতে না পারে। ১২।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতো ঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

ধারণাও সেইরূপ। এই জন্ত ব্রহ্ম-স্বরূপ-সম্বন্ধে এত মতভেদ। এই জন্তই অদ্বৈত বা দ্বৈতরূপে, নির্গুণ বা সগুণরূপে, সর্ব্ব কারণ বা সর্ব্ব কার্য্যরূপে, তাঁহার ধারণা করি ; তাহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করি। এবং এই জন্তই তাঁহাকে, আমাদের কাম স্বার্থ অভিমানে কলুষিত বুদ্ধির অনুরূপ ভাবে, গড়িয়া লই। বস্তুতঃ সেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের মনগড়া। তাহা মিথ্যা। চিত্তে অমানিত্বাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানভাব (৭—১১) যতই প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, চিত্ত যতই নির্ম্মল হইতে থাকে, ব্রহ্মতত্ত্ব ততই তাহাতে পরিস্ফুট হইতে থাকে। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, অনন্যা ভক্তিতে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইলে (৭।১), অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এইরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়। সকলকেই সাধনাদ্বারা তাহা লাভ করিতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আর অন্য উপায় নাই। ১২।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে কি ভাবে তাঁহাকে জানা যায় ১৩—১৭ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। তৎ ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ—সর্ব্বত্র। পাণিপাদবিশিষ্ট। সর্ব্বতঃ অক্ষি-শিরঃ-মুখ-বিশিষ্ট। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ—শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত। লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি—ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তিনি সেই সমুদায়কে আবৃত করিয়া আছেন। এমন কিছুই নাই, যাহাতে তিনি নাই।

যে ভাবে তাঁহারে জ্ঞানী করে অনুভব
কিঞ্চিৎ আভাস তার শুন, হে পাণ্ডব!
সর্ব্বত্র তাঁহার কর, সর্ব্বত্র চরণ,
সর্ব্বত্র বদন, শির, নয়ন, শ্রবণ,
যা' কিছু জগতে এই রয়ে, হে পাণ্ডব!
আছেন তিনিই মাত্র ব্যাপিয়া সে সব। ১৩

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বরূপে ভগবান্ অনেক বাহূদর-বক্ত্র-নেত্র (১১।১৬) ; কিন্তু এখানে ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ পাণিপাদ। কারণ বিশ্ব সসীম, ভগবানের বিশ্বরূপও সসীম, তাহাতে অনেক বাহূদর। কিন্তু ব্রহ্ম অসীম, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদ। ইহা তাঁহার অসীমত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। ১৩।

সেই ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে আভাসিত, প্রকাশিত করেন ; তাঁহা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৭)। অথবা চক্ষু আদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে রূপ-রসাদি আকারে ভাসমান ; তিনিই রূপ-রসাদিরূপে অভিব্যক্ত। অথবা তিনি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও গুণ অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিষয়কে প্রকাশিত করেন (শ্রী)। ব্রহ্ম এইরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসরূপে জ্ঞেয়। সর্ব্বেন্দ্রিয় শব্দে দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি—এই বারটী বুঝিতে হইবে (শং)।

ইন্দ্রিয়গণ আমাদের বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যন্ত্রস্বরূপ। বাহ্য

তাঁহা হ'তে আভাসিত জানিও, অর্জ্জুন।
চক্ষু কর্ণ আদি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের গুণ ;
রূপ রস গন্ধাদির ধরিয়া আকার
তিনিই প্রকাশমান ইন্দ্রিয়ে আবার ;
তাঁহাতে ইন্দ্রিয়গুণ আছে সমুদয়।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত বাহিরে কিন্তু হয়।
থাকিয়া সমস্ত ভাবে নির্লিপ্ত সংসারে
ধারণ, পালন তিনি করেন সবারে ;
সুখ দুঃখ আদি যত জন্মায় ত্রিগুণ
তিনি তার ভোক্তা, কিন্তু আপনি নির্গুণ। ১৪।

বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে চক্ষু তাহার রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ শব্দ গ্রহণ করে, রসনা রস গ্রহণ করে, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে ও ত্বক্ স্পর্শ গ্রহণ করে। এইরূপে রূপ রসাদি গ্রহণ করিয়া, সেই রূপ রসাদি গুণযুক্ত বাহ্য বিষয়কে আমাদের অন্তরে প্রকাশ করাই ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বৃত্তি। এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্য দিয়াই বাহ্য জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ; নতুবা বাহ্য জগতের কোন জ্ঞান আমাদের হইত না।

এখন, বাহ্য বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই যে পঞ্চ ভাব, ইহারা ঐ বাহ্য বস্তুর গুণ, কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের গুণ, কিম্বা বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন, তাহা ঠিক বলা যায় না। চক্ষুর বিকার ঘটিলে শ্বেত বর্ণের বস্তু হরিদ্রাভ বা রক্তাভ দেখায়, জিহ্বার বিকারে মিষ্ট রস তিক্ত বোধ হয়। অতএব বলা যাইতে পারে, বাহ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা হয় ত' আমরা জানি না। ইন্দ্রিয়গণ যাহাকে যেমন রূপ রসাদি দিয়া প্রকাশ করে, সেইরূপেই তাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়; সেই রূপেই আমরা তাহাকে জানি ও কোন না কোন নামে অভিহিত করি। ইন্দ্রিয়ে আরোপিত নাম এবং রূপ রসাদি গুণ বাদ দিলে, বাহ্য জগতে যে কি থাকে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, ঐ নাম ও রূপাদি গুণ সকল নিয়ত পরিবর্তনশীল; এবং সেই নামরূপাদির মূল, তাহাদের আধারভূত এমন কোন তত্ত্ব নিশ্চয়ই আছে, যাহা ঐ নাম রূপাদি হইতে ভিন্ন এবং যাহার কোন পরিবর্তন নাই। যেমন জলের উপর পরিবর্তনশীল তরঙ্গ, তদ্রূপ অপরিবর্তনীয় এক মূল তত্ত্বের উপর ঐ সকল পরিবর্তনশীল নামরূপ। সেই মূল তত্ত্বই ব্রহ্ম। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ নামরূপাদি ভিন্ন কিছুই জানিতে পারে না; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের পক্ষে সেই মূল ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান কখন হয় না। ব্রহ্মেরই পরা শক্তি সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব ইন্দ্রিয়রূপে, ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বৃত্তিরূপে প্রকাশিত। সেই শক্তিই রূপ রসাদি বিষয়রূপে ব্যক্ত হইয়া বাহ্য জগৎকে আবৃত করিয়া ভাসমান। তাহাই ভগবানের

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্ অচরং চরম্ এব চ।

সূক্ষ্মত্বাৎ তদ্ অবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥

গুণময়ী দৈবী মায়া (৭।১৩)। যে অনন্যযোগে ঈশ্বরে ভক্তিমান (১৩।১১) যে ঈশ্বরের শরণাগত, সেই কেবল সে মায়াসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে (৭।১৪)। তখন ব্রহ্মকে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশকরূপে জানা যায়। জগৎ ব্রহ্মসাগরে বিলীন হইয়া যায়।

সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং—কিন্তু মনুষ্যাদি জীবের যেমন চক্ষুঃ কর্ণ আদি স্থূল ইন্দ্রিয় আছে, তাঁহার তাদৃশ স্থূল ইন্দ্রিয় নাই। চক্ষুঃ নাই, তিনি দেখিতে পান; কর্ণ নাই, শুনিতে পান; চরণ নাই, গমন করেন; এইরূপ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আছে। এই তত্ত্ব স্থূলে প্রকাশ করিয়াই তত্ত্বদর্শী সাধক ৺পুরীধামে ঠুঁটো জগন্নাথ মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। অসক্তং—সর্ব্বসংশ্লেষবর্জ্জিত, নির্লিপ্ত। তথাপি সর্ব্বভৃৎ—সর্ব্বাধার, সর্ব্বপোষক। নির্গুণং—গুণত্রয়ের অধিকারের বাহিরে। তথাপি গুণভোক্তৃ চ—গুণত্রয়-সমুৎপন্ন সুখ-দুঃখ-মোহের উপলব্ধা, প্রকাশকরূপে তিনি জ্ঞেয় (শং)। চিৎ-স্বরূপে, জ্ঞান-স্বরূপে তিনি অসক্ত ও নির্গুণ; সৎ-স্বরূপে সর্ব্বভৃৎ এবং আনন্দ-স্বরূপে গুণভোক্তা। ১৪।

সেই ব্রহ্ম ভূতানাম্ বহিঃ—সর্ব্ব ভূতের বাহিরে। আবার সেই সমস্তের*

চরাচর যাহা কিছু ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
আছেন তিনিই মাত্র সবার অন্তরে;
সকলের বহির্ভাগে তিনি পুনর্ব্বার,
তিনিই অচল, তিনি সচল আবার।
সূক্ষ্ম তিনি—রূপাদি কিছুই নাই তাঁর,
সে হেতু না বুঝা যায় স্বরূপ তাঁহার।
যাহা কিছু দূরে আর যা' কিছু নিকটে,
সর্ব্বতঃ সংসারমাঝে তিনি সর্ব্ব বটে।১৫।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥

অন্তঃ—অন্তরে। যাহা লইয়া এ জগৎ তাহা ব্রহ্ম আর যাহা জগতের বাহিরে তাহাও ব্রহ্ম। তিনি সকলের অন্তরে-বাহিরে (৯।৪—৮)। সমগ্র জগৎ তাঁহার একাংশমাত্র (১০।৪২), অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে। নিরুপাধিক ভাবে ব্রহ্ম জগতের বাহিরে, আর সোপাধিক ভাবে অন্তরে ও বাহিরে।

আবার তিনি অচরং—অচল, স্থির। চরং চ—চল, অস্থির (বল)। অন্তরে যিনি আমার আত্মা, যিনি আমার প্রাণ, তিনিই বাহিরে আসিয়া এই সব চর অচর—স্থাবর জঙ্গম আকারে বিরাজিত। কিন্তু তথাপি, তৎব্রহ্ম সূক্ষ্মত্বাৎ—সূক্ষ্ম অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিহীন বলিয়া। অবিজ্ঞেয়ম্—এই বস্তু ব্রহ্ম, এমন স্পষ্ট জানা যায় না (শ্রী), তিনি জ্ঞেয় হইলেও বিজ্ঞেয় নহেন, বিশেষভাবে তাঁহাকে জানা যায় না। (ব্রহ্মতত্ত্ব অবিজ্ঞেয়, কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব সমগ্র ভাবে জ্ঞেয় ; ৭।১)। তিনি দূরস্থম্ অন্তিকে চ—দূরে এবং নিকটে বিরাজিত। জ্ঞানী জানেন তিনিই আমাদের আত্মা, তিনিই প্রকৃত "আমি।" আমরা সেই "আমির" ভিতর দিয়া ব্যতীত কিছুই জানিতে পারি না। অতএব তিনি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। পুনশ্চ, দূর ও নিকট বলিলে যাহা কিছু বুঝায়, সর্ব্বত্র তিনি। এইরূপে তিনি জ্ঞেয়। ১৫।

তৎ চ ব্রহ্ম অবিভক্তম্—আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও।

অবিভক্ত—এক তিনি সর্ব্ব ভূত মাঝে,
বিভক্তের ন্যায় কিন্তু সে সবে বিরাজে।
সর্ব্ব ভূতে পালন করেন স্থিতি-কালে
সকলে করেন গ্রাস পুনঃ ধ্বংসকালে।
সৃজন-সময় হয় আবার যখন
তিনিই সতত সবে করেন সৃজন। ১৬।

ভূতেষু—চরাচর সর্ব্ব ভূতে। বিভক্তম্ ইব চ—বিভাগযুক্তের ন্যায়। স্থিতম্। অমানিত্বাদিরূপ সাত্ত্বিক জ্ঞানে ব্রহ্ম এইরূপ "অবিভক্তম্ বিভক্তেষু" ভাবে, "সর্ব্বভূতে এক অব্যয় ভাব" রূপে জানা যায়; ১৮।২০ দেখ। আবার তিনিই আত্মভাবে সর্ব্বভূতভাবের বিকাশ করিয়া (৯।৫) ভূতভর্তৃ চ—সমস্ত ভূতের স্থিতিকালে পালনকর্ত্তা। এবং ধ্বংসকালে গ্রসিষ্ণু—গ্রাসকর্ত্তা। আবার সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু চ জ্ঞেয়ং—নানা ভাবে প্রভবনশীলরূপে জ্ঞেয়। জগতে যে সৃজন-পালন-ধ্বংস নিয়ত চলিতেছে, তাহার কারণ ব্রহ্ম। গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু—গ্রাস করা ও উৎপাদন করা যাহার স্বভাব। প্রকৃষ্ট ভব প্রভব, নিয়ত উৎপাদন।

"নিত্য সেই ভগবান্; নিত্য থেকেই লীলার আরম্ভ, স্থূল সূক্ষ্ম কারণের উৎপত্তি, মহাসাগরের ঢেউ। তিনি নিজেই সব। নিজেই জীব জগৎ সব হয়েছেন।"—কথামৃত।

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন। ভগবান্ স্ব-প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিলে, প্রকৃতি সর্ব্বভূতের সর্ব্ব দেহ রচনা করে। আর ভগবান্ই জীবাত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—তৈত্তিরীয় ২।৬। অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজ চৈতন্যের আভাস দিয়া সে সকলে জীবভাবের বিকাশ করেন। ৭।৫ ও ৯।৪—১০ শ্লোকে এ সকল তত্ত্ব বুঝিয়াছি। এইরূপে জীবভাবের বিকাশ করাইয়া আপনি আবার, সেই দেহে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক তাহার সহিত মাখামাখি হইয়া থাকেন বলিয়া, তাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দভাব জীবভাবে আবৃত হয়, এবং তিনি স্বয়ং জীবভাব-যুক্ত হয়েন; জীবভাবে বদ্ধ জীবাত্মা হয়েন। এইভাবে তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় হ'ন,—সংসারী জীব, ক্ষর পুরুষ হ'ন; ১৫।৭ দেখ। তাঁহার চিৎ-স্বরূপ বা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান-স্বরূপ, জীবের চিত্ত-বৃত্তিতে পরিচ্ছিন্ন বৃত্তিজ্ঞানরূপে, চিত্তেরই রাজসিক ও তামসিক ভাবসম্ভূত অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়। তাঁহার সৎস্বরূপ (ইচ্ছা ও

কর্ম্মশক্তি) সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে, আন্তর ও বাহ্য বাধাদ্বারা সঙ্কীর্ণ হয়। এবং আনন্দস্বরূপ সুখদুঃখ-বিজড়িত ভোক্তৃভাবে পরিচ্ছিন্ন হয়। এই প্রকারে সংসার-দশায় প্রত্যেক জীব অন্য জীব হইতে ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হয়। জীবে জীবে ও জীবে ঈশ্বরে ভেদ হয়। কিন্তু স্বরূপতঃ আত্ম-স্বরূপে তিনি এক, অনন্ত, অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী সত্তা।

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর রূপ ভেদে (যেমন লাল, নীল বারুদের সংযোগে) ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনি এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে সেই সেই বস্তুর রূপ ধারণ করেন এবং আবার সেই সমুদায়ের বাহিরেও থাকেন ;—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ।— কঠ ২।৩।৯।

যেমন এক মহাসাগরবক্ষে অসংখ্য ফেন, তরঙ্গ, হিমশিলা ভাসমান থাকে, তেমনি এক অনন্ত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মসাগরে, ক্ষেত্ররূপ উপাধি-যোগে, জ্ঞান অজ্ঞান, আনন্দ নিরানন্দ, সুখ-দুঃখময় অসংখ্য জীব প্রকাশিত হইয়া তাঁহাতেই ভাসিতে থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম নিরংশ নিষ্কল। জগতে অনু-প্রবেশে তাঁহার অংশবিভাগ হয় না। তিনি পূর্ণভাবেই সর্ব্ব ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। জীবভাবের অন্তরালে তিনি স্বরূপেই থাকেন।

ইহা হইতে আমরা অভেদবাদ, ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ, জীবাত্মার বহুত্ব বাদ প্রভৃতির মূল বুঝিতে পারি। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞযোগে সমুৎপন্ন জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞের দিক দিয়া দেখিলে অভেদবাদ অপরিহার্য্য। শ্রীশঙ্করাদি আচার্য্যগণ এই ভাবে দেখিয়াছেন। আবার ব্যষ্টিভাবে ক্ষেত্রের দিক দিয়া দেখিলে ভেদবাদ ও বহুত্ববাদ অপরিহার্য্য। আর ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ অনাদি ; সুতরাং জীবভাবও অনাদি ও ব্রহ্মে জীবত্ব নিত্যসিদ্ধ। শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই ভাবে দেখিয়াছেন। ১৬।

জ্যোতিষাম্ অপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরম্ উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭॥

তৎ ব্রহ্ম জ্যোতিষাম্ অপি—সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকলেরও জ্যোতিঃ। তাঁহার প্রভাতেই সমস্ত অনুপ্রভাষিত। তাঁহারই জ্যোতিঃ সূর্য্যাদির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় করিতেছে (১৫।১২)। তিনি সেই জ্যোতির জ্যোতীরূপে জ্ঞেয়। তমসঃ পরম্ উচ্যতে—তিনি অজ্ঞান বা মায়ার অতীত। তাহা তাঁহাতে স্থান পায় না। জ্ঞানম্—ব্রহ্মই জ্ঞান। তিনি জ্ঞান; অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী নহেন। জ্ঞান তাঁহার বৃত্তি বা গুণ নহে। যে জ্ঞানী, তাহার জ্ঞান আর কাহারও নিকট প্রাপ্ত। উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তিনি "অন্তরে বাহিরে জ্ঞানময়, যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তরে বাহিরে সমস্তই লবণময়।" বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩। চিত্ত অমানিত্বাদি পবিত্রতা লাভ করিলে তাহাতে ব্রহ্ম সেই জ্ঞানস্বরূপে প্রতিভাসিত হয়েন; তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানা যায়। জ্ঞেয়ম্—জ্ঞানের বিষয়; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ (শ্রী)। মানুষ যাহা কিছু জানে, তাহা এই পঞ্চ। ইহারা ব্রহ্মশক্তি; (৭ ৮—১২, ৭।২৫)। জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইলে, ব্রহ্মই যে জ্ঞেয় জগৎরূপে প্রতিভাত, তাহা জানা যায়। জ্ঞান-গম্যম্—অমানিত্বাদি লক্ষণযুক্ত জ্ঞানে তিনি জ্ঞেয়। সেই জ্ঞানেই তাঁহাকে জানা যায়। সর্ব্বস্য হৃদি—সকলের

তিনি জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্ময় পদার্থ সকলে,
আঁধারের পারে তিনি,—সাধুগণ বলে।
তিনিই জীবের হৃদে ব্যক্ত জ্ঞানরূপে,
তিনি জ্ঞেয়, রূপ রস গন্ধাদি স্বরূপে।
জ্ঞানযোগে জানা যায় স্বরূপ তাঁহার,
সতত আছেন তিনি হৃদয়ে সবার। ১৭।

হৃদয়ে, বুদ্ধিতে। বিষ্ঠিতং—আত্মারূপে, প্রাণরূপে, স্থিত, বলিয়া জানা যায়। এই হৃদয় হৃৎপিণ্ড নহে। ইহা বুদ্ধি মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ-বৃত্তির আশ্রয়স্থান।

চিত্তে অমানিত্বাদি জ্ঞানভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন জানা যায়, ১২—১৭ শ্লোকে ভগবান্ তাহা বুঝাইলেন। কিন্তু যে ভাবায় ভগবান্ এই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটু কৌশল আছে। উপনিষদ্ সমূহ সবিশেষ সগুণ ব্রহ্মের উপদেশের সময় পুংলিঙ্গ "সঃ" শব্দ এবং নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশের সময় ক্লীবলিঙ্গ "তৎ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রহ্মের দ্বিবিধ ভাবের প্রভেদ দেখাইবার জন্য উপনিষদে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবদুক্তিতে ব্রহ্ম "সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ" ইত্যাদি সবিশেষভাবে উপদিষ্ট হইলেও, তাঁহাতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাচক ক্লীবলিঙ্গ "তৎ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ, জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ দুই ভাবই এক; দুইই পারমার্থিক সত্য। তাহা স্পষ্টতঃ বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ উভয়কে একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ সগুণ ভাবকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দেন। আবার বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ, "ব্রহ্মে কোন হেয় গুণ নাই বলিয়া তিনি নির্গুণ"—এইরূপ কূট অর্থ করিয়া নির্গুণ ভাবকে উড়াইয়া দেন। এ গণ্ডগোল অনর্থক। দার্শনিক মত অদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতবাদের উপর গীতার প্রতিষ্ঠা নয়।

ভগবান্ সপ্তম হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কেবল অদ্বৈতবাদানুসারে তাহা খণ্ডিত হইয়া যায় ও তদন্তর্গত সাধনতত্ত্ব—কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ—বুঝা যায় না। আবার ব্রহ্ম অর্থে, দ্বৈতবাদানুসারে জীবাত্মা মাত্র বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র বুঝিলে, এই গীতোক্ত উপনিষদুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। ভগবানের উপদেশ, ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্য

দিয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় (৭।২৯ ও ১৫।৩); অর্থাৎ সগুণকে জানিয়াই নির্গুণকে জানিতে হয় এবং উভয়কে জানিলে তবে সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্ব জানা হয়। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতের উপরের ভূমিতে উঠিতে না পারিলে, গীতা বুঝা যায় না।

পরম ব্রহ্ম জীবজ্ঞানের অতীত। তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ, সকলের বাহ্য ও আভ্যন্তর, চর ও অচর, সর্ব্বস্বরূপ। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত তথাপি সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস, নির্গুণ তবুও গুণভোক্তা, জ্ঞেয় হইয়াও অবিজ্ঞেয় ইত্যাদি। এইরূপে ভগবান্ পরম ব্রহ্মে সর্ব্ববিরোধের সামঞ্জস্য দেখাইয়া, তাঁহার সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বাতীত স্বরূপের উল্লেখপূর্ব্বক, তদুভয়ের সমন্বয় হইতে যে পরম ব্রহ্মতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, ইঙ্গিতে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ তাহা যে কি, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে বা বলিতে পারা যায় না।

মানুষ কখনই ব্রহ্মের সম্যক্ স্বরূপ বুঝিতে পারে না। কারণ প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ, চিত্তের মলিনতা, জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা কখনই সম্পূর্ণরূপে যায় না। যদি কখন যায়, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না; এবং তখন যে কি হয়, তাহাও আমরা জানি না। অতএব আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে নির্গুণ অক্ষর ভাবে ও সগুণ পরমেশ্বর ভাবে, যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয়, তাহা সমগ্র ব্রহ্মের জ্ঞান নহে। সেই জন্য আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা যতদূর সম্ভব, ভগবান্ তাহারই উপদেশপূর্ব্বক তাহারই মধ্য দিয়া, জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতত্ত্বের আভাস দিয়াছেন।

এখানে ভগবান্ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিলেন, আর কোথাও এত সংক্ষেপে অথচ এমন বিশদ ও সম্পূর্ণভাবে, তাহা উপদিষ্ট হয় নাই। ছয়টী শ্লোকে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মতত্ত্বের সমস্ত কথাই বিবৃত হইয়াছে, কোন কথাই বাদ যায় নাই। ১৭।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৮॥

ইতি ক্ষেত্রং—মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত (৫—৬)। তথা জ্ঞানম্—অমানিত্বাদি বিংশতি (৭—১১)। জ্ঞেয়ং চ—এবং জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব (১২—১৭)। সমাসতঃ—সংক্ষেপে। উক্তম্। মদ্ভক্তঃ। এতৎ বিজ্ঞায়—ইহা জানিয়া। মদ্ভাবায় উপপদ্যতে—আমার ভাব লাভ করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রতত্ত্ব, ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের উপায় ঈশ্বরভক্তি। ভগবানে যোগযুক্ত হইলে, তাঁহাতে প্রপন্ন হইলে, সেই ঈশ্বরভক্তির মধ্য দিয়াই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; ৭।১, ২৯ দেখ। তখন পুরুষ আপনাকে গুণময়ী প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারেন। তখন তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন, প্রকৃতির প্রভু হন, তাহার কর্ম্মের নিয়ন্তা হন। ইহাই তাঁহার ঈশ্বরভাব (মদ্ভাব) প্রাপ্তি।

৩ শ্লোকে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক, ৫—৬ শ্লোকে ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিয়াছেন। পরে আর ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে বলেন নাই; ১২—১৭ শ্লোকে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছেন; এবং পূর্ব্বে ২য় শ্লোকে বলিয়াছেন, যে আমিই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহা জীবাত্মার বা ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব, তাহা পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত। জীবাত্মা পরমাত্মা ও পরম ব্রহ্ম পারমার্থিক ভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব নয়; এক তত্ত্বই "বহু হইয়াছেন" ১৮।

সংক্ষেপে কহিনু, পার্থ! তত্ত্ব সারাৎসার,

<u>ভক্তই</u> কিবা ক্ষেত্র, কিবা জ্ঞান, জ্ঞেয় কিবা আর;

<u>ব্রহ্মজ্ঞান</u> এ ভাব হৃদয়ে ধরি মম ভক্তগণ

<u>লাভ করে</u> পাইতে আমার ভাব উপযুক্ত হ'ন। ১৮।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯॥

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান (১৩।২)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের অন্তর্গত। ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবসম্বন্ধে যাহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, সমষ্টিভাবে জগৎসম্বন্ধে তাহাই প্রকৃতি-পুরুষ। অতঃপর সেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব এবং যে ভাবে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে এ সংসারের উৎপত্তি, ১৯-২১ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। ইহাই সংসার-তত্ত্ব।

প্রকৃতিং পুরুষং চ এব উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিও।

ভগবান্ প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বকে আপনার অন্তর্ভূত তত্ত্ব বলিয়াছেন। প্রকৃতি আমার (৭।৪, ৯।৭) গুণময়ী মায়া আমার (৭।১৪); সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আমি (১৩।২); জীবাত্মা আমার সনাতন অংশ (১৫।৭)। ঈশ্বর যখন অনাদি তখন তাঁহার শক্তিভূত প্রকৃতি-পুরুষও অনাদি (শং)।

বিকারান্ চ—বিকার অর্থাৎ কোন কিছুর অবস্থান্তর হইতে উৎপন্ন বস্তু সকল। গুণান্ চ—এবং তাহাদের গুণসকল qualities. প্রকৃতি-সম্ভবান্ বিদ্ধি—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিও। যাহা হইতে সম্ভূত হয়, তাহা সম্ভব।

যে ভাবে উদ্ভূত এই জীবের সংসার,
সেই তত্ত্ব, নরবর! শুন এই বার।
প্রকৃতি যিনি, পার্থ! শক্তিমান্ ঈশ্বর অনাদি
পুরুষতত্ত্ব তাঁর যে বিলাসশক্তি, তাহাও অনাদি।
(১৯—৩৩) প্রকৃতি পুরুষ দুই বিলাস তাঁহার,
অনাদি জানিও দুয়ে, কৌরব-কুমার!
বিকারজ বস্তু যত, আর যত গুণ
সমস্ত প্রকৃতি হ'তে জানিবে অর্জ্জুন ।১৯।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতু রুচ্যতে ॥২০॥

দেহের নাম পুর। সেই পুরে যিনি থাকেন, তিনি পুরুষ। পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ। তাঁহাতে পুং-স্ত্রী ভেদ নাই। সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎদেহে ও ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক ভূতদেহে শয়ান যে চেতন আত্মা, তিনিই পুরুষ। সেই পুরুষের ভোগ্য যে সমষ্টি জগৎ-দেহ বা ব্যষ্টি ভূত-দেহরূপ পুরী, তাহাই প্রকৃতি। নির্গুণ আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়াই সগুণ পুরুষ নাম প্রাপ্ত হয়। ১৯।

অনন্তর প্রকৃতি-পুরুষযোগে উৎপন্ন সংসারের স্বরূপ কি, এবং কিরূপে পুরুষ জীবভাবে সংসারে বিচরণ করে,২০—২১ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বে—প্রকৃতি-বিকারজাত পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম কার্য্য; এবং সুখদুঃখাদি-সাধন ইন্দ্রিয়গণের নাম কারণ(শ্রী, রামা)।

কহিনু যা’ হ’তে সব গুণ ও বিকার।
কহি এবে সমুৎপন্ন যে ভাবে সংসার।
সংসারতত্ত্ব (২০—২১)　প্রকৃতি পুরুষে মিলি তাহার উদ্ভব,
দুই ভাব আছে তার, জানিও পাণ্ডব!
স্থূল দেহ,—জড় বিশ্ব, এক ভাব তার,
তাহে সুখ দুঃখ ভোগ অন্য ভাব আর।
ভূতময় দেহ এই ভোগের আশ্রয়,
ভোগের সাধন আর ইন্দ্রিয়-নিচয়,—
সেই সেই হতে পার্থ, যত ক্রিয়া হয়
জানিবে হে, প্রকৃতি ঘটায় সমুদয়।
সুখ দুঃখ সংসারে যা’ ভোগ করা যায়
পণ্ডিতে কহেন, তাহা পুরুষই ঘটায়। ২০।

শঙ্করের পাঠ "করণ"। দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ১৩টীর নাম করণ (গিরি)। তাহাদের কর্ত্তৃত্বে—ব্যাপারে, তাহাদের দ্বারা যে ব্যাপার বা ক্রিয়া হয়, সে বিষয়ে। প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে—প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়। প্রকৃতি, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি রচনা করিয়া এবং তদ্দ্বারা বিবিধ ব্যাপার সাধন করিয়া, পুরুষকে সংসার ভোগ করায়। এই জন্য প্রকৃতি সংসারের হেতু। অথবা কার্য্যকারণ অর্থে কার্য্য-কারণাত্মক জগৎ। জগতের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি হেতু; প্রকৃতি তাহার উৎপাদক (৯।১০ দেখ)। অথবা কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব এই তিনকে পৃথক্ লওয়া যায়। জগতে যে কার্য্য-কারণ-পরম্পরা রহিয়াছে, তাহার হেতু প্রকৃতি এবং প্রতি জীবহৃদয়ে প্রকাশিত যে "কর্ত্তৃত্ব" ভাব, তাহা অহঙ্কারের ধর্ম্ম, সুতরাং প্রকৃতিই তাহার হেতু। প্রকৃতিই সর্ব্ব ক্রিয়ার মূল।

সংসারের স্বরূপ দুইটী। একটী, কার্য্যকারণ-সংঘাত শরীর বা বাহ্য জগৎ; আর একটী, সেই শরীরে বা জগতে সুখ দুঃখ ভোগ। প্রকৃতি যে ভাবে সংসারের কারণ হয়, তাহা কহিলেন। অতঃপর পুরুষ যে ভাবে সংসারের কারণ হয়, তাহা বলিতেছেন।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে—উপলব্ধি বিষয়ে। হেতুঃ উচ্যতে। সংসারে জীবের যে সুখ দুঃখ ভোগ হয়, তাহার কারণ জীবের দেহস্থিত পুরুষ। ভোক্তৃত্ব—সুখ দুঃখের অনুভূতি। সুখ দুঃখ ভোগই সংসার। সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্বেই পুরুষের সংসার দশা (শং)।

পুরুষ বা আত্মা সুখ দুঃখ ভোগের হেতু হয় কিরূপে? মনে কর, কোন শব্দ শোনা গেল। শব্দতরঙ্গ প্রথমে শ্রবণের যন্ত্র, কর্ণ-পটহে আঘাত করে। তাহাতে কর্ণপটহে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াপরম্পরা তাহাকে মস্তিষ্কে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রে লইয়া যায়। ঐ স্নায়ুকেন্দ্রই প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়। কিন্তু কেবল ইহা হইতে শ্রবণ ক্রিয়া হয় না। "মন" তাহাতে যুক্ত থাকা চাই। "মন" তাহাকে আরও ভিতরে বহন করিয়া "বুদ্ধিকে" দেয়। বুদ্ধি

তাহাকে আরও ভিতরে লইয়া শরীরের রাজা (১৩।৮) আত্মার নিকট অর্পণ করে। তখন আত্মার জ্ঞান-জ্যোতিতে তাহা প্রকাশিত হয়; এবং তখন তজ্জনিত সুখ দুঃখের অনুভূতি হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্বন্ধেই এই নিয়ম। এই রূপেই পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের হেতু হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, আমাদের অন্তঃকরণের পশ্চাতে, মন বুদ্ধির পশ্চাতে আরও কিছু আছে। বৈজ্ঞানিক জড়বাদী বলিতে পারেন, বিভিন্ন পদার্থের যে সমবায়ে আমাদের শরীর, সেই সমবায়ের ফলই আমাদের জীবনী শক্তি; তাহা হইতেই সুখ-দুঃখাদির ভোগ ও অন্যান্য জৈব ক্রিয়া হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের শরীরের উপাদান, রস রক্ত অস্থি মাংসাদি, সমস্ত জড় পদার্থ। সেই সব জড়পদার্থকে সংহত করিয়া কে সুশৃঙ্খল জীবদেহ গঠন করিল? কোন্ শক্তি জড়-প্রকৃতির জড় পরমাণুরাশির কিয়দংশ লইয়া মনুষ্যের শরীর এক রূপে, পশুর শরীর আর এক রূপে গঠন করে? এইরূপ বিভিন্নতা কিসে হয়? তাহার মূলে অবশ্যই কোন শক্তি আছে। যে শক্তি সেই সকল বিভিন্ন জড়পদার্থকে সংহত করিয়া বিভিন্ন দেহ রচনা করে, তাহাকেই আত্মা বা পুরুষ বলা হয়, অথবা অন্য কোন নামে অভিহিত করা হয়।

সূর্য্য জগৎ প্রকাশ করে। প্রকাশ বা আলোক তাহার স্বরূপ। অন্যের নিকট আলোক পাইয়া সে আলোকিত নহে। সে আপনারই আলোকে নিত্য আলোকিত। তাহার আলোকের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আবার চন্দ্রও জগৎ প্রকাশ করে; কিন্তু চন্দ্রের আলোকে হ্রাস বৃদ্ধি আছে। কারণ চন্দ্রের নিজের আলো নাই। সে সূর্য্যের আলোকে আলোকিত। তাহার আলোক সূর্য্যের নিকট ধার করা। আলোক তাহার স্বরূপ নহে। অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক, অগ্নিতে উষ্ণতা নিত্য। কিন্তু অগ্নিতাপে তপ্ত লৌহের উত্তাপ অনিত্য। যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম যাহা, তাহা

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গো২স্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥২১॥

তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু যাহা অন্যের নিকট ধার করা, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাহা সর্ব্বদা থাকে না।

সেইরূপ, অন্তঃকরণই যদি স্বয়ং সুখ দুঃখাদির ভোক্তা বা প্রকাশক হইত, যদি প্রকাশ বা জ্ঞান তাহার স্বরূপ হইত, তবে তাহার জ্ঞানালোকের হ্রাস-বৃদ্ধি হইত না। কিন্তু তাহা নহে। মন বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণবৃত্তি সকল কখন সবল হয়, কখন দুর্ব্বল হয়। স্থানভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন হয়। বাহিরের সকল বিষয়ই উহাদের উপর ক্রিয়া করে। মস্তিষ্কের সামান্যমাত্র ক্রিয়াবিকৃতি তাহাদের ক্রিয়াবিকৃতি ঘটায়। অতএব তাহারা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ নহে, তাহারা স্বয়ং কিছু প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাদের ভিতর দিয়া যে সুখদুঃখাদির অনুভূতি, যে জ্ঞানের আলোক আমরা পাই, তাহা ধার করা। চন্দ্রের পশ্চাতে সূর্য্যের ন্যায়, তাহাদের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন স্বপ্রকাশ বস্তু আছে, যাহার আলোক তাহাদের আলোক। সেই স্বপ্রকাশ বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ২০।

প্রকৃতিস্থঃ হি পুরুষঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে—পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই,

---

প্রকৃতি-রচিত দেহ মাঝে, নরবর!
পুরুষ অভেদ ভাবে থাকি নিরন্তর,
সুখ দুঃখ মোহ আদি প্রকৃতিজ গুণ
সমুদয় উপলব্ধি করেন, অর্জ্জুন!
এই যে প্রকৃতি সনে তাহার সংযোগ,
তাহাতে আসক্তি,—তায় সুখ দুঃখ ভোগ,
সদসৎ যোনিতে যে জন্ম হয় তার,
এই গুণসঙ্গমাত্র কারণ তাহার। ২১।

পুরুষের সংসার

প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত ভাবে, অঙ্গার অগ্নির ন্যায় অভেদভাবে মিলিত হইয়া, মাখামাখি হইয়াই, প্রকৃতিজ গুণ অর্থাৎ গুণ পরিণামস্বরূপ জগৎকে, জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা শব্দকে ভোগ করে।

• পুরুষ প্রকৃতি-গুণে যুক্ত হইয়াই ভোক্তা হয়েন, একক নহে। একক অবস্থায় পুরুষ ভোক্তা কিংবা কর্ত্তা নহে, পরন্তু নির্ব্বিকার, অক্ষর তত্ত্ব মাত্র।

প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াই, প্রকৃতিস্থ হইয়াই, পুরুষের আনন্দ। আনন্দের জন্যই প্রকৃতির সৃষ্টি (পরে শ্রুতিবাক্য দেখ)। প্রকৃতি— রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ ভোগের সামগ্রী লইয়া পুরুষকে আলিঙ্গন দেয়, আর পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে তাহা উপভোগ করে। যেখানে সু রূপ, সেখানে দর্শনেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ। যেখানে সু-রস, সেখানে রসনেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ। যেখানে সু-গন্ধ, সেখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ। যেখানে সু-স্পর্শ, সেখানে স্পর্শেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ। যেখানে সু-স্বর (শব্দ) সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়-পথে আনন্দ। যেখানে দুই বা ততোধিকের একত্র সমাবেশ, সেখানে তত অধিক আনন্দ। সংসারে নর-নারীতে একাধিকের,—অন্ততঃ পক্ষে সু-রূপ, সু-স্বর ও সুখ-স্পর্শ—এ তিনের সমাবেশ থাকে ; তজ্জন্য নর নারীর আলিঙ্গন এত আনন্দদায়ক। যদি কেহ কখন প্রকৃতির সহিত সঙ্গ সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে পরম নির্ব্বিকার অক্ষর-স্বরূপ।

এই গুণসঙ্গঃ—সুখদুঃখাদি প্রকৃতিজ গুণের সহিত এই সম্বন্ধ অথবা গুণে সঙ্গ—আসক্তি বা আত্মভাব (শং)। "আমারই" সে সুখদুঃখাদি, "আমি সুখী বা দুঃখী" ঈদৃশী ভাবনা। অস্য সদসৎ যোনি-জন্মসু—পুরুষের ভাল মন্দ যোনিতে জন্মলাভ বিষয়ে। কারণম্।

আমরা কেন 'আসা যাওয়ার' দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই না, ভগবান তাহা বুঝাইলেন। জীব ইহ জীবনে যে যে বিষয়ে আসক্ত হইয়া, যাহা যাহা কামনা করে বা অনুষ্ঠান করে, সে সমুদয়ের সংস্কার তাহার সূক্ষ্ম দেহে

সঞ্চিত হয় এবং তাহা সেই সূক্ষ্ম দেহকে কিছু রূপান্তরিত করে। জীবের মৃত্যুতে কেবল বাহ্য স্থূল দেহটী নষ্ট হয়, কিন্তু সেই সূক্ষ্ম দেহ বর্ত্তমান থাকে এবং মৃত্যুকালে সেই সূক্ষ্ম দেহের যেমন অবস্থা থাকে, পরজন্মে সে তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া, তদনুরূপ পিতা মাতা হইতে উপাদান গ্রহণকরতঃ সেই জাতীয় জীবরূপে জন্ম গ্রহণ করে (৮।৬); এবং আবার সেই শরীরের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া, তাহার ফলভোগ করে। এই কর্ম্মফল আবার সংস্কাররূপে সেই সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চিত হইয়া তাহাকে আবার কিছু রূপান্তরিত করে। এই ভাবে সূক্ষ্ম দেহ প্রতিজন্মে যেমন রূপান্তরিত হইতে থাকে, জীবের পর পর জন্মে তদনুরূপ জাতি আয়ুঃ ও ভোগ লাভ হয়। এইরূপে যতকাল প্রকৃতির (অর্থাৎ বাসনা সংস্কারের) সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে, ততকাল—যুগ যুগান্তর, কল্প কল্পান্তর ধরিয়া জীব সেই সংস্কারের অনুরূপ বিভিন্ন দেহে, দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ, এমন কি স্থাবর পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতিতে, গতাগতি করিয়া বিভিন্ন জাতি আয়ুঃ ও বিভিন্ন ভোগ প্রাপ্ত হয়। "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ" —পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ১৩। সংস্কাররূপ মূল থাকায়, তাহার পরিপাকে বিভিন্ন জাতি আয়ুঃ ও ভোগ লাভ হয়।

এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় কেন? অদ্বৈতবাদমতে তাহার কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অবিদ্যা-নিমিত্তকঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগঃ—শং ১৩।২৭ ভাষ্য। কিন্তু সেই অজ্ঞানের অর্থ কি? আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রকাশিত যে অজ্ঞান, তাহা চিত্তধর্ম্ম-মাত্র, ১৩.১১ টীকা ৪৬৯ পৃষ্ঠা দেখ। তাহা প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগের পরে উৎপন্ন। সুতরাং চিত্তধর্ম্ম, সেই অজ্ঞান সে সংযোগের কারণ হইতে পারে না। অগ্রে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ—পরে জ্ঞান অজ্ঞান, বিদ্যা অবিদ্যা।

অবিদ্যা-সম্বন্ধে শ্রীশঙ্কর ১৩ অঃ ২য় শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন,— তমোগুণের কার্য্যস্বরূপ যে প্রতীতি, তাহা অবিদ্যা। ইহা পদার্থের স্বরূপ

আবৃত করে ও বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন করে। তামসো হি প্রত্যয়ঃ আবরণাত্মকত্বাৎ অবিদ্যা বিপরীতগ্রাহকঃ। অর্থাৎ অবিদ্যা তামসিক অন্তঃকরণবৃত্তি। সুতরাং তাহা প্রকৃতি-পুরুষ-যোগের পরে উৎপন্ন। পুনশ্চ। অবিদ্যা কাহার ? (উত্তর) যাহার দেখা যাইতেছে, তাহার। (প্রশ্ন) কাহার দেখা যাইতেছে ? (উত্তর) কাহার দেখা যাইতেছে, এ প্রশ্ন নিরর্থক। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) অবিদ্যা যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যাহার অবিদ্যা নিশ্চয়ই তাহাকেও দেখিয়াছ ইত্যাদি (শং)। ইহা হইতেও অবিদ্যা যে কি তাহা বুঝা যায় না। আর তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ কিরূপে, তাহাও বুঝা যায় না।

শ্রুতি বলেন, স * * নান্যদ্ আত্মনোঽপশ্যৎ। * * স বৈ নৈব রেমে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স ইমম্ এবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। * * * তাং সমভবৎ। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক ১।৪।১—৩। সৃষ্টির অগ্রে পরম ব্রহ্ম আপনাকে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিলেন না। তাহাতে তিনি প্রীত না হইয়া দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি আপনাকেই দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। তাহাতে পতি ও পত্নী হইল। সেই স্ত্রীতে তিনি উপগত হইলেন। তাহাতে মনুষ্য হইল, ইত্যাদি। অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আপনার আনন্দ লীলাবশে আপনার ভাবময় শরীরকে স্ত্রীপুরুষরূপে, প্রকৃতিপুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, আপনিই পুরুষরূপে, আপনারই প্রকৃতিরূপকে আলিঙ্গন করেন— প্রকৃতিস্থ হন। প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াই পুরুষ আনন্দী হয়েন; আনন্দী হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন। (সেই আদি সৃষ্টিতে যে নিয়ম, আজিও সংসারে সেই নিয়ম)।

সাদা কথায় ইহার মর্ম এই যে, সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত। বেদান্ত বলেন,—"লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্।"—ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩২। ইহা কেবল ঈশ্বরের লীলা মাত্র। যেমন সংসারে ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষের দৃষ্ট

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহে ২স্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥

হয়। অর্থাৎ আমরা ইহার তত্ব জানি না। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন, ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ (১০।২)। ২১।

পুরুষ এই ভাবে সংসারচক্রে ভ্রমণ করেন; কিন্তু ইহা তাঁহার একমাত্র ভাব নহে। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও বিবিধ ভাব আছে। এক্ষণে সেই সমুদায় ভাবের বিষয় বলিতেছেন।

প্রকৃতি-প্রসঙ্গে হেন, জীবের সংসার,
নতুবা সে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নির্ব্বিকার।
তার সেই শুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ যেমন,
কি ভাবে সংসারে রয়, করহ শ্রবণ।
জীবের অন্তরতম অন্তরে নিয়ত
থাকিয়া পুরুষ, পার্থ, উদাসীন মত
দেখে মাত্র দেহাদির কর্ম্ম সমুদয়,
সর্ব্ব কর্ম্মে নিরন্তর অনুকূল রয়;
এই যত জীব, করি আপনি সৃজন
সেই করে সে সবার ধারণ পোষণ;
সুখ দুঃখ কিম্বা মোহ ইত্যাদি বিষয়
যা' কিছু জীবের হৃদে সঞ্চারিত হয়,
চৈতন্যস্বরূপে নিত্য থাকিয়া অন্তরে
সে সবে প্রকাশ করি নিজে ভোগ করে।
মহেশ্বর আবার তাঁকেই বলা হয়
পরম আত্মাও তাঁরে জ্ঞানিগণ কয়।
পরম পুরুষ সেই, কুরুবংশধর!
নির্লিপ্ত ভাবেতে রয় শরীর ভিতর।২২।

পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ

যিনি উপদ্রষ্টা—সমীপে থাকিয়া দ্রষ্টা। উপ—সমীপে, সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, অন্তরতম দেশে থাকিয়া, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাপারের পরিদর্শন করেন, সর্ব্ব কর্ম্ম দেখেন ; যিনি দেহাদির কার্য্যের উদাসীন দর্শকমাত্র, কর্ত্তা নহেন। অনুমন্তা—অন্যের কার্য্য অনুকূল ভাবে দেখার নাম অনুমোদন। যিনি দেহাদির সকল কার্য্যই অনুমোদন করেন, কোন কার্য্যে বাধা দেন না। ঈশ্বরের অনুমোদন ভিন্ন জীবের ইন্দ্রিয়গণ কিছুই করিতে পারে না। ভর্ত্তা—মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সমবায় এই জড় দেহে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক চৈতন্যাভাস দিয়া তাহাতে জীবভাবের জনক ও তাহার ধারক এবং পোষক। ভোক্তা—আবার দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চৈতন্য-স্বভাব পুরুষ আপনারই চৈতন্য-জ্যোতিঃ দ্বারা অন্তঃকরণে প্রতিভাসিত সুখদুঃখাদি ভাবের প্রকাশক। যিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া (একক নহে) সেই সুখদুঃখাদি ভাব উপভোগ করেন, উপলব্ধি করেন। মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ—মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হয়েন। অস্মিন্ দেহে—এবং যিনি এই দেহে থাকিয়া। পরঃ—দেহ হইতে স্বতন্ত্র। তিনিই পুরুষঃ। অথবা পুরুষঃ পরঃ—সেই পরম পুরুষই। অস্মিন্ দেহে অবস্থিতঃ।

যিনি জীবের অন্তরতম দেশে থাকিয়া, উদাসীনের ন্যায় সমস্ত কর্ম্ম অনুকূলভাবে দেখিতে থাকেন, যিনি জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক দেহে জীবভাবের কর্ত্তা, যিনি প্রকৃতিজ দেহে যুক্ত থাকিয়া, অন্তরে প্রতিভাসিত সুখদুঃখাদি ভাবের উপলব্ধা, যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর,—মহেশ্বর বা পরমেশ্বর, যিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে অন্তরে বিরাজিত, যিনি দেহে থাকিয়াও দেহ হইতে পররূপে, স্বতন্ত্ররূপে বা পরমপুরুষরূপে অবস্থিত, তিনিই 'পুরুষ'।

পুরুষের তিন ভাব। এক ভাবে—ভোক্তা জীবাত্মারূপে, তিনি ক্ষর পুরুষ ; আর এক ভাবে প্রকৃতির কার্য্যের উপদ্রষ্টা নির্ব্বিকার অক্ষর পুরুষ, আবার সর্ব্ব কর্ম্মের অনুমন্তা, সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা মহেশ্বর, পরমাত্মা রূপে

য়ঃ এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানো হ্পি ন স ভূয়ো হভিজায়তে ॥২৩॥

তিনি সংসারাতীত উত্তম পুরুষ। ইহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ; ১৫ অঃ ১৬—১৮ দেখ।

মহেশ্বর—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে, সূর্য্যের সহিত তাহাদের সমষ্টির নাম সৌরমণ্ডল (Solar System) বা ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব। সূর্য্য-মণ্ডলের পরিধির আকার অণ্ডের মত, Oval form. এক একটী নক্ষত্র বা স্থির তারা এক একটী সূর্য্যস্বরূপ। নক্ষত্র অসংখ্য, অতএব সূর্য্য ও সৌরমণ্ডল বা ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য। এক একটী সূর্য্য এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র; এবং সেই সেই কেন্দ্রে যিনি অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষ, "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ," তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। তিনি বিষ্ণু—ব্যাপক, সৌরমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন; তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাত্মক।

যেমন এক সাম্রাজ্যে অনেক রাজা থাকেন, তাঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু সকলেই এক সম্রাটের অধীন, তদ্রূপ ঐ সকল ঈশ্বর বা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিগণ সকলেই যাঁহার অধীন, তিনিই মহেশ্বর। মহেশ্বরই দর্শনের সগুণ ব্রহ্ম এবং পুরাণের মহাবিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যে কত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভক্ত কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত, সাগর লহরী সমানা॥ ২২ ॥

য়ঃ এবং—পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন। পুরুষং। গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ

ঈদৃশ পুরুষে, পার্থ! জানে হে যে জন
জানে আর সগুণা সে প্রকৃতি যেমন,
থাকুক যে ভাবে ইচ্ছা যেমন তাহার
এ সংসারে পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় তার। ২৩।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদ্ আত্মানম্ আত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥
অন্যে ত্বেবম্ অজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫॥

বেত্তি এবং পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন প্রকৃতিকে জানে। সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি—সর্ব্ব প্রকারে, যে কোন বৃত্তি, সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য যে কোন আশ্রম, অবলম্বন করিয়া থাকিলেও। ভূয়ঃ ন অভিজায়তে—পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না। ২৩।

পূর্ব্বোক্ত পুরুষের তত্ত্ব জানিবার জন্য চতুর্ব্বিধ উপায় উপদিষ্ট আছে। ১ম। কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি—নিজ হৃদয়মধ্যে। আত্মনা—নির্ম্মল অন্তঃকরণে। আত্মানং পশ্যন্তি। গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ও পাতঞ্জল দর্শনে এই ধ্যানযোগ বিবৃত হইয়াছে। ২য়। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন—সাংখ্য-জ্ঞানে আত্মদর্শন করে। সাংখ্য দর্শন এবং গীতা ২।১১—৩০ শ্লোক, ২।৪—১৬ শ্লোক এবং ১৩।২৬—৩৪ শ্লোকে সাংখ্য জ্ঞান বা প্রকৃতি-পুরুষের প্রভেদ জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। ৩য়। অপরে চ কর্ম্মযোগেন—কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইয়া আত্মদর্শন করে। ৪ ১৮ দেখ। ২৪।

৪র্থ। অন্যে তু—কিন্তু অপরে, যাহাদের নিজের কোন রূপ ধারণা না থাকায় ধ্যান জ্ঞান, বা কর্ম্মযোগে অসমর্থ। তাহারা এবম্ অজানন্তঃ—

সেই যে পুরুষ পার্থ, সংসার মাঝারে
চতুর্ব্বিধ সাধনায় জানা যায় তাঁরে।

আত্মদর্শনের চতুর্ব্বিধ উপায়

ধ্যানযোগে হৃদিমাঝে কেহ দেখে তাঁয়,
সাংখ্যজ্ঞান সাধনায় কেহ তাঁরে পায়,
অপরে বা কর্ম্মযোগ করিয়া সাধন
নির্ম্মল হৃদয়ে তাঁরে করে দরশন। ২৪।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে আত্মদর্শনলাভে অক্ষম হওয়ায়। অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে—অন্যের অর্থাৎ গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া, এই ভাবে চিন্তা কর, এই ভাবে কর্ম্ম কর, এইরূপ উপদেশ পাইয়া উপাসনা করে। শ্রুতিপরায়ণাঃ তে অপি—উপদেশে শ্রদ্ধাশীল তাহারাও। মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব—মৃত্যুময় সংসারকে নিশ্চয়ই অতিক্রম করে। যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহা শ্রুতি অর্থাৎ উপদেশ।

চতুর্ব্বিধ সাধনার মধ্যে কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ, এমন কিছু বলা হয় নাই। ভগবান্ বলিতেছেন, তাহাদের প্রত্যেক হইতেই মোক্ষ লাভ হয়। সাধকের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার প্রভেদানুসারে চতুর্ব্বিধ সাধন-বিকল্প।

হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের বিষয় মাত্র নহে; সাধনার দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ হয় (১১.৫৪)। প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সমস্ত উত্তম সেই ঈশ্বর-জ্ঞান-উদ্দীপনায় পর্য্যবসিত। অধুনা তাদৃশ সাধনাবান্ পুরুষ প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায়, সাধারণের নিকট ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের বিষয়ে ও অনেকানেক বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিহাসের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। শিশ্নোদরসর্ব্বস্ব আমাদিগের সাধনা ত' অনেক দিন গিয়াছে, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি। হায়! আমাদিগের গতি কি হইবে? ২৫।

২৪ শ্লোকে যে সাংখ্যজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন, ২৬—৩৪ শ্লোকে তাহার বিবৃত্ত বলিতেছেন। স্থাবরজঙ্গমং যাবৎ কিঞ্চিৎ সত্ত্বং—যাহা কিছু

জ্ঞানে ধ্যানে কর্ম্মে কিম্বা অসমর্থ যারা
গুরুমুখে শুনি তত্ত্ব সেবা করে তা'রা।
গুরুবাক্যে ভক্তিমান্ তা'রাও নিশ্চয়
মৃত্যুময় এ সংসার হ'তে মুক্ত হয়। ২৫।

বস্তু (শং)। সঞ্জায়তে—উৎপন্ন হয়। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ বিদ্ধি—তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ইতরেতর সংযোগ হইতে জানিও। (রামা, মধু)।

জীব মাত্রেই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন, মিশ্র পদার্থ Compound Substance. কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থে অনেকস্থলে 'জীবাত্মা' অর্থে "জীব" শব্দের প্রয়োগ আছে। তজ্জন্য অনেকে জীবে ও জীবাত্মার যে প্রভেদ আছে, তাহা লক্ষ্য করেন না। শাস্ত্রীয় বিচারের সময় তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করিলে সব গোলমাল হইয়া পড়ে।

ভগবান্ এখানে জীবতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব কহিলেন। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগই প্রকৃতি-পুরুষযোগ। সমষ্টিভাবে প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ আর ব্যষ্টিভাবে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ যোগে পৃথক পৃথক সর্ব্ব ভূত। প্রকৃতি এক হইয়াও নিজ গুণ ও বিকার দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূতের সর্ব্ববিধ শরীর বা ক্ষেত্র উৎপাদন করে আর পুরুষ এক ও অবিভক্ত হইয়াও প্রতি ব্যষ্টি ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক বিভক্তের ন্যায় হইয়া (১৩।১৬) ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা হয়েন।

জীব বলিলে সাধারণতঃ মনুষ্যাদি চেতন প্রাণী মনে হয়। তাহা ঠিক নহে। সর্ব্ব সত্ত্ব, সচেতন অচেতন, স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু মূর্ত্ত পদার্থ, সে সমস্তই ভূত বা জীব। সকল পদার্থেই ক্ষেত্র আছে; ক্ষেত্রের উপকরণ,—মূল প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, এবং ইহাদের সঙ্ঘাতে বা সমবায়ে উৎপন্ন শরীর আর তাহাতে প্রতিভাসিত ব্যক্ত বা অব্যক্ত চেতনা এবং ধৃতি (প্রাণ) এই একত্রিশটী ভাব আছে (১৩।৫—৬); আর সেই ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে, নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদিরূপী ক্ষেত্রের দ্বারা আবৃত,

---

যে জ্ঞান পাইলে জীবে মোক্ষ লাভ হয়

সর্ব্বসত্ত্বার　　অতঃপর সেই তত্ত্ব শুন, ধনঞ্জয়!

উপাদান　　জানিও যা কিছু জন্মে স্থাবর জঙ্গম

　　ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে, ভরত-সত্তম। ২৬।

ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আছেন। স্থূল দেহের উপাদান পঞ্চ স্থূল ভূতের পশ্চাতে তাহার কারণস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র আছে। তন্মাত্রের পশ্চাতে তাহার কারণস্বরূপ অহঙ্কারতত্ত্ব আছে, ইত্যাদি। এইরূপে সর্ব্ব সত্তায় মূল-প্রকৃতি ও তাহার ত্রয়োবিংশতি বিকার (৬।৫) মিলিতভাবে আছে। আবার সেই সমস্তের পশ্চাতে পুরুষ আছেন। অণু পরমাণু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত স্থাবরে ও ক্ষুদ্রতর জীবাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গমে, এই একই নিয়ম। তন্মধ্যে যে সকল পদার্থে মন বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণ ও চক্ষু কর্ণাদি বহিঃকরণ প্রকট ও চেতনা অভিব্যক্ত তাহাদিগকে আমরা চেতন বলি। আর যাহাদের অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ অপ্রকট এবং চেতনা অনভিব্যক্ত, তাহাদিগকে অচেতন বলি। নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়রূপ আবরণ কোথাও বিরল—স্বচ্ছ, কোথাও গাঢ়,—অস্বচ্ছ হয়; তদনুসারে পদার্থের চেতন অচেতন ভেদ হয়। যেমন একই দীপালোক লৌহ পাত্রের ভিতরে বা কাচপাত্রের ভিতরে স্থাপিত হইলে আলোকের প্রভেদ হয়, তেমনি একই আত্মার উপর নামরূপাত্মক আবরণের প্রভেদানুসারে পদার্থের চেতন অচেতন ভেদ হয়। বস্তুতঃ জড়ে জড়শক্তি ও জীবে জীবশক্তি একই শক্তির রূপান্তর, সর্ব্বশক্তিমান মহেশ্বরের বিলাস, ১৫।১২—১৫ দেখ। জীবে যাহা অনুরাগ, জড়ে তাহা আকর্ষণ; জীবে যাহা দ্বেষ, জড়ে তাহা বিশ্লেষণ। এখন যাহা অণু পরমাণুমাত্র, জড়ের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র, তাহাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগে গঠিত। তাহাই হয় ত কালে ক্ষেত্রধর্ম্ম রাগ-বিরাগবশে, অন্য অণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া, বৃহত্তর হইবে এবং ক্রমোন্নতির নিয়মে অচেতন হইতে চেতন জীবরূপী হইয়া, নিম্নতম জীবাণু হইতে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া, শরীরের বা ক্ষেত্রের আপূরণে, মানবযোনি লাভ করিবে।

যতকাল সংসার, ততকাল এই প্রকৃতি-পুরুষযোগ। এই প্রকৃতি-পুরুষযোগই যুগলরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরগৌরী; এবং শিবের

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭॥

বুকে শ্যামা। প্রত্যেক ভূতমধ্যে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী বিরাজিত। পরমেশ্বর পুংশক্তিরূপে ও পরমেশ্বরী স্ত্রীশক্তিরূপে, পিতৃশক্তি মাতৃশক্তিরূপে, positive negative রূপে, উভয়ে লীলারূপে "রমণার্থ" মিলিত। ২৬।

এইরূপে সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তির বিষয় বলিয়া, সেই ভূতগণের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ তাহা বলিতেছেন। সর্ব্বেষু ভূতেষু—স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূতে। সমং তিষ্ঠন্তং—সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র ঠিক সমান ভাবে বিরাজিত এবং বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং—বিনাশধর্ম্মশীল বস্তুমধ্যে অবিনাশী। পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি—পরমেশ্বরকে যে দেখে। সঃ পশ্যতি—সেই যথার্থ দেখে।

ভূ ধাতু হইতে ভূত। যাহা ভবনশীল, উৎপত্তিমান, তাহা ভূত বা সত্ত্ব। তাহার জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় নাশ ইত্যাদি বিকার আছে, (২।২০)। সেই সবিকার ভূতভাবের অন্তরে ভগবান্ তাহার সৎ কারণরূপে, আধাররূপে বিরাজিত। সংসারের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যাহা কিছু ভাব, সে সমস্ত আসিয়াছে তাঁহা হইতে (৭।১২)। তিনিই এ সংসারের প্রভব-প্রলয়াধার।

এইরূপে সর্ব্বত্র সম (নির্ব্বিশেষ) সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে, এই সবিশেষ নশ্বর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ইহা যে দেখে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে, সেই যথার্থদর্শী। তাহারই সমদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে। তাহারই নিকট ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, কুক্কুর—সব সমান (৫।২৮)। ২৭।

সর্ব্বভূতে চরাচরে সমভাবে আছেন ঈশ্বর,
পরমেশ্বর নশ্বর পদার্থমাঝে তিনি অনশ্বর ;
বিরাজিত এ ভাবে যে জন দেখে পরম ঈশ্বরে
সেই জন যথাযথ দরশন করে। ২৭।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮॥

পূর্ব্বোক্তরূপ দর্শনই যথার্থ দর্শন, কারণ (হি)। সেই জ্ঞানী সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে। সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং পশ্যন্—সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া। আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি—আপনি আপনাকে হিংসা করে না। ততঃ—তাহার ফলে। পরাং গতিং যাতি—পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। এক ঈশ্বরই যখন সকলের হৃদয়ে সমভাবে বিরাজিত; আমার হৃদয়ে যিনি, তিনিই যখন অপরের হৃদয়ে, তখন অন্তের হিংসা করিলে আপনারই হিংসা করা হয়। ইহা বুঝিলে তিনি আর কাহার হিংসা করিবেন? তাঁহার জীবনের গতি উৎকৃষ্ট পথেই চলিতে থাকে। অন্তিমে তিনি পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন।

এই ২৭, ২৮ শ্লোক সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সার, সমস্ত নীতিশাস্ত্রের, সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সূত্র। এই সূত্র বুঝিলে সর্ব্ব জীবের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ ও তাহাদের সহিত আমাদের সর্ব্বদা যেমন ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই স্থির হইয়া যায়। তজ্জন্য গীতায় নীতিশাস্ত্রের কথা স্বতন্ত্রভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। অপি চ—"সর্ব্ব ভূতে এক আত্মা" এই জ্ঞান যাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার বাসনাও শুদ্ধ হইয়াছে; বুদ্ধি স্থির, সম, নির্ম্মম, নিস্পৃহ ও পবিত্র হইয়াছে; তাঁহার মুক্তিলাভে আর কোন বাধা থাকিতে পারে না। অগ্রে বাসনা, পরে তদনুরূপ কর্ম্ম। সুতরাং যাঁহার বাসনা শুদ্ধ, তাঁহার কর্ম্ম অশুদ্ধ হইতে পারে না (তিলক)। ২৮।

সমভাবে বিরাজিত সর্ব্বত্র ঈশ্বর
যে জন জ্ঞানের নেত্রে দেখে নরবর!
সে জন আপন হিংসা আপনি না করে,
তা হতে পরমাগতি পায় সে সংসারে। ২৮।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্ অকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥২৯॥
যদা ভূতপৃথগ্ ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি।
ততঃ এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩০॥

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ দেখিতে হয় তাহা বলিয়া, প্রকৃতি সম্বন্ধে কিরূপ দেখিতে হয়, তাহা বলিতেছেন। যঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ প্রকৃত্যা এব ক্রিয়মাণানি পশ্যতি—যে প্রকৃতিদ্বারাই সর্ব্বরূপে সর্ব্বক্রিয়া সম্পন্ন হয়, দেখে; দেহ ইন্দ্রিয় মন রাগ দ্বেষ ইত্যাদি আকারে পরিণতা প্রকৃতি হইতে সর্ব্ব-কর্ম্ম হয়, বুঝিতে পারে; ৫।১১, ১৮।১৮ দেখ। তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারম্ পশ্যতি—আত্মা কোন কর্ম্ম করে না, দেখে। স পশ্যতি—সেই যথার্থ দেখে। আত্মার ও প্রকৃতির ধর্ম্মের পার্থক্য এখানে বিবৃত হইল। ২৯

পূর্ব্বোক্ত সমদর্শনের কথাই অন্য ভাবে বলিতেছেন (শং)। যদা ভূত-পৃথগ্ ভাবম্—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর (ভূতের) ভিন্ন ভিন্ন ভাব। ভূতসমূহের নানাত্ব। একস্থম্—একমাত্র ব্রহ্মে বা পরমেশ্বরে অবস্থিত; ৬।৩০—৩১ ও ৯।৪ দেখ। ততঃ এব চ—এবং তাঁহা হইতেই। বিস্তারম্ অনুপশ্যতি—সর্ব্ব ভূতভাবের বিস্তার বা প্রসার বুঝিতে পারে। যখন বুঝিতে "অবি-

প্রকৃতির   দেখে সে দেহাদি যত, প্রকৃতি-বিকার,
ও আত্মার   ইহারাই সর্ব্ব কর্ম্ম করে অনিবার।
ধর্ম্মে প্রভেদ   সর্ব্বশঃ প্রকৃতি কর্ত্রী আত্মা কর্ত্তা নয়,
যে দেখে, সেই ত' সত্য দেখে, ধনঞ্জয়! ২৯।
বহু ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূত সমুদায়
অবস্থিত আছে মাত্র একটী সত্তায়
সেই এক হ'তে হয় সবার বিস্তার,
যে বুঝে যখন, হয় ব্রহ্ম লাভ তার। ৩০।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়ম্ অব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥
যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদ্ আকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥

ভক্তং বিভক্তেষু" ন্যায়ে সাত্ত্বিক জ্ঞানের বিকাশ হয় (১৮।২০)। তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে—ব্রহ্মসম্পদ্ প্রাপ্ত হয়। ৩০।

যাহা উৎপত্তিমান বা সাদি, তাহারই বিনাশ হইতে পারে। কিন্তু অয়ং পরমাত্মা অনাদিত্বাৎ—সেইরূপে উৎপত্তিমান বা সাদি নহেন বলিয়া। এবং যাহা গুণযুক্ত, তাহাই গুণের বিকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমাত্মা নির্গুণত্বাৎ—প্রকৃতি গুণে অস্পৃষ্ট, গুণাতীত বলিয়া। অব্যয়ঃ—নির্ব্বিকার। অতএব শরীরস্থঃ অপি ন করোতি, ন লিপ্যতে। নিঃ নাই, প্রকৃতি গুণের সংস্পর্শ যাহাতে, তাহা নির্গুণ, এইরূপ পদচ্ছেদ। "ব্রহ্ম কিরূপ জানিস্, যেমন বায়ু। সুগন্ধ দুর্গন্ধ সব বায়ুতে আস্‌চে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।"—কথামৃত। ৩১।

পরমেশ্বরের নির্লিপ্ততা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। যথা সর্ব্বগতং—

দেহে ও পরমাত্মায় সম্বন্ধ (৩১—৩৩)

জীবভাবে আত্মা বটে দেহসঙ্গে রয়
শরীরজ দোষে কিন্তু বিলিপ্ত না হয়।
তা' হয় বিকৃত যাহা সাদি ও সগুণ,
কিন্তু সেই পরমাত্মা অনাদি নির্গুণ।
তাই, দেহে থাকে তবু নির্ব্বিকার রয়,
কর্ম্ম নাহি করে, কিম্বা ফলে লিপ্ত নয়। ৩১।
সর্ব্বব্যাপী আকাশ যেমন, ধনঞ্জয়!
সূক্ষ্ম বলি কোন দ্রব্যে উপলিপ্ত নয়,
আত্মাও সকল দেহে থাকি সেই মত
দেহের দোষে বা গুণে নির্লিপ্ত সতত। ৩২।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকম্ ইমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো রেবম্ অন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদু র্যান্তি তে পরম্ ॥৩৪॥

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্বব্যাপ্ত। আকাশং। সৌক্ষ্ম্যাৎ—সূক্ষ্ম বলিয়া। কোন বস্তুতে, ন উপলিপ্যতে—লিপ্ত হয় না। তথা সর্ব্বত্র—সর্ব্ব দেহে। অবস্থিতঃ আত্মা, ন উপলিপ্যতে। ৩২।

আকাশের দৃষ্টান্তে আত্মার নির্লিপ্ততা বুঝাইয়া এক্ষণে সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন যে, যাহা অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহা সেই প্রকাশিত বস্তুর দোষে গুণে লিপ্ত হয় না। যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি তথা ইত্যাদি স্পষ্ট। ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রজ্ঞ। এক বচন। এক ক্ষেত্রজ্ঞই কৃৎস্ন অর্থাৎ সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে। ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা যে বহু নহে, পরন্তু এক, এখানে স্পষ্টরূপে তাহা বলিয়াছেন। ৩৩।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরং—পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভেদ। ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষঞ্চ—ভূত, প্রকৃতি ও মোক্ষ। অর্থাৎ ভূত কাহারা, তাহাদের স্বরূপ কি, কিরূপে উৎপন্ন? আর প্রকৃতি কি, তাহার স্বরূপ কি, কার্য্য কি, সে কিরূপে পুরুষকে বদ্ধ করে? এবং কিরূপে সেই প্রকৃতির বন্ধন হইতে

এক রবি করে যথা জগৎ প্রকাশ,
এক ক্ষেত্রী করে সর্ব্ব ক্ষেত্রের বিকাশ। ৩৩।
এ ভেদ ক্ষেত্রজ্ঞে ক্ষেত্রে,　　নিরখে যে জ্ঞাননেত্রে,
জীব আর প্রকৃতির স্বরূপ যেমন,
কেন জীব বদ্ধ রয়,　　কেমনে বা মুক্ত হয়,
যে বুঝে, সে ব্রহ্মপদে জুড়ায় জীবন। ৩৪।

মুক্ত হওয়া যায়। এই সকল তত্ত্ব, যে জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ—যাহারা জ্ঞানচক্ষে দেখে। তে পরং যান্তি—তাহারা ব্রহ্ম লাভ করে। ৩৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় শেষ হইল। যে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন হইতে (১১) সংসারনিবৃত্তি হয়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত গীতার তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান আর অন্য কোন শাস্ত্রে এত অল্প কথায় এমন পূর্ণভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। ইহাতে দেহে ও জীবাত্মায় সম্বন্ধ (১) জগতে ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ (২) জড় দেহের, জড় জগতের স্বরূপ, ধর্ম্ম, উৎপত্তি-হেতু ও উপাদানাদি (৫—৬) জ্ঞানের স্বরূপ (৭—১১) ব্রহ্মতত্ত্ব (১২—৭) প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ (১৯) তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও সেই সম্বন্ধের ফলে উৎপন্ন সংসারের স্বরূপ (২০—২১) পুরুষের স্বরূপ (২২) আত্মদর্শনের উপায় (২৪—২৫) স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব সত্তার উৎপত্তি (২৬) প্রকৃতির ধর্ম্মে ও আত্মার ধর্ম্মে প্রভেদ (২৯) ঈশ্বরের স্বরূপ (৩১—৩৩) এবং প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক জ্ঞানে মুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে এই সকল তত্ত্বেরই বিস্তারিত বর্ণনা। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণতত্ত্ব, পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের সংসারতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধহেতু মানুষের যে স্বভাব বৈচিত্র্য হয় এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে ত্রিগুণের সংসর্গ হইতে মানুষের গুণ কর্ম্মাদি যেরূপ বিভিন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সার সংগৃহীত হইয়াছে।

বিকাইয়া অই পা'য় পার্থ তত্ত্ব জ্ঞান পায়,
গুণী তরে নিজগুণে, কি বৈচিত্র্য তায়!
তবে ত হে, চক্রপাণি! তোমার মহিমা জানি,
গুণহীন "দাস" যদি সেই তত্ত্ব পায়।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—•:•:•—

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

গুণত্রয়বিভাগ-যোগঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানম্ উত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিম্ ইতো গতাঃ ॥১॥

প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন মনে হয় গুণসঙ্গবশে,
সে ভ্রম নিবারি কহিলা কংসারি
বিস্তারে সংসার-চিত্র চতুর্দ্দশে।—শ্রীধর।

১৩ অঃ ৭—১১ শ্লোকে জ্ঞানের অমানিত্বাদি বিংশতি রূপ বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রধান (১৩।২)। সেই জ্ঞানের যাহা মূল সূত্র,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগে যাবৎ বস্তুর উৎপত্তি (১৩।২৬) এবং প্রকৃতির গুণসঙ্গই জীবের সংসারের কারণ

জ্ঞানের বিংশতি রূপ ব'লেছি তোমায়
তার মাঝে শ্রেষ্ঠ যাহা কহি পুনরায়।
তত্ত্বদর্শী মুনিগণ লভিয়া যে জ্ঞান
সংসারবন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে যান। ১।

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ।

সর্গে ঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

(১৩।২১), তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহা সবিস্তারে পুনর্ব্বার (ভূয়ঃ) বলিতেছেন।

কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হয়, গুণ কি কি? কোন্ গুণ কি ভাবে জীবকে সংসারে বদ্ধ করে; কিরূপে গুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইত্যাদি ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় উপদেশ এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দিয়াছেন। তত্ত্ব-জ্ঞানের অপরাংশ ক্ষেত্রজ্ঞসম্বন্ধীয় উপদেশ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই দুই অধ্যায় ত্রয়োদশ অধ্যায়েরই সম্প্রসারণ।

জ্ঞানানাম্ উত্তমং—পূর্ব্বোক্ত বিংশতি রূপ জ্ঞানের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ। সেই পরমং জ্ঞানং। ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি—পুনর্ব্বার বলিব। যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ—যাহা জানিয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ। ইতঃ এই সংসারবন্ধন হইতে। পরাং সিদ্ধিং গতাঃ—মুক্তিরূপা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১।

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য—বক্ষ্যমাণ এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া। মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ—আমার সমান-ধর্ম্মতা লাভ করিয়া। তাঁহারা সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে—সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয়েন না। প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি—এবং প্রলয়কালেও ব্যথা অনুভব করেন না।

এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে মুক্ত পুরুষেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে। তাহা না হইলে, তাঁহাদের সম্বন্ধে—"সর্গে ঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ",—এ কথা বলা যায় না। বেদান্ত বলেন,—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সমান সর্ব্ববিধ ভোগ উপভোগ করেন মাত্র (বেদান্ত-সূত্র ৪।৪।২১); যথা, তিনি স্বরাট্ (পূর্ণ স্বাধীন) হয়েন, সর্ব্ব লোকে কামচারী হয়েন

পাইয়া আমার ভাব এ জ্ঞান-আশ্রয়ে

না জন্মে সৃষ্টিতে, ব্যথা না পায় প্রলয়ে। ২।

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

(৪,৪।১৮ সূত্র), কিন্তু ব্রহ্মের সমান সর্ব্ব শক্তি লাভ করেন না; তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে পারেন না। "জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জম্"—বেদান্ত-দর্শন ৪।৪।১৭ সূত্রে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মুক্ত অবস্থাতেও জীবে এবং ঈশ্বরে ভেদ থাকিয়া যায়। ২।

একণে প্রতিজ্ঞাত জ্ঞান বলিতেছেন। হে ভারত! মহদ্‌ব্রহ্ম মম যোনিঃ। সর্ব্ব কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তু হইতে বৃহৎ, অধিক বলিয়া মহৎ (শং); অথবা দেশ-কাল-অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া মহৎ (শ্রী)। এবং ব্রহ্ম—বৃন্হ্ বৃদ্ধি হওয়া, বিস্তৃত হওয়া+মন্; যাহা সর্ব্ব বস্তুর বৃংহণ বা ব্যাপক, তাহা ব্রহ্ম। মহদ্‌ব্রহ্ম—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, মায়া (শং)। এই মহদ্‌ব্রহ্মই পুরাণের আত্মাশক্তি, মহামায়া—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়করী। সেই প্রকৃতি মম যোনিঃ—গর্ভাধানস্থান স্বরূপ। তস্মিন্—সেই প্রকৃতিতে। অহং গর্ভং দধামি—সর্ব্ব ভূতের কারণ-ভূত বীজ (শং) স্থাপন করি, চৈতন্য শক্তির সঞ্চার করি। ততঃ—সেই সংযোগ হইতে। সর্ব্বভূতানাম্ সম্ভবঃ ভবতি—সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হয়।

যা কিছু পদার্থ, পার্থ, আছে এ সংসারে,
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে, বলেছি তোমারে।
দুয়ের মিলনে এই জগৎ সৃজন,
কে কিন্তু করায় সেই দুয়ের মিলন?
প্রকৃতি চেতনাহীন হয় স্বভাবতঃ
পুরুষ চেতন, কিন্তু নিষ্ক্রিয় সতত।
সে দুয়ে তথাপি হয় যে ভাবে মিলন,
যে ভাবে প্রকৃতি-গুণে বদ্ধ জীবগণ,
সে বন্ধন হ'তে জীব কিসে মুক্তি পায়,
সে পরম তত্ত্বকথা শুন সমুদায়।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

সেই মহৎ যোনি, যাহা হইতে সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি, তাহা যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, তাহা বুঝাইবার জন্যই, তাহাকে মহদ্‌ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ৩।

যত প্রকার জীবযোনি আছে, সেই সর্ব্বযোনিষু, যা মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি—যাহা কিছু মূর্ত্তিমান বস্তু উৎপন্ন হয়। মহৎ ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ—তাহাদের উৎপত্তিহেতু। অহং বীজপ্রদঃ পিতা। মহৎ ব্রহ্ম তাহাদের মাতৃস্থানীয় এবং আমি পিতৃস্থানীয়। ব্রহ্মই প্রত্যেক ভূতে পিতৃরূপে মাতৃরূপে, পরমেশ্বর পরমেশ্বরীরূপে বিরাজিত।

প্রতি মুহূর্ত্তে যে অসংখ্য জীবের জন্ম হইতেছে, তাহাদের কাহারও জন্ম আকস্মিক নহে। সকলেই এক নিয়মে আবদ্ধ। ভগবান্‌ই প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ কর্ম্মের অনুরূপ দেহ গ্রহণপূর্ব্বক জন্মলাভ করিবার কারণ। তিনিই প্রত্যেক জীবকে উপযুক্ত পিতৃ-শরীরে প্রবেশ করাইয়া,

---

সর্ব্ব সৃষ্ট বস্তু হ'তে যে বস্তু মহৎ,
পরিব্যাপ্ত যাহে এই বিশাল জগৎ,
জীবসৃষ্টি-তত্ত্ব — সেই যে মহৎ ব্রহ্ম, কৌরব-কুমার!
যোনি মম—গর্ভাধান স্থান সে আমার।
সেই মহদ্‌ব্রহ্মবক্ষে করি অধিষ্ঠান
জগৎ-উৎপত্তি-হেতু করি গর্ভাধান।
আমার যে আত্মভাব ভরত-নন্দন,
বীজরূপে সে যোনিতে করি হে স্থাপন।
আমা হ'তে সেই দুয়ে এই যে মিলন,
তাহে হয় সমুদয় ভূতের সৃজন। ৩।

সত্ত্বং রজ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্ ॥৫॥

পরে উপযুক্ত মাতৃগর্ভে স্থাপন করিবার কারণ; এবং সেই গর্ভ রক্ষাপূর্ব্বক তাহার জন্ম লাভের কারণ। আর তিনিই স্বয়ং জীব হইয়া, পিতামাতা হইয়া, এবং পিতামাতা হইতে শরীর ধারণ পূর্ব্বক সন্তান হইয়া জন্ম লই-বার কারণ। ৪।

অতঃপর প্রকৃতির গুণ কি কি, এবং সেই ত্রিগুণের ভাবে ক্ষেত্র যে ভাবে রঞ্জিত হইয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে যে ভাবে রঞ্জিত করে, তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করে, ৫—১৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

হে মহাবাহো! প্রকৃতি-সম্ভবাঃ সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, "গুণ" এই পারিভাষিক নামে অভিহিত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন ভাব। অব্যয়ং দেহিনং নিবধ্নন্তি—দেহাভিমানী জীব যাহা প্রকৃত পক্ষে অব্যয়, নির্ব্বিকার, তাহাকে বদ্ধ করে; সুখ দুঃখ মোহাদি পাশে আবদ্ধ করে। (দেহাভিমান-মুক্ত জীবকে নহে)।

ত্রিগুণতত্ত্ব। ত্রিগুণ কি, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সাংখ্য-দর্শন মতে ত্রিগুণ প্রকৃতির অঙ্গ। গুণে ও প্রকৃতিতে অঙ্গাঙ্গী ভাব। ত্রিগুণের যে সমষ্টি ও সাম্যাবস্থা, তাহাই প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষের অধীন নহে। প্রকৃতি পুরুষ দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব।

ঈশ্বরের	দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর।
প্রেরণায়	নর পশু পক্ষী আর বৃক্ষাদি স্থাবর
সর্ব্বজীবের	চরাচরে সমস্ত যোনিতে, কুন্তী-সুত!
জন্ম	মূর্ত্তিমান বস্তু হয় যা' কিছু উদ্ভূত।
	মহৎ ব্রহ্ম—মহামায়া, মাতৃরূপা তা'র,
	বীজপ্রদ পিতা পার্থ, আমিই তাহার। ৪।

সাংখ্যের এই দ্বৈতবাদ বেদান্তে নাই। শ্রুতি অনুসারে তত্ত্ব একই। তাহা ব্রহ্ম। ব্রহ্মের যাহা পরা শক্তি, তাহা মায়া। আর সেই মায়ারই এক ভাব প্রকৃতি (তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ); এবং যাঁহার সেই মায়া, তিনিই মহেশ্বর বা ব্রহ্ম। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"। শ্বেতাশ্বতর —৪।১০। অতএব প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহা ব্রহ্মেরই এক ভাব।

গীতায় উভয় মতের সামঞ্জস্য পাই। ভগবান্ বলিয়াছেন, আমিই জগতের পরম কারণ (৭।৬); প্রকৃতি আমার, ৭।৪—৫। অর্থাৎ আমারই এক ভাব। ত্রিগুণ প্রকৃতি-সম্ভব (১৪।৫)। আমার অধিষ্ঠানে প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে (৯।১০)। সেই জগতে যে সকল সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাব, সে সকল আমা হইতে হয় (৭।১২)। ইহাই আমার গুণময়ী দৈবী মায়া (৭।১৪)।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর হইতে পরমা প্রকৃতি গর্ভে এই তিন গুণের উদ্ভব। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহার দৈবী মায়ার ত্রিবিধ বিকাশ ভাবই "ত্রিগুণ।" ভগবানের সৎ চিৎ ও আনন্দ ভাবের প্রতিরূপ, পরমা প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণ। প্রকৃতির অলস নিশ্চেষ্ট ভাব তমঃ; চঞ্চল সক্রিয় ভাব রজঃ এবং সংযত শান্ত সক্রিয় ভাব সত্ত্ব। তমঃ জড়াবস্থা, রজঃ চঞ্চলাবস্থা ও সত্ত্ব শান্ত সংযত অবস্থা। তমঃ শক্তির অপ্রকাশ, রজঃ নিম্নতর শক্তির প্রকাশ ও সত্ত্ব উচ্চতর শক্তির বিকাশ। গুণ অর্থাৎ রজ্জুর ন্যায় তাহারা জীবকে বদ্ধ করে, তজ্জন্য তাহাদের নাম গুণ। ৫।

এই ভাবে আমা হ'তে লভি কলেবর

<u>গুণত্রয়</u> শুন হে, যে ভাবে ভ্রমে সংসার ভিতর।

<u>যে ভাবে</u> সত্ত্ব রজ তম তিন, প্রকৃতি-সম্ভূত

<u>জীবকে</u> "গুণ" এই নামে হয় যাহারা বিদিত

<u>বদ্ধ করে</u> দেহী জীবে বদ্ধ করে, কৌরব-কুমার!

যদিও সে স্বরূপতঃ মুক্ত নির্ব্বিকার। ৫।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥

এক্ষণে কোন কোন গুণ কি করিয়া এবং কি ভাবে জীবকে বদ্ধ করে তাহা বলিতেছেন। তত্র সত্ত্বং—সেই তিনের মধ্যে সত্ত্বগুণ। নির্ম্মলত্বাৎ—নির্ম্মল, স্বচ্ছ বলিয়া। প্রকাশকম্—যেমন সূর্য্য স্বয়ং নির্ম্মল, উজ্জ্বল এবং অন্য বস্তুকে উজ্জ্বলিত করিয়া প্রকাশিত করে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণ আপনি নির্ম্মল ও অন্য বস্তুকে উজ্জ্বলিত করিয়া প্রকাশিত করে। এবং তাহা অনাময়ং—নিরুপদ্রব, শান্তিময় ভাবযুক্ত; সুতরাং সত্ত্বের বিকাশে হৃদয়ে শান্তির উদয় হয়। এই হেতু সত্ত্ব গুণ, স্বকার্য্য, সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি—চিত্তবৃত্তি সমূহ শান্ত হওয়ায়, সুখ জন্মাইয়া এবং প্রকাশক বলিয়া জ্ঞান জন্মাইয়া সুখের ও জ্ঞানের অভিমানে বদ্ধ করে। জীব, আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ভাবিয়া তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে সংসারে বদ্ধ হয়।

এই জ্ঞান বিষয়জ্ঞান বা বুদ্ধিজ্ঞান এবং এই সুখও বিষয়সুখ। ইহারা আত্মজ্ঞান এবং আত্মার আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু সাত্ত্বিক অন্তঃকরণের

যে গুণে যে ভাবে দেহী দেহে বদ্ধ হয়
অতঃপর সংক্ষেপতঃ শুন সমুদয়।
সত্ত্বগুণ　সত্ত্ব গুণ নামে যাহা সে তিন মাঝারে
অতিশয় নিরমল জানিবে তাহারে;
বিবিধ বস্তুকে তাহা প্রকাশিত করি
জ্ঞান সুখ　জন্মায় বিবিধ জ্ঞান, কৌরব-কেশরি।
ইহার ধর্ম্ম　সত্ত্বের অপর গুণ, তাহা শান্তিময়,
তা' হ'তে অন্তরে হয় সুখের উদয়।
সুখ আর জ্ঞান সত্ত্ব জন্মায়ে অন্তরে
সুখী জ্ঞানী অভিমানে জীবে বদ্ধ করে। ৬।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

ধর্ম্ম—ক্ষেত্রধর্ম্ম, ১৩।৬ ও ১৩।১১ শ্লোক দেখ। ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয় প্রকাশ হইলে, বিষয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব ও পূর্ণত্বাদি অনুভব করিয়া যে চিত্ত-প্রসাদ Æsthetic Pleasure জন্মে, তাহাই সত্ত্বগুণজ সুখ। তাহা ইন্দ্রিয়-পরায়ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিজনিত সুখ নহে। ৬।

হে কৌন্তেয়! রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি—রজোগুণকে রাগাত্মক, রাগই তাহার স্বরূপ (মধু) অথবা রাগের হেতুভূত (রামা) জানিও। তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং—তাহা হইতে তৃষ্ণা ও সঙ্গ বা আসক্তির উদ্ভব। তৎ—

ভোগের সামগ্রী যত আছে ত্রিভুবনে
সে সবের উপভোগ স্মরণে চিন্তনে
রজোগুণ রঞ্জিত—অঙ্কিত হয় জীবের হৃদয়,
বস্ত্রখণ্ড গৈরিকাদি-যোগে যথা হয়।
হৃদয়ের এ যে ভাব, রাগ নাম তার
রজোগুণ হ'তে হয় এ ভাব-সঞ্চার।
রাগ তৃষ্ণা রজের স্বরূপ ইহা; ইহা হ'তে হয়
ইহার ধর্ম্ম ইষ্ট বস্তু উপভোগে তৃষ্ণার উদয়।
সে বস্তু পাইলে প্রীতি জনমে অন্তরে
অনুরাগে মনে তারে আলিঙ্গন করে;
অবিরত লগ্নমত তার সনে রয়,
আসঙ্গ তাহার নাম, কৌরব-তনয়!
এই তৃষ্ণা, এ আসঙ্গ—এরই বশে, হায়!
কর্ম্মাসক্ত জীব যত সুখের আশায়।
এই ভাবে কর্ম্মাসক্তি জাগায়ে অন্তরে
রজোগুণ, হে কৌন্তেয়! জীবে বদ্ধ করে। ৭।

তম স্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮॥

সেই রজোগুণ। কর্ম্মসঙ্গেন—কর্ম্মাসক্তির দ্বারা। দেহিনং নিবধ্নাতি—দেহাভিমানী জীবকে নিবদ্ধ করে। রজোগুণবশে জীব সুখলাভের লোভে নানা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ হয়।

রাগ, তৃষ্ণা, আসঙ্গ—এই তিন, একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। রূপ রসাদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের বা মনের বিষয়ীভূত হইলে, তাহাতে হৃদয়ে একটি দাগ পড়ে, যেমন গৈরিকাদি-সংযোগে বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত হয়। ইহার নাম রাগ বা রঞ্জনা, রং করা। সেই ভাব প্রীতিকর বোধ হইলে তাহা পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ ইত্যাদি দেখ (২।৬২)। এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পর, চিত্ত যেন তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। আসঙ্গ—আ+সনজ আলিঙ্গন করা+ঘঞ্। যে বৃত্তির দ্বারা চিত্ত প্রাপ্ত অভিলষিত বস্তুতে প্রীতিযুক্ত হইয়া, তাহাতে সংলগ্নবৎ থাকে, তাহার নাম আসঙ্গ বা আসক্তি। আর অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষার নাম তৃষ্ণা। ৭।

তমঃ তু অজ্ঞানজং বিদ্ধি—প্রকৃতির যাহা আবরণী শক্তি, যাহা পদার্থ সকলের যথাযথ জ্ঞান লাভে বাধা উৎপাদন করে, তাহা অজ্ঞান; ইহা সত্ত্বের বিপরীত। তমঃ সেই অজ্ঞানাংশ হইতে উৎপন্ন জানিও (শ্রী)। অতএব

তমোগুণ　প্রকৃতির আবরণী শক্তি যা' অর্জ্জুন!
　　তাহাই অজ্ঞান, তাহে জন্মে তমোগুণ।
নিদ্রালস্য　দেহধারী যত জীব সংসার ভিতর,
প্রমাদ　এই গুণ তাহাদের ভ্রান্তির আকর,
ইহার ধর্ম　প্রমাদ আলস্য নিদ্রা প্রকটিত করি
　　পুরুষে আবদ্ধ করে, ভরত-কেশরি! ৮।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥

তাহা সর্ব্বদেহিনাং মোহনং—সর্ব্ব জীবের মোহজনক; ভ্রান্তি উৎপাদন করে। তৎ—সেই তমঃ। প্রমাদ—অনবধানতা। আলস্য—অনুদ্যম। নিদ্রা—অবসাদবশতঃ বুদ্ধির ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম। এই প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি—জীবকে নিবদ্ধ করে। ৮।

পূর্ব্বোক্তের মধ্যেও আবার যাহার যাহা বিশেষ কার্য্য তাহা বলিতেছেন. শোক দুঃখাদির বহু কারণ বিদ্যমান থাকিতেও, সত্ত্বং। সুখে সঞ্জয়তি—জীবকে সুখাভিমুখী করে। আবার সুখ সন্তোষাদির কারণ স্বভাবতঃ বিদ্যমান্ সত্বেও রজঃ—রজোগুণ। নব নব সুখ লাভের জন্য জীবকে কর্ম্মণি সঞ্জয়তি—কর্ম্মে অনুরক্ত করে। তমঃ তু, জ্ঞানম্ আবৃত্য—জ্ঞানকে আবৃত করিয়া। প্রমাদে সঞ্জয়তি উত—অনবধানতাদিতে সংযুক্ত করে। উত—ইত্যাদি, অর্থাৎ আলস্য, নিদ্রাদি। জ্ঞানে যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির হয়, তমোগুণ প্রমাদ আলস্য নিদ্রাদিরূপে তাহা করিতে দেয় না। ৯।

ত্রিগুণের ধর্ম্ম এই, কুরুবংশধর!
বিশেষ যে কর্ম্ম যার, শুন অতঃপর।
বিবিধ দুঃখের হেতু থাকিতে সংসারে
সত্ত্ব গুণ জীবে সুখে অনুরক্ত করে।
নব নব সুখ লাভ তরে, হে অর্জ্জুন!
জীবে কর্ম্মে অনুরক্ত করে রজোগুণ।
জ্ঞানে সমাবৃত করি তমোগুণ আর
করে পার্থ, নিদ্রালস্য-প্রমাদ-সঞ্চার। ৯।

ত্রিগুণের বিশেষ কর্ম্ম

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥১০॥

এরূপ হওয়ার কারণ, সর্ব্ব সময়ে তাহারা সমভাবে থাকে না। এই তিনের স্বভাবই এই যে, তাহারা পরস্পর আশ্রিত ও নিত্য সহচর হইলেও প্রত্যেকে অন্য দুইটীকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে,—সাংখ্য-কারিকা, ১২। স্বভাব বা পূর্ব্ব কর্ম্মবশে (রামা) কখন, রজ ও তমকে অভিভূয়—দুর্ব্বল করিয়া। সত্ত্বং ভবতি—সত্ত্ব প্রবল হয়। তখন সত্ত্বের কার্য্য, জ্ঞান সুখ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কখন সত্ত্ব ও তমকে দুর্ব্বল করিয়া রজঃ প্রবল হয়, তখন তাহার কার্য্য, রাগ তৃষ্ণাদি উৎপন্ন হয়। আর কখন সত্ত্ব ও রজকে দুর্ব্বল করিয়া তমঃ প্রবল হয়। তখন তাহার কার্য্য, প্রমাদ আলস্যাদি উৎপন্ন হয়। ১০।

এরূপ যে হয় তার কারণ, অর্জ্জুন!
সর্ব্ব কালে সমভাবে না রয় ত্রিগুণ।
ত্রিগুণের স্বভাব — তিনে নিত্য সহচর, তবু পরস্পরে
পরস্পর দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করে।
রজ আর তমোগুণে করিয়া দুর্ব্বল
স্বভাবের বশে সত্ত্ব যখন প্রবল
জানিবে তাহার কার্য্য প্রকাশে তখন
জ্ঞান সুখ শান্তি আদি, ভরত-নন্দন!
তমঃ সত্ত্বে হীন করে যবে রজোগুণ,
জন্মে কর্ম্মে অনুরাগ তৃষ্ণাদি, অর্জ্জুন!
হীন করে সত্ত্ব রজে তমোগুণ যবে,
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা জনমে হে, তবে। ১০

সর্ব্বদ্বারেষু দেহে ঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বম্ ইত্যুত ॥১১॥

সত্ত্বাদি বর্দ্ধিত হইলে যে যে বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহা বলিতেছেন। অস্মিন্ দেহে, সর্ব্বদ্বারেষু—এই দেহে জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলে। যদা প্রকাশে (সতি)—যখন শব্দাদি বিষয় সকল প্রকাশিত হইলে। জ্ঞানম্ উপজায়তে—জ্ঞানের বিকাশ হয় (রামা)। তদা সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ—তখন সত্ত্ব বলবান্ জানিবে। উত—আরও অর্থাৎ সুখ শান্তি প্রভৃতি লক্ষণদ্বারাও সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে।

সত্ত্ব বর্দ্ধিত হইলে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি বলবতী হয়। অন্তঃকরণ অধিকতর সত্যের পরিচয় পাইতে থাকে। সাত্ত্বিকের চক্ষু অন্যের চক্ষু

বিবৃদ্ধ সত্ত্বগুণের লক্ষণ

নয়ন, শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়-নিকর
এ দেহে জ্ঞানের দ্বার যাহা, নরবর !
যে সকলে রূপ, রস গন্ধাদি বিষয়
যথাযথ প্রকাশিত হ'লে সমুদয়,
জ্ঞানের বিকাশ হয় হৃদয়ে যখন,
সত্ত্ব গুণ বলবান্ জানিবে তখন।
নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় সকল
সত্ত্ব বলবানে রয় অধিক প্রবল ;
রূপজ্ঞানে সমধিক নিপুণ নয়ন,
শব্দবোধে পটুতর প্রখর শ্রবণ,
সমধিক রসগ্রাহী রসন-ইন্দ্রিয়,
ঘ্রাণে পটুতর নাসা, স্পর্শে স্পর্শেন্দ্রিয়।
অন্যের অধিক জ্ঞান সত্ত্বগুণী পায়,
সুখ-শান্তি-বিকাশেও সত্ত্ব জানা যায়। ১১।

লোভঃ প্রবৃত্তি রারম্ভঃ কর্ম্মণাম্ অশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥
অপ্রকাশো হপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥

অপেক্ষা অধিক রূপগ্রাহী; তাহার কর্ণ অন্যের কর্ণ অপেক্ষা অধিক শব্দগ্রাহী ইত্যাদি। যে সকল হইতে সাধারণে কিছুই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সাত্ত্বিক ব্যক্তি সে সকল হইতেও অনেক জ্ঞান লাভ করে। ১১।

রজসি বিবৃদ্ধে—রজঃ বর্দ্ধিত হইলে। এতানি—এই সকল লক্ষণ। জায়ন্তে। যথা, লোভঃ—অন্যায্য বিষয়-স্পৃহা। প্রবৃত্তিঃ—নিষ্প্রয়োজনেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা। কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ—উদ্যমের সহিত নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। আরম্ভ—উদ্যম (মধু)। অশমঃ—অ-শম, অশান্তি। ইহা করিবার পরে আবার ইহা করিব, এইরূপ আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তি। স্পৃহা—অযোগ্য বস্তুতে লালসা। ১২।

তমসি বিবৃদ্ধে এতানি জায়ন্তে—তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। অপ্রকাশঃ—জ্ঞান না জন্মান। অপ্রবৃত্তিঃ—কর্ম্মে অচেষ্টা, আলস্য। প্রমাদঃ—অনবধানতা। মোহঃ—জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্যথা জ্ঞান, স্মৃতিভ্রংশ।

রজোগুণ বলবান অন্তরে যখন
দেখিবে, ভরতর্ষভ! এ সব লক্ষণ,—
অনুচিত অভিলাষ বিবিধ বিষয়ে, (বিবৃদ্ধ রজোগুণের লক্ষণ)
বিবিধ বিষয়ে সদা প্রবৃত্তি হৃদয়ে,
উদ্যমে বিবিধ কর্ম্মে চেষ্টা নিরন্তর,
এ কর্ম্ম করিয়া পুনঃ করিব অপর,
এরূপ ইচ্ছায় চিত্ত সতত আকুল
ভোগ্য বস্তু-লালসায় হৃদয় ব্যাকুল। ১২।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীন স্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

আলস্য প্রমাদ ও মোহ তমোগুণের ধর্ম্ম; অতএব অলস ব্যক্তির পক্ষে সাত্ত্বিক জ্ঞান, সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, ইহ পরলোকে উন্নতির সম্ভাবনা বড় অল্প। যে উদ্যমী ও পরিশ্রমী, তাহার অন্য দোষ থাকিলেও, সে নিকর্ম্মা অলস অপেক্ষা অনেক ভাল। ১৩।

দেহভৃৎ—দেহধারী জীব। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে প্রলয়ং যাতি—সত্ত্ববৃদ্ধি-কালে মৃত হয়। তদা উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্—ব্রহ্মাদি দেবগণের নাম উত্তম; তাহাদের সেবক, উত্তমবিৎ। তাঁহারা যে লোকে গমন করেন, সেই অমল অর্থাৎ রজস্তম বা অজ্ঞানরূপ মলশূন্য দেবলোক প্রভৃতি। প্রতিপদ্যতে—প্রাপ্ত হয়। ১৪।

রজসি—রজোবৃদ্ধিতে। প্রলয়ং গত্বা—মৃত্যু হইলে। কর্ম্মসঙ্গিষু কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য-লোকে। জায়তে—জন্ম লাভ করে। তথা তমসি—তমোবৃদ্ধিতে। প্রলীনঃ—মৃত। মূঢ়যোনিষু জায়তে—মূঢ় যোনিতে জন্ম লাভ করে। মূঢ় যোনি—যে যোনিতে জন্মিলে মূঢ় হইতে হয়, জ্ঞান ধর্ম্মাদি বিকাশের উপায় থাকে না, তাহা মূঢ় যোনি। তামসিক ভাবাপন্ন মনুষ্যযোনি (১৬।১৬, ২০) এবং পশ্বাদি যোনি, মূঢ় যোনি। ১৫।

বিবৃদ্ধ তমোগুণের লক্ষণ

না হয় হৃদয় মাঝে জ্ঞানের উদয়,
জনমে যে জ্ঞান, তা'ও যথাযথ নয়,
প্রমাদ, আলস্য আর,—হে কুরুনন্দন!
তমোবলবানে হয় এ সব লক্ষণ। ১৩।
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে যায় যার প্রাণ
পায় রজস্তমোহীন দেবলোকে স্থান। ১৪।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।

রজসস্তু ফলং দুঃখম্ অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥১৬॥

সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্—সাত্ত্বিক পুণ্য কর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক এবং অধিকতর নির্ম্মল, তাহাতে পাপের মলা থাকে না। আহুঃ—পণ্ডিতেরা বলেন। রজসঃ তু—রাজস কর্ম্মের। ফলং দুঃখং। তমসঃ—তামসিক কর্ম্মের। ফলম্ অজ্ঞানম্। সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের লক্ষণ ১৮ অঃ ২৩—২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সত্ত্বগুণ হইতে অন্তরে এক প্রকার সুখময় শান্তিময় ভাবের উদয় হয়; এবং যেন অন্তরের সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায়। রজোগুণ হইতে সর্ব্ব শরীরে যেন এক প্রকার তীক্ষ্ণ-তীব্র উত্তেজনার ভাব, কি এক প্রকার অস্থিরতা, অশান্তির ভাব উপলব্ধ হয়। মন বা কোন ইন্দ্রিয় কোন এক বিষয়েই অধিকক্ষণ স্থির নিবিষ্ট থাকিতে পারে না। সমস্ত শারীরিক যন্ত্র যেন উত্তেজিত থাকে এবং মনে যেন একটা অসন্তোষ লাগিয়াই থাকে। তমোগুণ হইতে অন্তঃকরণ যেন কি এক প্রকার আবর্জ্জনা রাশিতে পূর্ণ হয়, বুদ্ধি বিবেচনা যেন সব লোপ পায়। ভালকে মন্দ মনে হয়। মন্দকে ভাল মনে হয়। শরীর যেন ভার, অলস, অবসন্ন হয়। মন সর্ব্বদাই যেন

ত্রিগুণভেদে বিভিন্নগতি

রজোগুণ বৃদ্ধিকালে দেহপাত যার
কর্ম্মাসক্ত নরলোকে জন্ম হয় তা'র।
তমোগুণ বলবানে যদি প্রাণ যায়
তবে সে অধম মূঢ় যোনিতে জন্মায়। ১৫।

গুণভেদে কর্ম্মফল

সাত্ত্বিক যে পুণ্য কর্ম্ম, তার ফলে হয়
নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ, সাধুগণে কয়।
রাজস যে কর্ম্ম, দুঃখ পরিণাম তার,
তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান-বিস্তার। ১৬।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতো ঽজ্ঞানম্ এব চ ॥১৭॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥

অপ্রসন্ন, ভয়-শোক-নিদ্রাভারাক্রান্ত এবং নীচগামী হয়। চিত্তে রাজসিক বা তামসিক ভাব থাকিতে নির্ম্মল সুখভোগ হয় না; দুঃখমোহ বা দুঃখ-মোহসংবলিত সুখ, নিরানন্দমাখা আনন্দ ভোগ হয়। ১৬।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। ১৭।

সত্ত্বস্থাঃ—সত্ত্বগুণে স্থিত অর্থাৎ সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি—ঊর্দ্ধে গমন করে। তাহারা সর্ব্বরূপে উন্নতির পথে চলে; ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে দেবাদি উচ্চলোক প্রাপ্ত হয়। রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি—রাজসিক ব্যক্তিগণ মধ্য অবস্থায় অবস্থিতি করে। তাহা-দের অধিক উন্নতি বা অবনতি হয় না। জঘন্য গুণ, নিকৃষ্ট তমোগুণ। তাহার বৃত্তি, প্রমাদাদি। তাহাতে স্থিতাঃ তামসাঃ জনাঃ। অধঃ গচ্ছন্তি—অধস্তন লোক,—মূর্খ বর্ব্বর শ্রেণীর মনুষ্য এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বরূপে তাহাদের অধোগতি হয়।

সংসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের স্বভাব কিরূপ, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব একটি উপমাদ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন।

সত্ত্ব হ'তে জন্মে জ্ঞান, লোভ রজোগুণে,
অজ্ঞান প্রমাদ আর মোহ তমোগুণে। ১৭।

ত্রিগুণ-ফলে বিভিন্ন গতি

সত্ত্বগুণ-বিভূষিত হৃদয় যাহার
সর্ব্বরূপে সমুন্নতি হয়ে থাকে তা'র;
মধ্যম দশায় স্থিতি করে রজোগুণী,
নীচ গতি পায়, যারা নীচ তমোগুণী। ১৮।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্য শ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥

• একটা বনের মাঝ দিয়ে একজন যাচ্ছিল। এমন সময় তিন জন ডাকাত এসে তাকে ধর্‌ল। সর্ব্বস্ব কেড়ে নিল। এক জন ব'ল্‌লে, একে রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল। আর এক জন ব'ল্‌লে, না, মেরে কাজনি, হাত পা আচ্ছা ক'রে বেঁধে, ফেলে রাখা যাক্। এই ব'লে তা'রা তার হাত পা বেঁধে রাখ্‌লে। তখন সে ভারি মিনতি করে তৃতীয় চোরের কাছে আশ্রয় চাইলে, তা'র দয়া হ'ল এবং সে তাহার বন্ধন খুলে দিয়ে সদর রাস্তায় নিয়ে এসে ব'ল্‌লে—এই রাস্তা ধ'রে পলাও, ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

এই সংসারই মহা অরণ্য; তার মাঝে সত্ত্ব, রজ, তম তিন ডাকাত, জীবের তত্ত্ব জ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ তাকে বিনাশ ক'র্‌তে চায়, রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে; সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিলে, রজঃ ও তমোগুণের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সে কাম, ক্রোধ, শোক মোহ রূপ সংসারের বন্ধন খুলে দেয়। কিন্তু সেও চোর, তত্ত্ব জ্ঞান ফিরে দেয় না। তবে বাড়ী যাবার, জীবের পরম ধামে যাবার পথে তুলে দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ী, আর এই তার পথ চলে যাও। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।—কথামৃত। ১৮।

প্রকৃতি পুরুষ　দর্শকস্বরূপ জীব, অর্জ্জুন যখন
বিবেক জ্ঞান　ত্রিগুণের ধর্ম্ম এই করে দরশন,
মুক্তি　সংসারের এই যত কর্ম্ম হয়,—তা'র
(১৯-২০)　গুণত্রয় ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাই আর,
পায় পুনঃ গুণাতীত তত্ত্বের সন্ধান
তখন সে মম ভাব পায়, মতিমান্! ১৯।

গুণান্ এতান্ অতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈ র্বিমুক্তো ঽমৃতম্ অশ্নুতে ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈ র্লিঙ্গৈ স্ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে ॥২১॥

৫—১৮ শ্লোকে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বিবৃত হইল। প্রকৃতি কর্ম্ম করিয়া যায় আর পুরুষ (জীব) সেই ব্যাপার কেবল দেখিতে থাকে। জীবের ধর্ম্মই দেখে যাওয়া; দ্রষ্টৃত্বই তাহার স্বরূপ। সাধারণ অবস্থায় সেই জীব ভ্রান্ত অহঙ্কারের বশে, প্রকৃতির সেই কর্ম্মকে আপনার কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। কিন্তু যখন সেই দ্রষ্টা—দর্শকস্বরূপ জীব। গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি—গুণত্রয় ভিন্ন অন্যকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে না; এবং গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি—গুণসমূহ হইতে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ, গুণাতীত তত্ত্বকে জানিতে পারে। তখন সে মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি—আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। ১৯।

তখন দেহী—জীব। দেহ-সমুদ্ভবান্—দেহাদির উদ্ভব যাহা হইতে; দেহোৎপত্তির বীজভূত (শং)। এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য—এই গুণত্রয়ের কার্য্যসমূহকে অতিক্রম করিয়া। এবং তৎকৃত জন্ম-মৃত্যু জরা-জনিত-দুঃখৈঃ বিমুক্তঃ—মুক্ত হইয়া। অমৃতম্ অশ্নুতে—মোক্ষ লাভ করে। ২০।

অনন্তর অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে প্রভো! মনুষ্য কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি। তিনি কিমাচারঃ? কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে? লিঙ্গ—চিহ্ন। ২১।

সেই পারে অতিক্রম করিতে, অর্জ্জুন!
দেহোৎপত্তি-বীজভূত এই যে ত্রিগুণ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখে মুক্ত হ'য়ে যায়,
মোক্ষামৃতরসপানে জীবন জুড়ায়। ২০।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহম্ এব চ পাণ্ডব॥
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥২২॥

২২—২৫ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। হে পাণ্ডব! গুণাতীত ব্যক্তি, সত্ত্বকার্য্য প্রকাশম্ (১৪।৬), রজঃকার্য্য প্রবৃত্তিং (১৪।৭) ও তমঃকার্য্য মোহম্ এব চ (১৪।৮)। সংপ্রবৃত্তানি—স্বতঃ উপস্থিত

অর্জ্জুন কহিলেন।

ত্রিগুণ অতীত যিনি কি তাঁর লক্ষণ,
কেমন তাঁহার প্রভু, কহ আচরণ?
কি উপায়ে এ ত্রিগুণ অতিক্রান্ত হয়,
কৃপা করি দাসে তব কহ, দয়াময়! ২১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ যাঁরা, যাঁরা যোগসিদ্ধ জ্ঞানী
মম ভক্ত আর, এরা গুণাতীত মানি।

গুণাতীতের লক্ষণ

জ্ঞান, সুখ, শান্তি আর ভাসে সত্ত্ব গুণে,
রজে কার্য্যে প্রবৃত্তি ও মোহ তমোগুণে;
ইত্যাদি যা' ত্রিগুণের কার্য্য সমুদয়
কখন প্রবৃত্ত কভু নিবৃত্ত বা হয়।
স্বভাবতঃ যবে হয় তা'দের উদয়
গুণাতীত সে সকলে বিরক্ত না হয়।
অথবা নিবৃত্ত হয় তাহারা যখন
পুনরায় তা'দিকে না করে আকিঞ্চন।
গুণাতীত পুরুষের এ সব লক্ষণ,
অতঃপর কহি শুন তাঁর আচরণ। ২২।

উদাসীনবদ্ আসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যো২বতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥

হইলে। ন দ্বেষ্টি—তৎপ্রতি দ্বেষ করে না। এবং নিবৃত্তানি—তাহারা স্বতঃ নিবৃত্ত হইলে। ন কাঙ্ক্ষতি—তাহাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা করে না। স গুণাতীতঃ উচ্যতে, ২৫ শ্লোকের সহিত অন্বয়। এখানে প্রকাশাদির উল্লেখ দ্বারা সমস্ত গুণকার্য্য লক্ষিত হইয়াছে (শ্রী)। ২২।

২৩—২৫ শ্লোকে গুণাতীতের আচরণে বলিতেছেন। যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ—উদাসীনের ন্যায় নিরপেক্ষ। এবং গুণৈঃ—গুণকার্য্য সুখ দুঃখাদিতে। ন বিচাল্যতে—বিচলিত হয় না। এবং গুণাঃ বর্ত্তন্তে—গুণত্রয়ই দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বিষয়াদির আকারে পরিণত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, আত্মা নহে (শং)। ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি—এরূপ জানিয়া যে স্থিতি করে। এবং ন ইঙ্গতে—বিচলিত হয় না। স গুণাতীতঃ উচ্যতে। অবতিষ্ঠতি—পরস্মৈ পদ আর্ষ। ২৩।

জীবন্মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে গুণত্রয় যে আপন আপন ক্রিয়া করে না, তাহা

ত্রিগুণাতীতের আচরণ

সর্ব্ব ভাবে নিরপেক্ষ সংসারে যে রয়
সুখ দুঃখাদিতে কভু চঞ্চল না হয়,
গুণত্রয় মাত্র এই যত কর্ম্ম করে
ইহা জানি, বিচলিত না হয় অন্তরে। ২৩।
সুখ দুঃখ তুল্য দুই, প্রসন্ন হৃদয়,
কাঞ্চন, পাষাণ, লোষ্ট্র,—তুল্য সমুদয়,
ধীর যিনি, অপ্রিয় বা প্রিয় সমজ্ঞান,
নিন্দা বা প্রশংসা যাঁর উভয় সমান। ২৪।

মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥
মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥

নহে। দেহ থাকিলেই দেহের ধর্ম্ম থাকিবে। তবে তিনি সে সকলে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়েন না। ইহাই জীবন্মুক্তের বিশেষত্ব।

তিনি সম-দুঃখ-সুখঃ। কারণ তিনি স্বস্থঃ—আপন স্বরূপে স্থিত, অন্যের দ্বারা চালিত নহেন। (শং)। শেষ স্পষ্ট। লোষ্ট্র—ঢিল। অশ্ম—প্রস্তর। সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী—সমস্ত সকাম কর্ম্ম যে ত্যাগ করে।

২২—২৫ শ্লোকে ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কহিলেন। ২অঃ ৫৫—৫৯, ৬১, ৬৪—৬৫, ৬৮—৭১ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ; ৫ অঃ ২—৯, ১৮—২৬ শ্লোকে জ্ঞানী সন্ন্যাসীর লক্ষণ; ৬অঃ ৪—৯ শ্লোকে সিদ্ধ যোগীর লক্ষণ এবং ১২ অঃ ১৩—২০ শ্লোকে ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সমান। সকলেই জীবন্মুক্ত। সকলেই প্রকৃতিজ গুণ,—রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখাদির অতীত হইয়াছেন। ইহাই সিদ্ধি বা ব্রাহ্মী স্থিতি। কর্ম্ম জ্ঞান ধ্যান ভক্তি—যে ভাবেই সাধনা হউক, পরিণামে সবই সমান। কিন্তু ভক্তই সহজে ত্রিগুণাতীত হইয়া পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে (৬.৪৭)। পর শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। ২৪—২৫।

এই গুণাতীত ভাব লাভের প্রধান উপায় ভক্তি। অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন যঃ মাং চ সেবতে—এবং অবিচলা ভক্তিতে যে আমার সেবা

মান আর অপমান সমান যাঁহার,
শত্রু মিত্র—উভয়েই তুল্য ব্যবহার,
কামবশে কোন কর্ম্ম করে না কখন,
গুণাতীত বলে তাঁরে শাস্ত্রবিদ্গণ। ২৫।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

ইতি গুণত্রয়বিভাগ-যোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

করে। স এতান্ গুণান্ সমতীত্য—অতিক্রম করিয়া—প্রকৃতির ধর্ম্মের ঊর্দ্ধে উঠিয়া, প্রকৃতির গুণমোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া। ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে—ব্রহ্মভাব, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে সমর্থ হয়। মামেব যে প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি ৭।১৪ শ্লোক দেখ। ২৬।

মদ্ভক্তিদ্বারা যে ব্রহ্ম লাভ হয়, তাহার কারণ (হি), অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা। যেমন সূর্য্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশস্বরূপ, তদ্রূপ আমিই ঘনীভূত ব্রহ্ম (শ্রী)। আমি ব্রহ্মের প্রকাশিত বিগ্রহ। আর আমিই অব্যয়স্য অমৃতস্য চ প্রতিষ্ঠা—অমৃত যাহা মৃত, বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ নিত্য, এবং অব্যয়—নির্ব্বিকার যে সত্য বস্তু, আমি তাহার প্রতিষ্ঠা। আমি

অনন্যা ভকতিযোগে যে জন আমায় সেবে
ত্রিগুণের অতীত সে হয়;
অতিক্রমি গুণত্রয় সেই ভক্ত যোগ্য হয়
ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে, ধনঞ্জয়! ২৬।

আমি সে ব্রহ্ম, জানিও, অর্জ্জুন,
ভগবানের স্বরূপ
আমি হে সাকার ব্রহ্ম, ধনঞ্জয়!
অক্ষয় অমৃত নিত্য বস্তু যাহা
আমি সেই সত্যস্বরূপ অব্যয়;
জগৎ-ধারণ যে নিয়ম-চক্রে
সেই নিত্য ধর্ম্ম আমাতেই রয়,
যে সুখ অখণ্ড পরম আনন্দ,
সে আনন্দরূপ আমি হে, নিশ্চয়। ২৭।

সত্যস্বরূপ বা সৎস্বরূপ। ও শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ প্রতিষ্ঠা—সনাতন ধর্ম্মও আমাতে পর্য্যবসিত ; জগতে যে সনাতন ধর্ম্মচক্র (Absolute Law of the Universe). ১১।১৮ দেখ, তাহা আমাতে প্রতিষ্ঠিত। ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠা—অনন্ত অখণ্ড যে আত্যন্তিক সুখ (৬।২৮ দেখ) যে পরমানন্দ, তাহাও আমাতে প্রতিষ্ঠিত; আমি সেই আনন্দ-স্বরূপ। ২৭।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে জীবের উৎপত্তি, (৩—৪) গুণত্রয়ের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (৫—১৮), গুণবন্ধন হইতে মুক্তি ; সেই জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষের আচরণ (১৯—২৬) এবং ভগবানের স্বরূপ (২৭) বিবৃত হইয়াছে। এক পরমেশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতির গুণ-বৈচিত্র্য হইতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের বিকাশ এবং সেই বৈচিত্র্যের গুণভেদের বিচার মোক্ষপ্রদ (১—২)।

———•:•:•———

গুণতত্ত্ব পেয়ে পার্থ গুণাতীত হ'ল।
"দাস" কেন গুণমোহে মোহিত র'হিল !

গুণত্রয়-বিভাগ যোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

———

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষোত্তম-যোগঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ঊৰ্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহু রব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি য স্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

না হ'লে বৈরাগ্যোদয় পরিস্ফুট নাহি হয়
আত্মজ্ঞান ভক্তি আর হৃদয়ে কখন,
তাই প্রভু পঞ্চদশে দিলা ভক্তে কৃপাবশে
বৈরাগ্য-বাটনামাখা জ্ঞানের ব্যঞ্জন—শ্রীধর।

১৩৷২ শ্লোকে বলিয়াছেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তাহার মধ্যে ক্ষেত্রের সম্বন্ধে যাহা যাহা বিশেষ কথা, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে তাহা বলিয়াছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ, যে সংসারে বদ্ধ হইয়া সংসারী জীব হয়, সেই সংসারের স্বরূপ, যেরূপে ক্ষেত্রজ্ঞের সংসারদশা হয়, এবং সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি তত্ত্ব এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

সংসার নিত্য মুক্ত জীব প্রকৃতির বশে
অশ্বত্থ সংসারে আবদ্ধ হয়,
(১—২) কিবা সে সংসার? কি স্বরূপ তার?
কোথা তার মূল রয়;

ইহাতে উত্তম পুরুষ, পুরুষোত্তমের পরম ধাম প্রাপ্তির উপায় বলা হইয়াছে, তজ্জন্য ইহার নাম পুরুষোত্তমযোগ।

ঊর্দ্ধমূলম্—ঊর্দ্ধ উৎকৃষ্ট, ক্ষর অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম, পুরুষোত্তম ভগবান্ যাহার মূলস্বরূপ। এবং অধঃশাখম্—অধঃ অর্ব্বাচীন, সেই ভগবান্ হইতে নিকৃষ্ট; ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্ব বস্তু যাহার শাখাস্বরূপ। আর যদিও ইহা অচিরস্থায়ী, তথাপি অনাদি কাল হইতে প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া, অব্যয়ং—নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগেই যখন সংসারের সৃষ্টি (১৩.২০—২৬) এবং সেই প্রকৃতি-পুরুষ যখন অনাদি ভগবানের অনাদি শক্তি (১৩।১৯) তখন সংসারকেও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; নতুবা ঈশ্বরেরও অনাদিত্বে হানি হয়। এতাদৃশ সংসার বিনশ্বর বলিয়া, অশ্বত্থং প্রাহুঃ—অশ্বত্থ নামে কথিত হয়। যাহা শ্ব অর্থাৎ প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে তাহা শ্বত্থ। ন শ্বত্থ—অশ্বত্থ, যাহা প্রভাত পর্য্যন্ত নাও থাকিতে পারে। ছন্দাংসি—যাহা ছাদন, আচ্ছাদন বা রক্ষা করে, তাহা ছন্দ বেদ সকল অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মবিধিসমূহ। যস্য পর্ণানি—যাহরি পত্রস্থানীয়। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অপূর্ব্ব ফল লাভ হয় এবং তাহার ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। সুখ-দুঃখ ভোগই সংসার। এজন্য বেদাদি শাস্ত্র সংসার বৃক্ষের আচ্ছাদক পর্ণস্বরূপ। যতদিন

জীব বা কি ভাবে আসি এই ভবে
ঘুরে ফিরে বার বার,—
কিরূপে মোচন তাহার বন্ধন,
শুন, পার্থ! তত্ত্ব তার।
"শ্ব" অর্থ প্রভাত, তাহা শ্বত্থ,—যাহা
প্রভাত পর্য্যন্ত রহে,
প্রভাত পর্য্যন্ত স্থিতি নাই যার,
তাহারে "অশ্বত্থ" কহে।

পত্র থাকে, বৃক্ষও ততদিন সজীব থাকে। তদ্রূপ বৈদিক কর্ম্মবিধি যতদিন থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মফল-প্রকাশহেতু সংসারও থাকিবে (শং)। তং যঃ বেদ—ঈদৃশ সংসার-বৃক্ষকে যে জানে। স বেদবিৎ—বেদের মর্ম্মবেত্তা।

ঈশ্বর সংসারবৃক্ষের মূল ও ব্রহ্মাদি সমস্ত শাখাস্থানীয়। ইহা অচিরস্থায়ী, তথাপি প্রবাহরূপে নিত্য। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহার স্থিতি। সংসারে থাকিয়াই বেদোক্ত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করা যায় বলিয়া, ইহা সেব্যও বটে এবং তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ইহা ছিন্ন হয়। ইহাই বেদের মর্ম্ম। যে ইহা বুঝে সেই বেদবিৎ। ১।

এই যে সংসার প্রভাত পর্য্যন্ত
রয় কিম্বা নাহি রয়,
তাই জ্ঞানিগণ অশ্বত্থ যেমন
কহে তারে, ধনঞ্জয় !
ভগবান্ মূল রহে উর্দ্ধে তার,
উর্দ্ধমূল তরুবর ;
নিম্নদেশে রয় শাখারূপে যত,
ব্রহ্মা আদি চরাচর।
বেদ পত্র তার ;— বৈদিক কর্ম্মের
আশ্রয়ে সংসারী রয়,
বেদের বিধানে সংসার-বিধান
অব্যাহত, ধনঞ্জয় !
যদিও নশ্বর, তবু তরুবর
প্রবাহরূপে অক্ষয়,
এই তরুবরে যে জানিতে পারে,
সেই বেদবেত্তা হয়। ১।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতা স্তস্য শাখাঃ
　　গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
　　কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

তস্য—এই সংসার-বৃক্ষের। শাখাঃ অধঃ ঊর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ—ব্রহ্মাদি সর্ব্ব জীবই শাখাস্থানীয়; তন্মধ্যে পাপকর্ম্মাগণ অধোলোকে, নিকৃষ্ট যোনিতে এবং পুণ্যকর্ম্মাগণ ঊর্দ্ধ লোকে দেবাদি উৎকৃষ্ট যোনিতে, এইরূপে উভয় দিকে বিস্তৃত। গুণপ্রবৃদ্ধাঃ—যেমন জলসেকে বৃক্ষ বর্দ্ধিত, তদ্রূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়সংযোগে তাহারা বর্দ্ধিত। বিষয়প্রবালাঃ—বৃক্ষের পক্ষে যেমন প্রবাল বা নবীন পত্র সকল, সংসারের পক্ষে তদ্রূপ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ ভোগ্য বিষয়। নবীন পত্র সকল যেমন বৃক্ষের শোভা-সম্পাদক ও চিত্তাকর্ষক, রূপ রসাদিও তদ্রূপ সংসারের

পুণ্য কর্ম্মশীল　　দেবতা প্রভৃতি,
　　ঊর্দ্ধগামী শাখা তারা,
নিম্নগামী শাখা　　নীচ কর্ম্মবশে
　　নীচ যোনি ভ্রমে যারা।
এই রূপে তার　　ঊর্দ্ধে অধে আর
　　বিস্তৃত শাখা-নিকর,
জলসেকে যথা　　তিন গুণে তথা
　　পরিপুষ্ট নিরন্তর।
রূপ, গন্ধ, রস　　শব্দ ও পরশ—
　　ভোগের সামগ্রী যত
যেন সুকোমল　　কিশলয়-দল
　　শোভে তায় অবিরত;

শোভাসম্পাদক ও চিত্তাকর্ষক। আর যেমন বৃক্ষের একটী প্রধান মূল ও অনেক অন্তরাল মূল থাকে, তদ্রূপ সংসারের প্রধান মূল ঈশ্বর এবং রাগ-দ্বেষ-বাসনা সংস্কারাদি তাহার মূলানি—বহু অন্তরাল মূল। তাহারা অধঃ চ উর্দ্ধং চ উভয় দিকেই অনুসন্ততানি—অনুপ্রবিষ্ট। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের একমাত্র নিয়ামক নহেন, তাহার পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কারাদিও তাহার নিয়ামক; ঈশ্বর আপনার ইচ্ছানুরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন না, পরন্তু জীবের সংস্কারাদির অনুরূপেই করেন; ৯.৮ দেখ। সেই অন্তরাল মূল সকল, মনুষ্যলোক কর্ম্মানুবন্ধীনি—কর্ম্ম যাহার অনুবন্ধ পশ্চাদ্ভাবী, তাহা কর্ম্মানুবন্ধী। জীব কর্ম্মানুসারে উর্দ্ধ বা অধোলোকে গমন করে এবং কর্ম্মক্ষয়ে আবার মনুষ্য-

তৃষ্ণা রাগ দ্বেষ, যাহারা অশেষ
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম যত,
তাহে নরগণে এ নরভুবনে
প্রবৃত্ত করে সতত,
তৃষ্ণাদি সে সব জানিও, পাণ্ডব!
অন্তরাল মূল সম,
কেহ অধোভাগে কেহ উর্দ্ধ ভাগে
অনুস্যূত, নরোত্তম!
এ সংসার-বৃক্ষে মূল সে ঈশ্বর,
ক্ষুদ্র মূল রাগ-দ্বেষ,
ব্রহ্মা স্কন্ধ তার, শাখাদি যে আর
অচর চর অশেষ,
ভোগ্য বস্তু যত কিশলয় মত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফুল আর,
সুখদুঃখ ফল জনমে সে ফুলে,
বীজরূপী সংস্কার। ২।

ন রূপম্ অস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদি র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থম্ এনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ ॥

লোকে আসিয়া পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং সংস্কারাদির পরিণাম কর্ম্ম, তাহারা কর্ম্মানুবন্ধী। আবার মনুষ্যলোকেই কর্ম্মে অধিকার, অন্যত্র নহে (শ্রী)। মানব-দশাতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে জীব দেবত্বও পাইতে পারে, আবার পশুত্বও পাইতে পারে (রামা)। তজ্জন্য মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধী এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগে বিস্তৃত বলা হইয়াছে। ২।

ইহ—এই সংসারে থাকিয়া। অস্য তথা রূপম্—এই সংসার-বৃক্ষের পূর্ব্বকথিত রূপ। ন উপলভ্যতে—জানা যায় না। এবং অন্তঃ ন, আদিঃ চ ন, সংপ্রতিষ্ঠা চ ন—তাহার শেষ, আরম্ভ এবং স্থিতিও জানা যায় না। সুবিরূঢ়মূলম—অত্যন্ত দৃঢ়মূল। এনম্ অশ্বত্থং। দৃঢ়েন অসঙ্গ-শস্ত্রেণ ছিত্বা—

এই সে সংসার-বৃক্ষ, কহিনু তোমায়,
সংসারতত্ত্ব　কোথায় আরম্ভ তার, অন্ত বা কোথায়,
জীবজ্ঞানের　কি নিয়মে স্থিতি তার?—থাকিয়া সংসারে
অতীত　সে তত্ত্ব সংসারী কভু বুঝিতে না পারে।
দৃঢ়মূল এই তরু, হে পাণ্ডুনন্দন,
সুদৃঢ় অসঙ্গ শস্ত্রে করিয়া ছেদন
সংসারেতে অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ
দুইই বর্জ্জন করি, তুমি গুড়াকেশ!
করিবে সন্ধান সেই আদি স্থান তার,
যেখানে যাইলে জীব নাহি আসে আর।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তম্ এব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥

দৃঢ় অনাসক্তি-রূপ অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া। ততঃ তৎ পদং পরি-মার্গিতব্যম্, ৪র্থ শ্লোকের সহিত অন্বয়। অসঙ্গ—অনাসক্তি। অনেকে অসঙ্গ বা অনাসক্তি শব্দে কেবল বৈরাগ্য বুঝিয়া থাকেন। তাহা নহে। তাহারই নাম অনাসক্তি যাহাতে অনুরাগ ও বিরাগ, ভালবাসা ও ঘৃণা—দুইটীই থাকে না। ২।৪৮ দেখ। রাগদ্বেষ দুইই ত্যাগ করাই গীতার উপ-দেশ। কেবল অনুরাগ ত্যাগ নহে। ৩।

ততঃ—তাহার পর। তৎ পদং পরিমার্গিতব্যং—সেই পরম পদের অন্বেষণ করিবে। যস্মিন্ গতাঃ—যে পদ প্রাপ্ত সাধুগণ। ন ভূয়ঃ নিবর্ত্তন্তি পুনরাগমন করেন না। কি ভাবে অন্বেষণ করিবে? যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা—যাঁহা হইতে এই পুরাতনী সংসার চেষ্টা, বিস্তৃত হইয়াছে। যিনি আমাদিগকে সমুদায় প্রবৃত্তি দিয়াছেন। ৭।১২ ও ১০।৮ দেখ। তম্ এব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে—সেই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে, সেই পরম পদের অন্বেষণ করিতে হইবে।

ভগবান্ কহিলেন, সংসারবৃক্ষ ছেদনপূর্ব্বক পরম পদের অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই সংসার কাহাকে বলে? ভগবৎ-সৃষ্ট জগৎ ভগবানের বিভূতি (১০।৪২); তাঁহার সৎ-স্বরূপের ভাব; সুতরাং তাহা ভগবৎ-সত্তার

সংসার মুক্তির উপায় ঈশ্বরভক্তি

অনাদি এ সংসার-প্রবৃত্তি, ধনঞ্জয়,
যে আদি পুরুষ হ'তে সমুদ্ভূত হয়,
একান্ত আশ্রয় ল'য়ে তাঁহারই চরণে
করিবে সন্ধান তাহা পরম যতনে। ৩—৪।

সত্তাযুক্ত ও ভগবৎ-শক্তিতে বিধৃত। জীবের কি সাধ্য, যে তাহা ছেদন করে? অতএব সেই জগৎ এই সংসারবৃক্ষ নহে।

ভগবৎ-সৃষ্ট যে জগৎ তাহা সত্য। আর সেই জগৎ, তাঁহার যোগমায়ার গুণময় ভাবের আবরণে আবৃত হইয়া, আমাদের বাসনা-কাম-সঙ্কল্পদ্বারা রঞ্জিত হইয়া, আমাদের জ্ঞানে যেমন দেখায়, তাহাই আমাদের এই সংসার, phenomenal world, তাহা আমাদের মনঃকল্পিত জগৎ; তাহা আমাদের ভাবের জগৎ। তাহা মিথ্যা।

এই যে রমণী, কেহ ইহাকে কন্যাভাবে, কেহ পত্নীভাবে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ বা ভগ্নীভাবে দেখে। আমার যে প্রেমাস্পদ বন্ধু, আমার চক্ষে সে ভাল; আবার সে যাহার শত্রু, তাহার চক্ষে সে বড় মন্দ। সুন্দরী চীন রমণী আমার চক্ষে কুৎসিতা। এক জন বর্ব্বরের সুখাদ্য, দগ্ধ মাংসখণ্ড আমার একেবারেই অখাদ্য ইত্যাদি। এইরূপে যেখানে যাহা কিছু দেখি শুনি, তাহাই একটা না একটা ভাবের আবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়া, শুনিয়া থাকি। এই গেল এক দিক। আবার, আমার পুত্রের মৃত্যুতে আমি কাতর, কিন্তু ছাগশিশুর মস্তক হাস্যমুখে ছেদন করিতে পারি। আমার সম্পত্তি কেহ লইলে ক্রোধে আত্মহারা হই, কিন্তু বৃক্ষের সম্পত্তি ফলপুষ্পাদি হরণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করি ইত্যাদি। আমরা স্বার্থবশে, রাগদ্বেষাদির বশে পরিচালিত হইয়াই জগৎকে দেখি এবং তাহার যতটুকু মাত্র অংশ আমাদিগের ভোগ্য, কেবল ততটুকুই দেখি, তাহার অধিক নহে। ছাগশিশুর কোমল মাংসখণ্ডই দেখি, তাহার হত্যাকালে তাহার যে যাতনা, তাহা দেখি না। আমাদের কামসঙ্কল্পের দ্বারা রঞ্জিত হইয়াই কোনটী আমাদের চক্ষে সুন্দর, কোনটী কুৎসিত, অথবা কোনটী মনোরম, কোনটী ভয়ানক ইত্যাদি হয়। সকল পদার্থেই কোন না কোন ভাবের আরোপ করি ও তদনুসারে নানা ভাবে দেখি। এইরূপে আমরা আমাদের বাসনার অনুরূপ, স্বার্থ ও অভিমানের অনুরূপ, ভাবের রাজ্য গড়িয়া

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদম্ অব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

লইয়া, তাহা নানা ভাবে ভোগ করি ও তাহাতে আসক্তি হেতু তাহাতে বদ্ধ হই।

এই আমাদের সংসার,—আমাদের ভাবের রাজ্য। ইহা আমার কাছে আমার মত, তোমার কাছে তোমার মত। প্রত্যেকের কাছেই বিভিন্ন।

এখানে স্থূল মর্ম্ম এই যে, এই সংসার কেন হইল? ইহার আদি অন্ত কোথায়? ও কি নিয়মে ইহা চলিতেছে, জীবজ্ঞানে তাহা বুঝা যাইবে না। আমাদিগের কর্ত্তব্য, অশ্বত্থের ন্যায় ইহার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এই মিথ্যা ভাবের রাজ্যের উপর ভালবাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহা হইতে এ সংসারের খেলা, তাঁহার উপর আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। আসক্তি হইতেই সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। তদভাবে আমাদের ভোগবাসনার দ্বারা যে সংস্কার বা হৃদয়গ্রন্থি বহু জন্ম ধরিয়া সংবদ্ধ থাকে, তাহা ভিন্ন হইয়া যায়; এবং আমাদের ভোগ ও কর্ম্মদ্বারা রচিত যে সংসার, তাহার নাশ হয়; তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ। ৪।

কাহারা সেই পরম পদ লাভ করে? নির্ম্মানমোহাঃ—যাহাদিগের মান

প্রিয়ে বা অপ্রিয়ে যাঁর নাই রাগ দ্বেষ,
ভোগের লালসা যাঁর হ'য়েছে নিঃশেষ,
মোহ অভিমান-শূন্য যাঁহার অন্তর, (কাহার)
আত্মজ্ঞান-পরায়ণ যিনি নিরন্তর, (মোক্ষলাভ)
নাই হৃদে দ্বন্দ্বভাব সুখ দুঃখ নামে, (হয়)
সেই জ্ঞানী যান চলি সেই নিত্য ধামে। ৫।

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।

যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

অর্থাৎ অভিমান ও মোহ নাই। অমানিত্বাদি জ্ঞান যাঁহাদের সিদ্ধ হইয়াছে (১৩।৭)। জিতসঙ্গ-দোষাঃ—প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুতে রাগদ্বেষের নাম সঙ্গ (মধু); সেই রাগদ্বেষরূপ দোষ যাঁহাদিগের নাই (১৩।৯ দেখ)। অধ্যাত্ম-নিত্যাঃ—আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ; "অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব" যাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিনিবৃত্তকামাঃ—যাহাদিগের কাম বিশেষরূপে নষ্ট হইয়াছে। সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ—সুখ দুঃখ নামক দ্বন্দ্ব ভাব যাঁহাদিগের নাই; যাঁহারা সুখে উল্লসিত বা দুঃখে অভিভূত হন না; "ইষ্টানিষ্টে সম-চিত্তত্ব" রূপ জ্ঞান যাঁহাদের লাভ হইয়াছে। তাদৃশ অমূঢ়াঃ—মোহবর্জ্জিত সাধুগণ। তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি—সেই মোক্ষপদ লাভ করেন। ৫।

পূর্ব্বোক্ত পরম পদের ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন। সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ পাবকঃ তৎ ন ভাসয়ন্তে—তাহাকে উজ্জ্বলিত, প্রকাশিত করে না; তাহা সূর্য্যাদির আলোকে আলোকিত নহে, পরন্তু স্বপ্রকাশ। সেই যে পরম ব্রহ্মপদ, সাধুগণ যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে। তৎ মম পরমং ধাম—তাহাই আমার পরম স্বরূপ। ইহাই পরম পুরুষের পরম ভাব, অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব (৮।২১ দেখ)। ৬।

রবি, শশধর, কিম্বা বৈশ্বানর
　করে না সেখানে কিরণ-বিস্তার

ভগবানের　সে ধাম, নৃমণি! প্রকাশে আপনি,
পরমধাম　　রবি শশী দীপ্ত প্রভায় তাহার;
মোক্ষপদ　যে পরম ধাম পেলে, গুণধাম!
　এ সংসারে আর আসিতে না হয়,
আমারই স্বরূপ সে পরম তত্ত্ব,
　সেই বিষ্ণুপদ আমি, ধনঞ্জয়। ৬।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

অনন্তর আদ্য পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ও জীবের স্বরূপ বলিতেছেন। জীবলোকে—কর্ম্মভূমি সংসারে। মম এব সনাতনঃ অংশঃ—আমারই সনাতন অংশ। আমার অধ্যাত্ম ভাব (৮।৩)। সনাতন—নিত্য বিদ্যমান। জীবভূতঃ—জীবভাবযুক্ত হয়; কর্ত্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা-ভাবযুক্ত হইয়া সংসারী জীব হয়। এবং জীবভূত হইবার জন্য প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি—প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই ছয়কে। কর্ষতি—আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। এখানে মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ—এই বাক্যদ্বারা, ১৮ তত্ত্ব সমন্বিত সূক্ষ্ম শরীর (১৩।৫) এবং তাহার অন্তর্গত প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সমুদায়কে বুঝাইতেছে। তবে মন ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই জীব বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করে বলিয়া, তাহাদের বিশেষ উল্লেখ।

ভগবানের আত্মারূপ ভাব জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতি হইতে মন বুদ্ধি প্রভৃতি আকর্ষণপূর্ব্বক দেহ গঠন করিয়া, তাহাতে আপনার সৎ-চিৎ-আনন্দভাবের আভাস দিয়া জীবভাবের বিকাশ করেন (৭।৫) এবং সেই জীবভাবের সহিত মাখামাখি থাকিয়া নিজেও জীবভাবযুক্ত হন। এইরূপে অপরিচ্ছিন্ন বিভু আত্মা দেহরূপ উপাধিতে (আধারে) বদ্ধ হইয়া জীব হন। জীবভাবে সংসার-দশায় নানা অংশে বিভক্তের ন্যায় হন; পরমাত্মার অংশরূপে পরিচ্ছিন্ন হন। কিন্তু পরমার্থতঃ তাঁহাতে কোন ভেদ বা খণ্ডিত অংশ নাই। আবার সেই আত্মভাব অনাদি কাল হইতেই জীবভূত হইয়া

জীব — জীবরূপে যাহা ভ্রমে এ সংসারে,
ঈশ্বরেরই — পার্থ, সে আমারি অংশ সনাতন;
সনাতন — প্রকৃতিবিলীন মন ও ইন্দ্রিয়ে
অংশ — সংসার-ভোগার্থ করে আকর্ষণ। ৭।

শরীরং যদ্ অবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রমতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধান্ ইবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

আছে। ঈশ্বর কোন সময়-বিশেষে তাহা সৃষ্টি করেন নাই। পরন্তু তাহা তাঁহার "স্বভাব"; তাঁহারই স্বরূপ (৮।৩, ১০।২০ শ্লোক এবং প্রথম পরিশিষ্ট দেখ) এজন্য তাহা সনাতন। ৭।

জীব যেরূপে সংসারে ভ্রমণ করে ৮—৯ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। ঈশ্বরঃ—দেহাদি সংঘাতের স্বামী জীব অর্থাৎ জীবাত্মা। জীবাত্মা শরীরের ঈশ্বর, প্রভু। কারণ, ইহাই মন প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া উপযোগী দেহ গঠন করিয়া লয়। সেই জীব, কর্ম্মবশে যৎ শরীরম্ অবাপ্নোতি—যখন শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় (শ্রী), তখন যৎ চ উৎক্রামতি—যে শরীর ত্যাগ করে। তাহা হইতে, এতানি গৃহীত্বা সংযাতি—বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করিবার যন্ত্রস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া গমন করে। আশয়াৎ বায়ুঃ গন্ধান্ ইব—বায়ু যেমন কুসুমাদি আধার হইতে গন্ধ লইয়া যায়।

জীবভাবের সহিত মনঃষষ্ঠ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বা সূক্ষ্ম দেহের নিত্যসম্বন্ধ। প্রলয়ে জীব সেই সমস্ত লইয়াই পারমেশ্বরী প্রকৃতিতে লীন হয় এবং পুনঃ

দেহাদির স্বামী সে জীব, অর্জ্জুন!
পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করিয়া যখন
নিজ কর্ম্মবশে অন্য নব দেহে
করে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ,
পূর্ব্ব দেহ হ'তে সেই ইন্দ্রিয়াদি
নিজ সঙ্গে ল'য়ে করে সে প্রয়াণ,
গন্ধের আধার কুসুমাদি হ'তে
গন্ধ ল'য়ে যায় যথা নভস্বান্। ৮।

জীব কিরূপে সংসারে ভ্রমণ করে

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণম্ এব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্ উপসেবতে ॥ ৯ ॥

সৃষ্টিতে সেই সমস্ত লইয়াই আবির্ভূত হয়। সংসার দশাতে জীবের যে পুনঃ পুনঃ দেহান্তর হয়, তাহাতে সূক্ষ্ম দেহ বরাবর তাহার সঙ্গে থাকে। ৮।

অয়ং—এই জীব। শ্রোত্রং, চক্ষুঃ, স্পর্শনং চ, রসনং, ঘ্রাণম্ এব চ—কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়। এবং অন্তরেন্দ্রিয় মনঃ চ অধিষ্ঠায়—আশ্রয় করিয়া বিষয়ান্ উপসেবতে। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা রূপ রসাদি বিষয় উপসেবা করে, ভোগ করে, নিরালম্ব নহে।

জীবের দেহান্ত হইলে, রক্তমাংসাদিগঠিত জড় দেহ মাত্র বিনষ্ট হয়; ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহ বর্ত্তমান থাকে এবং জীবের জীবিত-কালে নানা কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, সেই সূক্ষ্ম দেহ যেরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মা আবার তদুপযোগী বিষয়-ভোগের উপযুক্ত স্থূল দেহ গঠন করিয়া লয় এবং পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। জীব নিজ ইচ্ছায় এখানে আসে না; সে সংস্কারাদি কতক গুলি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আসে এবং আসিয়া পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ জাতিতে জন্মায় ও তদনুরূপ আয়ু ও ভোগ প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম শরীরী জীব কিরূপে স্থূল দেহে প্রবেশ করে, কিরূপে পুনঃ বহির্গত হয় এবং কিরূপে উহাতে থাকিয়া বিষয় ভোগ করে ৭—৯ শ্লোকে তাহা বিবৃত হইল। ৯।

নয়ন, শ্রবণ, স্পর্শন, রসনা,
ঘ্রাণ আর মন করিয়া আশ্রয়,
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আর
ভোগ করে জীব ইন্দ্রিয়-বিষয়। ৯।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তো যোগিন শ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তো ঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

সেই জীবাত্মা, উৎক্রামন্তং—কখন দেহান্তরে গমন করে। স্থিতং বা—কখন বা দেহে অবস্থিতি করে। ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং—অথবা গুণযুক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করে, একক নহে (তিলক)। এ ভাবে আমাদিগের অতি নিকটে থাকিলেও তাহাকে বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি—মূঢ়গণ দেখিতে পায় না। পরন্তু জ্ঞানচক্ষুষঃ—জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। পশ্যন্তি। ১০।

যতন্তঃ—যত্নশীল। যোগিনঃ। এনম্—এই জীবাত্মাকে। আত্মনি—দেহমধ্যে বা বুদ্ধিতে। অবস্থিতং পশ্যন্তি। অকৃতাত্মানঃ—অবিশুদ্ধচিত্ত,

মূঢ়ের ও জ্ঞানীর দর্শন

দেহ হ'তে জীব দেহান্তরে যায়,
কভু দেহমাঝে করে অবস্থান ;
গুণে যুক্ত থাকি বিষয় ভুঞ্জিয়া
সুখদুঃখমোহে কভু ভাসমান।
এ ভাবে নিকটে যদিও সতত,
মূঢ়গণ তবু দেখিতে না পায়,
জ্ঞানের নয়ন আছে কিন্তু যার
অন্তর্লক্ষ্যে দেখে সেই জন তায়। ১০।
দেহস্থ সে জীবে ধ্যান আদি যোগে
যত্নবান্ যোগী করে দরশন,
সমল-হৃদয় মূঢ়মতিগণ
বহু যতনেও না পায় দর্শন ১১।

যদ্ আদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তে ঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২ ॥
গাম্ আবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহম্ ওজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩ ॥

সমল কামনাত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত (২।৪১)। অচেতসঃ মূঢ়মতিগণ। যতন্তঃ অপি—যত্ন করিলেও। এনং ন পশ্যন্তি। ১১।

যে জীব সংসারবৃক্ষে আবদ্ধ, তাহার স্বরূপ কি ও কিরূপে সে সংসারাবদ্ধ হয় তাহা বলিয়া, অতঃপর এ জগতে ঈশ্বর কি ভাবে বিরাজিত থাকিয়া সেই জীবগণের অনুগ্রাহক হয়েন, ১২—১৫ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

আদিত্যগতং যৎ তেজঃ—তেজোরূপ শক্তি। অখিলং জগৎ ভাসয়তে—সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে। যৎ চ (তেজঃ) চন্দ্রমসি, যৎ চ অগ্নৌ—চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজঃ। তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি—সেই তেজঃ আমার জানিও। পরমেশ্বরেরই তেজঃ সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির মধ্য দিয়া প্রকাশিত। তাহাদের যে জ্যোতিঃ বা তাপ, তাহা সেই তেজেরই প্রকাশ রূপ। এই তেজের ইংরাজী নাম Energy. ইহা ব্রহ্মের সৎস্বরূপের অভিব্যক্ত রূপ।১২।

অহং গাম্ আবিশ্য—পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া। ওজসা ভূতানি ধারয়ামি।

কহিনু আমার সনাতন অংশ
যে ভাবে সংসারে জীবভূত হয়,
শুন অতঃপর এ জড় জগতে
যে ভাবে রয়েছি আমি সর্ব্বময়।

আত্মপুরুষ — প্রভাকর-প্রভা প্রকাশে জগৎ
ঈশ্বরে — জানিও সে প্রভা মম, ধনঞ্জয়!
জগতে — সুধাংশুর অংশু, দহনে দহন,
সম্বন্ধ — সে তেজ আমার, তাহাদের নয়। ১২।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ।

প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥১৪॥

ওজঃ—কাম-রাগবর্জ্জিত ঐশ্বরিক বল, যদ্দ্বারা গুরুভারা পৃথ্বী অধঃপতিত হয় না, (ইহা মহাকর্ষণ) ও বালুমুষ্টিবৎ বিশ্লিষ্ট হয় না, (ইহা মাধ্যাকর্ষণ) (শং)। রসাত্মকঃ—রসস্বরূপ। সোমঃ ভূত্বা সর্ব্বাঃ চ ওষধীঃ—ধান্য যবাদি। পুষ্ণামি—পোষণ করি, রসযুক্ত করি। এই সোম চন্দ্রমণ্ডল বা চন্দ্রলোক নহে। চন্দ্রে যে শক্তি নিহিত আছে, যাহা জ্যোৎস্নার সহিত পৃথিবীতে আসিয়া ওষধিগণকে পুষ্ট করে, তাহাই সোম। ইহা জীবের অন্নের সার। ১৩।

অহং বৈশ্বানরঃ—জঠরাগ্নি। ভূত্বা। প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ—দেহে প্রবিষ্ট হইয়া (শং)। এবং প্রাণ-অপান-সমাযুক্তঃ—প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, ও পেয়, চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি—পরিপাক করি। বৈশ্বানর—বিশ্ব, সমস্ত+নর, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত শরীর। বিশ্বব্যাপী যে অগ্নি, যে তেজঃ, সর্ব্ব ভূতের অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে, প্রাণরূপে অনুপ্রবিষ্ট, তাহা বৈশ্বানর। তাহা অগ্নি দেবতা। বৈশ্বানরের বিশেষ রূপ যে জঠরাগ্নি, এখানে তাহাই কেবল উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কেবল

পৃথিবীতে আমি করি অধিষ্ঠান,
দৃঢ় আকর্ষণে ভূতগণে ধরি,
আমি রসময় সোমরূপে, পার্থ !
ওষধি সকলে পরিপুষ্ট করি। ১৩।
জঠরাগ্নি রূপে আমিই জীবের
জঠরে জঠরে করিয়া আশ্রয়
প্রাণ ও অপান সনে পাক করি
চর্ব্ব্য চূষ্য আদি অন্ন চতুষ্টয়। ১৪।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতি র্জ্ঞানম্ অপোহনঞ্চ।

বেদৈ শ্চ সর্ব্বৈ রহম্ এব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্ বেদবিদ্ এব চাহম্ ॥১৫॥

আমাদের পাচকাগ্নি নহে। ভগবান্‌ই সোমরূপে অন্ন সৃষ্টি করেন, আর বৈশ্বানররূপে সর্ব্ব প্রাণিদেহে থাকিয়া তাহার ভোক্তা হয়েন। ১৪।

অহং সর্ব্বস্য হৃদি—হৃদয়ে, অন্তরে। সন্নিবিষ্টঃ—প্রবিষ্ট আছি। মত্তঃ—আমা হইতেই। প্রাণিগণের পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতিঃ। এবং জ্ঞানং—জ্ঞানের উৎপত্তি। অপোহনং চ—আবার তদ্দ্বয়ের অভাব অর্থাৎ বিস্মৃতি ও অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অহম্ এব চ সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ বেদ্যঃ—সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য আমাকে জানা। অহম্ এব চ বেদান্তকৃৎ। আমিই শুদ্ধাত্মা ঋষিগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্ প্রতিপাদিত জ্ঞান, তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশ করি! এবং আমিই সেই বেদবিৎ—বেদার্থজ্ঞাতা।

বেদ—বেদন বা অনুভূতির নাম বেদ। অন্তরে যে সত্যের অনুভূতি লাভ হয়, ভাষার ভিতর দিয়া যখন তাহা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন

অন্তর্যামিরূপে আমি সর্ব্ব ভূতে

অন্তরে অন্তরে করি অবস্থান,

জন্মে আমা হ'তে, নষ্ট আমা হ'তে

অতীতের স্মৃতি, বিষয়জ জ্ঞান।

সর্ব্ববেদলক্ষ্য আমাকেই জানা,

আমি বেদবেত্তা, কৌরব-কুমার!

মোক্ষপদ-পন্থা দেখাইয়া দেয়

যে বেদান্ত, তাহা রচিত আমার। ১৫।

তাহার নাম বেদ। উহা সত্যস্বরূপ আত্মসম্বেদন হইতে আসে। উহা মানুষের মস্তিষ্ক-ধর্ম্ম-প্রসূত বাক্য-বিন্যাস নহে। এই বেদ সকল দেশের সকল ভাষাতেই অল্প বিস্তর আছে।

আমরা যে ভাবে ভগবানের সহিত সর্ব্বদা সংলগ্ন, তাঁহার সহিত "নিত্যযুক্ত" রহিয়াছি, ১২ হইতে ১৫ শ্লোকে তাহা কহিলেন। তাঁহার ওজঃ সূর্য্যাদির মধ্য দিয়া আসিয়া জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছে। তিনি তেজঃ শক্তিরূপে পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া সকলকে যথাযথ ভাবে ধরিয়া আছেন। তিনিই সোমরূপে ধান্যাদি শস্য-সমূহকে পরিপুষ্ট করিয়া জীবের অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া আবার জঠরাগ্নিরূপে ভুক্ত অন্নের পরিপাক করিয়া, তাহাদের পোষণ করিতেছেন। পুনশ্চ, আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান, স্মৃতি বিস্মৃতি, ভ্রান্তি—এ সকলও তাঁহা হইতে। আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া জগৎ নিয়া থাকি অথবা কখন বা জগৎ ভুলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, এ সকলও তাঁহার কাজ। তিনি সকলেরই হৃদয়বাসী। মানুষ, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট, কৃমি, উদ্ভিদাদি সকলেরই হৃদয়ে তিনি সদা বর্ত্তমান। ছোট নাই, বড় নাই, দ্বেষ্য নাই, প্রিয় নাই, শুচি নাই, অশুচি নাই, সকলেরই অন্তরে তিনি সমান ভাবে বিরাজিত। ইহা শিক্ষা দেওয়াই সর্ব্ব বেদের তাৎপর্য্য। ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা বুঝিলেই "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ ... ..." সমদর্শী পণ্ডিত হয়; "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ" ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ভক্ত হয়।

ওগো! সাধনা করিয়া, ধ্যান করিয়া, কুম্ভক করিয়া, লক্ষ নাম জপ করিয়া, চব্বিশ প্রহর সংকীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার সহিত "নিত্যযুক্ত" হইতে হইবে না। তুমি "নিত্যই" তাঁহাতে "যুক্ত" আছ। সত্য সত্যই যুক্ত আছ। ইহা কেবল স্মরণ কর—স্মরণ করিতে অভ্যাস কর; অনুভব কর, অনুভব করিতে অভ্যাস কর; স্বীকার কর—স্বীকার করিতে অভ্যাস

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষর শ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থো ঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥
উত্তমঃ পুরুষ স্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥

কর। একবার ঠিক স্বীকার করিলেই ধন্য হইয়া যাইবে। তখন,—তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ—৮।১৪ মন্ত্রের সফলতায় উপনীত হইবে। ১৫।

ঈশ্বর জীব ও জগৎসম্বন্ধে এতাবৎ যাহা কিছু বলিয়াছেন, সেই সমুদায়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ভগবান্ তাহাদের সাধারণ স্বরূপ ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন, (১৬—১৮)।

লোকে—সংসারে। দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ—এই দুইটী পুরুষ। যথা, ক্ষরঃ অক্ষরঃ এব চ। সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্ব ভূত ক্ষর পুরুষ। এবং কূটস্থঃ—সেই ভূতভাবের মূলে নির্ব্বিকার ভাবে বর্ত্তমান যে আত্মা। অক্ষরঃ উচ্যতে—তাহাকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়। ১৬।

তু—পরন্তু। এই দুই হইতে অন্যঃ—ভিন্ন। আর একটী উত্তমঃ পুরুষঃ। আছেন। যিনি পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ—পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন।

সংক্ষেপতঃ কহি শুন, কৌরব-কুমার!
সংসারে যা' কিছু আছে, দুই ভাব তা'র।
ক্ষর পুরুষ — দেব নর পশু পক্ষী উদ্ভিদ্ স্থাবর
জীব — যা' আছে, সমস্ত ভূত সবিকার—ক্ষর।
কূটস্থ জীবাত্মা যাহা থাকিয়া অন্তরে
অক্ষর পুরুষ — ভূতদেহে ভূতভাব প্রকাশিত করে
জীবাত্মা — নির্ব্বিকার অক্ষর তা', কুরুবংশধর!
সংসারে পুরুষ দুই—ক্ষর ও অক্ষর। ১৬।

যস্মাৎ ক্ষরম্ অতীতো ২হম্ অক্ষরাদ্ অপি চোত্তমঃ।
অতো ২স্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যঃ ঈশ্বরঃ—যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা। এবং অব্যয়ঃ—নির্ব্বিকার। যিনি লোকত্রয়ম্ আবিশ্য—ত্রিলোকের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া। বিভর্ত্তি—সমুদায় পালন করেন—ময়া ততম্ ইদং সর্ব্বম্ ইত্যাদি ৯।৪ দেখ।১৭।

যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ যেহেতু আমি ক্ষর ভূত-ভাবের অতীত। এবং অক্ষরাৎ অপি চ—অক্ষর আত্মস্বরূপ হইতেও। উত্তমঃ। অতএব আমি, লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ—প্রসিদ্ধ। পুরুষ—দেহরূপ পুরিতে যিনি শয়ন করেন, তিনি পুরুষ। এখানে দেহশব্দে কেবল মানব-দেহ নহে; পরন্তু দেব, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ উদ্ভিদাদি সমুদায় জীব দেহ। সেই সমুদায়ের পুরস্বামী পুরুষ—পুং স্ত্রী উভয়ই। ব্রহ্মই জীবাত্মারূপে পুর প্রবেশ করেন। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—তৈত্তিরীয় ১।

লোকে অর্থাৎ সংসারে ভগবানের দুই ভাব; ক্ষর ভাব ও অক্ষর ভাব।

সংসারের এই দুই—ক্ষর ও অক্ষর,
তা' হ'তে উত্তম বস্তু আছে স্বতন্ত্র।
উত্তম পুরুষ — ক্ষর বা অক্ষর তাহা নহে, গুণধাম!
উত্তম পুরুষ তাহা, পরমাত্মা নাম।
পরমাত্মা — নির্ব্বিকার তিনি, তিনি নিয়ন্তা সংসারে,
অন্তরে অন্তরে পশি পালেন সবারে। ১৭।
ক্ষরের অতীত সেই যে বস্তু পরম,
পুরুষোত্তম — অক্ষর হ'তেও যারে জানিবে উত্তম,
যেহেতু আমি সে বস্তু, তাই হে, আমারে
পুরুষ-উত্তম বলে বেদে ও সংসারে। ১৮।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি ও পুরুষ বা জড় ও চৈতন্যের সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত মিশ্র পদার্থ, তাহারাই এই সমস্ত ভূত বা জীব (১৩।২৬)। এই ভূত ভাব ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য ও বিকারশীল। আর এই সমস্ত ভূত ভাবের কূটে অর্থাৎ মূলে যে চৈতন্যাংশ, যাহা ভগবানের সর্ব্বভূতাশয়স্থিত অধ্যাত্মরূপ (১০।২০) যাহা তাঁহার সনাতন অংশ (১৫.৭) যাহা স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার, সেই আত্মাই অক্ষর। আত্মা যখন প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ দেহে ভূত-ভাব বা জীবভাব উৎপাদন করে, তখন স্থূল দেহের সহিত মাখামাখি হইয়া থাকায়, স্থূল ভৌতিক ভাবে তাহার আপন স্বরূপ আবৃত যেন হয় এবং যেন আপনার ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া, প্রকৃতিজ সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া, তাহার ভোক্তা হয় (১৩।২১ ; ১৫।৯,১০)। প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত, ক্ষর জীব ভাবে ভাবিত, সেই আত্মাই ক্ষর পুরুষ—অধিভূত (৮:৪); আর তাহার অন্তরালে যে নির্ব্বিকার অক্ষর আত্মা, তাহাই অক্ষর পুরুষ—অধ্যাত্মা (৮।৩)। একই আত্মা প্রকৃতিযুক্তভাবে ক্ষর পুরুষ, আর প্রকৃতি-বিমুক্ত ভাবে অক্ষর পুরুষ।

আর এই সংসারের বাহিরে, ক্ষর ও অক্ষর ভাবে অতীত আর একটী ভাব আছে। তাহা পূর্ব্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর উভয় ভাবেরই নিয়ন্তা, উভয়ই যাহাতে যুগপৎ স্থান পায়, তাহা উত্তম পুরুষ—অধি-দৈবত (৮।৪)।

ভূত বা জীবের জড় দেহের অন্তরালে ক্ষর পুরুষ। তাহার অন্তরালে অক্ষর পুরুষ ; আর অক্ষর পুরুষের অন্তরালে উত্তম পুরুষ। একেরই তিন ভাব ; ১৩।২২ শ্লোকে এই তিন ভাবই একত্র উক্ত হইয়াছে। যিনি উপদ্রষ্টা অক্ষর পুরুষ, তিনিই ভোক্তা ক্ষর পুরুষ এবং তিনিই পরমাত্মা উত্তম পুরুষ।

শ্রুতি (মুণ্ডক ৩।১,১—২) রূপকের ভাষায় ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষের প্রভেদ দেখাইয়াছেন ;—

যো মাম্ এবম্ অসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্ ইদম্ উক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥
ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টঃ যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

সহযোগী সখিভাবাপন্ন দুই পক্ষী, এক সংসাররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে একটী অর্থাৎ জীব, ক্ষর পুরুষ, স্বাদু ফল (কর্ম্মফল) ভোগ করে (ভোক্তা); আর অপরটী মুক্ত আত্মা, অক্ষর পুরুষ, ভোগ না করিয়া কেবল দেখিতে থাকে (উপদ্রষ্টা)। পুরুষ (আত্মা) একই সংসাররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া (গীতার ভাষায় প্রকৃতিস্থ হইয়া) প্রকৃতির সহিত মাখামাখি হইয়া, আপন ঈশ্বর ভাব হারাইয়া ফেলে এবং মোহপ্রযুক্ত শোক করে; কিন্তু যখন সাধুগণসেবিত পুরুষোত্তমকে এবং তাঁহার (পূর্ব্বোক্ত) মহিমাকে দর্শন করে, তখন তাঁহার শোক থাকে না। ১৮।

অসংমূঢ়ঃ যঃ—যে ব্যক্তি মোহ-বর্জ্জিত হইয়া। এবম্ পুরুষোত্তমং মাং জানাতি—এইরূপে পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাকে জানে। সর্ব্ববিৎ সঃ সর্ব্বভাবেন—সর্ব্ব প্রকারে। মাং ভজতি। ১৯।

ইতি গুহ্যতমম্ ইত্যাদি—সপ্তম অধ্যায় হইতে যে গুহ্যতম অধ্যায়-

এই যে পুরুষোত্তম স্বরূপ আমার,
এ ভাব সুদৃঢ় হয় হৃদয়ে যাহার,
তাহার জানিতে কিছু বাকি নাহি রয়;
সর্ব্ব ভাবে আমাকে সে ভজে, ধনঞ্জয়। ১৯।

জ্ঞানের উপদেশ দিলাম। তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ হও—শুদ্ধা বুদ্ধি লাভ কর। তাহা হইলে তুমি কৃতকৃত্য হইবে—তোমার কর্ম্ম সার্থক হইবে।

বুদ্ধিমান্—এই অতি প্রচলিত কথাটীর ঠিক অর্থ না বুঝিলে এখানে ভগবদুক্তির মর্ম্ম বুঝা যাইবে না,—গীতা বুঝা যাইবে না। যে ব্যক্তি বেশ চতুর তাহাকে আমরা "বুদ্ধিমান্" বলি। তাহা ঠিক নহে। চতুরতা বুদ্ধি নহে। চতুরতা বুদ্ধির একটী কার্য্য বিশেষ। স্থির শুদ্ধা ব্যবসায়াত্মিকা যে অন্তঃকরণবৃত্তি তাহার নাম বুদ্ধি Pure Reason ; ২।৪১ টীকায় এবিষয় সবিস্তারে বুঝিয়াছি। সেই বুদ্ধি যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ ; তাঁহারই বুদ্ধিতে সত্যাসত্য তত্ত্ব যথার্থ প্রতিভাত হয়। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যাহা কিছু উপদেশ দিয়াছেন, সে সমুদায়ের উদ্দেশ্য সেই বুদ্ধির বিকাশ করা। এই মর্ম্মেই বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি মদুক্ত গুহ্যতম শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া সেই বুদ্ধিলাভ করতঃ কৃতকৃত্য হও।

এই অধ্যায়ে যাহা বিবৃত হইল তাহা সমস্ত গীতার সার এবং তাহাই সমস্ত বেদের সার (শং)। ২০।

পঞ্চদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট বিষয় ;—সংসারের স্বরূপ (১—৩), যে পরম পদ প্রাপ্তিতে জীবের সংসার-ভ্রমণ শেষ হয়, তাহা পাইবার জন্য আদ্য পুরুষ পরমেশ্বরের শরণ লইবার উপদেশ (৩—৪), তদুপযুক্ত সাধনা (৫) পরম পদের স্বরূপ (৬) জীবের স্বরূপ এবং যেরূপে জীব সংসারে বদ্ধ (৭—১১), জগতের জীব যে ভাবে পরমেশ্বরের সহিত

এই হে রহস্যময় শাস্ত্রকথা সমুদয়

গুহ্যতম কহিলাম, ভরত-নন্দন!

শাস্ত্র বুঝি মর্ম্ম, কুরুবীর! লভি শুদ্ধা বুদ্ধি স্থির

কর তুমি, সার্থক-জীবন। ২০।

নিত্যযুক্ত সেই (১২—১৫)। ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষতত্ত্ব (১৬—১৮)। ভক্তিতে ঈশ্বর-ভজনের শ্রেষ্ঠতা (১৯)। শুদ্ধা বুদ্ধিলাভ এবং তল্লাভ হইতে জীবের কৃতকৃত্যতা (২০১)।

নশ্বর সংসার-রাজ্য　　　　তদূর্দ্ধে অমৃত রাজ্য

উভয় রাজ্যের তত্ত্ব পেলে ধনঞ্জয়,

"আশুতোষ" মহাপাপী　　　　সংসারের তাপে তাপী

পাবে না কি সে অমৃতবিন্দু, কৃপাময় ?

পুরুষোত্তম যোগনামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।
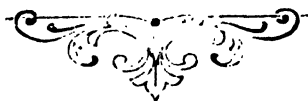
দৈবাসুরসম্পদ্ বিভাগ-যোগঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি র্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবম্ ॥১॥
অহিংসা সত্যম্ অক্রোধ স্ত্যাগঃ শান্তি রপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রী রচাপলম্ ॥২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ অদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতস্য ভারত ॥৩॥

আসুরী সম্পদ্ ত্যজি দেবের সম্পদ্ ভজি
পায় নর মোক্ষ ধামে বাস
সেই তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ উভয়ের ভেদতত্ত্ব
ষোড়শে কহিলা শ্রীনিবাস।—শ্রীধর।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ যে জ্ঞানবিজ্ঞান উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির ও তাহার ত্রিগুণতত্ত্ব এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের তত্ত্ব সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃতির গুণ-

. . . . . .

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব কহিনু তোমায়
অতঃপর নরবর! কহি পুনরায়
প্রকৃতির গুণভেদে সংসারে যেমন
বিবিধ স্বভাব লাভ করে নরগণ।

বৈচিত্র্যে মানুষের যে স্বভাব-বৈচিত্র্য হয়, অতঃপর ১৬—১৭ অধ্যায়ে তাহার উপদেশ দিয়া সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান কথা সম্পূর্ণ করিতেছেন।

প্রকৃতি ত্রিবিধা,—দৈবী আসুরী ও রাক্ষসী। ৯ অঃ ১২—১৩ শ্লোকে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে সে বিষয় সবিস্তারে কহিবেন। যদ্দ্বারা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির আত্মাভিমুখী গতি হয়, তাহাকে দৈবী প্রকৃতি ও যদ্দ্বারা তাহাদের ভোগাভিমুখী গতি হয়, তাহাকে আসুরী ও রাক্ষসী বলে। তন্মধ্যে যাহা বিষয়ভোগ-রাগাত্মিকা, তাহা আসুরী, আর যাহা দ্বেষহিংসাত্মিকা, তাহা রাক্ষসী।

(১) পবিত্র নির্ম্মল চিত্ত (২) নির্ভয় হৃদয়,
(৩) জ্ঞানযোগে সর্ব্ব কর্ম্ম—স্বার্থ যোগে নয়,
(৪) তপ (৫) দান (৬) সরলতা (৭) ইন্দ্রিয় দমন,
(৮) আত্মতত্ত্ব আলোচনা (৯) যজ্ঞ আচরণ,
ষড়্‌বিংশ (১০) সত্যনিষ্ঠা (১১) পরহিতে স্বার্থবিসর্জ্জন,
দেবভাব (১২) পরোক্ষে পরের দোষ না করা কীর্ত্তন,
(১৩) হিংসাত্যাগ (১৪) ক্রোধত্যাগ (১৫) কোমল হৃদয়,
(১৬) বিগর্হিত কর্ম্মমাত্রে লজ্জার উদয়
(১৭) অচপল স্থির বুদ্ধি (১৮) শান্তিপূর্ণ মন,
(১৯) দুর্ব্বলে মার্জ্জনা (২০) সদা লোভবিসর্জ্জন,
(২১) জীবে দয়া (২২) পরের অনিষ্ট পরিহার,
(২৩) সম্পদে বিপদে ধৈর্য্য (২৪) পরাক্রম আর,
(২৫) আত্ম-অভিমানত্যাগ (২৬) শুদ্ধ দেহ মন,
ষড়্‌বিংশ এই—দৈবী সম্পদ্ লক্ষণ,
দেব ভাব লয়ে জন্ম যার, ধনঞ্জয়!
এ সকল দৈব গুণে সেই গুণী হয়। ১—৩।

১—৩ শ্লোকে ষড়্বিংশ দেব ভাবের কথা বলিতেছেন ; (১) অভয়ম্—অনিষ্টের সম্ভাবনায় চিত্তের যে তামসিক ব্যাকুলতা, তাহার নাম ভয়, তদ্বিপরীত অভয়। কামনা, স্বার্থ হইতে ভয়ের উৎপত্তি, যে নিষ্কাম, সে কাহাকে ভয় করিবে ? (২) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—সত্ত্ব অন্তঃকরণ, তাহার সম্যক্ শুদ্ধি—শুদ্ধ সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ বৃত্তি ; প্রবঞ্চনা শঠতাদি ত্যাগ। ২।৪১ টীকা এবং চিত্তশুদ্ধির অর্থ দেখ। (৩) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞানযোগে সম্যক্ অবস্থিতি। জ্ঞানের নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচারে অবিচল থাকিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার। দমঃ—১০।৪ দেখ। (৬) যজ্ঞঃ—৩।৯—১৬ দেখ। (৭) স্বাধ্যায়ঃ—বেদাভ্যাস। (৮) তপঃ—১৭।১৪—১৯ দেখ। (৯) আর্জ্জবং—সরলতা। (১০) অহিংসা—আত্মপ্রীতির জন্য কায় মন বাক্যে অন্যের অনিষ্ট না করা। (১১) সত্যং—১০.৪ দেখ। (১২) অক্রোধঃ—অন্যকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও চিত্তে ক্রোধের অনুৎপত্তি। (১৩) ত্যাগঃ—পরার্থে স্বার্থবিসর্জ্জন। (১৪) শান্তি—অন্তঃকরণের বিষয়-উন্মুখতা-নিবৃত্তি, চিত্তের সন্তোষ। (১৫) অপৈশুনং—পরোক্ষে পরের দোষ কীর্ত্তন না করা। (১৬) ভূতেষু দয়া—জীবে দয়া। আমার জিনিস আমার লোক আমার দেশ বলে যে ভালবাসা, তাহার নাম মায়া আর সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া (কথামৃত)। (১৭) অলোলুপ্ত্বম্—আর্ষপ্রয়োগ। অলোলুপত্ব, লোভ না করা। (১৮) মার্দ্দবম্—নিষ্ঠুর না হওয়া ; কোমল প্রকৃতি। (১৯) হ্রীঃ—লজ্জা, অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার হেতুভূতা মনোবৃত্তি *। (২০) অচাপলম্—স্থির ব্যবস্থিতচিত্ততা। (২১) তেজঃ—

* এই লজ্জা সদ্বৃত্তি। আমাদিগের আর একটী নিকৃষ্টা বৃত্তি আছে, যাহাকে অনেকে লজ্জা বলিয়া মনে করেন। তাহার প্রচলিত নাম "চক্ষুলজ্জা।" অনেক কুকার্য্য আমরা গোপনে করিতে পারি কিন্তু প্রকাশ্যে পারি না, কেবল চক্ষুলজ্জার জন্য। ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ফল। প্রকৃত লজ্জা যাহার আছে, সে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, কখনই কোন অসৎ কর্ম্ম করিতে পারে না।

প্রভাব ; যদ্দ্বারা অন্যকর্তৃক পরাভূত হইতে হয় না। (২২) ক্ষমা। (২৩) ধৃতিঃ—সম্পদে বা বিপদে আত্মহারা না হইয়া দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার শক্তি। (২৪) শৌচম্—পবিত্রতা। (২৫) অদ্রোহঃ—পরের অনিষ্ট না করা। (২৬) নাতিমানিতা—আত্মাভিমান না করা।

এই সমস্ত গুণ, দৈবীং সম্পদম্ অভি জাতস্য ভবতি—যে দৈবী সম্পদ্-অভিমুখে জাত, দেব ভাব লইয়া যাহার জন্ম, তাহার হইয়া থাকে।

যাহা যাহা দেবতা-সম্পত্তি, যাহা থাকিলে জীব দেবতা হয়, ১—৩ শ্লোকে ভগবান্ তাহা কহিলেন। যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধ-লোভ-শূন্য, ক্ষমাশীল, অবিচল স্থিরবুদ্ধি, দয়ালু, কোমলপ্রকৃতি এবং নীতি-বিগর্হিত কর্ম্মমাত্রে পরাঙ্মুখ, যিনি আত্মাভিমান করেন না, পরোক্ষে পরের দোষকীর্ত্তন করেন না, কাহারও হিংসা বা কোন অনিষ্ট করেন না, যাঁহার হৃদয় শান্তিপূর্ণ এবং লোক-ব্যবহারে সর্ব্বদা সরল, যিনি দানশীল ও পরার্থ স্বার্থত্যাগী হইয়া কালোপযুক্ত যজ্ঞ সকলের আচরণ পূর্ব্বক সর্ব্ব লোকের পরিপোষণ করেন, যিনি বেদবিদ্যানুরাগী এবং জ্ঞানের বিচারে, ন্যায়ের সিদ্ধান্তে যাহা কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হয়, তাহাতে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকেন, যিনি নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ, তিনি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম লাভ হইলে, তবে ধর্ম্মশালায় প্রবেশাধিকার লাভ হয়। এই সকলের অনুবর্ত্তনই প্রকৃত সদাচার।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, আমাদের সাধারণের এবং আমাদের সমাজ-রক্ষক পণ্ডিত-মণ্ডলীর সে দিকে দৃষ্টি নাই। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম আহারাদি সম্বন্ধে এবং পুত্র কন্যার বিবাহাদি সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। যিনি সেই সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলেন, তিনি পরম নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক, আর যিনি তাহা করিতে না পারেন, তিনিই ধর্ম্মচ্যুত, জাতিচ্যুত, অহিন্দু। কিন্তু অসত্যবাদ, ইন্দ্রিয়দোষ, শঠতা, প্রবঞ্চন, পরনিন্দা,

দম্ভো দর্পো ঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যম্ এব চ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদম্ আসুরীম্ ॥৪॥

পরস্বাপহরণ, হিংসা, দ্বেষ, ইত্যাদি কারণে কেহই সমাজচ্যুত ধর্ম্মচ্যুত হইয়া অহিন্দু হইয়া যায় না বা কুলীনের কৌলীন্য যায় না। সামাজিক আচার বিচার ধর্ম্মনীতির বাহ্য আবরণ মাত্র। নীতিদৃষ্টি অনুসারে সেই আবরণের যাহা সার, তাহা এখন আমাদের সমাজধর্ম্মে প্রায়শঃ নাই; আছে মাত্র "ছোবড়া"। আমরা সেই ছোবড়া লইয়াই অহঙ্কার করি যে, আমরা হিন্দু—আমরা সদা সদাচার-পরায়ণ ধার্ম্মিক; আর হিন্দু ভিন্ন অপর সকল লোক আচারভ্রষ্ট। ইতিহাস-পূজ্য হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, উপযুক্ত গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে না পারায়, সত্যের দৃষ্টিতে, আমরাই যথার্থ ধর্ম্মচ্যুত, আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সে দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা এখন কেবল পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকি। কি ঘোর মিথ্যাচার! ১—৩।

আসুরী প্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন। আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য—অসুরের সম্পত্তি—যাহা থাকিলে জীব অসুর হয়, তাহা লইয়া যাহার জন্ম, তাহার এই সকল লক্ষণ হয়। এখানে আসুর শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; ইহাতে আসুর ও রাক্ষস দুইই বুঝিতে হইবে (শ্রী)। দম্ভঃ—কপট ধার্ম্মিকতা। দর্প—বিদ্যা বা অর্থাদি-নিমিত্ত আত্মাভিমান। ইহা হইতে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা

ধার্ম্মিক না হ'য়ে করা ধার্ম্মিকের ভাণ,
আমি শ্রেষ্ঠ—মনে মনে হেন অভিমান,
অর্থাদির গরিমায় অবজ্ঞা অপরে,
অজ্ঞান ও ক্রোধ আর ক্রূরতা অন্তরে,
ইত্যাদি আসুর ভাব প্রাপ্ত হয় তা'রা
অসুরের ভাব ল'য়ে জনমে যাহারা। ৪।

আসুরী প্রকৃতি

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীম্ অভি জাতো হসি পাণ্ডব ॥৫॥
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥

ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন হয়। অভিমানঃ—আমি শ্রেষ্ঠ, এরূপ ধারণা। ক্রোধঃ—৭৭ ও ১৪০ পৃষ্ঠা। দেখ। পারুষ্যম্ এব চ—এবং নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞানং চ—অজ্ঞানাদি। চ শব্দে অনুক্ত চপলতা, অধৈর্য্যাদিও বুঝাইতেছে (মধু)। ৪।

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায়—মোক্ষ লাভের হেতু। আসুরী নিবন্ধায়—নিয়ত বন্ধনের হেতু। হে পাণ্ডব! মা শুচঃ—তুমি শোক করিও না। কারণ তুমি, দৈবীং সম্পদম্ অভি—লক্ষ্য করিয়া। জাতঃ অসি। ৫।

অস্মিন্ লোকে দ্বৌ ভূতসর্গৌ—এই সংসারে দ্বিবিধ জীবসৃষ্টি। যথা, দৈবঃ আসুরঃ এব চ। তন্মধ্যে দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ—অনেক বলিয়াছি ; ২।৫৫—৭১ ; ১২।১৩—২০ ; ১৩। ২১—২৬ ও ১৬। ১—৩ দেখ। এক্ষণে আসুরং মে শৃণু—আমার কাছে আসুর ভাবের বিষয় শ্রবণ কর। ৬।

দেব ভাবে মোক্ষ পদ মিলে, হে ভারত!
অসুরের ভাব রাখে সংসারে নিয়ত।
কেন হে, সংশয়? কর শোক পরিহার,
দেব ভাব ল'য়ে পার্থ, জনম তোমার। ৫।

আছে যত যত প্রাণী দুই তার ভেদ জানি
দৈব ও আসুর, ধনঞ্জয়!
তার মাঝে দৈব যাহা বিস্তর বলেছি তাহা
এবে শুন আসুর যা হয়। ৬।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদু রাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥
অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠন্তে জগদ্ আহু রনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিম্ অন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥৮॥

৭ হইতে ১৮ শ্লোকে "এই আসুরজন্মাদের প্রবৃত্তি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক সভ্য সমাজের একটি জীবনচিত্র। বর্ণনাটি আমাদের শিক্ষিত সমাজের কিছু গায়ে লাগিবার কথা।"—নবীনচন্দ্র সেন। ইহাদিগের পরিণাম শোচনীয়।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ—পুরুষার্থ সাধনের জন্য যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং যে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আসুরাঃ জনাঃ। এই দুয়ের তত্ত্বং ন বিদুঃ—জানে না। এবং তেষু—তাহাদের মধ্যে। ন শৌচং, ন চ অপি আচারঃ—পবিত্রতা ও সদাচার। ন সত্যং—সত্যনিষ্ঠা। বিদ্যতে। ৭।

তে আহুঃ, জগৎ অসত্যং—তাহারা বলে, জগতের মূলে কোন সত্য বস্তু নাই অথবা জগৎ সত্য নয়; রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা (মায়াবাদী

	ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিরূপ,
অসুরের	আসুরিক লোক তার জানে না স্বরূপ,
আচরণ	পবিত্রতা নাই কিম্বা নাই সদাচার,
(৭—১৮)	নাহিক তাদের মাঝে সত্য ব্যবহার। ৭।
	বিমোহিত হ'য়ে তা'রা আসুরিক ভাবে
আসুরিক	জগতের মূলে কিছু সত্য নাই ভাবে;
জ্ঞান	ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা তাহাতে কিছু নাই,
	সৃজন-পালন-কর্ত্তা প্রভু কেহ নাই।
	কামবশে স্ত্রীপুরুষে হয় যে মিলন,
	তা হ'তে জগৎ, অন্য কি আর কারণ? ৮

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানো ঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতো ঽহিতাঃ ॥৯॥
কামম্ আশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে ঽশুচিব্রতাঃ ॥১০॥

(নাস্তিকের এইরূপ মত)। অপ্রতিষ্ঠং—ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা, যাহার উপর জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি, তাহা নাই। অনীশ্বরং—সৃষ্টি-স্থিতিলয়-কর্ত্তা ঈশ্বর নাই। অপরস্পরসম্ভূতং—অপর ও পর, অপরস্পর (স আগম; রাজদন্তাদিগণ)। তাহা হইতে সম্ভূত, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-মিথুন-জনিত। কামহৈতুকং—কামপ্রবৃত্তিই ইহার হেতু। কিম্ অন্যৎ—ইহা ভিন্ন জগৎ উৎপত্তির আর কারণ কি? চার্ব্বাকাদির মত এইরূপ। ৮।

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য—এইরূপ নাস্তিকের মত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া। নষ্টাত্মানঃ—মলিনচিত্ত। অল্পবুদ্ধয়ঃ। উগ্রকর্ম্মাণঃ—হিংস্রকর্ম্মপরায়ণ। জগতঃ অহিতাঃ—জগতের শত্রুস্বরূপ হইয়া। ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—জগতের বিনাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। ৯

তাহারা দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য—দুষ্পূরণীয় লালসা আশ্রয় করিয়া। দম্ভ এবং মান অর্থাৎ অভিমান (১৬।৪ দেখ) ও মদ পরবশ হইয়া। মদ—

এরূপ নাস্তিকবুদ্ধি করিয়া আশ্রয়
অল্পবুদ্ধি যত, যত মলিন-হৃদয়
সংসারের শত্রু সেই উগ্রকর্ম্মাগণ
হয় মাত্র জগতের ক্ষয়ের কারণ। ৯।

আসুরিক　　দুষ্পূরণীয় কাম করিয়া আশ্রয়
পুরুষের　　দম্ভ-অভিমান-মদ-মোহিত-হৃদয়,
প্রকৃতি　　মোহবশে অশুচি-চরিত্র, নরবর!
　　　　সাগ্রহে অসৎ কর্ম্মে রত নিরন্তর। ১০।

চিন্তাম্ অপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তাম্ উপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদ্ ইতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থম্ অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২॥

বিষয়ানন্দ জনিত সম্মোহ; আমি মহাত্মা, ধনী, আমার তুল্য কেহ নাই, ইত্যাদি ভাব; অহঙ্কার হইতে ইহার উৎপত্তি। মোহাৎ অসদ্‌গ্রাহান্ গৃহীত্বা—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অসৎ বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক। অশুচি ব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে—মদ্য মাংসাদি অশুচি দ্রব্যে রত হইয়া অশাস্ত্রীয় অশুচি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ১০।

তাহারা অপরিমেয়াং—যাহার পরিমাণ বা ইয়ত্তা নাই। এবং প্রলয়ান্তাং—মৃত্যু হইলে তবে যাহা শেষ হয়। ঈদৃশী চিন্তাম্ উপাশ্রিত্য—আপনার ও স্ত্রীপুত্রাদির সুখ-স্বচ্ছন্দাদি বিষয়ক ভাবনা অবলম্বন করিয়া। কামোপভোগপরমাং—কাম্য বস্তু সম্ভোগই পরম পুরুষার্থ যাহাতে। এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ—এইমাত্র যাহাদের নিশ্চয় ধারণা। অতএব আশা-পাশ-

আপনি ও আপনার প্রিয় পরিজন
সুখে রবে কিসে?—তার চিন্তা অনুক্ষণ।
এ চিন্তা-সাগর, নাই আদি অন্ত যার,
মরণ পর্য্যন্ত তায় ভাসিয়া বেড়ায়।
ভোগ সুখ মাত্র করি জীবনের সার
এ ভিন্ন, নিশ্চয় মানি, কিছু নাই আর, ১১।
শত শত আশাপাশে নিবদ্ধ নিয়ত
কাম-ক্রোধ-বশীভূত থাকি অবিরত,
কামভোগ তরে মাত্র, অসৎ উপায়ে
সতত কামনা করে অর্থের সঞ্চয়ে। ১২।

আসুরিক পুরুষের মনোবৃত্তি

ইদম্ অদ্য ময়া লব্ধম্ ইমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদম্ অস্তীদম্ অপি মে ভবিষ্যতি পুন র্ধনম্ ॥১৩॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রু র্হনিষ্যে চাপরান্ অপি।
ঈশ্বরো ঽহম্ অহং ভোগী সিদ্ধো ঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥
আঢ্যো ঽভিজনবান্ অস্মি কো ঽন্যো ঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥

শতৈঃ বদ্ধাঃ—শত শত আশারূপ পাশে নিয়ন্ত্রিত, ইতস্ততঃ আকৃষ্যমান (শ্রী)। পাশ—বন্ধনরজ্জু। এবং কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ। কামভোগার্থম্—কাম ভোগের নিমিত্ত, ধর্ম্মের জন্য নহে। অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে—অন্যায় পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় কামনা করে। সঞ্চয়ান্—এখানে বহুবচনের দ্বারা ধনতৃষ্ণার অনিবৃত্তি বুঝাইতেছে (রামা)। ১১—১২।

সেই আসুরধর্ম্মাদের মনের ভাব কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। ইদম্ অদ্য ময়া লব্ধম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। ঈশ্বর—প্রভু, অন্যে যাঁহার আজ্ঞাকারী। সিদ্ধ—সার্থক-কর্ম্মা। ১৩ শ্লোকে লোভের এবং ১৪ শ্লোকে ক্রোধের ভাব বর্ণিত হইয়াছে (মধু)। আঢ্য—ধনবান্। অভিজনবান্—কুলীন; সপ্ত পুরুষ শ্রোত্রিয়ত্বাদি গুণসম্পন্ন (শং)। যক্ষ্যে—যজ্ঞ করিব;

হায়! সেই মূঢ়গণ ভাবে অনিবার,
অদ্য এই অর্থ লাভ হয়েছে আমার,
এ ধন পাইব পরে; আজ আছে এই,
ভবিষ্যতে পুনরায় পাব এই এই। ১৩।
এই মম শত্রু, হত করেছি ইহারে;
আর (ও) যত যত আছে মারিব সবারে।
সকলে বহিবে শিরে আমার শাসন;
সুখী, ভোগী, বলী আমি, সার্থক-জীবন। ১৪।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে হশুচৌ ॥১৬॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭॥

যজ্ঞ কর্ম্মে অন্যাপেক্ষা অধিক যশস্বী হইব। মোদিষ্যে—আহ্লাদিত হইব। দাস্যামি—দান করিব, অনুগত স্তাবকদিগকে। ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ। এবং অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ—অনেক বিষয়ে প্রবৃত্তচিত্ত, অতএব তদ্দ্বারা ভ্রান্ত। মোহরূপ জালে সমাবৃতাঃ। এই ধন-জনাদি আমার এইরূপ মমত্ব হইতে বুদ্ধির যে মুগ্ধতা তাহার নাম মোহ। ইহা অজ্ঞানের ফল। কামভোগেষু প্রসক্তাঃ—বিষয়ভোগে বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া (রাম)। অশুচৌ নরকে পতন্তি—অপবিত্র নরকে পতিত হয়। ১৩—১৬।

তে আত্মসম্ভাবিতাঃ—তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে পূজ্য মনে

আমি ধনী, মহাকুলে জনম আমার,
আমার সমান আছে অন্যে কেবা আর?
যে যজ্ঞ করিব, আর কে তেমন পারে,
যশস্বী আমার মত কে হবে সংসারে?
আমার করিবে স্তুতি কত শত জন,
কি আনন্দে সে সবার দিব কত ধন!
এরূপ অজ্ঞানে, হায়! মোহিত-হৃদয়,
অনন্ত কামনাবশে ভ্রান্ত চিত্ত হয়।
সূত্রময় জালাবৃত যথা মৎস্যগণ
আসুরিক মোহময় জালাবৃত সেই মূঢ়গণ
পুরুষের কামভোগে সমাসক্ত হ'য়ে, ধনঞ্জয়!
গতি অশুচি নরকে সবে নিপতিত হয়। ১৫—১৬।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মাম্ আত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তো ঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥

*করে, অন্তে নহে। স্তব্ধাঃ—অনম্র। ধনমানমদান্বিতাঃ—অর্থ নিমিত্ত যে মান ও মদ (১০ শ্লোক দেখ), তদ্‌যুক্ত হইয়া। নামযজ্ঞৈঃ—নামে মাত্র যজ্ঞ করিয়া। দম্ভেন—দাম্ভিকতা দেখাইয়া মাত্র, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নহে। অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে—যজ্ঞ করে। ১৭।

তাহারা, অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ—অহঙ্কারাদি আশ্রয় পূর্ব্বক। অভ্যসূয়কাঃ—সাধুর প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া। গুণীর গুণে দোষারোপের নাম অসূয়া। আত্ম-পরদেহেষু (স্থিতং) মাং প্রদ্বিষন্তঃ ভবন্তি—তাহাদিগের আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ

আপনিই আপনাকে পূজ্য বলি মানে,
আসুরিক পুরুষের ধর্ম্মানুষ্ঠান
হৃদয়ে নম্রতা নাই, মত্ত ধনমানে;
সদম্ভে, লঙ্ঘন করি শাস্ত্রের বিধান,
নামে মাত্র করে তারা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান। ১৭।
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধভরে
গুণীর পবিত্র গুণে দোষারোপ করে।
অপরের দেহে কিম্বা নিজ দেহে তার
আমি যে রয়েছি, দ্বেষ করে সে আমার;—
শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ যত করিয়া সাধন।
আপন আত্মার দেয় ক্লেশ অকারণ,
সদম্ভে যজ্ঞের ছলে পশুহত্যা করে,
কত জনে কত ভাবে কত দ্বেষ করে;
এরূপে চৈতন্তদ্রোহে আত্মদ্রোহে আর
আমাকেই দ্বেষ করে তা'রা অনিবার। ১৮।

তান্ অহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রম্ অশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯॥

করে। তাহারা যে যজ্ঞাদি করে তাহা, শ্রদ্ধাবিহীন হওয়ায়, তৎসম্পাদনে যে আয়াস তাহা আত্মপীড়ন মাত্র হয় এবং যজ্ঞ উপলক্ষে যে পশুহত্যা করে, তাহাও চৈতন্যদ্রোহ মাত্র হয়। এ সকল আমার প্রতি দ্বেষ করা (শ্রী)। অহঙ্কার—বিবিধ সদ্গুণ, যাহা আপনাতে থাকুক বা না থাকুক, তাহা আছে বলিয়া যে আত্মাভিমান, তাহার নাম অহঙ্কার (শং); ইহা রজোগুণোদ্ভূত মানসিক বৃত্তি, অহং বুদ্ধির প্রবলতা ইহার হেতু। বল—অন্যকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত কাম-রাগযুক্ত সামর্থ্য (শং)। দর্প—১৬।৪ দেখ। কাম—স্ত্রী পুত্র অর্থাদি বিষয়ক (শং) ক্রোধ—বিপক্ষদিগকে নষ্ট করিবার উদ্দেশে। ১৮।

মাং দ্বিষতঃ—আমার দ্বেষ্টা। তান্ ক্রূরান্ নরাধমান্ অশুভান্—সেই নিষ্ঠুর নরাধম পাপিগণকে। সংসারেষু—জন্ম-জরা-মরণাদি রূপে পরিবর্ত্তনশীল সংসারে (রামা)। আবার তাহার মধ্যেও আসুরীষু এব যোনিষু—ব্যাঘ্র সর্পাদি ক্রূর যোনিতে (শ্রী)। অহম্ অজস্রং ক্ষিপামি—অনবরত নিক্ষেপ করি; তত্তৎ-কর্ম্মজনিত বাসনার অনুরূপ যোনিতে আমিই সংযোজিত করি।

আসুরিক পুরুষের গতি

এ ভাবে আমারে যারা দ্বেষ করে
যারা হেন ক্রূরাশয়,
নরাধম যত পাপ কর্ম্মে রত
অবিরত, ধনঞ্জয়!
জন্ম-মৃত্যু-দ্বার এই যে সংসার,
আসুরী যোনিতে তার
কর্ম্ম অনুসারে বারে বারে বারে
ফেলি আমি সে সবার। ১৯।

আসুরীঃ যোনিম্ আপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মাম্ অপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনম্ আত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভ স্তস্মাদ্ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥
এতৈঃ বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈ স্ত্রিভি র্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয় স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

কিন্তু ইহাতেও ভগবানে বৈষম্য দোষ আসে না। কারণ জীব কর্ম্ম-ফলে যে যোনিতেই গমন করুক না কেন, তিনিই সদা কাল তাহার হৃদয়বাসী থাকেন। ১৯।

প্রকৃতি একবার এরূপে দূষিত হইলে উত্তরোত্তর অধোগতি হয়। আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। ২০।

ইহাদের মধ্যে আবার তিনটী সর্ব্বানর্থমূল। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ, ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং—নরকের দ্বারস্বরূপ। কাম—ধর্ম্ম- বিরুদ্ধ বিষয়াভিলাষ। ইহাদের দ্বারাই আপনার অধঃপতন সংসাধিত হয়। ২১।

এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ—নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিন হইতে। বিমুক্তঃ নরঃ। আত্মনঃ শ্রেয়ঃ—আত্মার শ্রেয়ঃ-সাধন তপো যজ্ঞাদি।

জনমে জনমে আসুরী যোনিতে
জনমি সে মূঢ়গণ
না পায় আমায়, অধোগতি তায়
লভে, হে কুন্তী-নন্দন! ২০।

ত্রিবিধ নরকের দ্বার

সংসারে ত্রিবিধ নরকের দ্বার,—
ক্রোধ লোভ আর কাম।
নীচ গতি যায় আত্মনাশ তায়;—
ত্যজ তিনে, গুণধাম! ২১।

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥২৩॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ইহার্হসি॥ ২৪ ॥
ইতি দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

আচরতি—আচরণ করে। ততঃ পরাং গতিং যাতি—তাহার ফলে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। ২২।

শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য—শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া। যঃ কামচারতঃ বর্ত্ততে—স্বেচ্ছামত কর্ম্ম করে। সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি—সফলতা প্রাপ্ত হয় না। এবং ন ইহপরলোকে সুখং, ন পরাং গতিম্ আপ্নোতি। ২৩।

তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ—কার্য্য ও অকার্য্যনিরূপণে। তে শাস্ত্রং প্রমাণং। অতএব শাস্ত্রবিধানোক্তং—শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুযায়ী। কর্ম্ম জ্ঞাত্বা—অবগত হইয়া। ইহ—কর্ম্মাধিকার-ভূমি মনুষ্য-লোকে ; ১৫।২ টীকা দেখ। কর্ত্তুম্ অর্হসি—কর্ম্ম করা তোমার উচিত। ২৪।

হে কুন্তী-কুমার! নরকের দ্বার
এ তিনে যে মুক্তি পায়,
আত্মশ্রেয় তরে যজ্ঞাদি আচরে,
শ্রেষ্ঠ পদ লভে তায়। ২২।

শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনের দোষ

শাস্ত্রবিধি যত ত্যজি, ইচ্ছামত
বিহরে যে মূঢ়মতি,
কভু সিদ্ধি ধন না পায় সে জন
সুখ বা পরমা গতি। ২৩।

অতএব কার্য্যাকার্য্য　　শাস্ত্র-ব্যবস্থায় ধার্য্য
শাস্ত্রবিধি তোমার প্রমাণ,

শাস্ত্রীয় অবগত হ'য়ে মর্ম্ম　　শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্ম
কৃষ্ণের কর্ম্মক্ষেত্রে কর অনুষ্ঠান।
কর্ত্তব্যতা শাস্ত্রবিধি অনুসরি　　স্বধর্ম্ম পালন করি
ক্ষত্রবীর, কর ধর্ম্ম রণ;
বৃথা শোকমোহে মজি　　আসুরী সম্পদ্ ভজি
শাস্ত্রবিধি না কর লঙ্ঘন। ২৪।

ষোড়শ অধ্যায় শেষ হইল। প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে মানুষের প্রকৃতি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও গতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই অধ্যায়ে তাহা সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। দেবপ্রকৃতিক পুরুষেরাই শ্রেয়োলাভ করে। আসুরিক ভাবাপন্ন পুরুষ যাহা কিছু করে, তাহার মূলে দম্ভ আত্মাভিমান লালসা—কাম ক্রোধ লোভ, নিয়ত বর্ত্তমান। তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের বিকাশ হয় না। তাহারা ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রেয়ঃপ্রার্থী পুরুষ আসুরিক ভাব পরিহারপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্ম করিবেন। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না, সুখলাভও হয় না।

দৈব ও আসুর ভাব বুঝালে, শ্রীহরি!
"আশু"র আসুর ভাব নাশ কৃপা করি।

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ-যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বম্ আহো রজ স্তমঃ ॥ ১ ॥

যে যে গুণে আত্মজ্ঞানে জন্মে অধিকার
সত্ত্বগুণময়ী শ্রদ্ধা শ্রেষ্ঠতমা তার।
সপ্তদশে সে তত্ত্ব বুঝায়ে হৃষীকেশ
ত্রিবিধা যে গৌণী শ্রদ্ধা কহিলা বিশেষ।—শ্রীধর।

ষোড়শ অধ্যায়ে যে স্বভাব-বৈচিত্র্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এই সপ্তদশ অধ্যায় তাহার সম্প্রসারণ। তিন শ্রেণীর কর্ম্মী দেখা যায়। ১ম, যাহারা শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম করে; ২য়, যাহারা শাস্ত্রবিধি অবজ্ঞা করিয়া নিজ ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করে; ৩য়, যাহারা শাস্ত্রবিধি অবজ্ঞা করে না, কিন্তু অজ্ঞতা বা আলস্যাদি বশতঃ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া লোকাচার-অনুযায়ী কর্ম্ম

অর্জ্জুন কহিলেন।

বুঝিলাম,—শাস্ত্রবিধি করিয়া বর্জ্জন
কামবশে মাত্র যারা করে বিচরণ,
তত্ত্বজ্ঞানে তাহাদের নাহি অধিকার;
কিন্তু বল কৃপা করি, ওহে কৃপাধার!

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২॥

শ্রদ্ধার সহিত করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকসম্বন্ধে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে শাস্ত্রবিধিম্ ইত্যাদি স্পষ্ট। নিষ্ঠা—স্থিতি, আশ্রয় (শ্রী). অর্থাৎ প্রবৃত্তি। আহো—অথবা। ১।

শাস্ত্রজ্ঞান হইতে যে শ্রদ্ধার উৎপত্তি, তাহা সাত্ত্বিকী এবং এক রূপই হয়; কিন্তু যাহা লোকাচারানুযায়ী কর্ম্ম মাত্র হইতে উৎপন্না, শাস্ত্রজ্ঞান হই'তে নহে, তাহা স্বভাবজা। দেহিনাং সা স্বভাবজা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী চ এব। ইতি তাং শৃণু। শ্রদ্ধা মাত্রই সাত্ত্বিকী, কিন্তু ক্লেশবোধে বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রের অনাদর করায়, তাহা রজঃ তমঃ সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে, সুতরাং ত্রিবিধা হয়। ২।

অজ্ঞতা, আয়াস কিম্বা আলস্য কারণ
শাস্ত্রের বিধান যারা করি উল্লঙ্ঘন
অনুষ্ঠান করে যজ্ঞ-পূজাদি সকল
শ্রদ্ধাসহ লোকাচার-প্রমাণে কেবল,
তা'দের সে শ্রদ্ধা, কৃষ্ণ, বলহ কেমন—
সাত্ত্বিক, রাজস, কিম্বা তামস লক্ষণ?
সত্ত্বগুণ বিনা নাহি শ্রদ্ধার উদয়,
ক্লেশবোধে বিধিত্যাগ রজোগুণে হয়,
তমোগুণ হ'তে হয় আলস্য উদ্ভব,
অতএব এই শ্রদ্ধা কিরূপ, কেশব? ১।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

শাস্ত্রজ্ঞান হ'তে হয় যাহার উদয়
একমাত্র শ্রদ্ধা সে সাত্ত্বিকী, ধনঞ্জয়!

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি—সকলেরই শ্রদ্ধা তাহাদিগের অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়। সত্ত্ব—বিশিষ্ট সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ (শং) অর্থাৎ স্বভাব। অয়ং পুরুষঃ—এই সমস্ত লোক। শ্রদ্ধাময়ঃ—শ্রদ্ধার পরিণাম স্বরূপ। যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ—যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত। স এব সঃ—সে তাদৃশই হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা যেমন, তাহার প্রকৃতি ও কর্ম্ম তদনুরূপই হয়। ৩।

ত্রিবিধা শ্রদ্ধা

কিন্তু লোকাচার হ'তে উদ্ভব যাহার
সত্ত্ব, রজ আর তম—তিন ভেদ তার।
সত্য বটে সত্ত্ব হ'তে শ্রদ্ধার উদয়,
কিন্তু তাহে রজস্তম সম্মিলিত রয়।
পূর্ব্ব সংস্কার-বশে গঠিত স্বভাব,
ত্রিগুণে সে সংস্কার ধরে তিন ভাব।
সে তিন হইতে জন্মে স্বভাব ত্রিবিধ ;
স্বভাবজা শ্রদ্ধা হয় সে হেতু ত্রিবিধ।
এই যে ত্রিবিধা শ্রদ্ধা লভে দেহিগণ
সত্ত্বাদি প্রভেদে তার শুন বিবরণ। ২।
স্বভাব যেমন যার তাহার তেমন
হৃদয়ে জনমে শ্রদ্ধা ভরত-নন্দন !
সমস্ত পরাণী এই যা' দেখ সংসারে
সবার প্রকৃতি সেই শ্রদ্ধার বিকারে।
অন্তরের সেই শ্রদ্ধা, যাহার যেমন
তাহার প্রকৃতি পার্থ, জানিও তেমন। ৩।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

সাত্ত্বিকাদি শ্রদ্ধাভেদে জীবের কার্য্যভেদ হয়। যথা,—সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে ইত্যাদি স্পষ্ট।

নিজ নিজ প্রকৃতির বশে অনেকে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী। এরূপ সম্প্রদায় অনেক আছে। তাহাদের অধিকাংশই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাহাদের নিষ্ঠা তামসিক। ৪।

যে অচেতসঃ জনাঃ—যে অবিবেকিগণ। দম্ভ-অহঙ্কারসংযুক্তাঃ। দম্ভ—লোক দেখান ধার্ম্মিকতা। এবং অহঙ্কার—আত্মাভিমান। তদ্‌যুক্ত। কামরাগবলান্বিতাঃ—কাম, বিষয়াভিলাষ; রাগ, তাহাতে আসক্তি ও বল, তন্নিমিত্ত আগ্রহ। তদ্‌যুক্ত। অশাস্ত্র-বিহিতং। ঘোরং—ভূতভয়ঙ্কর, বহু আয়াসসাধ্য। তপঃ তপ্যন্তে—তপস্যার অনুষ্ঠান করে। কিরূপে ?—শরীরস্থং ভূতগ্রামং কর্শয়ন্তঃ—উপবাসাদিতে শরীরস্থ ভূত সকলকে কৃশ করিয়া। এবং অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কর্শয়ন্তঃ—আমার অনুশাসনরূপ বেদাদি শাস্ত্রবিধির অবজ্ঞা করাতে হৃদয়স্থ আমাকেও কৃশ অর্থাৎ অবজ্ঞা বা

সত্ত্বাদি প্রভেদে শ্রদ্ধা যেরূপ যাহার
তারই অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহার।
সত্ত্বময় দেবগণে পূজয়ে সাত্ত্বিক,
রাজস রাক্ষস যক্ষে পূজে রাজসিক,
তামসিক ভাবে যারা জন্ম লাভ করে
তমোগুণী ভূত প্রেতে তা'রা পূজা করে। ৪।

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ অচেতসঃ।

মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

ক্ষীণ করিয়া। তান্ আসুর-নিশ্চয়ান্ বিদ্ধি—তাহাদিগকে অসুরতুল্য ক্রূর-অধ্যবসায়শীল জানিবে (শ্রী)।

পূর্ব্ব কালে রাবণ প্রভৃতি এইরূপ তপস্যা করিয়াছিল। অধুনা ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধমুখী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণও এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইহারা ঐশ্বর্য্যকামী, আসুর-নিশ্চয়।

ভূতগ্রাম—এই শ্লোকে ভূতগ্রাম কাহারা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভাষ্যকারেরা বলেন, ভূতগ্রাম—ক্ষিতি আদি পঞ্চ ভূত। কিন্তু গীতায় ইহাদিগকে ভূত বলা হয় নাই। ৭।৪ শ্লোকে ইহারা অপরা প্রকৃতি ও ১৩।৫ শ্লোকে মহাভূত। পঞ্চ ভূত সূক্ষ্ম তত্ত্ব। অতএব জীবকৃত কোন কর্ম্মে তাহাদের কর্শন বা পোষণ অসম্ভব। ৮।১৯ ও ৯।৮ শ্লোকেও ভূতগ্রাম পদ

যদি নিষ্ঠা রাজসিক তামসিক হয়।
হ'তে পারে সত্ত্বোদয় শ্রদ্ধা যদি রয়।
আসুরিক তপস্যা
কিন্তু দম্ভ অহঙ্কারে জ্ঞান বুদ্ধি হারা,
কামভোগাসক্তিবশে সাগ্রহে যাহারা,
দম্ভে উপবাস আদি করিয়া পালন,
শরীরস্থ ভূতগ্রামে করিয়া কর্শন,
অশাস্ত্রীয় বক্ত তপ করি ঘোরতর,
আমি যে রয়েছি তা'র শরীর ভিতর,
আমাকেও কৃশ করে মূঢ়মতিগণ,
আমার বিধান যত করি উল্লঙ্ঘন।
ক্রূর কর্ম্মে রত সেই নরাধম যত
জানিও তা'দের কার্য্য অসুরের মত। ৫—৬।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদম্ ইমং শৃণু॥৭॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥৮॥

আছে। সেখানে তাহার অর্থ জীবসমূহ। আমরা বলিতে পারি, এখানেও সেই অর্থ। বিজ্ঞান হইতে জানি, যাবতীয় জীবশরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জীবাণু-সংযোগে গঠিত। শরীরের কর্শনে ও পোষণে তাহাদের কর্শন ও পোষণ হয়। আধুনিক বিজ্ঞান যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, মধ্যযুগে (গীতার ভাষ্য রচনার কালে) তাহা অজ্ঞাত থাকিলেও, মহাভারতীয় যুগে তাহা বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল না। ৫—৬।

সর্ব্বস্য আহারঃ অপি তু—সকলের আহারও। ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি। তথা—এবং। যজ্ঞঃ, তপঃ, দানং ত্রিবিধম্। তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু—তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর। ৭।

ত্রিবিধ আহারের বিষয় বলিতেছেন। আয়ুঃ—জীবিতকাল। সত্ত্ব—

সকলের যাহা কিছু অন্নাদি আহার
তিন রূপে প্রিয় হয়, কৌরব-কুমার।
যজ্ঞ ও তপস্যা দান ত্রিবিধ তেমন,
তাহাদের ভেদ এবে করহ শ্রবণ। ৭।
উৎসাহ, সামর্থ্য আর আয়ুর্বৃদ্ধি যার,
সাত্ত্বিক আহার — আনন্দ ও প্রীতি জন্মে অন্তরে যাহার,
স্বাস্থ্যপ্রদ, স্নেহযুক্ত, সুরসে রসাল,
শরীরে সারাংশ যার থাকে দীর্ঘকাল,
দর্শনেই মনোহর,—ঈদৃশ আহার
ভালবাসে সত্ত্বময়ী প্রকৃতি যাহার। ৮।

কট্‌ব্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টম্ অপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

উৎসাহ (energy) মানসিক বল; যাহা থাকিলে শরীরে অবসাদ উপস্থিত হয় না। বল—শারীরিক। সুখ—অন্তরের প্রসন্নতা। বিবর্দ্ধনাঃ—আয়ুঃ প্রভৃতির বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধক। এবং যাহা রস্যাঃ—সুরসযুক্ত। স্নিগ্ধাঃ—ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত। স্থিরাঃ—যাহার সারাংশ দেহে দীর্ঘকাল স্থির থাকে। হৃদ্যাঃ—দৃষ্টিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম (শ্রী)। ঈদৃশ আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

এখানে বস্তুবিশেষসম্বন্ধে বিধি নিষেধ নাই। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কোন বস্তু উপযোগী বা অনুপযোগী, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা নির্দ্দেশ করিবেন। ৮।

কট্‌ব্‌ম্ল ইত্যাদি স্পষ্ট। কটু—তিক্ত। তীক্ষ্ণ—তীক্ষ্ণবীর্য্য ঝাল, মরিচাদি। রুক্ষ—তৈলাদি স্নেহপদার্থশূন্য। বিদাহী—পরিপাককালে যাহা অম্লরস হয়। অতি শব্দ কটু আদি সপ্ত পদেরই বিশেষণ। ঈদৃশ আহার রাজসস্য ইষ্টাঃ—প্রিয়। তাহা দুঃখ-শোক-আময়-প্রদাঃ। আময়—রোগ। শোক—পশ্চাত্তাবী মনস্তাপ (শ্রী)। ৯।

যাতযামং—যাম, প্রহর বা উপযুক্ত সময় (প্রকৃতিবাদ) গত হওয়ায়

অতি কটু কিম্বা অতি অম্ল বা লবণ,
অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ মরিচ যেমন,
রাজসিক আহার — স্নেহ নাই যাহে, যার অম্লপাক হয়,
রাজস জনের তাহা প্রিয়, ধনঞ্জয়!
ভোজন সময়ে ক্লেশ, অসুখ পশ্চাতে,
পরিণামে মনস্তাপ জনমে তাহাতে। ৯।

অফলাকাঙ্ক্ষিভি র্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যম্ এবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থম্ অপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

যাহা শীতল হইয়াছে (শ্রী)। গতরস—যাহার রস বা সার অংশ নিষ্কাশিত হইয়াছে (শ্রী) কিম্বা যাহার স্বাভাবিক রস নষ্ট হইয়াছে (রাম)। পূতি—দুর্গন্ধ। পর্য্যুষিতং—বাসী। উচ্ছিষ্টং—ভুক্তাবশিষ্ট। অমেধ্যং চ—এবং যদ্দ্বারা যজ্ঞ কার্য্য হয় না, অপবিত্র। ঈদৃশ যৎ ভোজনং—ভোজ্য দ্রব্য। তৎ তামসপ্রিয়ম্। ১০।

অনন্তর ত্রিবিধ যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন পুরুষ কর্ত্তৃক। যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায়—যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া। বিধিদিষ্টঃ—শাস্ত্র-বিহিতঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে—যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সঃ সাত্ত্বিকঃ। ১১।

ফলম্ অভিসন্ধায় তু—ফল উদ্দেশ করিয়া। দম্ভার্থম্ এব চ—এবং লোকের কাছে ধর্ম্মিত্ব খ্যাপনের জন্য। যৎ ইজ্যতে—যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি—জানিও। ১২।

পাকান্তে সুদীর্ঘকালে শীতল যা' হয়,
তামসিক — গতরস, পর্য্যুষিত, পূতিগন্ধময়,
আহার — উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র,—এ সব ভোজন
তামস জনের প্রিয়, ভরত-নন্দন! ১০।
সাত্ত্বিক যজ্ঞ — নিষ্কামী কর্ত্তব্য-জ্ঞানে শাস্ত্রবিধিমত
করেন যে যজ্ঞ, তাহা সাত্ত্বিক, ভারত! ১১।
রাজস যজ্ঞ — ধর্ম্মিত্ব-খ্যাপন আর ফল-কামনায়
যে যজ্ঞ ভারত! জান রাজস তাহায়! ১২

বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচম্ আর্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪ ॥

বিধিহীনং—শাস্ত্রবিধি-বর্জ্জিত। অসৃষ্টান্নং—অন্নদানবিহীন। মন্ত্রহীনং—যাহাতে যথারীতি মন্ত্র পঠিত হয় না। অদক্ষিণং—দক্ষিণাবিহীন। এবং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং। তামসং পরিচক্ষতে—তামস বলিয়া কথিত হয়। ১৩।

অনন্তর ১৪—১৬ শ্লোকে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ তপস্যার বিষয় বলিতেছেন।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির পূজনম্। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বিজ বা গুরুজন না হইলেও পূজনীয়। শৌচম্। আর্জ্জব—এখানে দেহের সরলতা, সরল ভাবে উপবেশন শয়নাদি। ব্রহ্মচর্য্যম্—এখানে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামের আবেগবশে কামিনীর চিন্তা, দর্শন, স্পর্শন না করা; ৭। ১১ দেখ। অহিংসা চ। শারীরং তপঃ উচ্যতে—এ সকল শারীরিক তপস্যা বলা হয়। ১৪।

বিধিহীন মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন,
অন্নদান নাহি যায়, যাহা শ্রদ্ধাহীন,
তামস যজ্ঞ — এরূপ যে যজ্ঞ কর্ম্ম, তাহা ধনঞ্জয়!
তামসিক কর্ম্ম মাত্র সাধুগণে কয়। ১৩।
দেবতা ব্রাহ্মণ আর যত গুরুজন,
আর যিনি জ্ঞানবান্, তাঁদের পূজন,
শারীরিক তপ — অহিংসা ও সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য আর
এ সব শারীর তপ, কৌরব-কুমার! ১৪।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধি রিত্যেতৎ তপো মানসম্ উচ্যতে ॥১৬॥

যৎ বাক্যং অনুদ্বেগকরং, সত্যং প্রিয়হিতং চ—সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর আর স্বাধ্যায়-অভ্যসন—নিয়মিত বেদাদি শাস্ত্রালোচনা। এ সকল বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে—বাচনিক তপস্যা বলে। ১৫।

মনঃ-প্রসাদঃ—মনের স্বচ্ছতা (শ্রী), ক্রোধাদিশূন্য প্রসন্ন, শান্ত ভাব। সৌম্যত্বং—হিংসা নিষ্ঠুরতাদি বর্জ্জিত সৌম্য ভাব। মৌনং...মনন (শ্রী), স্থির একাগ্র চিত্তে ভাবনা-শক্তি। আত্মবিনিগ্রহঃ—মনের বিনিগ্রহ; অযথা বস্তু হইতে নিবৃত্তি। ভাব-সংশুদ্ধিঃ—অন্যের সহিত ব্যবহারে ছলনা শঠতাদি পরিহার; সরল ব্যবহার। ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে। ১৬।

যে বাক্যে না হয় মনে উদ্বেগসঞ্চার,
যাহা সত্য, যাহা প্রিয় হিতকর আর,
বাচনিক তপ　　যথাবিধি বেদ আদি শাস্ত্র অধ্যয়ন,
বাচনিক তপ তাহা বলে সাধুগণ। ১৫।
শান্তিময় প্রীতিময় প্রসন্ন হৃদয়,—
মানসিক তপ　　হিংসা-দ্বেষ-নিষ্ঠুরতা যাহাতে না রয়;
নিশ্চল একাগ্র চিত্তে তত্ত্বের চিন্তন,
অযথা বিষয়ভোগ-ইচ্ছার দমন,
লোক-ব্যবহারে সদা সরল হৃদয়,
এ সবারে মানসিক তপ বলা হয়। ১৬।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপ স্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভি র্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব তৎ।
ক্রিয়তে তদ্ ইহ প্রোক্তং রাজসং চলম্ অধ্রুবম্ ॥১৮॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপ প্রত্যেকে আবার সাত্ত্বিকাদিভেদে ত্রিবিধ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ—নিষ্কাম। যুক্তৈঃ—একাগ্রচিত্ত (শ্রী)। নরৈঃ। পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং—পরম শ্রদ্ধাসহ অনুষ্ঠিত। তৎ—পূর্ব্বোক্ত। ত্রিবিধং তপঃ। সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে—সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়। ১৭।

সৎকার-মান-পূজার্থম্। ইনি সাধু, ধার্ম্মিক ইত্যাদি প্রশংসার নাম সৎকার; অভ্যুত্থান অভিবাদনাদির দ্বারা সম্মান প্রদর্শনের নাম মান; এবং অর্থদানাদির নাম পূজা। এই সকলের উদ্দেশে। দম্ভেন চ—এবং ধর্ম্মিত্ব-খ্যাপন করিয়া। যৎ তপঃ ক্রিয়তে। তৎ ইহ—তাহা ইহলোকে মাত্র ফলপ্রদ, পারলৌকিক নহে। চলং—তাহার ফল অল্পকাল স্থায়ী। অধ্রুবং—এবং তাহাতে যে ফললাভ হইবে, তাহাও নিশ্চয় নহে। তাহা রাজসং প্রোক্তম্। ১৮।

এই যে কহিনু, পার্থ, তপস্যা ত্রিবিধ
সাত্ত্বিকাদি ভেদে তাহা প্রত্যেকে ত্রিবিধ।
ফলের আকাঙ্ক্ষা যদি না রাখি অন্তরে
ধীর অবিচলচিত্তে দৃঢ় শ্রদ্ধাভরে, (সাত্ত্বিক তপ)
ত্রিবিধ সে তপ নর করে অনুষ্ঠান
সাত্ত্বিক তপস্যা তারে কহে, মতিমান্। ১৭।
সাধু বলি বহুমানে পূজিবে আমারে
এ ভাবে যে করে তপ দম্ভ সহকারে, (রাজসিক তপ)
রাজসিক বলে তারে; তাহে লাভ হয়
ক্ষণিক ঐহিক ফল,—তা'ও অনিশ্চয়। ১৮।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥১৯॥
দাতব্যম্ ইতি যদ্দানং দীয়তে ঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

মূঢ়গ্রাহেণ—মূঢ়ের ন্যায় অনুচিত বিষয়ে আগ্রহে; দুরাগ্রহবশে। আত্মনঃ পীড়য়া—আপনাকে ক্লেশ দিয়া। অথবা পরস্য উৎসাদনার্থং—পরের বিনাশের জন্য, অভিচারাদি। যৎ তপঃ ক্রিয়তে—যে তপ অনুষ্ঠিত হয়। তৎ তামসম্ উদাহৃতম্—তাহাকে তামসিক তপ বলে। ১৯।

ত্রিবিধ দানের বিষয় বলিতেছেন। দেশে কালে চ পাত্রে চ—উপযুক্ত দেশ কাল পাত্রে অর্থাৎ যে সময়ে, যে স্থানে এবং যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব, তাহা বিবেচনা করিয়া। পাত্রে—দেশ ও কাল শব্দের সাহচর্য্যহেতু চতুর্থীর স্থানে সপ্তমী (শ্রী)। অনুপকারিণে—যাহার নিকট প্রত্যুপকারের সম্ভাবনা নাই, ঈদৃশ ব্যক্তিকে। দাতব্যম্ ইতি যৎ দানম্ দীয়তে—দেওয়া উচিত। এইরূপ ভাবিয়া যাহা দেওয়া যায়। তৎ দানম্ সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। ২০।

তামসিক	দুরাগ্রহবশে করি আত্মার পীড়ন
তপ	ক্লেশকর বিধি যত করিয়া পালন।
	অভিচার আদি কিম্বা পরের বিনাশে
	যে তপ, তামস তারে জ্ঞানিগণ ভাষে। ১৯।
	দেশকাল পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া,
সাত্ত্বিক	প্রতি উপকার আশা কিছু না রাখিয়া,
দান	যাহা কিছু দেওয়া হয় কর্ত্তব্য-বিচারে
	পণ্ডিতে সাত্ত্বিক দান বলেন তাহারে। ২০।

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥
অদেশকালে যদ্দানম্ অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥২২॥
ওঁ তৎ সদ্ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণা স্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং—প্রত্যুপকার পাইবার জন্ম। অথবা স্বার্থানুরূপ ফলম্ উদ্দিশ্য—উদ্দেশ করিয়া। পুনঃ পরিক্লিষ্টং দীয়তে—এবং মনে কষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্। ২১।

অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ—অনুপযুক্ত দেশকালে এবং অপাত্রে। যৎ দানং দীয়তে। এবং দেশ কাল পাত্র উপযুক্ত হইলেও যৎ অসৎকৃতম্—অসম্মান করিয়া। বা অবজ্ঞাতং—অবজ্ঞার সহিত দেওয়া হয়। তৎ তামসম্ উদাহৃতম্—তাহাকে তামস দান বলে। ২২।

রাজসিক দান

রাজসিক তাহা, যাহা কষ্টে দেওয়া যায়,
প্রতি-উপকার কিম্বা স্বার্থের আশায়। ২১।

তামসিক দান

দেশ কাল পাত্রাপাত্র না করি বিচার
অদেশ অকালে কিম্বা অপাত্রেতে আর,
অবজ্ঞাসহিত, কিম্বা করি অসম্মান
যাহা দেওয়া যায়, তাহা তামসিক দান। ২২।

ব্রহ্ম-নাম ওঁ তৎ সৎ

ওম্ আর তৎ, সৎ—এই তিন হয়
পরম ব্রহ্মের নাম; জ্ঞানিগণে কয়।
যে নাম উচ্চারি পূর্ব্বে সৃজিলেন বিধি
ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ ও বেদ-যজ্ঞ-বিধি।
পরম পাবন এই ত্রিনাম, অর্জ্জুন!
বিগুণ যে কার্য্য সেও এ নামে সগুণ। ২৩।

তস্মাদ্ ওম্ ইত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥
তদ্ ইত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥

পূর্ব্বোক্ত রূপে বিচার করিতে গেলে, প্রায় সমস্ত কর্ম্মই রাজসিক বা তামসিক হইয়া পড়ে। এই বৈগুণ্য নিবারণের জন্য ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হয়। এক্ষণে সেই উপদেশ দিতেছেন।

যাহার দ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, বিশেষরূপে জানা যায়, তাহা নির্দ্দেশ। ওঁ, তৎ, সৎ, ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ ওঁ, তৎ, সৎ এই তিন শব্দে পরম ব্রহ্মকে বুঝায়। "ওম্" জ্ঞানগম্য ও জ্ঞানাতীত পর ও অপর ব্রহ্মবাচক; "তৎ" শব্দ ব্রহ্মের নির্গুণ অক্ষর ভাববাচক এবং "সৎ" শব্দ সৎরূপে পরিণত এই জগতের নিয়ন্তা, সগুণ ঈশ্বরবাচক। তেন—সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশদ্বারা, সেই নাম উচ্চারণপূর্ব্বক। পুরা—পূর্ব্বকালে। ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ বিহিতাঃ—বেদাধিকারী ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ ও তাঁহাদের পালনীয় বিধি এবং বেদবিধি ও যজ্ঞবিধি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। অথবা তেন,—ঐ তিন যাহার নাম, সেই পরম ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি পবিত্রতম পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে (শ্রী)। ২৩।

তস্মাৎ ওম্ ইতি উদাহৃত্য—অতএব ওম্ উচ্চারণ করিয়া। ব্রহ্মবাদিনাং—ব্রহ্মবিদ্‌গণের। বিধানোক্তাঃ যজ্ঞ-দান তপঃক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে—শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী যজ্ঞ-দান-তপঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ২৪।

তাই "ওম্" উচ্চারিয়া করে অনুষ্ঠান
ব্রহ্মবাদী বিধিমত যজ্ঞ তপোদান। ২৪।
নিষ্কাম মোক্ষার্থিগণ "তৎ" উচ্চারিয়া
করেন বিবিধ যজ্ঞ তপঃ দান ক্রিয়া। ২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদ্ ইত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ্ ইতি চোচ্যতে।

কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদ্ ইত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭॥

তৎ ইতি—তৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া। মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিভিঃ ফলম্ অনভিসন্ধায়, বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মে তৎশব্দ প্রযুক্ত হয়। ২৫।

সৎভাবে—অস্তিত্ব বুঝাইতে। সাধুভাবে চ—এবং সাধুভাব পবিত্রতা বুঝাইতে। সৎ ইতি এতৎ (শব্দ) প্রযুজ্যতে। তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি—এবং বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মে। সৎ শব্দঃ যুজ্যতে। ২৬।

যজ্ঞে; তপসি, দানে চ (যা) স্থিতি—নিষ্ঠা। তাহা সৎ ইতি চ উচ্যতে। তদর্থীয়ং কর্ম্ম এব চ—সেই যজ্ঞাদি সাধনের জন্য অন্যান্য যে সকল কর্ম্ম—কৃষি বাণিজ্যাদি। সৎ ইতি অভিধীয়তে। অথবা তদর্থীয় কর্ম্ম, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম। ২৭।

"আছে" এই অর্থে, পার্থ! সাধু অর্থে আর,
মাঙ্গলিক কর্ম্মে পুনঃ, "সৎ" ব্যবহার। ২৬।

সৎকর্ম্ম

যজ্ঞ তপ দানকর্ম্মে নিষ্ঠা যাহা হয়
তাহাকেও সৎ শব্দে সাধুগণে কয়!
আচরিতে যজ্ঞ আর তপোদান ধর্ম্ম।
করা হয় আর আর যত কিছু কর্ম্ম।
ঈশ্বর-সেবার্থে কিম্বা কর্ম্ম যাহা হয়
সে সকলও সৎ শব্দে অভিহিত হয়। ২৭।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপ স্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদ্ ইত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥
ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

কিন্তু ব্রহ্মনাম "ওঁ তৎ সৎ" উচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেও যদি তাহা শ্রদ্ধাবিহীন হয়, তবে তাহা অসৎ। অশ্রদ্ধয়া হুতং—হোম। দত্তং—দান। তপ্তং তপঃ—অনুষ্ঠিত তপস্যা। যৎ চ কৃতং। (তৎ) অসৎ ইতি উচ্যতে—তাহা অসৎ বলিয়া কথিত হয়। হে পার্থ! তৎ চ ন প্রেত্য নো ইহ—তাহা পরকালে ও ইহকালে ফলদায়ক নহে। ২৮।

সপ্তদশ অধ্যায় শেষ হইল। প্রকৃতির ত্রিগুণ, যে ভাবে শরীরকে বা ক্ষেত্রকে রঞ্জিত করিয়া, মানুষের শ্রদ্ধা ও আহার তথা যজ্ঞ, তপঃ, দান কর্ম্মের ত্রিবিধ ভাব উৎপাদন করে, সপ্তদশে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহা জানিয়া রাজসিক ও তামসিক ভাব পরিত্যাগ করিবেন; এবং ব্রহ্মের পবিত্র নাম "ওঁ তৎ সৎ" স্মরণপূর্ব্বক সাত্বিকী শ্রদ্ধা-সহকারে যজ্ঞ দানাদির অনুষ্ঠান করিবেন। তদ্দ্বারা ষোড়শ অধ্যায়ে বিবৃত দৈব ভাব লাভ হইয়া থাকে। দৈব ভাব লাভ হইলে তবে ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার জন্মে। তখন তিনি কার্য্যাকার্য্য নিরূপণ পূর্ব্বক মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। সাত্বিকী শ্রদ্ধা ভিন্ন কিছুই হয় না। এইরূপে ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পরস্পর সম্বন্ধ।

ত্রিবিধ শ্রদ্ধার ভাব বুঝালে বিশেষ;
এ "দাসে" সাত্বিকী শ্রদ্ধা দাও, হৃষীকেশ!
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রদ্ধাহীন	কিন্তু যত শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম, ধনঞ্জয়!
সৎ কর্ম্ম	যজ্ঞ, তপ দান আদি অনুষ্ঠিত হয়,
অসৎ	সে সবে অসৎ কহে পণ্ডিত সকল,
	ইহ পরলোকে তাহা সমস্ত বিফল। ২৮।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মোক্ষ-যোগঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বম্ ইচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

সন্ন্যাসে ও ত্যাগে প্রভেদ কথনে
সমস্ত গীতার্থ সুসংগ্রহ করি
সর্ব্বত ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ,
স্পষ্ট অষ্টাদশে কহিলা শ্রীহরি।

এই অধ্যায় সমগ্র গীতার সার এবং ইহাই সমগ্র বেদের সার (শং)। সপ্তম হইতে সপ্তদশ—এই এগারটী অধ্যায়ে ভগবান্ ঈশ্বর জীব ও জগৎ সম্বন্ধে "সমগ্র" জ্ঞান বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। এই জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ হইলে বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরালে যে এক অভেদ অদ্বৈত তত্ত্ব

অর্জ্জুন কহিলেন।

জ্ঞান আর কর্ম্মযোগে নানা উপদেশ
শুনিয়াছি তোমার শ্রীমুখে, হৃষীকেশ!
কর্ম্ম-সন্ন্যাসের কথা কহ একবার,
করিতে অশেষ কর্ম্ম কহিলে আবার।
বিরোধী এ তত্ত্ব আমি বুঝিতে না পারি
অতএব সার মর্ম্ম কহ, হে কংসারি!
সন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ত্ব, কেশিনিসূদন!
পৃথক্ পৃথক্ বাঞ্ছা করিতে শ্রবণ। ১।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২॥

আছে, তাহার স্বরূপ জানা যায়। ব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। তখন মানুষ বাসনাত্মিকা বুদ্ধি-সমুৎপন্ন কাম ক্রোধ লোভের মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি লাভ করতঃ কৃতকৃত্য হয় (১৫।২০); এবং তখনই, কেবল তখনই প্রকৃত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়পূর্ব্বক "শাস্ত্র-বিধানোক্ত কার্য্যাকার্য্যব্যবাস্থিতি" (১৬২৪) অবধারণে কর্ম্ম করিয়া আপনার কল্যাণ সাধন করিতে পারে; কেবল তখনই, ফলাশা ত্যাগ করিয়া, (২।৪৮, ১২.১১) ব্রহ্মে কর্ম্ম আহিত করিয়া (৪।২৫, ৯।১০) কৃষ্ণে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া (৯।২৭) সর্ব্বকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া (৮।৭) সুখদুঃখ লাভালাভ সমান জ্ঞান করিয়া (২।৩৮) আপন অধিকারানুযায়ী কর্ম্ম করা যায় ইহাই "গীতা ধর্ম্ম।" ইহার মূল মন্ত্র "ত্যাগ."

গীতাধর্ম্মের মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে হইলে, জ্ঞান-মার্গীয় সন্ন্যাসধর্ম্মের এবং ভগবদুক্ত ত্যাগ ধর্ম্মের মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে হয়। অর্জ্জুন অতঃপর তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অর্জ্জুনের সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ পূর্ব্বোপদিষ্ট

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

ইহপরকালে আত্মসুখের আশায়
যাহা করা যায়, বলে কাম্য কর্ম্ম তায়।
আত্মসুখহেতু সেই কর্ম্মের বর্জ্জন
সন্ন্যাস — "সন্ন্যাস" বলিয়া তারে জানে জ্ঞানিগণ।
কিন্তু যা'রা বিচক্ষণ, তা'রা ধনঞ্জয়!
ত্যাগ — সর্ব্ব কর্ম্মে ফলমাত্র ত্যাগে "ত্যাগ" কয়। ২।

ত্যাজ্যং দোষবদ্ ইত্যেকে কর্ম্ম প্রাহু র্ম্মনীষিণঃ
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি চাপরে ॥৩॥

সমুদয় কথার সার এবং আরও অন্যান্য বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত করিয়া গীতা শেষ করিয়াছেন।

অর্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং—সন্ন্যাসের ও ত্যাগের প্রকৃত মর্ম্ম। পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি—জানিতে ইচ্ছা করি। ১।

ভগবান্ কহিলেন কবয়ঃ—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং—কাম্য কর্ম্ম-সমূহের পরিত্যাগকে। সন্ন্যাসং বিদুঃ—সন্ন্যাস বলিয়া জানেন; কিন্তু বিচক্ষণাঃ—সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণ, (কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নহেন)। এ শ্লোকে "কবি" এবং "বিচক্ষণ" এই দুই শব্দের প্রভেদ লক্ষ্য করা উচিত। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং—নিত্য নৈমিত্তিক বা কাম্য, সর্ব্ব কর্ম্মে ফলমাত্র ত্যাগকে। ত্যাগং প্রাহুঃ—ত্যাগ বলেন। কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করার নাম সন্ন্যাস; আর কোন কর্ম্মই পরিত্যাগ না করিয়া, ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক সে সকল অনুষ্ঠান করার নাম ত্যাগ। ২।

একে মনীষিণঃ—এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা, সাংখ্যমতাবলম্বিগণ। কর্ম্ম দোষবৎ ইতি—কর্ম্মমাত্রই সংসারবন্ধনের হেতু হওয়ায় দোষযুক্ত,

---

কর্ম্মে আর কর্ম্মত্যাগে—দুয়ে যে প্রভেদ
পণ্ডিত-সমাজে তায় আছে মতভেদ।
ভাল কর্ম্ম মন্দ কর্ম্ম, যা' হয় তা' হয়
ফলভোগ বিনা নাই কভু তার ক্ষয়!
অতএব কর্ম্ম মাত্র দোষযুক্ত মানি
ত্যজিবে সমস্ত কর্ম্ম, কহে সাংখ্যজ্ঞানী।
কর্ম্মবাদী মীমাংসক বলে, ধনঞ্জয়!
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নয়। ৩।

কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে মতভেদ

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যম্ এব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপ শ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্ উত্তমম্ ॥৬॥

অতএব। সে সকল, ত্যাজ্যং প্রাহুঃ। অপরে—মীমাংসকগণ। যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি প্রাহুঃ—পরিত্যাজ্য নহে বলেন। ৩।

কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ পণ্ডিত-সমাজে তখনও ছিল; এখনও আছে। সে বিষয়ে ভগবানের মত কি, তাহা বলিতেছেন। হে ভরতসত্তম! তত্র ত্যাগে—ত্যাগবিষয়ে এই মতভেদস্থলে। মে নিশ্চয়ম্ শৃণু—আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ—ত্রিবিধ কথিত আছে। ৪।

যজ্ঞ দান তপঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। কার্য্য—করণীয়, অবশ্য কর্ত্তব্য। পাবন—চিত্তশুদ্ধি-কর; ৫।১১ দেখ। ৫।

অপি তু এতানি—কিন্তু যজ্ঞাদি এই কর্ম্ম সকল। সঙ্গং ফলানি চ

কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে ভগবানের অভিমত (৪—৯)

ত্যাগে এই মতভেদ, ভরত-নন্দন!
আমার সিদ্ধান্ত তুমি করহ শ্রবণ।
প্রকৃতি সত্ত্বাদিভেদে ত্রিবিধ যেরূপ
ত্যাগও কথিত আছে ত্রিবিধ সেরূপ। ৪।
যজ্ঞদান তপঃকর্ম্ম পরিত্যাজ্য নয়
কর্ত্তব্য সে সব, পার্থ, জানিও নিশ্চয়।
যজ্ঞ দান তপ আর পরম পাবন,
সে সকলে চিত্তশুদ্ধি লভে জ্ঞানিগণ। ৫।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

ত্যক্ত্বা—আসক্তি এবং ফলাশা ত্যাগ করিয়া। কর্ত্তব্যানি—করা উচিত। ইতি মে নিশ্চিতং—যুক্তিনির্দ্ধারিত। উত্তমং মতম্।

আমার নিশ্চিত মত—ভগবানের এই কথাটী এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, "কর্ম্মত্যাগে যেন তোমার আগ্রহ না হয়" (২।৪৭); "কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই ভাল" (৫ ২)। গীতার প্রারম্ভাংশে তিনি যাহা বলিয়াছেন, উপসংহারে ৬—১২ শ্লোকে সেই কথাই বলিতেছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এবং গীতা ভগবদ্বুক্তি ;—এ কথা যাঁহারা স্বীকার করেন, সেই কৃষ্ণোপাসক বৈষ্ণবগণ যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের এই কথা উপেক্ষা করিয়া সংসারত্যাগের পক্ষপাতী, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। যদি গীতা সত্য হয়, তবে ভক্তিমান্ কর্ম্মযোগীই যে প্রকৃত কৃষ্ণোপাসক, "ভেকধারী" বৈরাগী নহে—ইহা স্থির। ৬।

কর্ম্মত্যাগ অনুচিত কেন, ৭—১২ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। নিয়তস্য তু কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ—কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিত্যাগ। ন উপপদ্যতে—

যজ্ঞ দান তপস্যাদি কর্ম্ম সমুদয়
আসক্তি ও ফল-আশা ত্যজি, ধনঞ্জয় !
আচরণ করা হয় ধর্ম্ম সমুচিত
ইহাই আমার মতে উত্তম নিশ্চিত। ৬।
ত্রিবিধ যে ত্যাগ তাহা, কৌরব-নন্দন !
আমার সকাশে তুমি করহ শ্রবণ।
নিত্য কর্ম্ম,—যজ্ঞ তপ আদি সমুদয়
তাহাদের পরিত্যাগ উপযুক্ত নয়।

তামসিক ত্যাগ — মোহে মজি ছাড় যদি যত নিত্য কর্ম্ম,—
সে ত্যাগ, পণ্ডিতে কহে, তামসিক ধর্ম্ম। ৭।

দুঃখম্ ইত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥
কার্য্যম্ ইত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে ঽর্জ্জুন।
ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

যুক্তিযুক্ত নহে; ৩।৪—৮ এবং ৪।১৬—৩১ শ্লোক দেখ। মোহাৎ—মোহবশতঃ। তস্য পরিত্যাগঃ। তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৭।

যৎ কর্ম্ম, দুঃখম, ইতি এব—যে কর্ম্ম, দুঃখকরমাত্র, ইহা ভাবিয়া। কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ—দৈহিক কষ্টের ভয়ে তাহা ত্যাগ করে। সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা। ত্যাগফলম্ ন লভেৎ—ত্যাগের ফলই লাভ করে না। ৮।

কার্য্যম্ ইতি এব—কর্ত্তব্যবোধে মাত্র। যৎ নিয়তং কর্ম্ম, সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে—যাহাতে আসক্তি ও ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কৃত হয়। সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ—তাহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। ভগবদুক্ত ত্যাগের এই লক্ষণটী স্মরণ রাখা আবশ্যক। ৯।

কর্ম্ম দুঃখকর ভাবি, যে জন আবার
রাজসিক ত্যাগ — শারীরিক ক্লেশভয়ে করে পরিহার,
এরূপ যে ত্যাগ তাহা রাজস-লক্ষণ;
তাহে সে ত্যাগের ফল না পায় কখন। ৮।
আসক্তি কর্ম্মের প্রতি না রাখি অন্তরে
না করি কামনা কিম্বা কর্ম্মফল তরে
সাত্ত্বিক ত্যাগ — যে নিয়ত কর্ম্ম করে কর্ত্তব্য-বিচারে,
তাহার যে ত্যাগ, মানি সাত্ত্বিক তাহারে। ৯।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
য স্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

মেধাবী—স্থিরবুদ্ধি (শ্রী) জ্ঞানী। অতএব ছিন্নসংশয়ঃ—কর্ম্ম করা এবং কর্ম্ম না করা—কি ? কিরূপ কর্ম্মের পরিণাম কি ? ইত্যাদি বিষয়ে সন্দেহ যাহার থাকে না। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ—সত্ত্বগুণপরিব্যাপ্ত, সাত্ত্বিক। সেই ত্যাগী। অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি—দুঃখাবহ কর্ম্মে দ্বেষ করে না। অথবা কুশলে—সুখকর কর্ম্মে। ন অনুষজ্জতে—অনুরক্ত হয় না। ২।৬৪ টীকা দেখ। ১০।

দেহভৃতা—দেহধারী জীবকর্ত্তৃক। অশেষঃ—সম্পূর্ণরূপে। কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন শক্যম্, ৩।৫ শ্লোক। যঃ তু—কিন্তু যে ব্যক্তি। কর্ম্মফলত্যাগী—কর্ম্মফল ত্যাগ করে, কর্ম্মোৎপন্ন লাভালাভ সুখদুঃখাদি স্বয়ং গ্রহণ করে না, স্বার্থে নিয়োগ করে না। সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে। তৃতীয় হইতে

এরূপ সাত্ত্বিক ত্যাগী যে জন সংসারে
স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানবান্ জানিবে তাহারে,
সাত্ত্বিক ত্যাগী — সেই জানে কর্ম্মাকর্ম্ম তত্ত্ব সমুদয়,
তার মনে কোনরূপ সংশয় না রয়।
দুঃখাবহ কর্ম্মেতে সে না হয় বিরক্ত,
সুখাবহ কর্ম্মে কিম্বা নয় অনুরক্ত। ১০।
ত্যাগীর লক্ষণ — ত্যাগের রহস্য যাহা কহিনু নিশ্চয়
কর্ম্ম-পরিত্যাগমাত্র ত্যাগ কভু নয়।
দেহধারী সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিতে না পারে ;
কর্ম্মফলত্যাগী যেই ত্যাগী বলে তারে। ১১।

অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২॥
পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে যাহা সবিস্তারে বলিয়াছেন, ১—১১ শ্লোক তাহার সারাংশ। কর্ম্মফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ; কর্ম্মত্যাগ নহে। দেহ থাকিতে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস হয় না। ১১।

কর্ম্মফলত্যাগের ফল কি? কর্ম্মণঃ ফলং ত্রিবিধং। অনিষ্টম্—যাহাতে অমঙ্গল হয়। ইষ্টম্—যাহাতে মঙ্গল হয়। মিশ্রং চ—এবং যাহা ভাল মন্দ মিশ্রিত, যাহাতে বিশেষ ভাল মন্দ হয় না। অত্যাগিনাং—সকাম পুরুষের। এই ত্রিবিধ ফল। প্রেত্য ভবতি—পরকালে ভোগ হয়। সন্ন্যাসিনাং তু—কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসিগণের। ন কচিৎ—কখনই ভোগ হয় না। ১২।

<u>অত্যাগের</u> <u>ও ত্যাগের</u> <u>ফল</u>

কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল—ইষ্ট ও অনিষ্ট
তৃতীয় প্রকার আর মিলি ইষ্টানিষ্ট।
সকামী এ তিন ফল ভুঞ্জে পরকালে,
ফলত্যাগী,সন্ন্যাসী না ভুঞ্জে কোন কালে। ১২।
নিত্য নৈমিত্তিক কিম্বা যা' হয় তা' হয়
সর্ব্ব কর্ম্ম "আমি করি" হেন মনে হয়।
কি ভাবে সে সব কিন্তু হ'তেছে সাধন
সযতনে সেই তত্ত্ব করহ শ্রবণ;
সাংখ্যশাস্ত্রে কর্ম্ম-তত্ত্ব করেছে নির্ণয়,
আমার সকাশে তাহা শুন সমুদয়।
মহাবাহু! পঞ্চ মাত্র জানিও কারণ,
যাহা হ'তে সর্ব্ব কর্ম্ম হ'তেছে সাধন। ১৩।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥

কর্ম্ম নিত্য বা নৈমিত্তিক যাহা হউক, সাধারণে মনে করে, যে সমস্তই "আমি করিতেছি।" কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন, কোন কর্ম্ম তুমি করিতেছ এরূপ ভাবিও না; কোন কর্ম্মই তুমি কর না। অতএব কর্ম্ম কিরূপে সম্পন্ন হয়, ১৩—১৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন।

সর্ব্বকর্ম্মণাম্ সিদ্ধয়ে—সর্ব্ব কর্ম্ম নিষ্পত্তির পক্ষে। ইমানি পঞ্চ কারণানি—বক্ষ্যমাণ এই পঞ্চ হেতু। মে নিবোধ—আমার নিকটে অবগত হও। যাহা সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি। সাংখ্য—২।৩৯ দেখ। কৃতান্ত—যাহাতে কৃত অর্থাৎ কর্ম্মসমূহের অন্ত নির্ণীত হইয়াছে, সাংখ্য পদের বিশেষণ। আর বিশেষ্য ধরিলে অর্থ—বেদান্ত, উপনিষৎ। প্রোক্তানি—কথিত আছে। ১৩।

এক্ষণে কর্ম্মের সেই পঞ্চ কারণ বলিতেছেন। (১) অধিষ্ঠানং—ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখাদি ভাব যাহাতে অধিষ্ঠিত, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়; শরীর (শং) অর্থাৎ শরীরী পদার্থ। আমরা যাহা কিছু কর্ম্ম করি, তাহার কিছু না কিছু অধিষ্ঠান বা আধার চাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া

পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত জড় কলেবর
আশ্রয় সকল কর্ম্মে হয়, নরবর!
আমি করি—অহঙ্কার, কর্ত্তা হয় তার,
বুদ্ধীন্দ্রিয় মন কর্ম্ম-সাধনে সহায়,
বিবিধ শারীর চেষ্টা আর, ধনঞ্জয়!
তার সনে দৈব যদি অনুকূল রয়,—
সর্ব্ব কর্ম্মে এই পঞ্চ সমাবেশ চাই;
ইহার অন্যথা হ'লে কোন কর্ম্ম নাই। ১৪।

কর্ম্মের পঞ্চ কারণ

কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। (২) তথা কর্ত্তা—তাহাতে 'আমি ইহা করিব', এই জ্ঞান বা অহঙ্কার থাকা চাই। কর্ত্তা—চিৎ-অচিদ্ গ্রন্থি, অহঙ্কার (শ্রী)। ব্রহ্মের সংভাবের ছায়াস্বরূপ অন্তঃকরণে প্রতিভাসিত "অহং কর্ত্তা" ভাব। (৩) পৃথগ্‌বিধং করণং চ—তাহার করণ (instrument) চাই,—যদ্দ্বারা কর্ম্ম করা যায়। দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ করণ (গিরি)। (৪) কার্য্যতঃ এবং স্বরূপতঃ বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টাঃ—প্রাণ অপানাদির ক্রিয়া (nervous action), ইন্দ্রিয়াদি থাকিলেই কর্ম্ম হয় না, তাহাদিগের যথাবথ পরিচালনা নাই। অত্র এব চ—এবং এই সকলে (৫) দৈবং পঞ্চমম্। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারির সমাবেশ হওয়া আবশ্যক এবং দৈবও অনুকূল থাকা চাই। এই পঞ্চের মধ্যে একটীরও অভাব হইলে কোন কর্ম্ম হয় না। জীবের কর্ত্তৃত্ব এই পাঁচটীর সাহায্য-সাপেক্ষ।

জগতে মানুষ থাকুক, আর নাই থাকুক, প্রকৃতির স্বভাবানুসারে জগদ্ব্যাপার চলিতে থাকে। যে কর্ম্ম আমি করিলাম মনে করি, তাহা কেবল আমার চেষ্টার ফল নহে। পরন্তু উহা আমার চেষ্টা এবং জগতের বহু ব্যাপারের সমাবেশের পরিণাম। যেমন, কেবল মানুষের যত্নে শস্য হয় না; তজ্জন্য বীজ, মাটি, জল, গরু, লাঙ্গল ইত্যাদির প্রয়োজন। স্বভাবের অনুকূলে মানুষ চেষ্টা এবং যত্ন করিলে তাহার সে যত্ন সফল হইতে পারে, নতুবা নহে (তিলক)।

দৃষ্টান্ত—যেমন, আহারের সময় উপস্থিত, কিন্তু আহার হইতেছে না। তাহার পঞ্চবিধ কারণ থাকিতে পারে; যথা,—(১) হয় ত আহারের বস্তু (অধিষ্ঠান) নাই। (২) আহারের বস্তু থাকিলেও "আহার করিব" এরূপ সঙ্কল্প (কর্ত্তা) নাই। (৩) বদনাদি ইন্দ্রিয় (করণ) দুষ্ট হইয়াছে। (৪) চর্ব্বণাদি ক্রিয়া (চেষ্টা) হইতেছে না। (৫) অথবা কোন বিঘ্ন (প্রতিকূল দৈব) উপস্থিত হইল।

দৈব—দেবসম্বন্ধীয়; চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি

শরীরবাঙ্মনোভি র্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারম্ আত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥

দেবতাগণ (শং) ; যে সকল দৈবশক্তি অন্তরে থাকিয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-গণকে স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সক্ষম করে। অথবা সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী (শ্রী)। যে ঐশী শক্তি অন্তরে যমন করে, অন্তরে থাকিয়া জীব ও জগৎকে স্বমর্য্যাদানুসারে পরিচালিত করে, তাহা অন্তর্য্যামী, দৈব। অহমেবাধি-যজ্ঞোঽহত্র (৮।৪), সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (১৫।১৬), মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (১০।৮) প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য সেই অন্তর্যামী ঐশী শক্তি বা দৈব (রামা)। জীব যাহা কিছু করে, জীবাত্মা তাহার নিয়ামক বা প্রবর্ত্তক নহে; দৈব বা অধিযজ্ঞরূপী অন্তর্য্যামী ভগবান্‌ই তাহার নিয়ামক। ১৪।

নরঃ শরীর-বাক্-মনোভিঃ, ন্যায্যং বা বিপরীতং বা, যৎ কর্ম্ম প্রারভতে—আরম্ভ করে। এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ—এই পঞ্চ তাহার হেতু। ১৫।

তত্র এবং সতি—জীবের কর্ম্ম যখন এইরূপে পাঁচটীর সমাবেশ-সাপেক্ষ তখন কেবলম্ আত্মানম্—কেবল একমাত্র আত্মাকে। যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি

শরীরে অথবা বাক্যে মনে মনে আর
দেখ যাহা কিছু কর্ম্ম, কৌরব-কুমার!
অন্যায্য অথবা ন্যায্য করে নরগণ
এই পঞ্চ মাত্র তার জানিও কারণ। ১৫।
এইরূপে পঞ্চ হতে কর্ম্ম সমুদায়,
তথাপি যে কর্ত্তা দেখে কেবল আত্মায়,
অমার্জ্জিত-মন্দবুদ্ধি জানিও সেজন,
যথার্থ নহে ত' পার্থ, তাহার দর্শন। ১৬।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥১৭॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥১৮॥

—যে কর্ত্তা বলিয়া দেখে। অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ—শাস্ত্রপাঠাদির দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হওয়ায়। দুর্ম্মতিঃ স ন পশ্যতি—সেই মূর্খ ঠিক বুঝিতে পারে না। ১৬।

পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চই সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তা, এই জ্ঞানলাভ করায়, যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন—যাহার অহং বুদ্ধি নাই। যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে—ইহা আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি ভোগ করিব ভাবিয়া লোকে হর্ষবিষাদে আক্রান্ত হয়; ইহাই বুদ্ধির লেপ (শং)। যাহার বুদ্ধি তাদৃশ ইষ্টানিষ্ট ভাবনায় লিপ্ত নয়। সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি—লোকদৃষ্টিতে সে এই সমস্ত লোককে হত্যা করিলেও। ন হন্তি, ন নিবধ্যতে—তত্ত্বদৃষ্টিতে সে কাহাকেও হত্যা করে না এবং কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় না; ৪।২০ দেখ। "দেহটাকে যখন মনে হয় খোলটা, তখন এ ভাব হয়।"—কথামৃত। ১৭।

যাহা যাহা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং যাহা যাহা আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ও কর্ম্মের ফলাফল যাহা কিছু, সে সমস্ত ত্রিগুণাত্মক, ইহা ক্রমশঃ বলিতেছেন। আত্মার সহিত কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝানই ইহার উদ্দেশ্য (শ্রী)। জ্ঞানম্—ইহা ইষ্ট বা অনিষ্ট, এরূপ বোধ (শ্রী)। যে

অহংভাব নাই, বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত নয়
সংসারে যাহার, সেই বুদ্ধিমান হয়।
লৌকিক দৃষ্টিতে, পার্থ! যদিও সে জন
এ সমস্ত জীবলোকে করে হে, হনন,
কা'রেও সে না বিনাশে যথার্থ দর্শনে
অথবা না বদ্ধ হয় কর্ম্মের বন্ধনে। ১৭

জ্ঞান ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়ক নহে, তাহা কোন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয় না। জ্ঞেয়ং—সেই ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়। পরিজ্ঞাতা—যাহার আশ্রয়ে জ্ঞানের বিকাশ হয় (শ্রী)। এই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা—কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; ইহারা কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু। চোদনা—প্রেরণা। ক্রিয়া দ্বারা কোন কর্ম্ম হইবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে উহার নিশ্চয় করিতে হয়। ঐ মানসিক ব্যাপারকে কর্ম্ম-চোদনা বা কর্ম্মের নিমিত্ত প্রেরণা বলে।

করণং—দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, যাহাদিগের দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। কর্ম্ম—কর্ত্তার অভিপ্রেত বিষয়; যাহার জন্য ক্রিয়া (শং)। কর্ত্তা—অহং-বুদ্ধি। ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ—যাহাতে সংগৃহীত হয়, তাহা সংগ্রহ; এই তিনে সকল কর্ম্ম সংগৃহীত হয় (শং); এই তিনকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (শ্রী)।

বলেছি দেহাদি পঞ্চ কর্ম্মে হেতু হয়,
দেখিয়াছ কর্ম্ম সনে আত্মা লিপ্ত নয়,
কর্ম্মের প্রেরক, আর আশ্রয় তাহার,
জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্ত্তা, কর্ম্ম, কর্ম্মফল আর,
ইত্যাদি ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ সে সব
ক্রমে ক্রমে কহি, তুমি শুন হে পাণ্ডব!
ইষ্টানিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান যাহা হয়,
জ্ঞেয়—সেই ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট বিষয়, — কর্ম্মের
চৈতন্যের ছায়াযুক্তা বুদ্ধি "জ্ঞাতা" তার, — প্রবর্ত্তক
সর্ব্ব কর্ম্ম এই তিনে মিলিয়া করায়। — তিন
পুনরায় সর্ব্ব কর্ম্মে কর্ত্তা "অহঙ্কার,"
কর্ম্মের সাধন মন বুদ্ধীন্দ্রিয় আর,
ক্রিয়ার উদ্দেশ্য যাহা, কর্ম্ম বলে তারে, — আশ্রয়
এ তিন আশ্রয়ে সর্ব্ব কর্ম্ম এ সংসারে। ১৮। — তিন

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥

দৃষ্টান্ত যথা, কোন ব্যক্তি কোন শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক তাহা তাহার পুত্রের রোদন বুঝিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা করিল। এখানে রোদন শব্দ জ্ঞেয়; পুত্রের রোদন এরূপ বোধ, জ্ঞান; এবং জ্ঞাতা সেই ব্যক্তি। তিনে পুত্রের সান্ত্বনারূপ কর্ম্মে তাহাকে প্রেরণ করিল। আমি সান্ত্বনা করিব, এইরূপ অহঙ্কার, কর্ত্তা; হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়, করণ ও পুত্রের সান্ত্বনারূপ উদ্দেশ্য, কর্ম্ম। ১৮।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান প্রভৃতির ত্রিগুণাত্মকত্ব বলিতেছেন। গুণ-সংখ্যানে—যাহাতে গুণসমূহ সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রে। জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে—গুণভেদে ত্রিবিধই উক্ত হইয়াছে। তানি অপি—সে সকলও। যথাবৎ। শৃণু—শ্রবণ কর।১৯।

নানারূপাত্মক জগৎকে অবলম্বন করিয়া আমাদের যে বিবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ২০—২২ শ্লোকে সেই জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন। যেন—যে জ্ঞানে। বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু—বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সর্ব্বপদার্থে।

সাংখ্যশাস্ত্রে গুণভেদে কর্ম্ম, কর্ত্তা, জ্ঞান,
ত্রিবিধ—তা' যথাবৎ শুন মতিমান্! ১৯।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে সর্ব্ব চরাচরে
অদ্বৈত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু যত সংসার ভিতরে
সাত্ত্বিক সর্ব্বত্র অভিন্ন ভাবে সে সবের মাঝে
জ্ঞান নির্ব্বিকার একমাত্র যে বস্তু বিরাজে,
যে জ্ঞানে সে অদ্বিতীয় তত্ত্ব জানা যায়
সাত্ত্বিক অর্জ্জুন, জ্ঞান জানিবে তাহায়। ২০।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥২১॥
যৎ তু কৃৎস্নবদ্ একস্মিন্ কার্য্যে সক্তম্ অহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদ্ অল্পঞ্চ তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥২২

অবিভক্তম্—অভিন্নভাবে স্থিত। একম্ অব্যয়ং ভাবম্ ঈক্ষতে—এক নির্ব্বিকার তত্ত্ব দৃষ্ট হয় (শ্রী)। তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি—সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিও। যদ্দ্বারা বিভক্তভাবে প্রতীয়মান পদার্থসমূহে অবিভক্ততা বা একতা বোধ হয় তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। "Knowledge is first produced by synthesis of what is manifold."—Kant, Critique of pure Reason. এই এক অব্যয় ভাবই পরমাত্মা বা অক্ষর পুরুষ। ইহাই অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্ব ভূতে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান ব্রহ্ম (১৩।২৬); বিনশ্বর সর্ব্ব ভূত মধ্যে অবিনশ্বর পরমেশ্বর (১৩।২৭)। সগুণ-জগতের অন্তরালে নির্গুণ ব্রহ্ম। সাত্ত্বিক জ্ঞানে এই অদ্বয় একত্ব দর্শন সিদ্ধ হয়। এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানে অদ্বৈত দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত—নানাত্ব, সব এক হইয়া যায়। ২০।

যৎ জ্ঞানং তু—কিন্তু যে জ্ঞান। পৃথক্-বিধান্ নানা-ভাবান্ পৃথক্ত্বেন বেত্তি—পৃথক্ পৃথক্ নানা পদার্থকে পরস্পর পৃথক্রূপে জানে, যদ্দ্বারা জগতে নানাত্বের জ্ঞান হয়। তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১।

যৎ জ্ঞানং তু একস্মিন্ কার্য্যে—কিন্তু যে জ্ঞান প্রকৃতির বা জীবের কার্য্যভূত একটী মাত্র পদার্থে অর্থাৎ সজীব বা নির্জীব কোন প্রাকৃতিক বস্তুতে বা কৃত্রিম প্রতিমাদিতে। কৃৎস্নবৎ সক্তং—সমস্তবৎ, পরিপূর্ণবৎ লগ্ন; সেই পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ। তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পূর্ণতা, বিলয়,

দ্বৈত রাজসিক রাজস সে জ্ঞান, যাহে বস্তু ভিন্ন ভিন্ন
জ্ঞান মনে হয় সে সকল প্রত্যেকে বিভিন্ন। ২১।

নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ॥২৩॥

—সমস্ত তাহাতেই শেষ ; পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ-পরম্পরা কিছু নাই, (নাস্তিকদিগের মত এইরূপ) । অথবা সেই বস্তুতেই পরমাত্মা বা ঈশ্বর পূর্ণভাবে বিরাজিত, তাহাই আত্মা বা ঈশ্বর, এরূপ ধারণা যে জ্ঞানে হয় (শ্রী)। তৎ জ্ঞানং তামসম্ উদাহৃতম্। এবম্ভূত জ্ঞান, অহৈতুকম্— অযুক্তিযুক্ত। ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তাকে কোন বস্তু-বিশেষে সীমাবদ্ধ বলিলে আর তাঁহাকে অখণ্ড অনন্ত সর্ব্বব্যাপী বলা যায় না। এবং অতত্ত্বার্থবৎ— যদ্দ্বারা তত্ত্বার্থ, যথাভূত অর্থ জানা যায়, তাহা তত্ত্বার্থবৎ ; তদ্বিপরীত অতত্ত্বার্থবৎ ; অর্থাৎ অযথার্থ (শং)। এবং তাহা অল্পং—তুচ্ছ ; কোন বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ভাসা ভাসা। ২২।

২৩—২৫ শ্লোকে ত্রিবিধ কর্ম্মের বিষয় বলিতেছেন। কর্ম্মসদৃশ জ্ঞাতব্য বিষয়ও ত্রিবিধ। নিয়তং—যাহা কর্ত্তব্য (৩।৮)। সঙ্গরহিতং—কর্ত্তৃত্বাভি-

তামসিক জ্ঞান তাহা, যাহে মনে হয়
স্বভাবের কার্য্যভূত পদার্থ-নিচয়
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ সমুদয়—
এই তার জন্ম, বৃদ্ধি, পূর্ণতা, বিলয় ;
কিছু নাই পূর্ব্বাপর অপর তাহার,
স্বভাবে উৎপন্ন লীন স্বভাবে আবার।
অথবা স্বভাবজাত সে সব পদার্থ
মানবের শিল্প কিংবা প্রতিমাদি, পার্থ !
তাহাকেই ভাবে, পূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর,
আত্মা বা ঈশ্বর নাই তদ্ভিন্ন অপর,—
হেতুশূন্য, অযথার্থ, তুচ্ছ এই জ্ঞান,
এ জ্ঞানে স্ফুরে না হৃদে পূর্ণ ভগবান্। ২২।

নাস্তিকের তামসিক জ্ঞান

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসম্ উদাহৃতম্ ॥২৪॥

নিবেশশূন্য (শ্রী)। ২।৪৮ দেখ। অরাগদ্বেষতঃ কৃতং—যাহা অনুরাগ বা বিদ্বেষবশে করা হয় না। ঈদৃশ যৎ কর্ম্ম। অফলপ্রেপ্সুনা—নিষ্কামচিত্ত ব্যক্তিদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে। ইহা গীতার কর্ম্মযোগ।

২৩-২৫ শ্লোকে কর্ম্মের যে ত্রিবিধ ভেদ উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কর্ম্ম অকর্ম্ম মীমাংসাস্থলে, কর্ম্মের বাহ্য আকারের প্রতি অধিক লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্মকর্ত্তার বুদ্ধির প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোন কর্ম্ম কিরূপ বুদ্ধিতে করা হইতেছে, রাগ দ্বেষের বশে অথবা নির্ম্মল ধর্ম্ম জ্ঞানের বশে হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। ২৩।

যৎ তু কামেপ্সুনা বা সাহঙ্কারেণ ক্রিয়তে—সকামী এবং অহংকারী ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে। আমি ইহা করিলাম ও এমন আর কে পারে? এরূপ গর্ব্বের নাম অহংকার। বা শব্দ এবং অর্থে। যঃ পুনঃ বহুলায়াসং—বহু ক্লেশসাধ্য। তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্—তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে। ইহা পাশ্চাত্য কর্ম্ম-মার্গ। ২৪।

ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাব করিনু বর্ণন
ত্রিবিধ যে কর্ম্ম তাহা করহ শ্রবণ।
নিষ্কামী পুরুষ ত্যজি কর্ত্তা অভিমান
সাত্ত্বিক কর্ম্ম — নিয়মিত কর্ম্ম যাহা করে অনুষ্ঠান,
রাগ বা বিদ্বেষবশে যাহা করা নয়
তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম সাধুগণে কয়। ২৩।
রাজসিক কর্ম্ম — কামবশে সাহঙ্কারে বহুল আয়াসে
যে কর্ম্ম, রাজস তারে জ্ঞানিগণে ভাষে। ২৪।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্ অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদ্ আরভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসম্ উচ্যতে ॥২৫॥
মুক্তসঙ্গো হনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ ॥
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো র্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

অনুবন্ধং—পরিণাম ফল। ক্ষয়ং—তাহাতে কিরূপ অর্থক্ষয় ও বলক্ষয় হইতে পারে। হিংসাং—তদ্দ্বারা কতদূর পরের অনিষ্ট হইতে পারে। পৌরুষং চ—এবং তাহা সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য। অনপেক্ষ্য—বিচার না করিয়া। মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে—মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়। তৎ তামসম্ উচ্যতে। ইহা অধঃপতিত ভারতবাসীর বর্ত্তমান কর্ম্ম-মার্গ।

২৬—২৮ শ্লোকে ত্রিবিধ কর্ত্তার বিষয় বলিতেছেন। মুক্তসঙ্গঃ—আসক্তিশূন্য। অহংবাদী—আমি করিতেছি, এরূপ বলে না। ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ—ধীরভাবে ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করে। এবং কর্ম্মের

পরিণাম ফল আর অর্থ বলক্ষয়,
পরের অনিষ্ট কিসে কতদূর হয়,
তামসিক কর্ম্ম　আপন সামর্থ্য আর,—এ সব বিচার
না করিয়া মোহবশে আরম্ভ যাহার,
তাহাকে তামস কর্ম্ম কহে সাধুগণ।
ত্রিবিধ যে কর্ত্তা এবে করহ শ্রবণ। ২৫।
"আমি কর্ম্ম করি", নাই এ ধারণা যার,
কর্ম্মফলে নাই আর আসক্তি যাহার,
সাত্ত্বিক কর্ত্তা　সগর্ব্বে বলে না,—ইহা আমা হ'তে হয়,
ধৈর্য্য ও উৎসাহসহ কর্ম্মে রত হয়,
হর্ষ ও বিষাদ নাই সফলে বিফলে,
তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা সাধুগণে বলে। ২৬।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সু র্লুব্ধো হিংসাত্মকো হশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকো হলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকারঃ—হর্ষ-বিষাদশূন্য। ঈদৃশ কর্ত্তা, সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে। ইনি গীতার কর্ম্মযোগী। ২৬।

রাগী—যে বিষয়ানুরাগী। আর কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ—ফলকামী। লুব্ধঃ—পরদ্রব্যাভিলাষী, লোভী। হিংসাত্মকঃ—হিংসাশীল। অশুচিঃ—যাহার দেহ ও মন অপবিত্র। এবং ইষ্টানিষ্টে হর্ষশোকান্বিতঃ। ঈদৃশ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ইনি পাশ্চাত্য কর্ম্মী।

ফলকামনায় যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক—এই বাক্যে এমন বুঝা উচিত নয় যে, সাত্ত্বিক কর্ম্মে কোন ফলকামনা নাই, বা তাহাতে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা বা যত্ন নাই। উদ্দেশ্য-বিহীন কর্ম্ম হয় না। মর্ম্ম এই যে, রাজসিক কর্ম্মের মূল রাজসিকী বাসনা, বা বস্তু বিশেষে স্পৃহা,—স্বার্থচিন্তা। কিন্তু সাত্ত্বিক কর্ত্তা,স্বার্থচিন্তায়, লাভালাভ ভাবনায় নিয়ন্ত্রিত না হইয়া, নিজ অধিকার অনুসারে উপস্থিত, যে যে কর্ম্ম করা উচিত,—তাহা শুদ্ধা বুদ্ধিযোগে "ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত" করিতে থাকে। লৌকিক নীতি দৃষ্টি এবং পারলৌকিক মোক্ষ দৃষ্টি অনুসারে ইহাই যথার্থ মহিমময় কর্ম্মজীবন; এবং এই শিক্ষাই গীতার অপূর্ব্বতা। ২৭।

অযুক্তঃ—অব্যবস্থিত-চিত্ত, চঞ্চল-বুদ্ধি প্রাকৃতঃ—যে প্রকৃতির বশ,

---

রাজস কর্ত্তা

ভোগ সুখে অনুরাগী, লোভী পরধনে,
অপরের হিংসা করে স্বকার্য্য-সাধনে,
ফলাশা পোষণ করি কর্ম্ম করে যত,
দেহ মন অপবিত্র যাহার নিয়ত,
ইষ্টানিষ্টে হর্ষ-শোকে অভিভূত হয়,
তাহাকে রাজস কর্ত্তা সুধীগণে কয়। ২৭।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানম্ অশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯॥

অর্থাৎ যে আপনার প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করে, শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া নহে। স্তব্ধঃ—অনম্র। শঠঃ—যে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কথা কয়। নৈকৃতিকঃ—পরম উপকারী বলিয়া আপনাতে বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে যে অন্যের বৃত্তিচ্ছেদনপূর্ব্বক স্বার্থ-সাধন করে (মধু)। অলসঃ। বিষাদী—নিত্য অসন্তোষ হেতু নিত্য বিষণ্ণ। দীর্ঘসূত্রী চ—এবং যে কর্ম্মের দীর্ঘ সম্প্রসারণ করে; আজ বা কাল যাহা করা উচিত, বহু দিনেও তাহা করে না (শং)। ঈদৃশ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে। শুনিতে বড় অপ্রিয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের অধিকাংশ কর্ম্মী এই শ্রেণীর। ২৮।

অনন্তর বুদ্ধি ও ধৃতির বিষয় বলিতেছেন। অন্তঃকরণের ইচ্ছা দ্বেষাদি

আর, হে, অস্থির-চিত্ত যে জন সতত,
প্রবৃত্তির বশে মাত্র চলে অবিরত,
তামস কর্ত্তা　নম্রতার লেশ নাই হৃদয়ে কখন,
কথা কয় মনোভাব করিয়া গোপন,
পরম সুহৃদ্ বলি জন্মায়ে বিশ্বাস
স্বার্থবশে অবশেষে করে সর্ব্বনাশ,
অসন্তোষ হেতু নিত্য বিষণ্ণ অলস,
সর্ব্ব কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রী,—সে কর্ত্তা তামস। ২৮।
কর্ত্তার সদৃশ জ্ঞাতা জানিও ত্রিবিধ।
জ্ঞেয় যাহা, কর্ম্মতুল্য তাহাও ত্রিবিধ।
বুদ্ধি, ধৈর্য্য, গুণ-ভেদে ত্রিবিধ যেমন
সবিশেষ শুন, করি পৃথক্ বর্ণন।
বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ভাব করি অনুধ্যান
ইচ্ছা দ্বেষাদির ভাব কর অনুমান। ২৯।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥
যয়া ধর্ম্মম্ অধর্ম্মঞ্চ কার্য্যম্ অকার্য্যম্ এব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥

বহু বৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি ও ধৃতি—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিষয় বলিতেছেন; কারণ ইহারাই প্রধান (মধু)। অন্য গুলির ভাব ইহাদেরই অনুরূপ। গুণতঃ—সত্ত্বাদি গুণভেদে। বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ—বুদ্ধির এবং ধৃতির। ত্রিবিধং ভেদং। পৃথক্‌ত্বেন—পৃথক্ ভাবে। অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু—সবিশেষ বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর। ২৯।

৩০—৩২ শ্লোকে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় বলিতেছেন। প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ—যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা যে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। কার্য্যাকার্য্যে—যাহা করিবার যোগ্য বা অযোগ্য। ভয়াভয়ে—যাহা হইতে ভীত হইতে হয়, তাহা ভয় ও যাহা হইতে হয় না, তাহা অভয়। এবং বন্ধং মোক্ষং চ। এই সমস্ত, যা বুদ্ধিঃ বেত্তি—যে বুদ্ধি জানে, যে বুদ্ধিতে এই সমস্ত ঠিক ঠিক প্রতিভাত হয়। সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী; ৩০।

যয়া—যদ্দ্বারা। ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ, কার্য্যং অকার্য্যম্ এব চ, অযথাবং

যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'বে যে কার্য্য সুকার্য্য,
যে কার্য্যে নিবৃত্ত হ'বে, যে কার্য্য অকার্য্য,
যা' হয় যথার্থ ভয়, যথার্থ অভয়,
সাত্ত্বিকী — যাহাতে বন্ধন কিম্বা মোক্ষ লাভ হয়,
বুদ্ধি — যে বুদ্ধিতে এ সকল তত্ত্ব জানা যায়,
সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী, পার্থ, কহিনু তোমায়। ৩০।
রাজসী — রাজসিকে অযথার্থ ভাবে জানা যায়
বুদ্ধি — কার্য্য বা অকার্য্য কিম্বা ধর্ম্মাধর্ম্ম যায়। ৩১।

অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥

প্রজানাতি—অযথারূপে জানা যায়, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে না। সা বুদ্ধিঃ রাজসী। ৩১।

যা বুদ্ধিঃ অধর্ম্মং—ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে—অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে। এবং সর্ব্বার্থান্—সমস্ত বিষয়কে। বিপরীতান—বিপরীত ভাবে জানে। তমসাবৃতা—অজ্ঞানসমাচ্ছন্না। সা বুদ্ধিঃ তামসী। রাজসী ও তামসী বুদ্ধিসম্ভূত জ্ঞান, অজ্ঞানমাত্র; ১৩।১১ দেখ। ৩২।

৩৩—৩৫ শ্লোকে ত্রিবিধা ধৃতির বিষয় বলিতেছেন। হে পার্থ! যোগেন অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা—চিত্তের একাগ্রতা-নিবন্ধন অবিচলা, বিষয়ান্তরে অব্যাপৃতা যে ধৈর্য্যের দ্বারা। মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ ধারয়তে—সংযমিত হয়, উপযুক্ত বিষয়েই আবদ্ধ থাকে। সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। যে সময়ের যে কায, এক মনে তাহা করিবার যে সামর্থ্য তাহা সাত্ত্বিকী ধৈর্য্য। দৃষ্টান্ত, প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ। ৩৩।

	যে বুদ্ধি অজ্ঞানঘোরে সমাচ্ছন্ন রয়
তামসী	অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলি যাহে মনে হয়,
বুদ্ধি	সে বুদ্ধি তামসী, পার্থ! যাহাতে এরূপে
	প্রকাশে সমস্ত বস্তু বিপরীত রূপে। ৩২।
	মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদায়
	উপযুক্ত বিষয়ে আবদ্ধ রহে যায়,
সাত্ত্বিক	চিত্তের ঐকাগ্র্যহেতু যাহা অবিচল,
ধৈর্য্য	তাহাই সাত্ত্বিক ধৈর্য্য, পার্থ মহাবল। ৩৩।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥৩৫॥

তু—কিন্তু। প্রসঙ্গেন—কর্ত্তৃত্বের ঘোর অভিনিবেশ বশতঃ। প্রসঙ্গ—প্রকৃষ্ট সঙ্গ (রামা)। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া (মধু)। যয়া ধৃত্যা ধর্ম্ম-কাম-অর্থান্ ধারয়তে—ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া অবধারণ করে। হে পার্থ! সা ধৃতিঃ রাজসী। ইহাতে ধর্ম্ম অর্থাৎ অভ্যুদয়-সাধন-ভূত পুণ্য কর্ম্ম, কাম অর্থাৎ বিষয়সুখ ও অর্থ-লাভের অনুকূল কর্ম্মই জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে হয়। দৃষ্টান্ত, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিবিদ্‌গণ। ৩৪।

দুর্মেধাঃ—দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি। যয়া স্বপ্নং, ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব চ, ন বিমুঞ্চতি—ত্যাগ করে না; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভয় শোকাদিতে অভিভূত হয় (শ্রী)। সা ধৃতিঃ তামসী। দৃষ্টান্ত, বর্ত্তমান কালের অধঃপতিত আমরা। স্বপ্ন—নিদ্রা। মদ—১৬।১০ দেখ। ৩৫।

কিন্তু হে, নিমগ্ন হয়ে বিষয়ের রসে
মানুষ ফলাশা করি, যে বৃত্তির বশে
রাজস ধৈর্য্য — পুণ্য কর্ম্ম, ভোগসুখ, অর্থলাভ আর
এই তিনে মনে করে জীবনের সার,
তাহাই রাজসী ধৃতি, কৌরব-তনয়!
মোক্ষলাভে দৃঢ় লক্ষ্য তাহাতে না রয়। ৩৪।
যাহাতে বিষয়-মদে মোহিত-হৃদয়
নির্ব্বোধ, বিষাদ মোহশোক নিদ্রা ভয়
তামস ধৈর্য্য — না ছাড়িয়া, সে সকল ধরে বার বার,
সে ধৈর্য্য তামস, ওহে কৌরব-কুমার! ৩৫।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥
যৎ তদ্ অগ্রে বিষম্ ইব পরিণামে ঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

আমরা সকলেই সুখের প্রার্থী; কিন্তু যথার্থ সুখ কি তাহা বুঝি না; মিথ্যা সুখকে সত্য সুখ মনে করিয়া শেষে দুঃখ পাই। এক্ষণে, ৩৮—৩৯ শ্লোকে ত্রিবিধ সুখের ভাব বলিতেছেন। ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু। যত্র—যে সুখে। মনুষ্য অভ্যাসাৎ রমতে—অভ্যাস বশতঃ ক্রমশঃ প্রীতি লাভ করে, সহসা নহে। এবং যে সুখ অনুভূত হইলে, দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি—নিশ্চয়ই দুঃখের অবসান হয়। যৎ তৎ অগ্রে বিষম্ ইব—যাহা প্রথমে বিষতুল্য। কিন্তু পরিণামে অমৃতোপমম্। এবং যাহা আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজং—আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে, আত্মবিষয়ক নির্ম্মলা বুদ্ধির বিকাশ হইলে জন্মে, বিষয়-ভোগ বা নিদ্রাদি হইতে নহে। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্—তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। ৩৮—৩৭।

ত্রিবিধা যে বুদ্ধি ধৃতি করিনু বর্ণন,
ত্রিবিধ যে সুখ এবে করহ শ্রবণ।
নির্ম্মল বুদ্ধিতে যবে স্ফুরে আত্মজ্ঞান
তাহে যে নির্ম্মল সুখ লভে জ্ঞানবান্,
অভ্যাসে অভ্যাসে ক্রমে জন্মে যাহে রতি,
না মিলে সহসা যাহা বিষয়ে যেমতি,
যাহাতে নিশ্চয় হয় দুঃখ-অবসান
সাত্ত্বিক　আরম্ভে যা মনে হয় বিষের সমান,
সুখ　অমৃতের মত কিন্তু যার পরিণাম,
জানিও সাত্ত্বিক সুখ তাহা, গুণধাম। ৩৮—৩৭।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদ্ অগ্রে ঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষম্ ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥
যদ্ অগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনম্ আত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
ন তদ্ অস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈ র্মুক্তং যদ্ এভিঃ স্যাৎ ত্রিভি র্গুণৈঃ ॥৪০॥

যৎ সুখং বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগাৎ। তৎ অগ্রে অমৃতোপমম্। কিন্তু পরিণামে বিষম্ ইব—বিষের তুল্য। তৎ সুখম্ রাজসং স্মৃতং। বিষয়-উপভোগ জনিত এই রাজস সুখ, উপরোক্ত সাত্ত্বিক সুখ হইতে নিকৃষ্ট। মানুষ দরিদ্র হউক কিন্তু চিত্ত প্রসন্ন হইলে যে সুখ লাভ হয়, ধনীর অতুল ঐশ্বর্য্য কখনই তাহা দিতে পারে না। ৩৮।

যৎ সুখং অগ্রে—আরম্ভ-সময়ে। অনুবন্ধে চ—এবং পরিণামে। আত্মনঃ মোহনং—বুদ্ধির মোহজনক। যাহা নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদোত্থম্। তৎ তামসম্ উদাহৃতম্! স্ত্রী-মদ্যাদি ব্যসন জনিত সুখ এই রাজস সুখের অন্তর্গত। ৩৯।

আর অধিক কি বলিব? পৃথিব্যাং দিবি বা—পৃথিবীতে বা স্বর্গে।

	বিষয়-সম্ভোগ হ'তে সুখ যাহা হয়
রাজস	অমৃতের মত যাহা আরম্ভ-সময়
সুখ	কিন্তু পরিণামে যাহা বিষের মতন
	তাহাকে রাজস সুখ কহে সাধুগণ। ৩৮।
	তামস সে সুখ, যাহা প্রকাশে মানসে
তামস	নিদ্রা ও আলস্য আর প্রমাদের বশে।
সুখ	আরম্ভ-সময়ে যাহা পরিণামে আর
	সর্ব্ব জীবে মুগ্ধ করি রাখে অনিবার। ৩৯।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ গু'ণৈঃ ॥৪১॥

দেবেষু বা পুনঃ। তৎ সত্ত্বং—সেই বস্তু। নাস্তি। যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ—যাহাতে প্রকৃতির এই তিন গুণ নাই। ৪০।

এইরূপে বুঝাইলেন সংসারের সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। মনুষ্য ত্রিবিধ,

সংক্ষেপতঃ অতঃপর বলি হে তোমারে
(সমস্তই) মর্ত্ত্যে কিম্বা স্বর্গে কিম্বা দেবতা মাঝারে
(ত্রিগুণাত্মক) কোথাও এমন কিছু নাই, হে অর্জ্জুন!
নাহি যায় প্রকৃতির এই তিন গুণ। ৪০।
ত্রিলোকের যত জীব ত্রিবিধ সে সব,
তাদের যা' গুণ ক্রিয়া, ত্রিবিধ, পাণ্ডব!
ত্যাগীর যে কর্ম্মত্যাগ তাহাও ত্রিবিধ,
কর্ম্মীর যে কর্ম্ম করা তাও হে, ত্রিবিধ।
জ্ঞানী, জ্ঞান, জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানের আশ্রয়,
কর্ত্তা, কর্ম্ম, কর্ম্ম-শক্তি, কর্ম্ম-ফলচয়,
আর (ও) বা যা'কিছু আছে সংসার-মাঝারে
ধনঞ্জয়! গুণময় জানিবে সবারে।
এ ভাবে ত্রিগুণবশে সবে যদি রবে,
গুণাধীন জীব তবে কিসে মুক্ত হবে?
অতএব বলি শুন তত্ত্ব সারাৎসার
যে তত্ত্ব জানিবে পার্থ, চতুর্ব্বেদ সার।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রগণ
(গুণানুসারে) ইহাদের যে যে কর্ম্ম, হে শত্রুতাপন!
(চতুর্ব্বর্ণের) স্বভাবের বশে যে যে সত্ত্বাদি ত্রিগুণ,
(কর্ম্মভেদ) সেই সেই গুণভেদে বিভক্ত অর্জ্জুন!৪১।

শমো দম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি রার্জ্জবম্ এব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যং ব্রাহ্মং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥৪২॥

ত্যাগীর কর্ম্মত্যাগ ত্রিবিধ; কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, ত্রিবিধ, কর্ম্মের আশ্রয়—কর্ত্তা কর্ম্ম করণ—বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতি ত্রিবিধ; কর্ম্মফল সুখ দুঃখাদি ত্রিবিধ। অতএব ত্রিগুণের হাত হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? ৪১ শ্লোক হইতে সেই তত্ত্বের উপদেশ দিতেছেন।

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে বর্ণাশ্রমনিয়মানুসারেই ধর্ম্ম পরিপালিত হইত। ৪১—৪৪ শ্লোকে সেই চতুর্ব্বর্ণের স্বধর্ম্ম বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের। শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি। স্বভাব-প্রভবৈঃ গুণৈঃ—স্বভাবোৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা। প্রবিভক্তানি—বিশেষরূপে বিভক্ত। স্বভাব—প্রাণিগণের পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কার, যাহা বর্ত্তমান জন্মে তাহাদিগকে স্বপ্রকৃতি-অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার নাম স্বভাব (শং)। ৪১।

স্বভাবজং ব্রাহ্মং কর্ম্ম—ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম এই সকল। শমঃ, দমঃ—১০।৪ দেখ। তপঃ—১৭।১৪—১৬ দেখ। শৌচং—দেহের এবং মনের পবিত্রতা। যে ব্রাহ্মণ, তাহার মনে অসত্য, হিংসা, দ্বেষ, খলতাদি মলিনতা থাকে না। ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা। আর্জ্জবং—সরলতা। জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্—৩।৪১, দেখ। আস্তিক্যং—ঈশ্বরে বিশ্বাস (মুখের কথায় নহে, পরন্তু হৃদয়ে)। ৪২।

শম, দম আর তপ আর পবিত্রতা,
<u>ব্রাহ্মণের</u> জ্ঞান ও বিজ্ঞান আর ক্ষমা সরলতা,
<u>কর্ম্ম</u> ঈশ্বরে বিশ্বাস আর—এই সমুদয়
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম, ধনঞ্জয়! ৪২।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতি র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানম্ ঈশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥

স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম যথা, শৌর্য্যং—বলবানকেও প্রহার করিবার প্রবৃত্তি (গিরি)। তেজঃ—যদ্দ্বারা অন্য কর্তৃক পরাভূত হইতে না হয়। ধৃতিঃ—ধৈর্য্য। দাক্ষ্যং—কার্য্য-সাধন-দক্ষতা। যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্—অপরাঙ্মুখতা। দানং—দানশক্তি। ঈশ্বরভাবঃ চ—এবং প্রভুভাব, অপরকে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা, commanding power. ৪৩।

বৈশ্যং স্বভাবজং কর্ম্ম যথা,—কৃষি ও গৌরক্ষ্য। গো+রক্ষা গোরক্ষা; তাহার ভাব গৌরক্ষ্য; অর্থাৎ পশুপালন (শ্রী) এবং বাণিজ্যম্। আর ব্রাহ্মণাদি অন্য ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য স্বভাবজম্। ৪৪।

এই যে চতুর্ব্বর্ণের আচরণীয় কর্ম্মের বিষয় বলা হইল, নিজ নিজ বর্ণাশ্রমানুরূপ সেই, স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ—নিজ নিজ কর্ম্মে সম্যক্

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য আর কর্ম্মে সুদক্ষতা
<u>ক্ষত্রিয়ের</u>　সমরে না পলায়ন, প্রভুত্বক্ষমতা,
<u>কর্ম্ম</u>　অসঙ্কোচে দানশক্তি,—এ সকল গুণ
ক্ষত্রিয়ে স্বভাবগুণে জনমে, অর্জ্জুন! ৪৩।
<u>বৈশ্যের কর্ম্ম</u>　কৃষি ও বাণিজ্য আর পশ্বাদি-পালন
স্বাভাবিক বৈশ্যকর্ম্ম, ভরত-নন্দন!
<u>শূদ্রের কর্ম্ম</u>　পরসেবা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম,
সংক্ষেপে কহিনু এই চতুর্ব্বর্ণ-ধর্ম্ম। ৪৪।

যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বম্ ইদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥

ভাবে নিযুক্ত থাকিয়া। বেগারের কর্ম্মের মত নহে। নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে—মানুষ সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে। যথা স্বকর্ম্মনিরতঃ—নিজ নিজ কর্ম্মে যে ভাবে রত থাকিয়া। সিদ্ধিং বিন্দতি—সিদ্ধি লাভ করে। তৎ শৃণু—তাহা শ্রবণ কর। ৪৫।

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ—যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের প্রবৃত্তি বা কর্ম্মচেষ্টা। যেন সর্ব্বম্ ইদং ততং—যাঁহার দ্বারা দৃশ্যমান এই সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত; ৯। ৪ দেখ। স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য—স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া। মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দতি—মানুষ সিদ্ধি লাভ করে। মর্ম্ম এই,—যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি, তুমি যে কাযে প্রবৃত্ত আছ, আমি যাহাতে প্রবৃত্ত আছি, স্বয়ং ভগবান্ সে সমুদায়ের প্রবর্ত্তক। এই যে মহাযুদ্ধ, ইহাও তাঁহার কর্ম্ম। "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বম্ এব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" (১১।৩৩) বাক্যে ভগবান্ তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তারপর এই সব পদার্থ যাহা এই সম্মুখে রহিয়াছে, তিনি সে সমুদায় ব্যাপিয়া আছেন। আমাদের যাবতীয় জাগতিক বিষয়ের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে

নিজ নিজ কর্ম্মে সবে থাকিয়া তৎপর
অর্জ্জুন ! সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে নর।
যেরূপে স্বকর্ম্মে রত থাকি নরগণ
সিদ্ধি লাভ করে, তাহা করহ শ্রবণ। ৪৫।

স্বকর্ম্মে ঈশ্বর-অর্চ্চনায় সিদ্ধি

যাঁহ'তে জীবের সংসার-প্রবৃত্তি,
যাঁহে ব্যাপ্ত এই সমস্ত ভুবন,
স্বকর্ম্মে সকলে তাঁর সেবা করি,
তাহে সিদ্ধি লাভ করে নরগণ। ৪৬।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

সেই চৈতন্যময় বিরাজিত। এই সকল সত্য সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণা করিয়া, সর্ব্বময় তাঁহার সত্তা ভাবনা করিতে করিতে, সর্ব্ব কর্ম্মের কর্তৃত্ব তাঁহার উপর চাপাইয়া দিয়া, তুমি তোমার কর্ম্ম করিয়া যাও। এই ভাবে—এই ধারণা রাখিয়া, করিলে, তোমার কর্ম্ম, তা' সে যাহাই হউক, তাহাই—তোমার ঈশ্বরার্চ্চনাস্বরূপ হইবে।

সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ—এখানে, একবচন মানবঃ শব্দে সমগ্র মানব জাতি বুঝায়। স্বকর্ম্মে ঈশ্বরার্চ্চনা করিয়া সকল মানুষেই সিদ্ধিলাভ করে। তাহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, পণ্ডিত মূর্খ, ইতর ভদ্র বিশেষ নাই। ইহাই এই শ্লোকের সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ। আশা করি, তার্কিক পণ্ডিতগণ কিম্বা নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসী এবং বৈরাগিগণ তর্কবলে ভগবানের এই কথার সারবত্তা খণ্ডনে ব্যস্ত হইবেন না। ইহা তর্কের কথা নহে। ইহা শিষ্য ভাবে শরণাগত প্রিয় সখা এবং পরম ভক্তের প্রতি ভক্তাধীনের গুহ্য উপদেশ। তর্কের স্থান এখানে নাই। ৪৬।

স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ—কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও। সু-অনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্। ৩।৩৫ দেখ। স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্—পূর্ব্বোক্ত স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া। কিল্বিষম্ ন আপ্নোতি—পাপভাগী হয় না। ৪৭।

হে কৌন্তেয়! সহজং—জন্মের সহিত উৎপন্ন, স্বভাবনির্দ্দিষ্ট। কর্ম্ম।

পরধর্ম্ম যদি সুসম্পন্ন হয়
স্বধর্ম্মসাধনই বিগুণ স্বধর্ম্ম তবু শ্রেয়স্কর,
শ্রেয়স্কর স্বভাবের বশে কর্ম্ম করি তায়
পাপভাগী কভু নাহি হয় নর। ৪৭।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥

সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ—সদোষ হইলেও তাহা ত্যাগ করিবে না। হি—কারণ। সর্ব্বারম্ভাঃ দোষেণ আবৃতাঃ—সমস্ত কর্ম্মই দোষে আবৃত। ধূমেন অগ্নিঃ ইব—যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত। স্বধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্মেই কিছু না কিছু দোষ থাকে, যেমন অগ্নি থাকিলেই ধূম থাকে। অতএব দোষের আশঙ্কায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করা নিষ্ফল। ৪৮।

যিনি সর্ব্বত্র—ভাল মন্দ সকল বিষয়েই। অসক্তবুদ্ধিঃ—আসক্তিশূন্য বুদ্ধি। ২।৪৮ শ্লোকে আসক্তিশূন্য কথার মর্ম্ম দেখ। জিতাত্মা—যাঁহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয় বশীভূত; এবং যিনি বিগতস্পৃহঃ। তিনি সন্ন্যাসেন—ফল কামনা ত্যাগ করিয়া। ৫।৩—১৩ শ্লোকে ভগবদুক্ত সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি—লাভ করে।

নৈষ্কর্ম্ম্য কাহাকে বলে ৩।৪ শ্লোকে (৯৯ পৃষ্ঠা) তাহা বুঝিয়াছি। যিনি জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বত্র অনাসক্ত, নিস্পৃহ, তিনি কর্ম্ম করিলেও তাঁহার সে কর্ম্ম নিষ্কর্ম্ম বা অকর্ম্ম তুল্য (৪।১৯—২৩)। এই ভাবে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা লাভই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি। এই ভাব লাভ হইলে চিত্তে রাগদ্বেষাদি মলিনতা

স্বভাবজ-কর্ম্ম দোষযুক্ত যদি
স্বধর্ম্ম সদোষ — না ত্যজিবে তবু কভু সে সকল ;
হইলেও — সমস্ত কর্ম্মই দোষযুক্ত, পার্থ !
ত্যাজ্য নয় — ধূমে সমাবৃত যেমন অনল। ৪৮।
অনাসক্ত-বুদ্ধি সর্ব্বত্র যাঁহার,
স্বধর্ম্ম — আত্মজয়ী যিনি, নিস্পৃহ-হৃদয়,
পালনে — সর্ব্ব কর্ম্মফল কামনা ত্যজিয়া
সন্ন্যাস-সিদ্ধি — পরমা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ হয়।৪৯।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥

থাকে না, বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, চিত্ত স্থির নিশ্চল একাগ্র (যুক্ত) হয়; তখন ধ্যান যোগে আত্মদর্শন ও ঈশ্বর দর্শন হয়। ৫০—৫৩ শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি—সন্ন্যাস-সিদ্ধি। ৪৯।

সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ—পূর্ব্বোক্ত রূপে সন্ন্যাসে সিদ্ধ হইলে পর, পুরুষ। যথা—যে উপায়ে। ব্রহ্ম আপ্নোতি—ব্রহ্ম লাভ করে। তথা সমাসেন মে শৃণু—তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা—যাহা ব্রহ্ম জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, শেষ ফল (শ্রী)। ৫০।

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ—নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া। ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ—ও সাত্ত্বিক ধৈর্য্যের দ্বারা (১৮।৩৩) দেহ ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত করিয়া (শং) মনকে যোগযোগ্য করতঃ (রামা)। শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা। এবং তদ্বিষয়ে রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য—ত্যাগ করিয়া। বিবিক্ত-সেবী—পবিত্রস্থানে অবস্থিত। লঘ্বাশী—পরিমিতভোজী। যতবাক্কায়-মানসঃ—বাক্যাদি সংযত করিয়া। নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ—ধ্যানযোগ-

এ ভাবে সন্ন্যাসে সিদ্ধি হ'লে পর
　　যে উপায়ে পার্থ, ব্রহ্ম লাভ হয়,
যা' হয় জ্ঞানের শেষ পরিণাম
　　সংক্ষেপতঃ তাহা শুন সমুদয়। ৫০।
শুদ্ধা বুদ্ধি আর শুদ্ধা ধৃতি যোগে
শুদ্ধা　　দেহেন্দ্রিয় মন স্ববশে আনিয়া,
বুদ্ধিতে　শব্দাদি বিষয় করি পরিহার,
ধ্যানযোগ　　তাহে রাগ দ্বেষ দূরে সরাইয়া। ৫১।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

পরায়ণ। এবং তাদৃশ ভাব দৃঢ় করিবার জন্য বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ—সম্যক্ আশ্রয় করিয়া। বৈরাগ্য—বিষয়ে অনাসক্তি। অহঙ্কারম্ ইত্যাদি বিমুচ্য—ত্যাগ করিয়া। নির্ম্মমঃ—মমতাশূন্য। ও শান্তঃ—বিষয়তৃষ্ণা-বিহীন শান্তচিত্ত হইয়া। ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে—যোগী ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হয়েন।

অহঙ্কার—আত্মাভিমান, অহংজ্ঞান। বল—কামরাগযুক্ত বাসনাবল, দুরাগ্রহ; স্বাভাবিক শারীর বল নহে (শং)। দর্প—১৬।১৮ দেখ। পরিগ্রহ—দান গ্রহণ করা। ৪।২১ দেখ। ৫১—৫৩।

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মভাবে স্থিত সেই পুরুষ। প্রসন্নাত্মা হয়েন। তিনি ন শোচতি—ইষ্ট বস্তু নাশে শোক করেন না। ন

পবিত্র নির্জ্জন স্থানে করি বাস,
সংযত বচন-শরীর-অন্তর,
লঘুমিতভোজী, বিষয়ে বিরাগী,
ধ্যানযোগে রত থাকি নিরন্তর। ৫২।
ত্যজি অহঙ্কার, দর্প, দুরাগ্রহ,
দান পরিগ্রহ, কাম, ক্রোধ আর
সর্ব্বত্র নির্ম্মম, তৃষ্ণাহীন হয়ে
ব্রহ্মভাব লাভে পায় অধিকার। ৫৩।

ধ্যানযোগে ব্রহ্মজ্ঞান

ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

কাঙ্ক্ষতি—কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না। সর্ব্বভূতেষু সমঃ—তাঁহার চক্ষে সবই ব্রহ্মময়, সুতরাং তাঁহার অনুরাগ বা বিদ্বেষের পাত্র কেহ থাকে না, সকলই তাঁহার সমান। এবং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে—আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করে।

ধ্যানযোগসিদ্ধিতে যেমন ব্রহ্মের গুণাতীত, অক্ষর আত্মভাবের উপলব্ধি হয়, তেমনি তাঁহার সগুণ ঈশ্বরভাবেরও উপলব্ধি হয়; ৬।২৯—৩০ দেখ। তিনি কেবল অক্ষর ব্রহ্ম—কূটস্থ আত্মা নহেন, পরন্তু তিনিই আত্মার আত্মা পরমাত্মা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা পরমেশ্বর; আমাদের পিতা, মাতা, ধাতা, ভর্ত্তা, গতি, সুহৃৎ ইত্যাদি (৯।১৭—১৮)। সর্ব্বভূতেই তাঁহার দর্শন হয়। তখন তাঁহার প্রতি পরমা ভক্তির উদয় হয়। ৫৪।

ভক্ত্যা মাম্ তত্ত্বতঃ অভিজানাতি—সেই পরমা ভক্তিতে আমাকে যথাযথ ভাবে জানিতে পারে, ৭।১, ১১।৫৪ দেখ। অহং যাবান্—যৎপরিমাণ; বিশ্বরূপ হইয়াও বিশ্বাতীত; ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা, তাহা আমি এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাহা, তাহাও আমি;—বহিঃ অন্তশ্চ ভূতা-

এ ভাবে অর্জ্জুন, ব্রহ্মভাব লভি
রহে সে সতত প্রসন্ন-হৃদয়,
প্রাপ্ত বস্তু নাশে শোক নাই তার,
করে না আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্ত বিষয়;

ব্রহ্মজ্ঞানে / পরা ভক্তি

সর্ব্ব ভূতে নিত্য দেখে সম ভাবে
রাগ দ্বেষ-হীন নির্ম্মল অন্তরে,
সর্ব্ব ভূতে করি আমাকে দর্শন
আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করে। ৫৪।

নাম্ (১৩।১৫)। যঃ চ—এবং আমি যাহা, সর্ব্বকারণের কারণ অক্ষর ব্রহ্ম এবং সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ভগবান্। ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা—এইরূপে আমায় যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া। তদনন্তরং—সেই জ্ঞানলাভের পর, পূর্ব্বে নহে। মাং বিশতে—আমাতে প্রবেশ করে।

জীব সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের অংশ—"মমৈবাংশঃ" (১৫।৭)। অতএব সেও স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু তথাপি জীবে ও ব্রহ্মে প্রকাণ্ড ভেদ। ব্রহ্মে সৎভাব বা কর্ম্মশক্তি, Power, চিৎভাব বা জ্ঞানশক্তি Wisdom এবং আনন্দ ভাব বা হ্লাদিনী শক্তি Love পূর্ণ পরিস্ফুট; কিন্তু জীবে তাহারা অপূর্ণ ও অপরিস্ফুট। ব্রহ্মভূত হওয়ার অর্থ, জীবগত ঐ অপূর্ণ সৎভাব, চিৎভাব ও আনন্দভাব পূর্ণ পরিস্ফুট হওয়া। সাধনা বলে জীব যতই বিবর্ত্তনের উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকে, ততই তাহার ঐ সকল ভাব পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং ততই সে শক্তিমান জ্ঞানী ও প্রেমিক হইতে থাকে। কালে যখন ঐ শক্তিত্রয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার যে অবস্থা হয়, তাহারই নাম ব্রাহ্মীস্থিতি, জীবন্মুক্ত অবস্থা, জীবের স্ব-স্বরূপে অবস্থান। "দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (পাতঞ্জল)। তখন জীব বুঝিতে পারে "সোঽহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি"। ২।৫৫—৭২ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে, ৫।১৮—২৫ শ্লোকে জ্ঞানীর লক্ষণে, ৬।২৯—৩১ শ্লোকে সিদ্ধ যোগীর

সেই ভক্তিযোগে আমার স্বরূপ,

<u>ভক্তিতে</u> যাবৎ ও যাহা,—জানে ভক্তিমান,

<u>ঈশ্বরতত্ত্ব</u> আমিই বিশ্বের অন্তরে বাহিরে,

<u>জ্ঞান</u> আমিই সে ব্রহ্ম, আমি ভগবান্।

এরূপে আমায় তত্ত্বতঃ জানিয়া

<u>অনন্তর</u> ব্রহ্মভূত সেই ভক্ত, কুরুবর!

<u>মুক্তি</u> লইয়া আমার একান্ত শরণ

<u>(প্রথম পথ)</u> ভক্তিতে আমাতে পশে অতঃপর। ৫৫।

লক্ষণে, ১২।১৩—১৯ শ্লোকে ভক্তের লক্ষণে, ১৪।২২—২৬ শ্লোকে গুণাতীতের লক্ষণে এবং ১৮।৫৪ শ্লোকে ব্রহ্মভূতের লক্ষণে ভগবান্ এই জীবমুক্তের কথা বলিয়াছেন। আর ৪।১০, ১৩।১৮ এবং ১৪।১৯ শ্লোকে যে "মদ্ভাব" প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও ঐ ব্রহ্মভূত হওয়ার অবস্থা।

ঈদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ পতনের পর যে সূক্ষ্ম অবস্থা লাভ করেন, ভগবান্ ৮।৫, ৮।১৭ এবং ১৪।২ শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর ৫।২৬ শ্লোকে "অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং" বাক্যে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রুতি, এই সূক্ষ্মশরীরী মুক্ত পুরুষের মুক্ত অবস্থার বিবরণ দিয়াছেন।

"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি, জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ, স্ত্রীভি র্বা যানৈ র্বা জ্ঞাতিভি র্বা। নোপজননং স্মরন্ ইদং শরীরং। স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেব অয়ম্ অস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ" ।—ছান্দোগ্য ৮। ১২। ৩।

সম্যক্রূপে প্রসন্ন এই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপ লাভ করিয়া থাকেন। (পূর্ব্বোক্ত স্বস্বরূপে অবস্থান)। তিনি উত্তম পুরুষ হয়েন। (পূর্ব্বোক্ত "মদ্ভাব" প্রাপ্ত)। সেখানে তিনি যথেচ্ছ ভ্রমণ, ভক্ষণ ও ক্রীড়া করিয়া, স্ত্রীগণের সহিত বা যানসমূহ লইয়া বা জ্ঞাতিগণের সহিত আনন্দ করেন। তিনি স্ত্রীপুংযোগে উৎপন্ন এই (ভৌতিক) শরীর স্মরণ করেন না। মুখ্য প্রাণ, রথাদি-যোজিত অশ্বাদির ন্যায়, সেই শরীরে (বহন কার্য্যে) যুক্ত থাকে।

কিন্তু ইহাই জীবের চরম নিবৃত্তি নহে। নদী এক দিন না এক দিন সাগরে মিশিবেই মিশিবে। জীবের মধ্যে যে অদম্য ভগবৎ-মিলন-কামনা রহিয়াছে, তাহা তাহাকে একদিন না একদিন তাঁহার সহিত মিলিত করিবেই করিবে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন ;—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদ্ অবাপ্নোতি শাশ্বতং পদম্ অব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যং ॥ (৩।২ ৮)

যেমন প্রবহমানা নদী সমুদ্রে মিলিত হইয়া নামরূপ হারাইয়া অস্তমিত হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং" এই বাক্যে ভগবান্ এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন। ইহা বিদেহ মুক্তির কথা।

এ অবস্থায় জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন। তখন আমি তুমি, সঃ অহম্, তৎ ত্বম্ থাকে না ; থাকে কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভক্তসম্প্রদায় প্রথমোক্ত অবস্থার আদর করেন। আর জ্ঞানী সম্প্রদায় এই শেষোক্ত অবস্থার আদর করেন। বস্তুতঃ কিন্তু কোন্‌টী অধিক আদরের, তাহার বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। ৫৫।

অথবা, অচলা ভক্তিতে সর্ব্বকর্ম্মাণি—আপন অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত সর্ব্ব কর্ম্ম। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—আমাকে আশ্রয়পূর্ব্বক। সদা কুর্ব্বাণঃ অপি—সতত অনুষ্ঠান করিলেও। মৎপ্রসাদাৎ—আমার প্রসাদে। শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়।

৪৯—৫৫ শ্লোকে বিবৃত উপদেশের মর্ম্ম এই। যেমন কর্ম্মযোগ হইতে সন্ন্যাসসিদ্ধি, পরে ধ্যান, ধ্যানে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পরা ভক্তি ও সেই ভক্তিতে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ সিদ্ধ হয়

...

কিম্বা করে যদি সদা সর্ব্ব কর্ম্ম

ভক্তিযুক্ত আমাকেই মাত্র করিয়া আশ্রয়,

কর্ম্মযোগ আমার প্রসাদে জানিও নিশ্চয়,

(দ্বিতীয়পথ) মিলে মোক্ষ ধাম—শাশ্বত, অব্যয়। ৫৬।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮॥

তেমনি প্রথম হইতেই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক যোগযুক্ত চিত্তে আপন অধিকার অনুযায়ী সর্ব্ববিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে, তাঁহার অনুকম্পায় পরম পদ লাভ হয়। এই দুই পথের মধ্যে, ৪৯--৫৫ শ্লোকে উপদিষ্ট প্রথম পথ অপেক্ষা ৫৬ শ্লোকে উপদিষ্ট দ্বিতীয় পথ উত্তম। এই পথে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয়। এই পথে তাঁহাকে সুলভে পাওয়া যায়, ৮।১৪ দেখ। এই পথ সংক্ষিপ্ত। হইতে পারে সে সংক্ষিপ্ত পথের অতিক্রমেও যুগযুগান্তর, জন্মজন্মান্তর কাটিয়া যাইবে; তথাপি তাহাই সংক্ষিপ্ত ও সুলভ। এই পথের উপদেশেই গীতার পরিসমাপ্তি। ৫৬।

অতএব তুমি মৎপরঃ হইয়া। সর্ব্বকর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য—অন্তরে অন্তরে অন্তরে অর্পণ করিয়া, বাহ্যতঃ নহে। আমি তোমার অন্তরে থাকিয়া সমুদায় করাইতেছি, ঈদৃশ বুদ্ধি যোগম্ উপাশ্রিত্য—স্থির নিশ্চয় জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক। সততং মচ্চিত্তঃ ভব। ৫৭।

এইরূপে মচ্চিত্তঃ হইলে। মৎ প্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি—আমার

অতএব পার্থ, অন্তরে অন্তরে

ঈশ্বরে	বুদ্ধি যোগে লয়ে আমার আশ্রয়।
আত্মসমর্পণ	আমায় অর্পিয়া সমুদয় কর্ম্ম
	সতত মচ্চিত্ত হও, ধনঞ্জয়! ৫৭।
তদ্দ্বারা	মচ্চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে
ঈশ্বরকৃপায়	সর্ব্ব দুঃখ হ'তে পাইবে উদ্ধার।
মুক্তি	নষ্ট হবে তুমি, মম বাক্য যদি
	না কর শ্রবণ করি অহঙ্কার: ৫৮ ॥

যদ্ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥

প্রসাদে সর্ব্ব বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইবে। অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ ন চ শ্রোষ্যসি—আর যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা শ্রবণ না কর; অর্থাৎ আমার উপর সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বের ভার না দিয়া, নিজের কর্ত্তৃত্ব চালাইতে যাও। তাহা হইলে বিনঙ্ক্ষ্যসি—বিনষ্ট হইবে। ৫৮।

তুমি অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে—অহঙ্কারবশতঃ যুদ্ধ করিব না বলিয়া যে মনে করিতেছ। এষঃ তে ব্যবসায়ঃ—তোমার এই নিশ্চয়। মিথ্যা (হইবে)। কারণ তোমার প্রকৃতিঃ—ক্ষাত্র স্বভাব। ত্বাং নিযোক্ষ্যতি—তোমাকে যুদ্ধ করাইবে, ৩।৩৩ দেখ। ৫৯।

মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি—মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না। স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ—স্বকীয় স্বভাবজাত কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া। অবশঃ তৎ অপি করিষ্যসি—অবশ ভাবে তাহাও করিবে। ৬০।

অহঙ্কারে — এ সময়ে পার্থ! যুঝিবে না বলি
কর্ম্মত্যাগেচ্ছা — কর যে ভাবনা এবে অহঙ্কারে
বৃথা — মিথ্যা ক্ষত্রবীর! সে প্রতিজ্ঞা তব,
প্রকৃতি প্রবৃত্ত করিবে তোমারে। ৫৯।
স্বভাব-সঞ্জাত তব ক্ষাত্র তেজে
বশীভূত হ'য়ে করিবে তাহাই
স্বভাবই — অবশ ভাবেতে তুমি, হে কৌন্তেয়!
কর্ম্ম করায় — মোহবশে তব যাহে ইচ্ছা নাই। ৬০

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥
তম্ এব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

হে অর্জ্জুন! ভাবিও না—যে কোন কর্ম্মে তোমার কোন স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বরঃ—সর্ব্বনিয়ন্তা অন্তর্য্যামী। সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি—সর্ব্ব জীবের অন্তঃকরণে, স্থিতি করেন; ১৫।১৫ দেখ। যন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি—দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় (শ্রী) সংসাররূপ যন্ত্রে, সংসার-চক্রে আরোপিত সকল জীবকে। মায়য়া ভ্রাময়ন্—গুণময়ী মায়াশক্তি প্রভাবে ভ্রমণ করাইয়া। ৩.১৬ শ্লোকে সংসারকে চক্রের সহিত তুলিত করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে সংসারে সকলেই ঐশী নিয়মে প্রকৃতিবশ। কেহই নিরপেক্ষ স্বাধীন নহে। যে যাহাই করুক, তাহার প্রবর্ত্তক কিছু না কিছু থাকে; স্বভাবই তাহাকে তাহা করায় (৫।১৪)। কিন্তু সেই স্বভাব বা কর্ম্মসংস্কারের আরম্ভ কোথায়? সৃষ্টির কি আদি আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন ভক্ত বলিয়াছিলেন, "যে মিটিংএ তিনি সৃষ্টির মতলব করিয়াছিলেন, সে মিটিংএ আমি ছিলাম না।"—রহস্যের ভাষায় হউক, কথাটা সত্য। সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টিতত্ত্ব জীবজ্ঞানের অতীত (১০।২) ঈশ্বরই ইহার মূল। ঊর্দ্ধ-মূলম্ অধঃ-শাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং (১৫।১), ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে (১৫।৩) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ৬১।

অতএব হে ভারত! আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বভাবেন—সর্ব্বতো-

অধিষ্ঠিত সমস্ত ভূতের হৃদয়ে, অর্জ্জুন!
ঈশ্বরই থাকিয়া ঈশ্বর,—আপন মায়ায়
সকলের সংসারের চক্রে সমারূঢ় জীবে
নিয়ন্তা দিবস যামিনী ভ্রমণ করায়। ৬১।

ইতি জ্ঞানম্ আখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদ্ অশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

ভাবে। তম্ এব শরণং গচ্ছ। তৎ-প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং প্রাপ্স্যসি।

পূর্ব্বে সবিস্তারে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, ৫৭—৬২ শ্লোক তাহার সার। ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান, স্বকর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা। তাহা হইতেই সিদ্ধি। অহঙ্কারবশতঃ সন্ন্যাসের ছলে কর্ম্মত্যাগ ইচ্ছা নিষ্ফল। সকলেই স্বভাববশে কর্ম্ম করিতে বাধ্য। সেই কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখে পরিচালিত করিয়া আত্মকর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ব ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, সর্ব্বময় তাঁহার সত্তা ধারণা করিতে করিতে স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে থাকিলে, তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি লাভ হইবে। ইহাই ভগবানের গুহ্যাৎ গুহ্যতর উপদেশ—গীতার অপূর্ব্বতা। ৬২।

ভগবানের যাহা কিছু বক্তব্য তাহা সমস্ত বলিয়াছেন। এখন সখা অর্জ্জুনের উপর যেন অভিমান করিয়া বলিতেছেন,—ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতম্ ইত্যাদি। এই তোমাকে গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞান কহিলাম

তাই বলি তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে
অতএব — তাঁহারই চরণে লও হে, শরণ,
ঈশ্বরের — তাঁহার প্রসাদে পাবে পরা শান্তি,
শরণ লও — পাবে নিত্য ধাম, ভরত-নন্দন। ৬২।

গুহ্য হ'তে যাহা গুহ্যতর জ্ঞান
ইহাই — কহিনু তোমারে তাহা, ধনঞ্জয়!
গুহ্যতর — সম্যক্ বিচার করি তুমি তার,
জ্ঞান — কর এবে যাহা তব মনে লয়। ৬৩।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টো হসি মে দৃঢ়ম্ ইতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মাম্ এবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়ো ঽসি মে ॥৬৫॥

(৫৭—৬২)। এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য—ইহা সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া। যথেচ্ছসি তথা কুরু—যাহা ইচ্ছা হয় কর। ৬৩।

তুমি মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি—অতিশয় প্রিয়। ততঃ ভূয়ঃ—তজ্জন্য পুনর্ব্বার। তে হিতং বক্ষ্যামি—তোমাকে হিতকথা বলিতেছি। মে—আমার। সর্ব্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ শৃণু—শ্রবণ কর। ৬৪।

৬৫—৬৬ শ্লোকে সেই গুহ্যতম কথা বলিতেছেন। মন্মনা মদ্ভক্তঃ ভব ইত্যাদি ৯।৩৪ দেখ। প্রতিজানে—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি। যেহেতু তুমি মে প্রিয়ঃ অসি—আমার প্রিয়। মনকে আমার উপর রাখ। তোমার

সর্ব্ব গুহ্য হ'তে গুহ্যতম পুন
পরম বচন শুন হে, আমার
তুমি হে, আমার অতিশয় প্রিয়,
তাই কহি পুন হিতার্থে তোমার। ৬৪।

ঈশ্বরে — আমাতেই মন কর সমর্পণ,
আত্মসমর্পণ — ভক্ত হও পার্থ, একান্ত আমার,
কর — করহ যজন আমার উদ্দেশে,
তদ্দ্বারা — আমাকেই তুমি কর নমস্কার,
নিশ্চয় — প্রিয়তম তুমি আমার, অর্জ্জুন!
মুক্তি — প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি হে, তোমায়,
পাইবে — এই ভাবে করি আমার ভজনা
সত্য সত্য সত্য পাইবে আমায়। ৬৫।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

মন যাহা কিছু চিন্তা করে, জানিবে, যে তদ্দ্বারা তুমি আমাকেই চিন্তা করিতেছ;—সমস্ত ভাবই আমার ভাব। যাহাকে ভক্তি কর, পূজা কর, নমস্কার কর, তদ্দ্বারা তুমি আমাকেই ভক্তি পূজা নমস্কার করিতেছ এই ভাবে তুমি আমাতে যুক্ত থাক, তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, তাহা হইলে তুমি আমাতে বাস করিবে,—আমার দিব্য প্রকৃতি, দিব্য জ্ঞান তোমার হৃদয় পূর্ণ করিবে। ৬৫।

শেষ কথা, তুমি জগতে যাহা কিছু দর্শন কর, শ্রবণ কর, আস্বাদ কর, আঘ্রাণ কর, স্পর্শ কর, ভাবনা কর,—সে সব আমার ভাব। এই বৈচিত্র্যময় জগতে যে নানাত্ব দেখিতেছ,—নানাবিধ ধর্ম্মের নানাবিধ বস্তু, ভাব ও ক্রিয়া দেখিতেছ, সে সমস্ত ব্যাপার আমা হইতে হইতেছে।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।—১০।৮

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি।—৭।১২

সমুদায়ের অন্তরালে একমাত্র আমি সত্যস্বরূপ রহিয়াছি। ইহা বুঝিয়া,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া। একং মাং শরণং ব্রজ—একমাত্র আমার শরণাগত হও। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ—আমি তোমার সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

সর্ব্ব পদার্থের সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি

<u>ইহাই</u> লও একমাত্র আমারই শরণ;
<u>গুহ্যতম</u> নাহি কর শোক, আমিই তোমার
<u>জ্ঞান</u> সর্ব্ব পাপ হ'তে করিব মোচন। ৬৬।

যাহা থাকিলে বস্তুবিশেষ আপনার বিশিষ্ট সত্তায় বর্ত্তমান থাকে, তাহা সেই বস্তুর ধর্ম্ম। যাহা না থাকিলে তাহার বিশিষ্ট সত্তা থাকে না, তাহা সেই বস্তুর ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা প্রভৃতি, জলের ধর্ম্ম তরলতা প্রভৃতি। তদ্রূপ যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ থাকিলে জীব মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, তাহা মানুষের ধর্ম্ম ; যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ থাকিলে জীব পশু বা পক্ষী বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, তাহা পশু বা পক্ষীর ধর্ম্ম। তারপর যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ মানুষে থাকে, তাহা পশু বা পক্ষীতে থাকে না। তজ্জন্য মানুষের ধর্ম্ম হইতে পশুর বা পক্ষীর ধর্ম্ম পৃথক্। কেবল তাহাই নহে। একজন মানুষের যাহা ধর্ম্ম, তাহা অপর মানুষের ধর্ম্ম নহে। যদুতে যে যে গুণ ও ভাবের সমাবেশ আছে, মধুতে তাহা নাই। অতএব যদুর ধর্ম্ম হইতে মধুর ধর্ম্ম পৃথক্। এই নিয়ম সর্ব্বত্র। চেতন অচেতন, স্থাবর জঙ্গম প্রত্যেক পদার্থেরই ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্,—একটীর মত ঠিক আর একটী নহে।

কিন্তু সর্ব্ব পদার্থের ঐ সর্ব্ব পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম—অর্থাৎ গুণ ও ভাব সকলী কোন পদার্থ নহে। অথচ, ঐ সকল গুণ ও ভাব সমষ্টিকে অবলম্বন করিয়া, ঐ সকল গুণ ও ভাব-সমষ্টির পার্থক্যের উপর দৃষ্টি করিয়াই আমরা প্রত্যেক পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক ভাবে দেখিতেছি ; ঐ পৃথক্ পৃথক্ গুণ ও ভাব-সমষ্টিই জগতে নানাত্বের সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিতেছে ; নতুবা জগতে নানাত্ব থাকিত না।

কিন্তু মূলে সব এক। একেরই উপর বিবিধ প্রকারের গুণ ও ভাব সংযুক্ত হইয়া বহু হইয়াছে, সকল গুণ, সকল ভাব আসিয়াছে এক সত্য-স্বরূপ হইতে, ৭।১২ শ্লোক দেখ ; যাঁহার প্রাতিভাসিক ভাব এ বিশ্ব ; যিনি বিরাজ করিতেছেন এই বিশ্ববৈচিত্র্য সাজাইয়া, অথবা বিচিত্র বিশ্বের সাজ পরিয়া। সেই যে এক সত্যস্বরূপ, সেই একের দর্শন মানবীয় জ্ঞানের উচ্চ পরিণতি,—জ্ঞানের সাত্ত্বিক বিকাশ।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ১৮।২০

তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান, যদ্দ্বারা বিভক্ত ভাবে স্থিত সর্ব্বভূতের মধ্যে এক অবিভক্ত ভাব দৃষ্ট হয়।

পুনশ্চ—সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ১৩।২৭
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ একস্থম্ অনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম-সম্পদ্যতে তদা॥ ১৩।২৯

তাহারই দর্শন যথার্থ, যিনি দেখেন যে পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজিত এবং বিনশ্বর ভূতসকলের মধ্যে তিনি অবিনশ্বর। যখন যিনি ভূত সকলের মধ্যে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে একেতে অবস্থিত এবং সেই এক হইতে তাহাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম-সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়েন।

নানাত্ব জ্ঞান তিরস্কার পূর্ব্বক সেই একত্বে উপনীত করাইয়া ব্রহ্ম-সম্পদ্ লাভ করাইবার জন্য গীতার শেষ আদেশ, উপদেশ ও অভয় বাণী;—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ। যে সকল পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জাগতিক পদার্থ সকলের মধ্যে নানাত্ব দর্শন করিতেছ, সর্ব্ব পদার্থের সেই সর্ব্ব গুণ ও ভাব সমষ্টিকে পরিত্যাগ কর। সর্ব্বেষাং ধর্ম্মঃ,—সর্ব্বধর্ম্মঃ। সর্ব্বের—সর্ব্ব পদার্থের ধর্ম্ম—সর্ব্বধর্ম্ম। ষষ্ঠী-তৎপুরুষ। সর্ব্ব পদার্থের উপরে ভাসমান তাহাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সর্ব্ব ধর্ম্মের অন্তরালে যে সর্ব্বস্বরূপ "এক আমি" রহিয়াছি, সেই "এক আমির" দিকে লক্ষ্য ফিরাও। বাহিরের ধর্ম্ম যেরূপই হউক, প্রত্যেক পদার্থ যে আমার ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে, ঈদৃশ বোধ সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখ। দেখ, আমার উপরেই সেই যাবতীয় ভাব ফুটিতেছে এবং আমার উপরেই রহিতেছে; মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি (৭।১২); আমা

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যো হভ্যসূয়তি ॥৬৭॥

•হইতেই এই সংসার-খেলা প্রবর্ত্তিত, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী (১৫।৪); আমি এ সংসার-অশ্বত্থের মূল, ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্ (১৫।১); আমি সকলকে হাতে ধরিয়া চালাইতেছি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি (১৮।৬১); আমি সকলকে কোলে করিয়া রহিয়াছি, আমার অনন্ত সত্তার মধ্যেই সকলে রহিয়াছে, যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বম্ ইদং ততম্ (৮।২২); সর্ব্বত্র আমি ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান, ময়ি সর্ব্বম্ ইদং প্রোতম্ (৭।৭); আমা হইতেই সমস্ত ব্যাপার হয়, মত্ত সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (১০।৮); তোমরা জীব আমার কর্ম্মে নিমিত্তমাত্র (১১।৩৩); এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক, তুমি যে কর্ত্তৃত্বের অভিমান পোষণ করিয়া যুদ্ধ ত্যাগে উদ্যত হইয়াছ, সে অভিমান ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমাতে আত্মসমর্পণ কর; সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব, সর্ব্ব দায়িত্ব আমার উপর অর্পণপূর্ব্বক, তোমার অধিকারগত কর্ম্ম তুমি করিয়া যাও। আমি তোমায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব; তোমার সর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা অপনীত করিয়া মহান্ মুক্তি-ক্ষেত্রে লইয়া যাইব। শোক করিও না। ৫৮—৬২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শিষ্য স্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ (২।৭) এই কথায় গীতার আরম্ভ আর মাম্ একং শরণং ব্রজ এই কথায় গীতার শেষ। শরণাগত হওয়াতেই সাধনার আরম্ভ··নীচের প্রকৃতিকে অতিক্রমপূর্ব্বক উপরের দৈবী প্রকৃতির অভিমুখে অগ্রসর হইবার সূত্রপাত; আর শরণাগত থাকাই তাহার অন্তিম সোপান। যতদিন কর্ত্তৃত্বের অভিমান রহিয়াছে ততদিন বিনাশের পথে চলিতেছি।৬৬।

তপোধর্ম্ম অনুষ্ঠান নাহি করে যে বা

গীতা শ্রবণের ঈশ্বরে ও গুরুজনে নাই ভক্তি সেবা,

যোগ্য কে ? আমাকে অসূয়া করে অথবা যে জন,

কহিবে না তার কাছে এ তত্ত্ব কখন। ৬৭।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মাম্ এবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদ্ অন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ আবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহম্ ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ ॥৭০॥

গীতা শেষ হইল। অতঃপর কীদৃশ ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণের যোগ্য এবং গীতা-আলোচনার ফল কি, তাহা বলিতেছেন। অতপস্কায়—যে তপস্যাবিহীন ১৭।১৪—১৯ দেখ। অভক্তায়—যে গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন। অশুশ্রূষবে চ—এবং যে গুরুসেবা করে না। স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া আপনাকে গুরুর চরণে একবারে ছাড়িয়া দেওয়া গুরু-সেবার প্রধান অঙ্গ। যঃ চ মাং অভ্যসূয়তি—আর যে আমাকে অসূয়া করে। তাহাদিগকে, ইদং তে (ত্বয়া) ন কদাচন বাচ্যং—কখন এই গীতার্থ বলিবে না। ৬৭।

যঃ ইমং ইত্যাদি স্পষ্ট। ইষ্ট—পূজিত। ৬৮—৬৯।

অধ্যেষ্যতে যঃ চ ইমম্ ইত্যাদি—ভক্তিপূর্ব্বক গীতাপাঠ জ্ঞানযজ্ঞে ভগবানের আরাধনা। ৭০।

গীতাপাঠের মাহাত্ম্য

এ পরম গুহ্য-তত্ত্ব ভক্তে যে শুনায়
পায় সে মদ্ভক্তি-যোগে নিশ্চয় আমায়। ৬৮।
নরলোকে তদপেক্ষা মম প্রিয়তর,
কেহ নাই, হবে না বা ভূতলে অপর। ৬৯।

গীতাপাঠ জ্ঞানযজ্ঞ

যে পড়ে এ ধর্ম্ম-কথা তোমার আমার
ভাবি আমি, জ্ঞানযজ্ঞে পূজে সে আমায়। ৭০।

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ শৃণুয়াদ্ অপি যো নরঃ।
সো ঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদ্ এতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদ্ অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্ট স্তে ধনঞ্জয় ॥৭২॥

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতি র্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদাম্ময়াচ্যুত।
স্থিতো ঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

শ্রদ্ধাবান্ ইত্যাদি। শৃণুয়াৎ অপি—কেবল শ্রবণ করিয়াই মুক্ত হয়েন, তবে বিশেষ এই যে তিনি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবিহীন হইবেন। ৭১।

কচ্চিৎ ইত্যাদি—হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে আমার কথা শুনিয়াছ? এবং তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া তোমার অজ্ঞানসম্মোহঃ—স্বকর্ত্তব্য বিষয়ে, কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে? ৭২।

দোষদৃষ্টি নাহি যাঁর, যিনি শ্রদ্ধাবান্
কেবল শ্রবণে তিনি মোক্ষ-পদ পান।
যেখানে পুণ্যাত্মাগণ করেন বিহার
সে সকল পুণ্য লোকে গতি হয় তাঁর। ৭১।
শুনিলে কি পার্থ! তুমি একাগ্র-হৃদয়?
গেল কি অজ্ঞান-মোহ তব, ধনঞ্জয়! ৭২।

অর্জ্জুন কহিলেন।

তত্ত্ব জ্ঞান লাভ ক'রে তোমার কৃপায়
কার্য্যাকার্য্য-মোহ এবে গেছে অচ্যুত, (অর্জ্জুনের মোহনাশ)
ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব সব হয়েছে স্মরণ
শান্ত প্রকৃতিস্থ মম হৃদয় এখন।
সমস্ত সন্দেহ এবে গেছে, হৃষীকেশ!
পালন করিব প্রভু, তোমার আদেশ। ৭৩।

ভগবানের বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! ত্বৎপ্রসাদাৎ—আপনার প্রসাদে। নষ্টঃ মোহঃ—স্বকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি নষ্ট হইয়াছে। এবং স্মৃতিঃ লব্ধা—কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যোপদেশ সম্বন্ধে স্মৃতি, যাহা যুদ্ধারম্ভে চিত্তের ব্যাকুলতা বশতঃ তিরোহিত হইয়াছিল (২।৭) এখন তাহা লাভ হইয়াছে। স্থিতঃ অস্মি—আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। গতসন্দেহঃ—আর আমার কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। করিষ্যে বচনং তব—এখন আপনার কথা মত কার্য্য করিব।

ভগবানের বচন—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা আর অন্য শ্রেয়ঃ কিছু নাই (২।৩১), কর্ম্ম ত্যাগ করিও না, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর (২।৪৭—৪৮); কর্ম্মযোগসাধনে নিযুক্ত হও (২।৫০); সতত অনাসক্ত থাকিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আচরণ কর (৩।১৯); আমায় চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক নিরাশী ও নির্ম্মম হইয়া যুদ্ধ কর (৩।৩০); জ্ঞানখড়্গে অজ্ঞান-সম্ভূত সংশয় ছেদন-পূর্ব্বক কর্ম্মযোগে অবস্থান কর, যুদ্ধার্থ উত্থিত হও (৪।৪২); সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ (৫।২); ফলাশা ত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম করিতে থাকে, সেই ঠিক সন্ন্যাসী (৬।১); মদাসক্ত চিত্তে কর্ম্মযোগ আচরণ করিতে করিতেই আমার সমগ্র তত্ত্ব জানিতে পারিবে (৭।১); সদাকাল আমায় স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর (৮।৭); সর্ব্ব কর্ম্ম আমায় অর্পণ কর (৯।২৭); তুমি আমার কর্ম্মে নিমিত্ত মাত্র হইয়া যুদ্ধ কর (১১।৩৩); যে মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম, সে আমাকে প্রাপ্ত হয় (১১।৫৫); জ্ঞান ধ্যানাদি সাধন হইতে কর্ম্মফলত্যাগ উত্তম সাধন (১২।১২); শাস্ত্র-বিধানোক্ত কর্ম্ম করা তোমার উপযুক্ত (১৬।২৪); মুমুক্ষু ব্রহ্মবাদিগণ নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ দান তপঃকর্ম্ম করেন (১৭।১৪—২৫)। যজ্ঞ দান তপঃকর্ম্ম কখন পরিত্যাজ্য নহে (১৮।৫); সকলময় আমার সত্তা ভাবনা করিতে করিতে,—সর্ব্ব কর্ম্মের কর্তৃত্ব আমার উপর দিয়া, তোমার স্বকর্ম্ম আচরণ কর; তাহাই ঈশ্বরের অর্চ্চনা, তদ্দ্বারাই মানব সিদ্ধি লাভ করে (১৮।৪৬); আমাতে সম্পূর্ণ-

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্ অদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

ভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে থাকিলে আমার প্রসাদে মোক্ষ লাভ করিবে (১৮।৫৬); মচ্চিত্ত হইয়া তোমার কর্ত্তৃত্বের বোঝাকে আমার উপর দিয়া তুমি কর্ম্ম কর, আমার প্রসাদে সমস্ত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কথা না শ্রবণ কর, তাহা হইলে নষ্ট হইবে (১৮।৫৮)। আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আমি তোমার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব (১৮।৬১)।

এই ভগবানের "বচন"। অর্জ্জুন কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অত্যন্ত উদ্বেলিত চিত্তে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার শ্রেয়োলাভের উপায় কি, তাহা শুনিবার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাহা কহিলেন। তৎশ্রবণান্তে অর্জ্জুনের উদ্বেলিত হৃদয় প্রশান্ত হইল, ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল, এবং তিনি পরিত্যক্ত গাণ্ডীব গ্রহণপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব (২।৫০), এবং তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ (৮।৭),—ভগবানের এই আদেশই অর্জ্জুন পরিপালন করিলেন।

গীতার আরম্ভ এবং উপসংহারের সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে অতি স্পষ্ট বুঝা যায় যে,—ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক যোগযুক্ত চিত্তে স্বধর্ম্মানুসারে উপস্থিত কর্ম্মের আচরণই, শ্রেয়োলাভের ভগবদনুমোদিত প্রকৃষ্ট পন্থা। এস ভারতসন্তান! ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক, আমরা শুদ্ধসাত্ত্বিক বুদ্ধিতে আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে তৎপর হই, 'স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা" করিতে প্রবৃত্ত হই; স্ব স্ব কর্ম্মে—অভিরত—সম্যক্‌ভাবে রত হই। তদ্দ্বারাই সংসিদ্ধি—সম্যক্‌রূপ পুরুষার্থ, লাভ হইবে।৭৩।

ব্যাসপ্রসাদাৎ—ব্যাসদেবের বরপ্রভাবে দিব্য চক্ষু কর্ণ প্রাপ্ত হইয়া।

ব্যাস-প্রসাদাচ্ছ্রুতবান্ ইমং গুহ্যম্ অহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫॥
রাজন সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥৭৬॥
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপম্ অত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥৭৭॥

অহম্ এতৎ পরং গুহ্যং যোগং, সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্—যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীহরিপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। ৭৪—৭৫।

হরেঃ রূপম্—ভগবানের বিশ্বরূপ (শ্রী)। ৭৬—৭৭।

সঞ্জয় কহিলেন।

মহাত্মা সে কৃষ্ণার্জ্জুনে এই যে বচন,—
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর—করিনু শ্রবণ। ৭৪।
যোগতত্ত্ব,—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ম্
সাক্ষাৎ কহিলা যাহা, গুহ্য ও পরম,
শুনিয়াছি অন্ধরাজ! তাহা সমুদায়,
দিব্য জ্ঞান লাভ করি ব্যাসের কৃপায়। ৭৫।
অদ্ভুত পবিত্র এই যে সংবাদ
কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ে স্মরিয়া স্মরিয়া
হৃষিত শরীর মুহুর্মুহুঃ মম,
হৃষিত আবার আবার স্মরিয়া। ৭৬।
হরির অদ্ভুত অদ্ভুত সে রূপ
সঞ্জয়ের পুনঃ পুনঃ আমি করি হে, স্মরণ;
হর্ষ স্মরিয়া স্মরিয়া মহান্ বিস্ময়!
পুনঃ পুনঃ হর্ষ পাই, হে রাজন্! ৭৭।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রী বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥৭৮॥

ইতি মোক্ষ-যোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ ইত্যাদি। শ্রীঃ—রাজলক্ষী। ভূতিঃ—উত্তরোত্তর উন্নতি। ধ্রুব—স্থির, ক্ষণস্থায়ী নহে। মতিঃ—নিশ্চয় বিশ্বাস।

এ শ্লোকে "যোগেশ্বর" এবং "ধনুর্ধর" এই ছটী বিশেষণের প্রতি মনোযোগ আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলায়, তিনি গীতায় যে যোগশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন, সেই বুদ্ধিযোগের প্রতি এবং অর্জ্জুনকে ধনুর্ধর বলায়, তিনি যে শক্তিবলে, যে তেজে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। পুরুষার্থ লাভের জন্য নীতি এবং শক্তি, দুইই প্রয়োজন। নীতিহীন শক্তি বা শক্তিহীন নীতি হইতে সিদ্ধি লাভ হয় না; এবং শক্তি ও নীতি দুইয়েরই যিনি অধিকারী, তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বরূপে শ্রীমান্, সর্ব্বত্র বিজয়ী, উত্তরোত্তর অভ্যুদয়শীল এবং সদা সুনীতি-সম্পন্ন। গীতা জ্ঞানের ফল ধ্রুবা শ্রী, ধ্রুব বিজয়, ধ্রুব অভ্যুদয় এবং ধ্রুবা নীতি। ৭৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ হইল। জ্ঞানমার্গানুগত সন্ন্যাস ধর্ম্ম এবং ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ত্যাগধর্ম্ম,—এই দুয়ে কি প্রভেদ, অর্জ্জুন তাহা বিশেষভাবে জানিতে চাহিলেন। ভগবান কহিলেন, পণ্ডিতগণের মতে লৌকিক কাম্য কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করার নাম "সন্ন্যাস"; কিন্তু সুবিচক্ষণ জ্ঞানিগণের মতে "ত্যাগের" অর্থ কোনরূপ কর্ম্ম ত্যাগ নহে। পরন্তু ফলাশা পরিত্যাগ-

---

যোগেশ্বর কৃষ্ণ যথা মন্ত্রদাতা,
গীতাজ্ঞানের ফল   যথা ধনুর্ধর বীর ধনঞ্জয়,
সেথা রাজলক্ষ্মী, নিশ্চলা সুনীতি,
জয় অভ্যুদয়,—মম মনে লয়। ৭৮।

পূর্ব্বক সে সকলের আচরণ করার নামই "ত্যাগ"। রাজসিক ও তামসিক ভাবে কর্ম্মত্যাগ করিলে "ত্যাগের" ফল হয় না। যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম সকল ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে; পরন্তু আসক্তি ও ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক সে সমুদায় আচরণ করা আমার মতে নিশ্চয়ই উত্তম। ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে কোনরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। তাদৃশ কর্ম্মে মোক্ষ লাভের বিঘ্ন হয় না।

অতঃপর প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে জ্ঞান, কর্ত্তা, কর্ম্ম, বুদ্ধি প্রভৃতির যেরূপ ভেদ হয়, তাহার উপদেশ দিয়া ভগবান্ বুঝাইয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ত্তা, আসক্তিশূন্য বুদ্ধি, অনাসক্তি হইতে উৎপন্ন সুখ এবং "অবিভক্তং বিভক্তেষু" ন্যায়ে একত্ব জ্ঞান—এই সমস্তই সাত্ত্বিক এবং শ্রেষ্ঠ। সে সকল অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

অনন্তর ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নির্দ্দেশপূর্ব্বক, কহিলেন যে, এই চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম নিষ্কাম সাত্ত্বিক বুদ্ধিযোগে আচরণ করিতে থাকিলে, তদ্দ্বারা মনুষ্য কৃতকৃত্য হয়। অনাসক্ত নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্বকর্ম্মাচরণই যথার্থ ঈশ্বরার্চ্চনা। তিনি সর্ব্বময় এবং সকলের সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—এই ধারণা স্থির রাখিয়া আপন আপন কর্ম্ম করিতে থাকিলে তদ্দ্বারা মানব মাত্রেই সিদ্ধি লাভ করে।

সর্ব্ব কর্ম্মেই কিছু কিছু না কিছু দোষ থাকে; সুতরাং যে কর্ম্মের সহিত যাহার আজন্ম সম্বন্ধ, সেই "সহজ" কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা অনুচিত। ফলাশা-বিরহিত কর্ম্মাচরণে সন্ন্যাস সিদ্ধি হয়; সন্ন্যাস সিদ্ধি হইতে ধ্যানযোগ সিদ্ধি হয়; যোগসিদ্ধিতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; সেই জ্ঞানে ভগবানে পরা ভক্তির উদয় হয়; সেই ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়; তখন ঈশ্বর লাভ হয়। আর যে প্রথমাবধিই ভগবানে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করে সে ঈশ্বর-প্রসাদে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম; কর্ম্মকে ছাড়িতে ইচ্ছা করিলেও কর্ম্ম কাহাকেও

ছাড়ে না। অতএব কর্ম্ম যাঁহার, যিনি সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকলকে কর্ম্ম করান, সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাগত হওয়াই কর্ত্তব্য। এই নশ্বর জগদ্-বৈচিত্র্যের অন্তরালে আমি—ঈশ্বর একমাত্র সত্যস্বরূপ রহিয়াছি। বাহিরের বৈচিত্র্যকে ত্যাগ করিয়া সেইআমার শরণাগত হইয়া কর্ম্ম কর। ভয় নাই। আমি তোমার সর্ব্ব পাপ হইতে উদ্ধার করিব।

ভগবানের বাক্য শেষ হইল। আর অর্জ্জুনের মোহ নাই, আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি স্থির চিত্তে, "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ" (৮।৭) ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

গীতা শেষ হইল। অতঃপর মহর্ষি বেদব্যাস সঞ্জয়মুখে গীতাজ্ঞানের ফল বলিতেছেন।

কৃষ্ণের মন্ত্রণা　　　　পার্থের প্রতাপ
রহে প্রতিষ্ঠিত হৃদয়ে যাহার,
লভে সে নিশ্চয়　　　　জয়, অভ্যুদয়,
নিশ্চলা সুনীতি, রাজলক্ষ্মী আর।

মোক্ষ যোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জগৎ-সারথ্য তরে　　　　অর্জ্জুনের রথোপরে
বসিয়া শ্রীহরি ধরি সারথির বেশ,
উপলক্ষ্য ধনঞ্জয়　　　　সর্ব্ব জীবে কৃপাময়
দেখাইলা পুরুষার্থ-পন্থা হৃষীকেশ।
"গীতা" সেই সুখ পথ ;　　　　চলে যার মনোরথ
ভক্তি-অশ্বে নিত্য তাহা করি অনুসার,
সুদুস্তর এ সংসার　　　　হয় সে অক্লেশে পার,
নরলোকে জন্মলাভ সার্থক তাহার।

যতনে যে ভক্তিভরে গীতাজ্ঞান হৃদে ধরে
জটিল জগৎ-তত্ত্ব বিদিত সে হয়,
খর্ব্ব করি অহংজ্ঞানে নিষ্ঠা জন্মে ভগবানে
হৃদয়ে ক্রমশঃ হয় জ্ঞানের উদয়।
অমূলক সংস্কার না রহে হৃদয়ে তার,
সত্যে প্রীতি, ঘৃণা জন্মে অসত্যে অন্তরে,
দূরে যায় কাম রাগ, কর্ত্তব্যেতে অনুরাগ,
স্বার্থবশে পরহিংসা কখন না করে;
জ্ঞানী, ধনী, মান্যগণ্য, আমি উচ্চ, নীচ অন্য,
এরূপ না রহে আত্মগরিমা হৃদয়ে,
সুখে না উন্মত্ত হয় দুঃখে অভিভূত নয়,
অটল বিপদে কিম্বা দুঃখ শোক ভয়ে;
কাম কিম্বা ক্রোধভরে কোন কর্ম্ম নাহি করে,
যাহা করে, করে তাহা ঈশ্বর সেবায়,
মন তার জানে সার, এ বিশ্ব সংসার যাঁর
কর্ম্ম তাঁর, আমি চলি তাঁহার ইচ্ছায়।
পরিমিত পানাহার বিষয় সম্ভোগ আর,
পরিমিত কর্ম্ম নিদ্রা আর জাগরণ;
কোমল সরল প্রাণ নাই স্বার্থাস্বার্থ জ্ঞান,
খলতা শঠতা কিম্বা জানে না কেমন,
জানে না ধর্ম্মের ভাণ, আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্,
সমজ্ঞান শত্রু-মিত্রে চণ্ডাল-ব্রাহ্মণে,
ঘৃণা নাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই হিংসা নাই,
উদ্বেগ অশান্তি নাই নির্ম্মল পরাণে।

বিষয়ে আসক্তি নাই অথবা বিদ্বেষ নাই,
বিশাল সমুদ্রবৎ নিত্য নির্ব্বিকার ;
সদা সুসংযত চিত্ত ভগবানে সমর্পিত,
মৃত্যুভয়ে ভীত নয় হৃদয় তাহার।
বুদ্ধি রয় শুদ্ধ জ্ঞানে চিত্ত রয় ভগবানে
জীবহিতে নিত্য তার বাহুযুগ রয় ;
ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম সনে যুক্ত পুণ্য সম্মিলনে
প্রেমরসে করে তার প্লাবিত হৃদয়।
নিরখে সে জ্ঞাননেত্রে ভগবানে সর্ব্বক্ষেত্রে,—
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কৃষ্ণ বিরাজিত,
আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, চরাচর সব ব্রহ্ম,
বিশ্বময় ব্রহ্ম, পুনঃ ব্রহ্ম বিশ্বাতীত।
হেন ব্রহ্মাদ্বৈত জ্ঞানে, নিষ্কাম নিশ্চল প্রাণে
সতত স্বকর্ম্ম দ্বারা সেবি ভগবান্,
সুপ্রতিষ্ঠা যশোবীর্য্য পুত্র কন্যা ভোগৈশ্বর্য্য
ভুঞ্জিয়া, অন্তিমে পায় পরম কল্যাণ।

———•———

দিয়াছ যে মতি, হরি ! অভাজনে কৃপা করি
তাহাতে তোমার গীতা রচিনু ভাষায়,
জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, আমি দীন,
কৃপাময় ! তুষ্ট হও, আপন কৃপায়।

বংশীধর-বংশীস্বর প্রতিধ্বনি করি
রচে "দাস আশুতোষ" গীতামধুকরী

———

গীতামাহাত্ম্যম্।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥
সংসার-সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তি-মুক্তি-সমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি-কর্ম্মসু॥
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্॥
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান-প্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্।
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্।
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥

———

সর্ব্বোপনিষৎ ধেনু, বৎস তার ধনঞ্জয়,
দোহে কৃষ্ণ গীতাপয়ঃ, পান করে সুধীচয়।
অর্জ্জুন সারথি হয়ে ত্রিলোকের উপকারে
গীতামৃত দিলা কৃষ্ণ, নমস্কার করি তাঁরে।
সংসার-সাগর ঘোর তরিবারে ইচ্ছা যার,
গীতানৌকা আরোহিয়া সুখে সে যাইবে পার।
ভক্তিসনে মুক্তি মিশি ভরে হ'য়ে একাকার,
গড়িয়াছে অষ্টাদশ অপূর্ব্ব সোপান তার।
ক্রমে ক্রমে আরোহিলে অষ্টাদশ সে সোপান
প্রেম ভক্তি জাগে হৃদে শুদ্ধ হয় মন প্রাণ।
গীতা সর্ব্ব জ্ঞানদাত্রী গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রসার
সুপবিত্র ধর্ম্মময়ী, গীতা তুল্য নাই আর।
একমাত্র গীতা যদি পাঠ করে ভক্তি-ভরে
পুরাণ বেদাদি শাস্ত্র সমস্ত সে পাঠ করে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

গীতাই আমার সার গীতাই মম হৃদয়,
অত্যুগ্র অনন্ত জ্ঞান গীতা মম, ধনঞ্জয়!
গীতা-জ্ঞান সমাশ্রয়ে পালি আমি ত্রিভুবন,
আমার আশ্রয়ে গীতা গীতা মম নিকেতন।
গীতার্দ্ধের এক পাদ শ্লোকৈক বা একাধ্যায়
স্মরিয়া যে ত্যজে দেহ সে পরম পদ পায়।
গীতার্থ বা গীতাপাঠ অন্তিমে শ্রবণ করে
মহাপাপী যদি হয় সেও মুক্তি লাভ করে।

প্রথম পরিশিষ্ট।

ব্রহ্ম ঈশ্বর জীব জগৎ।

ব্রহ্ম ঈশ্বর জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে নানা কথা ভগবান্ সপ্তম হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। নানা স্থানের সেই কথা একত্রিত করিয়া এব শ্রুতিমন্ত্রে ঐ সকল বিষয়সম্বন্ধে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া, ঐ সকল তত্ত্ব একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রুতি বলিতেছেন।—

১। ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্র আসীৎ—বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

২। আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন্ মিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।

৩। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত। অম্ভোমরীচীর্ম্মরম্ আপঃ।—ঐতরেয় ১।১—২।

৪। সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

৫। তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি।—ছান্দোগ্য ৬।২।১—৩।

৬। আত্মা এব ইদম্ অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সো ঽনুবীক্ষ্য নান্য আত্মনো ঽপশ্যৎ। * * * স বৈ নৈব রেমে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স এতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমম্ এব আত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভাবতাম্। * * * তাং সমভবৎ ততঃ মনুষ্যা অজায়ন্ত ইত্যাদি।—বৃহদারণ্যক ১।৪।১—৩।

৭। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। * * * সো ঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপো ঽতপ্যত। স তপ স্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ। নিরুক্তঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ। নিলয়ঞ্চ অনিলয়ঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ যদিদং

অসদ্বা ইদম্ অগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদ্ অজায়ত। তদ্ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতম্ উচ্যতে ইতি। যদ্ বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।—তৈত্তিরীয়, দ্বিতীয়া বল্লী।

১। এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্ম ছিল।

২। এই জগৎ প্রথমে এক আত্মাই ছিল। আর কিছুরই স্ফুরণ ছিল না। তিনি ঈক্ষণ (মনন) করিলেন, লোক সকল সৃষ্টি করিব কি ?

৩। (পরে) তিনি লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী এবং অধোলোক সকল।

৪। হে সৌম্য (শ্বেতকেতু), এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপেই ছিল।

৫। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহু হইব।

৬। এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মাই ছিল। সেই আত্মা ঈক্ষণ করিয়া আপনাকে ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না। * * * একাকী থাকিয়া তিনি আনন্দ পাইলেন না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। এতাবৎকাল তিনি মিলিত স্ত্রী-পুরুষরূপে ছিলেন। এখন তিনি আপনাকেই দুই ভাগে ভাগ করিলেন। তাহাতে পতি ও পত্নী হইল। * * * সেই স্ত্রীতে তিনি উপগত হইলেন। তাহাতে মনুষ্য হইল ইত্যাদি।

৭। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। * * * তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব। প্রজারূপে আমার প্রকাশ হউক। তিনি তপস্যা অর্থাৎ ধ্যান করিলেন। ধ্যান করিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু আছে, তাহা সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া সেই সমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি স্থূল মূর্ত্ত ও সূক্ষ্ম অমূর্ত্তরূপে প্রকাশিত হইলেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপ হইলেন, দেহাদি আশ্রয়-বিশিষ্ট ও তদতীত হইলেন, বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য এবং মিথ্যা হইলেন। সেই সত্যস্বরূপ দৃশ্যমান এই সমস্ত হইলেন ; এই জন্য তিনি সত্য বলিয়া আখ্যাত।

এই জগৎ প্রথমে অসৎ (অপ্রকাশিত, অ-জগৎরূপে) ছিল। সেই অসৎ হইতে এই সৎ (দৃশ্যমান) জগৎ প্রকাশিত। সেই অসৎ আপনিই আপনাকে পুরুষরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ইঁহাকে স্বয়ং-কৃত বলা হয়। যিনি আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তিনি রসস্বরূপ। জীব সেই রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দী হয়।

এক্ষণে এই সকল শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

১। জগৎ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। কোন প্রকার স্পন্দন বা ক্রিয়া তখন ছিল না। নান্যৎ কিঞ্চন্ অমিষৎ। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছুরই স্ফুরণ ছিল না। ইহা প্রথম অবস্থা; ইহা ব্রহ্মের আদি স্বরূপাবস্থা। এই অবস্থায় জগৎ যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে। ইদং—জগৎ, ব্রহ্ম আসীৎ—ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তখন নামরূপ বিশেষে জগতের প্রকাশ নাই। কিছুরই স্ফুরণ নাই। সেই ভাবে কোন ক্রিয়া নাই; থাকা সম্ভবও নয়। সর্ব্বকালে প্রকাশিত সমস্ত ভাবই ব্রহ্মের এই স্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তখন জীব জগৎ নাই; কেহ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা নাই, কিছু দৃশ্য বা জ্ঞেয় নাই; তখন কে, কি দিয়া, কাহাকে দেখিবে? তখন তিনি একান্ত **অদ্বৈত**। তিনি কেবল আছেন, সৎ এবং তিনি রস, আনন্দস্বরূপ। তদতিরিক্ত কিছু নাই। ইহা ব্যতীত সেই অবস্থা-সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় না। কোন বিশেষণ দ্বারা তাহা বুঝান যায় না। তজ্জন্য সেই ভাব নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ। শ্রুতি,—অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম, অব্যয়ম্ ইত্যাদি বাক্যে, তিনি ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া, তাঁহার সেই ধারণাতীত স্বরূপের আভাস দিয়াছেন। তখন দ্বিতীয় কিছু নাই, গুণ গুণী কিছু নাই। ব্রহ্মের সেই অবিচলিত সত্তার সহিত এক রস হইয়া জগৎ তখন অভিন্নরূপে বর্ত্তমান। গীতা এই অদ্বৈত অবস্থাকে "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্" (৮৷৩) এবং "অনাদিমৎ পরম্ ব্রহ্ম" (১৩৷১২) বলিয়াছেন।

২। তারপর ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট অবস্থা। তিনি ঈক্ষণ (মনন)

করিলেন, লোক সকল সৃষ্টি করিব কি? ইহা সৃষ্টির বীজাবস্থা। প্রথম অবস্থা একবারে ধারণাতীত; কিন্তু এই অবস্থায় তিনি ঈক্ষণশক্তিযুক্ত। এই ভাবে তাঁহার কথঞ্চিৎ ধারণা হয়। তিনি মনন করিলেন; অতএব তিনি চৈতন্যময় এবং ইচ্ছা করিলে তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা করিবার সম্যক্ জ্ঞান ও শক্তি তাঁহার আছে; তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। এখানে বুঝা যায়, যে পূর্ব্বোক্ত মনন বা ইচ্ছাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত।

৩। মননের পর, তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন, জগৎ প্রকাশের জন্য "আমি বহু হইব।" জগৎ সৃষ্টির যে শক্তি ব্রহ্মে আছে বলিয়া পূর্ব্বে আভাস পাইয়াছি, যে শক্তির দ্বারা তিনি আপনি এক হইয়া, বহু লোক প্রকাশিত করিতে পারেন, ইহা তাহারই প্রকাশোন্মুখ অবস্থা।

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সম্পাদিকা ঐ যে শক্তি ব্রহ্মে আছে, তাহা তাঁহার স্বরূপশক্তি। তাহা ব্রহ্মের ঐশী শক্তি; তাহার নাম মায়া। ঐশক্তি বলেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। ঐ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাঁহার নাম ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তিনি শক্তিমান্ ঈশ্বর, মায়া তাঁহার শক্তি। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া—গীতা ৭।১৪।

এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থাতেও ব্যক্ত জগৎ নাই। পরম ব্রহ্ম এখনও নামরূপযুক্ত জগৎ প্রকাশিত করিয়া, তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন নাই। এখনও তিনি অক্ষর—সর্ব্ব বিকার-বর্জ্জিত, অব্যক্ত তত্ত্ব, "পুরুষবিধ আত্মা মাত্র"। এখনও জগৎ তাঁহারই স্বরূপান্তর্গত। এখন তিনি কেবল যেন লীলাবশতঃ স্বীয় অবিকারী, সর্ব্ব-ভেদবর্জ্জিত স্বরূপ আবরণপূর্ব্বক শক্তিমান, সগুণ হইয়া, আপনারই স্বরূপ হইতে বহুত্বময় জগৎ প্রকাশ করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। এই শক্তি বা গুণবিশিষ্ট অদ্বৈত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে **বিশিষ্টাদ্বৈত** বলা হয়। গীতা ৮।২০।২২ শ্লোকে এই অবস্থাকে অব্যক্ত প্রকৃতিরও পূর্ব্ববর্ত্তী, প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অক্ষর ভাবরূপে নির্দ্দেশপূর্ব্বক, তাহাকে পরমে-

শ্বরেরও পরম ধাম অর্থাৎ ঈশ্বরভাবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব, জীবের পরমা গতিস্বরূপ, পরম পুরুষ বলিয়াছেন, ১২।৩ শ্লোকে অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব অক্ষর তত্ত্ব বলিয়াছেন, এবং ১৫।৪ শ্লোকে আদ্য পুরুষ বলিয়াছেন।

৪। তারপর চতুর্থ অবস্থায় পরমেশ্বর ভাব এবং তদাশ্রিতা ঐশী শক্তি হইতে জগতের বিকাশ। জগতের অন্য উপাদান নাই। ভগবান্ সৎ স্বরূপ বা সত্যস্বরূপ। তিনিই জগতের "প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্।"—গীতা ৯।১৮। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি; যৎ প্রয়ন্তি, অভিসংবিশন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব। তৎ ব্রহ্মেতি। যাঁহা হইতে এই ভূতগ্রাম সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহার আশ্রয়ে জাত জীবগণ জীবিত আছে, যাঁহাতে তাহারা প্রত্যাগত হয় এবং লীন হয়, তাঁহাকে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা কর; তিনি ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয়। ৩।১।

ব্রহ্মের সগুণ অবস্থার প্রথম স্তরে, আপনিই বহু হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেই বহুভাবকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ দৃক্শক্তি তাঁহাতে প্রকাশিত হয়। এই দৃক্শক্তিই জীবশক্তি, তাঁহার জীবাত্মারূপ বিভূতি (১০.২০), দৃশ্যস্থানীয় জগতের দ্রষ্টা "পুরুষ"। দৃশ্য জগৎ তখনও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তাহা অব্যক্ত অপ্রকাশিত শক্তিরূপে তাঁহাতেই আছে। স হ এতাবান্ আস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ ইত্যাদি। সেই অব্যক্তা শক্তিকে তিনি উপাদান স্বরূপ লইয়া জগৎ রচনা করেন। এই অব্যক্তা দৃশ্যস্থানীয়া শক্তিই "প্রকৃতি", পূর্ব্বোক্ত দ্রষ্টা পুরুষের দৃশ্যস্থানীয় জগতের মূল উপাদান, সর্ব্বভূতের যোনি, মহদ্ ব্রহ্ম (গীতা ১৪।৩)। দ্বিতীয় স্তরে, অব্যক্ত অক্ষর-ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্ লীলাময় ঈশ্বর হন। পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত প্রকৃতি-রূপা দৃশ্যশক্তিকে নিজ সত্ত্বা হইতে প্রকাশিত করিয়া পুরুষরূপা দৃক্শক্তিকে তাহার সহিত মিলিত করেন। মহদ্ ব্রহ্মরূপা যোনিতে গর্ভ নিষেক করেন, তাহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (গীতা ১৪।৩)।

এইরূপে পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইয়া আপনারই শক্তিস্বরূপা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অধ্যক্ষতা করিয়া প্রকৃতির দ্বারা দৃশ্যস্থানীয় জগৎ রচনা করান (৯।১০)। তাহা রচনা করাইয়া আপনিই অংশতঃ দৃক্শক্তি-রূপে, দ্রষ্টা পুরুষ বা জীবাত্মারূপে তাহার প্রতি অংশে অনুপ্রবিষ্ট হন। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ;—তৈত্তিরীয় ৩।৬। গীতার ভাষায়, প্রকৃতিস্থ হন। প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন ভোগ করেন। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ (১৩।২১)। এইরূপে স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়াও অনন্ত অংশে বিভক্তের ন্যায় হন (১৩।১৬) পরম অদ্বৈত তত্ত্ব দ্বৈতের ন্যায় হয়। ভগবানেরই সনাতন অংশ (১৫।৭) জীবাত্মারূপে প্রত্যেক জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই সংযোগের ফলে অচেতন জগতে চেতনার সঞ্চার হয়। অচেতন জীবশরীর সকল যেন চেতনাযুক্ত হয়, সে সকলে জীবভাবের বিকাশ হয়—বহু জীবের সৃষ্টি হয় ; ৭।৫ টীকা দেখ। এই অবস্থার উপরই দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা।

জীব ও জগৎ উভয়েই ঈশ্বরাংশ। যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সর্ব্বকালের সর্ব্বভাব এক সঙ্গে নিত্য দর্শন করেন, তাহা তাঁহার ঈশ্বর ভাব—সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব। আর যে শক্তি দ্বারা তিনি সে সকলকে পৃথক পৃথক, পর পর দর্শন করেন, তাহা তাঁহার দৃক্শক্তি বা জীবশক্তি ভাব, প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব। এই জীবশক্তিভাবেই তিনি প্রকৃতিজাত ভোগ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেককে ভোগ করেন। তিনিই ভোক্তা, অন্য ভোক্তা নাই (১৩।২০)। এইরূপে দেহের সহিত সম্বন্ধ হইতেই, তাঁহারই সনাতন অংশ (১৫।৭) দেহরূপ উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাত্মারূপে (সাংখ্যের ভাষায় পুরুষরূপে) বহু হয় ; কিন্তু আত্মা অণু হয়। "উপাধিভেদে-অপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ"।—সাংখ্যসূত্র (১।১৫০)।

এইরূপে জগৎ ব্রহ্ম-সত্তায় সত্তাবান্—সত্য বস্তু, অলীক বা মায়া (কুহক)

মাত্র নহে। এই জগৎরূপে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ কর, বোধ কর, চিন্তা কর, সে সকলই সত্য—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম। তৎ সত্যম্ অভবদ্ যদিদং কিঞ্চ। তবে ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল মনে করাই মিথ্যা। শ্রুতি বলেন, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—মৃত্তিকা, ইহাই সত্য; বিকার অর্থাৎ ঘট শরাবাদি মৃণ্ময় পদার্থ সকল, কেবল বাক্যারব্ধ নাম মাত্র;—ছান্দোগ্য ৬.১।৪। অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্, ঘট প্রভৃতির অস্তিত্ব যেমন মিথ্যা, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ জগতের অস্তিত্বও তেমনি মিথ্যা। শাস্ত্রে কখন কখন "জগৎ মিথ্যা" বলিয়া যে উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহার মর্ম্ম এইরূপ। মায়াবাদী বৈদান্তিকের যে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় জগৎ মিথ্যা, তদ্দ্বারাও জগতের অলীকত্ব স্থাপিত হয় না। যেমন অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলে আলোকে সে ভ্রম দূর হইয়া, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানা যায়, তদ্রূপ অজ্ঞানাবস্থায় জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া যে জ্ঞান হয়, জ্ঞানোদয়ে সে ভ্রমজ্ঞান দূর হয়; জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানা যায়। গীতা ৭।৫—৭২ শ্লোকে জগতের এই ব্রহ্মস্বরূপতা বলিয়াছেন। অধিকন্তু যাহারা জগৎকে অসত্য বলে, তাহাদিগকে আসুর ভাবাপন্ন বলিয়াছেন (১৬।৮ দেখ)।

জগৎ ব্রহ্মের ঐশী শক্তির পরিণাম বা রূপান্তর; অতএব জগৎ শক্তিস্বরূপ বা গুণস্বরূপ। গুণ বলিলে কাহারও শক্তি বুঝায়; কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া কোন গুণ বা শক্তি থাকিতে পারে না। পরম ব্রহ্মই সগুণভাবে সেই গুণী বা শক্তিমান্। জগৎ গুণময়, পরমেশ্বর গুণী; জগৎ শক্তিস্বরূপ, পরমেশ্বর শক্তিমান্; পরমেশ্বর সেই গুণ বা শক্তির আশ্রয়।

কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় না যে, ব্রহ্মের ঐশী শক্তি বিশ্বরূপেই ফুরাইয়া গেল। গুণী বস্তুর সত্তা গুণের দ্বারা পর্য্যাপ্ত নহে। যে গুণী, সে সেই গুণ

ছাড়াও অধিক। গুণকে অতিক্রম করিয়া গুণী বস্তুর সত্তা বিদ্যমান থাকে; সুতরাং ব্রহ্মও গুণময় জগতের সৃজন পালনাদি করিয়াও সেই গুণ হইতে অতীত আছেন। তদ্ অন্তরস্য সর্ব্বস্য তদ্ উ সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।—ঈশ ৫। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—সাত্ত্বিকাদি সমস্ত জাগতিক ভাব আমা হইতে; কিন্তু আমি সে সকলে থাকি না (৭।১২); সর্ব্বভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি সে সকল নহি (৯।৪); অর্থাৎ আমি সে সকলের অতীত। অতএব তিনি গুণী হইয়াও গুণাতীত, সগুণ হইয়াও নির্গুণ। আবার ১৫।১৬—১৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—সর্ব্বভূত এবং তদন্তরস্থ যে কূটস্থ জীবাত্মা, আমি তদুভয় হইতে ভিন্ন; আমি সে সমুদায়ের অন্তর্য্যামী—নিয়ন্তা, ঈশ্বর। অর্থাৎ চতুর্বিংশ পর্ব্বসমন্বিতা প্রকৃতি-সমুৎপন্ন জগৎ এবং সেই জগতের দ্রষ্টা বা ভোক্তা পঞ্চবিংশক পুরুষ—ভগবান্ সেই দুইয়েরই অতীত এবং দুইয়েরই দ্রষ্টা—নিয়ন্তা, ষড়্বিংশ তত্ত্ব। উভয় হইতেই তিনি শ্রেষ্ঠ, উত্তম পুরুষ।

পুনশ্চ, এক ব্রহ্মই বহু হইয়া জীব ও জগৎ হইলেন ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না, যে তিনি, দুগ্ধের বিকার দধির ন্যায়, বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব ও জগৎ হইলেন; জীব ও জগৎরূপে তিনি হারাইয়া গেলেন। পরন্তু তিনি স্বীয় ঐশী শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই, কূটস্থ অক্ষর পুরুষ ভাবেই, তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তবে যেমন সূর্য্যালোক সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সমানবর্ণ হইলেও, রঙ্গিণ কাচের ভিতর রঙ্গিণ দেখায়, তদ্রূপ নির্বিকার ব্রহ্মও দৃক্‌শক্তিরূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট অবস্থায়, যেরূপ রঙ্গিণ কাচের ভিতর, দৈহিক সুখদুঃখ-ভোগস্বরূপ রঙ্গিণ ভাবে রঞ্জিত জীবাত্মারূপে (জীবভাবযুক্ত আত্মারূপে) প্রকাশ পায়। আবার প্রস্তরাদি যেমন পৃথিবীরই বিকার, সুতরাং পৃথিবী হইতে অভিন্ন, তথাপি স্বীয় বিকৃতরূপে পৃথিবী হইতে ভিন্ন; তদ্রূপ জীবাত্মাও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অক্ষর হইলেও, জীবদেহ-সম্বন্ধ-বশতঃ জীবভাব-

বিশিষ্ট অবস্থায়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ক্ষয়। এই ভাবের উপরই **ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের** প্রতিষ্ঠা।

আবার জীব ও জগৎ প্রকাশিত করিয়া ব্রহ্ম যে, সে সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আছেন, তাহাও নহে। জগৎ শক্তিস্বরূপ। শক্তি কোথাও শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া থাকে না। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগত, (সর্ব্বব্যাপী) ও সর্ব্বনিয়ন্তা ; এবং এই সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব তাঁহার স্বরূপগত শক্তি। এই শক্তির জন্যই তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর।

জগৎ যে গুণময় এবং পরমেশ্বর যে সর্ব্ব গুণের আশ্রয়, একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে তাহা বুঝা যায়। জগতে আমরা যাহা কিছু জ্ঞাত হই, তাহা কেবল কোন না কোন গুণ। কোন পদার্থকেই স্বরূপতঃ জানি না। যাহা জানি, তাহা কেবল তাহার গুণ,—হয় তাহার রূপ (আকৃতি, বর্ণ) অথবা রস (স্বাদ) অথবা গন্ধ অথবা স্পর্শ (কাঠিন্য শৈত্যাদি) অথবা শব্দ। এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ ছাড়া আমাদের জ্ঞানে আর কিছু আসে না। আমি একটী মৃৎপিণ্ড দেখিতেছি। এ স্থলে আমি দেখিতেছি তাহার রূপ—আকৃতি এবং বর্ণ। আবার যদি সেই মৃৎপিণ্ড কোনরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হয়, তবে তাহাকে আর মৃৎপিণ্ড না বলিয়া ধূলিরাশি বলি ; অর্থাৎ রূপের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নামের পরিবর্ত্তন হয়। আবার মৃত্তিকারাশি হইতে ঘট শরাবাদি বহু বস্তু প্রস্তুত করা যায়। এখানেও রূপের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নামের পরিবর্ত্তন। অর্থাৎ মূল বস্তু যাহা, তাহা ঠিক থাকিলেও, রূপের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমরা তাহাকে ভিন্ন ভাবে দেখি এবং ভিন্ন পদার্থরূপে অবধারণ করিয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত করি। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। কিন্তু ইহা ঠিক বুঝা যায় যে, সেই গুণ সকল কোন বস্তু নহে ; যাহা বস্তু, তাহা সেই সকল পরিবর্ত্তনশীল নামরূপের অতীত ও তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ অপরিবর্ত্তনশীল ভাবে আছে। সমস্ত ভেদ কেবল নামরূপের —মূল বস্তুর নহে। সেই অপরিবর্ত্তনশীল বস্তু যাহাকে আশ্রয় করিয়া নাম-

রূপের বিকাশ, তাহা যে কি, তাহা আমরা বুঝি না। কিন্তু বুঝি বা না বুঝি, এমন বস্তু যে আছে, তাহা নিশ্চিত। শ্রুতি এবং গীতা বলেন, সেই পরম আশ্রয় বস্তুই ব্রহ্ম। যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি (৮।২০)। 'তাহাই সত্য, তাহাই অমৃত"। ২।১৬, ২।১৭, ১৩।২৭ শ্লোকের ইহাই মর্ম্ম। তিনিই "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্" (১৩।১৪)। সমস্ত নামরূপ ব্রহ্মের গুণ। অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ। স্ব-স্বরূপে জীবাত্মা-রূপে (সৃষ্ট পদার্থে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগতে নানারূপ প্রকাশিত করিলেন ছান্দোগ্য ৬।৪।৩। নামরূপ—বাহ্যরূপ, Phenomena.

এখন সিদ্ধান্ত এই। প্রথম, ব্রহ্মের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাব। ইহা নির্গুণ **অদ্বৈত** অক্ষর ভাব বা একান্ত অদ্বৈত ভাব। দ্বিতীয়, জগতের বীজ ভাব। তৃতীয় জগতের প্রকাশোন্মুখ ভাব। দ্বিতীয় তৃতীয় দুই ভাবই, সগুণ অদ্বৈত অক্ষর ভাব, বা **বিশিষ্টাদ্বৈত** ভাব। চতুর্থ, ঈশ্বর ভাব এবং তাহা হইতে প্রকাশিত জীব ও জগৎ ভাব। ইহা **দ্বৈত**ভাব। এই চারি ভাবেই ব্রহ্ম বর্ত্তমান। তিনি অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত তত্ত্ব। জীবজ্ঞানে এই চারি ভাব পর পর দেখায়; কিন্তু সকল ভাবই ব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ। যদি তাহা না হইত, তবে প্রথম হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ অন্য বস্তু আছে, বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই; সুতরাং উক্ত চারি ভাবই ব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—চারই নিত্য এবং পরব্রহ্ম এই চারি ভাবে পূর্ণ।

উদগীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম।

তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ॥—শ্বেতাশ্বতর ১।৭

অর্থাৎ এই ব্রহ্মই সকল শ্রুতিতে গীত হইয়াছেন। তিনি সকলের সার। তাঁহাতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত আছে। আবার তিনি (এই তিনের অধিষ্ঠান-স্থান হইয়াও) অক্ষর (অবিকারী)। ১৩ অধ্যায় ১২—১৭ শ্লোক এখানে দ্রষ্টব্য। আর তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ এবং রসস্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দময়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

ভগবদুপদিষ্ট সাধনতত্ত্ব—যোগ।

যোগ কাহাকে বলে। যোগ বলিলে সাধারণে পাতঞ্জল দর্শনোপদিষ্ট ধ্যানযোগ, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসিগণ যাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহাই বুঝায়। কিন্তু গীতায় যোগের মর্ম্ম ঠিক তাহা নহে। যোগ শব্দ বহুভাববাচী। গীতার প্রত্যেক অধ্যায় যোগশব্দ-সংযুক্ত। বহু শ্লোকেই যোগ ও যোগী শব্দ আছে। অতএব যোগ ও যোগীর মর্ম্ম অগ্রে বুঝিতে হয়; আর তাহা বুঝিলে তবে গীতাধর্ম্মের মূল সূত্র পাওয়া যায়।

মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পণ্ডিতগণ মনুষ্য সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। (১) ইন্দ্রিয়লভ্য সুখ দুঃখ এবং পার্থিব সম্পদাদি যাঁহার সর্ব্বস্ব, দেহাদিকেই যিনি "আমি" ও "আমার" বলিয়া জানেন, তিনি "বদ্ধ"। (২) জন্ম, জরা, মৃত্যু, সুখ, দুঃখাদি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক যাহার বিষয়সুখের প্রতি আস্থা নষ্ট হইয়াছে, সংসারের বিবিধ ক্লেশ হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইবার একান্ত ইচ্ছা যাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং তদনুরূপ কার্য্যে যিনি সতত যত্নবান, তিনি "মুমুক্ষু"। আর যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বপ্রভু সর্ব্বকর্ত্তা জানিয়া তাঁহারই প্রীতিকামনায় ভক্তিপূর্ব্বক দাস্যাদিভাবে কর্ম্ম করেন, তিনিও মুমুক্ষু এবং ভক্তনামে পরিচিত (৩) আর সাধনাবলে যাঁহার অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বর, জীব ও জগতের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, প্রকৃতি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি "মুক্ত"।

বদ্ধ জীবগণ আবার দুই প্রকারের—প্রাকৃত ও কর্ম্মী। যিনি মনোমত সুখসমৃদ্ধিলাভের ইচ্ছুক এবং তাহার জন্য, নিজের বুদ্ধিবিবেচনায় যাহা ভাল মনে হয়, তদনুসারেই চলিয়া থাকেন; জ্ঞানিগণের বা শাস্ত্রের উপদেশের অপেক্ষা করেন না, তিনি প্রাকৃত: আর যিনি ইহপরলোকে সুখসমৃদ্ধিলাভের

ইচ্ছুক বটেন, কিন্তু তজ্জন্য কেবল নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া, সে বিষয়ে বেদে ও বেদমূলক স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যেমন উপদেশ আছে, তদনুসারে কার্য্য করেন, তিনি কর্ম্মী। শাস্ত্রে এই বিশেষ অর্থেই কর্ম্ম ও কর্ম্মী শব্দ ব্যবহৃত।

প্রাকৃত লোকের ইহপরলোক নাই। গীতায় তাহারা অসুর ও রাক্ষস-ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্গত। কর্ম্মিগণ শাস্ত্র-বিধিমত যজ্ঞ, দান, ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া, তৎ তৎ কর্ম্মানুরূপ ফল লাভ করেন। অধিকন্তু স্বেচ্ছাচার-বর্জ্জিত হইয়া, শাস্ত্রোপদেশমত কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমে ক্ষমতা জন্মে, অহংবৃত্তি খর্ব্ব হয়, বাসনাত্মিকা রাজসিকী বৃত্তিসকল ক্ষীণ হয়, সাত্ত্বিকী বৃত্তিসকল বর্দ্ধিত হয় এবং প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে। তখন তাঁহাদের বিষয়-ভোগবাসনা ক্ষীণ হয় ও মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে—তাঁহারাও মুমুক্ষু-শ্রেণীভুক্ত হয়েন। শাস্ত্রে যে কাম্য কর্ম্মসকলের উপদেশ আছে, তদ্দ্বারা কর্ম্মীর হৃদয়ে এইরূপে মুক্তির কামনা জাগরূক করানই তাহার কৌশল।

কাম্য-কর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে যেমন "কর্ম্মী" বলে, পূর্ব্বোক্ত মুমুক্ষুকে তেমনি "যোগী" বলে। কর্ম্মিগণের চিত্ত বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট থাকিয়া বহির্ম্মুখী থাকে। তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গের লোক। আর যাঁহারা বিষয়সুখে আংশিক বা সম্যক্ নিস্পৃহ হইয়াছেন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় বশীভূত এবং যাঁহারা জগচ্চক্র পরিচালনার জন্য বাহ্যতঃ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও চিত্তকে সর্ব্বদা অন্তর্ম্মুখী রাখিয়া থাকেন, সেই মুমুক্ষুগণ নিবৃত্তিমার্গের লোক। এই নিবৃত্তিমার্গের লোক সকলই "যোগী"। কর্ম্মী ও যোগীর এই আভ্যন্তরিক ভেদ সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়। গীতা বলিয়াছেন, অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ... (৬।১)।

মনে রাখিতে হইবে যে, চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী রাখাই সর্ব্বযোগীর সাধারণ ধর্ম্ম। কর্ম্মযোগী যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকেন, তখনও তাঁহার চিত্ত অন্তর্ম্মুখী

থাকে। বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধে ফলাফলে ও সুখদুঃখে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু কর্ম্মীর কর্ম্মে আত্মসুখের, ইন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা থাকে। কর্ম্মী ও যোগী উভয়েই একই প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য এক হয় না। যথা পরোপকার সাধনের কথা ধর। ইহার এক উদ্দেশ্য, পরোপকার সাধন-জনিত পুণ্যসঞ্চয় এবং যশ গৌরবাদি প্রাপ্তি। ইহা কর্ম্মীর কর্ম্ম। আর এক উদ্দেশ্য, সর্ব্বভূতের হিতসাধনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—এই উন্নত উদার ধর্ম্মবুদ্ধি। ইহা যোগীর কর্ম্ম। এখানে, কর্ম্মীর যে উদ্দেশ্য, তাহা কামগন্ধ-সংযুক্ত, সমল; আর যোগীর যে উদ্দেশ্য, তাহা কামগন্ধহীন, নির্ম্মল। ইহাই উভয়ের প্রভেদ।

আত্মজ্ঞানলাভের ক্ষণিক ইচ্ছা অনেকেরই হইতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষণিক ইচ্ছা দ্বারা অধিকার নির্ণীত হয় না। এই ইচ্ছা যাঁহার একান্ত বলবতী, এবং তদনুসারে চিত্তকে অন্তর্মুখী রাখিয়া কর্ম্ম করিতে যিনি সর্ব্বদা যত্নবান্ এবং তাহা অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত যিনি শান্তিলাভ করিতে পারেন না, তিনিই যোগী হইবার অধিকারী; তিনিই যোগতত্ত্ব জানিতে লোলুপ। সেই স্থায়ী অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে" (৬।৪৪), আর সেই যোগ যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনি যোগী; তাঁহার সম্বন্ধেই ভগবানের উপদেশ,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগীতস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৬।৪৬

আচরণের প্রকার ভেদে যোগ তিন প্রকার উপদিষ্ট আছে। কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। ক্রমশঃ তাহাদের আলোচনা করিব।

১। কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগের মূল সূত্র ২।৪৮ প্রভৃতি শ্লোকে দেখিয়াছি। কাম্য কর্ম্মের যাহা উচ্চতম সোপান, তাহাই "কর্ম্ম" ও "যোগের" সংযোগ-ভূমি। যে কৌশলে কর্ম্ম করিলে, তদ্দ্বারা সংসার পাশ নষ্ট হয়, 'কর্ম্মের সেই কৌশলই যোগ" (২।৫০)।

আমরা ইচ্ছা করিলে, শাস্ত্র-বিধিমতেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি, ইহা সত্য ; কিন্তু তথাপি এখানে আরও একটু তথ্য আছে। আমরা বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও সাবধনতার সহিত কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, কে বলিতে পারে, যে তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে ? কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার অধিকার আমাদের আছে ; কিন্তু তাহার সিদ্ধি—ফল, আমাদের আয়ত্ত নয়। একটু অতি সামান্য কারণে সুবৃহৎ আয়োজন বিফল হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। অতএব কর্ম্মে সিদ্ধির আশা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখা ভ্রমমাত্র। আবার সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, দুইই যখন অনিশ্চিত, তখন সিদ্ধি-অসিদ্ধির চিন্তায় ব্যাকুল হওয়া, অথবা কেবল সিদ্ধির আশা পোষণ করা, বা অসিদ্ধিতে দুঃখিত হওয়া, মূঢ়তামাত্র। এ কথা বুঝিতে পারিলে আর কর্ম্মে আসক্ত থাকিতে পারে না ; কর্ম্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদ হইতে পারে না। যিনি সুবুদ্ধিমান্, এই কথা তিনি বুঝিয়াছেন, যাঁহার অল্পমাত্রও আত্মসংযমের ক্ষমতা আছে তাঁহার পক্ষে নিস্পৃহ নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করাই স্বাভাবিক। ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

> কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ২ ৪৭
>
> যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
>
> সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২ ৪৮

এইভাবে কর্ম্ম করাই যোগ, আবার ইহাই সন্ন্যাস।

> অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
>
> স সন্ন্যাসী চ যোগী চ.........॥ ৬।১

জলে কুমির থাকিতে পারে, এই ভয়ে জলপান ত্যাগ করা, আর কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইতে পারে, এই ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করা, একই কথা। উভয়েরই পরিণাম আত্মহত্যা। জল দোষযুক্ত হইলে, কৌশলে তাহার দোষ নষ্ট করিতে হয়। তদ্রূপ কর্ম্ম যদি বস্তুতই দোষের আকর হয়, তবে কৌশলে তাহার দোষ নষ্ট করিতে হয়। সেই কৌশলই কর্ম্মযোগ। তাহা

না করিয়া, কর্ম্মফলের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে জড় পদার্থে পরিণত করা, ঠিক মনুষ্যত্ব নহে।

সকাম কর্ম্মে ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যে সম্বন্ধ, যেরূপে কাম্য কর্ম্মী নিষ্কাম, যোগী হইতে পারে, তাহা এইরূপে বুঝিতে পারি। ইহা কর্ম্মযোগের প্রথম ভূমি। দ্বিতীয় ভূমি—ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ, ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ।

আধুনিক বিজ্ঞান দেখাইয়া দেয়, যে জগতে যাহা কিছু ক্রিয়া চলিতেছে, সে সমস্তই নিয়ম-পরিচালিত, সমস্তই কার্য্যকারণ-পরম্পরা নিয়মে আবদ্ধ। কিন্তু বিজ্ঞান সেই সকল নিয়মের অন্তরালে, তাহাদের নিয়ন্তাকে দেখিতে পায় না। আর্য্য ঋষিগণ তাহা দেখিতেন; তাহাদের অন্তরালে তাহাদের নিয়ন্তাকে দেখিতেন। কর্ম্মযোগের প্রথম ভূমি আয়ত্ত হইলে চিত্তের এক অপূর্ব্ব শুদ্ধি উপজাত হয়, সাত্ত্বিক জ্ঞানের বিকাশ হয়; ১৩।৭—১১ দেখ। তখন উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের যথার্থ ক্ষমতা জন্মে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, জগতে কোন কর্ম্মে কাহারও স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই। সকলেই ঐশী শক্তির প্রেরণায় অবশ ভাবে চলিতেছে। সমগ্র জগৎ কার্য্য কারণ-সম্বন্ধে পরম কারণ পরমেশ্বরে সম্বদ্ধ। তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই ভগবৎ-শক্তি-প্রণোদিত। কর্ম্মে যাহার ঈদৃশী বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহার কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পিত। ইহাই "শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ।" ইহাই কর্ম্মযোগের পরাকাষ্ঠা বা দ্বিতীয় ভূমি। এ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন,—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৮।৬২

প্রথম ভূমিতে কর্ম্মে ফলাসক্তি ত্যাগ হয়, নির্লিপ্ততার ভাব জন্মে; দ্বিতীয় ভূমিতে আত্মকর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি দূরীভূত হইয়া, তাহাতে ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্বের

ধারণা হয়; আপনাকে ও জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন বলিয়া উপলব্ধ হয়। তখনই প্রকৃত ধর্মজীবনের আরম্ভ হয়।

২। জ্ঞানযোগ। প্রতিভাশালী মনীষিগণের চিন্তা-প্রণালী দুই প্রকার —ব্যতিরেকী ও অন্বয়ী। জ্ঞানযোগিগণের চিন্তাপ্রণালী ব্যতিরেকী, ভক্তিযোগিগণের অন্বয়ী। জ্ঞানযোগিগণ সমগ্র জগৎকে দুই ভাগে ভাগ করেন,—আত্মা ও অনাত্মা, চিৎ ও জড়। আত্মা চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম, আর দেহাদি পদার্থ অনাত্মা—আত্মা হইতে ভিন্ন, অচিৎ অর্থাৎ জড় বস্তু। তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী এইরূপ,—

সাধারণে "আমি কর্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী অরোগী" ইত্যাদিরূপ ভাবিয়া থাকে। এরূপ ভাবনাকে দেহাভিমান বা দেহাত্মবুদ্ধি বলে। কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আমি কখন বালক, কখন যুবা, কখন বৃদ্ধ ইত্যাদিরূপ অভিমান করিয়াছি বা করিতেছি; কিন্তু আমার আমিত্ব সকল অবস্থাতেই ঠিক এক আছে। বাল্যাদি অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে। রোগ, শোক, সুখ, দুঃখাদি নানা অবস্থার মধ্যে, ভাল মন্দ নানা কর্মের মধ্যে, নানাবিধ চিন্তাস্রোতের মধ্যে আমি পতিত হইয়াছি। সে সমস্তই নিয়ত পরিবর্তনশীল; কিন্তু আমার আমিত্বই সেই সকলের অন্তরালে, সদা অপরিবর্তনীয় এক ভাবে এবং তাহাদের সংযোজক ও দ্রষ্টৃস্বরূপে রহিয়াছে। একটীর পর একটী আসিতেছে, যাইতেছে—কিন্তু আমি ঠিক আছি এবং সমুদায় দেখিতেছি। সুতরাং সুখ দুঃখ বাল্যাদি অবস্থাভেদ 'আমার' নহে; তাহারা বাহ্য বস্তুর অবস্থান্তর। "আমি" সে সকল হইতে পৃথক্,—তাহাদের দ্রষ্টা।

আবার—আমার অভিমানাত্মক যে বুদ্ধি, যাহার কারণ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অবস্থা সকলকে "আমি, আমার" বোধ করি, তাহাও আমার স্বরূপ নহে। তাহাও "আমি" নহি। কারণ সেই যে অভিমানাত্মক বুদ্ধি, তাহাও আমার জ্ঞানগম্য, জ্ঞানের বিষয়—আমি তাহার জ্ঞাতা।

আমার জ্ঞান যেমন বাহ্য বস্তুকে বিষয় করে, সেইরূপ সেই অভিমানাত্মক বৃত্তিকেও বিষয় করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় যে, জ্ঞানমাত্র বৃত্তিই সেই অভিমানাত্মক বৃত্তির অন্তরালে, নিয়ত অপরিবর্ত্তনীয়স্বরূপে থাকে। সুতরাং অহংবৃত্তি প্রকৃত "আমি" নহি।

অতঃপর সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় যে, সেই জ্ঞানমাত্র বৃত্তিও প্রকৃত "আমি" নহি। কারণ জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানকে বোধ করে না। অতএব সেই জ্ঞানেরও পশ্চাতে সেই জ্ঞানেরও জ্ঞাতৃস্বরূপে যাহা অবস্থিতি, তাহাই প্রকৃত "আমি"। তাহাই আত্মা।

এইরূপে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহাদি হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত, সেই "আত্মার" স্বরূপ জানাই আত্ম-অনাত্ম-বিবেক; আর সেই বিবেককে অবাধমান ও স্থায়ী করার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, তাহাই জ্ঞানমার্গের সাধনা। যম-নিয়মাদি অষ্ট অঙ্গে বিভক্ত কর্ম্মযোগ (২২৬ পৃষ্ঠা) এই জ্ঞানযোগের অনুকূল এবং তীব্র বৈরাগ্য ইহার ভিত্তি। প্রকৃতি ও তদুৎপন্ন জগৎ হইতে পুরুষ বা আত্মার প্রভেদ উপলব্ধি করাই এই জ্ঞানের পরিণাম। এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইলে পুরুষ কেবল (প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র) হইয়া যায়। সেই কৈবল্য লাভই মুক্তি। ইহার সাধকগণ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। ঈশ্বরভক্তির সহিত এই সাধনার বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

ইহাই সাধারণ জ্ঞানমার্গ। কিন্তু এই জ্ঞানমার্গ ও গীতার জ্ঞানযোগ, এক নয়। কারণ এই মতে জ্ঞানের ফল প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান,—চিৎস্বরূপ পুরুষ হইতে জড়াত্মিকা প্রকৃতির প্রভেদ জ্ঞান। কিন্তু গীতোক্ত জ্ঞানের ফল, সর্ব্বত্র অদ্বয় ব্রহ্মদর্শন। গীতা বলেন, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায়, যদ্দারা সর্ব্বভূতকে প্রথমতঃ আত্মাতে, অনন্তর ঈশ্বরে দর্শন হয় (৪।৩৫)। যখন সাধক ভূতগণের সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে এক ব্রহ্মসত্তায় অবস্থিত এবং তাহা হইতেই সকলের বিকাশ দর্শন করে, তখন সে ব্রহ্মসম্পদ্

লাভ করে (১৩৩০)। ইহাই গীতার ব্রহ্ম-জ্ঞান। ইহাতে চিৎ অচিৎ ভেদ নাই। চিৎ যে পুরুষ, তাহা ব্রহ্ম; আর অচিৎ যে প্রকৃতি, তাহাও ব্রহ্ম—সমস্ত ব্রহ্মময়। ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজিত; সমস্ত নশ্বর ভূতভাবের অন্তরালে স্বয়ং ভগবান্ বিরাজিত (১৩।২৭—২৮)। এরূপ জ্ঞানী, যিনি অহরহ ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দেখেন, তিনি তাঁহাতে অনুরাগী না হইয়া থাকিবেন কিরূপে? অতএব গীতার জ্ঞানের সহিত ভক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী—(৬।৪৭)।

আবার গীতার জ্ঞানিগণ লৌকিক কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন। তাঁহারা ঋষি হইয়াও ব্যাস বশিষ্ঠ জনকাদির ন্যায়, সর্ব্বভূতহিতে রত নিষ্কাম কর্ম্মী (৫।২৫)। সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া যাঁহারা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, শুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি জগতের হিতার্থে কর্ম্ম না করিবেন, তবে জগদ্‌ব্যাপার কি কেবল অজ্ঞানীর দ্বারা, ইন্দ্রিয়সুখসর্ব্বস্ব মূর্খের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে? তাহা হইতেই পারে না। মুক্ত পুরুষেরাই ত জগতের স্থিতির জন্য, বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার বহন করিয়া—মনু হইয়া, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতির কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, ভগবানের পালন-কার্য্যের সহায়তা করেন। তাঁহাদেরই পবিত্র আত্মা হইতে প্রসৃত শান্তির পুণ্য ধারা জগৎ প্লাবিত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে ধাবিত হয়।

৩। ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগীর চিন্তাপ্রণালী অবধী। আমি কে? জগৎ কি, কোথা হইতে আসিল এবং কাহাতে প্রতিষ্ঠিত? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি বিচার তাঁহার চিত্ত অধিকার করে। তাহার ফলে, তিনি জগতে নানা প্রকার বিসদৃশ বস্তু ও বিসদৃশ কার্য্যের সূক্ষ্মাংশ বিচার দ্বারা, তাহাদের মধ্যে সাম্য অবধারণ করেন এবং অনন্ত বহুধা ভাবের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ এবং পরস্পরের অবিচ্ছিন্ন উপযোগিতা দর্শনপূর্ব্বক, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়ন্তার অধীন, একই ব্রহ্মের

প্রকাশ বলিয়া অবলোকন করেন। ভক্তিযোগী জ্ঞানযোগীর ন্যায়, আত্ম-অনাত্ম-বিচার দ্বারা কেবল আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনাপূর্ব্বক জগৎকে অনাত্ম বলিয়া পরিহার করেন না। ভক্তিযোগী আপনাকে ব্রহ্মের অংশ-রূপে ভাবেন, জগৎকে ব্রহ্মের অংশরূপে ভাবেন এবং ব্রহ্মকে সর্ব্বকারণ সর্ব্বনিয়ন্তা সগুণ পরমেশ্বররূপে, অথচ সর্ব্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্মরূপে ধারণা করেন। সচ্চিদানন্দ গুণাতীত ব্রহ্মই, ঈশ্বরভাবে সগুণ সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া, স্বীয় ঐশী শক্তিবলে আপনাকেই বহুরূপে প্রকাশিত করেন; আপনারই প্রকৃতিভাব হইতে বহু ভাবযুক্ত জগতের প্রকাশপূর্ব্বক সেই সকল বহু ভাবের প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোগ করিয়া আপনার আনন্দস্বরূপ চরিতার্থ করেন। যে শক্তির দ্বারা তিনি আপনারই বহু ভাবকে বহুরূপে দর্শন করেন, আপনাকেই বহুরূপে দর্শন, ভোগ করা যে শক্তির কার্য্য, তাঁহার সেই আনন্দ-রসাস্বাদিকা "হ্লাদিনীশক্তিই" "জীবশক্তি"। ঈশ্বরভাব, জীবভাব ও জগৎভাব তিনই ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনি সর্ব্বস্বরূপ; অথচ তিনি সর্ব্বাতীত—পূর্ণস্বরূপ।

ভক্তিমার্গের সাধনা তিন অঙ্গে পূর্ণ। (১) জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন; (২) জীবকে ব্রহ্মরূপে দর্শন এবং (৩) ব্রহ্মকে সর্ব্বানুগ অথচ সর্ব্বাতীত-রূপে দর্শন। ভক্তের নিকট ভগবান্ সগুণ নির্গুণ উভয়ই। ভক্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দেখেন। সুতরাং যে কোন ভাব, যে কোন ক্রিয়া, তিনি দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্মলীলা ধারণাপূর্ব্বক তৎপ্রতি প্রেমযুক্ত হয়েন। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" ইহা ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা লাভ হইলে, নানাবিধ ভাবসমন্বিত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিয়া, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হয়; কোন কিছুতে রাগ বা দ্বেষ থাকে না, সংসারের প্রতি আসক্তি বা বিরক্তি থাকে না; সুহৃদ্ মিত্রে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, সমদৃষ্টি হয়; কাম ক্রোধ ঘৃণা স্বতঃই দূরীভূত হয়। এরূপ ভক্ত সর্ব্বজীবে দয়াবান্, সর্ব্বত্র প্রেমপূর্ণ। শম দমাদি সাধন তাঁহাকে আর পৃথক্‌ভাবে করিতে

হয় না। তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, বাসনার আবেগ-সম্ভূত আকাঙ্ক্ষা বা শোক থাকে না। তখন বিশ্বপতি ভগবান্‌কে স্বরূপতঃ দর্শন করিবার জন্ত প্রবল তৃষ্ণার উদয় হয়, তাঁহার স্বরূপ দর্শনের জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়। ইহাই পরা ভক্তি। এই ভক্তির উদয় হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ অচিরেই ভক্তের নিকট আপন স্বরূপ প্রকাশিত করেন। তখন "নুণের পুতুল" সমুদ্রপ্রাপ্ত হইয়া যেমন তৎস্বরূপ হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রেমিক ভক্ত প্রিয়তম ভগবান্‌কে পাইয়া তন্ময় হইয়া যায়, (১৮।৫৪—৫৫ দেখ)।

দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়োপদিষ্ট কর্মযোগ এই ভক্তিযোগের অনুকূল সাধনা। ভক্ত, জ্ঞানপন্থীর ন্যায়, বিষয়-সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, কি ত্যাগ করিতে হইবে, সে বিচারে প্রবৃত্ত নহেন। আবার ভক্তের সাধনাও জ্ঞানমার্গের সাধনার ন্যায়, নির্জ্জনে (৬।১০) নহে, পরন্তু বহু ভক্তের সঙ্গে, (১০।৯—১০ দেখ)। ভক্তের নিজের কিছু নাই। তিনি নিজের জন্ত কিছু করেন না, নিজের জন্ত কিছুই চাহেন না; (জ্ঞানমার্গের সাধনা নিজের জন্ত); এমন কি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াও তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহার লক্ষ্য কেবল ভগবৎসেবা, ভগবৎপ্রীতি, ভগবৎপ্রেম।

জ্ঞানমার্গের মতে, জ্ঞানে কর্ম ক্ষয় হয়; কিন্তু ভক্তের কাছে ভগবানই সব। তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা, তিনি কর্ম, তিনিই কর্মকারয়িতা ও কর্মফলদাতা। সঞ্চিত কর্ম, ক্রিয়মাণ কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম,—এ সব গোলমাল ভক্তের কাছে নাই। ভক্তকে ভগবান্‌ই সেই বুদ্ধি দেন, যাহাতে তাহার সর্ব্ব কর্ম ক্ষয় হইয়া যায় (১০।১০ এবং ১২।৭ দেখ)।

কিন্তু দেখা যায়, পরবর্ত্তী কালের ভক্তিবাদিগণ জ্ঞানপ্রধান অব্দ নয় ভক্তির পক্ষপাতী। তাঁহারা কর্ম এবং জ্ঞানের সহিত সর্ব্ব সম্পর্কশূন্ত ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলেন।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্য কামনাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অসংবৃত, এবং অনুকূল ভাবে কৃষ্ণ-ভজনই পরমা ভক্তি।

কিন্তু গীতায় দেখি, জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে" (৭।১৭)। আবার ভক্ত ভগবানের অনুকম্পায় উত্তম জ্ঞানের অধিকারী হয়, (১০।১০—১১ দেখ); এবং গীতার ভক্ত নিষ্কর্ম্মা ভাবুকমাত্র নহেন, পরন্তু কর্ম্মী (১১।৫৫, ১২ ১৬ দেখ)।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮.৫৭ ॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ১৮ ৫৮ ॥

মনে মনে সর্ব্বকর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া কর্ম্মযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক (কর্ম্মত্যাগ করিয়া নহে) সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও। এইরূপে মচ্চিত্ত হইলে মৎপ্রসাদে সর্ব্ব সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। অহঙ্কারবশে ইহার অন্যথাচরণ করিলে বিনষ্ট হইবে। এই ভগবদাদিষ্ট ভক্তিযোগ। কর্ম্মযোগবুদ্ধি-বিরহিত যে ভক্তি, তাহা বিনাশের হেতু। এই ভগবানের কঠোর অনুশাসন।

এইরূপে গীতায় বিভিন্ন সাধনমার্গের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়। যেমন প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, পুণ্য সঙ্গমে মিলিত হইয়া, পতিত-পাবনী ধারায় দেশ প্লাবিত করিয়া, সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে, তদ্রূপ গীতায় কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি, অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া, জগৎকে পবিত্র করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে চলিয়াছে।

এই ভগবদুপদিষ্ট যোগ। এই যে যোগ-কল্পতরু, কর্ম্ম ইহার শরীর, জ্ঞান ইহার আধার এবং প্রেম ইহার সুমধুর রস, যাহার বিন্দুমাত্রের আস্বাদনেই মানুষ কৃতার্থ হয়; আর ইহার ফল চতুর্ব্বর্গ,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ইহলোকে পরমা ঋদ্ধি এবং পরলোকে পরমা সিদ্ধি।

———

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

(১) কর্ম্ম, মায়া, প্রকৃতি, নামরূপ, জগৎ।

কর্ম্মের অর্থ ক্রিয়া—উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ আদি ব্যাপার। সাধারণতঃ কর্ম্ম শব্দে আমরা মনুষ্যাদি জীবকৃত কর্ম্মই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু জীবকৃত কর্ম্ম ছাড়া বহু কর্ম্ম আছে। প্রাকৃতিক কর্ম্ম, রবি শশী গ্রহ তারা বায়ু জল ইত্যাদির কর্ম্ম, ষড়্ঋতুর আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং তাহার সঙ্গে বহুবিধ স্বভাবের কর্ম্ম আছে। বৃক্ষাদির উৎপত্তি বৃদ্ধি নাশাদি কর্ম্ম, কত প্রকার রাসায়নিক কর্ম্ম আছে, ইত্যাদি।

এই সমুদায় কর্ম্মের মূল কোথায়? কোন কর্ম্মই আকস্মিক হয় না। মূলে কোন না কোন শক্তির প্রেরণা বর্ত্তমান না থাকিলে কোন কর্ম্ম হয় না। অতএব কর্ম্মের মূল দেখিতে হইলে শক্তির মূল দেখিতে হয়।

শক্তির মূল কোথায়, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে বিষয়ে মতভেদ অনেক। আর্য্য দর্শন শাস্ত্র কিন্তু বিজ্ঞানের উর্দ্ধে যাইয়া বলিয়া দেয় যে ঈশ্বরই সর্ব্বশক্তির মূল। তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্। (১) জ্ঞানশক্তি, (২) বল বা ইচ্ছাশক্তি এবং (৩) ক্রিয়াশক্তি, এই তিন তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি।

পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।—শ্বেতাশ্বতর।

পার্থিব জগতে তাঁহার জ্ঞানশক্তি, জীবের মানস-দেহরূপ উপাধির (Mental body) সাহায্যে, ভাবনা (thought) রূপে প্রকাশিত হয়; তাঁহার বল বা ইচ্ছাশক্তি, কাম-দেহরূপ উপাধির সাহায্যে, কামনা (Desire বা emotion) রূপে প্রকাশিত হয়; আর তাঁহার ক্রিয়াশক্তি স্থূল দেহরূপ উপাধির (Physical body) সাহায্যে চেষ্টা (action) রূপে প্রকাশিত হয়। এই তিনটী স্বাভাবিক ক্রিয়া—'ভাবনা, কামনা,

এবং চেষ্টা' ইহাদের সাধারণ নাম কর্ম্ম। বিবিধ প্রকার উপাধির ভিতর দিয়া তাহা বিবিধ নামে এবং বিবিধ রূপে প্রকাশ পায়।

কর্ম্ম যেরূপই হউক, তাহার ফল পরিবর্ত্তন; এক প্রকার নামরূপের স্থানে অন্য প্রকার নামরূপ উৎপাদন। আদি সৃষ্টিকালে যে ব্যাপারের দ্বারা গুণাতীত অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে, নামরূপযুক্ত সগুণ জগতের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই আদি কর্ম্ম, ৮।৩ শ্লোকে ইহা দেখিয়াছি। বেদান্তে তাহারই নাম "মায়া" এবং এক হিসাবে তাহারই নাম "নাম-রূপ" বা প্রকৃতি বা জগৎ। তবে বিশেষ এই যে, মায়া সামান্য শব্দ এবং তদ্দ্বারা যাহা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে "নামরূপ" বা প্রকৃতি বা জগৎ বা বাহ্য দৃশ্য (Phenomena) বলে। আর যে ব্যাপারের দ্বারা ঐ নামরূপ অথবা নামরূপময় জগৎ প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম কর্ম্ম। বস্তুতঃ মায়া, নামরূপ, কর্ম্ম, প্রকৃতি ও জগৎ—ইহারা মূলতঃ এক, মূলতঃ সমানার্থক।

(২) সংসার—জন্মমরণ চক্র—জীবাত্মা, পরমাত্মা।

পূর্ব্ব প্রকরণে দেখিয়াছি যে, যে শক্তি সমুদায় কর্ম্মের মূলে বর্ত্তমান, তাহা অনাদি ঈশ্বরেরই অনাদি শক্তি; সুতরাং তাহার বিনাশ নাই। বিজ্ঞানশাস্ত্রও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, কর্ম্মশক্তি কখন বিনষ্ট হয় না। যে শক্তি আজ একপ্রকার "নাম-রূপে" দৃষ্ট হইতেছে, ঐ নাম-রূপের নাশ হইলে, ঐ শক্তিই অন্য "নাম-রূপে" প্রকট বা অপ্রকট অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। শক্তির কেবল রূপান্তর বা ভাবান্তর হয়, কিন্তু কখন বিনাশ হয় না। ইহার নাম "কর্ম্মশক্তির পরিণাম" বা "কর্ম্মবিপাক।" কর্ম্মবিপাকের নিয়ম এই যে, যখন একবার কর্ম্ম আরম্ভ হয়, তখন তাহার ব্যাপার, অন্যবিধ বিপরীত শক্তির দ্বারা বাধা না পাইলে, বরাবর—সৃষ্টির আদিকাল হইতে অন্ত পর্য্যন্ত চলিতে থাকে; এবং প্রলয়ে যখন সৃষ্টির বিলয় হয়, তখনও ঐ কর্ম্মশক্তি বীজভাবে থাকে। পুনর্ব্বার যখন সৃষ্টির

আরম্ভ হয়, তখন ঐ কর্ম্মবীজ হইতেই অঙ্কুর হইতে থাকে। অতএব কর্ম্মের গতি গহন—অতি দুর্জ্ঞেয় (৪।১৭)।

যাহা "আদি কর্ম্ম" (৮।৩) তাহা কিরূপে ও কেন হইল, সে বিষয় আমরা জানি না, অথবা কর্ম্মের অজভূত মানুষ ঐ কর্ম্মচক্রে কিরূপে পড়িল, তাহাও জানি না বটে; কিন্তু যেরূপেই হউক, যখন যাহা একবার কর্ম্মচক্রের ভিতর আসিয়া পড়ে, এখন তাহা ঐ কর্ম্মশক্তির বশেই বরাবর চলিতে থাকে। উহার এক নামরূপাত্মক দেহের নাশ হইলে পর, ঐ কর্ম্মেরই পরিণামে, আবার অন্য নামরূপাত্মক দেহের সহিত মিলন হইয়া থাকে—কখনই তাহার নিবৃত্তি হয় না। সেই নামরূপ সজীব বা নির্জীব বা অন্য বিধ হইতে পারে; বর্ত্তমানে যাহা চেতন জীব, তাহার এই দেহনাশে তাহা স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নামরূপ প্রাপ্তির নিবৃত্তি কখন হয় না। এই নামরূপ-পরম্পরা-প্রাপ্তির নামই জন্ম-মরণ-চক্র বা সংসার; আর ঐ নামরূপের আধারভূতা শক্তিই ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মা এবং সমষ্টিভাবে পরমাত্মা।

এইভাবে দেখিলে ইহা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, আত্মার জন্ম-মরণ নাই; তাহা নিত্য। কিন্তু কর্ম্মবন্ধনে পড়ায় এক নাম-রূপ-বিনাশের পর, অন্য নামরূপ প্রাপ্ত হয়। আজিকার কর্ম্ম, একদিন পরে, দুইদিন পরে বা জন্মান্তরে ভুগিতে হয়। এইরূপে ভবচক্র ঘুরিতে হয়। এই অনাদি কর্ম্মপ্রবাহের অন্য নাম কর্ম্মচক্র, সংসার, মায়া, প্রকৃতি, নাম-রূপ, দৃশ্য সৃষ্টি, জগৎ সৃষ্টির নিয়ম ইত্যাদি।

(৩) কর্ম্মক্ষয়, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি— পাপপুণ্য।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কর্ম্মের ফাঁদে পড়িয়া যে ভাবে জীব ভবচক্রে ঘুরিতে থাকে, তাহা দেখিয়াছি। কর্ম্ম স্বয়ং জড়। তাহার স্বয়ং ত্যাগ করিবার বা বন্ধন করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না এবং তাহা স্বয়ং ভাল বা মন্দ নহে। মানুষের বুদ্ধিভেদে তাহা ভালমন্দ হইয়া পড়ে। শিশুর কিংবা পাগলের কর্ম্ম লইয়া কেহ সদসৎ বিচার করে না, বয়ঃপ্রাপ্ত সুস্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ম্ম লইয়াই করে।

কর্ম্মের প্রতি বা কর্ম্মফলের প্রতি আমাদের যে মমত্বযুক্ত আসক্তি বা স্পৃহা, তাহাই বন্ধনের হেতু; কামের প্রেরণায় প্রবৃত্তির অধীন হইয়া, কর্ম্মফলে আসক্ত হওয়াই দোষ। সেই আসক্তিই "পাপ"। আর সেই আসক্তি ছাড়িতে পারিলেই কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না (৫।১০)। কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কর্ম্মে সেই অনাসক্তিই "পুণ্য"।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে ॥ ৫।১২ ॥

সেই জন্য ভগবান্ মুমুক্ষুকে আসক্তি ছাড়িবার কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, কর্ম্ম ছাড়িতে বলেন নাই। জগৎই কর্ম্ম, জগতে থাকিয়া কর্ম্ম ছাড়িবে কিরূপে? মা তে সঙ্গো ঽস্ত্বকর্ম্মণি, (২।২৪)। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণম্ অপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ (৩।৫)। তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর (৩।১৯)। কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে (৫।২)। এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্ উত্তমম্ (১৮।৬)॥ ইত্যাদি বাক্যে ইহা স্পষ্ট। ঈশ্বরের মায়ায় আমরা কর্ম্মচক্রে পড়িয়াছি, আমাদের কি সাধ্য যে তাহা ছাড়িয়া দিই।

(৪) জ্ঞানে কর্ম্ম ভস্ম হওয়ার মর্ম্ম।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই জ্ঞানে কর্ম্ম ভস্মীভূত হওয়ার অর্থ বুঝা যায়। কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক বনেচর হইলেই কর্ম্ম ক্ষয় অথবা ভস্মীভূত হয় না। যখন জ্ঞানে জগতের আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল হৃদয়ে উপলব্ধ হয়, তখন নশ্বর কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি থাকে না, তখন এবং কেবল তখনই কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। (৪।৩৩)। তবে ইহার ঠিক মর্ম্ম ৪।৩৭ শ্লোকোক্ত অগ্নি এবং ভস্মীভূত কাষ্ঠের উপমায় ঠিক বুঝা যায় না, পরন্তু ৫।১৬ শ্লোকের পদ্মপত্র ও জলের উপমাতেই ঠিক বুঝা যায়। যাহার আসক্তি নাই, কর্ম্মজাত পাপ তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না।

কর্ম্ম স্বরূপতঃ জ্বলিয়া যায় না; জ্বালাইবার আবশ্যকও নাই। কর্ম্মই জগৎ অথবা জগৎ ব্রহ্মেরই কর্ম্ম রূপ (৮।৩), তবে সব সৃষ্টি জ্বলিবে কিরূপে? আর যদিই বা জ্বলিয়া যায়, তাহাতেও সৎকার্য্যবাদ অনুসারে কেবল নাম রূপেরই পরিবর্ত্তন হয়; কারণ সৎ বস্তুর বিনাশ কখন হয় না (২।১৬)। নামরূপের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদা হইতেছে ও হইবে, পরন্তু কর্ম্ম-শক্তির বিনাশ নাই। যদি কেহ কখন কর্ম্ম জ্বালাইতে পারে, তবে ঈশ্বরই তাহা পারেন। কর্ম্মের ভালমন্দ ভাব কর্ম্মে নয়, পরন্তু মানুষের মনে; তাহা জ্বালাইবার ক্ষমতা মানুষের আছে, সে তাহাই করিবে। যে তাহা পারিয়াছে সেই দক্ষ, সেই কৃতকৃত্য, বুদ্ধিমান্ (১৫।২০), স্থিতপ্রজ্ঞ (২।৫৫), ত্রিগুণাতীত (১৪ ২১), জ্ঞানী (৫ ২১), যোগী (৬।৪), সমবুদ্ধি (৬।৯) এবং ভক্ত (১২ ১৬)। তাহারই ব্রাহ্মী স্থিতি (২ ৭৪) লাভ হইয়াছে।

কর্ম্মবন্ধন কি, কর্ম্মক্ষয় কাহাকে বলে, কিসে কর্ম্ম ক্ষয় হয়, কখন হয়, এইরূপে তাহা বুঝিতে পারি। লোক দেখান বেশভূষাদির পরিবর্ত্তনে, লোক দেখান বৈরাগ্যে, কিরূপে কর্ম্ম ছুটিয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি না।

———

(৫) বুদ্ধিযুক্ত, বুদ্ধিযোগ—যুক্ত, যোগী।

বুদ্ধিতে যি'ন যুক্ত, তিনি বুদ্ধিযুক্ত এবং বুদ্ধিতে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করার নাম বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযোগতত্বই গীতার বিশেষত্ব; এবং ভগবানের উপদেশমতে, ইহাই সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেয়োলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

অনেকে মনে করেন, আমরা যে যে কর্ম্ম করি, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বকই করি। বুদ্ধিযুক্ত না হইলে কর্ম্মই হয় না। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। আমরা প্রায়ই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করি না; কামনাযুক্ত হইয়াই করি। বুদ্ধি সর্ব্বদা বলিয়া দেয়, মিথ্যা বলা অনুচিত। কিন্তু স্বার্থবশা কামনা বলে, মিথ্যা না বলিলে তোমার স্বার্থহানি। আমরা তখন তাহারই বশে স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলি, কামনাযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করি। ইহারই নাম সকাম কর্ম্ম, ইহার নাম বাসনাস্বাতন্ত্র্য বা প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম। আর যখন কামনার কথামত স্বার্থচিন্তায় বিচলিত না হইয়া, বুদ্ধির আজ্ঞামত,— সাত্বিকী বুদ্ধিতে স্থিরীকৃত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়মানুসারে কর্ম্ম করি, তখন তাহার নাম বুদ্ধিযোগ বা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

আমাদের অন্তঃকরণে দুই প্রকার প্রেরণা আছে। এক বাসনাত্মিকা প্রবৃত্তির প্রেরণা আর এক ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিরূপিকা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির প্রেরণা। প্রথম প্রেরণা বাহ্য কর্ম্মসৃষ্টির এবং স্বার্থসংযুক্ত; দ্বিতীয় প্রেরণা বুদ্ধির বা ব্রহ্মসৃষ্টির এবং স্বার্থজ্ঞানের অতীত। এই দুই প্রেরণা পরস্পর বিরোধী। তাহারা উভয়ে যে আমাদের হৃদয়ে প্রায় সর্ব্বদাই বিবাদে প্রবৃত্ত, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। সেই বিবাদের সময়, আমরা যদি বাসনার প্রেরণা অগ্রাহ্য করিয়া, বুদ্ধির প্রেরণামত কর্ম্ম করিতে পারি, তবে তাহারই নাম **বুদ্ধিযোগ**। তাহাই যথার্থ "আত্মনিষ্ঠা"। আর সেই বুদ্ধিযোগে যিনি যুক্ত, তাঁহারই নাম "বুদ্ধিযুক্ত" অথবা সংক্ষেপে "যুক্ত" বা "যোগী"। ২।৪১, ২।৪৮, ৩।৩, ৬।১ শ্লোক দেখ।

(৬) গীতা-ধর্ম্মে ত্যাগ।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন, গীতা মানে "ত্যাগী"। "ত্যাগী"—এই কথাটা বার বার উচ্চারণ করিলে গীতা হইয়া যায়। কিন্তু এই ত্যাগের ঠিক মর্ম্ম কি ?

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বিষয়-সম্পত্তি সমুদয় ত্যাগ করিয়া, যিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, সাধারণতঃ আমরা তাঁহাকে ত্যাগী পুরুষ বলিয়া জানি। যেমন এই কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের "লালাবাবু"। লালাবাবু তীব্র বৈরাগ্যবশে আপনার বিপুল বিভব সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌপীন ধারণ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবন ধামে কৃষ্ণ-চিন্তায় শেষ জীবন যাপন করেন। ঈদৃশ পবিত্র ত্যাগের উদাহরণ সংসারে সুদুর্লভ।

কিন্তু ইহা ভগবদুপদিষ্ট ত্যাগ নহে। গীতার ত্যাগ নহে। ইহা একটাতে বিদ্বেষ আর একটাতে অনুরাগ। ইহলোকের বিষয়ে বিদ্বেষ, পরলোকের বিষয়ে অনুরাগ। আধিভৌতিক ঐশ্বর্য্যে বিদ্বেষ, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে অনুরাগ। এমন নেশাখোর দেখা যায়, যাহার কোন সময়ে মদে বিদ্বেষ জন্মে, তখন সে মদ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নেশা ছাড়িতে পারে না। আফিম ধরে। সে একটাকে ছাড়িয়া আর একটাকে ধরে; ইহাও সেইরূপ। দুইটাই নেশা। দুইটাই স্বার্থান্বেষণ।

গীতা বলেন, সাত্ত্বিক ত্যাগী ব্যক্তি,—ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে (১৮।১০) অসুখকর কর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করেন না এবং সুখকর কর্ম্মেও আসক্ত হয়েন না। কোন বিষয়ে বিদ্বেষ বা আসক্তি তাঁহার থাকে না। যিনি প্রকৃত জ্ঞানবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ, তিনি রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত প্রশান্তচিত্তে সর্ব্ববিষয় ভোগ করেন।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১৮।১১

দেহ থাকিতে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হয় না; পরন্তু যে কর্ম্মফলত্যাগী, তাহাকেই ত্যাগী বলা হয়। ইহাই গীতা-ধর্ম্মের ত্যাগ। এই ফলত্যাগের মর্ম্ম কি, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। তোমার আমার ইচ্ছায় এ সংসারের সৃষ্টি হয় নাই। ইহা তোমার আমার সম্পত্তি নহে। যাঁহার ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, যাঁহার শক্তিতে ইহা বিধৃত, ইহা তাঁহার। এ সংসার ভগবানের। আর সংসার যাঁহার, সংসারের সমুদয় কর্ম্ম, অবশ্য তাঁহার। যে ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারে, যে সমস্ত কর্ম্মকে সত্য সত্যই "আমার নহে" বলিয়া বুঝিতে পারে,—সেই ত্যাগী। তাহারই কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পিত। সে নিষ্পাপ হয়; ইহলোকের এবং পরলোকের সমস্ত বিঘ্ন হইতে, সমুদয় দুঃখ, শোক ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রম্ ইবাম্ভসা॥ ৫.১০
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততঃ ভব।
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি॥১৮।৫৮

অন্য পক্ষে, যে ব্যক্তি তাঁহার এই সংসারচক্রের বা সংসার কর্ম্মশালার অনুবর্ত্তন না করিয়া, ইহার সুপরিচালনার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আপনার ইষ্টসাধনে, স্বার্থসাধনে মনোযোগী, সে ছোট হউক, বড় হউক, ধনী হউক, গরীব হউক, ইতর হউক, ভদ্র হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, সে পাপাত্মা। ভগবানের স্পষ্ট উপদেশ,—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ৩.১৬

এই বিশাল কর্ম্মশালার অনেক বিভাগ আছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, আপন যোগ্যতানুসারে তাহার কোন না কোন বিভাগে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত। ইহাও সেই ঈশ্বরের নিয়ম। যে ব্যক্তি যে বিভাগে নিযুক্ত, যে কার্য্যের ভার যাহার উপর আছে, তাহাতে "অভিরত" থাকাই (১৮।৪৫) তাহার কর্ম্ম—তাহার ধর্ম্ম। অভিরত থাকা অর্থাৎ বেগারের মত নয়; মনের সহিত, হৃদয়ের সহিত তাহা করা; তাহাতে স্বার্থবুদ্ধি, শঠতা, খলতা, প্রবঞ্চনা না রাখিয়া করা। একটা বড় কলঘরে, বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কায যেমন দরকারী, আর একটা সামান্য পেরেক-আঁটা মিস্ত্রীর কাযও তেমনি দরকারী। সকলেরই কায ঠিক ঠিক না হইলে কল ঠিক চলিবে না। এ সংসার কলঘরেও সেই নিয়ম।

পুনশ্চ। সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। ১৮।৪৮

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। ১৮।৪৫

যে কর্ম্মের সহিত যাহার জন্ম, তাহা সে ত্যাগ করিবে না। নির্দ্দোষ কোন কর্ম্ম নাই। মানুষ আপন আপন কর্ম্মে অভিরত থাকিয়াই সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করে। স্বধর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহা পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। যিনি স্বভাবতঃ রাজপদের অধিকারী, প্রজাপালনই তাঁহার স্বধর্ম্ম বা সহজ কর্ম্ম। তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে সন্ন্যাস, তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ নহে; পরন্তু তাহা স্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্ম গ্রহণ। যাহা যথার্থ সাত্ত্বিক ত্যাগ, প্রকৃত সন্ন্যাস, তাহা বাহ্য বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগে নয়, সে ত্যাগ কেবল মনে, আপন হৃদয়ে (১৮ অঃ ৬—১১ শ্লোক দেখ)। এই ত্যাগ যখন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সংসারের স্বার্থাস্বার্থ চিন্তা আর বুদ্ধিকে কলুষিত করিতে পারে না। তখনই, কেবল তখনই মানুষ স্থির নিশ্চল বুদ্ধিতে যুক্ত হইয়া, ন্যায়ের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া, আত্মপরনির্ব্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধনে,—আত্মবিস্মৃত হইয়া সর্ব্বলোকহিত-সাধনে সমর্থ হয়েন।

ঈদৃশ মহাপুরুষগণই জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক। হায়! আমাদের বাহ্য বৈরাগ্য ধর্ম্ম এই সকল মহাপুরুষগণকে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র

হইতে দূরে সরাইয়া ভূত-ভয়ঙ্কর শ্মশানে বা বিজন কাননে স্থাপন করিয়াছে; সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক কাড়িয়া লইয়া আমাদের বর্ত্তমান দশায় হেতুস্বরূপ হইয়াছে। এই বাহ্য বৈরাগ্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ অপগত না হইলে, সাত্বিক মহাপুরুষগণকে আমাদের নেতৃস্বরূপে আমরা পাইব না। তদভাবে আমাদেরও কোন উন্নতির আশা নাই।

(৭) সগুণ—নির্গুণ।

সগুণ নির্গুণ—এই দুইটী শব্দ আকারে খুব ছোট বটে, কিন্তু এত বৃহৎ, ব্যাপক অর্থ বোধ হয় আর অন্য শব্দের নাই। "গুণ" শব্দটী দর্শন শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। দর্শন শাস্ত্রে গুণ বলিলে, সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ব, রজঃ এবং তমঃ, প্রকৃতির এই তিন ভাব বুঝায়। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এ জগতে স্থূল সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র বৃহৎ, চেতন অচেতন, যাহা কিছু আছে, তাহা ঐ গুণত্রয় হইতে সমুৎপন্ন; ৯।১০ টীকা ৩৩৯—৩৪১ পৃষ্ঠা দেখ। অতএব বিবিধ বিচিত্র গুণযুক্ত বহির্জগতের যাহা কিছু ভাব এবং রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখাদি অন্তর্জগতের যাহা কিছু ভাব, যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই সগুণ। আর যাহা তদ্বিপরীত, প্রকৃতির গুণত্রয় যাহাতে নাই, তাহাই নির্গুণ। ব্রহ্মই সেই নির্গুণ তত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনের পারিভাষিক অর্থ লইয়াই শাস্ত্রের উক্তি যে ব্রহ্ম নির্গুণ। প্রকৃতির বিকারজাত রূপ রসাদি বা কাম ক্রোধাদি, যাহা জগতে দৃষ্ট হয়, তাহারা ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষ ধর্ম্ম নহে। তজ্জন্য তিনি নির্গুণ। নাই প্রকৃতির গুণসম্বন্ধ যাহাতে, তাহা নির্গুণ। নিঃ, নাস্তি গুণ যাহার, এরূপ অর্থ নহে; তাহা হইলে, "নির্গুণ (শক্তিহীন) ব্রহ্মের প্রশাসনে জগৎ বিধৃত" "নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে (গুণময়) জগতের বিকাশ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ নাই। ফলতঃ নির্গুণ শব্দের পরিবর্ত্তে "গুণাতীত" শব্দ ব্যবহার করিলে সহজে অর্থবোধ হয়।

———

চতুর্থ পরিশিষ্ট।

শ্লোকশঃ বিষয়ানুক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন (১)। সঞ্জয়ের উত্তর (২)। দুর্য্যোধন কর্তৃক উভয় পক্ষীয় সেনা ও সেনানীগণের বর্ণন (৩—১১)। পরস্পরের অভিবাদন-সূচক শঙ্খধ্বনি (১২—১৯)। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সৈন্যদর্শন (২০—২৭)। কুলক্ষয় সম্ভাবনায় অর্জ্জুনের বিষাদ (২৮—৩৯) এবং পরিণাম চিন্তায় আক্ষেপ (৩৬—৪৫)। যুদ্ধত্যাগে তাঁহার নিশ্চয় (৪৬—৪৭)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ভগবানের উত্তর।

ভগবানের উপদেশ—যুদ্ধত্যাগ অনুচিত (১—৩) অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা এবং ধর্ম্মনির্ণয়ার্থ ভগবানের শরণগ্রহণ—ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা (৪—১০)।

ভগবানের উপদেশ—ভীষ্মাদির বিনাশ বিষয়ে অর্জ্জুনের ভ্রান্তি দূরী-করণার্থ সাংখ্যে জ্ঞানোপদেশ (১১—৩০)। জীবাত্মার নিত্যত্ব (১১—১৩)। সুখদুঃখের অনিত্যত্ব (১৪—১৫)। সদসৎ বিবেক (১৬)। আত্মার স্বরূপাদি (১৭—২৫)। আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষে উত্তর (২৬—২৭)। জীবের ব্যক্ত ভাব অনিত্য এবং মৃত্যুতেও তাহার অবিনাশ (২৮)। আত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্ব আলোচনা ও মিথ্যা শোকত্যাগের উপদেশ (২৯—৩০)।

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তর (৩১—৫৩)। ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধই কর্ত্তব্য ; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা আর অন্য শ্রেয় নাই (৩১—৩৭)।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগের উপযোগিতা-সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সন্দেহের মীমাংসা।

প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন, কে পাপ করায়? (৩৬)। উত্তর—কাম, ক্রোধ পাপ করায়; কাম জ্ঞানকে আবৃত করে (৩৭—৩৯)। ইন্দ্রিয় সংযমে কামের নাশ (৪০—৪১)। ইন্দ্রিয়াদির শ্রেষ্ঠতার ক্রম (৪২)। আত্মদর্শনে কাম জয় (৪৩)।

চতুর্থ অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞান—জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম,—কর্ম্ম-জ্ঞান-সম্মিলন।

ভগবানই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগের প্রবর্ত্তক; ইক্ষ্বাকু আদি রাজর্ষিগণ তাহা পাইয়াছিলেন; কালক্রমে তাহার বিলোপ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্ত পুনরুপদেশ (১—৩)। ভগবানের অবতার; অবতার কেন এবং কখন? অবতারের কর্ম্মরহস্য-জ্ঞানে মুক্তি (৪—১০)। যেমন সাধনা, তেমনি সিদ্ধি; সকাম দেবতা পূজার ফল (১১—১২)। গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি; ভগবানের নির্লিপ্ত কর্ম্মের অনুকরণে কর্ম্ম করার আদেশ (১৩—১৫)। কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের ভেদ; আসক্তি শূন্য কর্ম্মই যথার্থ অকর্ম্ম; তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না (১৬—২৩)। অনেক প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞ; যজ্ঞশীলের অন্নপ্রাপ্তি; যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ; জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব; (২৪—৩৩)। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট হইতে জ্ঞানোপদেশ (৩৪)। জ্ঞানের স্বরূপ—ঈশ্বরে সমুদায় দর্শন (৩৫); জ্ঞানে কর্ম্মক্ষয় (৩৬—৩৭)। কর্ম্মযোগসিদ্ধি হইতে জ্ঞান লাভ (৩৮)। জ্ঞান লাভের উপায়, নিরভিমানিতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ইন্দ্রিয়-সংযম (৩৪—৩৯)। অবিশ্বাসীর ইহপরলোকে সুখ নাই (৪০)। জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগী কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় না; অতএব জ্ঞানযুক্তচিত্তে কর্ম্মযোগ-বুদ্ধিতে যুদ্ধ করার আদেশ (৪১—৪২)।

পঞ্চম অধ্যায়।

জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মাচরণ। অন্তরে কর্ম্ম-সন্ন্যাস—বাহিরে কর্ম্মযোগ।

সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ কিম্বা কর্ম্মযোগ (১)? উত্তর—দুয়েরই ফল এক; কিন্তু কর্ম্মযোগই বিশিষ্ট (২)। কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস তত্ত্বতঃ এক (৩—৬)। কর্ম্মযোগীর ইন্দ্রিয়ে কর্ম্ম, মনে সন্ন্যাস; তজ্জন্য তিনি নির্লিপ্ত, শান্ত ও মুক্ত (৭—১৩)। প্রকৃতির কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব; অজ্ঞানে আত্মাকে কর্ত্তাবোধ (১৪—১৫)। জ্ঞানোদয়ে পুনর্জ্জন্ম বারণ (১৬—১৭)। সিদ্ধ কর্ম্ম-যোগীর গুণগ্রাম (১৮—২৪)। সদা সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়াও তিনি সমাধিস্থ, ব্রহ্মভূত ও মুক্ত (২৫—২৮)। ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানে শান্তি (২৯)।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধ্যানযোগ—সর্ব্বত্র আত্ম-দর্শন—ঈশ্বর-দর্শন, সম-দর্শন—সর্ব্বত্র প্রেম।

কর্ম্মফলত্যাগী ব্যক্তিই সন্ন্যাসী এবং যোগী, কর্ম্মত্যাগী নহে (১—২)। সাধনাবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থায় কর্ম্মে এবং শম অর্থাৎ শান্তিতে কার্য্যকারণ পরিবর্ত্তন (৩)। যোগারূঢ়ের লক্ষণ—আসক্তি ও সঙ্কল্পত্যাগ (৪)। আত্ম স্বাতন্ত্র্য—পুরুষকার (৫—৬)। জিতেন্দ্রিয় যোগযুক্ত হইতে সমবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা (৭—৯)। ধ্যানযোগ সাধন (১০—২৬)। যোগীর আহার বিহার (১৬—১৭)। যোগযুক্ত অবস্থা (১৮—১৯)। যোগীর সমাধি অবস্থার সুখ (২০—২৩)। যোগাভ্যাসের ক্রম (২৪—২৬)। যোগীর ব্রহ্মানন্দ (২৭—২৮)। যোগজ দৃষ্টি, সর্ব্বভূতে এক আত্মা, এক আত্মাতে সর্ব্বভূত—যোগী ও ঈশ্বর পরস্পর প্রত্যক্ষ (২৯—৩০)। প্রাণীমাত্র আত্মৌপম্যদর্শী যোগী শ্রেষ্ঠ (৩১—৩২)। মনোনিগ্রহের কৌশল (৩৩—৩৬)। যোগভ্রষ্টের

গতি (৩৭—৪৫) কর্ম্মযোগীর শ্রেষ্ঠতা (৪৬)। ভক্তিমান কর্ম্মযোগীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা (৪৭)।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিরূপণ।

জ্ঞানবিজ্ঞান প্রস্তাব (১—২) সিদ্ধিলাভে যত্নবান ব্যক্তি অল্প (৩)। জ্ঞান বিজ্ঞান নিরূপণ। ভগবানের দুই প্রকৃতি—অপরা পরা (৪—৫)। এই দুই হইতে জগতের বিস্তার (৬—৭)। ঈশ্বর সর্ব্ব বস্তুর অন্তরে (৮—১২)। মায়ার কার্য্য ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় (১৩—১৪)। আসুরিক চিত্তে ভক্তির অনুদয় (১৫) চতুর্ব্বিধ উপাসক (১৬) তন্মধ্যে জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ (১৭—১৮)। অনেক জন্মে সিদ্ধি (১৯)। প্রকৃতিবশ নরের অনিত্য দেবতা ভজনা; ভগবানই সর্ব্বদাতা (২০—২৩)। ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ অব্যক্ত; মূর্খে তাঁহাকে ব্যক্তরূপী মনে করে (২৪)। জগৎ তাঁহার যোগমায়াতে আবৃত, তজ্জন্য তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি সব জানেন (২৫—২৬)। রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বমোহ দূরীভূত হইলে তাঁহাকে জানা যায় (২৭—২৮)। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ—এই সমুদায় ভাবসমন্বিত ঈশ্বরকে জানিলে সিদ্ধি, ঈশ্বরভক্তির মধ্য দিয়াই তাহা জানা যায় (২৯—৩০)।

অষ্টম অধ্যায়।

বিবিধ সাধনমার্গ এবং গতিতত্ত্ব।

প্রশ্ন—ব্রহ্ম অধ্যাত্মাদি তত্ত্ব কি এবং মৃত্যুকালে ঈশ্বরকে জ্ঞানপথে রাখিবার উপায় কি (১—২)। উত্তর—ব্রহ্ম আদি সমস্ত ঈশ্বরেরই ভাবান্তর (৩—৪)। অন্তিমে ঈশ্বর স্মরণের উপায়, সদা তাঁহাকে স্মরণ-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুরূপ কর্ম্ম করা (৫—৭)। অন্যান্য সাধন-প্রণালী ও তাহাদের ফল—দিব্য পুরুষভাবের সাধনা (৮—১০)। অক্ষর ব্রহ্ম সাধনা

(১১—১৩)। ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগীর ঈশ্বরলাভ সুলভ (১৪)। পুনর্জন্ম নিবারণ (১৫—১৭)। ব্রহ্মার দিবসে সৃষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় (১৮—১৯)। জগতের চরম তত্ত্ব; জীবের পরমা গতি, অব্যক্ত অক্ষর পরম পুরুষ, তিনি অনন্যা ভক্তিলভ্য (২০—২২)। দেহান্তে জীবের গতি (২৩—২৬)। যোগী এই সকল তত্ত্ব জ্ঞাত; যোগমার্গ অবলম্বনের আদেশ (২৭—২৮)।

নবম অধ্যায়।

প্রত্যক্ষ দেবতার সুখসাধ্য উপাসনা—রাজবিদ্যা।

রাজবিদ্যার প্রশংসা (১—৩)। ভগবানের অপার যোগশক্তি; ঈশ্বরে জগতে জীবে সম্বন্ধ (৪—৬)। ভগবানের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি ও প্রকৃতিতেই তাহার বিলয় (৭—১০)। নরদেহধারী ঈশ্বরকে অবজ্ঞাকারী মূর্খ এবং আসুরি লোকের অজ্ঞানতা (১১—১২)। দৈবী প্রকৃতিক পুরুষের নানাভাবে ভজনা (১৩—১৫)। ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব এবং তাঁহার বিবিধ উপাস্য ভাব ও রূপ (১৬—১৯)। সকাম যজ্ঞের অনিত্য ফল (২০—২১)। ভক্তের যোগক্ষেম স্বয়ং ঈশ্বরই বহন করেন (২২)। অন্যদেবতাপূজা ও ঈশ্বরপূজা; তবে যেমন ভাবনা, তেমনি দেবতা, তেমনি ফল (২৩—২৫)। ভগবান ভক্তিদত্ত ফলপুষ্পাদিতেই তুষ্ট; সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ—সুখের সাধনা তদ্দ্বারা মুক্তি (২৬—২৮)। ভগবান্ সকলেরই কাছে সমান, ভক্তি হইলে সকলের সমান সদ্গতি, ভক্তি সাধনায় সকলের সমান অধিকার (২৯—৩২)। সেই ভক্তিমার্গাবলম্বনের আদেশ (৩৩—৩৪)।

দশম অধ্যায়।

বিরাট প্রকৃতিতে ঈশ্বরদর্শন—বিভূতিযোগ।

ভগবানের প্রভব জীবজ্ঞানের অতীত। অজন্মা ভগবান্ সকলের আদি—এ জ্ঞান পাপনাশক (১—৩)। সাধারণভাবে তাঁহার বিভূতি ও

যোগ—তাঁহা হইতেই সকলেরই সমুদয় ভাব, তিনি সকলেরই প্রবর্ত্তক (৪—৬)। তত্ত্বজ্ঞানীর ভাবসমন্বিত ভজনা (৭—৮)। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা (৯—১১)। বিভূতি-বিস্তার শ্রবণে অর্জ্জুনের প্রার্থনা (১২—১৮)। বিভূতি বর্ণন (১৯—৪০)। সমগ্র জগৎ ঐশী তেজের একাংশমাত্রে বিধৃত (৪১—৪২)।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনকে ভগবানের ঐশ্বরীয় রূপ প্রদর্শন।

ভগবানের ঐশ্বরীয় রূপদর্শনে অর্জ্জুনের প্রার্থনা (১—৪)। ঐশ্বরীয় রূপের বর্ণনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দান (৫—৯)। সঞ্জয় কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন (১০—১৩)। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন (১৪—৩১)। কালমূর্ত্তি (২৬—৩২)। ভগবানের কর্ম্মে জীবের নিমিত্তভাব (৩৩—৩৪)। অর্জ্জুনকর্ত্তৃক স্তব এবং ক্ষমা প্রার্থনা, চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা (৩৫—৪৬)। চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন, পরে মানুষ রূপ প্রদর্শন (৪৭—৫১)। ভক্তি বিনা ঐ রূপ কেহই দেখিতে পায় না (৫২—৫৩)। অনন্যা ভক্তিতে ঈশ্বরকে জানা যায়, দেখা যায় ও তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়। ঈশ্বরলাভের জন্য পঞ্চ সাধনা (৫৪—৫৫)।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিমার্গ—জ্ঞানভক্তির তারতম্য।

প্রশ্ন—ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের ব্যক্ত রূপের উপাসনা এবং জ্ঞানমার্গে অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা—দুয়ের কোন্‌টী উত্তম (১)। উত্তর—দুয়েরই ফল এক, কিন্তু অব্যক্ত উপাসনা ক্লেশসাধ্য (২—৫)। ঈশ্বর ভক্তকে অচিরে উদ্ধার করেন (৬—৭)। ভক্তি সাধনার ক্রম এবং ভক্তি-অনুগত কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব (৮—১২)। ভক্তিসিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষের আচরণ (১৩—২০)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরম অধ্যাত্ম জ্ঞান।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সংসারে প্রকৃতির গুণবৈচিত্র্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষের সংসার দশা। সংসারাতীত পুরুষ।

সংসার-অশ্বত্থ, ঈশ্বর ইহার মূল (১—২)। ইহার স্বরূপ জীবজ্ঞানের অতীত, অনাসক্তিতে ইহার বিনাশ, তদুদ্দেশে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের উপদেশ (৩-৫)। পরম পদের বর্ণন (৬)। ভগবানেরই সনাতন অংশ জীব হয়, প্রলয়াস্তে ভোগার্থ জীবের জাগরণ এবং লিঙ্গদেহকে আকর্ষণপূর্ব্বক তৎসহ সংসার-ভ্রমণ ও সংসার-ভোগ (৭—১০)। বিবেকীর এবং মূঢ়ের দর্শন (১০—১১)। আত্ম পুরুষতত্ত্ব (১২—১৫)। সংসারের দ্বিবিধ পুরুষ—ক্ষর ও অক্ষর (১৬)। সংসারাতীত উত্তমপুরুষ, ঈশ্বর (১৭—১৮)। এই সমুদায়ের জ্ঞানে মানুষের কৃতকৃত্যতা (১৯—২০)।

ষোড়শ অধ্যায়।

দ্বিবিধ জীব-সৃষ্টি—দেবতা ও অসুর।

দৈবী সম্পদ—আদর্শ মনুষ্যত্ব (১—৩)। আসুরী সম্পদ্ (৪)। দৈবী ও আসুরী সম্পদের কার্য্যভেদ (৫)। দ্বিবিধ জীবসৃষ্টি (৬)। আসুরিক পুরুষের আচরণ (৭—১৮)। তাহাদের গতি (১৯—২০)। নরকের ত্রিবিধ দ্বার (২১)। তাহা হইতে মুক্ত জীবের গতি (২২)। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনের দোষ (২৩)। শাস্ত্রানুসারে কার্য্যাকার্য্য নিরূপণপূর্ব্বক তদনুষ্ঠানে আদেশ (২৪)।

সপ্তদশ অধ্যায়।

গুণবৈচিত্র্যে মানুষের প্রকৃতি-বৈচিত্র্য।

সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধা শ্রদ্ধা—তদনুসারে মানুষের স্বভাবের প্রভেদ (১—৩)। আসুর স্বভাব—তদনুরূপ উপাসনা (৪—৬)। ত্রিবিধ আহার (৭—১০)। ত্রিবিধ যজ্ঞ (১১—১৩)। ত্রিবিধ তপস্যা (১৪—১৯)। ত্রিবিধ দান (২০—২২)। ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ (২৩)। যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রহ্মনাম (২৪—২৬)। সৎ অসৎ কর্ম্ম (২৭—২৮)।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সমগ্র গীতার সার—সমগ্র বেদের সার।

সন্ন্যাসে ও ত্যাগে প্রভেদ কি ? (১)। তদুভয়ের প্রভেদ কথন (২)। ত্যাগসম্বন্ধে মতভেদ ও সে বিষয়ে ভগবানের অভিমত (৩—১২)। কর্ম্মের পঞ্চ কারণ; তাহারাই কর্ত্তা, আত্মা নহে,—এই জ্ঞানে মুক্তি (১৩—১৭)। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিন, আশ্রয় তিন (১৮)। জ্ঞানাদির ত্রিবিধত্ব (১৯)। ত্রিবিধ জ্ঞান (২০—২২)। ত্রিবিধ কর্ম্ম (২৩—২৫)। ত্রিবিধ কর্ত্তা (২৬—২৮)। ত্রিবিধ বুদ্ধি ও ধৃতি (২৯—৩৫)। ত্রিবিধ সুখ (৩৬—৩৯)। ত্রিভুবন ত্রিগুণময় (৪০)। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম (৪১—৪৪)। স্বকর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণই ঈশ্বরের অর্চনা, তদ্দ্বারা সিদ্ধি (৪৫—৪৬)। পরধর্ম্ম গ্রহণ ভয়াবহ; স্বধর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নহে (৪৭—৪৮)। স্বকর্ম্মাচরণ করিতে করিতে যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা নিরূপণ (৪৯—৫৬)। ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগ অবলম্বনে আদেশ (৫৭—৫৮)। অহঙ্কার বশে প্রকৃতির গতি রোধ করার ইচ্ছা বৃথা (৫৯—৬০)। হৃদিস্থিত ঈশ্বরই সর্ব্ব কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ লইবার আদেশ (৬১—৬৩)। ভগবানের অন্তিম উপদেশ—একমাত্র আমাতে সমুদায় সমর্পণ কর, আমি তোমায় পাপমুক্ত করিব (৬৪—৬৬)।

অভক্ত ও তপস্যাবিহীন ব্যক্তিকে গীতাজ্ঞান-কথন নিষেধ (৬৭)। ভক্তিপূর্ব্বক গীতা-আলোচনার ফল (৬৮—৭১)। অর্জ্জুনের মোহনাশ (৭২—৭৩)। সঞ্জয়ের হর্ষ ও গীতাজ্ঞানের ফলকীর্ত্তন (৭৪—৭৮)।

গীতা ও বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্মজীবন।

জগজ্জন্মা মহাপুরুষ বিবেকানন্দ স্বামী ভগবানের উপদেশ বুঝিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান ভারতের রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় দীক্ষা, শিক্ষা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, এক দিন অতি উচ্চ অঙ্গের ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। ভারতবাসীর সত্ত্বগুণ-সমলঙ্কৃত সে পবিত্র হৃদয় আর নাই। বর্ত্তমান ভারত ঘোর তমসাচ্ছন্ন। তমোগুণে আবৃত হইয়া বর্ত্তমান ভারতবাসী দেহের জড়তায়, মনের জড়তায়, বুদ্ধির জড়তায়, জড় হইয়া গিয়াছে। জড়তা বা তমোভাব নষ্ট হইয়া রজোগুণের বিকাশ হইলে পর, সত্ত্বগুণোদয়ের সম্ভাবনা। কোন মহৎ কর্ম্মই অদম্য সাহস, অবিচলিত অধ্যবসায়, অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা ব্যতীত হয় না। তজ্জন্য তিনি বর্ত্তমান ভারতে কর্ম্মজীবনের পক্ষপাতী ছিলেন।

অনেকে মনে করেন, কিছু দিন পূর্ব্বে বেশ সুখ ছিল। জমিতে ফসল, পুকুরে মাছ, গাছে নানাবিধ ফল, ঘরে ঘরে গাভী—দধি দুগ্ধ ঘৃত। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কোনরূপ অভাব ছিল না। স্বভাবতঃ শান্তি-প্রিয়, সত্ত্বগুণী ভারতবাসী মোটা ভাত মোটা কাপড়ে, পর্ণকুটীরে বাস করিয়া সুখে ও সন্তোষে কাল যাপন করিত। রজোগুণী পাশ্চাত্য জাতীয়ের ন্যায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে তাহারা চায় না।

ইহা ভ্রম। হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রসুপ্ত ভাবে বর্ত্তমান; কিন্তু দীর্ঘ কাল অলস জীবন যাপন করিয়া সব জড় হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য পরিশ্রমের ভয়ে কেবল এইরূপ মৌখিক সন্তোষের কথা, বৈরাগ্যের কথা।

ভোগৈশ্বর্য্য-সর্ব্বস্ব বিদেশীয়ের সংসর্গে আমাদের সেই প্রসুপ্ত ভোগ-লালসা এখন জাগিয়াছে; কিন্তু যদ্দ্বারা ভোগের সামগ্রী আসিবে, তাহা আমরা হারাইয়াছি। পরিশ্রম, সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায়, মনবুদ্ধির চালনা,—

এ সব গিয়াছে। ভোগ আসিবে কোথা হইতে? হৃদয়ে রাজসিক আকাজ্ক্ষা প্রবল, ভোগের চিন্তায় দিন যামিনী হৃদয় অধিকৃত; কিন্তু পরিশ্রমের ভয়ে মুখে সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের কথা, ত্যাগ সন্তোষের কথা। ইহা মিথ্যাচার—কপটতা।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৩.৬

ইহারই ফল, অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপযুক্ত ভরণ-পোষণাদির উপযোগী অর্থের অভাব, দীন মলিন বেশ, দুর্ব্বল জীর্ণ দেহ। ছেঁড়া কাপড়, মলিন বেশ, খালি পা, ইত্যাদি নিরহঙ্কারিতা নহে; এ সকল সত্ত্ব-গুণের পরিচায়ক নহে, রজোগুণেরও নহে; পরন্তু তমোগুণের অবশ্যম্ভাবী ফল। নির্ম্মলতা সত্ত্ব, ফিট্‌ফিটে ভাব রজঃ আর মলিনতা তমঃ।

আবার, আমরা যে অল্পে (মোটা ভাত মোটা কাপড়ে) সন্তুষ্ট এ কথাও মিথ্যা। যেটা অল্প আয়াসে হয়, যেটা আমাদের এক্তারে আছে, সেটাতে বৈরাগ্য নাই। এক হাত জমির জন্য দুর্ব্বল ভ্রাতৃ-বন্ধু-আত্মীয়-প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ করিতে, এবং সুযোগ পাইলে তাহা আত্মসাৎ করিতে, পশ্চাৎ পদ হই না। নিজের যথেষ্ট সম্পত্তি থাকিলেও, এমন কথা মনে আসে না যে, আমার যথেষ্ট আছে, আর চাহি না; অমুক গরীব, তাহার হউক। কিন্তু তথাপি বলি, আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ; ত্যাগ সন্তোষ আমাদের প্রকৃতিগত। যেটা এক্তারে আছে, তাহাতে অনুরাগ, আর যেটা এক্তারে নাই, সেটাতে বিরাগ,—ইহা ক্লীবতা। ইহা সত্ত্ব গুণ নহে। ইহা ঘোর তমঃ।

ঘোর তমে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, এই জগৎ কর্ম্মের স্থান। আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি; এখানে যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে তদুপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইবে। "জীবন" মানে কর্ম্ম, আর "মৃত্যু" মানে কর্ম্মের বিরাম। ঘোর তমোগুণের প্রভাবে আমরা এখন নিদ্রাসুখে অলস জীবন যাপন করাকে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি মনে করি।

যে কোন উপায়ে হউক, কিছু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক, দাস দাসীর দ্বারা সর্ব্ববিধ আবশ্যক কর্ম করাইয়া, নিজে সপরিবারে নিশ্চিন্তে সময়াতিপাত করাকেই, আমরা বাহাদুরি বা বাবুগিরি বা মনুষ্য জীবনের মত কায মনে করি। কিন্তু গীতা বলে "অজ্ঞান, আলস্য, প্রমাদ ও মোহ—এগুলি তমোগুণের ফল" (১৪।১৩)। সুতরাং যে অলস তাহার জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই, যে অলস, পদে পদে তাহার মোহ, পদে পদে তাহার ভ্রান্তির সম্ভাবনাই অধিক। যে অলস, তাহার ঊর্দ্ধ গতি অর্থাৎ কোনরূপ উন্নতি নাই। ১৪।৬—১৮শ শ্লোকে গুণত্রয়ের বিবরণ দ্রষ্টব্য। আলস্যই সর্ব্ব অনর্থের মূল। যে পরিশ্রমী তাহার অন্য অনেক দোষ থাকিলেও, এক দিন তাহার উন্নতির আশা আছে; কিন্তু যে অলস, যে নিষ্কর্ম্মা বাবু, তাহার কোনরূপ উন্নতির আশা নাই। দুঃখ দারিদ্র্যের অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু আলস্যই সর্ব্বপ্রধান।

আমাদের আলস্যের ফলে আমাদের বর্ত্তমান দশা কি হইয়াছে, তাহা ভাব দেখি, শরীর শিহরিয়া উঠিবে। আজ যদি কার্পাসজাত বস্ত্রাদির বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হয়, তবে কা'ল আমরা উলঙ্গ; আমাদের জননী, পত্নী, ভগ্নী উলঙ্গিনী। কি সর্ব্বনাশ! তথাপি বাবু সাজিবার আশা আমাদের ষোল আনা। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

ভগবান্ এই অলস, কর্ম্মশূন্য জীবনের ঘোর বিরোধী। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি (২।৪৭) অকর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি না হউক। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ (৩।৮)। সর্ব্বদা কর্ম্ম কর; অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মই ভাল।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১৬

যে মনুষ্যদিষ্ট কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন করে না, সে পাপায়ু; তাহার জীবন বৃথা। সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ (৩।৩২)। তাহাদের

কোন জ্ঞান নাই, তাহারা মূর্খ এবং নষ্ট হইয়াছে জানিও। অপিচ, এই কর্ম্মক্ষেত্রে, উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানম্ (৬।৫)। আপন উত্তমে আপনার উদ্ধার কর। অন্তের মুখ চাহিও না; আপনার পায়ে ভর দিয়া আপনি চল; পরিশ্রম, সাহস, অধ্যবসায় অবলম্বন কর। তবে তোমার উদ্ধার—অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইবে।

আবার, "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানম্" কেবল এইমাত্র বলিয়াই ভগবান্ আপনার উপদেশ শেষ করেন নাই। কাহার কোন কর্ম্ম করা উচিত সে বিষয়ে বলিতেছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। ৩।৩৫, ১৮।৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। ১৮।৪৮

কিরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে হয়, সে বিষয়ে বলিতেছেন,—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। ২।৪৮
* * * অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর। ৩।১৯
তদর্থং (যজ্ঞার্থ) কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩.৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব * * *॥ ৩।৩০
* * * সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ। ৮।৭

এবং পূর্ব্বোক্ত ভাবে কর্ম্ম করা যে আমাদের সংসারমার্গে এবং মোক্ষমার্গে—উভয় মার্গেই শ্রেয়স্কর, তাহাও স্পষ্টতঃ বলিতেছেন,—

* * * এষ (যজ্ঞ কর্ম্ম) বো ঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ।৩।১০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।৪।৩১
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরম্ আপ্নোতি পূরুষঃ ।৩।১৯
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।১৮।৪৫

এইরূপ আরও অনেক উপদেশ বাক্য আছে। সে সমুদায় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৮—৫৩ শ্লোক,

সমগ্র তৃতীয়, ষোড়শ, সপ্তদশ অধ্যায় এবং অষ্টাদশ অধ্যায় ৪—১০, ২৩—২৮, ৪১—৪৯, ৫৬—৬৮ শ্লোক বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

এই সকল বাক্যের সারাংশ এই,—তুমি যে জাতীয়, যে বর্ণীয়, যে দেশবাসী হও না কেন, ভগবান্‌কে সর্ব্বদা মনে রাখিয়া বুদ্ধিযোগ অবলম্বনে, যে বিষয়ে তোমার অধিকার আছে, তাহা করিয়া যাও। তদ্দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিবে; 'নিবেদন' ১॥৶০ এবং ১৸৶০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যে কর্ম্মের সঙ্গে তোমার জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সদোষ হইলেও, ত্যাগ করিও না। সংসারে নির্দ্দোষ কর্ম্ম নাই। গুণকর্ম্মানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি (৪।৪৩) অতএব সত্যের দৃষ্টিতে, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ভাল, আর মুচির বা মেথরের কর্ম্ম মন্দ, এমন কিছু নয়। যদি ঠিক শুদ্ধ বুদ্ধিতে করা হয়, তবে পারমার্থিক ফল সকলেরই সমান। ভাল-মন্দ-ভেদ যাহা দেখা যায়, তাহা কেবল লৌকিক হিসাবে।

ইংরাজ বীর নেলসন্ ইংলণ্ডের মঙ্গল কামনায় বলিয়াছিলেন, England expects every man to do his 'duty.' ইংরাজ সে কথা শুনিয়াছে। ফলে রাজশ্রী লাভ করিয়াছে। আর কৃষ্ণ বলিতেছেন, বুদ্ধিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া (১৮।৫৭) স্বধর্ম্ম পালন কর (৩।৩৫)। তদ্দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিবে (১৮।৪৫)। কিন্তু আমরা শ্রীকৃষ্ণের সে কথায় কর্ণপাত করি নাই ও করিতেছি না। বোধ হয় পরিশ্রমের ভয়ে এবং বিলাস-স্বার্থের মোহে। ঠিক ঠিক কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে, বিলাস ত্যাগ করিতে হয়, স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়, পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ইহা সত্য যে, উদ্যমহীনের, বলহীনের যেমন লক্ষ্মী লাভ হয় না, তেমনি ঈশ্বর লাভও হয় না। "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" (কঠ)। আমাদের লক্ষ্মীশ্রী গিয়াছে, লক্ষ্মীকান্ত ঈশ্বরও গিয়াছেন। যেখানে লক্ষ্মী থাকেন না, সেখানে লক্ষ্মীকান্তও থাকেন না।

যে দিন হইতে পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের মোহ নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে। বহু শতাব্দীর

তমোনিশা ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। রজো দেখা দিতেছে। চেষ্টা, উদ্যম, সাহস, ধীরে ধীরে জাগিতেছে।

বিদেশীয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমাদের ঈর্ষা জন্মিতেছে। কিন্তু যদি ঐ ঈর্ষার মোড় (গতি) ফিরাইতে পারি; যদি তাহাদের ঐশ্বর্য্যের প্রতি ঈর্ষা না করিয়া, যে গুণে তাহারা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে, সেই গুণের প্রতি ঈর্ষা করিতে পারি, সেই গুণগ্রাম অর্জ্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারি, তবেই আমাদের মহালাভ। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! ভগবানের এই মহাবাণী স্মরণপূর্ব্বক ক্লীবতা ছাড়িয়া, আলস্য ছাড়িয়া, "হৃদয়ের ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য ছাড়িয়া" (২।২) উত্থিত হইতে পারি, তবেই আমাদের মহালাভ। সত্যের সহিত, ন্যায়ের সহিত, সাহস ও উদ্যমের সহিত উত্থিত হইলে সব বাধা সরিয়া যাইবে। আর ন্যায়ের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইলেও ক্ষতি নাই। পরিণামে নিশ্চয়ই মহৎ কল্যাণ। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং।

যদি বল, তাহারা মহাশক্তিশালী, কিন্তু আমরা সর্ব্বরূপে হীন, দুর্ব্বল। মিথ্যা কথা। তুমিও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সনাতন অংশ (১৫।৭)। তোমার সব জানা আছে, তোমাতে অনন্ত শক্তি আছে। জ্ঞানস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ ভগবান্ তোমার হৃদয়ে (১৩।১৭)। তামসিক মোহে মুগ্ধ হইয়া তোমার হৃদয়ের দেবতাকে বাহিরে আনিয়া, আকাশের পরপারে সরাইয়া দিয়া, তুমি ভুল করিয়াছ। তুমি দেবদর্শনের জন্য কাশী, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র গমন কর; সেখানে মন্দির মধ্যে দেবদর্শনের কামনা কর এবং দর্শন না পাইয়া পেশাদার পাণ্ডাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়া লও। কিন্তু সে দেবতা যে তোমার হৃদয়ে। "এষ তে আত্মা অন্তঃ হৃদয়ে"। অতএব বাহিরে খুঁজিলে কি হইবে? নিজে হৃদয়ে তাঁহার অনুসন্ধান কর। অকপটে হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া দাও। স্বার্থবোধ, কাম, ক্রোধ, লোভ, পরিহার কর; হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, খলতা, কপটতা, মিথ্যাচার ভুলিয়া যাও। তোমার জ্ঞানের আলোক প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে; সেই আলোকে হৃদয়ে

দেবতার দর্শন পাইবে; দিব্য জ্ঞান, দৈবী শক্তি লাভ করিবে। স্বার্থবোধ,—কাম ক্রোধ লোভই আমাদিগকে দুর্ব্বল করে, আমাদের জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেয়।

বিদেশীর প্রতি শুধু ঈর্ষা করিলে চলিবে কেন? যখন তুমি নিশ্চিন্ত, অলস ভাবে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইয়াছ, তখন যাহারা স্বদেশের স্বজাতির মঙ্গলের জন্ম প্রাণের মায়া, অর্থের মায়া না করিয়া, সাত সমুদ্রে, তের নদীতে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে; দেশে বিদেশে, সমুদ্রে পর্ব্বতে, নিঃস্বার্থ ভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহাদের বংশধরেরা আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তুমি ঈর্ষা কর কেন? দেখ, কৃপণাঃ ফলহেতবঃ। যাহারা ফলহেতবঃ—স্বার্থপর, তাহারা কৃপণ (২।৪৯)। তাহারাই যথার্থ দীন, ক্ষুদ্রাশয়। তোমরা কখন আপনার স্বার্থ বিন্দুমাত্র ছাড়িতে পার নাই, মহৎ মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে কিরূপে? যে পরার্থ কর্ম্ম করে না, তাহার কোথাও সুখ নাই (৪।৩১)।

পুনশ্চ, তুমি তাহাদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষায় বলিয়া থাক, উঁহারা জড়বাদী; আর তুমি প্রকৃতির অনুকূলে আহার নিদ্রা মৈথুনমাত্র সম্বাধা করিয়া, স্বার্থের স্রোতে গা ভাসাইয়া, মনে মনে অহঙ্কার কর, যে তুমি বড় আত্মজ্ঞানী। কি বিড়ম্বনা!

অনেকে বলিতে পারেন, পূর্ব্ব পুরুষেরা যে ভাবে চলিয়াছিলেন, বিদেশীয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইলে, এখন ঠিক সে ভাবে চলা যায় না। কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মহানি হয়; আর ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে হটিয়া আসিতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের এই দশা। এ সমস্তার মীমাংসা কোথায়?

অর্জ্জুনের মত ভগবানের শরণাগত হও, সকল সমস্তার মীমাংসা হইবে। পুরাতন পথেই যে চলিতে হইবে, এ জ্ঞান অজ্ঞতা। দেবতাবা-পন্ন ধার্ম্মিক মহাত্মাগণের ধর্ম্ম জীবনের যাহা আদর্শ চিত্র, ১৬ অঃ ১—৩

শ্লোকে তাহা চিত্রিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনোযোগপূর্ব্বক তাহা একবার অনুধাবন করিবেন। হৃদয়ের পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, অক্রোধ, দয়া, স্বার্থত্যাগ, লোভত্যাগ ইত্যাদি ২৬টী তাহার লক্ষণ। ঐ সকল গুণগ্রাম লাভ হইলে তবে ধর্ম্মমণ্ডলে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে সেই সকল গুণ লাভ করিতে হইবে। ধর্ম্ম নিত্য—সত্য। তোমার লৌকিক আচার বিচার, তাহার বাহ্য আবরণ মাত্র; ধর্ম্মমণ্ডলে প্রবেশের পথ মাত্র। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সেই পথের, সেই আবরণের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সময়োপযোগী পথের অনুসন্ধান কর। সত্যই তোমার লক্ষ্য। যদি সত্য ভ্রষ্ট না হও, তবে পথের পরিবর্ত্তনে কোন দোষ হইবে না।

তোমার জাতি এবং ধর্ম্ম এখন তোমার আচার বিচারে এবং এক প্রকারে প্রায়শঃ তোমার ভাতের হাঁড়িতেই আবদ্ধ। কিন্তু যাহা সত্য ধর্ম্ম, তাহা তোমার আচার বিচার, আহার বিহারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। সেই গণ্ডীর, সেই আবরণের যাহা সার, তাহা হৃদয়ের পবিত্রতা। তদভাবে তাহা অসার ছোবড়া মাত্র। তোমরা এখন এই ছোবড়ামাত্র লইয়াই মুগ্ধ। আচার বিচারের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেই এখন হিন্দুর জাতি যায়, ধর্ম্ম যায়। কিন্তু মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, স্বার্থপরতা, ব্যভিচার ইত্যাদি সহস্র দোষেও তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, হিন্দুত্ব যায় না। নীতির দৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয়ই মিথ্যা। হিন্দু সমাজ যতদিন সে দিকে লক্ষ্য না করিবে, ততদিন তাহা সারশূন্য ছোবড়াই থাকিবে। যদি যথার্থ ধর্ম্মনীতির অনুগমন করিতে না পারা যায়, তবে অন্তঃসারশূন্য ছোবড়ায় আপনাকে আবৃত করা বৃথা; এবং সেই ছোবড়ার খাতিরে প্রকৃতির অনুরূপ রাজনীতি, অর্থনীতি ও শ্রমনীতি ত্যাগ করা মহাভুল। আগে শাঁসটুকু যত্নে রক্ষা কর; তারপর ছোবড়া। যা' রাখিতে পার, তাই ভাল। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি। প্রকৃতির প্রতিকূলে যাইবার চেষ্টা

বৃথা। তদ্বারা তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণবল—ধর্ম্মশক্তি, ক্ষত্রিয়বল—রাজশক্তি, বৈশ্যবল অর্থশক্তি এবং শূদ্রবল শ্রমশক্তি—ইহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়। দেশের এই চতুরঙ্গ বলের মধ্যে একটী বলেরও হ্রাস হইলে তাহার পতন নিশ্চিত। এই চতুরঙ্গ বল লইয়া যদি তুমি কালের সঙ্গে যাইতে না পার, তুমি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। তবে সেই কালের সঙ্গে যাইতে হইলেই যে, তোমার খেতাঙ্গনা বিবাহ করিতে অথবা ব্রাণ্ডী বিফ্ খাইতে হইবে, এমন কিছু নয়। ইচ্ছা থাকিলে সর্ব্বত্রই সাত্ত্বিকতা এবং জাতীয়তা রক্ষা করা যায়।

যদি বল, প্রাচীনের তুলনায় বর্ত্তমান যুগনীতি খুব খারাপ। কিন্তু যে কালে তুমি জন্মিয়াছ, সে কালের যুগনীতি, তাহার কর্ম, যে তোমার "সহজ"; তাহার সহিত তোমার জন্ম। সহজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহা ত্যাগ করা অনুচিত। ত্যাগ করিলে তোমার পতন নিশ্চিত। আর তুমি কি করিয়া নিশ্চয় জানিলে যে এ কালের যুগনীতি বড় খারাপ। কাল তোমার গড়া নয়। কাল যাহার এক্তারে, তিনিই জানেন কোন কর্ম কোন কালে ঠিক। যে কালে, যে কর্ম্মের সঙ্গে তুমি জন্মিয়াছ, তুমি সেই কর্ম্ম, ন্যায় ও সত্যের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখিয়া, যুক্ত চিত্তে ক'রিয়া যাও। তাহাই তোমার ধর্ম্ম, তাহাই তোমার কর্ম্ম, তাহাই তোমার ঈশ্বরার্চ্চনা।

শেষ কথা ভারতের বর্ত্তমান অভাব অমঙ্গল, দুঃখ দারিদ্র্য দেখিয়া হতাশ হইও না। এই অমঙ্গলের মধ্যেই মঙ্গলের বীজ অঙ্কুরিত হইবে। অমঙ্গলের পীড়নে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। তমঃ দূর হইয়া রজঃ আসিবে। পঙ্গু চলৎ-শক্তি পাইবে। চলৎশক্তির উদয় হইলে কর্ম্মশক্তি, শূদ্রবল জাগরিত হইবে। পবিত্র কর্ম্মশক্তি জাগরিত হইলে পরে, ক্রমশঃ অর্থশক্তি বা বৈশ্যবল, রাজশক্তি বা ক্ষত্রিয়বল এবং ধর্ম্মশক্তি বা ব্রাহ্মণ বল উদ্বুদ্ধ হইবে। তবে আবার দেশে চতুরঙ্গ বলের আবির্ভাব হইবে। আধিভৌতিক বল ও আধ্যাত্মিক বল—উভয় বলের সম্মিলন হইলে,

তবে সেই প্রাচীন গৌরব ফিরিয়া আসিবে। প্রভু হে! কবে আবার তোমার মহান ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদেশ "চতুরঙ্গ বলে" সজ্জিত হইয়া "স্বকর্ম্ম-দ্বারা তোমার অর্চ্চনা" করিবে!

—o—

পারিবারিক জীবনে সাধনা।

সমস্ত ভূতের হৃদয়ে, অর্জ্জুন!
থাকিয়া ঈশ্বর আপন মায়ায়
সংসারের চক্রে সমারূঢ় জীবে
দিবস যামিনী ভ্রমণ করায়।—গীতা ১৮।৬১॥

ভগবদুপদিষ্ট সাধনতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা করিবার অধিকার আমার নাই, উদ্দেশ্যও তাহা নহে। পারিবারিক জীবনের মধ্যে থাকিয়াই যে ভাবে আত্মোন্নতি করা যায়, গীতায় সে বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে; এবং কোন তত্ত্বদর্শী মহাত্মার কৃপায় সে বিষয়ে আমি কথঞ্চিৎ উপদেশ পাইয়াছিলাম। সেগুলি লিপিবদ্ধ রাখিলে অন্যের না হউক, আমার নিজেরই এক দিন না এক দিন কোন উপকার হইতে পারে। সেই আশায় এই কয় পৃষ্ঠা লিখিলাম।

আগে দেখা উচিত যে, আমার বর্ত্তমান অবস্থা কি? রোগ ঠিক না বুঝিলে ঔষধ ঠিক হয় না। আমি কি ভালবাসি? আমি ভালবাসি টাকা, আমি ভালবাসি স্ত্রী পুত্রাদি, আমি ভালবাসি নাম যশ মান সম্ভ্রম। আমি ভাবি, আমি বড় বুদ্ধিমান, আমি বড় সুবিচারক, আমার চাল চলন ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি নির্দ্দোষ; সকলে আমার অনুবর্ত্তী হউক। আমি নিজের দোষ দেখি না, কিন্তু পরের দোষ বেশ দেখি। আমি স্বার্থের খাতিরে মিথ্যা কথা বলিতে, বিশ্বাস হনন করিতে, প্রবলের অযথা ভজনা করিতে, দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতে দ্বিধা করি না। আমি মুখে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের

নাম করি, প্রাতঃ সন্ধ্যায় নাম জপ করি, কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। তাঁহার কোন খোঁজই রাখি না। আবার অপর লোকে, যিনি ঠিক আমারই মত বিশ্বাসহীন, যদি বলেন যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তবে আমি তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করি; কিন্তু যথার্থপক্ষে আমিই মিথ্যাবাদী ভণ্ড, তিনি স্পষ্ট সত্যবাদী সরল। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আমার অযথা অনুরাগ, ইন্দ্রিয়সুখে কদর্য্য লালসা, সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা এবং ঈর্ষা পরচর্চ্চা আমার অঙ্গের ভূষণ। আমি গৃধিনীর মত লোভী, শৃগালের মত ধূর্ত্ত, মূষিকের মত অনিষ্টকারী, চটকের মত রতিপ্রিয় এবং জোঁকের মত শোষক। আমার হৃদয় অধর্ম্মের আঁস্তাকুড় কিন্তু বাহিরে আমি সাধু। আমি অন্তরে যাহাকে ঘৃণা করি, চক্ষুঃলজ্জার খাতিরে অথবা স্বার্থের খাতিরে, বাহিরে তাঁহাকে নমস্কার করি। আমার শঠতার অন্ত নাই। ছি! ছি! আমি নিজের নিকট অবিশ্বাসী, আত্মীয় বন্ধুর নিকট অবিশ্বাসী, সমাজের নিকট অবিশ্বাসী; আমি সমগ্র মানব জাতির নিকট অবিশ্বাসী।

• এই আমার প্রকৃত দশা। আমি ক্ষুদ্র বাসনা-সাগরের উত্তাল তরঙ্গে দিনযামিনী হাবু ডুবু খাই, আর দুঃখ কষ্ট ব্যাধি শোক অভাব অনাটন হতাশ ভয় প্রভৃতির তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া কাল কাটাই। যত অসন্তোষ আমার অন্তরে কিন্তু আনন্দময় ভুবন আমার হৃদয়ের বাহিরে।

কিন্তু কেন এমন হইল? যে যাহাকে ভালবাসে, সে ক্রমশঃ তাহারই মত হয়। যে মাটি ভালবাসে, সে মাটি হয়; আর যে দেবতা ভালবাসে, সে দেবতা হয়। আমি জড় ভালবাসি। অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, নাম যশ ইত্যাদি ইহারা কি জড়ের বিকার নয়? সেই জড়ে নিমজ্জিত থাকিয়া, আমি জড় হইয়া পড়িয়াছি। আমি ভালবাসি জড়, অর্থ স্ত্রী পুত্র নাম, যশ—যাহাদের আমি আরাধনা করি, এ সব জড়। আমার পান ভোজন জড়, ভাবনা

জড়, ধ্যান ধারণা জড়, উপাসনা জড়; আমি যথার্থই জড়োপাসক পৌত্তলিক; ঈশ্বরের নাম কেবল আমার মুখে। ও! আমি কি ভণ্ড!

কিন্তু সত্য সত্য আমি জড় নহি। এ জগৎটাও সত্য সত্য জড় নহে। আমি যে সচ্চিদানন্দময়ের অংশ। এবং জগৎটাও চৈতন্যময়ের প্রকৃতি; স্বয়ং চৈতন্যই আত্মলীলায় অংশত অল্পবিস্তর ঘন হইয়া জগৎ হইয়াছেন, চেতন অচেতন সব হইয়াছেন। তিনি যে আমার হৃদয়ে। তবে হায়! এখন জড়ের ভাবে আমি নিতান্ত অভিভূত; জড়ের কলঙ্কে—পাপের কালিমায়, আমার হৃদয় কালিমাখা; তাহাতে এখন আর চৈতন্যের আভাস ফোটে না। এখন সে হৃদয়ে আছে ঘোর অন্ধকার, ঘোর অজ্ঞান, ঘোর পাপ; আর আছে সেই পাপের সহচর—অবিশ্বাস, সংশয়, লালসা, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, ভয়, ভ্রম, উদ্বেগ, আশঙ্কা, আত্মবিস্মৃতি। ইহারা আমার ব্যাকুল হৃদয়কে অধিক ব্যাকুল করিয়া সেই অন্ধকারের মাত্রা বাড়াইতেছে।

প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে কোন বস্তু, সদসৎ যে কোন ভাব, হৃদয়কে উদ্‌বেলিত করে, তাহাই মনের অন্ধকার—পাপের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। কোথাও কিছু লোকসান হইল, দুঃখে হৃদয় আলোড়িত হইল, অমনি মনের অন্ধকার—পাপের মাত্রা বাড়িয়া গেল। কোথাও কিছু লাভ হইল, আবার আনন্দে হৃদয় আলোড়িত হইল, অমনি অন্ধকারের মাত্রা আবার কিছু বাড়িয়া গেল। কেহ কিছু অপ্রিয়াচরণ করিল, ক্রোধে হৃদয় ভরিয়া গেল, পাপের মাত্রাও বাড়িয়া গেল। যখনই কাহারও প্রতি দ্বেষ করি, হিংসা করি, ঘৃণা করি, তখনই পাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়। আবার যখন সুখ-দুঃখ-নাম-যশের জন্য উৎকণ্ঠিত হই, যখন বিদ্যা-ধন-মানের মোহে গর্ব্বিত হই, যখন অন্যের অপকর্ষ আর নিজের উৎকর্ষ দেখাইয়া আত্মপ্রশংসা করি, তখনও সেই পাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়। এই আমার বর্ত্তমান দশা। হায়! আমার উপায় কি হবে?

উপায় আছে। জগতে যেমন অন্ধকার আছে, তেমনি আলোক আছে; যেমন পাপ আছে, অপবিত্রতা আছে, তেমনি পুণ্য আছে, পবিত্রতা আছে। পাপরাশি,—আমার হৃদয়ের কলঙ্করাশি, ধৌত করিয়া ক্রমশঃ সেই পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে।

এখন, জগৎতত্ত্বের কয়েকটা কথা দেখিতে হইবে। এই বিরাট্ জগতের কর্ত্তা কে? ইহা কাহার? কে ইহাকে ধারণ পালন করে? আমিই বা কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? ইত্যাদি।

তোমার আমার ইচ্ছায় এ জগৎ হয় নাই। তোমার আমার শক্তি ইহাকে ধারণ পালন করে না। কোন অগম্য অচিন্ত্য শক্তি যে ইহার মূলে আছে, কোন অজ্ঞেয় অনন্ত জ্ঞান যে ইহাকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা স্পষ্ট। সে শক্তি, সেই জ্ঞান যাঁহার, তিনি ইহার মালিক। তিনি যে কি, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাকে কেহ বলে ঈশ্বর, কেহ বলে ব্রহ্ম, কেহ বলে আল্লা, কেহ বলে God, আবার কেহ বলে অগম্য প্রাকৃতিক শক্তি। কিন্তু নামের ভেদ যতই হউক, ব্যাপার সেই একই,—তিনি যে কি, তাহা জানি না। তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলি।

তিনি এ জগতের কর্ত্তা, প্রভব-প্রলয়াধার (৭।৬)। মানব, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূত, তাঁহারই সনাতন অংশ (১৫।৭)। এই সমস্ত তাঁহা হইতে আসে, তাঁহাতেই অবস্থিতি করে, কালে আবার তাঁহাতেই বিলীন হয় (৯।৪—৯); সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ-ধর্ম্মী এ জগৎ, সুখ দুঃখ-হর্ষ-বিষাদ-সঙ্কুল এই সংসার, তাঁহা হইতে হয় এবং তাঁহারই প্রেরণায় স্ব-মর্য্যাদানুরূপ বিবিধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় (১০।৮, ১৫।৪)। তাঁহার প্রেরণায়, তাঁহার প্রকৃতি জগৎ রচনা করে (৯।১০); তাঁহার প্রকৃতির গুণ, Laws of His Nature, সর্ব্ব কর্ম্ম করে। আমরা সে সব কর্ম্মের কেবল দর্শক বা শ্রোতা মাত্র (১৪।১৯)।

ঈশ্বরের এই বিরাট্ সাম্রাজ্যে আমরা সব তাঁর কর্ম্মচারী; তাঁর কাযের

জন্ত তিনি আমাদিগকে এই সংসাররূপ বিদেশে পাঠিয়েছেন। এখানে তাঁর কায করে যেতে হবে; এবং যে যেমন বিশ্বাসের সহিত কায করবে, তার পাওনা গণ্ডা তেমনি হবে।

অর্থাৎ (১) এই সংসার আমার নিজ বাড়ী নহে; পরন্তু বিদেশের কর্ম্ম স্থান। (২) এ স্থানের কোন বস্তুতে আমার কোন স্বত্ব নাই; দেহ, মন, স্ত্রী, পুত্র, বিষয় সম্পত্তি—এ সব কিছুই "আমার" নয়। (৩) এ দেহ আমার বিদেশের বাসা ঘর। (৪) মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, অনাত্মীয়—এ সব তাঁর কায করবার উপকরণ। (৫) তিনি যেমন চালান সেইরূপ চলিতে হয়, তাহা অন্যথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

কিন্তু জড়ের সঙ্গে ভালবাসায় মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত হইয়া, এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি; পরের ঘরকে, পরের দ্রব্যকে আপনার মনে করিয়া এবং তাঁর প্রকৃতির কর্ম্মে কর্ত্তার ভাণ করিয়া আমি মোহঘোরে কাল কাটাইতেছি। সেই মোহ, সেই জড়ের ভালবাসা ক্রমশঃ দূর করিতে হইবে। হইতে পারে সে কার্য্য করিতে আমার জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া যাইবে। তথাপি তাহাই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। এ জীবনটা জুঁই বেল কামিনীর কুঞ্জবন নয়, ইহা একটা যুদ্ধ ভূমি; তাহাতে আমাকে জয়ী হইতে হইবে। এ জীবনটা দিবসৈক স্থায়ী সাময়িক কুসুম নয় পরন্তু অনাদিকাল-প্রবাহিনী স্রোতস্বতী। আমাকে উজান বাহিয়া তাহার মূল উৎসে পৌঁছিতে হইবে।

ঈশ্বরে ষোল আনা বিশ্বাস, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, এ কার্য্য সাধনের প্রধান যন্ত্র এবং অবিচলিত যত্ন, ধৈর্য্য ও অশ্রুপাত প্রধান সহায়। অশ্রু জলে পাপের কালি শীঘ্র ধৌত হয়, আর ধৈর্য্য গন্তব্য স্থানের পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। অবিশ্বাস, সংশয় এবং নৈরাশ্য ইহার প্রধান অন্তরায়।

এ বিষয়ে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের কিরূপ চলা উচিত, ব্যক্তিভেদে তাহা বিভিন্ন। তবে কয়েকটা সাধারণ নিয়ম এখানে বলা যায়।

(১) সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা (Devotion to apportioned duties) স্বার্থত্যাগ, যথালাভে সন্তোষ, সংযম, সরলতা, অক্রোধ, অভয়, একাগ্রতা, দয়া, ক্ষমা, লজ্জা, ধৈর্য্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং "ঘরে ফিরে যাবার" জন্য দৃঢ়নিশ্চয়—ইত্যাদি এ গুলি চিত্তভূমির কালিমা ধৌত করিয়া তাহাকে পবিত্র যজ্ঞবেদী করিয়া তোলে।

(২) নাম-যশ-ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্যের লালসা, বিদ্যা-ধন-মান-কৌলিন্যাদির গরিমা, বাহিরে ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখান, আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং ঈশ্বরাদিতে সংশয়,—এ গুলি চিত্তভূমির উপর ভূষির বস্তা; কেবল জায়গা জোড়া করে এবং আবর্জ্জনা সঞ্চয় করে।

(৩) স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, হিংসা, শঠতা, ঈর্ষা, আলস্য, আত্মশ্লাঘা, পরচর্চ্চা, সর্ব্বদা লাভালাভের উৎকণ্ঠা, বিমর্ষতা, সংশয়, এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাস,—এ গুলি চিত্তের মলিন, অপবিত্র, দুর্গন্ধময়, আঁস্তাকুড়—পাপের লীলাভূমি।

আঁস্তাকুড়ের ময়লা সাফ করিয়া, ভূষির বস্তাগুলি ফেলিয়া দিয়া চিত্তকে পবিত্র যজ্ঞবেদীতে পরিণত করিতে পারিলে, তবে তাহাতে দেবদর্শন হয়; তাহার পূর্ব্বে নহে,—কাশী বৃন্দাবন গেলেও নয়, মক্কা গেলেও নয়। অতএব চিত্তভূমিকে যজ্ঞবেদী করিয়া তুলিবার জন্য সদা লক্ষ্য রাখিতে হয়।

সাধনপথে প্রথম প্রবেশের উপায় সম্বন্ধে কোন কৃতকর্ম্মা তত্ত্বদর্শী মহাত্মার উপদেশ এইরূপ;—যাহা মলিন, যাহা অন্ধকার, তাহা অজ্ঞানের প্রতিরূপ আর যাহা নির্ম্মল, যাহা উজ্জ্বল, তাহা জ্ঞানের প্রতিরূপ। আবার যাহা কিছু ভাবা যায়, দেখা যায়, শুনা যায়, তাহারই ছাপ হৃদয়ে পড়ে; নির্ম্মল ভাবের দর্শন, চিন্তন ও শ্রবণ হৃদয়ের নির্ম্মলতা বৃদ্ধি করে। অতএব যাহা নির্ম্মল, যাহা শান্ত, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, পবিত্র, তাহার ভাবনা উত্তরোত্তর অভ্যাস করিবে।

নিম্নোক্ত প্রণালী হঠযোগ ও প্রাণায়াম অপেক্ষা ফলপ্রদ।

(১) স্থির সরল ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান করিবে।

(২) মনে কর, তোমার দেহের মধ্যে কিছু নাই; ভিতরে সব ফাঁকা।

(৩) মনে কর, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় দশ দিক্ প্লাবিত। তুমি প্রতি নিশ্বাসে সেই পবিত্র উজ্জ্বল শীতল চন্দ্রালোক ধীরে ধীরে পান করিয়া সেই ফাঁক পূর্ণ করিতেছ।

(৪) মনে কর, সমস্ত দেহ এমন পূর্ণ হইয়াছে যে, আর কোথাও ফাঁক নাই, এবং কোথাও একটীও কাল দাগ নাই।

(৫) প্রথমাবস্থায়, মনকে কেবল হৃদয়ে নিবিষ্ট রাখিবে। তারপর নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত, তারপর আজ্ঞাচক্র বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্য পর্য্যন্ত, তারপর সহস্রার বা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ভাবনা করিবে।

(৬) তারপর, মনে মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ কর; যেন ওষ্ঠ এবং জিহ্বা কম্পিত না হয়। এরূপ জপে দেহে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। ঐ কম্পনে তাহার অনেকটা ক্ষয় হইয়া যায়। আর সেই জপের সঙ্গে তোমার উপাস্য দেবতার ধ্যান কর; মনে কর তিনি তোমার সব হৃদয়টা জুড়িয়া আছেন।

(৭) পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পর, দিবসে সূর্য্যের ন্যায় শ্বেতোজ্জ্বল জ্যোতিঃ এবং রাত্রিতে স্বর্ণের ন্যায় পীতোজ্জ্বল জ্যোতিঃ হৃদয় মধ্যে ধারণা করিবে। ধৈর্য্যসহ নিয়মিত ভাবে এইরূপ অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ জ্ঞানের ও প্রেমের উৎস উন্মুক্ত হয়। তারপর যাহা প্রয়োজন, তখন তাহা আপনি নির্ণীত হয়।

গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই সাধনরাজ্যের কোন বিদ্যাই অধিগত হয় না। পুস্তকলব্ধ বিদ্যা বুদ্ধিকে নিষ্পীড়িত করে, তার্কিকতা বৃদ্ধি করে, অবিশ্বাস ও সংশয় আনয়ন করে এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও কোমলতা নষ্ট করিয়া

দেয়। এ বিত্তালাভের উপায় অনুরূপ। **প্রকৃতির সেবা** তন্মধ্যে একটি অন্যতর শ্রেষ্ঠ উপায়।

এই যে বিরাট্ প্রকৃতি (Nature) ইহা পবিত্র, শান্ত, প্রফুল্ল, সরল ও অনাবৃত। অপিচ ইহা সর্ব্ব শক্তির, সর্ব্ব জ্ঞানের ও পরম প্রেমের আধার। যদি সেই প্রকৃতিকে ভাল বাসিতে পারি; প্রকৃতির শান্তি, পবিত্রতা, প্রফুল্লতা, সরলতা, জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি; অভিমান, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, অসত্যতা, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি অসংখ্য আবরণ উন্মুক্ত করিয়া উলঙ্গিনী প্রকৃতির মত হৃদয় উলঙ্গ করিতে পারি, তবে আমরাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় গুণের অধিকারী হইব।

উষায়, সন্ধ্যায় বা রাত্রিকালে, যেখানে মুক্ত প্রকৃতি (Open Nature) আছে (যথা গ্রাম বা নগরীর প্রান্তভাগে অথবা নদী সাগরাদির তীরে, পাহাড়ের গায়ে) সে স্থানে যাইবে। নিঃসঙ্গ হইয়া যাইবে; স্ত্রী পুরুষ কোন লোক বা কোন গ্রন্থাদি সঙ্গে থাকিবে না। সেখানে নির্জ্জনে, নিবিষ্টচিত্তে শোভাময়ী প্রকৃতির ভাব দর্শন করিবে। তাঁহাকে জগন্মাতা মনে করিয়া, ক্ষুদ্র শিশু যে ভাবে মায়ের মুখপানে চায়, সেই ভাবে তাকাইবে। "মা" বলিয়া সম্বোধন করিবে। "মা! আমায় শিখিয়ে দাও, জ্ঞান ভক্তি দাও" ইত্যাদি প্রার্থনা করিবে। আর মনে করিবে, যে চিন্ময়ী এই সর্ব্বময়, তিনি আমারও অন্তরে। প্রভাকরের প্রভায়, চন্দ্রমার চন্দ্রিকায়, আকাশের নিলীমায়, উষার রক্তিমায় সর্ব্বত্র তিনি; শ্যামল বনরাজির হাসিতে, নক্ষত্রের দীপ্তিতে, স্রোতস্বিনীর কল্লোলে, পবনের হিল্লোলে তিনি। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে আমি তাঁহাকেই গ্রহণ করিতেছি। নিয়মিত ভাবে এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গ করিলে অচিরকালে উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রশমিত হয়, বিষয় চিন্তার হ্রাস হয়, অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দেখা দেয় এবং জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম উদ্দীপিত হয়।

গীতার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগে এই বিরাট্ প্রকৃতির উপাসনাই

বিযুক্ত হইয়াছে। তাহার বিশেষ পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু ভাব ঠিক এক।
অর্জুন কহিলেন,—

"কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া"। ১০।১৭

কি কি ভাবে, প্রভু হে! করিব তব ধ্যান। ইহার উত্তরেই বিভূতিযোগ। সেই বিভূতিবর্ণনায় ভগবান এক একটী করিয়া কতকগুলি বিশেষ ভাবের উল্লেখ করিয়া শেষে কহিলেন, "অধিক আর কি বলিব, এই সমগ্র জগৎ আমি একাংশে ধরিয়া আছি"। অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ আমার বিভূতি বা ব্যক্ত মূর্ত্তি, তুমি সমগ্র জগতে আমার চিন্তা করিবে।

এই বিরাট্ জগতের এই যে বিরাট্ প্রকৃতি, তাহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের অভিব্যক্ত রূপ। প্রকৃতিই আমাদের যথার্থ মাতা। ভগবান্ কেমন এবং কোথায় তাহা জানি না; কিন্তু তাঁহার মাতৃভাবের অভিব্যক্তি, materal expression, জগন্মাতা এই প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে। ছেলের মত আব্দার ক'রে আমাদের পাওনা গণ্ডা তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে হবে।

প্রত্যক্ষ জগন্মাতা এই বিরাট প্রকৃতিই আমাদের শিবহৃদ্বিহারিণী পরমেশ্বরী কালী, অনন্ত শক্তির, অনন্ত জ্ঞানের, অনন্ত প্রেমের আধার, সচ্চিদানন্দময়ী দেবী। চেতনে, অচেতনে, স্থাবরে, জঙ্গমে, মানুষে, পশুতে, উদ্ভিদে, মৃত্তিকায়, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—যেখানে যাহা কিছু শক্তির বিকাশ, সে শক্তি সেই প্রকৃতির—তিনি শক্তীশ্বরী। মানুষ শ্রান্ত কিন্তু প্রকৃতির শ্রান্তি নাই—তিনি চিন্ময়ী। তিনি সকলের কাছে সমান উদার,—আনন্দময়ী মা, অনন্ত প্রেমের আধার। তাঁহার কাছে মিথ্যা নাই, কপটতা নাই, লুকাচুরি নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, ঘৃণা নাই। তিনি সর্ব্বদা বিশুদ্ধ, পবিত্র, প্রফুল্ল, সরল, অকপটভাবী। ঋষিগণের পবিত্র-সুন্দর তপোবন, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন, কৈলাসপতির কৈলাস, গিরিজার মহাপীঠ এই প্রকৃতি-মাতাকে উদ্ভাসিত করেছে।

আর একটা কথা বুঝিবার আছে। অনেক সময় মনে করি যে, ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু সেই বিশ্বাস পরীক্ষার লক্ষণ কি?

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে২র্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

এইটা সেই লক্ষণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই মনে রাখে যে ঈশ্বর আমার হৃদয়ে, আমরা তাঁর মায়ার চক্রে সর্ব্বদা ঘুরিতেছি, সেই ঠিক বিশ্বাসী।

যখন কেহ আমার মন্দ করে, তখন তাকে শত্রু ভাবিয়া ক্রোধে আত্মহারা হই; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আবার যখন কেহ কিছু ভাল করে, তখন তাকে বন্ধু ভাবিয়া আহ্লাদে আত্মহারা হই; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। পুনশ্চ, প্রকৃতির নিয়মে আমি যখন যে কর্ম্মচক্রের মধ্যে আসিয়া পড়ি, অসুবিধা বোধ হইলে, তখন তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি যথার্থই নাস্তিক Disbeliever.

অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিব না, কিংবা সে চেষ্টা অন্যায়, এমন কিছু নয়। কিন্তু এক জনকে শত্রু ভাবা অথবা মিত্র ভাবা ন্যায়। তাহাতে তিনটা দোষ হয়। (১) ক্রোধে বা আনন্দে অভিভূত হইয়া শক্তিক্ষয় করি; (২) চিত্তের সমতা (Harmony) নষ্ট করিয়া তাহার মলিনতা বৃদ্ধি করি; (৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি। সৎকর্ম্মের অনুকূলতা ও অসৎকর্ম্মের প্রতিকূলতা করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য; বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা করিবেন। কিন্তু যাহা করা উচিত, তাহা শান্ত চিত্তে করিতে হইবে। "শান্ত হও শান্তি পাবে" (২।৬৪)। রাগদ্বেষের বশে উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিলে, কাষ ভাল হয় না এবং শক্তি ও শান্তি নষ্ট হয়।

বস্তুতঃ অগম্য কর্ম্মচক্রের নিয়মে কেহ শত্রুরূপে আর কেহ বা মিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়। ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। সুতরাং যাকে আমি শত্রু মনে করি, সেও' ঠিক আমার শত্রু নয় এবং তার উপর রোষ অভিমানেরও কিছু

নাই। রোষ অভিমানের যদি কেহ থাকে, তবে সে ঈশ্বর। তাঁহারই উপর রোষ অভিমান করিতে পারি, দুকথা বলিতেও পারি। এ ভাব যার প্রাণে জাগে, তার কাছে আর আত্মপর, শত্রুমিত্র ভেদ থাকে না। সমদর্শন যোগে সে সিদ্ধ হইয়াছে (৬।৯)।

আসল কথা, এ রাজ্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। এটা আমার বাসা বাড়ী। আমার আদৎ সম্বন্ধ অদৃশ্য রাজ্যের সঙ্গে। আমার মন অদৃশ্য, প্রাণ অদৃশ্য, আত্মা অদৃশ্য, কর্ম্মশক্তি কর্ম্মফল অদৃশ্য, তার খেলা অদৃশ্য এবং বিধাতাও অদৃশ্য। অদৃশ্যের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ। এই অদৃশ্যের তত্ত্ব বুঝতে না পারাতেই কর্ম্মজীবনে আমাদের ভ্রান্তি ও বিঘ্ন ঘটে; আর তদ্দর্শনে অনেকে কর্ম্মজীবনে ধিক্কার দিয়া কর্ম্মশূন্য সন্ন্যাস কামনা করেন। তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়াছেন।

ফল কথা, হাগা পাওয়া, মুত পাওয়া, খিদে পাওয়ার মত, যখন যে চেষ্টা হবে, তখন সেটা করে যেতে হবে। করবো না বল্লে প্রকৃতি ছাড়বে না। বিধির বিধান যে তাই। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। সমস্ত কায করে প্রকৃতির গুণ, Law of Nature. গুণে গুণে খেলা চলে। এই সময় প্রবৃত্তি এসে এক রকম কায করে, অন্য সময় নিবৃত্তি এসে অন্য রকম কায করে, অপর সময় মোহ এসে সব গোল-পাকিয়ে দেয়। আমরা কোন কাযেরই কর্ত্তা নই, কেবল দর্শক বা শ্রোতা মাত্র; চিরকালই আমরা এইরূপ "দ্রষ্টা"। কিন্তু আমাদের ভুল এই যে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে ফেলে, আপনি কর্ত্তা সেজে হাউ চাউ করে আমাদের বুদ্ধির সমতা নষ্ট করে ফেলি। ফলে আপনিও জ্বলি আর দশজনকেও জ্বালাই। গীতার আগাগোড়া এই চিত্তের সমতা বা Harmony রূপ সুরে বাঁধা। সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৭)। ত্রিগুণাতীত জীবন্মুক্ত পুরুষ, প্রবৃত্তিকেও ভালবাসে না, নিবৃত্তিকেও ভালবাসে না; প্রবৃত্তিকেও ঘৃণা করে না, নিবৃত্তিকেও ঘৃণা করে না; পরন্তু মাঝখানে

কেবল উদাসীন দর্শকের মত থাকে (১৪।২২—২৩)। এ ভাবে যে থাকতে পারে, সে নিষ্কাম স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী ; তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। তার কাছে কর্ম্মযোগ—প্রবৃত্তিধর্ম্ম, সন্ন্যাসযোগ—নিবৃত্তিধর্ম্ম, ভক্তিযোগ—ভক্তিধর্ম্ম ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্ম এক ভগবানে মিশিয়া যায়। তাঁহাকেই ভগবান্ বলেছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ।

সকল সময়ে সর্ব্বকর্ম্মে আমরা যে কেবল "দর্শক বা শ্রোতা," এরূপ ভাব্‌তে হবে। কিছুদিন দৃঢ়বিশ্বাসে এরূপ ভাবনা অভ্যাস করলে ক্রমশঃ জ্ঞানচক্ষু খুলতে থাকে। বাল্যকালে কেবল এই তত্ত্বটা যদি কেহ বুঝিয়ে দিত, তবে এত দিন অনেক উপকার হতে পারতো।

এতক্ষণ যাহা দেখিলাম তাহার সার মর্ম্ম এই,—

(১) সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে ঈশ্বর আমার হৃদয়ে, এই তিনি সর্ব্বময়। এ দেহ তাঁহার পবিত্র মন্দির। তিনি আমার পিতা, মাতা, প্রভু, ভর্ত্তা।

(২) সংসার আমার স্বদেশ নয় ; আমায় দেশে ফিরে যেতে হবে। আমার দেহ, মন, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, এ সব কিছুই "আমার" নিজস্ব নয়।

(৩) ঈশ্বর আমার হৃদয়ে থাকিয়া সব করান ; তিনি কর্ত্তা, আমি নিমিত্ত মাত্র। অথবা তাঁর প্রকৃতির নিয়মে কর্ম্ম হয় ; আমি দর্শক বা শ্রোতা মাত্র।

(৪) উপাসনায় সময় ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের দিক্‌টা ভাবিও না ঐশ্বর্য্যের ভাবে ভয় আনে। সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ঈশ্বরীর আরাধনার জন্য আমরা যখন ঠাকুরঘরে যাই—স্নান করে, কাপড় ছেড়ে, অতিসন্তর্পণে, তখন আমাদের দশা, ঠিক জজ্ সাহেবের কাছে খুনী আসামীর মত। এটা মনের অপবিত্রতা, অবিশ্বাস ও সংশয়ের ফল এবং একটা লোক দেখান ঢং। ঐরূপ ঈশ্বরে এবং ঐরূপ আরাধনায় প্রয়োজন

নাই। শিশুর মত সরল নিশ্চিন্ত ভাবে, বা বন্ধুর মত প্রীতি ও আদরের ভাবে, কিংবা বিশ্বাসী ভৃত্যের মত বিশ্বস্ত ভাবে, অথবা প্রেমিকের মত অনুরাগের ভাবে দেবতার কাছে যেতে হবে। ক্ষুদ্র শিশু মা বাপকেই ভালবাসে; তারপর কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তে বাল্যকালে, তার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে ভালবাসা হয়; পরে যৌবনে সর্ব্ববৃত্তির বিকাশের সঙ্গে, হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ হয়, প্রেমাস্পদের প্রেম তখন সে আপনি বুঝিতে পারে। আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শিশু, সুতরাং আমরা "মা"ই বুঝিতে পারি। ভগবান্ আমাদের "মা"। আর যিনি জ্ঞানের সেই শৈশবদশা উত্তীর্ণ হইয়া বাল্যভাব পাইয়াছেন, তিনি বন্ধুর প্রেম বুঝিবেন; ভগবান্ তাঁর সখা। তারপর যিনি তাহা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনদশা অর্থাৎ পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান পাইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের ভাব, আপনি ফুটিয়া উঠে, ভগবান্ তাঁর প্রেমাস্পদ ভর্ত্তা (ভাতার)। প্রথম ও শেষ এই দুইটী ভাব শ্রেষ্ঠ। শিশু ছুটিয়া মায়ের কাছে যায়, আর প্রেমিকা নিজের কাছে প্রেমিককে টানিয়া আনে।

(৫) যখনই সুযোগ পাবে, বিশেষতঃ উষায় ও সন্ধ্যায় একাকী নিবিষ্ট চিত্তে প্রকৃতির ভাব পরিদর্শন করিবে। প্রকৃতির শান্তি, পবিত্রতা, সরলতা, উদারতা প্রভৃতি ধারণা করিবে।

(৬) অবসর কালে, একটী শ্বেতাভ কিংবা সুবর্ণাভ জ্যোতিঃ ধ্যান করিবে। মনে করিবে যেন তাহা হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে।

(৭) নিয়মিত সময়ে পূর্ব্বোক্তভাবে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে।

(৮) একটী আদর্শ দেবতার চিত্রপট বা প্রতিমূর্ত্তি দিয়া ঘর সাজাইবে। সেগুলিতে স্নেহের ভাব কিংবা পবিত্র প্রেমের ভাব থাকা আবশ্যক।

(৯) মন অধীর হইলে পূর্ণচন্দ্রের ধ্যান করিবে; মনে করিবে যেন চন্দ্রালোকে হৃদয় ভরিয়া গেছে। নিজে শান্ত না হইলে শান্তি মেলে না।

(১০) লোক দেখান আড়ম্বরপূর্ণ পূজাদি করিবে না; কিংবা বাহ্যিক বেশভূষা কথাবার্ত্তায় ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইবে না। তাহাতে অহঙ্কার আসে। অহঙ্কার সবই সমান—তা ভোগেরই হোক্ আর ত্যাগেরই হোক্। অপরন্তু "পীরিতটা গোপনেই ভাল হয়।"

(১১) এই সংসার কর্ম্মশালায় যাঁহারা আমাদের গুরু, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত, অপরিচিত, স্বদেশবাসী, বিদেশবাসী ইত্যাদিরূপে বর্ত্তমান, আমরা তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কত উপকার পাই। তাঁহাদের কাছে আমরা ঋণী। তদ্ভিন্ন গো-মেষাদি কত পশু পক্ষী, কত তরু লতা গুল্ম, অন্যান্য কত স্থাবর জঙ্গম আমাদের কত উপকার করে। তাহাদের কাছেও আমরা ঋণী। সংক্ষেপতঃ আমি জগতের কাছে ঋণী। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য অধমর্ণের ভাবে (In the spirit of a debtor) আপন আপন সাংসারিক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।

(১২) সাধ্যপক্ষে কাহারও মনে কষ্ট দিবে না। সুখ দিলে সুখ আসে, দুঃখ দিলে দুঃখ আসে, ঈশ্বরের এ নিয়ম স্থির।

(১৩) পরচর্চ্চায় থাকিবে না। পরচর্চ্চায় লাভ নাই, লোকসান আছে, পরের মন্দের ভাগটা পাওয়া যায়, ভাল ভাগটা নয়।

(১৪) যাহারা দুর্নীতিপরায়ণ, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, প্রায়শঃ মিথ্যাবাদী, অতি রুক্ষস্বভাব, যথাসম্ভব তাহাদের সহিত মিশিবে না।

(১৫) মনে এক রকম কিন্তু কথায় বা কাযে অন্য রকম ভাব রাখিবে না। তাহাতে পরকে ঠকান হয়, নিজেকেও ঠকান হয়।

(১৬) বাড়ী ঘর বেশ ভূষাদি পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। বাড়ীতে ফুলের বাগান, তুলসীর বাগান মনের ও শরীরের স্বাস্থ্যকর।

(১৭) শেষ কথা, যখন প্রবৃত্তি ঘাড়ে চাপে, তখন বিবিধ কর্ম্মচেষ্টা আসে। যখন নিবৃত্তি ঘাড়ে চাপে, তখন বৈরাগ্য আসে। সেই প্রবৃত্তি

বা নিবৃত্তি আমার কর্ম্মশক্তিকে পরিচালিত করিয়া কর্ম্ম করায়। "আমি" সেখানে কেবল "দর্শক বা শ্রোতা" মাত্র। কর্ত্তৃত্বের ভাণ ছাড়িয়া ঐ "দর্শকের ভাব" যে যতটুকু পায় এবং যে যতটুকু "ঈশ্বরে বিশ্বাস" রাখিতে পারে, সে ততটুকু তাঁহার নিকটে।

শিশুর জননী তুমি—স্নেহপারাবার,
বালকের সখা তুমি—প্রীতির আধার,
যুবতীর প্রেমাস্পদ প্রেম-রস-কূপ,
কে হও "তোষের" তুমি, ওহে সর্ব্বরূপ !

—•:•:•—

ওম্ তৎ সৎ।